...ীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে
প্রায় ৫০০ বছর আগে পরমেশ্বর ভগবান
...ত মানুষদের কৃষ্ণ-ভক্তি শিক্ষা দান করার
...রে অবতীর্ণ হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন
তখন ভারতের সমস্ত মনীষী ও পণ্ডিতেরা
... চিনতে পেরে তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন।
...্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত
...ছিল।

... গোস্বামী বিরচিত "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত"
... সারা পৃথিবীকে আজ ভগবৎ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ
...ই এক অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
...বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। এই গ্রন্থটি শ্রীল
...nya Caritamrita-এর বাংলা অনুবাদ।
... শ্লোকের শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য
... হয়েছে। যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে
...মাধ্যমে তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর
... যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন।

মধ্যলীলা দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

মধ্যলীলা দ্বিতীয় খণ্ড
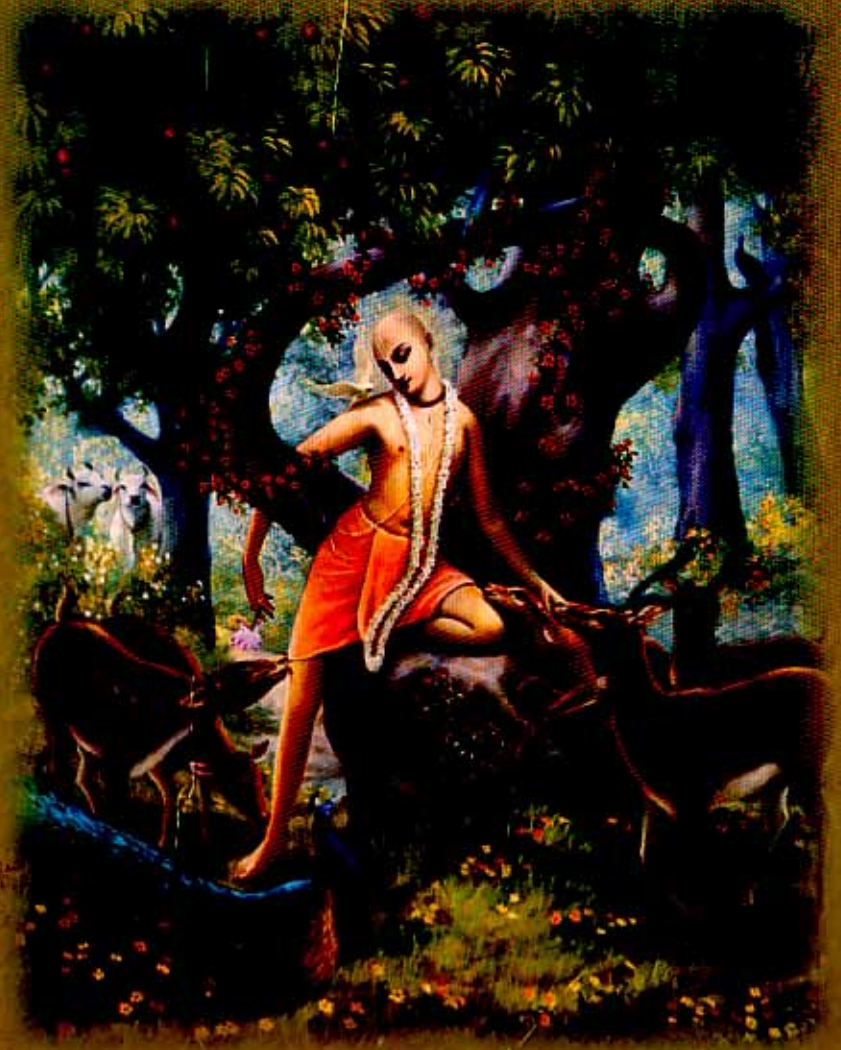
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ
গীতার গান
শ্রীমদ্ভাগবত (বারো খণ্ড)
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (চার খণ্ড)
গীতার রহস্য
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীউপদেশামৃত
কপিল শিক্ষামৃত
কুন্তীদেবীর শিক্ষা
শ্রীঈশোপনিষদ
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
জীবন আসে জীবন থেকে
বৈদিক সাম্যবাদ
কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান
অমৃতের সন্ধানে
ভগবানের কথা
জ্ঞান কথা
ভক্তি কথা
ভক্তি রত্নাবলী
ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলী
বুদ্ধিযোগ
বৈষ্ণব শ্লোকাবলী
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (মাসিক পত্রিকা)

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর (৭৪১ ৩১৩)
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট ১ই,
দোতলা, ১০ গুরুসদয় রোড,
কলকাতা ৭০০ ০১৯

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

মধ্যলীলা

(দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ১৫শ-২৫ম পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

মূল বাংলা শ্লোকের শ্লোকার্থ, সংস্কৃত শ্লোকের শব্দার্থ ও অনুবাদ
এবং বিশদ তাৎপর্য সহ ইংরেজী
Sri Caitanya-Caritamrita
বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

Sri Caitanya Caritamrita
Madhya Lila-Volume Two (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ	ঃ	১৯৮৮—৩,০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ	ঃ	১৯৮৯—২,০০০ কপি
তৃতীয় সংস্করণ	ঃ	১৯৯১—৩,০০০ কপি
চতুর্থ সংস্করণ	ঃ	১৯৯৩—৩,৫০০ কপি
পঞ্চম সংস্করণ	ঃ	১৯৯৪—৪,০০০ কপি
ষষ্ঠ সংস্করণ	ঃ	১৯৯৫—৩,০০০ কপি
সংশোধিত সপ্তম সংস্করণ	ঃ	২০০৩—২,০০০ কপি

মুদ্রণ ঃ
শ্রীমায়াপুর চন্দ্র প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর ৭৪১ ৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

E-mail : shyamrup@pamho.net
Web : www. krishna.com

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	ড
পঞ্চদশ	সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসাদ সেবা	১
ষষ্ঠদশ	শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়ার প্রচেষ্টা	৮৫
সপ্তদশ	শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমন	১৬৭
অষ্টাদশ	শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে ভ্রমণ এবং প্রয়াগ যাবার পথে মুসলমান সৈনিকদের সাথে আলোচনা	২৪১
উনবিংশ	প্রয়াগে শ্রীরূপ শিক্ষা	৩০৫
বিংশ	বারাণসীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎকার এবং শিক্ষালাভ	৪০৩
একবিংশ	শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য	৫৩৫
দ্বাবিংশ	অভিধেয় তত্ত্ব	৫৮১
ত্রয়োবিংশ	ভগবৎ-প্রেমরূপ প্রয়োজন তত্ত্ব	৬৫১
চতুর্বিংশ	আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং সনাতনকে কৃপা	৬৯৯
পঞ্চবিংশ	কাশীবাসীকে বৈষ্ণবকরণ ও পুনরায় নীলাচল গমন	৮২৯
	অনুক্রমণিকা	৯২৩
	শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৯৫৯

ভূমিকা

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় মুখ্য গ্রন্থ। আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে যে মহান সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন ভারতবর্ষের তথা সারা পৃথিবীর ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই আন্দোলনের সূচনা করেন। এই মহৎ গ্রন্থের অনুবাদক ও ভাষ্যকার এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন মহান ঐতিহ্য সমন্বিত ব্যক্তি বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু, আধুনিক ঐতিহাসিক তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে তার কালের পটভূমিকায় দর্শন করা হয়—তা এখানে ব্যর্থ হয়েছে, কেন না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমনই একজন পুরুষ যিনি ইতিহাসের সংকীর্ণ গণ্ডির অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে মানুষ যখন নতুনের সন্ধানে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়ে নতুন মহাদেশ ও মহাসমুদ্র আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছিল এবং জড় ব্রহ্মাণ্ডের আকৃতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন করছিল, তখন ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মানুষকে অন্তর্মুখী করে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় তার চিন্ময় স্বরূপের উপলব্ধির জন্য এক পারমার্থিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীর সব চাইতে প্রামাণিক তথ্য হচ্ছে মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা। বৈদ্য মুরারি গুপ্ত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত তাঁর জীবনের প্রথম চব্বিশ বছরের কার্যকলাপ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভৌমলীলার বাকি চব্বিশ বছরের কার্যকলাপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আর একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাঁর কড়চায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। আদিলীলা রচিত হয়েছে শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চার ভিত্তিতে এবং মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা রচিত হয়েছে শ্রীল স্বরূপ দামোদরের কড়চার ভিত্তিতে।

আদিলীলার প্রথম দ্বাদশটি পরিচ্ছেদ হচ্ছে সমগ্র গ্রন্থটির ভূমিকা। বৈদিক শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবানের অবতার। এই কলিযুগ শুরু হয়েছে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এবং জড়বাদ, ভণ্ডামি, কলহ—এগুলি হচ্ছে এই যুগের বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থকার আরও প্রমাণ করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন এবং তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, অধঃপতিত কলিযুগে অধঃপতিত জীবদের সংকীর্তন প্রচারের মাধ্যমে অকাতরে কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের জন্য তিনি অবতরণ করেছিলেন। তা ছাড়া, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমন্বিত ভূমিকায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই জগতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের গূঢ় কারণ প্রকাশ করেছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর অংশ-অবতার, মুখ্য পার্ষদ ও তাঁর শিক্ষার সংক্ষিপ্তসারও বর্ণনা করেছেন। আদিলীলার অবশিষ্ট অংশ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য জন্মলীলা এবং তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ববর্তী গার্হস্থ্যলীলা উল্লেখ

করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে বাল্যলীলার চপলতা, বিদ্যাভ্যাস, বিবাহলীলা, দার্শনিক তর্কযুদ্ধ, ব্যাপকভাবে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার এবং মুসলমান শাসকের উৎপীড়নের প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলন। মধ্যলীলার বিষয়বস্তু সব চাইতে দীর্ঘ। এই অংশটিতে একজন সন্ন্যাসীরূপে, শিক্ষকরূপে, দার্শনিকরূপে, গুরুরূপে ও অধ্যাত্মবাদীরূপে সারা ভারত জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঘটনাবহুল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এই ছয় বছরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যদের কাছে তাঁর শিক্ষা প্রদান করেছেন। তখনকার দিনে অদ্বৈতবাদী, বৌদ্ধ এবং মুসলমান আদি বহু বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মীয় নেতাদের তিনি তর্কে পরাস্ত করে তাদের হাজার হাজার অনুগামী ও শিষ্যসহ তাদের আত্মসাৎ করেছেন। পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক নাটকীয় বিবরণও গ্রন্থকার এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অন্ত্যলীলায় নীলাচলে প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মন্দিরের নিকটে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ আঠারো বছরের নির্জনলীলা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর অন্ত্যলীলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎ-প্রেমের সমাধিতে গভীর থেকে গভীরতর অবস্থায় প্রবেশ করেছেন, যা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য বর্ধমান দিব্য উন্মাদনার কথা তাঁর সেই সময়কার নিত্য সহচর স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সাবলীল বর্ণনায় চিত্রিত হয়েছে, যা আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ এবং প্রপঞ্চবাদীদের অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার অতীত।

এই মহাকাব্যটির রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম হয় ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ অনুগামী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্য। সর্বত্যাগী মহাপুরুষ রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর মুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমগ্র কার্যকলাপের বর্ণনা শুনে তাঁর স্মৃতিপটে গেঁথে রেখেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীল স্বরূপ দামোদরের অপ্রকটের পর, তাঁদের বিরহ বেদনা সহ্য করতে না পেরে রঘুনাথ দাস গোস্বামী গোবর্ধন পর্বত থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার বাসনা নিয়ে বৃন্দাবনে যান। কিন্তু বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সব চাইতে অন্তরঙ্গ দুই শিষ্য রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা তাঁকে তাঁর আত্মহত্যার পরিকল্পনা থেকে নিরস্ত করেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা তাঁদের কাছে প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করেন। সেই সময় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বৃন্দাবনে ছিলেন এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কৃপায় তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য জীবন-চরিত পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে কয়েক জন ভক্ত ও পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রীমুরারিগুপ্তের *শ্রীচৈতন্য চরিত*, শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের *চৈতন্য-মঙ্গল* এবং শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের *চৈতন্য-ভাগবত*। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে সব চাইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে বিবেচিত হত। তিনি যখন সেই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি রচনা করছিলেন, তখন গ্রন্থটি আয়তনে অত্যন্ত বড় হয়ে যাবার ভয়ে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের বহু ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেননি, বিশেষ করে তাঁর শেষ জীবনের লীলাগুলি।

সেই সমস্ত লীলা শুনতে আগ্রহী বৃন্দাবনের ভক্তরা মহাত্মা শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে সেই সমস্ত লীলাগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করে একটি গ্রন্থ রচনা করতে অনুরোধ করেন। তাদের অনুরোধে এবং বৃন্দাবনের মদনমোহন বিগ্রহের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করতে শুরু করেন। জীবন-চরিত রূপে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন ও শিক্ষা সমন্বিত এই গ্রন্থটি যেহেতু উৎকর্ষতায় অতুলনীয়, তাই এই গ্রন্থটিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন এই গ্রন্থটি রচনা করতে শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় একশর কাছাকাছি এবং তাঁর শরীর অত্যন্ত জরাগ্রস্ত ও দুর্বল। সেই সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

"আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি'—এ বড় বিস্ময় ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২/৯০)

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই রচনা সম্পূর্ণ করেছেন। এই মহান গ্রন্থটি মধ্য যুগের ভারতীয় সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন এবং সাহিত্য জগতের একটি বিস্ময়।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই সংস্করণটি ভারতীয় ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারকারী এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থবিৎ ও শিক্ষাগুরু কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্যের বাংলা সংস্করণ। তাঁর ভাষ্য তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুভাষ্য এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যের ভিত্তিতে রচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীর মহান প্রচারক শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, একদিন আসবে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করার জন্য বাংলা ভাষা শিখবে।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি তিনি প্রথম সুসংবদ্ধভাবে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে অত্যন্ত গভীরভাবে অবগত হওয়ার ফলে ইংরেজী ভাষায় এই সমস্ত গ্রন্থগুলি অনুবাদ করার যোগ্যতা তাঁর অতুলনীয়। যে সরল এবং সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি এই অতি কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব অনুবাদ করেছেন তা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাঠকও অনায়াসে এই সুগভীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ডে সম্পূর্ণ বহু রঙ্গিন চিত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিবিধ লীলা বর্ণিত হয়েছে এবং তা নিঃসন্দেহে সুমেধা, সংস্কৃতি-সম্পন্ন ও পারমার্থিক জীবনে আগ্রহী মানুষদের কাছে এক অমূল্য সম্পদরূপে আদরণীয় হবে।

—প্রকাশক

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসাদ সেবা

এই পরিচ্ছেদের কথাসারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন—"রথযাত্রা শেষ হলে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ফুল-তুলসী দিয়ে পূজা করলেন, মহাপ্রভু পূজা পাত্রের শেষ ফুল-তুলসী দিয়ে অদ্বৈত আচার্যকে 'যোঽসি সোঽসি' (তুমি যা, তুমি তা) —মন্ত্রে পূজা করলেন। তারপর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করালেন। নন্দোৎসবের দিন মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদদের নিয়ে গোপবেশ ধারণ করে আনন্দোৎসব করলেন। বিজয়া দশমীর দিন শ্রীলঙ্কাবিজয় উৎসবে তাঁর ভক্তদের বানর সৈন্য সাজিয়ে, স্বয়ং হনুমানের আবেশে, অনেক আনন্দ প্রকাশ করলেন।

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমাগত ভক্তদের গৌড়দেশে ফিরে যেতে আদেশ করলেন। মহাপ্রভু রামদাস, গদাধর দাস প্রভৃতি কয়েকজন বৈষ্ণবের সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুকেও গৌড়দেশে পাঠালেন। পরে অনেক দৈন্যোক্তির সঙ্গে শ্রীবাস ঠাকুরের হাতে তাঁর জননীর জন্য প্রসাদ-বস্ত্রাদি পাঠালেন। রাঘব পণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত, কুলীন গ্রামবাসী ভক্তরা প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণবেরই অনেক গুণ ব্যাখ্যা করে বিদায় দিলেন। রামানন্দ ও সত্যরাজের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণব সেবায় অনুমতি দিলেন। তিনি খণ্ডবাসী বৈষ্ণবদের সেবা-নির্দেশ দিলেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং বিদ্যাবাচস্পতিকে দারু ও জলব্রহ্ম সেবার উপদেশ দিলেন এবং মুরারি গুপ্তের শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি নিষ্ঠার প্রশংসা করলেন। বাসুদেব দত্তের সম্পূর্ণ বৈষ্ণবোচিত প্রার্থনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের অনায়াসে জগৎ উদ্ধার করার সামর্থ বিচার করলেন।

তারপর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করছিলেন, তখন সার্বভৌমের জামাতা অমোঘ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমালোচনা করে পরিবারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। তারপর দিন সকালে সে বিসূচিকা (কলেরা) রোগে আক্রান্ত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত কৃপাপূর্বক তাকে রোগমুক্ত করে কৃষ্ণনামে রুচি প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১

সার্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্ ।
অঙ্গীকুর্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্ ॥ ১ ॥

সার্বভৌম-গৃহে—সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে; ভুঞ্জন্—ভোজন করার সময়; স্বনিন্দকম্—তাঁর নিন্দাকারী; অমোঘকম্—অমোঘ নামক; অঙ্গীকুর্বন্—অঙ্গীকার করে; স্ফুটাম্—প্রকাশ

করেছিলেন; চক্রে—করেছিলেন; গৌরঃ—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু; স্বাম্—তাকে; ভক্তবশ্যতাম্—তাঁর ভক্তের বশীভূত।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করছিলেন, তখন অমোঘ তাঁর সমালোচনা করে। কিন্তু মহাপ্রভু তাকে অঙ্গীকার করে তাঁর ভক্তবশ্যতা প্রদর্শন করেন।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু জয়যুক্ত হউন! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তরা জয়যুক্ত হউন!

শ্লোক ৩

জয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রোতাগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত-যাঁর প্রাণধন ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত যাদের প্রাণধন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সেই শ্রোতাগণ জয়যুক্ত হউন।

শ্লোক ৪

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে রহি' করে নৃত্যগীত-রঙ্গে ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে নীলাচলে অবস্থান করে নিরন্তর নৃত্য-গীত করেছিলেন।

শ্লোক ৫

প্রথমাবসরে জগন্নাথ-দরশন।
নৃত্যগীত করে দণ্ডপরণাম, স্তবন ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতেন, তারপর তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে, স্তব করে, তাঁর সামনে নৃত্য-গীত করতেন।

শ্লোক ৬

'উপলভোগ' লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।
হরিদাস মিলি' আইসে আপন নিলয় ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

'উপলভোগ'-এর সময় তিনি মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেন এবং হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর আবাসস্থলে ফিরে আসতেন।

তাৎপর্য

মধ্যাহ্নে, যখন ভোগবর্ধন খণ্ডে উপলভোগ নিবেদন করা হত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন মন্দিরের বাইরে যেতেন। তার আগে তিনি গরুড় স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম ও স্তবন আদি করতেন। তারপর, তিনি 'সিদ্ধবকুলে' হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর আবাসস্থল কাশীমিশ্রের গৃহে ফিরে যেতেন।

শ্লোক ৭

ঘরে বসি' করে প্রভু নাম সংকীর্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘরে বসে নাম-সংকীর্তন করছিলেন, তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভু এসে তাঁর পূজা করলেন।

শ্লোক ৮

সুগন্ধি-সলিলে দেন পাদ্য, আচমন।
সর্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি সুবাসিত জল দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিলেন এবং আচমন করালেন, তারপর তাঁর সর্বাঙ্গে সুগন্ধিত চন্দন লেপন করলেন।

শ্লোক ৯

গলে মালা দেন, মাথায় তুলসী-মঞ্জরী।
যোড়-হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি' ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন এবং তাঁর মাথায় তুলসী-মঞ্জরী দিলেন। তারপরে যোড়-হাতে তাঁর স্তুতি করে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ১০

পূজা-পাত্রে পুষ্প-তুলসী শেষ যে আছিল ।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্যে পূজিল ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের পূজা শেষ হলে, পূজা পাত্রে যে ফুল এবং তুলসী ছিল তা দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যের পূজা করলেন।

শ্লোক ১১

"যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে" এই মন্ত্র পড়ে ।
মুখবাদ্য করি' প্রভু হাসায় আচার্যেরে ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

"যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে (তুমি যে হও সে হও, তোমাকেই আমি নমস্কার করি), এই মন্ত্র পড়ে, অদ্বৈত আচার্যের পূজা করলেন, মুখবাদ্য করলেন এবং তা শুনে অদ্বৈত আচার্য হাসতে লাগলেন।

শ্লোক ১২

এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার ।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করে আচার্য বার বার ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে অদ্বৈত আচার্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরস্পরকে নমস্কার করলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু বারবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্লোক ১৩

আচার্যের নিমন্ত্রণ—আশ্চর্য-কথন ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের নিমন্ত্রণ সত্যই অত্যন্ত আশ্চর্যের কাহিনী তা বিস্তারিতভাবে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৪

পুনরুক্তি হয়, তাহা না কৈলুঁ বর্ণন ।
আর ভক্তগণ করে প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

পুনরুক্তি হবে বলে, অদ্বৈত আচার্যের সেই নিমন্ত্রণের কাহিনী আমি আর বর্ণনা করলাম না। কিন্তু অন্যান্য ভক্তরা যে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন সেই কথা আমি বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৫

এক এক দিন এক এক ভক্তগৃহে মহোৎসব ।
প্রভু-সঙ্গে তাহাঁ ভোজন করে ভক্ত সব ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

এক এক দিন, এক এক ভক্তের গৃহে মহোৎসব হত এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর সমস্ত ভক্তেরা সেখানে ভোজন করতেন।

শ্লোক ১৬

চারিমাস রহিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে ।
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তেরা চারমাস তাঁর সঙ্গে থেকে মহা আনন্দে শ্রীজগন্নাথদেবের নানা উৎসব দর্শন করলেন।

শ্লোক ১৭-১৮

কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিনে নন্দ-মহোৎসব ।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব ॥ ১৭ ॥
দধিদুগ্ধ-ভার সবে নিজ-স্কন্ধে করি' ।
মহোৎসব-স্থানে-আইলা বলি 'হরি' 'হরি' ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথি জন্মাষ্টমীর পরের দিন নন্দোৎসবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সমস্ত ভক্তদের নিয়ে গোপবেশ ধারণ করলেন, এবং কাঁধে করে দধি এবং দুগ্ধের ভার বহন করে তাঁরা সকলে 'হরি' 'হরি' বলতে বলতে মহোৎসব স্থানে এলেন।

শ্লোক ১৯

কানাঞি-খুটিয়া আছেন 'নন্দ'-বেশ ধরি' ।
জগন্নাথ-মাহাতি হঞাছেন 'ব্রজেশ্বরী' ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

কানাঞি-খুটিয়া নন্দ মহারাজের বেশ ধারণ করেছিলেন এবং জগন্নাথ-মাহাতি মা যশোদা সেজেছিলেন।

শ্লোক ২০

আপনে প্রতাপরুদ্র, আর মিশ্র-কাশী ।
সার্বভৌম, আর পড়িছা-পাত্র তুলসী ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় কাশী মিশ্র, সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং তুলসী পড়িছা-পাত্র সহ মহারাজ প্রতাপরুদ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্লোক ২১

ইঁহা-সবা লঞা প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ ।
দধি-দুগ্ধ হরিদ্রা-জলে ভরে সবার অঙ্গ ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের সকলকে নিয়ে মহাপ্রভু নানারঙ্গে নৃত্য করলেন এবং দধি-দুধ ও হলুদ জল সকলের গায়ে ছেটালেন।

শ্লোক ২২

অদ্বৈত কহে,—সত্য কহি, না করিহ কোপ ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, "রাগ করো না, যদি লগুড় ফেরাতে পার, তবে বুঝতে পারব যে তুমি সত্যি সত্যিই গোপবালক।"

শ্লোক ২৩

তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা ।
বার বার আকাশে ফেলি' লুফিয়া ধরিলা ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লগুড় ফিরাতে লাগলেন, তা বারবার আকাশে ছুঁড়তে লাগলেন এবং তারপর তা লুফে ধরতে লাগলেন।

শ্লোক ২৪

শিরের উপরে, পৃষ্ঠে, সম্মুখে, দুই-পাশে ।
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড়,—দেখি' লোক হাসে ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

মাথার উপরে, পৃষ্ঠে, সম্মুখে, দুইপাশে এবং পায়ের মধ্য দিয়ে তিনি লগুড় ঘুরাইতে লাগলেন, এবং তা দেখে সকলে হাসতে লাগলেন।

শ্লোক ২৫

অলাত-চক্রের প্রায় লগুড় ফিরায় ।
দেখি' সর্বলোক-চিত্তে চমৎকার পায় ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

অঙ্গার খণ্ড তীব্র বেগে ঘোরালে যেমন তাকে একটি ব্যাপক অগ্নিময় চক্র বলে মনে হয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই রকম দ্রুতভাবে লাঠি ঘোরাতে লাগলেন, এবং তা দেখে সকলে অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ২৬

এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড় ।
কে বুঝিবে তাঁহা দুঁহার গোপভাব গূঢ় ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুও সেইভাবে লাঠি ঘোরাতে লাগলেন। তাদের দুজনের গূঢ় গোপভাব কে বুঝতে পারে?

শ্লোক ২৭-২৮

প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা-তুলসী ।
জগন্নাথের প্রসাদ-বস্ত্র এক লঞা আসি ॥ ২৭ ॥
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভু মস্তকে বান্ধিল ।
আচার্যাদি প্রভুর গণেরে পরাইল ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় তুলসী-পড়িছা শ্রীজগন্নাথদেবের একটি প্রসাদ-বস্ত্র নিয়ে এলেন, এবং সেই বহু মূল্য বস্ত্রটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মস্তকে বেঁধে দিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রমুখ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের মাথায়ও কাপড় বেঁধে দিলেন।

শ্লোক ২৯

কানাঞি-খুটিয়া, জগন্নাথ—দুইজন ।
আবেশে বিলাইল ঘরে ছিল যত ধন ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবৎ-প্রেমানন্দের আবেশে কানাই-খুটিয়া এবং জগন্নাথ-মাহাতি, যারা নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা সেজেছিলেন, তাদের ঘরে যত ধন সম্পদ ছিল তা সব বিলিয়ে দিলেন।

শ্লোক ৩০

দেখি' মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইলা।
মাতাপিতা-জ্ঞানে দুঁহে নমস্কার কৈলা ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

তা দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন; এবং মাতা-পিতা জ্ঞানে তাদের দুজনকে নমস্কার করলেন।

শ্লোক ৩১

পরম-আবেশে প্রভু আইলা নিজ-ঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর পরম-আবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বাসস্থানে ফিরে গেলেন। এইভাবে গৌরসুন্দর তাঁর লীলা-বিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

বিজয়া-দশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে।
বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ৩২ ॥
হনুমান্-আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কা-গড়ে চড়ি' ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

বিজয়া-দশমী বা লঙ্কা-বিজয়ের দিনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সমস্ত বানর সৈন্য সাজালেন, এবং তিনি হনুমানের আবেশে একটি গাছের ডাল নিয়ে লঙ্কার দুর্গে চড়ে, সেই দুর্গ ভেঙ্গে ফেলতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৪

'কাহাঁরে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে ॥' ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

হনুমানের আবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ক্রোধাবেশে বলতে লাগলেন, "দুর্বৃত্ত রাবণ, তুই

কোথায়? জগন্মাতা সীতাদেবীকে তুই পাপী হরণ করেছিস, তোকে আমি সবংশে সংহার করব।"

শ্লোক ৩৫

গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার।
সর্বলোক 'জয়' 'জয়' বলে বার বার ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আবেশ দেখে সকলে চমৎকৃত হলেন এবং তারা বার বার জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৬

এইমত রাসযাত্রা, আর দীপাবলী।
উত্থান-দ্বাদশীযাত্রা দেখিলা সকলি ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর সমস্ত ভক্তরা রাসযাত্রা, দীপাবলী, উত্থান-দ্বাদশী ইত্যাদি সমস্ত উৎসবে অংশ গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

কার্তিক মাসে অমাবস্যার দিনে দীপাবলী উৎসব হয়। সেই মাসের পূর্ণিমার দিন রাসযাত্রা বা শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্য হয়। কার্তিক মাসের শুক্লাদ্বাদশীর দিন উত্থান মহোৎসব হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তরা এই সমস্ত মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দে লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু, এই দুই ভাই নিভৃতে বসে কিছু যুক্তি করলেন।

শ্লোক ৩৮

কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে, কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা দুজনে যে কি যুক্তি করেছিল, তা কেউ জানতো না, কিন্তু পরে সমস্ত ভক্তরা সে বিষয়ে অনুমান করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল ।
'গৌড়দেশে যাহ সবে' বিদায় করিল ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের ডেকে, তাদের গৌড়দেশে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। এইভাবে তিনি তাদের বিদায় জানালেন।

শ্লোক ৪০

সবারে কহিল প্রভু—'প্রত্যব্দ আসিয়া ।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া' ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের সকলকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"প্রতি বছর তোমরা জগন্নাথ পুরীতে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হইও এবং গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন ইত্যাদি মহোৎসব দর্শন করো।"

শ্লোক ৪১

আচার্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান ।
'আ-চণ্ডাল আদি কৃষ্ণভক্তি দিও দান' ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

গভীর সম্মান সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যকে অনুরোধ করলেন, "আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি দান করুন।"

তাৎপর্য

এটি তাঁর সমস্ত ভক্তদের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ। কৃষ্ণভক্তি সকলেরই জন্য, এমনকি চণ্ডালাদি সকল নিম্ন স্তরের মানুষদেরও জন্য। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু যার মূল স্বরূপ, সেই পরম্পরা ধারা অনুসরণ করে, সকলেরই সারা পৃথিবী জুড়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করা উচিত।

ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে সর্বনিম্নে চণ্ডাল স্তর পর্যন্ত বহু প্রকার মানুষ রয়েছে। তারা যে যে স্তরেই থাকুক না কেন, এই কলিযুগে সকলেরই কৃষ্ণভাবনার আলোকে উদ্ভাসিত হওয়া উচিত। সেটিই আজকের দিনে সবচাইতে বড় প্রয়োজন। জড়-জগতের দুঃখ-দুর্দশা সকলেই প্রবলভাবে অনুভব করছে। এমনকি আমেরিকার সেনেটের সদস্যরা, জড়-অস্তিত্বের দুর্দশা এত গভীরভাবে অনুভব করেছেন যে তারা ১৯৭৪ সালে ৩১ এপ্রিল প্রার্থনা দিবস (Prayer day) বলে মনোনীত করেছেন। এইভাবে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, নেশা এবং জুয়া ইত্যাদির দ্বারা তারা প্রভাব বিস্তারকারী কলিযুগের প্রচণ্ড দুর্দশা

সকলেই অনুভব করতে পারছে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সমস্ত সদস্যদের তাই এখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসরণ করে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তি বিতরণ করা উচিত। ভগবান সকলকে গুরু হবার আদেশ দিয়েছেন (চৈঃ চঃ মঃ ৭/১২৮) — "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।" প্রতিটি নগরে এবং গ্রামে সকলেরই উচিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ লাভ করে দিব্যজ্ঞান লাভ করা। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করা উচিত। তার ফলে, সারা পৃথিবী শান্তি ও আনন্দ লাভ করবে এবং সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করবে, যা তিনি চেয়েছিলেন।

চণ্ডাল বলতে যারা কুকুরের মাংস আহার করে তাদের বোঝান হয়েছে। তারা হচ্ছে সবচাইতে নিম্ন স্তরের মানুষ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে চণ্ডালেরা পর্যন্ত কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে। কৃষ্ণভক্তি কোন একচেটিয়া অধিকারভুক্ত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই মহান্ কৃপা লাভের অধিকার সকলেরই রয়েছে। তা গ্রহণ করে সুখী হওয়ার সুযোগ সকলকেই দেওয়া উচিত।

এই শ্লোকে 'দান' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যিনি কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করেন তিনিই হচ্ছেন দানী। যে সমস্ত পেশাদারী পাঠকেরা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে অর্থের বিনিময়ে কৃষ্ণভক্তি আলোচনা করে, তারা কখনই সেই অতি উজ্জ্বল অপ্রাকৃত সম্পদ কাউকে দান করতে পারে না। অন্য অভিলাষ-শূন্য ভক্তরাই কেবল সেই অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে দান করতে পারেন।

শ্লোক ৪২

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল,—'যাহ গৌড়দেশে ।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে আদেশ দিলেন, "বঙ্গদেশে যাও এবং মুক্ত হস্তে প্রেমভক্তি বিতরণ কর।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে নিত্যানন্দ প্রভুকে আদেশ দিয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় সারা বঙ্গদেশকে প্লাবিত করতে। ভগবদ্গীতায় (৯/৩২) বলা হয়েছে—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যে পি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তে পি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্র, নীচকুলোদ্ভূত হলেও, তারা যদি আমার শরণাগত হয়, তাহলে তারা পরাগতি প্রাপ্ত হয়।" যারাই বিধিনিষেধ পালন করে কৃষ্ণভক্তির অমৃতময় পন্থা অবলম্বন করেছে, তারা অবশ্যই ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* লিখেছেন—প্রাকৃত সহজিয়ার দল অভিন্ন রোহিণী-নন্দন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করে বলে যে, 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বংশ রক্ষা (?) করবার জন্য শ্রীনীলাচল থেকে শ্রীগৌড় দেশে পাঠিয়েছিলেন।' শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপরাধ থেকেই এই ধরনের পাষণ্ড-বুদ্ধি উদ্ভূত হয়েছে। এই শ্রেণীর লোকেরা যাবতীয় ঈশ্বর-বিগ্রহ—বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আকর শ্রীমন্নিত্যানন্দকে তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তারা জানে না যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা 'কুণপাত্মবাদী' নামক মনোধর্মীদের ব্যবসা। সেই ধরনের মানুষেরা তিনটি ধাতুর থলি (*কুণপে ত্রিধাতুকে*) জড় শরীরটিকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে। তারা মনে করে যে, নিত্যানন্দ প্রভুর শরীরও তাদেরই মতো জড় এবং তার ধর্ম হচ্ছে জড় সুখভোগ করা। যারা এইভাবে চিন্তা করে তারা নরকের অন্ধতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হবার উপযুক্ত পাত্র। সেই সমস্ত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভী-বণিক স্বভাব স্বার্থপর ব্যক্তি তাদের উর্বর মস্তিষ্কে এরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ মত উদ্ভাবন করে নিত্যানন্দের নাম করে তাঁর ঈশ্বর-চেষ্টা দ্বারা নিজেদের ব্যবসায়, নির্বোধ-লোক-প্রবঞ্চনা এবং দুরভিসন্ধি-মূলে সর্বত্র গর্হিত যোষিৎসঙ্গস্পৃহা ও গৃহব্রত বা গৃহমেধ ধর্মের অন্যায় ও অশাস্ত্রীয়ভাবে সমর্থন করবার সুযোগ অন্বেষণ করে। প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণপ্রেমদাতা মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক তৎপ্রকাশ-বিগ্রহ তদভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে রজোগুণাশ্রিত প্রজাপতিবর্গের ন্যায় বংশবৃদ্ধি দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা, অথবা কৃষ্ণবিমুখ জীবের জড়ীয়ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ কার্য সমর্থন করবার যন্ত্রবিশেষরূপে ব্যবহৃত হবার জন্য সেই প্রকার আদেশ কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ নাই, থাকতেই পারে না, —কেননা, তা সর্বথা অশ্রাব্য। ঐরূপ কথা প্রচার করে প্রাকৃত-যোষিৎ-সঙ্গি-সহজিয়ারা তাদের নিজেদের পরমার্থ থেকে বঞ্চিত হয়; এবং সদসদ্‌বিবেকহীন জগতকেও বঞ্চনা করে জগতে অমঙ্গলই উৎপাদন করে।

শ্লোক ৪৩

রামদাস, গদাধর আদি কত জনে ।
তোমার সহায় লাগি' দিলুঁ তোমার সনে ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "রামদাস, গদাধর আদি ভক্তদের, আমি তোমাকে সাহায্য করার জন্য তোমার সঙ্গে দিলাম।

শ্লোক ৪৪

মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব ।
অলক্ষিতে রহি' তোমার নৃত্য দেখিব ॥' ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"মাঝে মাঝে আমি তোমার কাছে যাব এবং অলক্ষিতে থেকে তোমার নৃত্য দেখব।"

শ্লোক ৪৫-৪৬

শ্রীবাস-পণ্ডিতে প্রভু করি' আলিঙ্গন ।
কণ্ঠে ধরি' কহে তাঁরে মধুর বচন ॥ ৪৫ ॥
তোমার ঘরে কীর্তনে আমি নিত্য নাচিব ।
তুমি দেখা পাবে, আর কেহ না দেখিব ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করে তাঁর কণ্ঠ ধরে মধুর স্বরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বললেন—"আপনার ঘরে কীর্তনে আমি সব সময় নাচব, আপনি তা দেখতে পাবেন, আর কেউ তা দেখতে পাবে না।

শ্লোক ৪৭-৫২

এই বস্ত্র মাতাকে দিহ', এই সব প্রসাদ ।
দণ্ডবৎ করি' আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥ ৪৭ ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি' আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ।
ধর্ম নহে, করি আমি নিজ ধর্ম-নাশ ॥ ৪৮ ॥
তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা—ধর্ম ।
তাহা ছাড়ি' করিয়াছি বাতুলের কর্ম ॥ ৪৯ ॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ ।
এই জানি' মাতা মোরে না করয় রোষ ॥ ৫০ ॥
কি কায সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজ-ধন ।
যে-কালে সন্ন্যাস কৈলুঁ, ছন্ন হৈল মন ॥ ৫১ ॥
নীলাচলে আছোঁ মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে ।
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীজগন্নাথদেবের এই প্রসাদ এবং বস্ত্র আপনি মাকে দেবেন। তাঁকে দণ্ডবৎ জানিয়ে আমার অপরাধ ক্ষমা করাবেন। তাঁর সেবা ছেড়ে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি। প্রকৃতপক্ষে আমার তা করা উচিত হয়নি; কেননা তা করার ফলে আমি আমার নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছি। আমি তাঁর প্রেমের বশ। তাঁর সেবা করা আমার ধর্ম।

কিন্তু তা না করে আমি উন্মাদের মতো কাজ করেছি। পাগল ছেলের দোষ মা নেয় না এবং তা জেনে আমার মা আমার প্রতি রুষ্ট হয়নি। আমার মায়ের প্রেম অবহেলা করে আমার সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত হয়নি। যখন আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলাম তখন আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। তাঁর আদেশেই আমি নীলাচলে রয়েছি। মাঝে মাঝে আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে যাব।"

শ্লোক ৫৩

নিত্য যাই' দেখি মুঞি তাঁহার চরণে ।
স্ফূর্তি-জ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "প্রকৃতপক্ষে, প্রতিদিন আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে যাই; এবং তিনিও আমার উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন; কিন্তু তিনি তা সত্য বলে মনে করেন না।

শ্লোক ৫৪-৫৫

একদিন শাল্যন্ন, ব্যঞ্জন পাঁচ-সাত ।
শাক, মোচা-ঘণ্ট, ভৃষ্ট-পটোল-নিম্বপাত ॥ ৫৪ ॥
লেম্বু-আদাখণ্ড, দধি, দুগ্ধ, খণ্ড-সার ।
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"একদিন আমার মা শালী-ধানের অন্ন, পাঁচ সাত প্রকার ব্যঞ্জন, শাক, মোচা-ঘণ্ট, নিমপাতা সহ পটোল ভাজা, লেবু, আদার টুকরো, দধি, দুগ্ধ, মিছরি আদি বহু উপহার শালগ্রাম রূপী শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৫৬

প্রসাদ লঞা কোলে করেন ক্রন্দন ।
নিমাইর প্রিয় মোর—এসব ব্যঞ্জন ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রসাদ কোলে নিয়ে, 'এই সমস্ত ব্যঞ্জন আমার নিমাইয়ের প্রিয়' এই মনে করে ক্রন্দন করছিলেন।

শ্লোক ৫৭

নিমাঞি নাহিক এথা, কে করে ভোজন ।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমার নিমাই এখানে নেই, কে সে ভোজন করবে?' এইভাবে আমার ধ্যান করে তাঁর নয়ন অশ্রুজলে ভরে উঠল।

শ্লোক ৫৮-৬১

শীঘ্র যাই' মুঞি সব করিনু ভক্ষণ ।
শূন্যপাত্র দেখি' অশ্রু করিয়া মার্জন ॥ ৫৮ ॥
'কে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল, শূন্য কেনে পাত ?
বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত? ৫৯ ॥
কিবা মোর কথায় মনে ভ্রম হঞা গেল !
কিবা কোন জন্তু আসি' সকল খাইল? ৬০ ॥
কিবা আমি অন্নপাত্রে ভ্রমে না বাড়িল!'
এত চিন্তি' পাক-পাত্র যাঞা দেখিল ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে তিনি যখন আমার কথা চিন্তা করে ক্রন্দন করছিলেন, তখন আমি শীঘ্র সেখানে গিয়ে সবকিছু ভক্ষণ করেছিলাম। তখন সেই পাত্র শূন্য দেখে তিনি চোখের জল মুছে ভাবতে লাগলেন, 'কে এই অন্ন ব্যঞ্জন খেল? এই পাত্র শূন্য কেন? বালগোপাল কি সব খেয়ে ফেলেছে? আমি কি ভুল করে এই পাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জন আনিনি? নাকি কোন জন্তু এসে সব খেয়ে ফেলেছে?' এইভাবে চিন্তা করে তিনি রন্ধন শালায় গিয়ে পাক-পাত্রগুলি দেখলেন।

শ্লোক ৬২

অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ দেখি' সকল ভাজনে ।
দেখিয়া সংশয় হৈল কিছু চমৎকার মনে ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি যখন দেখলেন যে, অন্ন এবং ব্যঞ্জনের সব কটি পাত্রই পূর্ণ রয়েছে, তখন তাঁর মনে কিছু সংশয় হল এবং তিনি বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ৬৩

ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল ।
পুনরপি গোপালকে অন্ন সমর্পিল ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে চিন্তা করে তিনি ঈশানকে ডেকে পুনরায় স্থান লেপন করালেন, এবং পুনরায় গোপালকে ভোগ নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৬৪

এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন ।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠায় রোদন ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে যখন তিনি ভাল খাবার রান্না করেন তখন তিনি তা আমাকে খাওয়ানোর জন্য উৎকণ্ঠায় রোদন করেন।

শ্লোক ৬৫

তাঁর প্রেমে আনি' আমায় করায় ভোজনে ।
অন্তরে মানয়ে সুখ, বাহ্যে নাহি মানে ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর প্রেমের বলে আমাকে সেখানে আনিয়ে তিনি আমাকে ভোজন করান। তার ফলে তিনি অন্তরে সুখী হন; কিন্তু বাইরে তা মানেন না।

শ্লোক ৬৬

এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি ।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁর করাইহ প্রতীতি ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"গত বিজয়া দশমীর দিন তা হয়েছিল, সেই ঘটনা সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করে আশ্বাস দিও যে আমি সত্য সত্যই সেখানে যাই।"

শ্লোক ৬৭

এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা ।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য ধরিলা ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ঘটনা বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিহ্বল হলেন, কিন্তু ভক্তদের বিদায় দিতে তিনি ধৈর্য ধরলেন।

শ্লোক ৬৮

রাঘব-পণ্ডিতে কহেন বচন সরস ।
'তোমার শুদ্ধপ্রেমে আমি হই' তোমার বশ ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাঘব পণ্ডিতকে সরস বচনে বললেন, "তোমার শুদ্ধ-প্রেমের প্রভাবে আমি তোমার বশীভূত।"

শ্লোক ৬৯-৭২

ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন, সর্বজন ।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্বোত্তম ॥ ৬৯ ॥
আর দ্রব্য রহু—শুন নারিকেলের কথা ।
পাঁচ গণ্ডা করি' নারিকেল বিকায় তথা ॥ ৭০ ॥
বাটিতে কত শত বৃক্ষে লক্ষ লক্ষ ফল ।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল ॥ ৭১ ॥
এক এক ফলের মূল্য দিয়া চারি চারি পণ ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তারপর সকলকে বললেন, "এর কৃষ্ণসেবার কথা সকলে শ্রবণ কর—যথার্থই সেই সেবা পরম পবিত্র এবং সর্বোত্তম। অন্যান্য দ্রব্যের কথা থাক—এর নারকেল নিবেদনের কথা শোন। পাঁচ-গণ্ডা মূল্যে এখানে এক একটি নারকেল বিক্রি হয়। আর তাঁর বাড়িতে শত শত নারিকেল বৃক্ষে লক্ষ লক্ষ ফল হয়, কিন্তু তবুও তিনি যখন শোনেন যে কোথাও মিষ্টি নারিকেল পাওয়া যাচ্ছে, তখন তিনি এক একটি নারিকেল চার পণ মূল্য দিয়ে দশ ক্রোশ দূর থেকে যত্ন করে নিয়ে আসেন।

শ্লোক ৭৩-৭৪

প্রতিদিন পাঁচ-সাত ফল ছোলাঞা ।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইঞা ॥ ৭৩ ॥
ভোগের সময় পুনঃ ছুলি' সংস্করি' ।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখ ছিদ্র করি' ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রতিদিন পাঁচ-সাতটি নারকেল ছুলিয়ে তিনি সেগুলি শীতল করার জন্য জলে ডুবিয়ে রাখেন। তারপর ভোগ নিবেদনের সময় তিনি পুনরায় সেগুলি ছুলে পরিষ্কার করে, মুখ ছিদ্র করে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন।

শ্লোক ৭৫

কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি' ।
কভু শূন্য ফল রাখেন, কভু জল ভরি' ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ সেই নারিকেলের জল পান করে কখনও সেগুলি শূন্য অবস্থায় রাখেন, কখনও আবার পূর্ণ করে রাখেন।

শ্লোক ৭৬

জলশূন্য ফল দেখি' পণ্ডিত—হরষিত ।
ফল ভাঙ্গি' শস্যে করে সৎপাত্র পূরিত ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"জল শূন্য ফল দেখে রাঘব পণ্ডিত অত্যন্ত হরষিত হন এবং সেই নারকেল ভেঙ্গে তার শাঁস অন্য আর একটি পাত্রে রাখেন।

শ্লোক ৭৭

শস্য সমর্পণ করি' বাহিরে ধেয়ান ।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই শাঁস শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে বাইরে এসে তিনি ধ্যান করেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই পাত্রে রাখা সমস্ত শাঁস খেয়ে ফেলেন।

শ্লোক ৭৮

কভু শস্য খাঞা পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে ।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের, প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"কখনো কখনো সেই শাঁস খাওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ সেই পাত্রটি শাঁস দিয়ে ভরে রাখেন। তার ফলে রাঘব পণ্ডিতের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়, এবং তিনি ভগবৎপ্রেমরূপী সমুদ্রে ভাসতে থাকেন।

শ্লোক ৭৯

এক দিন ফলদশ সংস্কার করিয়া ।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লঞা ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"একদিন শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করার জন্য একজন সেবক দশটি নারকেল ভাল করে পরিষ্কার করে নিয়ে এলেন।

শ্লোক ৮০

অবসর নাহি হয়, বিলম্ব হইল ।
ফল-পাত্র-হাতে সেবক দ্বারে ত' রহিল ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল, এবং ভোগ নিবেদনের জন্য খুব একটা সময় হাতে ছিল না। তাই সেই সেবকটি নারকেলের পাত্র হাতে নিয়ে দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

শ্লোক ৮১

দ্বারের উপর ভিতে তেঁহো হাত দিল ।
সেই হাতে ফল ছুঁইল, পণ্ডিত দেখিল ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন রাঘব পণ্ডিত দেখলেন যে সেই সেবকটি দ্বারের উপরের ভিতে হাত দিল, এবং তারপর সেই হাত দিয়ে সেই নারকেল স্পর্শ করল।

শ্লোক ৮২

পণ্ডিত কহে,—দ্বারে লোক করে গতায়াতে ।
তার পদধূলি উড়ি' লাগে উপর-ভিতে ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"রাঘব পণ্ডিত তখন বললেন, 'এই দ্বার দিয়ে বহু লোক যাতায়াত করে, তাদের পায়ের ধুলো উড়ে গিয়ে উপর ভিতে লাগে।

শ্লোক ৮৩

সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা ।
কৃষ্ণ-যোগ্য নহে, ফল অপবিত্র হৈলা ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

" 'সেই ভিতে হাত দেওয়ার পর সে সেই নারকেল স্পর্শ করেছে, তার ফলে সেই নারকেল অপবিত্র হয়ে গেছে, এখন আর তা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করার যোগ্য নয়।'

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, রাঘব পণ্ডিত 'শুচিবায়ু রোগগ্রস্ত' ছিলেন না। তিনি এই জড় জগতের জীব ছিলেন না। নিকৃষ্ট চেতনায় যখন জড় বস্তুকে চিন্ময় বলে গ্রহণ করা হয়, তাকে বলা হয় 'ভৌমে ইজ্যধীঃ।' রাঘব পণ্ডিত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক এবং তিনি সবকিছুই কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধে দর্শন করতেন। তিনি সর্বদাই কৃষ্ণসেবায় সবকিছু নিয়োগ করতেন, সেই অপ্রাকৃত চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। কখনও কখনও কনিষ্ঠ শ্রেণীর ভক্তরা, জড়-শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে রাঘব পণ্ডিতের অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এই ধরনের অনুকরণ চিন্ময় স্তরে উন্নতি লাভে সাহায্য করে না। *শ্রীচৈতন্য-*

চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় (৪/১৭৪) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—"ভদ্রাভদ্র বস্তু-জ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে।" অর্থাৎ, অপ্রাকৃত স্তরে উচ্চ-নীচ অথবা শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার নেই। ভাল-মন্দ বিচার জড় স্তরে রয়েছে। চিন্ময় স্তরে সবই সৎ বা পরম মঙ্গলময়।

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব 'মনোধর্ম' ।
'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম' ॥

"জড় জগতে ভাল এবং মন্দের ধারণা মনোধর্ম-প্রসূত; তাই 'এটি ভাল এবং এটি মন্দ'—এই যে বিচার তা ভ্রান্ত।" (চৈঃ চঃ অঃ ৪/১৭৬)

শ্লোক ৮৪

এত বলি' ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া ।
ঐছে পবিত্র প্রেম-সেবা জগৎ জিনিয়া ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এই বলে তিনি সেই নারকেলগুলি প্রাচীরের ওপারে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এমনই পবিত্র ছিল রাঘব পণ্ডিতের প্রেমময়ী ভগবৎসেবা। সারা জগতে এই রকম পবিত্র প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

শ্লোক ৮৫

তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল ।
পরম পবিত্র করি' ভোগ লাগাইল ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তারপর রাঘব পণ্ডিত অন্য নারকেল ছুলিয়ে সেইগুলি পরিষ্কার করিয়ে, পরম পবিত্র করে, ভগবানের ভোগে লাগালেন।

শ্লোক ৮৬-৮৭

এইমত কলা, আম্র, নারঙ্গ, কাঁঠাল ।
যাহা যাহা দূর-গ্রামে শুনিয়াছে ভাল ॥ ৮৬ ॥
বহুমূল্য দিয়া আনি' করিয়া যতন ।
পবিত্র সংস্কার করি' করে নিবেদন ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে তিনি ভাল কলা, আম, কমলা, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের খবর পেলেই দূর দূর গ্রাম থেকে সেগুলি বহু মূল্য দিয়ে যত্ন করে কিনে এনে সংস্কার করে, পবিত্র করে ভগবানকে নিবেদন করেন।

শ্লোক ৮৮-৯১

এই মত ব্যঞ্জনের শাক, মূল, ফল ।
এত মত চিড়া, হুড়ুম, সন্দেশ সকল ॥ ৮৮ ॥
এইমত পিঠা-পানা, ক্ষীর-ওদন ।
পরম পবিত্র, আর করে সর্বোত্তম ॥ ৮৯ ॥
কাশমৃদি, আচার আদি অনেক প্রকার ।
গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার, সর্ব দ্রব্য-সার ॥ ৯০ ॥
এইমত প্রেমের সেবা করে অনুপম ।
যাহা দেখি,' সর্বলোকের জুড়ায় নয়ন ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে বহু যত্নে তিনি ব্যঞ্জনের জন্য শাক, মূল এবং ফল সংগ্রহ করেন; এইভাবে তিনি চিড়া, মুড়ি এবং বিভিন্ন প্রকার সন্দেশ সংগ্রহ করেন। এইভাবে তিনি পিঠা-পানা, ক্ষীর পরম পবিত্র আর সর্বোত্তম করেন, এইভাবে তিনি কাশমৃদি এবং সর্বপ্রকার আচার সংগ্রহ করেন, এবং গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং সমস্ত দ্রব্যের সারাতিসার সংগ্রহ করেন। এইভাবে তিনি অপূর্ব সুন্দরভাবে ভগবানের প্রেমসেবা করেন, যা দেখে সকলের নয়ন জুড়িয়ে যায়।"

শ্লোক ৯২

এত বলি' রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গনে ।
এইমত সম্মানিল সর্ব ভক্তগণে ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন কৃপা করে রাঘব পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করলেন। এইভাবে তিনি সমস্ত ভক্তদের সম্মান প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ৯৩-৯৪

শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান ।
বাসুদেব-দত্তের তুমি করিহ সমাধান ॥ ৯৩ ॥
পরম উদার ইঁহো, যে দিন যে আইসে ।
সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে সম্মান করে বললেন, "তুমি বাসুদেব দত্তের

দেখাশোনা কর। এ পরম উদার, যেদিন সে যা রোজগার করে সেইদিনই সে তা ব্যয় করে। তার আয় থেকে সে কোন রকম সঞ্চয় করে না।

শ্লোক ৯৫

'গৃহস্থ' হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয় ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সে গৃহস্থ, তাই তার সঞ্চয় করা প্রয়োজন—সঞ্চয় না করলে আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ করা যায় না।

শ্লোক ৯৬

ইহার ঘরের আয়-ব্যয়, সব—তোমার স্থানে।
'সরখেল' হঞা তুমি করিহ সমাধানে ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এর ঘরের আয় এবং ব্যয় তুমি দেখাশোনা কর। এর 'সরখেল' হয়ে তুমি আয়-ব্যয়ের সমাধান কর।

তাৎপর্য

বাসুদেব দত্ত এবং শিবানন্দ সেন উভয়েই একই অঞ্চলে বাস করতেন, যা বর্তমানে কুমারহট্ট বা হালিসহর নামে পরিচিত।

শ্লোক ৯৭

প্রতিবর্ষে আমার সব ভক্তগণ লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবায় পালন করিয়া ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রতি বছর আমার সমস্ত ভক্তদের নিয়ে, তাদের দেখাশোনা করে, গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন মহোৎসবের সময় এসো।"

শ্লোক ৯৮

কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সম্মান করে কুলীন গ্রামবাসীদের প্রতিবছর রথযাত্রার পট্টডোরী নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন।

শ্লোক ৯৯

গুণরাজ-খাঁন কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।
তাহাঁ একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "কুলীন গ্রামে গুণরাজ খাঁন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে একটি বাক্যে তাঁর কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে।"

তাৎপর্য

শ্রীগুণরাজ খাঁন রচিত *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* নামক পদ্য গ্রন্থটি বাংলার সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ বলে বিবেচনা করা হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, আদি কবি গুণরাজ খাঁন ১৩৯৫ শকাব্দে ঐ গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত হন এবং ১৪০২ শকাব্দে গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থটির ভাষা এত সরল যে অর্ধ-শিক্ষিতা বাঙালী রমণী ও সামান্য বর্ণজ্ঞান বিশিষ্ট শ্রেণীর পুরুষেরাও এই গ্রন্থটি অনায়াসে পড়তে এবং বুঝতে পারেন। এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয়—এর পদ্য অনেক স্থানে সুমিষ্ট হয়নি, চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেক স্থলে যোল-সতের অক্ষর বা বারো-তের অক্ষর দেখতে পাওয়া যায়, এবং এর অনেক শব্দই তৎকালিক ব্যবহৃত শব্দ। সেই সমস্ত শব্দের অর্থ নিতান্ত রাঢ়ীয় লোক ব্যতীত অন্যেরা বুঝতে পারেন না। কিন্তু তবুও এই গ্রন্থটি এত জনপ্রিয় যে, এই গ্রন্থটি ব্যতীত কোন বঙ্গীয় পুস্তকালয় সম্পূর্ণ নয়। যারা কৃষ্ণভক্তি-মার্গে উন্নতি লাভ করতে চান তাদের পক্ষে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান।

শ্রীগুণরাজ খাঁন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবদের অন্যতম, এবং তিনি সাধারণ মানুষদের বোধগম্য করে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম এবং একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করে এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। তাই বৈষ্ণব জগতের এই গ্রন্থখানি সর্বত্র পূজনীয়। যে গ্রন্থটি পাঠ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এত প্রশংসা করেছেন, সেই গ্রন্থটি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কত আদর লাভ করবে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই কাব্যখানি বঙ্গবাসীদের পক্ষে বড়ই আদরের ধন; বিশেষত কেউ কেউ বলেন—এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার আদি কাব্য।

বঙ্গীয় সম্রাট আদিশূর কান্যকুব্জ বা কণৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচজন কায়স্থ নিয়ে এসেছিলেন। রাজার সঙ্গে যেহেতু তাঁর পার্ষদ থাকে, তাই ব্রাহ্মণেরা রাজার পারমার্থিক উন্নতির ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কায়স্থরা অন্যান্য সেবা কার্য্য করেন। উত্তর ভারতে কায়স্থদের শূদ্র বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু বঙ্গদেশে কায়স্থদের উচ্চবর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। বাঙ্গলার কায়স্থরা প্রকৃতপক্ষে উত্তর ভারত থেকে এসেছিলেন, বিশেষ করে কান্যকুব্জ বা কণৌজ থেকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে কান্যকুব্জ থেকে যে সমস্ত কায়স্থেরা এসেছিলেন তারা সকলেই ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর মানুষ। তাঁদের মধ্যে দশরথ বসু ছিলেন অন্যতম, এবং তাঁরই বংশের

ত্রয়োদশ পর্যায়ে শ্রীগুণরাজ খাঁন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মালাধর বসু, কিন্তু গৌড়ের সম্রাট তাকে গুণরাজ খাঁন উপাধি প্রদান করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গুণরাজ খাঁনের বংশ তালিকা প্রদান করেছেন—(১) দশরথ বসু; (২) কুশল; (৩) শুভ-শঙ্কর; (৪) হংস; (৫) শক্তিরাম (বাগাণ্ডা), মুক্তিরাম (মাইনগর), এবং অলঙ্কার (বঙ্গজ); (৬) দামোদর; (৭) অনন্তরাম; (৮) গুণীনায়ক ও বীণানায়ক; (৯) মাধব; (১০) লক্ষ্মীনাথ, চক্রপাণি, উদয়চাঁদ, লৌহ, তৌহ, শ্রীপতি, এবং অচ্যুতানন্দ; (১১) যজ্ঞেশ্বর, ত্রিলোচন, বটেশ্বর, প্রজাপতি, ঈশান, সাগর ও কৃপারাম; (১২) ভগীরথ, কামেশ্বর, সদানন্দ ও বশিষ্ঠ। ভগীরথের পুত্র মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁন। গুণরাজ খাঁন-এর চৌদ্দটি পুত্র ছিল, তার মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র লক্ষ্মীনাথ বসুরই উপাধি—সত্যরাজ খাঁন; তাঁরই পুত্র—শ্রীরামানন্দ বসু, অতএব শ্রীরামানন্দ বসু—পঞ্চদশ পর্যায়। গুণরাজ খাঁন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ধনশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁর প্রাসাদ, দুর্গ এবং মন্দির এখনও বর্তমান, এবং সেগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে গুণরাজ খাঁন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীগুণরাজ খাঁন বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথাকে কোন গুরুত্ব দেননি।

শ্লোক ১০০

"নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ" ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "গুণরাজ খাঁন তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থে লিখেছেন, 'নন্দ মহারাজের পুত্র কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ'। তাঁর এই বাক্যটির প্রভাবে আমি তাঁর বংশের কাছে বিক্রি হয়ে গেছি।

তাৎপর্য

মূল পদ্যটি এই—

এক ভাবে বন্দ হরি যোড় করি' হাত ।
নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ ॥

শ্লোক ১০১

তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর ।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুকুর পর্যন্ত আমার প্রিয়। আর অন্যদের কথা আমি কি বলব?"

শ্লোক ১০২-১০৩

তবে রামানন্দ, আর সত্যরাজ খাঁন ।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥ ১০২ ॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে ।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু—নিবেদি চরণে ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর রামানন্দ বসু ও সত্যরাজ খাঁন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করলেন—"আমরা গৃহস্থ বিষয়ী, পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হবার জন্য যে আমাদের কি করা কর্তব্য তা আমরা জানি না। তাই দয়া করে আপনি আমাদের সে সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন—আপনার শ্রীপাদপদ্মে এই আমাদের বিনীত নিবেদন।"

শ্লোক ১০৪

প্রভু কহেন,—'কৃষ্ণসেবা', 'বৈষ্ণব-সেবন' ।
'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন' ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "কৃষ্ণসেবা কর, বৈষ্ণবদের সেবা কর, এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন কর।"

শ্লোক ১০৫

সত্যরাজ বলে,—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে?
কে বৈষ্ণব, কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

সে কথা শুনে সত্যরাজ খাঁন জিজ্ঞাসা করলেন, "বৈষ্ণব চিনব কিভাবে? দয়া করে বলুন বৈষ্ণব কে এবং তাঁর লক্ষণ কি?"

শ্লোক ১০৬

প্রভু কহে,—"যাঁর মুখে শুনি একবার ।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥" ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "যাঁর মুখে একবার শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম শুনি, তিনিই পূজ্য এবং মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ নামে সর্বসিদ্ধি হয়, এরূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে 'বৈষ্ণব' বলে জানতে হবে; কেননা এই প্রকার শ্রদ্ধাই বৈষ্ণবত্বের প্রারম্ভিক যোগ্যতা প্রদান করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের কৃষ্ণ নামে সেই প্রকার শ্রদ্ধার উদয় না হবার ফলে, তারা নিরন্তর নাম গ্রহণ করতে পারে না। সে সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর উপদেশামৃত গ্রন্থে লিখেছেন—*কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত।* শ্রীকৃষ্ণের নাম এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়ই যে পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, চিন্ময়তত্ত্ব, তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন এবং তা চিন্তামণি। শ্রীকৃষ্ণের নাম সর্বপ্রকার জড় কলুষ থেকে মুক্ত নিত্য-চিন্ময় শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের নাম অভিন্ন বলে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। সে প্রকার শ্রদ্ধার ফলেই নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন করা যায়। কোমলশ্রদ্ধ...কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত শুদ্ধভক্তের অনন্য ভক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু, নবীন ভক্ত যখন ভক্তিযুক্তভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়—বিশেষ করে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনায়—এবং সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসরণ করে, তখন সে শুদ্ধ-ভক্তে পরিণত হয়। শুদ্ধ-ভক্তের শ্রীমুখ থেকে কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করে ধীরে ধীরে কলুষমুক্ত হয়ে শুদ্ধ হওয়া যায়।

যেই ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে বিশ্বাস করে যে ভগবানের দিব্য নাম এবং ভগবান স্বয়ং অভিন্ন, তিনি শুদ্ধভক্ত। কনিষ্ঠ অধিকারী স্তরে থাকলেও তিনি শুদ্ধভক্ত। তার সঙ্গ প্রভাবে অন্যরাও বৈষ্ণবে পরিণত হতে পারেন।

কেউ যদি শ্রদ্ধাসহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন কিন্তু বৈষ্ণব এবং অন্যদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন না, তাকে বলা হয় 'প্রাকৃত-ভক্ত।' সে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৪৭) বলা হয়েছে—

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে ভগবান শ্রীহরির বিগ্রহের অর্চনা করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত এবং অন্যদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন না, তিনি প্রাকৃত-ভক্ত।" কিন্তু, যিনি ভগবানের নামকে ভগবান থেকে অভিন্ন বলে বিচার করেন সেই ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে তিনিও ভগবদ্ভক্তে পরিণত হতে পারেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দান করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ',—শ্রদ্ধা-অনুসারি ॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে—'কনিষ্ঠ' জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম' ॥
রতিপ্রেম-তারতম্যে ভক্তি—তর-তম।

"যেই ব্যক্তি দৃঢ় শ্রদ্ধা লাভ করেছেন তিনিই কৃষ্ণভক্তি লাভের যোগ্য পাত্র। শ্রদ্ধা অনুসারে 'উত্তম', 'মধ্যম', এবং 'কনিষ্ঠ' ভক্তের স্তর নির্ধারিত হয়। যার শ্রদ্ধা কোমল, তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত। কিন্তু নিষ্ঠা সহকারে, গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার ফলে তিনিও ক্রমে ক্রমে 'উত্তম' ভক্তে পরিণত হন। রতি ও প্রেমের তারতম্য অনুসারে ভগবদ্ভক্তির তারতম্য নির্ধারিত হয়। শুদ্ধভক্তের শ্রদ্ধার ক্রমোন্নতি অনুসারে ক্রমে ক্রমে মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারী ভক্তে পরিণত হন।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২/৬৪, ৬৭, ৭১)।

এইভাবে বিচার করা যায় যে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত কর্মী এবং জ্ঞানীর থেকে শ্রেষ্ঠ, কেননা তার ভগবানের নামের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। কর্মী অথবা জ্ঞানী যত মহৎ-ই হোক না কেন, শ্রীবিষ্ণু, তাঁর দিব্যনাম অথবা তাঁর প্রেমময়ী সেবায় তাদের কোন শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নেই। সুতরাং মুখে বেদ মানলেও তারা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক। আর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চক যদি কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তও হন, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করার ফলে তিনি সকাম কর্মী এবং মনোধর্মী জ্ঞানীদের থেকে অনেক অনেক উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হন।

শ্লোক ১০৭

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব-পাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"কেবলমাত্র কৃষ্ণনামে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। কেবলমাত্র ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৫/২৩-২৪) নববিধা ভক্তির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥

শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণুর স্মরণ, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন এই নয়টি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের পন্থা। নিরপরাধে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অপরাধ-শূন্য হয়ে ভগবানের নাম কীর্তন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রবণ, কীর্তন আদি নবধাভক্তি কেবলমাত্র একবার নিরপরাধে ভগবানের নাম গ্রহণ করার ফলেই সম্পাদিত হয়।

এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর ভক্তিসন্দর্ভে (১৭৩) বলেছেন—

যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা,
তদা কীর্তনাখ্য ভক্তি-সংযোগেনৈব ।

নবধাভক্তির মধ্যে কীর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই জীব গোস্বামী নির্দেশ দিয়েছেন যে—অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য আদি অন্যান্য পন্থাগুলি অনুশীলন করা কর্তব্য, তবে সেগুলি যেন ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের অনুবর্তী হয়। তাই আমরা এই পন্থা আমাদের সবকটি কেন্দ্রে প্রবর্তন করেছি। অর্চন, আরতি, ভোগ নিবেদন, ভগবানের বিগ্রহের শৃঙ্গার এবং সজ্জা আদি সমস্ত ক্রিয়া ভগবানের দিব্য নাম—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" কীর্তনের আনুষঙ্গিক ক্রিয়া।

শ্লোক ১০৮

দীক্ষা-পুরশ্চর্যা-বিধি অপেক্ষা না করে ।
জিহ্বা-স্পর্শে আ-চণ্ডাল সবারে উদ্ধারে ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন, দীক্ষা-পুরশ্চর্যা ইত্যাদি বিধির অপেক্ষা করে না; কেবলমাত্র জিহ্বাকে স্পর্শ করার প্রভাবেই তা আচণ্ডাল সকলকে উদ্ধার করে।

তাৎপর্য

দীক্ষা সম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামী তার *ভক্তি-সন্দর্ভে* (২৮৩) লিখেছেন—

দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্ ।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব-কোবিদৈঃ ॥

"যা থেকে অপ্রাকৃত দিব্য জ্ঞানের উদয় এবং পাপের সর্বতোরূপে ক্ষয় হয় তত্ত্বশাস্ত্রবিৎ-পণ্ডিতেরা তাকেই 'দীক্ষা' বলে প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। *হরিভক্তি বিলাসে* (বিলাস ২/৩-৪) দীক্ষা-বিধির বর্ণনা করা হয়েছে এবং ভক্তি-সন্দর্ভে (২৮৩) দীক্ষা-বিধির বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্মাধ্যয়নাদিষু ।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ॥
তথাত্রাদীক্ষিতানাং তু মন্ত্রদেবার্চনাদিষু ।
নাধিকারো ঽস্ত্যতঃ কুর্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্ ॥

"ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও, উপনয়ন না হওয়া পর্যন্ত যেমন বৈদিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করার অধিকার হয় না, উপনয়নের পরেই সেই অধিকার হয়, তেমনই অদীক্ষিত ব্যক্তিরও মন্ত্র-দেবতার পূজা আদিতে অধিকার হয় না।"

বৈষ্ণব-বিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অবশ্য কর্তব্য। *হরিভক্তি-বিলাসে* (২/৬) *বিষ্ণু-যামল* থেকে নিম্নলিখিত নির্দেশটি উল্লেখ করা হয়েছে—

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্বং নিরর্থকম্ ।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষা-বিরহিতো জনঃ ॥

"সদ্ গুরুর কাছে দীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত, সবরকম পারমার্থিক কার্যকলাপ নিরর্থক হয়। যথাযথভাবে দীক্ষিত হননি যেই ব্যক্তি তিনি পুনরায় পশু যোনিতে অধঃপতিত হতে পারেন।"

হরিভক্তি বিলাসে (২/১০) আরও বলা হয়েছে—

অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্বস্বং বিনিবেদ্য চ ।
গৃহ্ণীয়াদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্বং বিধানতঃ ॥

"প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করা। তাঁকে, দেহ, মন এবং বুদ্ধি—সবকিছু দান করে তাঁর কাছ থেকে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য।"

ভক্তি-সন্দর্ভে (২৯৮) *তত্ত্ব সাগর* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করা হয়েছে—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

"পারদের সংস্পর্শে রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে কাঁসা যেমন সোনায় পরিণত হয়; তেমনই যথাযথভাবে দীক্ষা গ্রহণের ফলে মানুষ ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত গুণাবলী অর্জন করেন।"

হরিভক্তি বিলাসে (১৭/১১-১২) পুরশ্চর্যা আলোচনা করে *অগস্ত্য সংহিতা* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোক দুটির উল্লেখ করা হয়েছে—

পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ ।
হোম-ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥
গুরোর্লব্ধস্য মন্ত্রস্য প্রসাদেন যথাবিধি ।
পঞ্চাঙ্গোপাসনা সিদ্ধ্যৈ পুরশ্চৈতদ্বিধীয়তে ॥

"প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই ত্রিকালে নিত্য পূজা, নিত্য জপ, নিত্য তর্পণ, নিত্য হোম, নিত্য ব্রাহ্মণভোজন—এই পঞ্চবিধ ক্রিয়াকে 'পুরশ্চরণ' বলা হয়। সদ্‌গুরুর কৃপার প্রভাবে প্রাপ্ত মন্ত্র সিদ্ধির জন্য প্রথমেই পঞ্চাঙ্গ উপাসনার বিধান এই জন্যই তা পুরশ্চরণ নামে কথিত।"

পুরঃ কথাটির অর্থ হচ্ছে 'পূর্বে' *চর্যা* মানে 'কার্যকলাপ'। এই সমস্ত কার্যকলাপের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে সদস্যদের যোগদান করা মাত্রই দীক্ষা দিই না। দীক্ষা প্রার্থীকে ছয় মাস আরতিতে যোগদান করতে হয় এবং শাস্ত্র আলোচনা শ্রবণ করতে হয়, বিধি-নিষেধ পালন করতে হয় এবং ভক্তসঙ্গ করতে হয়। এই পুরশ্চর্যা বিধি অনুশীলন করার ফলে কেউ যখন যথাযথভাবে পারমার্থিক পথে উন্নতি লাভ করেন, তখন মন্দিরের অধ্যক্ষ তাকে দীক্ষার জন্য অনুমোদন করেন। এমন নয় যে উপযুক্ত যোগ্যতা ব্যতীতই যাকে তাকে হঠাৎ দীক্ষা দিয়ে দেওয়া হবে। কেউ যখন প্রতিদিন ষোল মালা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করে, বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে এবং নিয়মিতভাবে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার ফলে পরমার্থিক মার্গে আরও অগ্রসর হয়,

তখন পরবর্তী ছয় মাসের পর তাকে উপনয়ন দীক্ষা (ব্রাহ্মণ দীক্ষা) দেওয়া হয়।

হরিভক্তি-বিলাসে (১৭/৪,৫,৭) বর্ণনা করা হয়েছে—

বিনা যেন ন সিদ্ধঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি ।
কৃতেন যেন লভতে সাধকো বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥
পুরশ্চরণ-সম্পন্নো মন্ত্রো হি ফলদায়কঃ ।
অতঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্যাৎ মন্ত্রবিৎ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া ॥
পুরস্ক্রিয়া হি মন্ত্রাণাং প্রধানং বীর্যমুচ্যতে ।
বীর্যহীনো তথা দেহী সর্বকর্মসু ন ক্ষমঃ ॥
পুরশ্চরণহীনো হি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ ।

"পুরশ্চর্যা বিধি ব্যতীত, শত বছর মন্ত্র জপ করেও, সাধক বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে পারে না। কিন্তু, যিনি পুরশ্চর্যা বিধি অনুশীলন করেছেন, তিনি অনায়াসে সাফল্য লাভ করেন। কেউ যদি তাঁর দীক্ষা সফল করতে চান, তাহলে তাকে অবশ্যই প্রথমে পুরশ্চর্যা-বিধি অনুশীলন করতে হবে। পুরশ্চর্যা-বিধি মন্ত্র উচ্চারণের সাফল্য লাভের প্রধান উপায় স্বরূপ। বীর্যহীন দেহ যেমন কোন কিছু করতে সক্ষম নয়; তেমনই, পুরশ্চর্যা-বিধি ব্যতীত মন্ত্র উচ্চারণ প্রকৃত রূপে সম্পন্ন হয় না।"

শ্রীল জীব গোস্বামী দীক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে *ভক্তিসন্দর্ভে* (২৮৩-৮৪) বলেছেন—

যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ-অর্চনমার্গস্য আবশ্যকত্বং নাস্তি,
তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরে-ণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিত্বতাৎ, তথাপি
শ্রীনারদাদি-বর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষা-
বিধানেন শ্রীগুরুচরণসম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব ।
যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্যশীলনাং
বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎসঙ্কোচী-করণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চনমার্গে
কচিৎ কচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্যাদা স্থাপিতাস্তি ॥

"*শ্রীমদ্ভাগবতের* মতে, ঠিক যেমন *পঞ্চরাত্র* ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের নির্দিষ্ট বিধিবিধান অনুশীলন আবশ্যক নয়, তেমনই বিগ্রহপূজার পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। ভাগবত নির্দেশ দিয়েছে যে, এমন কি বিগ্রহপূজার অনুশীলন ব্যতীত অন্য যে কোন ভক্তির প্রক্রিয়া, যেমন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতির দ্বারাও মানব-জীবনের পূর্ণ সফলতা অর্জন করা যায়। তা সত্ত্বেও, বৈষ্ণবেরা শ্রীনারদ ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের পন্থা অনুসরণ করে দীক্ষার মাধ্যমে সদ্‌গুরুর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন এবং এই প্রথায় দীক্ষা গ্রহণের সময় ভক্তরা বিগ্রহ-অর্চনায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হন।"

"বিগ্রহ-অর্চনা আবশ্যকীয় না হলেও, ভগবৎ সেবার জন্য অধিকাংশ জড়-জাগতিক জীবেরা এই কার্যে যুক্ত হতে প্রয়োজন বোধ করে। তাদের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এরূপ ব্যক্তির চরিত্র অপবিত্র এবং তাদের

চিত্ত বিক্ষুব্ধ। সেই জন্য এই জড়-জাগতিক পরিস্থিতি পরিশোধন করার জন্য মহামুনি নারদ ও আরও অনেকে বিভিন্ন সময়ে বিগ্রহ-পূজার জন্য বিবিধ প্রকার বিধিনিয়ম অনুমোদন করেছেন।"

তেমনই *রামার্চনচন্দ্রিকায়* উল্লেখ করা হয়েছে—

বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্যাং বিনৈব হি ।
বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা ॥

অর্থাৎ, 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের এমনই প্রভাব যে তা দীক্ষা-বিধির অপেক্ষা করে না, কিন্তু কেউ যদি দীক্ষা গ্রহণ করে পঞ্চরাত্র-বিধি অনুসারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন, তাহলে অচিরেই তার কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ হয়, এবং তার জড় অভিনিবেশ বিনষ্ট হয়। জড়-চেতনা থেকে যত মুক্ত হওয়া যায়, ততই চিন্ময় আত্মাকে গুণগতভাবে পরমাত্মার সঙ্গে এক বলে উপলব্ধি করা যায়। সেই অবস্থায়, চিন্ময় স্তরে অবস্থিতি হয়, এবং ভগবানের নাম ও ভগবান স্বয়ং যে অভিন্ন তা উপলব্ধি করা যায়। সেই উপলব্ধির স্তরে ভগবানের দিব্যনাম 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' যে কোন জড় শব্দ নয় তা উপলব্ধি হয়। কেউ যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রকে সাধারণ জড়-শব্দ বলে মনে করে, তাহলে তার অধঃপতন হয়। ভগবানের দিব্যনামকে সাক্ষাৎ ভগবান থেকে অভিন্ন জ্ঞানে আরাধনা এবং কীর্তন করা উচিত। তাই সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে শাস্ত্র-বিধি অনুসারে দীক্ষিত হওয়া উচিত। যদিও ভগবানের দিব্যনাম গ্রহণ বদ্ধজীব এবং মুক্তজীব উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক, তথাপি বদ্ধজীবের পক্ষে তা বিশেষভাবে মঙ্গলজনক কেননা তা কীর্তন করার ফলে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবানের দিব্যনাম গ্রহণ করার ফলে যখন মুক্তি লাভ হয়, তখন ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে পরম পূর্ণতা লাভ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বর্ণনা অনুসারে—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ (চৈঃ চৈঃ আঃ—৭/৭৩)

"কেবল 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে জড়-জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, কেবলমাত্র 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করা যায়।"

নিরপরাধে কৃষ্ণনাম গ্রহণ দীক্ষাবিধির উপর নির্ভর করে না। শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ মহামন্ত্র হওয়ায় কোন পঞ্চরাত্রিক বিধানের অনুগত নয়। যদিও দীক্ষা পুরশ্চর্যা বা পুরশ্চরণের উপর নির্ভর করতে পারে, কিন্তু ভগবানের নাম কীর্তন পুরশ্চর্যা-বিধি বা কোন বিধিরও অপেক্ষা করে না। নিরপরাধে একবার নাম উচ্চারণের ফলেই যখন পুরশ্চর্যার প্রাপ্ত সমস্ত ফল লাভ হয়, তাই সেই নামের পুরশ্চরণের অপেক্ষা নেই। 'নামের জিহ্বা স্পর্শে উদ্ধার সাধন'—এখানে জিহ্বা শব্দে 'সেবোন্মুখ' জিহ্বাকেই বুঝাতে হবে; তা না হলে জড়-ভোগোন্মুখ জিহ্বাতে অপরাধ বর্তমান থাকায় তাতে শ্রীকৃষ্ণ নাম কখনই উদিত হন না। তাই *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (পূর্ব-বিভাগ সাধন ভক্তি লহরী) বলা হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্যলীলা-১৭/১৩৪) বলা হয়েছে—

অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস' ।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলাবিলাস প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। কিন্তু, কেউ যখন ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন ভগবানের নাম, রূপ, লীলা ইত্যাদি স্বপ্রকাশিত হন।"

শ্লোক ১০৯

অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয় ।
চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয় ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণনাম উচ্চারণের আনুষঙ্গিক ফল স্বরূপ সংসার বন্ধন মোচন হয়, এবং তারপর চিত্তকে আকর্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের উদয় করায়।

শ্লোক ১১০

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ১১০ ॥

আকৃষ্টিঃ—আকর্ষক; কৃতচেতসাম্—মুক্তপুরুষদের; সুমনসাম্—মনস্বীদের; উচ্চাটনম্—বিনাশকারী; চ—ও; অংহসাম্—পাপ ও পুণ্যফলের; আচণ্ডালম্—চণ্ডাল পর্যন্ত; অমূক—মূক ব্যতীত; লোকসুলভঃ—সকলেরই অত্যন্ত সুলভ; বশ্যঃ—বশীকারক; চ—এবং; মুক্তিশ্রিয়ঃ—মুক্তিরূপ ঐশ্বর্যের; নো—না; দীক্ষাম্—দীক্ষা; ন—না; চ—ও; সৎক্রিয়াম্—পুণ্যফলদায়ক ক্রিয়া; ন—না; চ—ও; পুরশ্চর্যাম্—দীক্ষার পূর্বে আচরণীয় বিধি; মনাক্—ঈষৎ; ঈক্ষতে—নির্ভর করে; মন্ত্রম্—মন্ত্র; অয়ম্—এই; রসনা—জিহ্বা; স্পৃক্—স্পর্শ করে; এব—কেবলমাত্র; ফলতি—ফলপ্রসূ হয়; শ্রীকৃষ্ণ-নামাত্মকঃ—শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম সমন্বিত।

অনুবাদ

" 'বহু সুকৃতি সম্পন্ন সাধুদের চিত্তের আকর্ষণ স্বরূপ, পাপনাশক, মূক ব্যতীত চণ্ডাল থেকে আরম্ভ করে সকল লোকের সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্যের বশকারী, শ্রীকৃষ্ণের নাম সমন্বিত এই মহামন্ত্র জিহ্বাকে স্পর্শ করা মাত্রই ফলদান করে, দীক্ষা আদি সৎকার্য বা পুরশ্চরণ ইত্যাদি কিঞ্চিৎ মাত্রও অপেক্ষা করে না।'

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত এই শ্লোকটি *পদ্যাবলী* (২৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১১১

"অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণ-নাম ।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥" ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

অবশেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিলেন, "অতএব যিনি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন তিনি বৈষ্ণব; সুতরাং তাঁকে সর্বতোভাবে সম্মান করা উচিত।"

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *শ্রীউপদেশামৃত* গ্রন্থে বলেছেন—*কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ*—অর্থাৎ, সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করে যেই ব্যক্তি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হয়ে মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, মধ্যম অধিকারী তাঁকে মনে মনে আদর করবেন—এইটিই বিধি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, গৃহস্থদের বৈষ্ণব সেবা করা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। সেই বৈষ্ণব দীক্ষিত না অদীক্ষিত তা তার বিবেচনার বিষয় নয়। শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত অনেকে তত্ত্বজ্ঞান-শূন্যতাবশত মায়াবাদ ইত্যাদি দোষে দূষিত থাকতে পারেন, কিন্তু অপরাধশূন্য কৃষ্ণনাম উচ্চারণকারী বৈষ্ণবের সেইসব দোষ থাকবার সম্ভাবনা নেই। মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণবপ্রায়, কিন্তু যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম করেছেন, তিনি সর্ব কনিষ্ঠ হলেও 'শুদ্ধ বৈষ্ণব'—গৃহস্থ বৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবকেই সেবা করবেন। এইটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ।

শ্লোক ১১২

খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন ।
শ্রীনরহরি,—এই মুখ্য তিন জন ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

খণ্ড নামক স্থানের অধিবাসী মুকুন্দ দাস, শ্রীরঘুনন্দন এবং শ্রীনরহরি, এই তিনজনের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন মনোনিবেশ করলেন।

শ্লোক ১১৩

মুকুন্দ দাসেরে পুছে শচীর নন্দন ।
'তুমি—পিতা, পুত্র তোমার—শ্রীরঘুনন্দন? ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন মুকুন্দ দাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রঘুনন্দন তোমার পুত্র এবং তুমি তাঁর পিতা। তাই নয় কি?

শ্লোক ১১৪

কিবা রঘুনন্দন—পিতা, তুমি—তার তনয়?
নিশ্চয় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥' ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"না কি রঘুনন্দন তোমার পিতা আর তুমি তাঁর পুত্র? নিশ্চয় করে তুমি তা আমাকে বল যাতে আমার সংশয় দূর হয়।"

শ্লোক ১১৫

মুকুন্দ কহে,—রঘুনন্দন মোর 'পিতা' হয়।
আমি তার 'পুত্র',—এই আমার নিশ্চয় ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দ তখন উত্তর দিলেন, "আমার বিচারে, রঘুনন্দন আমার পিতা এবং আমি তাঁর পুত্র।

শ্লোক ১১৬

আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন আমার নিশ্চিতে ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"রঘুনন্দন থেকেই আমাদের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়েছে, তাই নিশ্চিতভাবে রঘুনন্দনই আমার পিতা।"

শ্লোক ১১৭

শুনি' হর্ষে কহে প্রভু—"কহিলে নিশ্চয়।
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়" ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "হ্যাঁ, তুমি যা বলেছ তাই ঠিক। যার কাছ থেকে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, তিনিই হচ্ছেন গুরু।"

শ্লোক ১১৮

ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তের মহিমা কীর্তন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুখ পান; তাই ভক্তের মহিমা কীর্তনে তিনি পঞ্চমুখ হন।

শ্লোক ১১৯

ভক্তগণে কহে,—শুন মুকুন্দের প্রেম।
নিগূঢ় নির্মল প্রেম, যেন দগ্ধ হেম ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সমস্ত ভক্তদের বললেন, "তোমরা সকলে মুকুন্দের ভগবৎ-প্রেমের মহিমা শ্রবণ কর। সেই প্রেম অত্যন্ত গভীর এবং নির্মল, খাঁটি সোনার সঙ্গে কেবল তার তুলনা করা যায়।"

শ্লোক ১২০

বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজ-সেবা।
অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

"বাহ্য দৃষ্টিতে ইনি রাজবৈদ্য, এবং রাজার সেবা করেন। কিন্তু তাঁর অন্তরে যে কৃষ্ণপ্রেম তা কে জানতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশ না করলে, ভগবানের সেবায় যুক্ত প্রকৃত মহাভাগবত যে কে তা বোঝা যায় না। তাই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে (মঃ ২৩/৩৯) বলা হয়েছে—"তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়"—বৈষ্ণবের কার্যকলাপ বিজ্ঞেরাও বুঝতে পারেন না। বৈষ্ণব রাজকার্যে যুক্ত থাকতে পারেন অথবা ব্যবসায়ে যুক্ত থাকতে পারেন, তার ফলে বাহ্য-দৃষ্টিতে তাকে চেনা দুষ্কর। কিন্তু, অন্তরে তিনি নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণব হতে পারেন। বাহ্যদৃষ্টিতে মুকুন্দ ছিলেন রাজবৈদ্য, কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন নিত্য মুক্ত পরমহংস ভক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা ভালভাবে জানতেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারত না, কেননা সাধারণ মানুষের পক্ষে বৈষ্ণবের কার্যকলাপ এবং পরিকল্পনা বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর প্রতিনিধিরা ভক্তের সবকিছু বুঝতে পারেন, এমনকি ভক্ত বাইরে সাধারণ গৃহস্থের মতো বা বিষয়ীর মতো আচরণ করলেও তাঁরা তাকে চিনতে পারেন।

শ্লোক ১২১-১২২

এক দিন ম্লেচ্ছ-রাজার উচ্চ-টুঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত্ কহে তাঁহার অগ্রেতে ॥ ১২১ ॥

হেনকালে এক ময়ূর-পুচ্ছের আড়ানী ।
রাজ-শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি' ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

"একদিন রাজবৈদ্য মুকুন্দ, ম্লেচ্ছ রাজার সঙ্গে উচ্চস্থানে নির্মিত ক্ষুদ্র গৃহে, তাঁর সঙ্গে চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা করছিলেন। সেই সময় এক সেবক এসে রাজার মাথার উপরে একটি ময়ূর পুচ্ছের আড়ানী (রৌদ্র নিবারক পাখা) এনে ধরল।

শ্লোক ১২৩

শিখিপিচ্ছ দেখি' মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
অতি-উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই ময়ূরের পালকের পাখা দেখে মুকুন্দ দত্ত প্রেমাবিষ্ট হলেন এবং অতি উচ্চ টুঙ্গি থেকে নীচে পড়ে গেলেন।

শ্লোক ১২৪

রাজার জ্ঞান,—রাজ-বৈদ্যের হইল মরণ ।
আপনে নামিয়া তবে করাইল চেতন ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এত উচ্চস্থান থেকে নীচে পড়ার ফলে রাজ-বৈদ্যের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করে রাজা শঙ্কিত হয়ে নীচে নেমে এসে তাকে চেতন করালেন।

শ্লোক ১২৫

রাজা বলে—ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঞি?
মুকুন্দ কহে,—অতিবড় ব্যথা পাই নাই ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"রাজা মুকুন্দ দত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুকুন্দ তুমি কোথায় ব্যথা পেয়েছ?' মুকুন্দ দত্ত তখন বললেন, 'আমি খুব একটা ব্যথা পাইনি'।

শ্লোক ১২৬

রাজা কহে,—মুকুন্দ, তুমি পড়িলা কি লাগি'?
মুকুন্দ কহে, রাজা, মোর ব্যাধি আছে মৃগী ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুকুন্দ তুমি এখানে পড়ে গেলে কেন?' মুকুন্দ দত্ত উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, আমার মৃগী রোগ আছে'।

শ্লোক ১২৭

মহাবিদগ্ধ রাজা, সেই সব জানে ।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর 'মহাসিদ্ধ'-জ্ঞানে ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই রাজা ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তই তিনি সব বুঝতে পারলেন; এবং তিনি বুঝলেন যে মুকুন্দ হচ্ছেন অলৌকিক মুক্ত পুরুষ।

শ্লোক ১২৮-১২৯

রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে ।
দ্বারে পুষ্করিণী, তার ঘাটের উপরে ॥ ১২৮ ॥
কদম্বের এক বৃক্ষে ফুটে বারমাসে ।
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ-অবতংসে ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"রঘুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে সেবা করে। সেই মন্দিরের দ্বারে একটি পুষ্করিণী রয়েছে, তার ঘাটের উপর একটি কদম্ব বৃক্ষে প্রতিদিন কৃষ্ণসেবার জন্য দুটি করে ফুল ফোটে।"

শ্লোক ১৩০-১৩২

মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন ।
'তোমার কার্য—ধর্মে ধন-উপার্জন ॥ ১৩০ ॥
রঘুনন্দনের কার্য—কৃষ্ণের সেবন ।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইঁহার অন্য নাহি মন ॥ ১৩১ ॥
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ-সনে ।
এই তিন কার্য সদা করহ তিনজনে ॥' ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধুরভাবে পুনরায় মুকুন্দকে বললেন—"তোমার কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক এবং পারমার্থিক ধন উপার্জন করা। আর রঘুনন্দনের কার্য হচ্ছে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। কৃষ্ণসেবা ছাড়া তাঁর অন্য কিছুতে মন নেই। আর নরহরি আমাদের ভক্তদের সঙ্গে থাকুক। তোমরা তিনজনে সর্বদা এই তিনটি কার্য কর।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের তিনজনের জন্য তিনটি কার্য নির্ধারণ করে দিলেন। মুকুন্দকে ধর্ম ও ধন উপার্জন, রঘুনন্দনকে শ্রীমূর্তি সেবন এবং নরহরিকে ভক্তদের সঙ্গে অবস্থান

করার সেবা নিরূপণ করলেন। এইভাবে একজন মন্দিরের শ্রীবিগ্রহের সেবা, আর একজন তাঁর বৃত্তি অনুসারে সৎভাবে ধন উপার্জন, এবং অন্য জন ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণভক্তির প্রচার, এই তিনটি কাজ সম্পাদন করার নির্দেশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিলেন। আপাতদৃষ্টিতে এই তিন প্রকার সেবাকে ভিন্ন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে সকলেই ভগবৎ সেবামূলক ভিন্ন ভিন্ন কার্যে যুক্ত হতে পারেন। সেইটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ।

শ্লোক ১৩৩-১৩৫

সার্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি,—দুই ভাই ।
দুইজন কৃপা করি' কহেন গোসাঞি ॥ ১৩৩ ॥
'দারু'-'জল'-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি ।
'দরশন'-স্নানে' করে জীবের মুকতি ॥ ১৩৪ ॥
'দারুব্রহ্ম'-রূপে—সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ।
ভাগীরথী হন সাক্ষাৎ 'জলব্রহ্ম'-সম ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং বিদ্যাবাচস্পতি দুই ভাই। তাঁদের দুজনকে কৃপা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—এই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ দারু এবং জল রূপে প্রকট হয়েছেন। সেই দারুব্রহ্মকে দর্শন করার ফলে এবং সেই জলব্রহ্মে স্নান করার ফলে জীব মুক্তি লাভ করে। দারুব্রহ্মরূপে তিনি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম এবং ভাগীরথী হচ্ছেন সাক্ষাৎ জলব্রহ্ম।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—সবকিছুই পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি। *পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদম্ অখিলং জগৎ*—সব কিছুই পরম ব্রহ্মের শক্তির প্রকাশ। যেহেতু শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ, অতএব সবকিছুই কৃষ্ণ, পরম ব্রহ্ম। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"আমার অব্যক্ত মূর্তির দ্বারা আমি সারা জগতে পরিব্যাপ্ত। সবকিছুই আমার মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই।"

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অব্যক্ত রূপে সারা জগতে পরিব্যাপ্ত। যেহেতু সবকিছুই ভগবানের শক্তি থেকে প্রকাশিত; ভগবান তাঁর যে কোন শক্তির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। এই যুগে ভগবান শ্রীশ্রীজগন্নাথ রূপে দারুর মাধ্যমে এবং ভাগীরথীর জলের

মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং বিদ্যাবাচস্পতি, এই দুই ভাইকে, যথাক্রমে জগন্নাথদেব এবং ভাগীরথীর সেবা করার নির্দেশ দেন।

শ্লোক ১৩৬

সার্বভৌম, কর দারুব্রহ্ম-আরাধন ।
বাচস্পতি, কর জলব্রহ্মের সেবন ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সার্বভৌম ভট্টাচার্য, তুমি দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেবের আরাধনা কর, এবং বাচস্পতি, তুমি জলব্রহ্ম গঙ্গার সেবা কর।

শ্লোক ১৩৭

মুরারি-গুপ্তেরে প্রভু করি' আলিঙ্গন ।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহেন, শুনে ভক্তগণ ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তকে আলিঙ্গন করে সমস্ত ভক্তদের কাছে তাঁর ভক্তি-নিষ্ঠা বর্ণনা করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৩৮-১৪৫

পূর্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বার বার ।
'পরম মধুর, গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ১৩৮ ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্বাংশী, সর্বাশ্রয় ।
বিশুদ্ধ-নির্মল-প্রেম, সর্বরসময় ॥ ১৩৯ ॥
সকল-সদ্গুণবৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর ।
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিক-শেখর ॥ ১৪০ ॥
মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস ।
চাতুর্য-বৈদগ্ধ্য করে যাঁর লীলারস ॥ ১৪১ ॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয় ।
কৃষ্ণ বিনা অন্য-উপাসনা মনে নাহি লয় ॥' ১৪২ ॥
এইমত বার বার শুনিয়া বচন ।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন ॥ ১৪৩ ॥

আমারে কহেন,—'আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর ॥' ১৪৪ ॥
এত বলি' ঘরে গেল, চিন্তি' রাত্রিকালে।
রঘুনাথ-ত্যাগ-চিন্তায় হইল বিকলে ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "পূর্বে আমি বারবার তাকে প্রলোভন দেখিয়ে বলেছি, 'গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম মধুর ভক্ত। তিনি স্বয়ং ভগবান—সকলের অংশী, সবকিছুর আশ্রয়, এবং তাঁর প্রতি প্রেম বিশুদ্ধ নির্মল ও সর্ব রসময়। তিনি সমস্ত অপ্রাকৃত গুণের আধার, তিনি সমস্ত রত্নের আকর, তিনি বিদগ্ধ, চতুর, ধীর এবং রসিক-শেখর। তাঁর চরিত্র অত্যন্ত মধুর এবং তাঁর লীলা-বিলাস অত্যন্ত মধুর। তাঁর চাতুর্য এবং বৈদগ্ধের দ্বারা তিনি তাঁর লীলারস আস্বাদন করেন। তুমি সেই কৃষ্ণের ভজনা কর এবং সেই কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য আর কারোর উপাসনায় মন লাগে না।' বার বার আমার কাছে এই কথা শুনে, আমার প্রভাবে তার মনে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল এবং তখন সে আমাকে বলেছিল, 'আমি তোমার সেবক এবং তোমার আদেশ পালন করাই আমার কর্তব্য। আমার কোন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নেই।' এই বলে সে ঘরে ফিরে গিয়েছিল এবং সারারাত ধরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চিন্তা করেছিল কিভাবে সে রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রের আনুগত্য ত্যাগ করবে।

শ্লোক ১৪৬

কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্র্যে প্রভু মোর করাহ মরণ ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

'মুরারি গুপ্ত তখন শ্রীরামচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 'প্রভু, আমি কিভাবে তোমার শ্রীচরণ ত্যাগ করব। তার থেকে বরং আজ রাত্রেই আমার মৃত্যু হোক।'

শ্লোক ১৪৭

এই মত সর্ব-রাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি কৈল জাগরণ ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে মুরারি গুপ্ত সারারাত ক্রন্দন করেছিল। তার মনে সোয়াস্তি ছিল না এবং এইভাবে সে সারারাত জেগেছিল।

শ্লোক ১৪৮-১৫১

প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন ॥ ১৪৮ ॥
রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাঢ়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা ॥ ১৪৯ ॥
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করোঁ উপায় ॥ ১৫০ ॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর, দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয় ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"সকাল বেলা মুরারি গুপ্ত আমার কাছে এসে আমার পায়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'শ্রীরামচন্দ্রের চরণে আমি আমার মাথা বিকিয়ে দিয়েছি, সেই মাথা আমি আর প্রত্যাহার করতে পারছি না, তাই আমার মনে খুব বেদনা হচ্ছে। আমি শ্রীরঘুনাথের শ্রীচরণ ছাড়তে পারছি না। আবার এদিকে তোমার আজ্ঞাও ভঙ্গ করতে পারি না, এখন আমি কি করি। তাই দয়াময়, তুমি আমাকে কৃপা করো, তোমার সামনে আমার মৃত্যু হোক এবং তারফলে আমার সমস্ত সংশয় দূর হোক'।

শ্লোক ১৫২

এত শুনি' আমি বড় মনে সুখ পাইলুঁ।
ইঁহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈলুঁ ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"সে কথা শুনে, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। তাকে উঠিয়ে তখন আমি আলিঙ্গন করেছিলাম।

শ্লোক ১৫৩-১৫৪

সাধু সাধু, গুপ্ত, তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনেহ তোমার না টলিল মন ॥ ১৫৩ ॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলেহ, পদ ছাড়ান না যায় ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি তাকে বলেছিলাম, "অতি উত্তম, অতি উত্তম, মুরারি গুপ্ত! তোমার এই সুদৃঢ়

ভজন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তোমার এমনই নিষ্ঠা যে আমার কথাতেও তোমার মন টলল না। প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি সেবকের এইরকমই প্রীতি হওয়া উচিত। প্রভু ছাড়ালেও, ভক্ত তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় ত্যাগ করতে পারে না।

তাৎপর্য

প্রভু—জীবের নিত্যসেব্য, আরাধ্য বা উপাস্য তত্ত্ব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু তবুও, অনেক ভক্ত শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আসক্ত এবং মুরারি গুপ্ত ছিলেন সেই প্রকার অনন্য ভক্তের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সেবা ত্যাগ করতে সম্মত হতে পারেন নি; এমনকি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুরোধেও নয়। এমনই হচ্ছে ভগবানের প্রতি ভক্তের আনুগত্য। সে সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* অন্ত্যলীলায় (৪/৪৬-৪৭) বর্ণনা করা হয়েছে—

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন ॥
দুর্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য-স্থানে ।
সে ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি' আনে ॥

গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ফলে ভক্ত কোন অবস্থাতেই ভগবানের সেবা ত্যাগ করেন না। ভগবানও আবার, ভক্ত তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেও, তার চুলে ধরে তাকে ফিরিয়ে আনেন।

শ্লোক ১৫৫-১৫৬

এইমত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে ।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈলুঁ বারে বারে ॥ ১৫৫ ॥
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর ।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'তোমার প্রভুর প্রতি তোমার নিষ্ঠা জানবার জন্য, আমি বার বার তোমাকে এইভাবে অনুরোধ করেছিলাম শ্রীরামচন্দ্রের সেবা ছেড়ে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করতে। তুমি শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য সেবক সাক্ষাৎ হনুমান; তুমি কেন তাঁর শ্রীচরণ-কমল ত্যাগ করবে?'

শ্লোক ১৫৭

সেই মুরারি-গুপ্ত এই—মোর প্রাণ সম ।
ইঁহার দৈন্য শুনি' মোর ফাটয়ে জীবন ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এই সেই মুরারি গুপ্ত, যাকে আমি আমার প্রাণ-তুল্য বলে মনে করি। যখন আমি তাঁর দৈন্য বচন শ্রবণ করি, তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।"

শ্লোক ১৫৮

তবে বাসুদেবে প্রভু করি' আলিঙ্গন ।
তাঁর গুণ কহে হঞা সহস্র-বদন ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাসুদেব দত্তকে আলিঙ্গন করে সহস্র বদনে তাঁর গুণকীর্তন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৫৯-১৬০

নিজ-গুণ শুনি' দত্ত মনে লজ্জা পাঞা ।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া ॥ ১৫৯ ॥
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ।
মোর নিবেদন এক করহ অঙ্গীকার ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এইভাবে তাঁর গুণকীর্তন করতে শুনে বাসুদেব দত্ত অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পায়ে পড়ে তাঁকে বলতে লাগলেন, "হে প্রভু, এই জড় জগতের সমস্ত বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য তুমি অবতীর্ণ হয়েছ, আমার একটি নিবেদন তুমি অঙ্গীকার কর।

শ্লোক ১৬১

করিতে সমর্থ তুমি হও, দয়াময় ।
তুমি মন কর, তবে অনায়াসে হয় ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"হে দয়াময়, তুমি তা করতে সমর্থ, যদি তুমি চাও তবে তুমি তা অনায়াসেই করতে পার।

শ্লোক ১৬২-১৬৩

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে ।
সর্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে ॥ ১৬২ ॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরক ভোগ ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, জীবের দুঃখ দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তুমি দয়া করে সমস্ত জীবের

পাপ আমার মাথায় দাও। সেই পাপ নিয়ে আমি নরক ভোগ করি, আর সমস্ত জীব ভবরোগ থেকে মুক্তি লাভ করুক।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—"পাশ্চাত্য দেশে যীশুখ্রিস্টের ভক্তরা বিশ্বাস করে যে, তাদের গুরু একমাত্র মহামতি যীশুখ্রিস্টই জীবের সর্বপাপভার গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল বাসুদেব দত্ত এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাঁর থেকে অনন্ত কোটি গুণে অধিকতর উন্নত এবং উদার সার্বজনীন বিশ্ববৈষ্ণব-প্রেমভাব জগতের জীবকে শিক্ষা দিলেন। শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের মধ্যে জড়ীয় স্বার্থ ত্যাগ রূপ 'নিস্বার্থ', বিষ্ণু-সেবা-রূপ চিন্ময় 'পরার্থ ও 'স্বার্থ' অপূর্বভাবে একত্র সম্মিলিত। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে সাক্ষাৎ বাস্তব-বস্তু নিরস্তকুহক স্বয়ং ভগবান জ্ঞানে সমগ্র জীববৃন্দের কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ ভবরোগ (শুধু 'পাপ' নয়, সর্বপ্রকার পাপ অপেক্ষাও ভীষণতম 'অপরাধ'-রাশি) নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করে তাদের ভবরোগ মোচনের জন্য কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ নিষ্কপটভাবে প্রার্থনা করে যে দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করলেন, তা সমগ্র জগতে, শুধু জগতে কেন, সমগ্র চতুর্দশ ভুবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী, জ্ঞানীরও কল্পনাতীত। মায়ার বশে জড়ের প্রতি আসক্তিহেতু হিংসাপরায়ণ জীবেরা দ্বৈতজগতে কর্ম ও জ্ঞানের আদর্শকেই সমাদর করে বলে তাদের অধিকাংশই কুকর্মী ও কুজ্ঞানী দ্বারা তারা বৈকুণ্ঠসেবক বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের নরকভোগের বাসনা শ্রবণ করে নৈসর্গিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বভাব মূলে উল্লাস-প্রনোদিত হয়ে তাঁকে একজন 'পুণ্যবান সৎকর্মী' অথবা 'ব্রহ্মজ্ঞানী'র সমপর্যায়ে মনে করে প্রচুর সম্মান বা প্রতিষ্ঠা প্রদান করলেও, বাসুদেব দত্ত ঠাকুর যে তার থেকে অনন্তকোটি গুণে অধিক 'জীবে দয়া' প্রবৃত্তি বিশিষ্ট, তা আদৌ অতিরঞ্জিত প্রশংসা বাক্য বা অর্থবাদ নয়, অতি নিরপেক্ষ সত্য কথা। বস্তুতঃ তাঁর মতো 'পরদুঃখে-দুঃখী' গৌরদাসদের আগমনে পৃথিবী ধন্যা হয়েছেন; শুধু প্রপঞ্চ নয়, সমগ্র জীবকুলও ধন্য হয়েছে। তাঁর মতো গৌরভক্তের গুণগানেই বাগ্মীদের জিহ্বার ফল নিহিত; আর তাঁর মতো অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্তিবিশিষ্ট মহাভাগবতের গুণ বর্ণনার কাজেই কবি ও ঐতিহাসিকদের লেখনী জড় অনুসন্ধান রহিত হয়ে স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা সম্পাদন করে, মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দাস এতই *মহতো পি মহীয়ান্ ও গরীয়সো পি গরীয়ান্*। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রতিপন্ন করে গেছেন যে, বাসুদেব দত্ত হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ ভক্ত।

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।

যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসারে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন তাঁকে নিত্যসিদ্ধ বলে বিবেচনা করতে হবে। তিনি এই জড় জগতের মানুষ নন। তিনি চিৎ-জগতের নিত্য ভগবদ্ পার্ষদ। এই ধরনের ভগবদ্ভক্ত সারা জগতের জীবদের উদ্ধারের কাজে মগ্ন হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতোই বদান্যতা প্রদর্শন করেন।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

সেই ধরনের ব্যক্তি যথার্থই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিনিধিত্ব করেন, কেননা তাঁর হৃদয় বদ্ধজীবদের প্রতি করুণা পূর্ণ।

শ্লোক ১৬৪-১৬৫

এত শুনি' মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা।
অশ্রু-কম্প-স্বরভঙ্গে কহিতে লাগিলা ॥ ১৬৪ ॥
"তোমার বিচিত্র নহে, তুমি—সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

বাসুদেব দত্তের এই অনুরোধ শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয় দ্রবীভূত হল, তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল, তাঁর শ্রীঅঙ্গ কম্পিত হল। ভগ্ন স্বরে তিনি বলতে লাগলেন—"তোমার পক্ষে এমন কথা বলা বিচিত্র নয়, কেননা তুমি সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ। তোমার উপর শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ কৃপা রয়েছে।

শ্লোক ১৬৬

কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্য-বাঞ্ছা-পূর্তি বিনু নাহি অন্য কৃত্য ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর ভক্ত তাঁর কাছে যা চায়, শ্রীকৃষ্ণ তাই তাকে দেন, তাঁর সেবকের বাঞ্ছা পূর্তি ছাড়া আর অন্য কিছু করণীয় নেই।

শ্লোক ১৬৭

ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ-ভোগে হবে সবার উদ্ধার ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের নিস্তারের বাসনা করেছ, তাদের সকলেরই উদ্ধার হবে এবং সেজন্য তোমাকে তাদের পাপ ভোগ করতে হবে না।

শ্লোক ১৬৮

অসমর্থ নহে কৃষ্ণ, ধরে সর্ব বল।
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপ-ফল? ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ অসমর্থ নন, তিনি সর্বশক্তিমান; কেন তিনি তোমাকে অন্য সমস্ত জীবের পাপের ফল ভোগ করাবেন?

শ্লোক ১৬৯

তুমি যাঁর হিত বাঞ্ছ', সে হৈল 'বৈষ্ণব'।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি যাদের হিত আকাঙ্ক্ষা করেছ, তারা সকলেই 'বৈষ্ণব' হয়েছে, এবং শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবের সমস্ত পাপ দূর করেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে বাসুদেব দত্তকে বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সর্বশক্তিমান, তাই তিনি অনায়াসে সমস্ত বদ্ধজীবকে তাদের জড় ভোগ বাসনা থেকে মুক্ত করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বলেছিলেন, "তুমি যখন সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে, উচ্চাবচ সমস্ত জীবের হয়ে তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করলে, তখন তোমার প্রার্থনা অনুসারে পাপভোগ ব্যতীতই সকলে উদ্ধার লাভ করবে। তার বিনিময়ে তোমাকে তাদের জন্য পাপফল ভোগ করতে হবে না। তুমি যাদের মঙ্গল বাসনা করবে, তারাই 'বৈষ্ণব' হবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবকে তার পূর্বকৃত পাপ কর্মফল থেকে মুক্ত করেন।" ভগবদ্‌গীতাতেও (১৮/৬৬) শ্রীকৃষ্ণ সে প্রতিজ্ঞা করেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি কেবল আমার শরণাগত হও। তাহলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই জন্য কোন চিন্তা কর না।"

কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তিনি তখন বৈষ্ণব হন। *ভগবদ্‌গীতার* এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। সর্বতোভাবে শরণাগত বৈষ্ণব যে সম্পূর্ণরূপে জড় জগতের প্রভাব থেকে মুক্ত সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, তিনি তাঁর পূর্বকৃত পাপ ও পুণ্য কর্মের ফল ভোগ করেন না। পাপ থেকে মুক্ত না হলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। অর্থাৎ, কেউ যদি বৈষ্ণব হন, তাহলে অবশ্যই তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। *পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে—

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্ ।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তি-রতাত্মনাম্ ॥

"অপ্রারব্ধ পাপের বিভিন্ন স্তর রয়েছে—কূট (যে পাপ কর্মের ফল প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে), বীজ (যে পাপের ফল বীজ অবস্থায় রয়েছে), এবং ফলোন্মুখ (যে পাপের ফল ফলপ্রসূ হতে চলেছে)। কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তার সর্বপ্রকার পাপের ফল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।"

শ্লোক ১৭০

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি ।
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৭০ ॥

যঃ—যিনি (গোবিন্দ); তু—কিন্তু; ইন্দ্রগোপম্—ইন্দ্রগোপ নামক রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীট; অথ বা—অথবা; ইন্দ্রম্—দেবরাজ ইন্দ্র; অহো—আহা; স্বকর্ম—স্বীয় কর্ম ফল; বন্ধ—বন্ধন; অনুরূপ—অনুসারে; ফল—ফল; ভাজনম্—ভোগ করে; আতনোতি—প্রদান করেন; কর্মাণি—সর্বপ্রকার কর্মফল; নির্দহতি—বিনাশ করে; কিন্তু—কিন্তু; চ—নিশ্চিতভাবে; ভক্তিভাজাম্—ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত ভক্তগণের; গোবিন্দ—গোবিন্দকে; আদিপুরুষম্—আদি পুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

অনুবাদ

" 'যিনি ইন্দ্রগোপ কীট থেকে আরম্ভ করে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত সমস্ত জীবদের কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করান, কিন্তু যিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত কর্মই বিনাশ করেন, আহা! সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।'

তাৎপর্য

শ্লোকটি *ব্রহ্ম-সংহিতা* (৫/৫৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৭১

তোমার ইচ্ছা-মাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড-মোচন ।
সর্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার ইচ্ছা অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের ভব-বন্ধন মোচন হবে; সমস্ত জীবদের মুক্ত করতে কৃষ্ণের একটুও পরিশ্রম হয় না।

শ্লোক ১৭২

এক উডুম্বর বৃক্ষে লাগে কোটি-ফলে ।
কোটি যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"উডুম্বর গাছে যেমন কোটি কোটি ফল ফলে, তেমনই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরজার জলে ভাসছে।

তাৎপর্য

জড় জগৎ এবং চিৎ-জগতের মাঝে বিরজা নদী। তার পরপারে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মধামের দ্বারা মণ্ডিত সবিশেষ বৈকুণ্ঠধাম এবং অপর পারে জড় জগৎ। বিরজা নদীর এই পাড়ে কারণ সমুদ্রে অসংখ্য জড় ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান। প্রাকৃত জগতে ত্রিগুণ বর্তমান এবং বিরজা নদীতে প্রকৃতির তিনটি গুণের সাম্য অবস্থা বিরাজমান।

শ্লোক ১৭৩

তার এক ফল পড়ি' যদি নষ্ট হয় ।
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ-অপচয় ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"উডুম্বর বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফলে পূর্ণ এবং তার একটি ফল যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে বৃক্ষ অপচয় অনুভব করে না।

শ্লোক ১৭৪

তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয় ।
তবু অল্প-হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তেমনই, সমস্ত জীব মুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে যদি একটি ব্রহ্মাণ্ড শূন্য হয়ে যায়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তার কোন গুরুত্ব দেন না।

শ্লোক ১৭৫

অনন্ত ঐশ্বর্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি-ধাম ।
তার গড়খাই—কারণাব্ধি যার নাম ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ আদি ধাম অনন্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ এবং কারণ সমুদ্র সেই বৈকুণ্ঠলোকের চারপাশ বেষ্টনকারী জল সদৃশ।

শ্লোক ১৭৬

তাতে ভাসে মায়া-লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাই-পূর্ণ ভাণ্ড ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সমন্বিত মায়া সেই কারণ-সমুদ্রের জলে ভাসে, যেন সেই গড়খাইয়ের জলে সরিষা পূর্ণ একটি পাত্র ভাসছে।

শ্লোক ১৭৭

তার এক রাই-নাশে হানি নাহি মানি ।
ঐছে এক অণ্ড-নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই লক্ষ লক্ষ সরিষা দানা থেকে যদি একটি সরিষা দানা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেটিকে কোন ক্ষতি বলে মনে হয় না; ঠিক তেমনি একটি ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হয়ে গেলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে ক্ষতি বলে মনে করেন না।

শ্লোক ১৭৮

সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি 'মায়া'র হয় ক্ষয় ।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয় ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"একটি ব্রহ্মাণ্ডের কি কথা, সবকটি ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ারও ক্ষয় হয়ে যায়, তাহলেও শ্রীকৃষ্ণ তাকে ক্ষতি বলে মনে করেন না।

শ্লোক ১৭৯

কোটি-কামধেনু-পতির ছাগী যৈছে মরে ।
ষড়ৈশ্বর্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে? ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"যিনি কোটি কোটি কামধেনুর অধিকারী, তাঁর যদি একটি ছাগল মরে যায়, তাহলে যেমন তাঁর কাছে সেই ক্ষতি কোন ক্ষতিই নয়; তেমনই যদি ষড়-ঐশ্বর্যের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র মায়া শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে তিনি কী ক্ষতিগ্রস্ত হন?"

তাৎপর্য

একশ একাত্তর থেকে একশ উনআশি (১৭১-১৭৯) শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, এই শ্লোকগুলির শব্দার্থ অত্যন্ত সরল হলেও, তার ভাবার্থ অত্যন্ত কঠিন। জীব যখন কৃষ্ণ-বহির্মুখ হয়ে মায়ার বন্ধনে পড়ে, তখন মায়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে সেই সমস্ত জীবদের কৃষ্ণ-বৈমুখ্যের ফল স্বরূপ কর্মভোগ করান। কর্মফল ভোগ করতে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে বদ্ধজীব কর্মফল বা 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া'-র বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু, বদ্ধজীব যখন কৃষ্ণ-উন্মুখ হন, তখন তার

পাপ এবং পুণ্য সমস্ত কর্মই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। কেবল ভগবদ্ভক্ত হবার ফলে, সমস্ত কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তেমনই, ভগবদ্ভক্তের ইচ্ছার ফলে বদ্ধজীব কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এইভাবে সকলেই যদি মুক্ত হয়ে যায়, তাহলে কেউ মনে করতে পারে যে, ভক্তের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড থাকবে, বা থাকবে না, তা যদি হয়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের জগৎ কিভাবে নিয়মিত হতে পারে? চরমে অবশ্য, সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানেরই ইচ্ছা, যিনি ইচ্ছা করলে, সমগ্র জড়-সৃষ্টি ধ্বংস করে ফেলতে পারেন; এবং তাতে তাঁর কোন ক্ষতি হয় না। কোটি-কোটি কামধেনুর যিনি অধিকারী তিনি একটি ছাগল হারালে সেটিকে কোন ক্ষতি বলেই মনে করেন না। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণ জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই অধীশ্বর। সেই চিৎ-জগৎ—ত্রিপাদ। সেই চিৎ-জগতের ছায়ারূপ মায়ার অধিকৃত এই জড় জগৎ একপাদ মায়া-স্বরূপ শক্তির ছায়া মাত্র; অতএব কোটি কামধেনুর অধিকারী শ্রীকৃষ্ণের কাছে একটি ছাগী মাত্র। শুদ্ধভক্তের ইচ্ছাক্রমে যদি একটি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার হয়ে যায়, তাতে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষতি উপলব্ধ হয় না।

শ্লোক ১৮০

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥" ১৮০ ॥

জয় জয়—কৃপা করে আপনার মহিমা প্রদর্শন করুন; জহি—বিনষ্ট করে; অজাম্—অবিদ্যা বা মায়াকে; অজিত—হে অজিত; দোষ—দোষ; গৃভীতগুণাম্—গুণ গ্রহণকারী; ত্বম্—তুমি; অসি—হও; যদ্—যেহেতু; আত্মনা—তোমার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; সমবরুদ্ধ—ধারণ করে; সমস্তভগঃ—সমস্ত ঐশ্বর্য; অগ—স্থাবর; জগৎ—গতিশীল; ওকসাম্—দেহধারী জীবের; অখিল—সমস্ত; শক্তি—শক্তির; অববোধক—অধীশ্বর; তে—তুমি; ক্বচিৎ—কখনো কখনো; অজয়া—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; আত্মনা—স্বয়ং; চ—ও; চরতঃ—লীলা প্রকাশ করে (দৃষ্টিপাতের দ্বারা); অনুচরেৎ—প্রতিপাদন করে; নিগমঃ—সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, " 'হে অজিত, হে সর্বশক্তিমান, দয়া করে তুমি সেই চরাচর মায়াকে বিনষ্ট করে তোমার অন্তরঙ্গা শক্তির মহিমা প্রকাশ কর। মায়ার প্রভাবে জীব অসত্যকে সত্য বলে মনে করে এক ভয়ঙ্কর অবস্থায় পতিত হয়েছে। হে ভগবান, দয়া করে তুমি তোমার মহিমা প্রদর্শন কর। তুমি অনায়াসে তা করতে পার, কেননা তোমার অন্তরঙ্গা শক্তি বহিরঙ্গা মায়ার শক্তি থেকে অনেক অনেক গুণ শ্রেয়, এবং তুমি সমগ্র ঐশ্বর্যের আধার। তুমি চিৎ-জগতে তোমার আত্মশক্তির দ্বারা লীলা-বিলাস কর, এবং কোন কারণ বশতঃ তোমার ছায়া শক্তি মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার দ্বারা সৃষ্টি আদি লীলাবিলাস কর। বেদ তোমার এই দুপ্রকার লীলাই বর্ণনা করে।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮৭/১৪) থেকে উদ্ধৃত। এটি মূর্তিমান বেদ বা শ্রুতিগণ কর্তৃক ভগবানের স্তব।

পরমেশ্বর ভগবানের তিন প্রকার শক্তি—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা। বদ্ধ জীব যখন ভগবৎ বিস্মৃতির ফলে অধঃপতিত হয়, তখন ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করে সেই সমস্ত জীবদের সেখানে আটকে রেখে দণ্ডদান করেন। জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণ জীবদের নিরন্তর ভয়ে ভীত করে রাখে। *ভয়ম্ দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ।* বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বদ্ধজীব সর্বদা ভয়ে ভীত থাকে, তাই বদ্ধজীবের কর্তব্য, সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা, যেন তিনি বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে পরাভূত করেন; যাতে মায়া আর চরাচর জীবদের বন্ধনকারী শক্তি আর প্রকাশ করতে না পারে। এভাবেই প্রার্থনার দ্বারা নিরন্তর ভগবানের সঙ্গে থাকার যোগ্যতা লাভ করা যাবে এবং ভগবৎ-ধামে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রত্যাবর্তনের বাসনা পূর্ণ হবে।

শ্লোক ১৮১

এই মত সর্বভক্তের কহি' সব গুণ ।
সবারে বিদায় দিল করি' আলিঙ্গন ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সমস্ত ভক্তদের গুণ বর্ণনা করে, তাঁদের সকলকে আলিঙ্গন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের বিদায় দিলেন।

শ্লোক ১৮২

প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করেন রোদন ।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন ॥ ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আসন্ন বিচ্ছেদে ভক্তরা রোদন করতে লাগলেন, এবং ভক্তের বিচ্ছেদে মহাপ্রভুরও মন বিষণ্ণ হল।

শ্লোক ১৮৩

গদাধর-পণ্ডিত রহিল প্রভুর পাশে ।
যমেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইলা আবাসে ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

গদাধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রইলেন, এবং মহাপ্রভু তাঁকে যমেশ্বরে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

তাৎপর্য

যমেশ্বর জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত। গদাধর পণ্ডিত সেখানে থাকতেন এবং সেখানে বালুকাবেলায় যমেশ্বর টোটা নামে একটি ছোট উদ্যান ছিল।

শ্লোক ১৮৪-১৮৫

পুরী-গোসাঞি, জগদানন্দ, স্বরূপ-দামোদর ।
দামোদর-পণ্ডিত, আর গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥ ১৮৪ ॥
এইসব-সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে ।
জগন্নাথ-দরশন নিত্য করে প্রাতঃকালে ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দ পুরী, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ এবং কাশীশ্বর এঁদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে রইলেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন সকালে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতেন।

শ্লোক ১৮৬-১৮৮

প্রভু-পাশ আসি' সার্বভৌম এক দিন ।
যোড়হাত করি' কিছু কৈল নিবেদন ॥ ১৮৬ ॥
এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে চলি' গেল ।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণে অবসর হৈল ॥ ১৮৭ ॥
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা করহ 'মাস' ভরি ।
প্রভু কহে,—ধর্ম নহে, করিতে না পারি ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে, হাত যোড় করে অনুরোধ করলেন, "সমস্ত বৈষ্ণবেরা এখন গৌড়দেশে ফিরে গেছেন, এখন আপনি আমার গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। এখন এক মাস আপনি আমার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন, "তা সম্ভব নয়, কেননা তা সন্ন্যাসীর ধর্ম বিরুদ্ধ।"

শ্লোক ১৮৯

সার্বভৌম কহে,—ভিক্ষা করহ বিশ দিন ।
প্রভু কহে,—এহ নহে যতিধর্ম-চিহ্ন ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন বললেন, "দয়া করে অন্তত বিশ দিন আমার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।" কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "সেটিও সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়।"

শ্লোক ১৯০

সার্বভৌম কহে পুনঃ,—দিন 'পঞ্চদশ' ।
প্রভু কহে,—তোমার ভিক্ষা 'এক' দিবস ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, অন্ততঃ পনের দিন তার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে; তখন মহাপ্রভু বললেন, "আমি কেবল একদিন তোমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।"

শ্লোক ১৯১

তবে সার্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
'দশদিন ভিক্ষা কর' কহে বিনতি করিয়া ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পায়ে ধরে বিনীতভাবে অনুরোধ করলেন, "অন্তত দশদিন আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।"

শ্লোক ১৯২

প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচ-দিন ঘাটাইল ।
পাঁচ-দিন তাঁর ভিক্ষা নিয়ম করিল ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

অবশেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচদিন তাঁর ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করতে সম্মত হলেন।

শ্লোক ১৯৩

তবে সার্বভৌম করে আর নিবেদন ।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশজন ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "প্রভু, তোমার সঙ্গে দশজন সন্ন্যাসী রয়েছেন।"

তাৎপর্য

সন্ন্যাসীর নিজের জন্য রন্ধন করা উচিত নয় অথবা ভক্তের গৃহে একনাগাড়ে অনেক দিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণ ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে একসঙ্গে অনেকদিন প্রসাদ গ্রহণ করতে সম্মত হননি। বাৎসল্য হেতু তিনি কেবল পাঁচদিন তাঁর গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যে দশজন সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁরা

হচ্ছেন—১) পরমানন্দ পুরী, ২) স্বরূপ দামোদর, ৩) ব্রহ্মানন্দ পুরী, ৪) ব্রহ্মানন্দ ভারতী, ৫) বিষ্ণু পুরী, ৬) কেশব পুরী, ৭) কৃষ্ণদাস পুরী, ৮) নৃসিংহ তীর্থ, ৯) সুখানন্দ পুরী এবং ১০) সত্যানন্দ ভারতী।

শ্লোক ১৯৪

পুরী-গোসাঞির ভিক্ষা পাঁচদিন মোর ঘরে ।
পূর্বে আমি কহিয়াছোঁ তোমার গোচরে ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন বললেন, "পুরী গোসাঞিকে আমি পাঁচদিন আমার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছি, তা তোমার জানা আছে।

শ্লোক ১৯৫

দামোদর-স্বরূপ, এই বান্ধব আমার ।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে, কভু একেশ্বর ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "দামোদর-স্বরূপ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে কখন তোমার সঙ্গে যাবে এবং কখন একলা যাবে।

শ্লোক ১৯৬

আর অষ্ট সন্ন্যাসীর ভিক্ষা দুই দুই দিবসে ।
এক এক দিন, এক এক জনে পূর্ণ হইল মাসে ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আর আটজন সন্ন্যাসী দুদিন দুদিন করে আমার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। এইভাবে মাসের সবকটি দিনই সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণে পূর্ণ হবে।

তাৎপর্য

মাসের ত্রিশ দিনের মধ্যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচদিন, পরমানন্দপুরী পাঁচদিন, স্বরূপ দামোদর চার দিন এবং আটজন সন্ন্যাসী ষোল দিন, এইভাবে ত্রিশ দিন হওয়ায় একমাস পূর্ণ হল।

শ্লোক ১৯৭

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি ।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"বহু সন্ন্যাসী যদি একসঙ্গে আসেন তাহলে হয়ত তাঁদের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে পারব না, তাহলে আমার অপরাধ হবে।

শ্লোক ১৯৮

তুমিহ নিজ-ছায়ে আসিবে মোর ঘর ।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ-দামোদর ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"কখন তুমি একলা আমার গৃহে আসবে, এবং কখন স্বরূপ দামোদর তোমার সঙ্গে আসবে।"

শ্লোক ১৯৯

প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন ।
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই আয়োজনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্মতি লাভ করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং সেইদিনই তাঁকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্লোক ২০০

'ষাঠীর মাতা' নাম, ভট্টাচার্যের গৃহিণী ।
প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো, স্নেহেতে জননী ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পত্নী 'ষাঠীর মাতা' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন মহান ভক্ত এবং তিনি ছিলেন জননীর মতো স্নেহময়ী।

শ্লোক ২০১

ঘরে আসি' ভট্টাচার্য তাঁরে আজ্ঞা দিল ।
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

ঘরে ফিরে এসে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁর পত্নীকে আদেশ দিলেন এবং ষাঠীর মাতা তখন মহা আনন্দে রন্ধন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২০২

ভট্টাচার্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি' ।
যেবা শাকফলাদিক, আনাইল আহরি' ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহ সব রকম দ্রব্য সম্ভারে পূর্ণ ছিল; এবং যে যে শাক-সব্জি, ফল, মূল ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল তা তিনি সব কিনে নিয়ে এলেন।

শ্লোক ২০৩

আপনি ভট্টাচার্য করে পাকের সব কর্ম ।
ষাঠীর মাতা—বিচক্ষণা, জানে পাক-মর্ম ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্বয়ং তার স্ত্রীকে রন্ধন কার্যে সাহায্য করতে লাগলেন। তাঁর পত্নী, ষাঠীর মাতা ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণা এবং রন্ধনে অত্যন্ত পারদর্শিনী।

শ্লোক ২০৪-২০৫

পাকশালার দক্ষিণে—দুই ভোগালয় ।
এক-ঘরে শালগ্রামের ভোগ-সেবা হয় ॥ ২০৪ ॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া ।
নিভৃতে করিয়াছে ভট্ট নূতন করিয়া ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

রন্ধন শালার দক্ষিণে দুটি ভোগালয় ছিল। তার একটিতে নারায়ণ শিলার ভোগ সেবা হত। অপর ঘরটি সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্য নিভৃতে নতুন করে তৈরি করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক পন্থার অনুগামীরা নারায়ণের বিগ্রহ শালগ্রাম শিলা পূজা করেন। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা এখনও গৃহে শালগ্রাম পূজা করেন। বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়েরাও শালগ্রাম পূজা করতে পারেন, তবে ব্রাহ্মণদের গৃহে শালগ্রাম শিলার পূজা করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ২০৬

বাহ্যে এক দ্বার তার, প্রভু প্রবেশিতে ।
পাকশালার এক দ্বার অন্ন পরিবেশিতে ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ঘরটিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবেশের জন্য বাহিরের দিকে একটি দ্বার ছিল; এবং অন্ন পরিবেশন করার জন্য পাকশালার দিকে একটি দ্বার ছিল।

শ্লোক ২০৭

বত্তিশা-আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে ।
তিন-মান তণ্ডুলের উভারিল ভাতে ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

বত্তিশা-আঠিয়া কলার একটি পুরো পাতায় প্রায় তিন সের চালের অন্ন পরিবেশন করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য যে রান্না করা হয়েছিল এইভাবে তার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে। এই বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নিজেও রন্ধন এবং পরিবেশন কার্যে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন।

শ্লোক ২০৮

পীত-সুগন্ধি-ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল ।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, সেই অন্ন পীতবর্ণ সুগন্ধিত ঘৃতে সিক্ত করা হল এবং সেই কলাপাতার চারদিকে ঘি গড়িয়ে পড়তে লাগল।

শ্লোক ২০৯

কেয়াপত্র-কলাখোলা-ডোঙ্গা সারি সারি ।
চারিদিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি' ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

কেয়াপাতা এবং কলার খোলা দিয়ে ডোঙ্গা বানানো হয়েছিল; এবং সেগুলিতে নানাপ্রকার ব্যঞ্জন পরিবেশন করে সারি সারি ভাবে পাতের চারপাশে সাজান হয়েছিল।

শ্লোক ২১০

দশপ্রকার শাক, নিম্ব-তিক্ত-সুখত-ঝোল ।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়ি ঘোল ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

দশপ্রকার শাক, নিম পাতার সুখত—ঝোল, মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়ি ঘোল রন্ধন করা হয়েছিল।

শ্লোক ২১১

দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসর, লাফ্‌রা ।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাক্‌রা ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

দুগ্ধতুম্বী (দুধে পাক করা লাউ), দুগ্ধকুষ্মাণ্ড (দুধে পাক করা কুমড়ো), বেসর (সরষে বাটা দিয়ে তৈরি তরকারী), লাফ্‌রা, মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা এবং বিবিধ প্রকার শাক্‌রা (মিষ্টতাযুক্ত তরকারী) রন্ধন করা হয়েছিল।

শ্লোক ২১২

বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার ।
ফুলবড়ী-ফল-মূল বিবিধ প্রকার ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

অপর্যাপ্ত পরিমাণে বুড়ো-কুমড়োর বড়ী, ফুলবড়ী এবং বিবিধ প্রকার ফল-মূল যোগাড় করা হয়েছিল।

শ্লোক ২১৩

নব-নিম্বপত্র-সহ ভৃষ্ট-বার্তাকী ।
ফুলবড়ী, পটোল-ভাজা, কুষ্মাণ্ড-মান-চাকী ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

কচি নিমপাতা সহ বেগুন ভাজা, ফুলবড়ী, পটোল ভাজা এবং ছোট ছোট চাকতি করে কুমড়ো ও মানকচু ভাজা রন্ধন করা হয়েছিল।

শ্লোক ২১৪

ভৃষ্ট-মাষ-মুদ্গ-সূপ অমৃত নিন্দয় ।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

ভাজা মাস-কলাই ডাল এবং ভাজা মুগের ডাল রন্ধন করা হয়েছিল, যার স্বাদ অমৃতকে পর্যন্ত নিন্দা করে; আর চাটনী এবং বড়াম্লাদি পাঁচ ছয় প্রকার টক রন্ধন করা হয়েছিল।

শ্লোক ২১৫

মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া মিষ্ট ।
ক্ষীরপুলি, নারিকেল-পুলি আর যত পিষ্ট ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

মুগ ডালের বড়া, কলাই ডালের বড়া, মিষ্টি কলার বড়া, আর ক্ষীরপুলি, নারিকেল-পুলি এবং বহু প্রকারের পিঠা তৈরি করা হয়েছিল।

শ্লোক ২১৬

কাঁজিবড়া, দুগ্ধ-চিড়া, দুগ্ধ-লক্‌লকী ।
আর যত পিঠা কৈল, কহিতে না শকি ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

কাঁজিবড়া, দুগ্ধ-চিড়া, দুগ্ধ-লক্‌লকী (চুষীপুলি) এবং আর নানাপ্রকার পিঠা তৈরি করা হয়েছিল যা আমি বর্ণনা করতে অক্ষম।

শ্লোক ২১৭

ঘৃত-সিক্ত পরমান্ন, মৃৎকুণ্ডিকা ভরি' ।
চাঁপাকলা-ঘনদুগ্ধ-আম্র তাহা ধরি ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

ঘৃত-সিক্ত পরমান্ন একটি মাটির পাত্রে ভরে তাতে চাঁপাকলা, ঘন দুধ এবং আম মেশান হয়েছিল।

শ্লোক ২১৮-২২০

রসালা-মথিত দধি, সন্দেশ অপার ।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥ ২১৮ ॥
শ্রদ্ধা করি' ভট্টাচার্য সব করাইল ।
শুভ্র-পীঠোপরি সূক্ষ্ম বসন পাতিল ॥ ২১৯ ॥
দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল-ঝারী ।
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

অতি উপাদেয় দইয়ের মাথা, বিবিধ প্রকার সন্দেশ, গৌড়ে এবং উৎকলে যত প্রকার রান্না রয়েছে, শ্রদ্ধা সহকারে সার্বভৌম ভট্টাচার্য সে সব রন্ধন করালেন। সাদা পিঁড়ির উপরে একটি পাতলা কাপড়ের আসন পাতা হল এবং তার দুপাশে সুগন্ধি শীতল জলের ঝারী রাখা হল এবং সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জনের উপর তুলসী-মঞ্জরী রাখা হল।

শ্লোক ২২১

অমৃত-গুটিকা, পিঠা-পানা আনাইল ।
জগন্নাথ-প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ—অমৃত-গুটিকা, পিঠা-পানা আনালেন এবং সেগুলি পৃথকভাবে রাখা হল।

তাৎপর্য

সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ আনিয়ে তা আলাদাভাবে রেখেছিলেন। কখনো কখনো ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ অধিক পরিমাণে রান্না করা নৈবেদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে বিতরণ করা হয়। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য জগন্নাথদেবের প্রসাদ আলাদাভাবে রেখেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি বিশেষ করে তা আলাদাভাবে রেখেছিলেন।

শ্লোক ২২২

হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া ।
একলে আইল তাঁর হৃদয় জানিয়া ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সমাপন করে, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের হৃদয় জেনে একলা এলেন।

শ্লোক ২২৩

ভট্টাচার্য কৈল তবে পাদ প্রক্ষালন ।
ঘরের ভিতরে গেলা করিতে ভোজন ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁর পা ধুয়িয়ে দিলেন, তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভোজন করতে ঘরের ভিতরে গেলেন।

শ্লোক ২২৪-২২৫

অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হঞা ।
ভট্টাচার্যে কহে কিছু ভঙ্গি করিয়া ॥ ২২৪ ॥
অলৌকিক এই সব অন্ন-ব্যঞ্জন ।
দুই প্রহর ভিতরে কৈছে হইল রন্ধন? ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই প্রচুর পরিমাণ অন্ন দর্শন করে বিস্মিত হয়ে, ভঙ্গি করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন, "এই সমস্ত অলৌকিক অন্ন-ব্যঞ্জন তুমি দুই প্রহরের মধ্যে (ছয় ঘণ্টার মধ্যে) রান্না করলে কি করে?"

শ্লোক ২২৬

শত চুলায় শত জন পাক যদি করে ।
তবু শীঘ্র এত দ্রব্য রান্ধিতে না পারে ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"একশ জন মানুষ যদি একশটি চুলায় রন্ধন করে, তাহলেও এত শীঘ্র এত দ্রব্য রন্ধন করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ২২৭

কৃষ্ণের ভোগ লাগাঞাছ,—অনুমান করি ।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী-মঞ্জরী ॥ ২২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মনে হচ্ছে তুমি ইতিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করেছ, কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিটি পাত্রে তুলসী মঞ্জরী রয়েছে।

শ্লোক ২২৮

ভাগ্যবান্ তুমি, সফল তোমার উদ্‌যোগ ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ ॥ ২২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং তোমার সমস্ত প্রচেষ্টা সার্থক, কেননা তুমি এমন অপূর্ব ভোগ রাধা-কৃষ্ণকে নিবেদন করেছ।

শ্লোক ২২৯

অন্নের সৌরভ্য, বর্ণ—অতি মনোরম ।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহাঁ করিয়াছেন ভোজন ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই অন্নের সৌরভ এবং বর্ণ অতি মনোরম, রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ এটি ভোজন করেছেন।

শ্লোক ২৩০

তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব ।
আমি—ভাগ্যবান্, ইহার অবশেষ পাব ॥ ২৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"সার্বভৌম ভট্টাচার্য, তোমার সৌভাগ্য অসীম; কিভাবে আমি তার প্রশংসা করব? আমি নিজেও অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেননা আমি এর অবশেষ পাব।

শ্লোক ২৩১

কৃষ্ণের আসন-পীঠ রাখহ উঠাঞা ।
মোরে প্রসাদ দেহ' ভিন্ন পাত্রেতে করিয়া ॥ ২৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের এই আসন-পিড়ি উঠিয়ে রাখ, তারপর অন্য পাত্রে আমাকে প্রসাদ দাও।"

শ্লোক ২৩২

ভট্টাচার্য বলে,—প্রভু না করহ বিস্ময় ।
যেই খাবে, তাঁহার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয় ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "প্রভু, বিস্মিত হয়ো না। যে খাবে তাঁর শক্তিতেই ভোগ সিদ্ধ হয়।

শ্লোক ২৩৩

উদ্‌যোগ না ছিল মোর গৃহিণীর রন্ধনে ।
যাঁর শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ, সেই তাহা জানে ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এই রন্ধনে গৃহিণীর কোন উদ্‌যোগ ছিল না, যার শক্তিতে এই ভোগ রন্ধন সম্ভব হয়েছে, তিনি তা জানেন।

শ্লোক ২৩৪

এইত আসনে বসি' করহ ভোজন ।
প্রভু কহে,—পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন দয়া করে এই আসনে বসে তুমি ভোজন কর।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন উত্তর দিলেন, "এটি শ্রীকৃষ্ণের আসন তাই তা পূজ্য।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের জিনিস অন্য কারোর ব্যবহার করা উচিত নয়। তেমনই, গুরুদেবের ব্যবহৃত জিনিসও অন্য কারোর ব্যবহার করা উচিত নয়। এইটি হচ্ছে রীতি। শ্রীকৃষ্ণ এবং গুরুদেবের ব্যবহৃত দ্রব্য পূজ্য। বিশেষ করে, তাঁদের বসবার আসন কখনো অন্য কারোর ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। এই রীতি সাবধানে মেনে চলা সকলেরই কর্তব্য।

শ্লোক ২৩৫

ভট্ট কহে,—অন্ন, পীঠ,—সমান প্রসাদ ।
অন্ন খাবে, পীঠে বসিতে কাহাঁ অপরাধ? ২৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "অন্ন এবং বসার আসন দু'টিই ভগবানের প্রসাদ। তুমি যদি ভগবানের নিবেদিত অন্ন প্রসাদ পেতে পার তাহলে তাঁর আসনে বসতে কি অপরাধ?"

শ্লোক ২৩৬

প্রভু কহে,—ভাল কৈলে, শাস্ত্র-আজ্ঞা হয় ।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয় ॥ ২৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "হ্যাঁ, তুমি যা বলেছ তা ঠিক। শ্রীকৃষ্ণের সবকিছু ভক্ত আস্বাদন করে।

শ্লোক ২৩৭

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসো লঙ্কারচর্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ২৩৭ ॥

ত্বয়া—আপনার দ্বারা; উপযুক্ত—ব্যবহৃত; স্রক্—ফুল মালা; গন্ধ—চন্দন আদি গন্ধ দ্রব্য; বাসঃ—বসন; অলঙ্কার—অলঙ্কার; চর্চিতাঃ—অলঙ্কৃত হয়ে; উচ্ছিষ্ট—ভুক্তাবশিষ্ট; ভোজিনঃ—ভোজন করে; দাস—সেবক; তব—আপনার; মায়াম্—মায়াকে; জয়েম—জয় করতে পারে; হি—অবশ্যই।

অনুবাদ

" 'হে ভগবান, আপনাকে মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি যা অর্পিত হয়েছে, তাতে ভূষিত হয়ে আপনার দাস-স্বরূপ আমরা আপনার উচ্ছিষ্ট ভোজন করতে করতেই আপনার মায়াকে জয় করতে নিশ্চয় সমর্থ হব।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৬/৪৬) থেকে উদ্ধৃত। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন, আনন্দে উদ্বেল হয়ে নৃত্য করা এবং ভগবানের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সেবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কেউ অশিক্ষিত হতে পারে অথবা দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম হতে পারে, কিন্তু সে যদি কেবল এই তিনটি ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, তাহলে সে অবশ্যই, অচিরেই মুক্তি লাভ করবে।

এই শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের উক্তি। *উদ্ধব-গীতা* আরম্ভ হবার পূর্বে ভগবানের ইচ্ছায় দ্বারকাতে মহা উৎপাত সমূহ আরম্ভ হলে, শ্রীকৃষ্ণ এই জড়-জগৎ ত্যাগ করে চিৎ-জগতে প্রবেশ করতে মনস্থ করেন। ভগবানের এই ইচ্ছা অবগত হয়ে ভগবানের প্রিয়তম সেবক উদ্ধব গাঢ় প্রীতি ভরে এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করেছিলেন। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে বলা হয় প্রকট-লীলা, এবং চিৎ-জগতে তাঁর লীলাকে বলা হয় অপ্রকট লীলা। অপ্রকট কথাটির অর্থ হচ্ছে, তা আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত নয়। এমন নয় যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা অপ্রকাশিত হয়। সূর্য যেমন সর্বদা গগন মার্গে বিরাজ করলে যখন আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত হয় তখন তাকে বলা হয় দিন (প্রকট), এবং যখন তাকে দেখা যায় না তখন তাকে বলা হয় রাত্রি (অপ্রকট); তেমনই শ্রীকৃষ্ণের লীলাও নিত্য বর্তমান, কিন্তু কখনো তা আমাদের গোচরীভূত হয় এবং কখনো হয় না। যারা রাত্রির সীমানার অতীত, তারা সর্বদা চিৎ-জগতে বিরাজ করেন, যেখানে ভগবানের লীলা নিরন্তর তাদের সামনে প্রকাশিত হয়। সে সম্বন্ধে *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৩৭-৩৮) বলা হয়েছে—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"পরম আনন্দ বিধায়ক হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত প্রকাশ শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে যিনি স্বীয় ধাম গোলোকে অবস্থান করেন এবং শ্রীমতী রাধারাণীর অংশ-প্রকাশ চিন্ময় রসের আনন্দে পরিপূর্ণ ব্রজগোপীরা যাঁর নিত্যলীলা-সঙ্গিনী, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমের ফলে, শুদ্ধভক্ত সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর হৃদয়ে দর্শন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

শ্লোক ২৩৮

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায় ।
ভট্ট কহে,—জানি, খাও যতেক যুয়ায় ॥ ২৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "তা হলেও, এত অন্ন খাওয়া যায় না।" সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন বললেন, "আমি জানি কতটা খেতে পার।

শ্লোক ২৩৯

নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার ।
এক এক ভোগের অন্ন শত শত ভার ॥ ২৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"নীলাচলে দিনে তুমি বাহান্ন বার ভোজন কর, এবং তার এক একটি ভোগের অন্ন শত শত ভার।

শ্লোক ২৪০-২৪১

দ্বারকাতে ষোল-সহস্র মহিষী-মন্দিরে ।
অষ্টাদশ মাতা, আর যাদবের ঘরে ॥ ২৪০ ॥
ব্রজে জ্যেঠা, খুড়া, মামা, পিসাদি গোপগণ ।
সখাবৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা-ভোজন ॥ ২৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"দ্বারকায় ষোল হাজার মহিষীদের প্রাসাদে, এবং আঠারজন মাতা ও যাদবদের ঘরে; ব্রজে তোমার জ্যেঠা, খুড়া, মামা, পিসি আদি গোপদের ঘরে এবং তোমার সখাদের ঘরে তুমি দিনে দুবার ভোজন কর।

তাৎপর্য

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের দেবকী, রোহিণী আদি আঠারো জন মাতা রয়েছেন। তাছাড়া বৃন্দাবনে মা যশোদা রয়েছেন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের দুই জ্যেঠা হচ্ছেন, নন্দ মহারাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপনন্দ এবং অভিনন্দ। তাঁদের সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী 'শ্রীকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা'য় লিখেছেন—*উপনন্দো ভিনন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্বজৌ পিতুঃ*—"উপনন্দ ও অভিনন্দ—শ্রীকৃষ্ণের দুইজন জ্যেষ্ঠতাত।" তেমনই, সেই গ্রন্থে, শ্রীকৃষ্ণের খুড়া—নন্দ মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*পিতৃব্যৌ তু কনীয়াংসৌ স্যাতাং সনন্দ-নন্দনৌ*—"সনন্দ এবং নন্দন বা সুনন্দ এবং পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দমহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।" শ্রীকৃষ্ণের মাতুলদের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*যশোধরযশোদেব-সুদেবাদ্যাস্ত মাতুলাঃ*—"যশোধর, যশোদেব এবং সুদেব শ্রীকৃষ্ণের মাতুল।" শ্রীকৃষ্ণের পিসাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*মহানীলঃ সুনীলশ্চ রমণাবে তয়োঃ ক্রমাৎ*—"মহানীল ও সুনীল, এই দুইজন, শ্রীকৃষ্ণের পিসা, তারা সানন্দ ও নন্দিনী-নাম্নী পিসিদ্বয়ের পতি।"

শ্লোক ২৪২

গোবর্ধন-যজ্ঞে অন্ন খাইলা রাশি রাশি ।
তার লেখায় এই অন্ন নহে এক গ্রাসী ॥ ২৪২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলতে লাগলেন, "গোবর্ধন যজ্ঞে তুমি রাশি রাশি অন্ন খেয়েছিলে, তার তুলনায় এই অন্ন এক গ্রাসও নয়।

শ্লোক ২৪৩

তুমি ত' ঈশ্বর, মুঞি—ক্ষুদ্র জীব ছার ।
এক-গ্রাস মাধুকরী করহ অঙ্গীকার ॥ ২৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি পরমেশ্বর ভগবান, আর আমি এক অতি নগণ্য জীব; তাই আমার গৃহে এক গ্রাস মাধুকরী অঙ্গীকার কর।"

তাৎপর্য

সন্ন্যাসীর কর্তব্য গৃহস্থের গৃহ থেকে অল্প অল্প করে ভিক্ষা সংগ্রহ করা। অর্থাৎ, তাঁর যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত। এই প্রথাটিকে বলা হয় 'মাধুকরী'। 'মাধুকরী' শব্দটি আসছে মধুকর বা মৌমাছি থেকে। মৌমাছি ফুল থেকে একটু একটু করে মধু সংগ্রহ করে, কিন্তু সেই স্বল্প পরিমাণ মধু সঞ্চিত হয়ে এক মৌচাকে পরিণত হয়। সন্ন্যাসীর কর্তব্য প্রতিটি গৃহস্থের গৃহ থেকে অল্প অল্প করে ভিক্ষা সংগ্রহ করে, শরীর ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই গ্রহণ করা। সন্ন্যাসী হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করলে তা অসমীচীন হত না এবং সেইটিই ছিল সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুরোধ। অন্যান্য পরিস্থিতিতে ভগবান যেই পরিমাণ আহার করেন, তার তুলনায় সার্বভৌম ভট্টাচার্যের আয়োজন এক গ্রাসও বেশি ছিল না। সেকথাই সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বুঝিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪৪

এত শুনি' হাসি' প্রভু বসিলা ভোজনে ।
জগন্নাথের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ-মনে ॥ ২৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

সে কথা শুনে হেসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভোজন করতে বসলেন এবং মহা আনন্দে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে প্রথমে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ নিবেদন করলেন।

শ্লোক ২৪৫-২৪৬

হেনকালে 'অমোঘ'—ভট্টাচার্যের জামাতা ।
কুলীন, নিন্দক তেঁহো ষাঠী-কন্যার ভর্তা ॥ ২৪৫ ॥
ভোজন দেখিতে চাহে, আসিতে না পারে ।
লাঠী-হাতে ভট্টাচার্য আছেন দুয়ারে ॥ ২৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা অমোঘ, যে ছিল তার কন্যা ষাঠীর পতি, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেও সে ছিল মহা নিন্দুক; সে মহাপ্রভুর ভোজন দেখতে

চাইছিল। কিন্তু লাঠি হাতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য দুয়ারে বসেছিলেন বলে সে সেখানে আসতে পারছিল না।

শ্লোক ২৪৭

তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈল আন-মন ।
অমোঘ আসি' অন্ন দেখি' করয়ে নিন্দন ॥ ২৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রসাদ পরিবেশন করার জন্য যখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য একটু অন্যমনস্ক হলেন, তখন অমোঘ সেখানে এসে অন্ন দেখে মহাপ্রভুর নিন্দা করতে লাগল।

শ্লোক ২৪৮

এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন ।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ! ২৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

সে বলতে লাগল, "এই পরিমাণ অন্ন খেয়ে দশ বারো জন লোক তৃপ্ত হতে পারে, আর এই সন্ন্যাসী একা এত অন্ন ভোজন করছে!"

শ্লোক ২৪৯

শুনিতেই ভট্টাচার্য উলটি' চাহিল ।
তাঁর অবধান দেখি' অমোঘ পলাইল ॥ ২৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

সে কথা শোনা মাত্রই সার্বভৌম ভট্টাচার্য তার দিকে তাকালেন, এবং তাঁর ভাব দেখে অমোঘ সেখান থেকে পালাল।

শ্লোক ২৫০

ভট্টাচার্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইল ।
পলাইল অমোঘ, তার লাগ না পাইল ॥ ২৫০ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন একটা লাঠি নিয়ে অমোঘকে মারতে ছুটলেন, কিন্তু অমোঘ সেখান থেকে পালিয়ে গেল এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাকে ধরতে পারলেন না।

শ্লোক ২৫১

তবে গালি, শাপ দিতে ভট্টাচার্য আইলা ।
নিন্দা শুনি' মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা ॥ ২৫১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য অমোঘকে গালি এবং অভিশাপ দিতে দিতে ফিরে এলেন। তাঁর মুখে অমোঘের উদ্দেশ্যে সে নিন্দাবাক্য শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন।

শ্লোক ২৫২

শুনি' ষাঠীর মাতা শিরে-বুকে ঘাত মারে ।
'ষাঠী রাণ্ডী হউক'—ইহা বলে বারে বারে ॥ ২৫২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পত্নী, ষাঠীর মাতা যখন সেই ঘটনার কথা শুনলেন, তখন তিনি শিরে এবং বুকে করাঘাত করতে করতে বার বার বলতে লাগলেন, "ষাঠী বিধবা হোক!"

শ্লোক ২৫৩

দুঁহার দুঃখ দেখি' প্রভু দুঁহা প্রবোধিয়া ।
দুঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হঞা ॥ ২৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের দুজনের দুঃখ দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের প্রবোধ দিতে লাগলেন এবং তাঁদের দুজনের ইচ্ছায় সন্তুষ্ট হয়ে ভোজন করলেন।

শ্লোক ২৫৪

আচমন করাঞা ভট্ট দিল মুখবাস ।
তুলসী-মঞ্জরী, লবঙ্গ, এলাচি রসবাস ॥ ২৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

ভোজনান্তে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আচমন করালেন, হাত পা ধুয়ে দিলেন, এবং তারপর তুলসী-মঞ্জরী, লবঙ্গ এবং রস ও সৌগন্ধযুক্ত এলাচি দিলেন।

শ্লোক ২৫৫-২৫৬

সর্বাঙ্গে পরাইল প্রভুর মাল্যচন্দন ।
দণ্ডবৎ হঞা বলে সদৈন্য বচন ॥ ২৫৫ ॥
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ-ঘরে ।
এই অপরাধ, প্রভু, ক্ষমা কর মোরে ॥ ২৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্বাঙ্গে চন্দন দিলেন এবং তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে তিনি দৈন্য সহকারে

তাঁকে বললেন—"তোমাকে নিন্দা করাতে আমি আমার ঘরে নিয়ে এলাম, আমার এই অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।"

শ্লোক ২৫৭

প্রভু কহে,—নিন্দা নহে, 'সহজ' কহিল ।
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল? ২৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "অমোঘ যা বলেছে তা নিন্দা নয়, তা সত্য। এতে তোমার কি অপরাধ হল?"

শ্লোক ২৫৮

এত বলি' মহাপ্রভু চলিলা ভবনে ।
ভট্টাচার্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে ॥ ২৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বাসস্থানে ফিরে চললেন এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যও তাঁর সঙ্গে গেলেন।

শ্লোক ২৫৯

প্রভু-পদে পড়ি' বহু আত্মনিন্দা কৈল ।
তাঁরে শান্ত করি' প্রভু ঘরে পাঠাইল ॥ ২৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পায়ে পড়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য বহু আত্মনিন্দা করলেন। তখন তাঁকে শান্ত করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘরে পাঠালেন।

শ্লোক ২৬০-২৬১

ঘরে আসি' ভট্টাচার্য ষাঠীর মাতা-সনে ।
আপনা নিন্দিয়া কিছু বলেন বচনে ॥ ২৬০ ॥
চৈতন্য-গোসাঞির নিন্দা শুনিল যাহা হৈতে ।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ-প্রায়শ্চিত্তে ॥ ২৬১ ॥

শ্লোকার্থ

ঘরে ফিরে গিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁর পত্নী ষাঠীর মাতার সঙ্গে আলোচনা করে, নিজের নিন্দা করে বলতে লাগলেন,—"যার কাছ থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিন্দা শুনলাম, তাকে বধ করলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।"

তাৎপর্য

হরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণব নিন্দা সম্বন্ধে *স্কন্দ-পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উল্লেখ করা হয়েছে—

যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম ।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্মযশঃসুতাঃ ॥
নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি ।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

মার্কণ্ডেয় এবং ভগীরথের আলোচনায় বলা হয়েছে—"হে রাজন্ কেউ যদি উত্তম বৈষ্ণবকে উপহাস করে, তাহলে তার সমস্ত পুণ্যকর্ম, ধন-সম্পদ, যশ এবং পুত্র বিনষ্ট হয়। বৈষ্ণবেরা সকলে মহাত্মা। যে তাদের নিন্দা করে সে তার পিতৃপুরুষসহ মহারৌরবে পতিত হয়। কেউ যদি বৈষ্ণবকে হত্যা করে, নিন্দা করে বা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয় বা ক্রুদ্ধ হয় বা অভিনন্দন না করে অথবা তাঁকে দেখে হর্ষ অনুভব না করে, তাহলে সে নরকে পতিত হয়।" *হরিভক্তিবিলাসে* (১০/৩১৪) দ্বারকা মাহাত্ম্য থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করা হয়েছে—

করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ ।
নিন্দাং কুর্বন্তি যে পাপাঃ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনম্ ॥

প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বলি মহারাজের আলোচনায় বলা হয়েছে, "যে সমস্ত পাপী, মহাত্মা বৈষ্ণবদের নিন্দা করে, তারা যমরাজের দ্বারা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি ভোগ করে।"

বিষ্ণুর নিন্দার ফল *ভক্তিসন্দর্ভে* (৩১৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তদ্ভক্তং পুণ্যরূপিণম্ ।
শতজন্মার্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥
তে পচ্যন্তে মহাঘোরে কুম্ভীপাকে ভয়ানকে ।
ভক্ষিতাঃ কীটসংঘেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥
শ্রীবিষ্ণোরবমাননাদ্ গুরুতরং শ্রীবৈষ্ণবোল্লঙ্ঘনম্ ।
তদীয় দূষকজনান্ ন পশ্যেৎ পুরুষাধমান্ ।
তৈঃ সার্ধং বঞ্চকজনৈঃ সহবাসং ন কারয়েৎ ॥

"যে শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর ভক্তের নিন্দা করে, তার শতজন্মার্জিত পুণ্য বিনষ্ট হয়। সে কুম্ভীপাক নামক ভয়ঙ্কর নরকে পচতে থাকে এবং যতদিন পর্যন্ত সূর্য এবং চন্দ্র বিরাজমান থাকে ততদিন পর্যন্ত কীটেরা তাকে খেতে থাকে। তাই যে বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের নিন্দা করে তার মুখ পর্যন্ত দর্শন করা উচিত নয়। কোন অবস্থাতেই সেই প্রকার মানুষের সঙ্গ করা উচিত নয়।"

ভক্তিসন্দর্ভে (২৬৫) শ্রীল জীব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৭৪/৪০) থেকে উল্লেখ করেছেন—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা ।
ততো নাপৈতি যঃ সো'পি যাত্যধঃ সুকৃতাৎ চ্যুতঃ ॥

"ভগবান এবং ভগবানের ভক্তের নিন্দা শোনা মাত্রই কেউ যদি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ না করে, তাহলে তিনি ভক্তিমার্গ থেকে অধঃপতিত হন।"

তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৪/৪/১৭) শিবপত্নী সতীর উক্তি—

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে
ধর্মাবিতর্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে ।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্মঃ ॥

"কেউ যদি কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে ধর্মের ঈশ্বর এবং নিয়ন্তার নিন্দা করতে শোনে, তাহলে তাকে দণ্ডদান করতে অক্ষম হলে, কান বন্ধ করে সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়, তাহলে সেই নিন্দুকের জিহ্বা কেটে তাকে হত্যা করা উচিত এবং তার পর নিজের প্রাণ ত্যাগ করা উচিত।"

শ্লোক ২৬২

কিম্বা নিজ-প্রাণ যদি করি বিমোচন ।
দুই যোগ্য নহে, দুই—শরীর ব্রাহ্মণ ॥ ২৬২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলতে লাগলেন, "অথবা, আমি যদি নিজের জীবন ত্যাগ করি, তাহলেও পাপ হবে। এই দু'টির কোনটাই করা উচিত নয়, কেননা দুটি শরীরই ব্রাহ্মণের।

শ্লোক ২৬৩

পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব ।
পরিত্যাগ কৈলুঁ, তার নাম না লইব ॥ ২৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি আর কখনো সেই নিন্দুকের মুখ দর্শন করব না, তাকে আমি পরিত্যাগ করলাম, আমি তার নাম পর্যন্ত আর মুখে আনব না।

শ্লোক ২৬৪

ষাঠীরে কহ—তারে ছাড়ুক, সে হইল 'পতিত' ।
'পতিত' হইলে ভর্তা ত্যজিতে উচিত ॥ ২৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ষাঠীকে বল সে যেন তাকে ত্যাগ করে, কেননা সে পতিত হয়েছে। পতি যদি পতিত হয়, তাহলে স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা।

তাৎপর্য

শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য বিবেচনা করেছিলেন যে, অমোঘকে বধ করলে ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ হবে; এবং নিজে আত্মহত্যা করলেও সেই পাপ হবে, কেননা তিনিও ছিলেন ব্রাহ্মণ। যেহেতু এই দুটি পন্থাই গ্রহণ যোগ্য নয়, তাই সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্থির করেছিলেন, অমোঘের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে এবং তার মুখ দর্শন না করতে।

ব্রহ্মহত্যা সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৭/৫৩) নিম্নলিখিত নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে—

শ্রীভগবান উবাচ
ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ ।
ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ব্রহ্মবন্ধুকে হত্যা করা উচিত নয়, কিন্তু সে যদি আততায়ী হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা উচিত। এই অনুশাসন শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুসারে তোমার কার্য করা উচিত।"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটির ভাষ্যে শ্রীল শ্রীধর স্বামী *স্মৃতি শাস্ত্র* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্ত-পারগম্ ।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥

"আততায়ী যদি বেদান্ত শাস্ত্রে মহাপণ্ডিতও হয়, তবুও তাকে বধ করা উচিত, কেননা সে জিঘাংসা পরায়ণ হয়ে হত্যা করেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় না।"

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৭/৫৭) আরও বলা হয়েছে—

বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপনং তথা ।
এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ ॥

"মাথার চুল কেটে দেওয়া, তার ধন থেকে তাকে বঞ্চিত করা অথবা তার গৃহ থেকে তাকে বার করার মাধ্যমে ব্রহ্মবন্ধুদের শাস্তি দেবার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। দৈহিকভাবে তাকে বধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।"

এই ধরনের শাস্তি ব্রহ্মবন্ধুর পক্ষে যথেষ্ট। তাদের দৈহিকভাবে বধ করার কোন প্রয়োজন নেই। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বিবেচনা করেছিলেন যে তার কন্যা ষাঠী তার পতির সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত। সে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/১৮) বলা হয়েছে, *ন পতিশ্চ স স্যান্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্*—"পতি যদি আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে পত্নীকে উদ্ধার না করতে পারে, তাহলে সেই পতি, পতি নয়।" অর্থাৎ, যিনি

স্বয়ং কৃষ্ণভজন করেন না, যিনি কৃষ্ণ-বিমুখতা বা কৃষ্ণ-বিস্মৃতি রূপ আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে পত্নীকে রক্ষা করতে পারেন না, তিনি পতিত, সুতরাং পতি নন। বহির্দৃষ্টিতে—কৃষ্ণে সমর্পিত আত্মা পত্নী রূপী কোন ভক্ত যদি নিষ্কপটভাবে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভজনের জন্য দ্বিজপত্নীদের মতো শ্রীকৃষ্ণের অভক্ত বা বিরোধী 'পতি'-অভিমানী ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ করে গৃহে অবস্থান করেন, তবে তাতে কোন বিধি লঙ্ঘন হয় না। এই বিষয়ে স্বয়ং ভগবান বলেছেন—

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবাপ্যনুমন্বতে ॥
ন প্রীতয়ে নুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২৩/৩১-৩২)

ভগবানের ইচ্ছায় এই ধরনের বিচ্ছেদ কখনই নিন্দনীয় নয়। কারোরই শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়। এই ধরনের আচরণ দেবতারাও সর্বদা অনুমোদন করেন। বস্তুতঃ এই জড় জগতে অঙ্গে-অঙ্গে পরস্পর সঙ্গ হলেই যে প্রীতি বা স্নেহ বৃদ্ধি হয়, তা নয়; শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধভাবে সতত মনঃসংযোগ করলেই অচিরেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে।

শ্লোক ২৬৫

পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ ॥ ২৬৫ ॥

পতিম্—পতিকে; **চ**—এবং; **পতিতম্**—পতিত; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ

"পতি যদি অধঃপতিত হয়, তাহলে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *স্মৃতি শাস্ত্র* থেকে উদ্ধৃত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/১১/২৮) উল্লেখ করা হয়েছে—

সন্তুষ্টালোলুপা দক্ষা ধর্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্ ।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ ॥

"যে পত্নী সন্তুষ্টা, লোভহীন, দক্ষা, ধর্মজ্ঞা, প্রিয় ও সত্যবাক্, অপ্রমত্তা, শুচি এবং স্নিগ্ধা, তার পতি যদি পতিত না হয়, তাহলে তার পতির অনুগত হয়ে সেবা করা উচিত।"

শ্লোক ২৬৬

সেই রাত্রে অমোঘ কাহাঁ পলাঞা গেল ।
প্রাতঃকালে তার বিসূচিকা-ব্যাধি হৈল ॥ ২৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রাত্রে, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা অমোঘ কোথায় পালিয়ে গেল এবং পরের দিন সকালবেলা তার বিসূচিকা (কলেরা) রোগ হল।

শ্লোক ২৬৭

অমোঘ মরেন—শুনি' কহে ভট্টাচার্য ।
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য ॥ ২৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন শুনলেন যে বিসূচিকায় আক্রান্ত হয়ে অমোঘ মরণোন্মুখ, তখন তিনি ভাবলেন, "দৈব আমার সহায় হয়ে আমার ইচ্ছা সফল করছে।

শ্লোক ২৬৮

ঈশ্বরে ত' অপরাধ ফলে ততক্ষণ ।
এত বলি' পড়ে দুই শাস্ত্রের বচন ॥ ২৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অপরাধ করে তৎক্ষণাৎ তাকে তার ফল ভোগ করতে হয়।" এই বলে তিনি শাস্ত্র থেকে দুটি শ্লোক পড়লেন।

শ্লোক ২৬৯

মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥ ২৬৯ ॥

মহতা—অতিশয়; হি—অবশ্যই; প্রযত্নেন—প্রয়াসের দ্বারা; হস্তী—হস্তী; অশ্ব—অশ্ব; রথ—রথ; পত্তিভিঃ—পদাতিক সৈন্যদের দ্বারা; অস্মাভিঃ—আমাদের দ্বারা; যৎ—যা; অনুষ্ঠেয়ম্—সম্পাদনীয়; গন্ধর্বৈঃ—গন্ধর্বদের দ্বারা; তৎ—তা; অনুষ্ঠিতম্—সম্পাদিত হয়েছে।

অনুবাদ

" 'হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক সৈন্য প্রচুর রূপে সংগ্রহ করে অনেক আয়োজন পূর্বক আমাদের যা করতে হত, গন্ধর্বরা তা করে রেখেছেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *মহাভারত* (বনপর্ব ২৪১/১৫) থেকে উদ্ধৃত। কর্ণ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে দুর্যোধন আদি কৌরবেরা ঘোষ যাত্রায় এসে তাদের কর্মফলে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন কর্তৃক সপরিবারে অবরুদ্ধ হয়। তখন দুর্যোধনের ভয়-বিহ্বল অমাত্যবর্গ বনবাসী যুধিষ্ঠির আদি পাণ্ডবদের শরণাপন্ন হয়ে গন্ধর্বদের কবল থেকে কৌরবদের উদ্ধার করতে অনুরোধ করেন। তখন দুর্যোধন আদি কৌরবদের পূর্বকৃত অত্যাচার স্মরণ করে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায়

ভীমসেন এই কথা বলেছিলেন। ভীমসেন মনে করেছিলেন দুর্যোধন আদি কৌরবরা যে গন্ধর্বদের হাতে অবরুদ্ধ হয়েছে তাতে ভালই হয়েছে, কেননা পাণ্ডবদের তা করতে অনেক প্রয়াস করতে হত।

শ্লোক ২৭০

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ২৭০ ॥

আয়ুঃ—আয়ু; শ্রিয়ম্—ঐশ্বর্য; যশঃ—যশ; ধর্মম্—ধর্ম; লোকান্—আধিপত্য; আশিষঃ—আশীর্বাদ; এব—অবশ্যই; চ—এবং; হন্তি—ধ্বংস করে; শ্রেয়াংসি—সৌভাগ্য; সর্বাণি—সমস্ত; পুংসঃ—মানুষের; মহৎ—মহাত্মাদের; অতিক্রমঃ—অতিক্রম করে।

অনুবাদ

" 'কেউ যখন মহৎ বৈষ্ণবদের অবমাননা করে, বৈষ্ণব অপরাধ করে, তখন তার আয়ু, ঐশ্বর্য, যশ, ধর্ম, প্রতিপত্তি এবং সৌভাগ্য সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হয়ে যায়।'

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৪/৪৬) বর্ণনা করার সময় শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উক্তি। ভোজরাজ কংস তার ভগ্নী দেবকীর কন্যারূপিনী যোগমায়াকে হত্যার চেষ্টা করে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় যশোদা মায়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই কন্যাটি এবং শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং বসুদেব যশোদার আলয়ে কৃষ্ণকে রেখে যোগমায়াকে নিয়ে কংসের কারাগারে ফিরে আসেন। তাকে যখন মথুরায় নিয়ে আসা হয় কংস তখন সেই নবজাত কন্যাটিকে পাথরের মেঝেতে আছাড় মেরে হত্যা করতে চেষ্টা করে, কিন্তু যোগমায়া তার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাঁর স্বরূপ ধারণ করে ঘোষণা করেন যে কংসের পক্ষে তাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। তারপর তিনি কংসকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সংবাদ দেন। ভয়ে বিহ্বল হয়ে কংস তখন অসুর স্বভাব বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষী মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে বিষ্ণুভক্ত সাধু-ঋষিদের হিংসা করবার জন্য দানবদের আদেশ প্রদান করে। তখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজের কাছে সেই প্রকার বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিদ্বেষের ফল এইভাবে বর্ণনা করেন।

মহদতিক্রমঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব বিদ্বেষ', এই শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহৎ শব্দটির অর্থ মহান ব্যক্তি—ভগবান অথবা তাঁর ভক্ত। নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন বলে ভক্তরাও পরমেশ্বর ভগবানের মতো মহান। *ভগবদ্গীতায়ও* (৯/১৩) মহৎ শব্দটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ, যারা মোহাচ্ছন্ন নয়, সেই সমস্ত মহাত্মারা, আমার দৈবী প্রকৃতির আশ্রয়ে থাকে।

তারা সর্বদাই আমার ভক্তিযুক্ত সেবায় যুক্ত থাকে, কেননা তারা জানে আমি আদি অব্যয় পরমেশ্বর ভগবান।"

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ অসুরদের পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক নয়। এই ধরনের ঈর্ষার ফলে অসুরেরা যা কিছু মঙ্গলময় তা সবই হারিয়ে ফেলে।

শ্লোক ২৭১

গোপীনাথাচার্য গেলা প্রভু-দরশনে।
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য-বিবরণে ॥ ২৭১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় গোপীনাথ আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহের কুশল জিজ্ঞাসা করেন।

শ্লোক ২৭২

আচার্য কহে,—উপবাস কৈল দুই জন।
বিসূচিকা-ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়িছে জীবন ॥ ২৭২ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং তাঁর পত্নী উভয়েই উপবাস করছেন, এবং তাঁদের জামাতা অমোঘ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণোন্মুখ।

শ্লোক ২৭৩-২৭৫

শুনি' কৃপাময় প্রভু আইলা ধাঞা।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া ॥ ২৭৩ ॥
সহজে নির্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয় ॥ ২৭৪ ॥
'মাৎসর্য'-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে ॥ ২৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই খবর পাওয়া মাত্রই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছুটে সেখানে গেলেন, এবং অমোঘের বুকে হাত দিয়ে বললেন, "এই ব্রাহ্মণের হৃদয় স্বাভাবিক ভাবেই নির্মল; সেটি শ্রীকৃষ্ণের বসার উপযুক্ত স্থান, কিন্তু সেখানে কেন তুমি মাৎসর্যরূপ চণ্ডালকে বসালে? সেই পরম পবিত্র স্থানকে কেন এইভাবে অপবিত্র করলে?

শ্লোক ২৭৬

সার্বভৌম-সঙ্গে তোমার 'কলুষ' হৈল ক্ষয়।
'কল্মষ' ঘুচিলে জীব 'কৃষ্ণনাম' লয় ॥ ২৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গ প্রভাবে তোমার সমস্ত কলুষ ক্ষয় হয়েছে। হৃদয়ের কলুষ যখন নির্মল হয় তখন জীব হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ২৭৭

উঠহ, অমোঘ, তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্ ॥ ২৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"অতএব, অমোঘ, উঠ এবং কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর। তাহলে অচিরেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করবেন।"

তাৎপর্য

'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান' এই তিনভাবে অদ্বয় তত্ত্বের উপলব্ধি হয়। যিনি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন তিনি ব্রাহ্মণ, এবং ব্রাহ্মণ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তাকে বলা হয় বৈষ্ণব। পরমতত্ত্বের পূর্ণ উপলব্ধি 'ভগবান' এবং অসম্যক উপলব্ধির স্তর 'ব্রহ্ম'। ব্রাহ্মণের মুখে কেবল 'নামাভাস' উদিত হয়। কিন্তু অদ্বয় জ্ঞান বিষ্ণুর সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞান যোগ যুক্ত ব্রাহ্মণই 'অভিধেয়' বৃত্তিযুক্ত বা সেবা সূত্রে আবদ্ধ হলে অর্থাৎ ভজন করলে 'ভাগবত' বা 'বৈষ্ণব' হতে পারেন। তখনই অবিদ্যা-জনিত 'কলুষ' বা 'অপরাধ' দূর হয়ে তার মুখে শুদ্ধ নাম উদিত হন। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

> *যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।*
> *তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥*

"যে ব্যক্তি পূর্ব জীবনে এবং এই জীবনে বহু পুণ্য অর্জন করেছেন, যাঁর সমস্ত পাপ পূর্ণরূপে দূর হয়েছে এবং যিনি দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনিই দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে আমার সেবায় যুক্ত হতে পারেন।"

কোন ব্রাহ্মণ মহাপণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তবে, ব্রাহ্মণের কলুষ সত্ত্বগুণে। জড়-জগতের তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজো এবং তমো, এবং এই গুণগুলি প্রকৃতপক্ষে কলুষের বিভিন্ন স্তর। ব্রাহ্মণ যতক্ষণ না এই ধরনের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে নির্গুণ ভগবৎ-সেবার স্তরে উন্নীত হচ্ছেন, ততক্ষণ তিনি বৈষ্ণব হতে পারেন না। নির্বিশেষবাদীরা অদ্বয় তত্ত্বে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি উপলব্ধি করে থাকতে পারেন, কিন্তু তার কার্যকলাপ নির্বিশেষ স্তরেই সীমিত থাকে। কখনো

কখনো তারা যে পাঁচপ্রকার সগুণ উপাসনা কল্পনা করেন, তা কখনই অদ্বয় তত্ত্বকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে না। নির্বিশেষবাদী নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে অভিমান করতে পারেন, এবং সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, কিন্তু তাহলেও তিনি জড়া-প্রকৃতির গুণ দ্বারা আবদ্ধ। অর্থাৎ, তিনি এখনও মুক্ত হতে পারেন নি, কেননা সম্পূর্ণরূপে জড়া-প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত না হলে মুক্তি লাভ হয় না। এইভাবে দেখা যায় যে মায়াবাদ দর্শন জীবকে জড় জগতের বন্ধনেই আবদ্ধ করে রাখে। কেউ যখন যথাযথভাবে দীক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে বৈষ্ণব হন তখন তিনি আপনা থেকে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। *গরুড় পুরাণে* তা প্রতিপন্ন হয়েছে—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে ।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ ।
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥

"হাজার হাজার ব্রাহ্মণের মধ্যে, একজন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপযুক্ত হতে পারেন। এই রকম হাজার হাজার উপযুক্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে, একজন পূর্ণরূপে বেদান্ত দর্শনে অভিজ্ঞ হতে পারেন। এই রকম কোটি কোটি বেদান্ত-বিদের মধ্যে কদাচিৎ একজন বিষ্ণুভক্ত হন, এবং তিনিই সবচাইতে উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত।"

পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করলে পারমার্থিক মার্গে অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রকৃত ব্রাহ্মণ কখনই বৈষ্ণব বিদ্বেষী নন। যদি হন, তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণত্বের স্তরে উপনীত হতে পারেন নি। নির্বিশেষবাদী ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই বৈষ্ণব নীতির বিরোধী। তারা বৈষ্ণববিদ্বেষী কেননা তারা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত নন। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্ ।* কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ যখন বৈষ্ণব হন, তখন আর কোন দ্বন্দ্বভাব থাকে না। আর ব্রাহ্মণ যদি বৈষ্ণব না হয়, তাহলে সে অবশ্যই ব্রাহ্মণের স্তর থেকে অধঃপতিত হয়। সে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩) বলা হয়েছে—*ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ।* অর্থাৎ, সে যদি ভগবানের ভজনা না করে তাহলে সে সেই স্তর থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।

আমরা দেখি যে, কলিযুগে বহু তথাকথিত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণববিদ্বেষী। কলির কলুষিত ব্রাহ্মণ মনে করে যে, ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা হচ্ছে কল্পনা—*অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ গুরুষু নরমতিঃ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ ।* এই ধরনের কলুষিত ব্রাহ্মণেরা পঞ্চোপাসনার নামে, কোন পূজা করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মনে করে যে, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ কাঠ অথবা পাথর থেকে তৈরি। তেমনই, এই ধরনের কলুষিত ব্রাহ্মণেরা গুরুকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে এবং কৃষ্ণভক্তি প্রচারের মাধ্যমে যখন মানুষকে বৈষ্ণবে পরিণত করা হয় তখন তারা প্রতিবাদ করে। তথাকথিত বহু ব্রাহ্মণেরা আমাদের বিরোধিতা করে বলে, "কিভাবে আপনারা এই সমস্ত আমেরিকান এবং ইউরোপিয়ানদের ব্রাহ্মণে পরিণত করছেন? ব্রাহ্মণের পরিবারে কেবল ব্রাহ্মণের জন্ম হয়।" তারা ভেবে দেখে না যে, কোন শাস্ত্রে সে কথা বলা হয়নি। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে বলেছেন—*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।* "প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং কর্মের প্রবণতা অনুসারে মানব-সমাজে আমার দ্বারা চারটি বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে।"

জন্ম অনুসারে কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। গুণ এবং কর্ম অনুসারেই ব্রাহ্মণ হয়। তেমনই, বৈষ্ণব কোন বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়; পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় প্রবণতা অনুসারে তার বৈষ্ণবত্ব নির্ধারিত হয়।

শ্লোক ২৭৮

শুনি' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' অমোঘ উঠিলা ।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা ॥ ২৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের স্পর্শ লাভ করে এবং তাঁর মুখে এই আশ্বাস বাণী শ্রবণ করে, 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বলতে বলতে অমোঘ শয্যা থেকে উঠে ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে নাচতে লাগল।

শ্লোক ২৭৯

কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ ।
প্রভু হাসে দেখি' তার প্রেমের তরঙ্গ ॥ ২৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

তার অঙ্গে কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ আদি ভগবৎ-প্রেমের বিকার সমূহ প্রকাশ পেল, এবং তার এই প্রেমের তরঙ্গ দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন।

শ্লোক ২৮০-২৮১

প্রভুর চরণে ধরি' করয়ে বিনয় ।
অপরাধ ক্ষম মোরে, প্রভু, দয়াময় ॥ ২৮০ ॥
এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে ।
এত বলি' আপন গালে চড়ায় আপনে ॥ ২৮১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে অত্যন্ত বিনীত ভাবে অমোঘ বলতে লাগল, "হে দয়াময় প্রভু, দয়া করে তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। এই জঘন্য মুখ দিয়ে, আমি তোমার নিন্দা করেছি।" এই বলে সে নিজের গালে চড় মারতে লাগল।

শ্লোক ২৮২

চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল ।
হাতে ধরি' গোপীনাথাচার্য নিষেধিল ॥ ২৮২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে চড় মারতে মারতে তার গাল ফুলে গেল; অবশেষে গোপীনাথ আচার্য তার হাতে ধরে তাকে নিবৃত্ত করলেন।

শ্লোক ২৮৩

প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি' তার গাত্র ।
সার্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥ ২৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন অমোঘের গাত্র স্পর্শ করে বললেন, "তুমি আমার স্নেহের পাত্র, কেননা তুমি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা ।

শ্লোক ২৮৪

সার্বভৌম-গৃহে দাস-দাসী, যে কুক্কুর ।
সেহ মোর প্রিয়, অন্য জন রহু দূর ॥ ২৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহের দাস-দাসী, এমনকি কুকুর পর্যন্ত আমার প্রিয়। তাঁর আত্মীয় স্বজনদের কথা আর কি বলব?

শ্লোক ২৮৫

'অপরাধ' নাহি, সদা লও কৃষ্ণনাম ।
এত বলি' প্রভু আইলা সার্বভৌম-স্থান ॥ ২৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আর কোন রকম অপরাধ না করে সর্বদা কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর।" এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে গেলেন।

শ্লোক ২৮৬

প্রভু দেখি' সার্বভৌম ধরিলা চরণে ।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥ ২৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁর শ্রীপাদপদ্ম জড়িয়ে ধরলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করে আসনে বসলেন।

শ্লোক ২৮৭

প্রভু কহে,—অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ ।
কেনে উপবাস কর, কেনে কর রোষ ॥ ২৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "অমোঘ একটি শিশু। তার কি দোষ? কেন শুধু শুধু তার উপর রাগ করে তুমি উপবাস করছ?

শ্লোক ২৮৮

উঠ, স্নান কর, দেখ জগন্নাথ-মুখ ।
শীঘ্র আসি, ভোজন কর, তবে মোর সুখ ॥ ২৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"উঠ, স্নান কর, তারপর শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন কর এবং তারপর ফিরে এসে ভোজন কর; তাহলেই আমি সুখী হব।

শ্লোক ২৮৯

তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া ।
যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥ ২৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি ফিরে এসে প্রসাদ গ্রহণ করবে, ততক্ষণ আমি এখানে বসে থাকব।"

শ্লোক ২৯০

প্রভু-পদ ধরি' ভট্ট কহিতে লাগিলা ।
মরিত' অমোঘ, তারে কেনে জীয়াইলা ॥ ২৯০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পায়ে ধরে সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলতে লাগলেন, "অমোঘ যদি মরে যেত তাহলেই ভাল হত। তুমি কেন তাকে বাঁচালে।"

শ্লোক ২৯১

প্রভু কহে,—অমোঘ শিশু, তোমার বালক ।
বালক-দোষ না লয় পিতা, তাহাতে পালক ॥ ২৯১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "অমোঘ একটি শিশু এবং তোমার সন্তান। পিতা তার বালক পুত্রের দোষ গ্রহণ করেন না, কেননা তিনি তার পালক।

শ্লোক ২৯২

এবে 'বৈষ্ণব' হৈল, তার গেল 'অপরাধ' ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥ ২৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন সে বৈষ্ণব হয়েছে এবং তার ফলে সে তার সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হয়েছে। এখন তুমি তাকে কৃপা কর।"

শ্লোক ২৯৩

ভট্ট কহে,—চল, প্রভু, ঈশ্বর-দরশনে।
স্নান করি' তাঁহা মুঞি আসিছোঁ এখনে ॥ ২৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "প্রভু, দয়া করে এখন তুমি শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করতে যাও, শীঘ্রই আমি স্নান করে সেখানে যাচ্ছি।"

শ্লোক ২৯৪

প্রভু কহে,—গোপীনাথ, ইহাঞি রহিবা।
ইঁহো প্রসাদ পাইলে, বার্তা আমাকে কহিবা ॥ ২৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন গোপীনাথ আচার্যকে বললেন, "গোপীনাথ, তুমি এখানে থাক এবং ইনি প্রসাদ পেলে আমাকে সে খবর দিও।"

শ্লোক ২৯৫

এত বলি' প্রভু গেলা ঈশ্বর-দরশনে।
ভট্ট স্নান দর্শন করি' করিলা ভোজনে ॥ ২৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতে গেলেন এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্নান করে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে, গৃহে ফিরে ভোজন করলেন।

শ্লোক ২৯৬

সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত 'একান্ত'।
প্রেমে নাচে, কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত ॥ ২৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই থেকে অমোঘ মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্তে পরিণত হল, এবং মহাশান্ত হয়ে ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে নৃত্য করতে করতে কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে লাগল।

শ্লোক ২৯৭

ঐছে চিত্র-লীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে, শুনে, তাঁর বিস্ময় হয় মন ॥ ২৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর বিচিত্র লীলা-বিলাস করেছেন; যেই তা দেখে অথবা শুনে, সেই বিস্মিত হয়।

শ্লোক ২৯৮

ঐছে ভট্ট-গৃহে করে ভোজন-বিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র-চরিত্র-প্রকাশ ॥ ২৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে ভোজন বিলাস করেছিলেন; এবং সেই একটি লীলার মধ্যেই বহু অদ্ভুত চিত্র এবং চরিত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৯৯

সার্বভৌম-ঘরে এই ভোজন-চরিত।
সার্বভৌম-প্রেম যাঁহা হইলা বিদিত ॥ ২৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অদ্ভুত লীলার এইটিই বৈশিষ্ট্য। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে এইভাবে তিনি ভোজন-লীলাবিলাস করলেন এবং তার ফলে তাঁর প্রতি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রেমের মহিমা সকলের কাছে প্রকাশিত হল।

তাৎপর্য

শাখা-নির্ণয়ামৃত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে—

অমোঘপণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎকৃতম্।
প্রেমগদ্‌গদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুলবিগ্রহম্ ॥

"অমোঘ পণ্ডিতকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি, যাঁকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আত্মসাৎ করেছিলেন। ভগবৎ-প্রেমে গদগদ তাঁর শ্রীঅঙ্গ নিরন্তর পুলকে আকুলিত।"

শ্লোক ৩০০

ষাঠীর মাতার প্রেম, আর প্রভুর প্রসাদ।
ভক্ত-সম্বন্ধে যাহা ক্ষমিল অপরাধ ॥ ৩০০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি ষাঠীর মাতার প্রেম এবং অমোঘের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার কথা বর্ণনা করলাম। অমোঘ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতো মহান ভক্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন বলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন।

তাৎপর্য

অমোঘ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিন্দা করায় অপরাধী হয়েছিলেন। অপরাধ ফলে তার প্রাণান্তক বিসূচিকা ব্যাধি হয়। ব্যাধিগ্রস্ত হবার পর অমোঘ অপরাধ প্রশমনের সময় পাননি। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও তাঁর পত্নী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিতান্ত কৃপার পাত্র ছিলেন। তাদের সম্বন্ধে মহাপ্রভু এই অপরাধী অমোঘের প্রতি দণ্ড বিধানের পরিবর্তে তার অপরাধ ক্ষমা করলেন এবং তার প্রাণ রক্ষা করে কৃষ্ণভক্তি দান করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পত্নীর প্রগাঢ় ভক্তি সম্বন্ধ। লৌকিক দৃষ্টিতে অমোঘ ছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাকে পালন করতেন। সুতরাং তার অপরাধ ক্ষমা না করলে তার পালক সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে গৌণভাবে দণ্ডবিধান করা হয়। এই জন্য তাকে ক্ষমা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ঐশ্বর্য, গাম্ভীর্য ও ঔদার্য প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ৩০১

শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাৎ পায় সেই চৈতন্য-চরণ ॥ ৩০১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রদ্ধা সহকারে যিনি এই লীলা শ্রবণ করেন, তিনি অচিরেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন।

শ্লোক ৩০২

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩০২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসাদ সেবা' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়ার প্রচেষ্টা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* এই পরিচ্ছেদের কথাসার বর্ণনা করেছেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে যেতে চাইলেন, তখন রামানন্দ রায় এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য পরোক্ষভাবে নানা প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। যথা সময়ে গৌড়ীয় ভক্তরা তৃতীয় বৎসর নীলাচলে এলেন। এইবার বৈষ্ণবদের গৃহিণীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করার জন্য তাঁর প্রিয় বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য বঙ্গদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। ভক্তরা যখন জগন্নাথ পুরীতে এসে পৌঁছলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মালা পাঠিয়ে তাদের সম্মান করলেন। সে বছরও অন্যান্য বছরের মতো গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন হয়েছিল। চাতুর্মাস্যের পর ভক্তরা বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রতি বৎসর নীলাচলে আসতে নিষেধ করলেন। কুলীন গ্রামবাসীদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ বর্ণনা করলেন। এই বছর শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নীলাচলে থেকে 'ওড়নষষ্ঠী' দর্শন করলেন। ভক্তরা যখন বিদায় নিলেন, তখন মহাপ্রভু দৃঢ়ভাবে বৃন্দাবনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং বিজয়া দশমীর দিন প্রস্থান করলেন।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গমন পথে অনেক প্রকার ব্যবস্থা করেছিলেন। চিত্রোৎপলা নদী পার হলে রামানন্দ রায়, মরদরাজ ও হরিচন্দন মহাপ্রভুকে সঙ্গে করে চললেন। গদাধর পণ্ডিতকে মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরে যেতে অনুরোধ করলে, তিনি তা শুনলেন না। কটক থেকে মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে শপথ দিয়ে শ্রীপুরুষোত্তমে পাঠালেন এবং ভদ্রক থেকে রামানন্দকে বিদায় দিলেন। তারপর উড়িষ্যা দেশের সীমায় এসে পৌঁছে নৌকা করে যবন অধিকারীর সাহায্যে পাণিহাটি পর্যন্ত গেলেন। তার পর মহাপ্রভু রাঘব পণ্ডিতের বাড়ি থেকে কুমার হট্ট হয়ে কুলীয়া গ্রামে এসে অনেকের অপরাধ ভঞ্জন করলেন। সেখান থেকে রামকেলিতে গিয়ে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে অঙ্গীকার করলেন। রামকেলি থেকে প্রত্যাবর্তন করে রঘুনাথ দাসকে শিক্ষা দিয়ে গৃহে পাঠালেন। পুনরায় নীলাচলে এসে মহাপ্রভু একা বৃন্দাবনে যাবার পরামর্শ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

গৌড়োদ্যানম্—গৌড়দেশ নামক উদ্যানে; **গৌরমেঘঃ**—গৌররূপ মেঘ; **সিঞ্চন্**—বর্ষণ; **স্ব**—তার নিজের; **আলোকনামৃতৈঃ**—দর্শনরূপ অমৃতের দ্বারা; **ভবাগ্নি**—সংসাররূপ দাবাগ্নির দ্বারা; **দগ্ধ**—দগ্ধ; **জনতা**—জনসাধারণ; **বীরুধঃ**—লতার মতো; **সমজীবয়ৎ**—পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

অনুবাদ

গৌড়দেশ রূপ উদ্যানে, শ্রীগৌরাঙ্গরূপ মেঘ তাঁর দর্শনামৃত বর্ষণ করে, ভবাগ্নিদগ্ধ জনতারূপ লতাকে জীবিত করেছিলেন।

শ্লোক ২

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক! শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয় হোক! জয় হোক সমস্ত গৌরভক্তবৃন্দের!

শ্লোক ৩

প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন ।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়ার ইচ্ছা হল, এবং সেই সংবাদ শুনে মহারাজ প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন।

শ্লোক ৪

সার্বভৌম, রামানন্দ, আনি' দুই জন ।
দুঁহাকে কহেন রাজা বিনয়-বচন ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও রামানন্দ রায়, এই দুইজনকে ডেকে এনে অত্যন্ত বিনীতভাবে রাজা তাঁদের বললেন।

শ্লোক ৫

নীলাদ্রি ছাড়ি' প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে ।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র বললেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাদ্রি ছেড়ে অন্যত্র যেতে চান, তোমরা তাঁকে এখানে রাখার চেষ্টা কর।

শ্লোক ৬

তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায় ।
গোসাঞি রাখিতে করহ নানা উপায় ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিনা আমার এই রাজ্য আমার ভাল লাগে না, তাই তোমরা তাঁকে এখানে রাখার কোন উপায় নির্ধারণ কর।"

শ্লোক ৭

রামানন্দ, সার্বভৌম, দুইজনা-স্থানে ।
তবে যুক্তি করে প্রভু—'যাব বৃন্দাবনে' ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

এদিকে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায় এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন, "আমি বৃন্দাবনে যাব।"

শ্লোক ৮

দুঁহে কহে,—রথযাত্রা কর দরশন ।
কার্তিক আইলে, তবে করিহ গমন ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করলেন, "প্রথমে রথযাত্রা দর্শন করে, তারপর কার্তিক মাসে তুমি বৃন্দাবনে যেও।"

শ্লোক ৯

কার্তিক আইলে কহে—এবে মহাশীত ।
দোলযাত্রা দেখি' যাও—এই ভাল রীত ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর কার্তিক মাস এলে, তাঁরা বললেন, "এখন অত্যন্ত শীত। তাই এখন না গিয়ে দোলযাত্রা দর্শন করে তারপর গেলেই ভাল হবে।"

শ্লোক ১০

আজি-কালি করি' উঠায় বিবিধ উপায় ।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয় ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আজ কাল করে, নানা অজুহাত দেখিয়ে, তাঁরা বিচ্ছেদের ভয়ে তাঁকে যেতে সম্মতি দিলেন না।

শ্লোক ১১

যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ ।
ভক্ত-ইচ্ছা বিনা প্রভু না করে গমন ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কেউ তাঁকে নিবারণ করতে পারে না, তবুও তিনি ভক্তের ইচ্ছা ব্যতীত গমন করেন না।

শ্লোক ১২

তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, তৃতীয় বছর, গৌড়ের সমস্ত ভক্তেরা নীলাচলে যেতে ইচ্ছা করলেন।

শ্লোক ১৩

সবে মেলি' গেলা অদ্বৈত আচার্যের পাশে ।
প্রভু দেখিতে আচার্য চলিলা উল্লাসে ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা সকলে মিলে অদ্বৈত আচার্যের কাছে গেলেন এবং অদ্বৈত আচার্য পরম উল্লাসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে চললেন।

শ্লোক ১৪-১৫

যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে ।
নিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ॥ ১৪ ॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুরে দেখিতে ।
নিত্যানন্দের প্রেম-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রচার করার জন্য গৌড়দেশে থাকতে বলেছিলেন, তবুও সেই আদেশ উপেক্ষা করে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে চললেন। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম চেষ্টা কে বুঝতে পারে?

শ্লোক ১৬-১৭

আচার্যরত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই ।
বাসুদেব, মুরারি, গোবিন্দাদি তিন ভাই ॥ ১৬ ॥
রাঘব পণ্ডিত নিজ-ঝালি সাজাঞা ।
কুলীন-গ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

আচার্যরত্ন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীবাস পণ্ডিত, রামাই, বাসুদেব, মুরারি, গোবিন্দ ও তার দুই ভাই, এরা সকলে মহাপ্রভুকে দর্শন করতে চললেন। রাঘব পণ্ডিত তার ঝালি সাজিয়ে চললেন, আর কুলীন গ্রামবাসীরা পট্টডোরী নিয়ে চললেন।

শ্লোক ১৮

খণ্ডবাসী নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ।
সর্ব-ভক্ত চলে, তার কে করে গণন ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

খণ্ডগ্রামের অধিবাসী নরহরি সরকার, শ্রীরঘুনন্দন এবং অন্য বহু ভক্ত চললেন; তাদের গণনা কে করতে পারেন?

শ্লোক ১৯

শিবানন্দ-সেন করে ঘাটি সমাধান ।
সবারে পালন করি' সুখে লঞা যান ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন, যিনি ছিলেন সেই যাত্রীদলের নেতা, নির্দিষ্ট পথ ও নদীঘাটের যাত্রীদের প্রদেয় কর প্রদান করে, যথাযথভাবে সকলের তত্ত্বাবধান করে, সুখে তাদের নিয়ে যেতে লাগলেন।

শ্লোক ২০

সবার সর্বকার্য করেন, দেন বাসা-স্থান ।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তদের যার যা প্রয়োজন তা তিনি সমাধান করতেন, সকলের থাকবার ব্যবস্থা করতেন, এবং তিনি জগন্নাথপুরী যাওয়ার পথ ভালভাবে চিনতেন।

শ্লোক ২১

সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী ।
চলিলা আচার্য-সঙ্গে অচ্যুত-জননী ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বছর সমস্ত ভক্তদের গৃহিণীরাও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যাচ্ছিল। অচ্যুতানন্দের জননী সীতাদেবী, অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ২২

শ্রীবাস পণ্ডিত-সঙ্গে চলিলা মালিনী ।
শিবানন্দ-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে মালিনীদেবী যাচ্ছিলেন এবং শিবানন্দ সেনের সঙ্গে তাঁর গৃহিণী যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ২৩

শিবানন্দের বালক, নাম—চৈতন্য-দাস ।
তেঁহো চলিয়াছে প্রভুরে দেখিতে উল্লাস ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেনের পুত্র চৈতন্য দাসও মহা আনন্দে তাদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে চলেছে।

শ্লোক ২৪

আচার্যরত্ন-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

চন্দ্রশেখর আচার্যরত্নের সঙ্গে তাঁর গৃহিণীও যাচ্ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি তাঁর প্রেমের মহিমা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

শ্লোক ২৫

সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে ।
প্রভুর নানা প্রিয় দ্রব্য নিল ঘর হৈতে ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্ত পত্নীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করার জন্য, তাঁর প্রিয় সমস্ত দ্রব্য ঘর থেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ২৬-২৭

শিবানন্দ-সেন করে সব সমাধান ।
ঘাটিয়াল প্রবোধি' দেন সবারে বাসা-স্থান ॥ ২৬ ॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্বত্র পালনে ।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দরশনে ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেন সকলের সমস্ত প্রয়োজন সমাধান করছিলেন, পথে কর আদায়কারীদের প্রবোধ দিয়ে শান্ত করছিলেন, সকলের বাসস্থানের ব্যবস্থা করছিলেন এবং সকলের খাবার ব্যবস্থা করছিলেন, এইভাবে সর্বতোভাবে সকলকে পালন করে তিনি পরম আনন্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ২৮

রেমুণায় আসিয়া কৈল গোপীনাথ দরশন ।
আচার্য করিল তাঁহা কীর্তন, নর্তন ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

রেমুণায় এসে তারা গোপীনাথ দর্শন করলেন এবং অদ্বৈত আচার্য সেখানে কীর্তন ও নৃত্য করলেন।

শ্লোক ২৯

নিত্যানন্দের পরিচয় সব সেবক সনে ।
বহুত সম্মান আসি' কৈল সেবকগণে ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানকার সমস্ত সেবকদের সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর পরিচয় ছিল। তারা সকলে এসে তাঁকে বহু সম্মান করলেন।

শ্লোক ৩০

সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাঞি রহিলা ।
বার ক্ষীর আনি' আগে সেবক ধরিলা ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রাত্রে, সমস্ত মহান ভক্তেরা সেখানেই রইলেন এবং গোপীনাথদেবের সেবকেরা বারটি পাত্র ক্ষীর এনে নিত্যানন্দ প্রভুকে দিলেন।

শ্লোক ৩১

ক্ষীর বাঁটি' সবারে দিল প্রভু-নিত্যানন্দ ।
ক্ষীর-প্রসাদ পাঞা সবার বাড়িল আনন্দ ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু সকলকে সেই ক্ষীর বেঁটে দিলেন। ক্ষীর প্রসাদ পেয়ে সমস্ত ভক্তরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

মাধবপুরীর কথা, গোপাল-স্থাপন।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ॥ ৩২ ॥
তাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তরা পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর কথা, গোপালের স্থাপন, কিভাবে তার কাছে চন্দন চেয়েছিলেন, তার জন্য গোপীনাথ কিভাবে ক্ষীর চুরি করেছিলেন, এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে শুনেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

সকলের কাছে নিত্যানন্দ প্রভু সেই সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলেন এবং তা শুনে সমস্ত বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

তাৎপর্য

এখানে 'মহাপ্রভুর মুখে' কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথমে তাঁর গুরুদেব শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মুখে এই কাহিনীটি শুনেছিলেন। মধ্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদের অষ্টাদশ শ্লোকে সেই কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে। শান্তিপুরে শ্রীপাদ অদ্বৈত আচার্যের গৃহে কিছুদিন অবস্থান করার সময় মহাপ্রভু মাধবেন্দ্রপুরীর কাহিনী নিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ প্রভু, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দ দাসকে বলেন। যখন তারা রেমুণায় গোপীনাথজীর মন্দিরে গিয়েছিলেন, তখন তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর গোপাল বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা এবং গোপীনাথের ক্ষীর চুরির কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। এই ঘটনার ফলে গোপীনাথজী ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নামে পরিচিত হয়েছেন।

শ্লোক ৩৫

এইমত চলি' চলি' কটক আইলা।
সাক্ষিগোপাল দেখি' সবে সে দিন রহিলা ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে পায়ে হেঁটে ভক্তেরা কটকে এসে পৌঁছলেন, এবং তারপর সাক্ষিগোপাল দর্শন করে তাঁরা সেদিন সেখানেই রইলেন।

শ্লোক ৩৬

সাক্ষিগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষিগোপালের কাহিনী বললেন এবং তা শুনে বৈষ্ণবদের মনে মহা আনন্দ হল।

তাৎপর্য

সাক্ষিগোপালের কাহিনী মধ্যলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের আট থেকে একশ আটত্রিশ (৮-১৩৮) শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৭

প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তরে।
শীঘ্র করি' আইলা সবে শ্রীনীলাচলে ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তাঁরা সকলে অন্তরে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন; তাই তাঁরা দ্রুত গতিতে শ্রীনীলাচলের দিকে অগ্রসর হলেন।

শ্লোক ৩৮

আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া।
দুইমালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হাতে দিয়া ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সংবাদ পেলেন যে ভক্তরা আঠারনালায় এসে পৌঁছেছেন, তখন তিনি গোবিন্দের হাতে দুটি মালা তাদের কাছে পাঠালেন।

শ্লোক ৩৯

দুই মালা গোবিন্দ দুইজনে পরাইল।
অদ্বৈত, অবধূত-গোসাঞি বড় সুখ পাইল ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই মালা দুটি গোবিন্দ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পরালেন এবং তারা দুইজন তখন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৪০

তাহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি' আইলা দুইজন ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানেই তারা কৃষ্ণনাম সংকীর্তন আরম্ভ করলেন, এবং নাচতে নাচতে অদ্বৈত আচার্য এবং নিত্যানন্দ প্রভু জগন্নাথ পুরীতে পৌঁছলেন।

শ্লোক ৪১

পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ ।
আগু বাড়ি' পাঠাইল শচীর নন্দন ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, স্বরূপ দামোদর প্রমুখ তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের আগ বাড়িয়ে শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি পুনরায় মালা পাঠালেন।

শ্লোক ৪২

নরেন্দ্র আসিয়া তাহাঁ সবারে মিলিলা ।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তগণ যখন নরেন্দ্র সরোবরে এসে পৌঁছলেন, তখন স্বরূপ দামোদর প্রমুখ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদেরা তাঁদের গলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেওয়া মালা পরিয়ে দিলেন।

শ্লোক ৪৩

সিংহদ্বার-নিকটে আইলা শুনি' গৌররায় ।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায় ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তরা সিংহদ্বারের কাছে এসেছেন শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ৪৪

সবা লঞা কৈল জগন্নাথ-দরশন ।
সবা লঞা আইলা পুনঃ আপন-ভবন ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের সকলকে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন এবং তারপর তাদের নিয়ে তিনি তাঁর বাসস্থানে এলেন।

শ্লোক ৪৫

বাণীনাথ, কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল ।
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

বাণীনাথ রায় এবং কাশীমিশ্র প্রচুর পরিমাণে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ নিয়ে এলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বহস্তে পরিবেশন করে তাদের সকলকে প্রসাদ খাওয়ালেন।

শ্লোক ৪৬

পূর্ব বৎসরে যাঁর যেই বাসা-স্থান ।
তাহাঁ সবা পাঠাঞা করাইল বিশ্রাম ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

আগের বছর যে যেই বাসায় অবস্থান করেছিলেন, সেই সেই স্থানে তাদের পাঠিয়ে বিশ্রাম করালেন।

শ্লোক ৪৭

এইমত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস ।
প্রভুর সহিত করে কীর্তন-বিলাস ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে ভক্তরা সেখানে চার মাস রইলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মহামন্ত্র কীর্তন করার আনন্দ উপভোগ করলেন।

শ্লোক ৪৮

পূর্ববৎ রথযাত্রা-কাল যবে আইল ।
সবা লঞা গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালিল ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্ববৎ রথযাত্রার আগের দিন সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালন করলেন।

শ্লোক ৪৯-৫০

কুলীনগ্রামী পট্টডোরী জগন্নাথে দিল ।
পূর্ববৎ রথ-অগ্রে নর্তন করিল ॥ ৪৯ ॥
বহু নৃত্য করি' পুনঃ চলিল উদ্যানে ।
বাপী-তীরে তাহাঁ যাই' করিল বিশ্রামে ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

কুলীন গ্রামবাসীরা যে পট্টডোরী নিয়ে এসেছিলেন তা তারা শ্রীজগন্নাথদেবকে নিবেদন করলেন, এবং তারা সকলে পূর্ববৎ শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সামনে নৃত্য করলেন। বহু নৃত্য করে তারা নিকটবর্তী উদ্যানে গিয়ে এক জলাশয়ের তীরে বিশ্রাম করলেন।

শ্লোক ৫১-৫২

রাঢ়ী এক বিপ্র, তেঁহো—নিত্যানন্দ দাস ।
মহা-ভাগ্যবান্ তেঁহো, নাম—কৃষ্ণদাস ॥ ৫১ ॥
ঘট ভরি' প্রভুর তেঁহো অভিষেক কৈল ।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহা-তৃপ্ত হৈল ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণদাস নামক রাঢ় দেশীয় এক মহা ভাগ্যবান বিপ্র, যিনি ছিলেন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সেবক, ঘটে জল ভরে সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিষেক করলেন, এবং তার অভিষেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত তৃপ্ত হলেন।

শ্লোক ৫৩

বলগণ্ডি-ভোগের বহু প্রসাদ আইল ।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

বলগণ্ডিতে শ্রীজগন্নাথদেবকে যে ভোগ নিবেদন করা হয়েছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে নিয়ে সেই প্রসাদ খেলেন।

তাৎপর্য

মধ্যলীলায় (১৩/১৯৩) *বলগণ্ডির* বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৫৪

পূর্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন ।
হেরাপঞ্চমী-যাত্রা দেখে লঞা ভক্তগণ ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ববৎ রথযাত্রা দরশন করলেন এবং ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে হেরা-পঞ্চমী যাত্রা দরশন করলেন।

শ্লোক ৫৫

আচার্য-গোসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড়-বরিষণ ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্যপ্রভু মহাপ্রভুকে একদিন নিমন্ত্রণ করলেন, এবং তখন সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড ঝড় এবং বৃষ্টি হয়েছিল।

শ্লোক ৫৬

বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ঘটনা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তারপর একদিন শ্রীবাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (অন্ত্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ) বর্ণনা করা হয়েছে—একদিন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে মনে করলেন, "যদি অন্য কোন সন্ন্যাসী প্রভুর সঙ্গে না আসেন, তবে প্রভুকে ভাল করে খাওয়াব।" অন্যান্য সমস্ত সন্ন্যাসীরা মধ্যাহ্ন ক্রিয়ার সময় বাইরে গিয়েছিলেন; এমন সময় ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় তারা আসতে না পারায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একলা এসে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করেছিলেন।

শ্লোক ৫৭

প্রভুর প্রিয়-ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী ।
'ভক্ত্যে দাসী'-অভিমান, 'স্নেহেতে জননী' ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুরের পত্নী মালিনীদেবী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় সমস্ত ব্যঞ্জন রন্ধন করেছিলেন। ভক্তি অনুসারে তিনি নিজেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাসী বলে অভিমান করতেন, কিন্তু স্নেহেতে তিনি ছিলেন ঠিক জননীর মতো।

শ্লোক ৫৮

আচার্যরত্ন—আদি যত মুখ্য ভক্তগণ ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন প্রমুখ সমস্ত মুখ্য ভক্তরা মাঝে মাঝে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতেন।

শ্লোক ৫৯

চাতুর্মাস্য-অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দে লঞা ।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

চাতুর্মাস্যের পর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় নিভৃতে বসে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে কিছু যুক্তি করলেন।

শ্লোক ৬০

আচার্য-গোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারে-ঠোরে ।
আচার্য তর্জা পড়ে, কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ইঙ্গিতে কিছু বলেন এবং একটি তর্জা পড়েন, যার অর্থ কেউ বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৬১

তাঁর মুখ দেখি' হাসে শচীর নন্দন ।
অঙ্গীকার জানি' আচার্য করেন নর্তন ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে তাঁর আবেদন অঙ্গীকার করেছেন তা বুঝতে পেরে অদ্বৈত আচার্য নাচতে থাকেন।

শ্লোক ৬২

কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা—কেহ না বুঝিল ।
আলিঙ্গন করি' প্রভু তাঁরে বিদায় দিল ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য যে কি প্রার্থনা করেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে কি আদেশ দিয়েছিলেন তা কেউ বুঝতে পারল না। আলিঙ্গন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বিদায় দিলেন।

শ্লোক ৬৩

নিত্যানন্দে কহে প্রভু,—শুনহ, শ্রীপাদ ।
এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন নিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, "শ্রীপাদ, আপনার কাছে আমার কিছু প্রার্থনা আছে, দয়া করে আপনি তা মঞ্জুর করুন।

শ্লোক ৬৪

প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা ।
গৌড়ে রহি' মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

'দয়া করে আপনি প্রতি বছর নীলাচলে আসবেন না। গৌড় থেকে আমার ইচ্ছা আপনি সফল করবেন।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের উদ্দেশ্য কলিযুগের ব্যাধি নিরাময়ের একমাত্র ঔষধ 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' বিতরণ করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মায়ের অনুরোধে জগন্নাথপুরীতে অবস্থান করছিলেন, এবং ভক্তরা প্রতি বছর তাঁকে দেখতে আসতেন। কিন্তু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে তাঁর বাণী প্রচারিত হউক, এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে এই কার্য সম্পাদন করার মতো দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না। তাই মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বঙ্গদেশে থেকে কৃষ্ণভাবনার বাণী প্রচার করতে অনুরোধ করেন। এই রকমই প্রচারের দায়িত্ব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীকে দিয়েছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে যদিও সকলেই মহা লাভবান হন, তথাপি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জগন্নাথপুরীতে না আসতে অনুরোধ করেছিলেন। তার অর্থ কি, মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছিলেন? না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশ্বস্ত সেবকের কর্তব্য হচ্ছে জগন্নাথপুরীতে গিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করার সৌভাগ্য বিসর্জন দিয়েও তাঁর আদেশ পালন করা। অর্থাৎ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালন করা, শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে, নিজসুখ সাধন করার থেকেও অধিক সৌভাগ্যের বিষয়।

ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বৃন্দাবন অথবা জগন্নাথপুরীতে বাস করার থেকেও সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণভক্তি প্রচার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য; তাই তাঁর ঐকান্তিক ভক্তদের কর্তব্য তাঁর সেই অভিলাষ পূর্ণ করা।

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম ।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে যে, পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা। তার ফলে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হবেন। নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনের জন্য যা ইচ্ছা তাই করা উচিত নয়। এই আদেশ গুরু-পরম্পরার ধারায় আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, এবং গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে এই আদেশই দান করেন যাতে সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে পারে। তাই প্রতিটি শিষ্যের কর্তব্য সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা।

শ্লোক ৬৫

তাহাঁ সিদ্ধি করে—হেন অন্যে না দেখিয়ে ।
আমার 'দুষ্কর' কর্ম, তোমা হৈতে হয়ে ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "সেই কাজ সম্পাদন করার মতো অন্য আর কাউকে আমি দেখি না। যে কাজ আমার পক্ষেও সম্পাদন করা দুষ্কর, তা তুমি সম্পাদন করতে পার।"

তাৎপর্য

এই যুগের অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য। এই কলিযুগের প্রায় শতকরা একশ জন মানুষই অধঃপতিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবশ্যই বহু অধঃপতিত জীবকে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুগামীদের প্রায় সকলেই ছিলেন উচ্চ-কুলোদ্ভূত। যেমন, তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রমুখ বহু মানুষের উদ্ধার করেছিলেন যারা পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে অধঃপতিত হলেও সামাজিক দিক দিয়ে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ছিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী ছিলেন রাজমন্ত্রী, এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তেমনই, প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন হাজার হাজার মায়াবাদী সন্ন্যাসীর নেতা। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে বলেছেন, "আমার 'দুষ্কর' কর্ম, তোমা হৈতে হয়।" জগাই এবং মাধাই কেবল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার প্রভাবেই উদ্ধার লাভ করেছিল। তারা যখন নিত্যানন্দ প্রভুকে আঘাত করে, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে তাদের সংহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর ক্রোধ থেকে তাদের রক্ষা করেছিলেন এবং তাদের উদ্ধার করেছিলেন। গৌর-নিতাই অবতারে, ভগবান অসুরদের সংহার না করে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করে তাদের উদ্ধার করেন। জগাই-মাধাইয়ের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের সংহার করতেন, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু এমনই দয়াময় যে তিনি কেবল তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষাই করেন নি, উপরন্তু তাদের ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় স্তরে উন্নীত করেছিলেন। এইভাবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পক্ষে যা সম্ভব হয়নি, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তা সম্পাদন করেছিলেন।

তেমনই, কেউ যদি গুরু-পরম্পরার ধারায় গৌর-নিতাইয়ের প্রকৃত সেবক হন, তাহলে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সেবাকেও অতিক্রম করে যেতে পারেন। এইটিই গুরু-শিষ্য পরম্পরা পন্থা। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগাই এবং মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর সেবক তাঁর কৃপায়, হাজার হাজার জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করতে পারেন। এইটিই গুরু-শিষ্য পরম্পরার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কে যে পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত তা বোঝা যায় তার কার্যকলাপের ফল দর্শন করে। ভগবান এবং তাঁর ভক্তের বেলায় এইটি সম্পূর্ণ

সত্য। তাই দেবাদিদেব মহাদেব বলেছেন—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

"সমস্ত আরাধনার মধ্যে, বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁর থেকে শ্রেয় তাঁর ভক্তের (বৈষ্ণবের) আরাধনা।" (*পদ্মপুরাণ*)

বিষ্ণুর কৃপায়, বৈষ্ণব বিষ্ণুর থেকে অধিক সেবা সম্পাদন করতে পারেন; সেইটিই বৈষ্ণবের বিশেষ অধিকার। ভগবান প্রকৃতপক্ষে চান যে তাঁর সেবক যেন তাঁর থেকেও মহিমান্বিত সেবা সম্পাদন করেন। যেমন, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কেন না কৃষ্ণের পরিকল্পনা অনুসারে সমস্ত যোদ্ধাদের মৃত্যু নির্ধারিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজে তাঁর কৃতিত্ব গ্রহণ করতে চাননি; পক্ষান্তরে, সেই কৃতিত্ব তিনি অর্জুনকে দিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি অর্জুনকে বলেছিলেন, যুদ্ধ করে সেই গৌরব অর্জন করতে।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥

(*ভগবদ্গীতা* ১১/৩৩)

"তাই ওঠ এবং যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হও। তোমার শত্রুদের পরাজিত করে তুমি এক সমৃদ্ধশালী রাজ্য উপভোগ কর। ইতিপূর্বেই আমার আয়োজনে তারা সব নিহত হয়ে রয়েছে, হে সব্যসাচী! তুমি এর নিমিত্ত মাত্র হও।"

এইভাবে যে ভক্ত ভগবানের জন্য দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেন, ভগবান তাকে সমস্ত কৃতিত্ব দান করেন। শ্রীরামচন্দ্রের সেবক হনুমানজীও তাঁর আর একটি দৃষ্টান্ত। হনুমানজী এক লাফে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় গিয়েছিলেন। রামচন্দ্র যখন লঙ্কায় যেতে মনস্থ করেন, তখন তিনি পাথর দিয়ে সেতু বন্ধন করেছিলেন, যদিও তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে পাথরগুলি সমুদ্রের জলে ভাসছিল। আমরা যদি কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ পালন করি এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তাহলে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচারিত হবে, এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত প্রচারকেরা তাঁর থেকেও দুরূহ কার্য নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করতে সমর্থ হবে।

শ্লোক ৬৬

নিত্যানন্দ কহে,—আমি 'দেহ' তুমি 'প্রাণ' ।
'দেহ' 'প্রাণ' ভিন্ন নহে,—এই ত প্রমাণ ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন, "হে প্রভু, আমি দেহ আর তুমি প্রাণ। দেহ এবং প্রাণ ভিন্ন নয়; কিন্তু দেহ থেকে প্রাণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ৬৭

অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন ।
যে করাহ, সেই করি, নাহিক নিয়ম ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার, এবং তুমি আমাকে দিয়ে যা করাও আমি তাই করি; তার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই যে বলা হয়েছে—*তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে।* ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব হচ্ছেন ব্রহ্মা, এবং তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। তা কি করে সম্ভব হল? যদিও ব্রহ্মা প্রথম জীব, তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব নন। পক্ষান্তরে, তিনি জীবতত্ত্ব। কিন্তু তবুও, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, যিনি তার হৃদয় থেকে তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—(*তেনে ব্রহ্মহৃদা*), ব্রহ্মা এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যারা ভগবানের শুদ্ধভক্ত, ভগবান তাদের হৃদয় থেকে নির্দেশ দেন, যেখানে তিনি সর্বদা অবস্থান করেন। *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১)। জীব যদি পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসরণ করে, তাহলে অত্যন্ত নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও, সে ভগবানের কৃপায় অসাধ্য সাধন করতে পারে। সে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) বলা হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা সর্বদা প্রীতিপূর্বক আমার সেবা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তারা আমার কাছে আসতে পারে।"

শুদ্ধভক্তের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব, কেননা তিনি পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করেন। ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে, শুদ্ধভক্ত অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। তিনি এমন সমস্ত কার্য সম্পাদন করতে পারেন যা ভগবান পর্যন্ত পূর্বে কখনও করেন নি। তাই নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেছেন, "যে করাহ, সেই করি, নাহিক নিয়ম।" যদিও ভগবান সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর ভক্তকে দিতে চান, তবুও ভক্ত কখনও সেই কৃতিত্ব গ্রহণ করেন না, কেননা তিনি ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হয়েই সবকিছু করেন। অতএব সমস্ত কৃতিত্ব ভগবানের কাছেই যায়। এইটিই ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্কের প্রকৃতি। ভগবান সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর সেবককে দিতে চান, কিন্তু সেবক কোন কৃতিত্ব গ্রহণ করেন না; কেননা তিনি জানেন যে ভগবান সবকিছু করছেন।

শ্লোক ৬৮

তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি' আলিঙ্গন ।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আলিঙ্গন করে বিদায় দিলেন; এইভাবে তিনি সমস্ত ভক্তদের বিদায় দিলেন।

শ্লোক ৬৯

কুলীনগ্রামী পূর্ববৎ কৈল নিবেদন ।
"প্রভু, আজ্ঞা কর,—আমার কর্তব্য সাধন" ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

গত বছরের মতো, এবারও কুলীন গ্রামের এক ভক্ত নিবেদন করলেন, "হে প্রভু, দয়া করে আপনি আমাকে আদেশ করুন আমি কি কর্তব্য সাধন করব।"

শ্লোক ৭০

প্রভু কহে,—"বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্তন ।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥" ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "তুমি বৈষ্ণবদের সেবা কর এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন কর; এই দুটি কার্য করলে অচিরেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করবে।"

শ্লোক ৭১

তেঁহো কহে,—"কে বৈষ্ণব, কি তাঁর লক্ষণ?"
তবে হাসি' কহে প্রভু জানি' তাঁর মন ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কুলীন গ্রামবাসী ভক্তটি জিজ্ঞাসা করলেন, "দয়া করে আপনি আমাকে বলুন বৈষ্ণব কে এবং কি তার লক্ষণ?" তার মন জেনে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হেসে বললেন।

শ্লোক ৭২

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে ।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"যাঁর মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম, তিনি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ভজনা কর।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, যে বৈষ্ণবের মুখে 'নিরন্তর' শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাঁকে মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণব বলে চিনতে হবে। এই স্তরের ভক্ত কোমল শ্রদ্ধা, সম্প্রতি কৃষ্ণনাম উচ্চারণকারী কনিষ্ঠ বৈষ্ণব থেকে শ্রেয়। কনিষ্ঠ ভক্ত কেবল ভগবানের নাম গ্রহণ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু উন্নত স্তরের ভক্ত নাম গ্রহণে অভ্যস্ত

এবং নাম গ্রহণ করে আনন্দ অনুভব করেন। এই ধরনের উন্নত ভক্তকে বলা হয় মধ্যম ভাগবত, অর্থাৎ তিনি কনিষ্ঠ এবং উত্তমা ভক্তের মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত। সাধারণত মধ্যম অধিকারী ভক্ত ভগবানের বাণীর প্রচারক হন। কনিষ্ঠ ভক্ত বা সাধারণ মানুষের মধ্যম ভাগবতের পূজা করা উচিত, যিনি হচ্ছেন মাধ্যম।

শ্রীউপদেশামৃত গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—*প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্* অর্থাৎ, মধ্যম অধিকারী ভক্তরা পরস্পরের প্রতি 'প্রণাম' রূপ ব্যবহার করবে।

নিরন্তর, কথাটির অর্থ হচ্ছে—যাতে 'অন্তর' অর্থাৎ ব্যবধান নেই। কেউ যদি ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কিছু অভিলাষ করে—অর্থাৎ, কেউ যদি কখনও কখনও ভগবানের সেবা করে এবং কখনও কখনও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা করে, তাহলে তার সেবা প্রতিহত হবে। তাই শুদ্ধভক্তের, কৃষ্ণসেবার বাসনা ছাড়া আর অন্য কোন বাসনা থাকা উচিত নয়। তাকে কর্ম ও জ্ঞানের স্তর অতিক্রম করতে হবে। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/১/১১) গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

এইটিই শুদ্ধভক্তির স্তর। সকাম কর্ম অথবা মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত অভিলাষ বর্জন করে, কেবল অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত। সেইটিই উত্তম ভক্তি।

'অন্তর' শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে 'এই শরীর'। আত্মজ্ঞান লাভের পথে এই শরীরটি একটি প্রতিবন্ধক কেননা তা সর্বদা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রয়াসে ব্যস্ত। তেমনই অন্তর মানে 'ধন-সম্পদ'। ধন-সম্পদ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্যবহার করা না হয়, তাহলে সেটিও একটি প্রতিবন্ধক। অন্তর মানে 'জনতা'। অসৎ সঙ্গ বা দুঃসঙ্গ করলে ভগবদ্ভক্তি বিনষ্ট হয়। তেমনই, অন্তর মানে 'লোভ' (জিহ্বালাম্পট্য বা লৌল্য), এবং অন্তর মানে 'পাষণ্ডতা' যার ফলে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে শিলা, কাঠ, স্বর্ণ, পিতল প্রভৃতি ধাতু বলে মনে করা হয়। মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ জড় নয়—তিনি পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। তেমনই, গুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করাও (*গুরুষু নরমতিঃ*) একটি প্রতিবন্ধক। আর বৈষ্ণবে 'জাতি'-বা 'পার্থিব' বুদ্ধি করা উচিত নয়। চরণামৃতকে সাধারণ পানীয় জল বলে মনে করা উচিত নয়; এবং ভগবানের দিব্যনামকে সাধারণ শব্দতরঙ্গ বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়, কেননা তিনি হচ্ছেন সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের আদি উৎস; এবং পরমেশ্বর ভগবানকে একজন দেবতা বলে মনে করা উচিত নয়। জড়ের সঙ্গে চেতন কারণকে জড়িয়ে ফেললে চিৎ-জগতকে জড় বলে মনে হবে এবং জড় জগতকে চিন্ময় বলে মনে হবে। যথার্থ জ্ঞানের অভাবে মূর্খ মানুষেরা বিভ্রান্ত হয়। শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুকে ভিন্ন বলে মনে করা উচিত নয়। এইগুলি সমস্ত অপরাধ।

ভক্তিসন্দর্ভে (২৬৫) শ্রীল জীব গোস্বামী লিখেছেন—*নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতম্ ইত্যাদৌ দেহদ্রবিনাদি-নিমিত্তক-'পাষণ্ড' শব্দেন চ দশ অপরাধা লক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডময়ত্বাৎ তেষাম্।*

মায়াবাদীরা, জ্ঞানের অভাবে, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবকে অপূর্ণরূপে দর্শন করে এবং সেটি একটি অপরাধ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৪৬) মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণবের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

"মধ্যম অধিকারী ভক্ত হচ্ছেন তিনি, যিনি ভগবানের প্রতি প্রেমপরায়ণ, ভগবদ্ভক্তের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন, অনভিজ্ঞ বালিশদের প্রতি কৃপাপরায়ণ এবং ভগবদ্বিদ্বেষীদের প্রতি উপেক্ষা।" এই চারটি মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য। মধ্যলীলায় 'সনাতন শিক্ষায়' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী ।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥

"শ্রদ্ধাবান ভক্তই ভগবদ্ভক্তির অধিকারী। তাঁর শ্রদ্ধার মাত্রা অনুসারে তিনি উত্তম, মধ্যম, এবং কনিষ্ঠ স্তরের বৈষ্ণব বলে বিবেচিত হন।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২/৬৪)

শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ ।
'মধ্যম-অধিকারী' সেই মহা-ভাগ্যবান্ ॥

"যিনি শাস্ত্র যুক্তি না জানলেও, ভগবানের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাবান; সেই অত্যন্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি মধ্যম অধিকারীর স্তরে অধিষ্ঠিত।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২/৬৭)

রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্ত—তর-তম ।

"রতি এবং প্রেম ভগবদ্ভক্তির চরম লক্ষ্য। ভগবানের প্রতি রতি এবং প্রেমের মাত্রার তারতম্য অনুসারে ভক্তির বিভিন্ন স্তর—কনিষ্ঠ, মধ্যম এবং উত্তম, নির্ধারিত হয়।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২/৭১)

মধ্যম অধিকারী ভক্তের শ্রীনামের প্রতি প্রীতি বর্ধিত হওয়ায় শ্রীনামকে পরম প্রীতির সঙ্গে অনুক্ষণ কীর্তন যজ্ঞে আরাধনা করে ভগবানে 'প্রেম' স্থাপন করেন। অপ্রাকৃত শ্রীনামে অনুক্ষণ প্রীতি বিশিষ্ট হয়ে অনুশীলন করতে করতে তিনি নিজেকে 'অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস' বলে বুঝতে পারেন। আবার কখনও কখনও শ্রীনামে অপেক্ষাকৃত স্বল্প রুচি বিশিষ্ট ভক্তকে তাঁর অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝিয়ে দিয়ে কৃপা করেন। শুদ্ধভক্ত ও ভগবানে সম্পূর্ণ প্রীতি রহিত বিদ্বেষীদের 'কৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্বরূপ অনুভূতি-রহিত আবৃত-চেতনবৃত্তি ও কেবল প্রাকৃত' বলে জেনে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। মধ্যম অধিকারী শুদ্ধভক্তির উপাদান বা উপকরণগুলিকেও 'অপ্রাকৃত' বলে বুঝতে পারেন।

শ্লোক ৭৩

বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল ।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের বছর, কুলীন গ্রামবাসীরা আবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুরূপ প্রশ্ন করলেন; এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের বিভিন্ন স্তরের বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন।

শ্লোক ৭৪

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম ।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান' ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "যাকে দেখলে মুখে কৃষ্ণনাম আসে তাকে উত্তম বৈষ্ণব বলে জেনো।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, যে বৈষ্ণবকে দেখলে দ্রষ্টার মুখে স্বতস্ফূর্তভাবে কৃষ্ণনাম আসে, তাঁকে স্বরূপ-সিদ্ধ 'মহাভাগবত' বলে জানবে। তিনি সর্বদা তাঁর কৃষ্ণভক্তিময় কর্তব্য সম্বন্ধে অবগত, এবং তাঁর চেতনা অনাবৃত। তিনি নিরন্তর শুদ্ধ-প্রেমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিরত। ভগবানের প্রতি এই প্রগাঢ় প্রেমের ফলে তিনি সর্বদা অপ্রাকৃত উপলব্ধিতে জাগ্রত। তিনি জানেন যে কৃষ্ণভক্তি সমস্ত জ্ঞান এবং কর্মের ভিত্তি। তাঁর দৃষ্টিতে সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাঁর শ্রীমুখেই শুদ্ধ-শ্রীকৃষ্ণনাম সুষ্ঠুভাবে অনুক্ষণ কীর্তিত হতে থাকেন। এই ধরনের মহাভাগবত বৈষ্ণব তাঁর অপ্রাকৃত দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পান মায়ার প্রভাবে কে নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছে এবং তিনি কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করে সেই সমস্ত বদ্ধজীবদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে জাগ্রত করেন। তার ফলে জীব জাড্য থেকে মুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়। তাঁরা এক একজন ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করতে পারেন। এমনই তাঁদের অলৌকিক শক্তি। তাই *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* (মঃ ৬/২৭৯) বলা হয়েছে—

লোহাকে যাবৎ স্পর্শি' হেম নাহি করে ।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥

"স্পর্শ প্রভাবে যতক্ষণ না লোহাকে সোনায় পরিণত করে, ততক্ষণ স্পর্শমণি চেনা যায় না।" ফলের দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায়, প্রতিশ্রুতির দ্বারা নয়। মহাভাগবত জঘন্য জড় জীবনে আবদ্ধ মানুষদের পর্যন্ত ভগবদ্ভক্তে পরিণত করতে পারেন। সেইটিই হচ্ছে মহাভাগবতের লক্ষণ। মহাভাগবত যদিও সাধারণত প্রচার করেন না, তবে জীব উদ্ধারের জন্য মহাভাগবত মধ্যম ভাগবতের স্তরে নেমে আসতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে মহাভাগবত কৃষ্ণভক্তির প্রচারে সর্বতোভাবে উপযুক্ত, কিন্তু তিনি বিচার করতে পারেন না কোথায়

কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা উচিত এবং কোথায় উচিত নয়। তিনি মনে করেন যে সুযোগ দেওয়া হলে সকলেই কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করতে পারে। কনিষ্ঠ এবং মধ্যম অধিকারী ভক্তদের কর্তব্য মহাভাগবতের বাণী শ্রবণে এবং সর্বতোভাবে তাঁর সেবা করতে সর্বদা উৎসুক থাকা। কনিষ্ঠ এবং মধ্যম অধিকারী ভক্ত মহাভাগবতের সঙ্গ প্রভাবে ধীরে ধীরে উত্তম অধিকারী স্তরে উন্নীত হতে পারেন। মহাভাগবতের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৪৫) বলা হয়েছে—

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

"অত্যন্ত উন্নত ভক্ত সবকিছুর মধ্যেই সমস্ত আত্মাদের আত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ফলে তিনি সব কিছুকেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত দেখেন এবং উপলব্ধি করেন যে, অস্তিত্বশীল সব কিছুই ভগবানের মধ্যে নিত্য অবস্থিত।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন—

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর ।
'উত্তম অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২/৬৫)

"শাস্ত্র যুক্তিতে যিনি সুনিপুণ, এবং ভগবানের প্রতি যাঁর শ্রদ্ধা সুদৃঢ়, তিনি 'উত্তম অধিকারী' বৈষ্ণব, তিনি সারা জগতকে উদ্ধার করে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করতে পারেন।" 'ভগবান', 'ভক্তি' ও 'ভক্ত'—এই ত্রিবিধ বস্তুতে মহাভাগবতের অপ্রাকৃত অসংকুচিত প্রেমময়ী দৃষ্টি; তাছাড়া তাঁর অন্য কোন দর্শন নেই। তাঁর দৃষ্টিতে সকলেই ভিন্ন ভিন্নভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত। তাই তিনি মধ্যম স্তরে নেমে আসেন সকলকে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করার জন্য।

শ্লোক ৭৫

ক্রম করি' কহে প্রভু 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ ।
'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর', আর 'বৈষ্ণবতম' ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে ক্রম অনুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণবের লক্ষণ বিশ্লেষণ করে 'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর', এবং 'বৈষ্ণবতম' এই তিনটি স্তর নির্ধারিত করলেন।

শ্লোক ৭৬

এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা ।
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সমস্ত বৈষ্ণবেরা গৌড়ে ফিরে চললেন। সেই বৎসর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জগন্নাথপুরীতে রইলেন।

শ্লোক ৭৭

স্বরূপ-সহিত তাঁর হয় সখ্য-প্রীতি ।
দুই-জনার কৃষ্ণ-কথায় একত্রই স্থিতি ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল; কৃষ্ণ-কথা আলোচনা করে তাঁরা দুইজনে একত্রে থাকতেন।

শ্লোক ৭৮

গদাধর-পণ্ডিতে তেঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল ।
ওড়ন-ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গদাধর পণ্ডিতকে পুনরায় মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। ওড়ন-ষষ্ঠীর দিন তিনি সেই মহোৎসব দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

শীতকালের প্রথম ষষ্ঠীকে 'ওড়ন-ষষ্ঠী' বলে। সেই দিন শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গে শীতবস্ত্র পরানো হয়। সেই শীতবস্ত্র—'মাড়ুয়া' বসন, অর্থাৎ তাঁতির মাড় যুক্ত অধৌত বসন। অর্চন মার্গে, প্রথমে সমস্ত মাড় ধুয়ে, তারপর ভগবানের শ্রীবিগ্রহে অর্পণ করার বিধি রয়েছে। তাই এইভাবে শ্রীজগন্নাথদেবকে মাড়ুয়া বসন পরানো হলে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এ সম্বন্ধে একটু সমালোচনা করে উৎকল ভক্তদের প্রতি কিঞ্চিৎ ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৭৯

জগন্নাথ পরেন তথা 'মাড়ুয়া' বসন ।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবকে মাড়ুয়া বসন পরানো হয়েছে দেখে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন; এবং তার ফলে তাঁর মন কলুষিত হয়েছিল।

শ্লোক ৮০

সেই রাত্রে জগন্নাথ-বলাই আসিয়া ।
দুই-ভাই চড়া'ন তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রাত্রে জগন্নাথ এবং বলদেব, দুই ভাই, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাছে এসে হাসতে হাসতে তাঁর গালে চড় মারতে থাকেন।

শ্লোক ৮১

গাল ফুলিল, আচার্য অন্তরে উল্লাস ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন-দাস ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে চড় খেয়ে যদিও তাঁর গাল ফুলে গিয়েছিল, কিন্তু তবুও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অন্তরে অত্যন্ত উল্লসিত হয়েছিলেন। সেই কথা বিস্তারিতভাবে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৮২

এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ ।
প্রভু-সঙ্গে রহি' করে যাত্রা-দরশন ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে প্রতিবছর গৌড়ের ভক্তরা এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রথযাত্রা দর্শন করতেন।

শ্লোক ৮৩

তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব নিঃশেষ ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

তার মধ্যে যে যে বছর বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলি আমি পরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

শ্লোক ৮৪

এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল ।
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চার বছর অতিবাহিত করলেন। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করতে তাঁর দুই বছর লেগেছিল।

শ্লোক ৮৫

আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে ।
রামানন্দ-হঠে প্রভু না পারে চলিতে ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

অন্য দুবছর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রামানন্দ রায়ের চাতুরির ফলে তিনি জগন্নাথপুরী ত্যাগ করতে পারেননি।

শ্লোক ৮৬

পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা ।
রথ দেখি' না রহিলা, গৌড়েরে চলিলা ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তরা রথযাত্রা মহোৎসব করতে এলেন। রথ দেখে তাঁরা সেখানে রইলেন না, গৌড়ে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ৮৭

তবে প্রভু সার্বভৌম-রামানন্দ-স্থানে ।
আলিঙ্গন করি' কহে মধুর বচনে ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করে মধুর বচনে বললেন—

শ্লোক ৮৮

বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন ।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈলুঁ গমন ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি বৃন্দাবনে যাবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছি, কিন্তু তোমাদের ছল চাতুরিতে আমি গত দুই বছর ধরে সেখানে যেতে পারিনি।

শ্লোক ৮৯

অবশ্য চলিব, দুঁহে করহ সম্মতি ।
তোমা-দুঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন আমি অবশ্যই যাব। দয়া করে তোমরা দুজনে সম্মতি দাও। তোমাদের দুজনকে ছাড়া আমার অন্য কোন গতি নেই।

শ্লোক ৯০

গৌড়-দেশে হয় মোর 'দুই সমাশ্রয়' ।
'জননী' 'জাহ্নবী'—এই দুই দয়াময় ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"গৌড়দেশে আমার দুইটি আশ্রয় রয়েছে—জননী এবং জাহ্নবী। এরা দুই জনেই অত্যন্ত দয়াময়।

শ্লোক ৯১

গৌড়-দেশ দিয়া যাব তাঁ-সবা দেখিয়া ।
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ' পরসন্ন হঞা ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"গৌড় দেশ হয়ে, তাঁদের দুইজনকে দেখে, আমি বৃন্দাবনে যাব; তোমরা দুইজন প্রসন্ন চিত্তে আমাকে অনুমতি দাও।"

শ্লোক ৯২

শুনিয়া প্রভুর বাণী মনে বিচারয় ।
প্রভু-সনে অতি হঠ কভু ভাল নয় ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুরোধ শুনে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং রামানন্দ রায় ভাবলেন, মহাপ্রভুর সঙ্গে অত্যধিক ছল-চাতুরী করা ভাল হবে না।

শ্লোক ৯৩

দুঁহে কহে,—এবে বর্ষা চলিতে নারিবা ।
বিজয়া-দশমী আইলে অবশ্য চলিবা ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

তারা দুজনেই বললেন, "এখন বর্ষার সময়, তোমার ভ্রমণ করতে অসুবিধা হবে, তাই বিজয়া-দশমী পর্যন্ত অপেক্ষা কর, এবং তারপরেই যেও।"

শ্লোক ৯৪

আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান ।
বিজয়া-দশমী-দিনে করিল পয়ান ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

আনন্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্ষাকাল অতিবাহিত করলেন; এবং তারপর বিজয়া-দশমীর দিন তিনি বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৯৫

জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাঞাছিল ।
কড়ার, চন্দন, ডোর, সব সঙ্গে লৈল ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

কড়ার (এক প্রকার তিলক), চন্দন, পট্টডোরী, আদি শ্রীজগন্নাথদেবের যত প্রসাদ তিনি পেয়েছিলেন তা সব সঙ্গে নিলেন।

শ্লোক ৯৬

জগন্নাথে আজ্ঞা মাগি' প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া-ভক্তগণ সঙ্গে পাছে চলি' আইলা ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রভাতে যাত্রা করলেন। উড়িয়া ভক্তরাও তাঁর পিছনে পিছনে চললেন।

শ্লোক ৯৭

উড়িয়া-ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা।
নিজগণ-সঙ্গে প্রভু 'ভবানীপুর' আইলা ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

মধুর বচনে প্রবোধ দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উড়িয়া ভক্তদের নিবৃত্ত করলেন, এবং তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে ভবানীপুরে এলেন।

তাৎপর্য

জান্‌কাদেইপুর অর্থাৎ জানকীদেবীপুরের আগে 'ভবানীপুর'।

শ্লোক ৯৮

রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাঞা ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভবানীপুরে এসে পৌঁছলেন, তখন রামানন্দ রায় পালকিতে চড়ে সেখানে এলেন, এবং বাণীনাথ রায় মহাপ্রভুর কাছে বহু প্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন।

শ্লোক ৯৯

প্রসাদ ভোজন করি' তথায় রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি' প্রভু 'ভুবনেশ্বর' আইলা ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

প্রসাদ ভোজন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই রাত্রে সেখানে রইলেন। পরের দিন সকালে তিনি পায়ে হেঁটে ভুবনেশ্বরে এলেন।

শ্লোক ১০০

'কটকে' আসিয়া কৈল 'গোপাল' দরশন।
স্বপ্নেশ্বর-বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

কটকে পৌঁছে তিনি মন্দিরে গোপালদেবকে দর্শন করলেন, এবং স্বপ্নেশ্বর নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁকে প্রসাদ গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্লোক ১০১

রামানন্দ-রায় সব-গণে নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি' প্রভু বাসা কৈল ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় অন্য সকলকে প্রসাদ গ্রহণ করতে নিবেদন করলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মন্দিরের বাইরে উদ্যানে সেই রাত্রে বাস করলেন।

শ্লোক ১০২

ভিক্ষা করি' বকুল-তলে করিলা বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র-ঠাঞি রায় করিল পয়ান ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

প্রসাদ সেবা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বকুলতলায় বিশ্রাম করলেন, এবং তখন রামানন্দ রায় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে গেলেন।

শ্লোক ১০৩

শুনি' আনন্দিত রাজা অতিশীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি' দণ্ডবৎ ভূমেতে পড়িলা ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন বার্তা শুনে মহারাজ প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং মহাপ্রভুকে দেখে ভূপতিত হয়ে দণ্ডবৎ করলেন।

শ্লোক ১০৪

পুনঃ উঠে, পুনঃ পড়ে প্রণয়-বিহ্বল।
স্তুতি করে, পুলকাঙ্গ, পড়ে অশ্রুজল ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমে বিহ্বল হয়ে রাজা বার বার উঠে মাটিতে পড়ে দণ্ডবৎ করতে লাগলেন। তিনি

মহাপ্রভুর স্তুতি করতে লাগলেন, তখন তাঁর দেহ পুলকিত হল এবং তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

শ্লোক ১০৫

তাঁর ভক্তি দেখি' প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ।
উঠি' মহাপ্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর ভক্তি দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, এবং উঠে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১০৬

পুনঃ স্তুতি করি' রাজা করয়ে প্রণাম ।
প্রভু-কৃপা-অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

পুনরায় স্তুতি করে রাজা তাঁকে প্রণাম করলেন; এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা-অশ্রুতে তিনি স্নাত হলেন।

শ্লোক ১০৭

সুস্থ করি, রামানন্দ, রাজারে বসাইলা ।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় রাজাকে সুস্থ করে বসালেন; এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কায়মনোবাক্যে তাঁকে কৃপা করলেন।

শ্লোক ১০৮

ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌররায় ।
"প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা" নাম হৈল যায় ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে এমনভাবে কৃপা করলেন যে, সেদিন থেকে তাঁর (মহাপ্রভুর) নাম হল 'প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা'।

শ্লোক ১০৯

রাজ-পাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন ।
রাজারে বিদায় দিলা শচীর নন্দন ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

রাজার উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনা করলেন। তারপর শচীনন্দন গৌরহরি রাজাকে বিদায় দিলেন।

শ্লোক ১১০

বাহিরে আসি' রাজা আজ্ঞা-পত্র লেখাইল ।
নিজ-রাজ্যে যত 'বিষয়ী', তাহারে পাঠাইল ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

বাইরে এসে রাজা ঘোষণা-পত্র লিখে তাঁর রাজ্যের সমস্ত 'বিষয়ী'-দের (যে রাজ কর্মচারী গ্রামের তহশীল আদায় করে) কাছে তা পাঠালেন।

শ্লোক ১১১

'গ্রামে-গ্রামে' নূতন আবাস করিবা ।
পাঁচ-সাত নব্যগৃহে সামগ্র্যে ভরিবা ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ঘোষণা পত্রে তিনি লিখেছিলেন—"প্রতিটি গ্রামে নতুন বাসস্থান নির্মাণ করবেন, এবং পাঁচ-সাতটি নতুন গৃহে সব রকম খাদ্যদ্রব্য ভরে রাখবেন।

শ্লোক ১১২

আপনি প্রভুকে লঞা তাহাঁ উত্তরিবা ।
রাত্রি-দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা ॥' ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনারা নিজেরা সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে যাবেন, এবং দিবা-রাত্র দণ্ডহাতে তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকবেন।"

শ্লোক ১১৩

দুই মহাপাত্র,—'হরিচন্দন', 'মর্দরাজ' ।
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা—'করিহ সর্ব কায ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

হরিচন্দন এবং মর্দরাজ নামক দুইজন মহাপাত্রকে (সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারীকে) আদেশ দিলেন নিম্নলিখিত সমস্ত কাজগুলি সম্পাদন করতে।

শ্লোক ১১৪-১১৫

এক নব্য-নৌকা আনি' রাখহ নদী-তীরে ।
যাহাঁ স্নান করি' প্রভু যান নদী-পারে ॥ ১১৪ ॥

তাহাঁ স্তম্ভ রোপণ কর 'মহাতীর্থ' করি'।
নিত্য স্নান করিব তাহাঁ, তাহাঁ যেন মরি ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"নতুন নৌকা এনে, মহাপ্রভুর যাত্রা পথে নদীর তীরে রাখ, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেখানে স্নান করে নদী পার হবেন, সেই সমস্ত 'মহাতীর্থে' স্তম্ভ নির্মাণ কর। আমি নিত্য সেখানে স্নান করব, এবং প্রার্থনা করি যেন সেখানেই আমি মরতে পারি।"

শ্লোক ১১৬

চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস।
রামানন্দ, যাহ তুমি মহাপ্রভু-পাশ ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

রাজা নির্দেশ দিলেন, "চতুর্দ্বারে, অতি উত্তম একটি নতুন বাসস্থান নির্মাণ কর।" তারপর রাজা রামানন্দ রায়কে নির্দেশ দিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যেতে।

শ্লোক ১১৭

সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু,—নৃপতি শুনিল।
হস্তী-উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

রাজা যখন শুনলেন যে মহাপ্রভু সন্ধ্যাবেলা যাত্রা করবেন, তখন তিনি হাতির পিঠে তাঁবুর ঘর বানিয়ে তাতে করে পুর-স্ত্রীদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করাতে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক ১১৮

প্রভুর চলিবার পথে রহে সারি হঞা।
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

পুর-স্ত্রীদের নিয়ে হাতির দল সারিবদ্ধভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যাত্রাপথে দাঁড়িয়ে রইল। সন্ধ্যাবেলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১১৯

'চিত্রোৎপলা-নদী' আসি' ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষীসকল দেখি' করয়ে প্রণাম ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

চিত্রোৎপলা নদীর তীরে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্নান করলেন এবং রাজমহিষী ও পুর-স্ত্রীরা তাঁকে দর্শন করে প্রণাম করলেন।

শ্লোক ১২০

প্রভুর দরশনে সবে হৈল প্রেমময়।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে, নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে তাঁরা সকলে ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হলেন, তাঁরা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং তাঁদের চোখ দিয়ে অশ্রু পড়তে লাগল।

শ্লোক ১২১

এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো এমন কৃপালু আর কারও কথা আমরা ত্রিভুবনে শুনিনি—দূর থেকেও যাঁকে দর্শন করলে এইভাবে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

শ্লোক ১২২

নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈল নদীপার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি' আইলা চতুর্দ্বার ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

নৌকাতে চড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নদী পার হলেন, এবং জোৎস্নালোকিত রাত্রে হেঁটে তিনি চতুর্দ্বার নামক গ্রামে এলেন।

শ্লোক ১২৩

রাত্রে তথা রহি, প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

রাত্রে সেখানে থেকে, সকালবেলা তিনি প্রাতঃকৃত্য ও স্নান করলেন। সেই সময়, শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ এল।

শ্লোক ১২৪

রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনে-দিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহু-জনে ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

রাজার আদেশে মন্দিরের পড়িছা প্রতিদিন বহুলোক দিয়ে প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ পাঠাতেন।

শ্লোক ১২৫

স্বগণ-সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি' ।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি' 'হরি' 'হরি' ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ গ্রহণ করলেন। তারপর উঠে হরিনাম করতে করতে তিনি যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১২৬

রামানন্দ, মর্দরাজ, শ্রীহরিচন্দন ।
সঙ্গে সেবা করি' চলে এই তিন জন ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায়, মর্দরাজ এবং শ্রীহরিচন্দন, এই তিনজন সর্বদা মহাপ্রভুর সঙ্গে থেকে নানাপ্রকার সেবা করে যেতে লাগলেন।

শ্লোক ১২৭-১২৯

প্রভু-সঙ্গে পুরী-গোসাঞি, স্বরূপ-দামোদর ।
জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥ ১২৭ ॥
হরিদাস-ঠাকুর, আর পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ।
গোপীনাথাচার্য, আর পণ্ডিত-দামোদর ॥ ১২৮ ॥
রামাই, নন্দাই, আর বহু ভক্তগণ ।
প্রধান কহিলুঁ, সবার কে করে গণন ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দ পুরী গোস্বামী, স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য, দামোদর পণ্ডিত, রামাই, নন্দাই এবং আরও অনেক ভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যাচ্ছিলেন। আমি কেবল প্রধান প্রধান ভক্তদের নাম উল্লেখ করলাম। এত ভক্ত তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিলেন যে তা গণনা করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৩০

গদাধর-পণ্ডিত যবে সঙ্গেতে চলিলা ।
'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িহ'—প্রভু নিষেধিলা ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

গদাধর পণ্ডিত যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে চললেন, তখন মহাপ্রভু তাঁকে তাঁর সঙ্গে যেতে নিষেধ করে বললেন, 'তুমি তোমার ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ছেড় না।'

তাৎপর্য

কেউ যখন ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাঁর পূর্ববাসগৃহ পরিত্যাগ করে কোন বিশেষ কৃষ্ণতীর্থে, অর্থাৎ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বা নবদ্বীপ ধামে বা মথুরামণ্ডলে এককভাবে বা সপরিবারে পারমার্থিক জীবন-যাপন করে বাস করেন। তাদের আশ্রমকে 'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস' বলে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, এই আশ্রমই কলিকালে উপযুক্ত বানপ্রস্থ-ধর্ম। সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই প্রকার 'ক্ষেত্র-সন্ন্যাসী' ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩১

পণ্ডিত কহে,—"যাহাঁ তুমি, সেই নীলাচল ।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥" ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন গদাধর পণ্ডিত বললেন, "তুমি যেখানে থাক সেই স্থানটি নীলাচল, তাই আমি তোমার সঙ্গেই যাব। আমার 'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস' রসাতলে যাক।"

শ্লোক ১৩২

প্রভু কহে,—"ইহাঁ কর গোপীনাথ সেবন" ।
পণ্ডিত কহে,—"কোটি-সেবা ত্বৎপাদ-দর্শন ॥" ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতকে বললেন, "তুমি এখানে থেকে গোপীনাথের সেবা কর।" তার উত্তরে গদাধর পণ্ডিত বললেন, "তোমার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের ফলে গোপীনাথের কোটি কোটি সেবা সম্পাদিত হয়।"

শ্লোক ১৩৩

প্রভু কহে,—"সেবা ছাড়িবে, আমায় লাগে দোষ ।
ইঁহা রহি' সেবা কর,—আমার সন্তোষ ॥" ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "তুমি যদি তাঁর সেবা ত্যাগ কর, তাহলে আমার তাতে দোষ হবে। তুমি এখানে থেকে গোপীনাথের সেবা কর, তাহলে আমার সন্তোষ হবে।"

শ্লোক ১৩৪

পণ্ডিত কহে,—"সব দোষ আমার উপর ।
তোমা-সঙ্গে না যাইব, যাইব একেশ্বর ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

গদাধর পণ্ডিত বললেন, "সেজন্য তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না। সব দোষ আমারই হবে। আমি তোমার সঙ্গে যাব না, আমি একলাই যাব।

শ্লোক ১৩৫

আই'কে দেখিতে যাইব, না যাইব তোমা লাগি' ।
'প্রতিজ্ঞা'-'সেবা'-ত্যাগ-দোষ, তার আমি ভাগী ॥" ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি শচীমাতাকে দেখতে যাব, আমি তোমার জন্য যাব না। আমার প্রতিজ্ঞা এবং সেবা-ত্যাগের যে দোষ তার ভাগী আমিই হব।"

শ্লোক ১৩৬

এত বলি' পণ্ডিত-গোসাঞি পৃথক্ চলিলা ।
কটক আসি' প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী পৃথকভাবে চলতে লাগলেন, কিন্তু কটকে পৌঁছানোর পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে ডেকে আনলেন।

শ্লোক ১৩৭

পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ-প্রেম বুঝন না যায় ।
'প্রতিজ্ঞা', 'শ্রীকৃষ্ণ-সেবা' ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

গদাধর পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ প্রেম কেউই বুঝতে পারে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যাওয়ার জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা এবং ক্ষেত্র সন্ন্যাস ত্যাগ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে হেলা ভরে একজন একটি তৃণ পরিত্যাগ করে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গলাভের জন্য গদাধর পণ্ডিত তাঁর গোপীনাথ সেবার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেছিলেন। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্তরাই কেবল এই প্রকার প্রেমের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সাধারণত কেউ তা বুঝতে পারে না।

শ্লোক ১৩৮

তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ ।
তাঁহার হাতে ধরি' কহে করি' প্রণয়-রোষ ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

গদাধর পণ্ডিতের আচরণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর হাতে ধরে প্রণয়জনিত রোষ সহকারে তিনি তাঁকে বললেন—

শ্লোক ১৩৯

'প্রতিজ্ঞা', 'সেবা' ছাড়িবে,—এ তোমার 'উদ্দেশ' ।
সে সিদ্ধ হইল—ছাড়ি' আইলা দূর দেশ ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা এবং সেবা ত্যাগ করবে এই তোমার উদ্দেশ্য ছিল। তোমার সে উদ্দেশ্য সাধন হয়েছে—তুমি তা ত্যাগ করে দূর দেশে এসেছ।

শ্লোক ১৪০

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ,—বাঞ্ছ নিজ-সুখ ।
তোমার দুই ধর্ম যায়,—আমার হয় 'দুঃখ' ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি আমার সঙ্গে থাকতে চাও, সেটি তোমার নিজের ইন্দ্রিয় সুখের বাসনা। এইভাবে তুমি দুইটি ধর্মনীতি লঙ্ঘন করছ, তার ফলে আমি দুঃখ পাচ্ছি।

শ্লোক ১৪১

মোর সুখ চাহ যদি, নীলাচলে চল ।
আমার শপথ, যদি আর কিছু বল ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি যদি আমার সুখ চাও, তাহলে দয়া করে নীলাচলে ফিরে যাও। তুমি যদি এর উপর আর কিছু বল তাহলে আমার শপথ রইল।"

শ্লোক ১৪২

এত বলি' মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা ।
মূর্চ্ছিত হঞা পণ্ডিত তথাই পড়িলা ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৌকাতে উঠলেন, এবং গদাধর পণ্ডিত সেইখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

শ্লোক ১৪৩

পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য কহে,—"উঠ, ঐছে প্রভুর লীলা ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে আদেশ দিলেন গদাধর পণ্ডিতকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য গদাধর পণ্ডিতকে বললেন, উঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা এরকমই।

শ্লোক ১৪৪

তুমি জান, কৃষ্ণ নিজ-প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্ত কৃপা-বশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি তো জান যে, কৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-বাৎসল্যের বশে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ১৪৫

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥ ১৪৫ ॥

স্বনিগমম্—পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ না করার প্রতিজ্ঞা; অপহায়—পরিত্যাগ করে; মৎপ্রতিজ্ঞাম্—আমার প্রতিজ্ঞা; ঋতম্—সত্য; অধিকর্তুম্—অধিক করা; অবপ্লুতঃ—লাফ দিয়ে নেমে এসে; রথস্থঃ—যিনি রথে ছিলেন (শ্রীকৃষ্ণ); ধৃত—ধারণ করে; রথচরণঃ—রথের চাকা; অভ্যয়াৎ—ধাবিত হয়েছিলেন; চলদ্গুঃ—সারা পৃথিবী কম্পিত করে; হরিঃ—সিংহ; ইব—মতন; হন্তুম্—হত্যা করার জন্য; ইভম্—হস্তীকে; গতোত্তরীয়ঃ—তাঁর উত্তরীয় খসে পড়েছিল।

অনুবাদ

" 'আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করে অস্ত্রধারণ করবেন না, এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে রথ থেকে নেমে এসে একটি ভগ্ন রথের চাকা তুলে নিয়ে, সিংহ যেভাবে হস্তীকে বধ করবার জন্য তীব্রবেগে ধাবিত হয়, ঠিক সেইভাবে আমার প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর পদভারে পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল এবং তাঁর উত্তরীয় খসে পড়েছিল।'

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করবেন না এবং অস্ত্র ধারণ পর্যন্ত করবেন না। কিন্তু ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাবেন। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথ থেকে নেমে এসে, একটি ভগ্ন রথের চাকা তুলে নিয়ে ভীষ্মকে বধ করবার জন্য ধাবিত হয়েছিলেন। এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/৯/৩৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪৬

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া ॥" ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তেমনই তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বহু যত্নে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন।"

শ্লোক ১৪৭

এই মত কহি' তাঁরে প্রবোধ করিলা।
দুইজনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সার্বভৌম ভট্টাচার্য গদাধর পণ্ডিতকে প্রবোধ দিলেন, এবং শোকাকুল হয়ে দুইজনে নীলাচলে ফিরে এলেন।

শ্লোক ১৪৮

প্রভু লাগি' ধর্ম-কর্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য ভক্তরা সর্বপ্রকার ধর্ম এবং কর্ম ত্যাগ করেন, কিন্তু ভক্তের ধর্ম হানি হয়, ভগবান তা চান না।

শ্লোক ১৪৯

'প্রেমের বিবর্ত' ইহা শুনে যেইজন।
অচিরে মিলিয়ে তাঁরে চৈতন্য-চরণ ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইপ্রকার প্রেমের বিবর্ত যিনি শ্রবণ করেন, অচিরেই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন।

শ্লোক ১৫০

দুই রাজপাত্র যেই প্রভু-সঙ্গে যায়।
'যাজপুর' আসি প্রভু তারে দিলেন বিদায় ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

যে দুজন রাজপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যাচ্ছিলেন, যাজপুরে এসে প্রভু তাদের বিদায় দিলেন।

তাৎপর্য

যাজপুর উড়িষ্যার একটি অতি প্রসিদ্ধ স্থান। এটি বৈতরণী নদীর তীরে কটক জেলার একটি মহকুমা। পূর্বে মহর্ষিরা বৈতরণী নদীর উত্তর পাড়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন; তাই এই স্থানটির নাম যাজপুর—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের স্থান। কারও কারও মতে এই স্থানটি মহারাজ যযাতির রাজধানী ছিল; 'যযাতি নগর' থেকে 'যাজপুর' নাম হয়েছে। *মহাভারতে* বন-পর্বে, একশ' চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে—

এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাহযজত ধর্ম্মোহপি দেবান্ শরণমেত্য বৈ।
অত্র বৈ ঋষয়োহন্যে চ পুরা ক্রতুভিরীজিরে ॥

মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে, এই স্থানে ঋষিরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। এখানে অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি আছে; তার মধ্যে শ্রীবরাহদেবের মূর্তি বিশেষ পূজ্য। শক্তির উপাসকেরা 'বারাহী', 'বৈষ্ণবী' ও 'ইন্দ্রানী' প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করেন। আবার, অনেকগুলি শিব মূর্তি ও দশাশ্বমেধ ঘাট আছে। এই স্থানকে 'নাভিগয়া', 'বিরজা-ক্ষেত্র' প্রভৃতিও বলা হয়।

শ্লোক ১৫১

প্রভু বিদায় দিল, রায় যায় তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রি-দিনে ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাজপুরুষদের বিদায় দিলেন, এবং রামানন্দ রায় তাঁর সঙ্গে চললেন। মহাপ্রভু দিন-রাত রামানন্দ রায়ের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করতেন।

শ্লোক ১৫২

প্রতি গ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্য গৃহে নানা-দ্রব্যে করয়ে সেবন ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

প্রতিটি গ্রামে, রাজার আদেশে, রাজকর্মচারীরা, নতুন বাড়ি বানিয়ে, তাতে নানাপ্রকার আহার্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পূর্ণ করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫৩

এইমত চলি' প্রভু 'রেমুণা' আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ-রায়ে বিদায় দিলা ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রেমুণায় এলেন, এবং সেখান থেকে তিনি শ্রীরামানন্দ রায়কে বিদায় দিলেন।

তাৎপর্য

মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ১৪৯ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভদ্রক থেকে রামানন্দ রায়কে বিদায় দিয়েছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—"কারও মতে,—'রেমুণা' তখন ভদ্রক প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব; কারও মতে,—পূর্বোক্ত 'ভদ্রক'-এর স্থানে 'রেমুণা'—পাঠ সংগত; কিন্তু ভদ্রক থেকে রামানন্দ রায়ের ফিরে যাওয়াই অধিকতর সংগত বলে মনে হয়। 'ভদ্রক'—বালেশ্বর থেকে চার যোজন দক্ষিণে অবস্থিত, এবং 'রেমুণা'—প্রায় অর্ধযোজন (পাঁচ মাইল) পশ্চিমে অবস্থিত।

শ্লোক ১৫৪

ভূমেতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায়ে কোলে করি' প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন রামানন্দ রায় অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়লেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে কোলে করে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৫৫

রায়ের বিদায়-ভাব না যায় সহন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে রামানন্দ রায়ের বিদায় কালীন ভাব এত মর্মান্তিক যে তা সহ্য করা যায় না। তা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৫৬

তবে 'ওড্রদেশ-সীমা' প্রভু চলি' আইলা ।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর পায়ে হেঁটে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উড়িষ্যা দেশের সীমায় এলেন, এবং সেখানকার রাজ-অধিকারী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

শ্লোক ১৫৭

দিন দুই-চারি তেঁহো করিল সেবন ।
আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রাজকর্মচারী দুই-চার দিন মহাপ্রভুর সেবা করলেন; এবং তিনি আগের পথের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করলেন।

শ্লোক ১৫৮

মদ্যপ যবন—রাজার আগে অধিকার ।
তাঁর ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি মহাপ্রভুকে জানালেন যে, সামনে প্রদেশের রাজা হচ্ছেন একজন মদ্যপ যবন, এবং তার ভয়ে কেউ পথে চলতে পারে না।

শ্লোক ১৫৯

পিছলদা পর্যন্ত সব তাঁর অধিকার ।
তাঁর ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

পিছলদা পর্যন্ত তার রাজ্য এবং তার ভয়ে কেউ নদী পার হতে পারে না।

তাৎপর্য

তখনকার দিনে পিছলদা ছিল তমলুকের অন্তর্গত। এই স্থানটি তমলুকের চৌদ্দ মাইল দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত।

শ্লোক ১৬০

দিন কত রহ, সন্ধি করি' তাঁর সনে ।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সেই রাজকর্মচারীটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তখন বললেন, "আপনি কয়েকদিন এখানে থাকুন। ইতিমধ্যে আমি সেই মুসলমান রাজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি। তারপর আপনি স্বচ্ছন্দে নৌকাতে যাত্রা করুন।"

শ্লোক ১৬১

সেই কালে সে যবনের এক অনুচর ।
'উড়িয়া-কটকে' আইল করি' বেশান্তর ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় সেই যবনের এক অনুচর ছদ্মবেশে উৎকল দেশীয় রাজার সৈন্য শিবিরে এল।

শ্লোক ১৬২-১৬৪

প্রভুর সেই অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া ।
হিন্দু-চর কহে সেই যবন-পাশ গিয়া ॥ ১৬২ ॥
'এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হইতে ।
অনেক সিদ্ধ-পুরুষ হয় তাঁহার সহিতে ॥ ১৬৩ ॥
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ-সংকীর্তন ।
সবে হাসে, নাচে, গায়, করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই যবন রাজার হিন্দুচর, মহাপ্রভুর অদ্ভুত চরিত্র দর্শন করে সেই যবনের কাছে গিয়ে বলল, "জগন্নাথপুরী থেকে এক সন্ন্যাসী এসেছেন। তাঁর সঙ্গে অনেক সিদ্ধ পুরুষ রয়েছেন। তাঁরা নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করেন, এবং সেই সংকীর্তনের প্রভাবে হাসেন, নাচেন, উচ্চস্বরে গান এবং ক্রন্দন করেন।

শ্লোক ১৬৫

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে ।
তাঁরে দেখি' পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে দেখতে আসেন, এবং তাঁকে দেখে তারা আর ঘরে ফিরে যেতে পারে না।

শ্লোক ১৬৬

সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায় ।
'কৃষ্ণ' কহি' নাচে, কান্দে, গড়াগড়ি যায় ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সমস্ত লোকেরা ঠিক উন্মাদের মতো। কৃষ্ণনাম করে তারা নাচে, কাঁদে, এবং মাটিতে গড়াগড়ি দেয়।

শ্লোক ১৬৭

কহিবার কথা নহে—দেখিলে সে জানি ।
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে 'ঈশ্বর' করি' মানি ॥' ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত বিষয় আলোচনা পর্যন্ত করা যায় না। স্বচক্ষে দেখলেই কেবল তা বোঝা যায়। তাঁর প্রভাব দেখে আমার মনে হয় যে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।"

শ্লোক ১৬৮

এত কহি' সেই চর 'হরি' 'কৃষ্ণ' গায় ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় বাউলের প্রায় ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে সেই চরটি 'হরি' 'কৃষ্ণ' নাম করতে করতে উন্মাদের মতো হাসতে লাগল, কাঁদতে লাগল, নাচতে লাগল এবং গাইতে লাগল।

শ্লোক ১৬৯

এত শুনি' যবনের মন ফিরি' গেল ।
আপন-'বিশ্বাস' উড়িয়া স্থানে পাঠাইল ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

সে কথা শুনে সেই মুসলমান নবাবের মনোভাব পরিবর্তন হল, এবং তিনি তার বিশ্বস্ত অমাত্যকে উৎকল রাজার প্রতিনিধির কাছে পাঠালেন।

শ্লোক ১৭০

'বিশ্বাস' আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' প্রেমে বিহ্বল হইল ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

মুসলমান রাজার সেই বিশ্বস্ত অমাত্যটি এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম বর্ণনা করলেন, এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে করতে প্রেমে বিহ্বল হলেন।

শ্লোক ১৭১

ধৈর্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্করি' ।
'তোমা-স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ অধিকারী ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর নিজেকে সংযত করে সেই অমাত্যটি উৎকল রাজার প্রতিনিধিকে বললেন, "মুসলমান নবাব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে।

শ্লোক ১৭২

তুমি যদি আজ্ঞা দেহ' এখানে আসিয়া ।
যবন অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে নবাব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

শ্লোক ১৭৩

বহুত উৎকণ্ঠা তাঁর, কর্যাছে বিনয় ।
তোমা-সনে এই সন্ধি, নাহি যুদ্ধ-ভয় ॥' ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"নবাব অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে এই অনুরোধ পেশ করেছেন। এটি একটি সন্ধির আবেদন, এতে যুদ্ধের আশঙ্কা করার কোন কারণ নেই।"

শ্লোক ১৭৪

শুনি' মহাপাত্র কহে হঞা বিস্ময় ।
'মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে করয়। ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই প্রস্তাব শুনে উড়িষ্যা রাজার প্রতিনিধি, অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, "মদ্যপ যবনের চিত্ত কে এইভাবে পরিবর্তন করল?

শ্লোক ১৭৫

আপনে মহাপ্রভু তাঁর মন ফিরাইল ।
দর্শন-স্মরণে যাঁর জগৎ তারিল ॥' ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যাঁর দর্শনে এবং স্মরণে সারা জগৎ উদ্ধার লাভ করে, সেই মহাপ্রভুই তার মনের পরিবর্তন করেছেন।"

তাৎপর্য

সেই মুসলমান নবাব ছিল মদ্যপ। সাধারণত, তার মনোভাব পরিবর্তন হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে কারোর মনোভাব পরিবর্তন করে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করতে পারেন। কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যনাম স্মরণ করার ফলে অথবা তাঁকে দর্শন করার ফলে যে কেউ এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে, হাজার হাজার মদ্যপ, যবন ও ম্লেচ্ছ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হচ্ছে, এবং তা সম্ভব হচ্ছে কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে। হাজার হাজার বিদেশীদের এইভাবে বৈষ্ণব হতে দেখে লোকেরা খুবই আশ্চর্য হয়। সাধারণত পাশ্চাত্যের মানুষেরা আমিষ আহার, সুরাপান, দ্যূত-ক্রীড়া এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; তাই তাদের কৃষ্ণভক্তে পরিণত হওয়া অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। বিশেষ করে ভারতবর্ষে মানুষেরা তা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হন। তার উত্তর এইখানে দেওয়া হয়েছে—"দর্শন-স্মরণে যাঁর জগৎ তারিল।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন এবং স্মরণের ফলেই কেবল তা সম্ভব হয়েছে। পাশ্চাত্যের ভক্তরা গভীর নিষ্ঠা সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদদের নাম কীর্তন করছেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদদের কৃপায়, মানুষেরা পবিত্র হচ্ছে এবং তাদের চেতনা মায়া থেকে কৃষ্ণমুখী হচ্ছে।

'বিশ্বাস' শব্দটি সচিবের উপাধি। এই উপাধিটি সাধারণত হিন্দু কায়স্থদের মধ্যে দেখা যায়। বঙ্গদেশে কায়স্থদের মধ্যে এখন এই উপাধিটি প্রচলিত আছে। যাকে বিশ্বাস করা যায় তিনি বিশ্বাসী। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে,—গৌড়দেশীয় যবন রাজার বিশ্বাসখানা বলে একটি দপ্তর ছিল; তাতে অত্যন্ত বিশ্বস্ত কায়স্থরাই কার্যভার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজার যখন যেখানে প্রধান কাজ পড়ত, সেখানেই কায়স্থ বিশ্বাসীরা প্রেরিত হতেন।

শ্লোক ১৭৬

এত বলি' বিশ্বাসেরে কহিল বচন ।
"ভাগ্য তাঁর—আসি' করুক প্রভু দরশন ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

মনে মনে এইভাবে ভেবে, মহাপাত্র সেই মুসলমান নবাবের প্রেরিত কর্মচারীটিকে বললেন, "এটি আপনার নবাবের পরম সৌভাগ্য। তিনি আসুন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করুন।

শ্লোক ১৭৭

প্রতীত করিয়ে—যদি নিরস্ত্র হঞা ।
আসিবেক পাঁচ-সাত ভৃত্য সঙ্গে লঞা ॥" ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তবে তিনি নিরস্ত্র হয়ে আসবেন, এবং সঙ্গে কেবল পাঁচ-সাতজন ভৃত্য থাকবে।"

শ্লোক ১৭৮

'বিশ্বাস' যাঞা তাঁহারে সকল কহিল ।
হিন্দুবেশ ধরি' সেই যবন আইল ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

বিশ্বাস ফিরে গিয়ে সেই যবনকে সমস্ত কথা জানালেন; এবং সেই যবন হিন্দুর বেশ ধারণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে এলেন।

শ্লোক ১৭৯

দূর হৈতে প্রভু দেখি' ভূমেতে পড়িয়া ।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হঞা ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

দূর থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে সেই মুসলমান নবাব ভূপতিত হয়ে দণ্ডবৎ করলেন, তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল এবং সারা অঙ্গ পুলকিত হল।

শ্লোক ১৮০

মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান ।
যোড়হাতে প্রভু-আগে লয় কৃষ্ণনাম ॥ ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

সম্মান করে মহাপাত্র তাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে এলেন; এবং তিনি তখন হাত জোড় করে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৮১-১৮২

"অধম যবনকুলে কেন জন্ম হৈল ।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না জন্মাইল ॥ ১৮১ ॥
'হিন্দু' হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান ।
ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক পরাণ ॥" ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই নবাব তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে বলতে লাগলেন, "কেন অধম যবনকুলে আমার জন্ম হল? বিধি কেন আমাকে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করাল না? আমি যদি হিন্দু হতাম তাহলে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সান্নিধ্য লাভ করতে পারতাম। আমার এই দেহ ব্যর্থ। এখনই আমার মৃত্যু হোক।"

শ্লোক ১৮৩

এত শুনি' মহাপাত্র আবিষ্ট হঞা ।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

নবাবের এই বিনীত আবেদন শুনে, আনন্দে বিহ্বল হয়ে মহাপাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম জড়িয়ে ধরে স্তুতি করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৮৪

'চণ্ডাল—পবিত্র যাঁর শ্রীনাম-শ্রবণে ।
হেন-তোমার এই জীব পাইল দরশনে ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"যাঁর শ্রীনাম শ্রবণ করে চণ্ডাল পর্যন্ত পবিত্র হয় সেই তোমার দর্শন এই জীব পেয়েছে।

শ্লোক ১৮৫

ইঁহার যে এই গতি, ইথে কি বিস্ময়?
তোমার দর্শন-প্রভাব এইমত হয় ॥' ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এর যে এই গতি হয়েছে, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে? তোমার দর্শনের প্রভাবে এই রকমই হয়।

শ্লোক ১৮৬

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ১৮৬ ॥

যৎ—যাঁর; নামধেয়—নামের; শ্রবণ—শ্রবণ করার ফলে; অনুকীর্তনাৎ—এবং কীর্তন করার ফলে; যৎ—যাঁর; প্রহ্বণাৎ—নমস্কার করার ফলে; যৎ—যাঁর; স্মরণাৎ—স্মরণ করার ফলে;

অপি—ও; ক্বচিৎ—কখনও কখনও; শ্বাদঃ—সবচাইতে অধঃপতিত শ্বপচ কুলোদ্ভূত; অপি—ও; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; সবনায়—বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার; কল্পতে—যোগ্যতা অর্জন করে; কুতঃ—কি বলার আছে; পুনঃ—পুনরায়; তে—আপনার; ভগবন্—হে পরমেশ্বর ভগবান; নু—অবশ্যই; দর্শনাৎ—দর্শনের ফলে।

অনুবাদ

" 'হে ভগবন্, যাঁর নাম শ্রবণ, কীর্তন, প্রণাম ও স্মরণ করা মাত্র চণ্ডাল ও যবন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যোগ্য হয়ে ওঠে, এমন যে প্রভু তুমি, তোমার দর্শনের প্রভাবে কি না হয়?' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/৩৩/৬) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটিতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে সবচাইতে অধঃপতিত কুকুরভোজী চণ্ডাল যদি ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করে এবং শ্রবণ করে, তাহলে সেও তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যোগ্যতা অর্জন করে। বিশেষ করে এই কলিযুগে তা অত্যন্ত সত্য।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(*বৃহন্নারদীয় পুরাণ* ৩৮/১২৬)

ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও, যথাযথভাবে উপনয়ন সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায় না। কিন্তু এই শ্লোকটির মাধ্যমে বোঝা যায় যে অত্যন্ত নিচু কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন এবং শ্রবণ করেন তাহলে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার যোগ্যতা অর্জন করেন। কখনও কখনও ঈর্ষা পরায়ণ মানুষেরা আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকানরা কিভাবে ব্রাহ্মণ হয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছে। তারা জানে না যে ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকানরা ইতিমধ্যেই ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" কীর্তন করার ফলে পবিত্র হয়েছে। এইটিই তার প্রমাণ। *শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে।* কেউ শ্বপচ কুলে জন্মগ্রহণ করলেও, কেবল মহামন্ত্র কীর্তন করার প্রভাবে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যোগ্যতা অর্জন করেন।

যারা পাশ্চাত্যের বৈষ্ণবদের দোষ খুঁজে বেড়ায়, তাদের *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটি এবং এই শ্লোকটির সম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামীর ভাষ্য বিবেচনা করে দেখা উচিত। এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ হতে হলে উপনয়ন সংস্কারের প্রতীক্ষা করতে হয়, কিন্তু ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনকারীকে উপনয়ন সংস্কারের অপেক্ষা করতে হয় না। যথাযথভাবে মন্ত্রদীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের ভক্তদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে দিই না। কিন্তু এই শ্লোকটির অনুসারে, নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তনকারী

ইতিমধ্যেই *অগ্নিহোত্র* যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার উপযুক্ত, যদিও তার উপনয়ন সংস্কার হয়নি। এইটিই মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান কপিলদেবের উক্তি। ভগবান কপিলদেবই তাঁর মাতা দেবহূতিকে শুদ্ধ সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮৭

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা-দৃষ্টি করি' ।
আশ্বাসিয়া কহে,—তুমি কহ 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই মুসলমান নবাবের প্রতি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে, তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তুমি 'কৃষ্ণ' 'হরি' বল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সকলকে এমনকি চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ এবং যবনদেরও ভগবানের নাম কীর্তন করতে উপদেশ দিয়েছেন সেটি তাঁর অন্তহীন কৃপা। অর্থাৎ, যিনি ভগবানের দিব্যনাম, কৃষ্ণ এবং হরি গ্রহণ করেন, তিনি ইতিমধ্যেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপালাভ করেছেন। মহাপ্রভুর অনুরোধ কৃষ্ণনাম কীর্তন করা, তা এখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসরণ করেন তিনি অবশ্যই পবিত্র হবেন, এবং যিনি নিষ্ঠাসহকারে অপরাধশূন্য হয়ে ভগবানের নাম কীর্তন করেন তিনি ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণের থেকে উচ্চতর স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত ভারতবর্ষে বহু মূর্খ ও পাষণ্ডী পাশ্চাত্য বৈষ্ণবদের কোন কোন মন্দিরে ঢুকতে দেয় না। সেই সমস্ত মূর্খরা বেদের মর্ম বোঝে না। পূর্বে যে বলা হয়েছে—*যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্*।

শ্লোক ১৮৮

সেই কহে,—'মোরে যদি কৈলা অঙ্গীকার ।
এক আজ্ঞা দেহ,—সেবা করি যে তোমার ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই মুসলমান নবাব তখন বললেন, "আপনি যদি কৃপা করে আমাকে অঙ্গীকার করলেন, তাহলে আপনি দয়া করে আমাকে আদেশ দিন যাতে আমি আপনার কিছু সেবা করতে পারি।"

তাৎপর্য

কেউ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসরণ করে কৃষ্ণনাম কীর্তন করে পবিত্র হন, তখন তিনি অবশ্যই ভগবানের সেবা করতে আগ্রহী হন। সেইটিই হচ্ছে পরীক্ষা। কেউ যখন উৎসাহ ভরে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার সুফল অর্জন করছেন।

শ্লোক ১৮৯

গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে হিংসা কর্যাছি অপার ।
সেই পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই মুসলমান নবাবটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, "আমি অসংখ্য গাভী, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবের প্রতি হিংসা করেছি, সেই পাপ থেকে আমাকে আপনি উদ্ধার করুন।"

তাৎপর্য

কৃষ্ণ এবং হরিনাম কীর্তন করার ফলে অবশ্যই গো-হত্যা অথবা ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব বিদ্বেষের পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। গো-হত্যা এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব বিদ্বেষ সব চাইতে গর্হিত পাপ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে তাঁর দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে সেই মহাপাপ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হওয়া যায়। পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হলে ভগবানের সেবা করার আগ্রহের উদয় হয়। সেইটিই হচ্ছে পরীক্ষা। মুসলমান নবাবটি যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনে পবিত্র হয়েছিলেন, তাই তিনি ভগবানের দিব্যনাম উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ভগবানের সেবা করার জন্য আকুল হয়েছিলেন; আর ভক্ত-বৎসল ভগবান তাঁর ভক্ত মুকুন্দ দত্তকে দিয়ে সেই মুসলমান নবাবকে জানিয়েছিলেন যে তিনি কিছু সেবা সম্পাদন করতে পারেন।

শ্লোক ১৯০-১৯১

তবে মুকুন্দ দত্ত কহে,—'শুন, মহাশয় ।
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয় ॥ ১৯০ ॥
তাহাঁ যাইতে কর তুমি সহায়-প্রকার ।
এই বড় আজ্ঞা, এই বড় উপকার ॥' ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন মুকুন্দ দত্ত তাকে বললেন, "মহাশয়, দয়া করে শুনুন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গঙ্গা তীরে যেতে চান। আপনি দয়া করে সেখানে যেতে তাঁকে সাহায্য করুন। এইটিই আপনার প্রতি তাঁর বড় আদেশ; এবং আপনি যদি তা পালন করতে পারেন, তাহলে সেটি হবে একটি মহৎ সেবা।"

শ্লোক ১৯২

তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া ।
সবার চরণ বন্দি' চলে হৃষ্ট হঞা ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, সেই মুসলমান নবাব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করে এবং অন্য সকল ভক্তদের চরণ বন্দনা করে, অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

শ্লোক ১৯৩

মহাপাত্র তাঁর সনে কৈল কোলাকুলি ।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপাত্র তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং তাঁকে বহু উপহার দিয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন।

শ্লোক ১৯৪

প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাঞা ।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাঞা ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

পরের দিন সকালবেলা সেই নবাব বহু নৌকা সাজিয়ে বিশ্বাসকে পাঠালেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নদীর অপর পাড়ে নিয়ে যাবার জন্য।

শ্লোক ১৯৫

মহাপাত্র চলি' আইলা মহাপ্রভুর সনে ।
ম্লেচ্ছ আসি' কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

উড়িষ্যা রাজার মহাপাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে গেলেন, এবং তাঁরা যখন নদীর অপর পাড়ে পৌঁছলেন, তখন মুসলমান নবাব এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করলেন।

শ্লোক ১৯৬

এক নবীন নৌকা, তার মধ্যে ঘর ।
স্বগণে চড়াইলা প্রভু তাহার উপর ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

একটি নৌকা নতুন করে তৈরি করা হয়েছিল, এবং তার মধ্যে ঘর বানানো হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদসহ সেই নৌকাটিতে উঠলেন।

শ্লোক ১৯৭

মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিলা বিদায় ।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি' চায় ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

অবশেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহাপাত্রকে বিদায় দিলেন, এবং মহাপাত্র তীরে দাঁড়িয়ে সেই নৌকার দিকে তাকিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৯৮

জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল ।
দশ নৌকা ভরি' বহু সৈন্য সঙ্গে নিল ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

জলদস্যুর ভয়ে দশটি নৌকায় বহু সৈন্য নিয়ে সেই যবন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে চললেন।

শ্লোক ১৯৯

'মন্ত্রেশ্বর'-দুষ্টনদে পার করাইল ।
'পিছল্‌দা' পর্যন্ত সেই যবন আইল ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

জলদস্যু, সঙ্কুল দুর্গম জলপথ 'মন্ত্রেশ্বর' পার করে 'পিছল্‌দা' পর্যন্ত সেই যবন নবাব মহাপ্রভুর সঙ্গে গেলেন।

তাৎপর্য

ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিকটে গঙ্গার বৃহৎ মোহানার নামই মন্ত্রেশ্বর। গঙ্গা দিয়ে নৌকা রূপনারায়ণ নদীর তীরবর্তী পিছল্‌দা গ্রামে এসে পৌঁছেছিল। পিছল্‌দা গ্রামের একদিক মন্ত্রেশ্বরের সংলগ্ন। মন্ত্রেশ্বর পার হয়ে মুসলমান নবাব পিছল্‌দা পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২০০

তাঁরে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে ।
সে-কালে তাঁর প্রেম-চেষ্টা না পারি বর্ণিতে ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই গ্রাম থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবাবকে বিদায় দিলেন। সেই সময় সেই নবাব যে গভীর প্রেমজনিত আকুলতা প্রদর্শন করেছিলেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পিছল্‌দা গ্রামে মুসলমান নবাবকে বিদায় দিয়েছিলেন। এখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে সেই নবাব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরহজনিত যে দিব্য-প্রেম অনুভব করেছিলেন, সেই প্রেমের লক্ষণ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

শ্লোক ২০১

অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
যেই ইহা শুনে তাঁর জন্ম, দেহ ধন্য ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অলৌকিক লীলাবিলাস করেন, যিনি তা শোনেন তার জন্ম এবং দেহ ধন্য।

শ্লোক ২০২

সেই নৌকা চড়ি' প্রভু আইলা 'পানিহাটি' ।
নাবিকেরে পরাইল নিজ-কৃপা-সাটী ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই নৌকায় চড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পানিহাটিতে এলেন। সেই নৌকার মাঝিকে তিনি কৃপা করে তাঁর পরণের বসন দান করেছিলেন।

শ্লোক ২০৩

'প্রভু আইলা' বলি' লোকে হৈল কোলাহল ।
মনুষ্য ভরিল সব, কিবা জল, স্থল ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন বলে চতুর্দিকে রব উঠল, এবং জলে ও স্থলে তখন অগণিত মানুষের সমাবেশ হল।

তাৎপর্য

পানিহাটি গ্রাম খড়দহের অনতিদূরে গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

শ্লোক ২০৪

রাঘব-পণ্ডিত আসি, প্রভু লঞা গেলা ।
পথে যাইতে লোকভিড়ে কষ্টে-সৃষ্টে আইলা ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

রাঘব পণ্ডিত এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে গেলেন। পথে এত লোকের ভীড় হয়েছিল যে, তাঁদের গৃহে পৌঁছতে অনেক কষ্ট হয়েছিল।

শ্লোক ২০৫

একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস ।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা,—যাহাঁ শ্রীনিবাস ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

রাঘব পণ্ডিতের গৃহে একদিন থেকে, পরের দিন সকালবেলা তিনি কুমারহট্ট গ্রামে গেলেন, যেখানে শ্রীবাস ঠাকুর বাস করছিলেন।

তাৎপর্য

কুমারহট্টের বর্তমান নাম হালিসহর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর বিরহে শ্রীবাস ঠাকুর নবদ্বীপ ত্যাগ করে হালিসহরে বসতি স্থাপন করেন।

কুমারহট্ট থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়ায় গিয়ে ছিলেন, যেখানে শিবানন্দ সেন থাকতেন। শিবানন্দ সেনের গৃহে দুইদিন থাকার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাসুদেব দত্তের গৃহে যান। সেখান থেকে তিনি নবদ্বীপের পশ্চিম পাড়ে বিদ্যানগর নামক গ্রামে যান। বিদ্যানগর থেকে তিনি কুলিয়া গ্রামে যান এবং মাধব দাসের গৃহে থাকেন। সেখানে তিনি একসপ্তাহ থাকেন এবং দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতির অপরাধ ভঞ্জন করেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এইখানে শান্তিপুরাচার্যের গৃহে ঐরূপে আগমনের কথা উল্লেখ করায়, বহু লোকের মনে সন্দেহ হয় যে, কাঁচরাপাড়ার নিকটেই বা কোন 'কুলিয়া' থাকবে। এই মিথ্যা আশঙ্কার ফলে এক 'নতুন কুলিয়াপাট' উৎপন্ন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সে রকম কোন স্থানের অস্তিত্ব নেই। বাসুদেব দত্তের গৃহ ত্যাগ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যের গৃহে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি নবদ্বীপের অপর পাড়ে বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে ও কুলিয়া গ্রামে গিয়েছিলেন। এই বর্ণনা 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত', 'শ্রীচৈতন্য মঙ্গল', 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক' এবং 'শ্রীচৈতন্য চরিত কাব্যে' স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টভাবে এই যাত্রায় বর্ণনা করেননি বলে কিছু অসৎ লোক কাঁচরাপাড়ার কাছে কুলিয়ার পাট নামক একটি স্থান তৈরি করেছে।

শ্লোক ২০৬

তাহাঁ হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর ।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহ থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনের গৃহে গেলেন, এবং সেখান থেকে বাসুদেব দত্তের গৃহে গেলেন।

শ্লোক ২০৭

'বাচস্পতি-গৃহে' প্রভু যেমতে রহিলা ।
লোক-ভিড় ভয়ে যৈছে 'কুলিয়া' আইলা ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিছুদিন বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে রইলেন, কিন্তু সেখানে বহু লোকের ভীড় হতে থাকায়, তিনি কুলিয়ায় চলে যান।

তাৎপর্য

বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ কোলদ্বীপের নিকটবর্তী বিদ্যানগরে অবস্থিত। এখানে দেবানন্দ পণ্ডিতও বাস করতেন। সেই তথ্য *শ্রীচৈতন্য ভাগবতে* পাওয়া যায় (মধ্যলীলা একবিংশতি পরিচ্ছেদ)। *শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে* কুলিয়া সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে—*ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিতবাট্যামভ্যাযযৌ*—"সেখান থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে যান," ততোঽদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতস্তথৈব তরণী বর্ত্মনা। *নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া-নাম-গ্রামে মাধবদাসবাট্যামুত্তীর্ণবান্। এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনা এব চলিতবান্*—শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহ থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের গৃহে যান, যেখানে হরিদাস ঠাকুর তাঁকে অভিনন্দন জানান। মহাপ্রভু তারপর নৌকা যোগে নবদ্বীপের অপর পারে কুলিয়া নামক স্থানে যান, যেখানে তিনি সাতদিন মাধব দাসের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। তারপর তিনি গঙ্গার তীর ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন।"

চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, *অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গাং পশ্চিমে ক্বাপি দেশে। শ্রীমান্ সর্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈর্নেত্রানন্দং সম্যগাগত্য তেনে*—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপ মণ্ডলে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে গেলেন, এবং তাঁকে আসতে দেখে সকলে মহা আনন্দিত হলেন।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে—

"সর্বপারিষদ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর।
আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তাঁর (বিদ্যাবাচস্পতির) ঘর॥
নবদ্বীপাদি সর্বদিকে হৈল ধ্বনি।
'বাচস্পতি ঘরে আইলা ন্যাসিচূড়ামণি॥'
অনন্ত অর্বুদ লোক বলি' 'হরি' 'হরি'।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
পথ নাহি পায় কেহো লোকের গহলে।
বনডাল ভাঙ্গি' লোক দশদিকে চলে॥
লোকের গহলে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্যপথময় হৈল॥
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে।
খেয়ারী করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥
সত্বরে আইলা বাচস্পতি মহাশয়।
করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয়॥
নৌকার অপেক্ষা আর কেহো নাহি করে।
নানা মতে পার হয় যে যেমতে পারে॥

হেনমতে গঙ্গা পার হই' সর্বজন।
সভেই ধরেন বাচস্পতির চরণ॥
লুকাঞা গেলা প্রভু কুলিয়া-নগর।
কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর॥
সর্বলোক 'হরি' বলি বাচস্পতি সঙ্গে।
সেই ক্ষণে সভে চলিলেন মহারঙ্গে॥
কুলিয়া-নগরে আইলেন ন্যাসিমণি।
সেইক্ষণে সর্বদিকে হৈল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায়-কুলিয়ায়।
শুনি' মাত্র সর্বলোকে মহানন্দে ধায়॥
বাচস্পতির গ্রামে (বিদ্যানগরে) ছিল যতেক গহল।
তার কোটি কোটিগুণে পূরিল সকল॥
লক্ষ লক্ষ নৌকা বা আইল কোথা হৈতে।
না জানি কতেক পার হয় কতমতে॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম কুতূহলে॥
গঙ্গায় হঞা পার আপনা-আপনি।
কোলাকোলি করি' সভে করে হরিধ্বনি॥
ক্ষণেকে কুলিয়া গ্রাম-নগর-প্রান্তর।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল, নাহি অবসর॥
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।
তেঁহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি॥
কুলিয়ায় প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম, মধ্যম, নীচ,—সবে পার হৈল॥
কুলিয়া-গ্রামেতে আসি' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি, যারে প্রভু না করিলা ধন্য॥"

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থান করেন, তখন লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে দর্শন করতে যান এবং উচ্চৈস্বরে হরিনাম কীর্তন করতে থাকেন। সেখানে তখন এত লোকের ভীড় হয়েছিল যে, লোকেরা চলার পথ পর্যন্ত পাচ্ছিল না; তাই তারা গ্রামের নিকটবর্তী জঙ্গল পরিষ্কার করেছিলেন। লোক চলাচলের ফলে আপনা থেকেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বহু পথ সৃষ্টি হয়েছিল। মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য বহু লোক নৌকা যোগে এসেছিলেন। অপর পার থেকে এত লোক আসছিল যে মাঝিদের পক্ষে নৌকাযোগে তাদের পার করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তখন বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় শীঘ্রই সেখানে

এসে, বহু নৌকার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু লোকেরা তখন আর নৌকার অপেক্ষা করছিল না, যে যেভাবে পারে সেইভাবে নদী পার হচ্ছিল। এই রকম ভীড় হবার ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লুকিয়ে কুলিয়া গ্রামে যান। তখন সমস্ত লোক বিদ্যাবাচস্পতির সঙ্গে হরিধ্বনি করতে করতে কুলিয়া নগরে যান। মহাপ্রভুর আগমনের বার্তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই তিনি যখন কুলিয়া নগরে এসে উপস্থিত হলেন তখন বহু লোক মহানন্দে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে আসেন। বিদ্যাবাচস্পতির গ্রামে যত লোকসমাগম হয়েছিল, এখানে তার থেকে হাজার হাজার গুণে, অধিক লোক সমাগম হল। কত লোক যে নদী পার হয়ে তাঁকে দর্শন করতে এসেছিল তার কোন হিসাব ছিল না। তবে লক্ষ লক্ষ লোক জাহ্নবীর জলে ভাসছিলেন। গঙ্গা পার হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের শুভ সংবাদ পাবার আনন্দে তারা পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করছিলেন। এইভাবে কুলিয়ার সমস্ত পাপী এবং উত্তম, মধ্যম ও অধম জনেরা উদ্ধার লাভ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে—

খানাযোড়া, বড়গাছি, আর দো-গাছিয়া ।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন 'কুলিয়া' ॥

শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে বর্ণনা করা হয়েছে—

গঙ্গাস্থান করি' প্রভু রাঢ়-দেশ দিয়া ।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিল নগর 'কুলিয়া' ॥
মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ ।
বারকোণাঘাট, নিজ-বাড়ীর সমীপ ॥

প্রেমদাস তাঁর ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন—

নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে,
'কুলিয়া-পাহাড়পুর' নামে স্থান ॥"

শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাস *ভক্তিরত্নাকরে* (১২শ তরঙ্গ) বর্ণনা করেছেন—

কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ, শ্রীনিবাস ।
পূর্বে 'কোলদ্বীপ'-পর্বতাখ্য-এ প্রচার ॥

ঘনশ্যাম দাস রচিত *নবদ্বীপ পরিক্রমা* নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে—

কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম ।
পূর্বে কোলদ্বীপ-পর্বতাখ্যানন্দ নাম ॥

এ সমস্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে বর্তমান নবদ্বীপ শহর এবং বাহির দ্বীপ, কোলের গঞ্জ, কোল আমাদ, কোলের দহ, গদখালি প্রভৃতি স্থানে 'কুলিয়া' ছিল। সুতরাং 'কুলিয়ার পাট' বলে আধুনিক কল্পিত যে গ্রামটি, তা কখনই প্রাচীন 'কুলিয়া' নয়।

শ্লোক ২০৮

মাধবদাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন ।
লক্ষ-কোটি লোক তথা পাইল দরশন ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

শচীনন্দন গৌরহরি যখন মাধব দাসের গৃহে অবস্থান করছিলেন, তখন লক্ষ কোটি লোক তাঁর দর্শন লাভ করেছিল।

তাৎপর্য

মাধব দাসের পরিচয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে—শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের বংশে যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁর জ্ঞাতিরা বিল্বগ্রাম ও পাটুলি থেকে নবদ্বীপের অন্তর্গত 'কুলিয়া পাহাড়পুর' বা 'পাড়পুরে' এসে বাস করেন। যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র—মাধব দাস, মধ্যম হরিদাস এবং কনিষ্ঠ কৃষ্ণসম্পত্তি চট্টোপাধ্যায়; তাঁদের সাধারণ নাম যথাক্রমে 'ছয় কড়ি', 'তিনকড়ি' ও 'দুইকড়ি' ছিল। মাধব দাসের পৌত্র বংশীবদন এবং তার পৌত্র রামচন্দ্র আদির বংশধরেরা বাঘ্নাপাড়া ও বৈঁচী প্রভৃতি স্থানে এখন বাস করছেন।

শ্লোক ২০৯

সাত দিন রহি' তথা লোক নিস্তারিলা ।
সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেইখানে সাতদিন থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত পাপী এবং অপরাধীদের বিভিন্নভাবে উদ্ধার করলেন।

শ্লোক ২১০

'শান্তিপুরাচার্য'-গৃহে ঐছে আইলা ।
শচী-মাতা মিলি' তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

কুলিয়া ত্যাগ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের গৃহে যান। সেখানে শচীমাতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার ফলে তাঁর (শচীমাতার) গভীর দুঃখ প্রশমিত হয়।

শ্লোক ২১১

তবে 'রামকেলি' গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা ।
'নাটশালা' হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি' আইলা ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তারপর রামকেলি গ্রামে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে কানাইয়ের নাটশালা পর্যন্ত গিয়েছিলেন; তারপর সেখান থেকে তিনি শান্তিপুরে ফিরে আসেন।

শ্লোক ২১২

শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ-দিন বাস ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন-দাস ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শান্তিপুরে দশদিন বাস করেছিলেন। তা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২১৩

অতএব ইহাঁ তার না কৈলুঁ বিস্তার ।
পুনরুক্তি হয়, গ্রন্থ বাড়য়ে অপার ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাই আমি আর এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলাম না; কেন না এতে পুনরুক্তি হবে এবং গ্রন্থের আয়তন বেড়ে যাবে।

শ্লোক ২১৪-২১৫

তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ-সনাতন ।
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন ॥ ২১৪ ॥
সূত্রমধ্যে সেই লীলা আমি ত' বর্ণিলুঁ ।
অতএব পুনঃ তাহা ইহাঁ না লিখিলুঁ ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রূপ ও সনাতনের সাক্ষাৎ হয় এবং কিভাবে নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী মহাপ্রভুর যাত্রা পথ সাজান। সূত্রাকারে পূর্বে আমি এ সমস্ত লীলা বর্ণনা করেছি, তাই আর এখানে বর্ণনা করলাম না।

তাৎপর্য

সেই তথ্য সমূহ আদিলীলায় (১০/৩৫) এবং মধ্যলীলায় ১/১৫৫-১৬২ এবং ১৭৫-২২৬) বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২১৬

পুনরপি প্রভু যদি 'শান্তিপুর' আইলা ।
রঘুনাথ-দাস আসি' প্রভুরে মিলিলা ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শান্তিপুরে ফিরে এলেন, তখন রঘুনাথ দাস এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

শ্লোক ২১৭

'হিরণ্য', 'গোবর্ধন',—দুই সহোদর ।
সপ্তগ্রামে বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

হিরণ্য এবং গোবর্ধন নামক দুইভাই সপ্তগ্রামে বাস করতেন। তাঁদের বাৎসরিক আয় ছিল বার লক্ষ মুদ্রা।

তাৎপর্য

হিরণ্য ও গোবর্ধন ছিলেন হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের অধিবাসী। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন নিকটবর্তী কৃষ্ণপুর গ্রামের অধিবাসী। এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে তাঁদের জন্ম হয়, তাঁদের বংশগত উপাধি বিশেষভাবে জানা যায় না, তবে তাঁরা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল হিরণ্য মজুমদার, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম গোবর্ধন মজুমদার। শ্রীল রঘুনাথ দাস ছিলেন গোবর্ধন মজুমদারের পুত্র। তাঁদের পুরোহিত ছিলেন বলরাম আচার্য—শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপাপাত্র (অন্ত্য ৩/১৬৫-১৬৬) এবং গুরু-পুরোহিত যদুনন্দন আচার্য শ্রীবাসুদেব দত্তের অনুগৃহীত (অন্ত্য ৬/১৬১)।

সপ্তগ্রাম পূর্বরেলওয়ে লাইনে কলকাতা থেকে বর্ধমান যাবার পথে, হুগলী জেলার অন্তর্গত 'ত্রিশ-বিঘা' নামক রেল স্টেশনের সন্নিকটে সরস্বতী নদীর তটে অবস্থিত প্রাচীন বন্দর ও নগর। ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে পাঠানেরা এই নগরটি লুণ্ঠন করেন এবং সরস্বতী নদীর স্রোত রুদ্ধ হওয়ায় ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে এই বহু প্রাচীন বন্দরটি এক প্রকার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এখানে পর্তুগীজ নাবিকেরা ব্যবসার-সূত্রে তাদের জাহাজে করে এখানে আসত। তখনকার দিনে দক্ষিণবঙ্গে সপ্তগ্রাম একটি সমৃদ্ধি সম্পন্ন বিশিষ্ট নগররূপে প্রসিদ্ধ ছিল। এই নগরে বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর রূপে, হিরণ্য ও গোবর্ধন, দুই ভাই বাস করতেন। তখনকার দিনে তাঁদের বাৎসরিক খাজনা আদায় ছিল ১২,০০,০০০ মুদ্রা। আদিলীলা (১১/৪১) 'উদ্ধারণ দত্ত'—প্রসঙ্গে 'অনুভাষ্যের প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ২১৮

মহৈশ্বর্যযুক্ত দুঁহে—বদান্য, ব্রহ্মণ্য ।
সদাচারী, সৎকুলীন, ধার্মিকাগ্রগণ্য ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্ধন মজুমদার উভয়েই ছিলেন মহা ঐশ্বর্যশালী এবং উদার। তাঁরা ছিলেন সম্ভ্রান্তকুলোদ্ভূত, সদাচারী, ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুগত এবং ধার্মিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

শ্লোক ২১৯

নদীয়া-বাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য-প্রায়।
অর্থ, ভূমি, গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

নদীয়ার প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণেরাই হিরণ্য এবং গোবর্ধনের দানের উপর নির্ভর করতেন; তাঁরা তাদের অর্থ, ভূমি এবং গ্রাম দান করে সহায়তা করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে নবদ্বীপ যদিও সমৃদ্ধশালী নগরই ছিল, তবুও তা হিরণ্য ও গোবর্ধনের আশ্রিত বিদ্যানুশীলনরত ব্রাহ্মণেরই বাসস্থান ছিল। ব্রাহ্মণের প্রতি তাদের অসাধারণ মর্যাদা ছিল এবং তাদের তারা মুক্ত হস্তে দান করতেন।

শ্লোক ২২০

নীলাম্বর চক্রবর্তী—আরাধ্য দুঁহার।
চক্রবর্তী করে দুঁহায় 'ভ্রাতৃ'-ব্যবহার ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী তাদের দুইজনের পরম আরাধ্য ছিলেন, এবং তিনি তাদের দুইজনকে ভায়ের মতো স্নেহ করতেন।

শ্লোক ২২১

মিশ্র-পুরন্দরের পূর্বে কর্যাছেন সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানে দুইজনে ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে তাঁরা দুজন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বহু সেবা করেছিলেন। সেই সূত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের খুব ভালভাবে জানতেন।

শ্লোক ২২২

সেই গোবর্ধনের পুত্র—রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই গোবর্ধন মজুমদারের পুত্র ছিলেন রঘুনাথ দাস। রঘুনাথ দাস বাল্যকাল থেকে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন।

শ্লোক ২২৩

সন্ন্যাস করি' প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি' রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শান্তিপুরে এসেছিলেন, তখন রঘুনাথ দাস তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

শ্লোক ২২৪

প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া ॥ ২২৪ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবিষ্ট হয়ে রঘুনাথ দাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে পতিত হয়েছিলেন; এবং মহাপ্রভু করুণা করে তাঁকে তাঁর পাদস্পর্শ দান করেছিলেন।

শ্লোক ২২৫

তাঁর পিতা সদা করে আচার্য-সেবন।
অতএব আচার্য তাঁরে হৈলা পরসন্ন ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ দাসের পিতা গোবর্ধন মজুমদার সর্বদা শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের সেবা করতেন; তাই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু তাদের পরিবারের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন।

শ্লোক ২২৬

আচার্য-প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট-পাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ-সাত ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

যে কয়দিন রঘুনাথ দাস সেখানে ছিলেন, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু কৃপা করে তাঁকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট-পাত দিয়েছিলেন। এইভাবে পাঁচ-সাত দিন সেখানে থেকে রঘুনাথ দাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২২৭

প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল ।
তেঁহো ঘরে আসি' হৈলা প্রেমেতে পাগল ॥ ২২৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁকে বিদায় দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরে গেলেন; আর, রঘুনাথ দাস ঘরে ফিরে গৌরাঙ্গ প্রেমে পাগল হলেন।

শ্লোক ২২৮

বার বার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে ।
পিতা তাঁরে বান্ধি' রাখে আনি' পথ হৈতে ॥ ২২৮ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ দাস জগন্নাথপুরী যাবার জন্য বারবার বাড়ী থেকে পালিয়ে যেতেন; কিন্তু তাঁর পিতা তাঁকে পথ থেকে ধরে এনে বেঁধে রাখতেন।

শ্লোক ২২৯

পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি-দিনে ।
চারি সেবক, দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

পাঁচজন পাইক তাঁকে দিনরাত পাহারা দিত, চারজন সেবক তাঁর সেবা করত এবং দুইজন ব্রাহ্মণ তাঁর জন্য রান্না করত।

শ্লোক ২৩০

একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর ।
নীলাচলে যাইতে না পায়, দুঃখিত অন্তর ॥ ২৩০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে এগারজন সব সময় তার সঙ্গে থাকত, তাই তিনি নীলাচলে যেতে পারতেন না, এবং তারফলে তিনি অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন।

শ্লোক ২৩১-২৩২

এবে যদি মহাপ্রভু 'শান্তিপুর' আইলা ।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা ॥ ২৩১ ॥
"আজ্ঞা দেহ', যাঞা দেখি প্রভুর চরণ ।
অন্যথা, না রহে মোর শরীরে জীবন" ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ দাস যখন সংবাদ পেলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শান্তিপুরে এসেছেন, তখন তিনি তার পিতার কাছে অনুরোধ করলেন—"আপনি আমাকে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে অনুমতি দিন, তা না হলে আমার শরীরে জীবন ধরে রাখা সম্ভব নয়।"

শ্লোক ২৩৩

শুনি' তাঁর পিতা বহু লোক-দ্রব্য দিয়া ।
পাঠাইল বলি' 'শীঘ্র আসিহ ফিরিয়া' ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অনুরোধ শুনে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা সম্মত হলেন, এবং বহু লোকজন এবং দ্রব্য দিয়ে তাঁকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে পাঠালেন, এবং বললেন, "তাড়াতাড়ি ফিরে এস।"

শ্লোক ২৩৪-২৩৫

সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু-সঙ্গে রহে ।
রাত্রি-দিবসে এই মনঃ কথা কহে ॥ ২৩৪ ॥
'রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব!
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব?' ২৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সাতদিন রঘুনাথ দাস শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন, এবং সেই সময় দিন-রাত তিনি মনে মনে ভাবতেন—'কিভাবে আমি রক্ষকদের হাত থেকে ছাড়া পাব! কিভাবে আমি মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব?"

শ্লোক ২৩৬-২৩৭

সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গপ্রভু জানি' তাঁর মন ।
শিক্ষা-রূপে কহে তাঁরে আশ্বাস-বচন ॥ ২৩৬ ॥
"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল ।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥ ২৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বজ্ঞ, তিনি রঘুনাথ দাসের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন—"স্থির হয়ে ঘরে ফিরে যাও। এইভাবে পাগলামি করো না। ক্রমে ক্রমে তুমি ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৫৮) বর্ণনা করা হয়েছে—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্ ॥

এই জড় জগৎ ঠিক একটি বিশাল সমুদ্রের মতো। তা ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে পাতাল লোক পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং এই সমুদ্রে বহুলোক বা দ্বীপ রয়েছে। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অবগত না হবার ফলে, বদ্ধজীব এই সমুদ্রে সাঁতার না জানা মানুষের মতো হাবুডুবু খাচ্ছে। আমাদের বেঁচে থাকবার সংগ্রাম ঠিক সেই রকম। সকলেই এই ভব-সমুদ্র থেকে উদ্ধার লাভের চেষ্টা করছে। এই সমুদ্র এক লাফে পার হওয়া যায় না, কিন্তু কেউ যদি চেষ্টা করে, তাহলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সে এই সমুদ্র পার হতে পারে। 'উন্মাদের' মতো আচরণ করে এই সমুদ্র পার হওয়া যায় না, তা সে যত উৎসাহীই হোক না কেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অথবা তাঁর প্রতিনিধির নির্দেশ অনুসারে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে সাঁতার কেটে এই সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করতে হয়। তাহলে একদিন এই সমুদ্রের পরপারে প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ২৩৮

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা ।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা ॥ ২৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"লোকের কাছে বাহবা পাবার জন্য কপট বৈরাগ্যের অভিনয় কর না; অনাসক্ত হয়ে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ কর।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকে মর্কট বৈরাগ্য শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দটির বিশ্লেষণ করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—বাহ্য দৃষ্টিতে বানরেরা যেমন গৃহাদি অথবা বস্ত্রাদি বর্জিত হয়ে বনে বাস করে, বৈরাগ্য বিশিষ্ট পুরুষদের মতন বলে মনে হয়, অথচ ইন্দ্রিয়-তর্পণ থেকে নিবৃত্ত হয় না, তেমনই 'লোক দেখান' বৈরাগ্যকে 'মর্কট বৈরাগ্য' বলে। পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ দর্শন করে জড়-বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন করা যায় না। যা শুদ্ধভক্তির অনুকূল রূপে যাবৎ জীবন স্থায়ী না থেকে 'ক্ষণিক' বা 'ফল্গু' তাই 'শ্মশান বৈরাগ্য' বা মর্কট বৈরাগ্য। মানুষ যখন কোন মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যায়, তখন সাধারণত তার মনে হয়, "দেহের এইটিই চরম পরিণতি, তাহলে আমি কেন দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করছি?" এই ভাবনা স্বাভাবিক ভাবেই শ্মশানে যাবার সময় মনে উদয় হয়। কিন্তু

শ্মশান থেকে বাড়ি ফেরা মাত্রই, আবার তারা জড় সুখভোগের জন্য বৈষয়িক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। একেই বলা হয় শ্মশান বৈরাগ্য বা মর্কট বৈরাগ্য।

ভগবানের সেবার জন্য নিতান্ত অপরিহার্য বিষয়ের ভোগ স্বীকার করে, সেই বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগ করে জীবন-যাপন করলে কর্মফলের অধীন হতে হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (১/২/১০৮) বলা হয়েছে—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্বাহঃ স্বীকুর্যাত্তাবদর্থবিৎ ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥

"জীবন-যাপনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু স্বীকার করা উচিত, কিন্তু অনর্থক প্রয়োজনের মাত্রা বৃদ্ধি করা উচিত নয়, অথবা অনর্থক তার মাত্রা হ্রাস করাও উচিত নয়। পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হবার জন্য ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই কেবল গ্রহণ করা উচিত।"

শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *দুর্গম-সঙ্গমনী* টীকায় *স্ব-নির্বাহঃ* শব্দটির বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে তার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে স্ব-স্ব-ভক্তি নির্বাহ। অভিজ্ঞ ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের সেবার অনুকূল যা তাই কেবল গ্রহণ করবেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/২৫৬) মর্কট বৈরাগ্য বা ফল্গু বৈরাগ্যের বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

"মুক্তি লাভের আশায় কখনই ভগবানের সেবার অনুকূল বস্তুকে জড় বিষয় বলে মনে করে পরিত্যাগ করা উচিত নয়।" যুক্ত বৈরাগ্য বা প্রকৃত বৈরাগ্যের বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

"ভগবানের সেবার অনুকূল যা তাই কেবল গ্রহণ করতে হবে, নিজের ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয়। আসক্ত রহিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য যদি কিছু গ্রহণ করা হয় তাহলে তাকে বলা হয় যুক্ত বৈরাগ্য।" শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম তত্ত্ব, তাই শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য যা কিছু গ্রহণ করা হয় তা সবই পরমতত্ত্ব।

যে সমস্ত তথাকথিত বৈষ্ণব শ্রীল রূপ গোস্বামীর অনুকরণ করার চেষ্টা করে কৌপীন ও বহির্বাস পরিধান করে, তাদের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'মর্কট বৈরাগ্য' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই ধরনের মানুষেরা কপালে তিলক কেটে, হাতে জপমালা নিয়ে জপ করে, কিন্তু হৃদয়ে সর্বক্ষণ কামিনী-কাঞ্চনের কথা চিন্তা করে। সকলের অগোচরে, এই সমস্ত মর্কট বৈরাগীরা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস করে; অথচ বাইরে বৈরাগ্যের অভিনয় করে; শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'মর্কট বৈরাগ্য' বলতে তাদের আচরণকেই বুঝিয়েছেন।

শ্লোক ২৩৯

অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার ।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥" ২৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে বললেন, "অন্তরে নিষ্ঠাসহকারে ভগবানের সেবা কর, কিন্তু বাহিরে একজন সাধারণ বিষয়ীর মতো আচরণ কর। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি অচিরেই সন্তুষ্ট হবেন এবং মায়ার বন্ধন থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন।

শ্লোক ২৪০

বৃন্দাবন দেখি' যবে আসিব নীলাচলে ।
তবে তুমি আমা-পাশ আসিহ কোন ছলে ॥ ২৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যখন বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে ফিরে আসব, তখন তুমি কোন আছিলায় আমার কাছে এস।

শ্লোক ২৪১

সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে ।
কৃষ্ণকৃপা যাঁরে, তারে কে রাখিতে পারে ॥" ২৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন ছলে তুমি আমার কাছে আসবে, তা শ্রীকৃষ্ণই তখন তোমাকে জানিয়ে দেবেন। শ্রীকৃষ্ণ যাকে কৃপা করেন, তাকে কে বেঁধে রাখতে পারে?"

তাৎপর্য

শ্রীল রঘুনাথ দাস যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রতীক্ষা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি রঘুনাথ দাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, হৃদয়ে দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তির ভাব বজায় রেখে বাইরে একজন বিষয়ীর মতো আচরণ করা। কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নত ভক্ত এইভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। একজন সাধারণ মানুষের মতো সমাজে বাস করা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করে তাঁর মহিমা প্রচার করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কৃষ্ণভক্তের জড়-বিষয়ে মগ্ন হওয়া উচিত নয়, কেন না তার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। কেউ যদি এইভাবে আচরণ করেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তাকে কৃপা করবেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে উপদেশ দিয়েছিলেন—*যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা* এবং তারই পুনরাবৃত্তি করে আবার

বলেছিলেন "অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।" *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থেও (১/২/২০০) সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে ।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥

ভক্ত একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করতে পারেন অথবা কঠোরভাবে বৈদিক নির্দেশ পালন করতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রেই, তিনি যাই করেন, তা কৃষ্ণসেবার অনুকূল।

শ্লোক ২৪২

এত কহি' মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল ।
ঘরে আসি' মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল ॥ ২৪২ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে বিদায় দিলেন। রঘুনাথ দাস ঘরে ফিরে গিয়ে মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে আচরণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৪৩

বাহ্য বৈরাগ্য, বাতুলতা সকল ছাড়িয়া ।
যথাযোগ্য কার্য করে অনাসক্ত হঞা ॥ ২৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

বাহিরে বৈরাগ্য, উন্মাদনা ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অনাসক্ত চিত্তে বৈষয়িক কর্তব্য সম্পাদন করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৪৪

দেখি' তাঁর পিতা-মাতা বড় সুখ পাইল ।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল ॥ ২৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁকে এইভাবে বিষয়ীর মতো আচরণ করতে দেখে তাঁর পিতা-মাতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, এবং তার ফলে তাঁর আবরণ কিছুটা শিথিল হল।

তাৎপর্য

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা-মাতা যখন দেখলেন যে তাদের পুত্র উন্মাদের মতো আচরণ না করে বৈষয়িক দায়িত্ব সম্পাদন করছে তখন তাঁরা খুব খুশি হয়েছিলেন। পাঁচজন প্রহরী, চারজন ভৃত্য এবং দুইজন ব্রাহ্মণ—মোট এগার জনের নিয়োগ আর আবশ্যক বলে তাঁদের মনে হল না। রঘুনাথ দাসকে সংসারে ক্রমশঃ কার্যভার গ্রহণ করতে দেখে তাঁরা তার প্রহরীর সংখ্যা কমিয়ে দিলেন।

শ্লোক ২৪৫-২৪৬

ইহাঁ প্রভু একত্র করি' সব ভক্তগণ ।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি যত ভক্তজন ॥ ২৪৫ ॥
সবা আলিঙ্গন করি' কহেন গোসাঞি ।
সবে আজ্ঞা দেহ'—আমি নীলাচলে যাই ॥ ২৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

ইতিমধ্যে শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ সমস্ত ভক্তদের একত্র করে, তাঁদের সকলকে আলিঙ্গন করে বললেন, "তোমরা সকলে আমাকে আদেশ দাও—আমি নীলাচলে ফিরে যাই।"

শ্লোক ২৪৭

সবার সহিত ইহাঁ আমার হইল মিলন ।
এ বর্ষ 'নীলাদ্রি' কেহ না করিহ গমন ॥ ২৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমাদের সকলের সঙ্গে এখানে আমার মিলন হল, তাই এ বছর আর তোমরা নীলাদ্রি যেও না।

শ্লোক ২৪৮

তাহাঁ হৈতে অবশ্য আমি 'বৃন্দাবন' যাব ।
সবে আজ্ঞা দেহ', তবে নির্বিঘ্নে আসিব ॥ ২৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেখান থেকে আমি অবশ্যই বৃন্দাবনে যাব; তোমরা সকলে আমাকে আদেশ দাও, তাহলেই আমি নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারব।

শ্লোক ২৪৯

মাতার চরণে ধরি' বহু বিনয় করিল ।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা লইল ॥ ২৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর মায়ের পায়ে ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর কাছ থেকে বৃন্দাবন যাবার অনুমতি নিলেন।

শ্লোক ২৫০

তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাঞা ।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লঞা ॥ ২৫০ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মাকে নবদ্বীপে পাঠালেন, এবং তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে নীলাদ্রি অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ২৫১

সেই সব লোক পথে করেন সেবন ।
সুখে নীলাচল আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৫১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সমস্ত ভক্তরা পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করতে লাগলেন। এইভাবে গভীর সুখে শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি নীলাচলে ফিরে এলেন।

শ্লোক ২৫২

প্রভু আসি' জগন্নাথ দরশন কৈল ।
'মহাপ্রভু আইলা'—গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ ২৫২ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে ফিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন, এবং সারা শহরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল।

শ্লোক ২৫৩

আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা ।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা ॥ ২৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সমস্ত ভক্তরা তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন, এবং মহাপ্রভু সকলকে আলিঙ্গন দান করলেন।

শ্লোক ২৫৪

কাশীমিশ্র, রামানন্দ, প্রদ্যুম্ন, সার্বভৌম ।
বাণীনাথ, শিখি-আদি যত ভক্তগণ ॥ ২৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

কাশীমিশ্র, রামানন্দ রায়, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, বাণীনাথ রায়, শিখি মাহিতি প্রমুখ সমস্ত ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন।

শ্লোক ২৫৫

গদাধর-পণ্ডিত আসি' প্রভুরে মিলিলা ।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

গদাধর পণ্ডিতও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলের সামনে বলতে লাগলেন—

শ্লোক ২৫৬

'বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া ।
নিজ-মাতার, গঙ্গার চরণ দেখিয়া ॥ ২৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি স্থির করেছি যে, আমার মা এবং গঙ্গা দর্শন করে গৌড়দেশ হয়ে বৃন্দাবনে যাব।

শ্লোক ২৫৭

এত মতে করি' কৈলুঁ গৌড়েরে গমন ।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ-ভক্তগণ ॥ ২৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে মনস্থ করে আমি গৌড়দেশে গেলাম, কিন্তু হাজার হাজার ভক্ত আমার সঙ্গে যেতে লাগল।

শ্লোক ২৫৮

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে ।
লোকের সংঘট্টে পথ না পারি চলিতে ॥ ২৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"কৌতূহলের বশে আমাকে দেখতে লক্ষ লক্ষ লোক আসতে লাগল, এবং তার ফলে এত ভিড় হল যে, আমি পথ দিয়ে চলতে পর্যন্ত পারছিলাম না।

শ্লোক ২৫৯

যথা রহি, তথা ঘর-প্রাচীর হয় চূর্ণ ।
যথা নেত্র পড়ে, তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥ ২৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এত লোকের ভিড় হয়েছিল যে, যেখানেই আমি থাকতাম সেই গৃহের ঘর এবং প্রাচীর লোকের ভিড়ে চূর্ণ হত, এবং যে দিকেই আমি তাকাতাম সেই দিকেই দেখতাম অসংখ্য লোকের ভীড়।

শ্লোক ২৬০

কষ্টে-সৃষ্ট্যে করি' গেলাঙ রামকেলি-গ্রাম ।
আমার ঠাঞি আইলা 'রূপ' 'সনাতন' নাম ॥ ২৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"বহু কষ্টে আমি রামকেলি গ্রামে গিয়েছিলাম, সেখানে রূপ ও সনাতন নামক দুই ভায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

শ্লোক ২৬১

দুই ভাই—ভক্তরাজ, কৃষ্ণকৃপা-পাত্র ।
ব্যবহারে—রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র ॥ ২৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই দুই ভাই হচ্ছে ভক্ত শ্রেষ্ঠ, এবং তাই তারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপার পাত্র; কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তারা রাজপুরুষ রাজার মন্ত্রী।

শ্লোক ২৬২

বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি-বলে পরম প্রবীণ ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ॥ ২৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বলে এবং ভক্তিতে তারা পরম প্রবীণ, কিন্তু তবুও তারা নিজেদের তৃণের থেকেও হীন বলে মনে করে।

শ্লোক ২৬৩-২৬৪

তাঁর দৈন্য দেখি' শুনি' পাষাণ বিদরে ।
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিলুঁ দোঁহারে ॥ ২৬৩ ॥
"উত্তম হঞা হীন করি' মানহ আপনারে ।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে ॥" ২৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তাদের দৈন্য দর্শন করে এবং সে সম্বন্ধে শ্রবণ করে পাষাণ পর্যন্ত গলে যায়, তাই তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমি তাদের বলেছিলাম, "তোমরা উত্তম হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের হীন বলে মনে কর, তাই শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই তোমাদের উদ্ধার করবেন।"

তাৎপর্য

এইটিই শুদ্ধ-ভক্তের বৈশিষ্ট্য। জড় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা ঐশ্বর্যশালী, দক্ষ, যশস্বী এবং বিদ্বান হতে পারেন, কিন্তু এই সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি নিজেকে তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করেন, তাহলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র রাজা হওয়া সত্ত্বেও ঝাড়ু হাতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার পথ পরিষ্কার করেছিলেন। তাঁর এই বিনীত সেবার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রতি

প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁকে আলিঙ্গন দান করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ, ভক্ত যেন তাঁর জড় সাফল্যের গর্বে গর্বিত না হন। সব সময় মনে রাখা উচিত যে জড় সাফল্য পূর্বকৃত সৎকর্মের ফল, এবং তাই তা অনিত্য। যে কোন মুহূর্তে সমস্ত জড়-ঐশ্বর্য শেষ হয়ে যেতে পারে; তাই ভক্ত কখনও ঐশ্বর্য গর্বে গর্বিত হন না। তিনি সর্বদা নিজেকে তৃণের থেকেও দীনতর বলে অনুভব করে, বিনম্র এবং বিনীত থাকেন। সেই যোগ্যতার ফলেই, ভক্তরা তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে সক্ষম হন।

শ্লোক ২৬৫-২৬৬

এত কহি' আমি যবে বিদায় তাঁরে দিল ।
গমনকালে সনাতন 'প্রহেলী' কহিল ॥ ২৬৫ ॥
'যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি ।
বৃন্দাবন যাইবার এই নহে পরিপাটী ॥' ২৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এই বলে আমি যখন তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, তখন সনাতন আমাকে প্রহেলিকা করে বলেছিল, এত লোক জন নিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ২৬৭

তবু আমি শুনিলুঁ মাত্র, না কৈলুঁ অবধান ।
প্রাতে চলি' আইলাঙ 'কানাইর নাটশালা'-গ্রাম ॥ ২৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

আমি তা শোনা সত্ত্বেও তা অবধান করিনি। পরের দিন সকালবেলা আমি কানাইয়ের নাটশালা গ্রামে এসে পৌঁছলাম।

শ্লোক ২৬৮

রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল ।
সনাতন মোরে কিবা 'প্রহেলী' কহিল ॥ ২৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"রাত্রিবেলা সনাতনের সেই প্রহেলিকা বাক্য আমি মনে মনে বিচার করে দেখেছিলাম।

শ্লোক ২৬৯

ভালত' কহিল,—মোর এত লোক সঙ্গে ।
লোক দেখি' কহিবে মোরে—'এই এক ঢঙ্গ' ॥ ২৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি বিচার করে দেখলাম যে সনাতন যা বলেছে তা ঠিকই। সত্যি সত্যিই বহু লোক আমার সঙ্গে যাচ্ছিল। এত লোক দেখে মানুষেরা স্বাভাবিকভাবে আমার সমালোচনা করে বলবে, "এই এক প্রতারক।"

শ্লোক ২৭০

'দুর্লভ' 'দুর্গম' সেই 'নির্জন' বৃন্দাবন ।
একাকী যাইব, কিবা সঙ্গে একজন ॥ ২৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন আমি বিবেচনা করে দেখলাম যে বৃন্দাবন দুর্লভ, দুর্গম; সেই নির্জন বৃন্দাবনে আমি একা যাব অথবা কেবলমাত্র একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

শ্লোক ২৭১

মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেলা 'একেশ্বরে' ।
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দিল তাঁরে ॥ ২৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী সেখানে একা গিয়েছিলেন, এবং দুগ্ধদান ছলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দর্শন দান করেছিলেন।

শ্লোক ২৭২

বাদিয়ার বাজি পাতি' চলিলাঙ তথারে ।
বহু-সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে ॥ ২৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে বেদেরা যাদু দেখাবার জন্য স্থান পাতলে যে রকম লোক সমাগম হয়, সেই রকম লোকজন নিয়ে বৃন্দাবন যাচ্ছি, তা ভাল নয়।

শ্লোক ২৭৩

একা যাইব, কিবা সঙ্গে ভৃত্য একজন ।
তবে সে শোভয় বৃন্দাবনের গমন ॥ ২৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তাই আমি মনস্থ করেছি, বৃন্দাবনে আমি একা যাব অথবা সঙ্গে কেবল একজন ভৃত্য যাবে। সেইভাবেই বৃন্দাবনে যাওয়া উচিত।

শ্লোক ২৭৪

বৃন্দাবন যাব কাহাঁ 'একাকী' হঞা ।
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাঞা ॥ ২৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি অনুভব করেছিলাম, 'কোথায় আমি একাকী বৃন্দাবনে যাব, কিন্তু তা না করে সৈন্য সামন্ত নিয়ে ঢাক বাজিয়ে বৃন্দাবনে চলেছি।'

শ্লোক ২৭৫

ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি' হইলাঙ অস্থির ।
নিবৃত্ত হঞা পুনঃ আইলাঙ গঙ্গাতীর ॥ ২৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে অস্থির হয়েছিলাম, এবং বৃন্দাবন যাত্রা থেকে নিবৃত্ত হয়ে পুনরায় গঙ্গাতীরে ফিরে এসেছিলাম।

শ্লোক ২৭৬

ভক্তগণে রাখিয়া আইনু নিজ নিজ স্থানে ।
আমা-সঙ্গে আইলা সবে পাঁচ-ছয় জনে ॥ ২৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন আমি ভক্তদের নিজ নিজ স্থানে রেখে, কেবল পাঁচ-ছয় জনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

শ্লোক ২৭৭

নির্বিঘ্নে এবে কৈছে যাইব বৃন্দাবনে ।
সবে মেলি' যুক্তি দেহ' হঞা পরসন্নে ॥ ২৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন তোমরা সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে যুক্তি দাও, কিভাবে আমি নির্বিঘ্নে বৃন্দাবন যাব।

শ্লোক ২৭৮

গদাধরে ছাড়ি' গেনু, ইঁহো দুঃখ পাইল ।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥ ২৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি গদাধরকে ছেড়ে গিয়েছিলাম, সেইজন্য সে মনে দুঃখ পেয়েছিল, তাই আমি বৃন্দাবনে যেতে পারলাম না।"

শ্লোক ২৭৯-২৮১

তবে গদাধর-পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
প্রভু-পদ ধরি' কহে বিনয় করিয়া ॥ ২৭৯ ॥
তুমি যাহাঁ-যাহাঁ রহ, তাহাঁ 'বৃন্দাবন' ।
তাহাঁ যমুনা, গঙ্গা, সর্বতীর্থগণ ॥ ২৮০ ॥
তবু বৃন্দাবন যাহ' লোক শিখাইতে ।
সেইত করিবে, তোমার যেই লয় চিত্তে ॥ ২৮১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে এই কথা শুনে গদাধর পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পায়ে ধরে বিনয় করে বললেন—'তুমি যেখানে থাক সেই স্থানই বৃন্দাবন; সেখানেই যমুনা, গঙ্গা এবং সর্ব তীর্থের আবেশ হয়। তবুও তুমি মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য বৃন্দাবনে যাও। প্রকৃতপক্ষে, তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই তুমি কর।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাবার প্রয়োজন হয় না, কেননা তিনি যেখানেই থাকেন সেই স্থানই তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে, সেখানে গঙ্গা, যমুনা এবং সমস্ত তীর্থের সমাবেশ হয়। সেই কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সামনে নৃত্য করার সময় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'মোর মন বৃন্দাবন'। যেহেতু তাঁর মন বৃন্দাবন, তাই তা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি। কিন্তু তবুও, লোক শিক্ষার জন্য তিনি এই জড় জগতের ভৌম-বৃন্দাবনে গমন করেছিলেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের লীলা-ভূমি বৃন্দাবন ধামে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জড়বাদীরা মনে করে যে বৃন্দাবন ধাম একটি নোংরা শহর, কেননা সেখানে বহু কুকুর, শূয়োর ও বানর রয়েছে, এবং যমুনার পাড়ে নানা প্রকার আবর্জনা রয়েছে। কিছুদিন আগে, একজন জড়বাদী মানুষ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি কেন বৃন্দাবনে থাকেন? অবসর গ্রহণ করার জন্য কেন আপনি এরকম নোংরা শহর বেছে নিলেন?" এই ধরনের মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, বৃন্দাবন ধাম সর্ব অবস্থাতেই গোলোক বৃন্দাবন থেকে অভিন্ন। তাই বৃন্দাবন ধাম শ্রীকৃষ্ণেরই মতো আরাধ্য। *আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্*—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ধাম বৃন্দাবন সমানজ্ঞানে আরাধ্য। কখনও কখনও পারমার্থিক জ্ঞান রহিত মানুষেরা বৃন্দাবন ভ্রমণ করতে যায়। এই রকম জড় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যারা বৃন্দাবনে যায়, তাদের কোন পারমার্থিক লাভ হয় না। এই ধরনের মানুষেরা বিশ্বাস করে না যে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ধাম অভিন্ন। যেহেতু তাঁরা অভিন্ন, তাই বৃন্দাবনও শ্রীকৃষ্ণের মতো আরাধ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টিভঙ্গী (মোর মন বৃন্দাবন) জড়বাদী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভিন্ন। রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমতী

রাধারাণীর ভাবে মগ্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* *আহুশ্চ তে* শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ভাব ব্যক্ত করেছেন (মধ্য ১৩/১৩৬)।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৪/১৩) বর্ণনা করা হয়েছে—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

"যে মানুষ কফ, পিত্ত, বায়ু, এই তিনটি ধাতু দিয়ে তৈরি জড় শরীরটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে; সেই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের তার আত্মীয় স্বজন বলে মনে করে, যেই স্থানটিতে তার জন্ম হয়েছে সেই স্থানটিকে তার আরাধ্য বলে মনে করে, এবং তীর্থস্থানের সাধু মহাত্মাদের কাছ থেকে দিব্যজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা না করে কেবল স্নান করার জন্য তীর্থস্থানে গমন করে, সে একটি গরু অথবা গাধা।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং বৃন্দাবন ধামকে সাজিয়ে ছিলেন এবং তাঁর প্রধান শিষ্য, রূপ সনাতনকে ও বৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থসমূহ উদ্ধার করে জনসাধারণের চিন্ময় ভাবনার বিকাশের জন্য সেখানে তাদের আকৃষ্ট করার উপদেশ দিয়েছিলেন। বর্তমানে বৃন্দাবনে প্রায় পাঁচ হাজার মন্দির রয়েছে, এবং তা সত্ত্বেও আমাদের সোসাইটি, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ কৃষ্ণ-বলরাম, রাধাকৃষ্ণ এবং গুরু-গৌরাঙ্গের আরাধনার জন্য আর একটি অপূর্ব সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। বৃন্দাবনে যেহেতু কৃষ্ণ-বলরামের সেই রকম বড় কোন মন্দির নেই, তাই আমরা এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি যাতে মানুষ কৃষ্ণ-বলরাম বা গৌর-নিতাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। "ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই।" শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম গৌর-নিতাই রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই তত্ত্ব প্রচার করার জন্য আমরা কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করছি যে, গৌর-নিতাই-এর আরাধনা এবং কৃষ্ণ-বলরামের আরাধনা অভিন্ন।

যদিও রাধা-কৃষ্ণের লীলায় প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও বৃন্দাবনের অধিকাংশ ভক্তই রাধা-কৃষ্ণের লীলার প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু, নিতাই-গৌরচন্দ্র যেহেতু বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর মাধ্যমে আমরা সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। কৃষ্ণভক্তি-মার্গে যারা অত্যন্ত উন্নত তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় রাধাকৃষ্ণের লীলায় প্রবেশ করতে পারেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রাধা ও কৃষ্ণেরই মিলিত প্রকাশ।

কখনও কখনও জড়বাদীরা, রাধা-কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ-বলরামের লীলার কথা ভুলে গিয়ে, বৃন্দাবনে গিয়ে, সেই পবিত্র স্থানে পারমার্থিক সুযোগ সুবিধাগুলি গ্রহণ করে জড়-জাগতিক কার্য-কলাপে লিপ্ত হয়। তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরোধী। প্রাকৃত সহজিয়ারা

নিজেদের ব্রজবাসী বা ধামবাসী বলে প্রচার করে, কিন্তু তারা সব রকম ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রয়াসে লিপ্ত। এইভাবে তারা জড়ের প্রতি গভীর থেকে গভীরতরভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে। যারা শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্ত তারা এই সমস্ত প্রাকৃত সহজিয়াদের কার্যকলাপে প্রবলভাবে নিন্দা করেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর মতো নিত্য ব্রজবাসীরা বৃন্দাবন ধামে পর্যন্ত আসেননি। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীশিখি মাহিতি, মাধবীদেবী এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী কখনও বৃন্দাবনে যাননি। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে তাঁদের ভৌম বৃন্দাবনে যাওয়ার কোন বর্ণনা শোনা যায়নি। অথচ বহু অভক্ত, মায়াবাদী সন্ন্যাসী, প্রাকৃত সহজিয়া, সকাম কর্মী, মনোধর্মী জ্ঞানী এবং অন্য অনেকে জড় উদ্দেশ্য নিয়ে বৃন্দাবনে বাস করতে যায়। তাদের অনেকেই, আর্থিক সমস্যার সমাধান করার জন্য বৃন্দাবনে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। যদিও বৃন্দাবন ধামে বাস করার ফলে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সুকৃতি অর্জন হয়, তবুও শুদ্ধভক্তরা কেবল প্রকৃত বৈষ্ণবকেই আপন বলে গ্রহণ করেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণনা করা হয়েছে—*প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন।* ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যখন চিন্ময় দৃষ্টি লাভ হয়, তখনই শ্রীবৃন্দাবন এবং চিৎ-জগতের গোলোক বৃন্দাবন অভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয়।

শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীভগবান দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ এবং পরবর্তীকালে কলকাতার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনেরা সর্বদা নাম ভজনে যুক্ত থেকে অবশ্যই শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত অন্য কোন ধামে কখনই বাস করেননি। বর্তমানে, হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রচারকেরা লণ্ডন, নিউ-ইয়র্ক, লস্-এঞ্জেলস্, প্যারিস, মস্কো, জুরিক, স্টকহোম্ ইত্যাদি পৃথিবীর সবকয়টি বড় বড় শহরে বাস করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করছে। তারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও অন্যান্য আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পরিতৃপ্ত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দিরে বাস করে নিরন্তর হরিনাম সংকীর্তন করার ফলে তারা সর্বদা বৃন্দাবনেই বিরাজ করে; অন্য কোথাও নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা বৃন্দাবনে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছি, যাতে সারা পৃথিবীর কৃষ্ণভক্তরা সেখানে আসতে পারেন।

শ্লোক ২৮২

এই আগে আইলা, প্রভু, বর্ষার চারি মাস ।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ॥ ২৮২ ॥

শ্লোকার্থ

গদাধর পণ্ডিত বললেন, "শীঘ্রই বর্ষার চার মাস শুরু হবে। সেই চার মাস তুমি নীলাচলে থাক।

শ্লোক ২৮৩

পাছে সেই আচরিবা, যেই তোমার মন ।
আপন-ইচ্ছায় চল, রহ,—কে করে বারণ ॥" ২৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর তোমার যা ইচ্ছা হয় তুমি তাই কর। তুমি তোমার নিজের ইচ্ছা অনুসারেই থাক বা চলে যাও—কে তোমাকে নিষেধ করতে পারে?"

শ্লোক ২৮৪

শুনি' সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে ।
সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে ॥ ২৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেকথা শুনে, সেখানে উপস্থিত সমস্ত ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করলেন যে, গদাধর পণ্ডিত যা বললেন সেটিই সকলের ইচ্ছা।

শ্লোক ২৮৫

সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা ।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥ ২৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তদের অনুরোধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে চারমাস থাকতে সম্মত হলেন। সেকথা শুনে মহারাজ প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ২৮৬

সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ ।
তাহাঁ ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ২৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই দিন গদাধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন, এবং ভক্তদের নিয়ে মহাপ্রভু তাঁর স্থানে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ২৮৭

ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন ।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন ॥ ২৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

যে স্নেহ সহকারে গদাধর পণ্ডিত সেই ভিক্ষা নিবেদন করেছিলেন, এবং যেভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা আস্বাদন করেছিলেন, তা বর্ণনা করার শক্তি মানুষের নেই।

শ্লোক ২৮৮

এই মত গৌরলীলা—অনন্ত, অপার ।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥ ২৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অনন্ত এবং অপার। সংক্ষেপে আমি তা বর্ণনা করছি। বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ২৮৯

সহস্র-বদনে কহে আপনে 'অনন্ত' ।
তবু এক লীলার তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥ ২৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

অনন্তদেব সহস্র বদনে নিরন্তর ভগবানের লীলা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তবুও তিনি এক একটি লীলার অন্ত খুঁজে পান না।

শ্লোক ২৯০

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৯০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে ও তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়ার প্রচেষ্টা' নামক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে কথাসারে বলেছেন—"সেই বছর জগন্নাথপুরীতে রথযাত্রা দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন যেতে মনস্থ করলেন। শ্রীরামানন্দ রায় ও শ্রীস্বরূপ দামোদর, বলভদ্র ভট্টাচার্য ও তার সঙ্গী একটি ব্রাহ্মণ ভৃত্যকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন। পরের দিন রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বে মহাপ্রভু কটকে যাত্রা করে কটক দক্ষিণে রেখে নির্জন বন পথে চললেন এবং বন পথে বাঘ, হাতী প্রভৃতি জন্তুকে প্রেমে কৃষ্ণনাম গান করালেন। যেখানে গ্রাম পেতেন, সেখানে ভিক্ষা করে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হত। গ্রাম না থাকলে, সঞ্চিত চাল পাক হত এবং বন্য শাক আদি সংগৃহীত হত। বলভদ্র ভট্টাচার্যের সুব্যবহারে মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হন।

এইভাবে ঝারিখণ্ডের বনপথে গিয়ে, মহাপ্রভু বারাণসী ধামে উপস্থিত হলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করবার সময় তপন মিশ্রের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার হল। মহাপ্রভুকে তিনি তাঁর গৃহে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে রাখলেন। বারাণসীতে মহাপ্রভুর পূর্ব পরিচিত ভক্ত বৈদ্য চন্দ্রশেখর তাঁর সেবা করতে লাগলেন। একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যবহার দেখে সন্ন্যাসী-প্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে তা জানালেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিন্দা করেন। সেই ব্রাহ্মণ তাতে দুঃখিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে সেই কথা বলেন, এই প্রকাশানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীদের মুখে 'কৃষ্ণনাম' না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার উত্তরে মায়াবাদকে 'অপরাধ' বলে নির্ণয় করলেন এবং মায়াবাদীর সঙ্গ করতে নিষেধ করে তাকে কৃপা করলেন। তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশী থেকে প্রয়াগ হয়ে মথুরায় উপস্থিত হয়ে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের ঘরে, তাকে কৃপা করে, ভিক্ষা করলেন। পরে শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশ বনে মহাপ্রেমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শারী-শুক-বার্তা শ্রবণ করে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে ।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥ ১ ॥

গচ্ছন্—যেতে যেতে; **বৃন্দাবনম্**—বৃন্দাবন ধামে; **গৌরঃ**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর; **ব্যাঘ্র**—ব্যাঘ্র; **ইভ**—হস্তী; **এণ**—মৃগ; **খগান্**—পক্ষি; **বনে**—বনে; **প্রেমোন্মত্তান্**—প্রেমোন্মত্ত হয়ে; **সহ**—সহ; **উন্নৃত্যান্**—উদ্দণ্ড নৃত্য; **বিদধে**—করিয়েছিলেন; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণনাম; **জল্পিনঃ**—কীর্তন করে।

অনুবাদ

বৃন্দাবনে যাবার পথে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঝারিখণ্ডের বনে বাঘ, হাতী, হরিণ ও পাখীদের কৃষ্ণনাম কীর্তন করিয়ে প্রেমোন্মত্ত করে নৃত্য করিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তদের জয়!

শ্লোক ৩

শরৎকাল হৈল, প্রভুর চলিতে হৈল মতি ।
রামানন্দ-স্বরূপ-সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শরতের আগমনে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন যেতে মনস্থ করলেন; এবং তখন তিনি নিভৃতে স্বরূপ শ্রীদামোদর ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে যুক্তি করলেন।

শ্লোক ৪

"মোর সহায় কর যদি, তুমি-দুই জন ।
তবে আমি যাঞা দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের বললেন, তোমরা দুইজন যদি আমার সহায়তা কর, তাহলে আমি গিয়ে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করতে পারি।

শ্লোক ৫

রাত্রে উঠি' বনপথে পলাঞা যাব ।
একাকী যাইব, কাহোঁ সঙ্গে না লইব ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "রাত্রে উঠে আমি বনপথে পালিয়ে যাব। আমি একলা যাব, কাউকে সঙ্গে নেব না।

শ্লোক ৬

কেহ যদি সঙ্গ লইতে পাছে উঠি' ধায় ।
সবারে রাখিবা, যেন কেহ নাহি যায় ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যদি আমার সঙ্গে যাবার জন্য আমার পিছনে পিছনে যেতে চায়, তাহলে তাদের ধরে রেখ; যেন কেউ আমার সঙ্গে না যেতে পারে।

শ্লোক ৭

প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবা, না মানিবা 'দুঃখ' ।
তোমা-সবার 'সুখে' পথে হবে মোর 'সুখ' ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমরা প্রসন্ন হয়ে আমাকে বৃন্দাবনে যাবার অনুমতি দাও। তোমরা অন্তরে দুঃখিত হয়ো না। তোমরা যদি সুখী হও তাহলে বৃন্দাবনে যাবার পথে আমারও সুখ হবে।"

শ্লোক ৮

দুইজন কহে,—'তুমি ঈশ্বর 'স্বতন্ত্র' ।
যেই ইচ্ছা, সেই করিবা, নহ 'পরতন্ত্র' ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

তা শুনে রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বললেন, "হে প্রভু, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তুমি তো কারোর অধীন নও, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তাই করবে।

শ্লোক ৯-১১

কিন্তু আমা-দুঁহার শুন এক নিবেদনে ।
'তোমার সুখে আমার সুখ'—কহিলা আপনে ॥ ৯ ॥
আমা-দুঁহার মনে তবে বড় 'সুখ' হয় ।
এক নিবেদন যদি ধর, দয়াময় ॥ ১০ ॥
'উত্তম ব্রাহ্মণ' এক সঙ্গে অবশ্য চাহি ।
ভিক্ষা করি' ভিক্ষা দিবে, যাবে পাত্র বহি' ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু, আমাদের একটি নিবেদন আপনি শুনুন। আপনি বলেছেন যে আমাদের সুখে আপনার সুখ হয়। আপনি যদি আমাদের একটি নিবেদন শোনেন, তাহলে আমাদের মনে খুব সুখ হয়। আমরা আপনার সঙ্গে একজন উত্তম ব্রাহ্মণকে দিতে চাই; যে ভিক্ষা করে আপনাকে ভিক্ষা দেবে এবং আপনার পাত্র বহন করে নিয়ে যাবে।

শ্লোক ১২

বনপথে যাইতে নাহি 'ভোজ্যান্ন'-ব্রাহ্মণ ।
আজ্ঞা কর,—সঙ্গে চলুক বিপ্র একজন ॥' ১২ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি যখন বনপথ দিয়ে যাবেন, তখন এমন কোন ব্রাহ্মণকে পাবেন না যার কাছ থেকে আপনি ভিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। তাই দয়া করে অনুমতি দিন যেন একজন শুদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনার সঙ্গে যেতে পারে।"

শ্লোক ১৩

প্রভু কহে,—নিজ-সঙ্গী কাঁহো না লইব ।
একজনে নিলে, আনের মনে দুঃখ হইব ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "আমি আমার কোন সঙ্গীকে সঙ্গে নিতে চাই না, কেননা তাহলে অন্যদের মনে দুঃখ হবে।

শ্লোক ১৪

নূতন সঙ্গী হইবেক,—স্নিগ্ধ যাঁর মন ।
ঐছে যবে পাই, তবে লই 'এক' জন ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"যদি এমন একজন নতুন সঙ্গী পাই, যার মন স্নিগ্ধ, তাহলে তাকে আমি সঙ্গে নিতে পারি।"

তাৎপর্য

পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন, তখন কালাকৃষ্ণ দাস নামক একজন ব্রাহ্মণ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। এই কালাকৃষ্ণদাসই রমণীর প্রতি আসক্ত হয়ে অধঃপতিত হন, এবং তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভট্টাথারিদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে বলেছেন যে, তিনি স্নিগ্ধ অন্তঃকরণ সমন্বিত কোন নতুন সঙ্গীকে সঙ্গে নিতে চান। যার অন্তঃকরণ স্নিগ্ধ নয়, তার চিত্ত কোন না কোন বেগের দ্বারা উত্তেজিত, বিশেষ করে উপস্থবেগ, এমনকি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ করা সত্ত্বেও। এই ধরনের মানুষ, পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য থাকা সত্ত্বেও রমণীর প্রতি আসক্ত হয়ে অধঃপতিত হয়। মায়া এতই বলবতী যে, তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হলে, পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যেও সে রক্ষা পায় না। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর প্রতিনিধিরা সর্বদাই তাদের রক্ষা করতে চান, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের সুযোগ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর প্রতিনিধিকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তাহলে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কালাকৃষ্ণ দাসের মতো ব্যক্তিকে তাঁর সঙ্গে নিতে চান নি। তিনি এমন কাউকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন যিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ স্নিগ্ধ অন্তকরণ এবং অন্য অভিলাষ রহিত।

শ্লোক ১৫

স্বরূপ কহে,—"এই বলভদ্র-ভট্টাচার্য ।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড়, পণ্ডিত, সাধু, আর্য ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীস্বরূপ দামোদর তখন বললেন, "এই বলভদ্র ভট্টাচার্য তোমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। তার অন্তকরণ সুস্নিগ্ধ, সে পণ্ডিত, সাধু এবং পারমার্থিক মার্গে অতি উন্নত।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একজন নতুন সঙ্গী চেয়েছিলেন, রমণীর প্রতি আসক্ত কালাকৃষ্ণ দাসের মতো ব্যক্তিকে চাননি তাই স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তৎক্ষণাৎ বলভদ্র ভট্টাচার্য নামক একজন নবাগত ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী খুব ভালভাবে তাকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং দেখেছিলেন যে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রেমবান ছিলেন। তিনি কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি প্রেমবানই ছিলেন না, তিনি ছিলেন পণ্ডিত এবং সৎ। তিনি কপট ছিলেন না, এবং কৃষ্ণভক্তির মার্গে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।' যে ব্যক্তি বাইরে খুব ভক্তি দেখায় কিন্তু মনে মনে অন্য বিষয়ে চিন্তা করে, তাকে বলা হয় কপট। যিনি নিষ্কপট তিনিই সাধু। শ্রীস্বরূপ দামোদর বুঝতে পেরেছিলেন যে বলভদ্র ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যাবার উপযুক্ত, কেন না তিনি ছিলেন পণ্ডিত, সাধু এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি প্রেমপরায়ণ। তিনি উত্তম কৃষ্ণভক্তও ছিলেন; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত সেবকরূপে তাঁর সঙ্গে যাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিলেন।

স্নিগ্ধ এবং সুস্নিগ্ধ কথা দুটি ১৪ ও ১৫ শ্লোকে ব্যবহৃত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১/৮) বলা হয়েছে—*ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত*—"যে শিষ্য গুরুদেবের প্রতি অত্যন্ত প্রেম পরায়ণ, গুরুদেবের আশীর্বাদে তিনি গুহ্য জ্ঞান লাভ করেন।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধর স্বামী *স্নিগ্ধস্য* শব্দটির অর্থে *প্রেমবতঃ* লিখেছেন। অর্থাৎ, যিনি গুরুদেবের প্রতি গভীরভাবে প্রেমবান।

শ্লোক ১৬

প্রথমেই তোমা-সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে ।
ইঁহার ইচ্ছা আছে 'সর্বতীর্থ' করিতে ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রথমে তিনি তোমার সঙ্গে গৌড়দেশ থেকে এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা সমস্ত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করা।

শ্লোক ১৭

ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক 'ভৃত্য'।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা-ভিক্ষা-কৃত্য ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ ভৃত্য আছে, যে পথে আপনার জন্য রন্ধন করতে পারবে এবং আপনার অন্যান্য সেবা করতে পারবে।

শ্লোক ১৮

ইঁহারে সঙ্গে লহ যদি, সবার হয় 'সুখ'।
বন-পথে যহিতে তোমার নহিবে কোন 'দুঃখ' ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি যদি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাও তাহলে সকলেরই সুখ হয়, এবং বনপথ দিয়ে যেতে তোমার কোন কষ্ট হবে না।

শ্লোক ১৯

সেই বিপ্র বহি' নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন।
ভট্টাচার্য ভিক্ষা দিবে করি' ভিক্ষাটন ॥" ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই ব্রাহ্মণটি তোমার বস্ত্র এবং কমণ্ডলু বহন করে নিয়ে যাবে, আর বলভদ্র ভট্টাচার্য ভিক্ষা করে তোমার জন্য রন্ধন করবেন।"

শ্লোক ২০

তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র-ভট্টাচার্যে সঙ্গে করি' নিল ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর অনুরোধ মেনে নিলেন এবং বলভদ্র ভট্টাচার্যকে তাঁর সঙ্গে নিতে সম্মত হলেন।

শ্লোক ২১

পূর্বরাত্রে জগন্নাথ দেখি' 'আজ্ঞা' লঞা।
শেষ-রাত্রে উঠি' প্রভু চলিলা লুকাঞা ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্ব রাত্রে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শেষ রাত্রে উঠে লুকিয়ে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ২২

প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি' ফিরে ব্যাকুল হঞা ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

সকাল বেলা ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে তাঁর অন্বেষণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৩

স্বরূপ-গোসাঞি সবায় কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হঞা রহে সবে জানি' প্রভুর মন ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাঁদের নিবৃত্ত করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা জানতে পেরে তাঁরা নিবৃত্ত হলেন।

শ্লোক ২৪

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি' প্রভু উপপথে চলিলা।
'কটক' ডাহিনে করি' বনে প্রবেশিলা ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

প্রসিদ্ধ রাজপথ পরিত্যাগ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপপথ দিয়ে চলতে লাগলেন, এবং কটক দক্ষিণে রেখে তিনি বনে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২৫

নির্জন-বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী-ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নির্জন বনের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতে করতে যাচ্ছিলেন, তখন হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশুরা মহাপ্রভুকে দেখে পথ ছেড়ে দিয়েছিল।

শ্লোক ২৬

পালে-পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকরগণ ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করিলা গমন ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন প্রেমাবিষ্ট হয়ে বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকর এসেছিল—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের মধ্য দিয়ে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

দেখি' ভট্টাচার্যের মনে হয় মহাভয় ।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয় ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের দেখে বলভদ্র ভট্টাচার্য অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতাপে তারা একপাশে সরে গিয়েছিল।

শ্লোক ২৮

একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন ।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন একটি বাঘ পথের উপর শয়ন করেছিল, এবং প্রেমাবিষ্ট হয়ে চলতে চলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ সেই বাঘটিকে স্পর্শ করে।

শ্লোক ২৯

প্রভু কহে,—কহ 'কৃষ্ণ', ব্যাঘ্র উঠিল ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর!" সেই বাঘটি তৎক্ষণাৎ উঠে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে নাচতে লাগল।"

শ্লোক ৩০

আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী-স্নান ।
মত্তহস্তীযূথ আইল করিতে জলপান ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

আর একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নদীতে স্নান করছিলেন, তখন একপাল মত্তহস্তী সেই নদীতে জল পান করতে আসে।

শ্লোক ৩১

প্রভু জল-কৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা ।
'কৃষ্ণ কহ' বলি' প্রভু জল ফেলি' মারিলা ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্নান করে মন্ত্র জপ এবং স্মরণ করছিলেন, তখন সেই হাতির পাল তাঁর সামনে আসে, মহাপ্রভু তখন 'কৃষ্ণ কহ' বলে তাদের গায়ে জল ছেটালেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহাভাগবত রূপে লীলা-বিলাসকারী পরমেশ্বর ভগবান। মহাভাগবত স্তরে ভক্ত, শত্রু এবং মিত্রতে ভেদ দর্শন করেন না। সেই স্তরে তিনি সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের সেবক রূপে দর্শন করেন। সে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৫/১৮) বলা হয়েছে—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

"তত্ত্ববেত্তা ভগবদ্ভক্ত যথার্থ ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন।"

মহাভাগবত তত্ত্বজ্ঞানী এবং চিন্ময় চেতনা সমন্বিত হওয়ার ফলে, বাঘ, হাতি, অথবা একজন পণ্ডিতের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। উন্নত পারমার্থিক চেতনার লক্ষণ হচ্ছে নির্ভীকতা, অহিংসা এবং সর্বক্ষণ ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকা। তিনি সমস্ত জীবকেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ রূপে দর্শন করেন, এবং পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা ও তাঁর যোগ্যতা অনুসারে তিনি ভগবানের সেবা করেন। ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি, এবং আমিই স্মৃতি ও জ্ঞান দান করি, এবং তা অপহরণ করি।"

মহাভাগবত জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন এবং জীব সেই নির্দেশ পালন করছে। শ্রীকৃষ্ণ বাঘ, হাতি এবং শূকরের হৃদয়ে রয়েছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাদের বলেন, "ইনি মহাভাগবত, একে বিরক্ত করো না।" তখন আর সেই সমস্ত হিংস্র পশুরা সেই মহাভাগবতের প্রতি হিংসা পরায়ণ হন না। যারা কনিষ্ঠ ভক্ত অথবা ভক্তি-মার্গে অল্প উন্নত তাদের কখনও মহাভাগবতের অনুকরণ করা উচিত

নয়। পক্ষান্তরে, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। অনুকরণ না করে অনুসরণ করা উচিত। কোন মহাভাগবত অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে যতদূর সম্ভব তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করা উচিত। মহাভাগবতের হৃদয় সব রকম জড় কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত। তাই তিনি বাঘ এবং হাতির মতো হিংস্র পশুদেরও অত্যন্ত প্রিয় হতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, মহাভাগবত তাদের প্রতি অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো আচরণ করেন। সেই স্তরে হিংসার কোন প্রশ্নই উঠে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ঝারিখণ্ডের বনপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হয়ে তিনি মনে করেছিলেন যে সেই বন বৃন্দাবন। তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই খুঁজছিলেন।

শ্লোক ৩২

সেই জল-বিন্দু-কণা লাগে যার গায় ।
সেই 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে, প্রেমে নাচে, গায় ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই জল-কণা হাতিদের গায়ে লাগা মাত্রই তারা 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গান গাইতে শুরু করেছিল এবং নাচতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৩৩

কেহ ভূমে পড়ে, কেহ করয়ে চিৎকার ।
দেখি' ভট্টাচার্যের মনে হয় চমৎকার ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

কোন কোন হাতি মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, আবার কেউ চিৎকার করছিল। তা দেখে বলভদ্র ভট্টাচার্য অন্তরে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৪

পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্তন ।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীগণ ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

পথে যেতে যেতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উচ্চ সংকীর্তন করছিলেন; তাঁর মধুর কণ্ঠ ধ্বনি শুনে হরিণীরা তাঁর কাছে এসেছিল।

শ্লোক ৩৫

ডাহিনে-বামে ধ্বনি শুনি' যায় প্রভু-সঙ্গে ।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কীর্তনের মধুর ধ্বনি শুনে হরিণীরা মহাপ্রভুর উভয় পার্শ্বে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের গা মুছে দিয়ে গভীর ঔৎসুক্য সহকারে একটি শ্লোক পড়লেন।

শ্লোক ৩৬

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্ত-বিচিত্রবেশম্ ।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৩৬ ॥

ধন্যাঃ—কৃতার্থ, সৌভাগ্যবতী; স্ম—অবশ্যই; মূঢ়মতয়ঃ—নির্বোধ; অপি—যদিও; হরিণ্যঃ—হরিণী; এতাঃ—এই সমস্ত; যাঃ—যারা; নন্দনন্দনম্—নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে; উপাত্ত-বিচিত্রবেশম্—অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেশে সজ্জিত; আকর্ণ্য—শুনে; বেণুরণিতম্—মুরলীর ধ্বনি; সহকৃষ্ণসারাঃ—(তাদের প্রতি) কৃষ্ণ-সার মৃগসহ; পূজাম্ দধুঃ—পূজা করেছিল; বিরচিতাম্—অনুষ্ঠিত; প্রণয়াবলোকৈঃ—তাদের প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা।

অনুবাদ

"এই নির্বোধ হরিণীরাই ধন্য, যেহেতু তারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেশে সজ্জিত নন্দনন্দনকে পেয়ে এবং তাঁর বংশীধ্বনি শ্রবণ করে, কৃষ্ণসার মৃগদের সঙ্গে প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাঁর পূজা করেছিলেন।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি (১০/২১/১১) ব্রজগোপিকাদের উক্তি।

শ্লোক ৩৭

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ-সাত ।
ব্যাঘ্র-মৃগী মিলি' চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় পাঁচ-সাতটি বাঘ সেখানে এল, এবং বাঘ ও হরিণীরা একত্রে মহাপ্রভুর সঙ্গে চলতে লাগল।

শ্লোক ৩৮

দেখি' মহাপ্রভুর 'বৃন্দাবন'-স্মৃতি হৈল ।
বৃন্দাবন-গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

বাঘ এবং হরিণীদের তাঁকে অনুসরণ করতে দেখে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবনের কথা মনে পড়ল, বৃন্দাবনের গুণ বর্ণনা করে তিনি একটি শ্লোক পড়লেন।

শ্লোক ৩৯

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ ।
মিত্রাণীবাজিতাবাস-দ্রুত-রুট্-তর্ষণাদিকম্ ॥ ৩৯ ॥

যত্র—যেখানে; নৈসর্গ—স্বাভাবিক; দুর্বৈরাঃ—শত্রু ভাবাপন্ন; সহাসন্—একত্রে বাস করে; নৃ—মানুষ; মৃগাদয়ঃ—হরিণ আদি; মিত্রানীব—বন্ধুর মতো, অজিত—শ্রীকৃষ্ণ; আবাস—বাসস্থান; দ্রুত—দ্রুতবেগে; রুট্—ক্রোধ; তর্ষণাদিকম্—তৃষ্ণা ইত্যাদি।

অনুবাদ

"বৃন্দাবন ভগবানের চিন্ময় ধাম। সেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা অথবা ক্রোধ নেই। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বৈরীভাবাপন্ন হলেও মানুষ এবং হিংস্র জন্তুরা চিন্ময় মৈত্রীতে একত্রে বাস করতে পারেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৩/৬০) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীকৃষ্ণের গোপ-সখা এবং গোবৎস হরণ করার পর ব্রহ্মা তাদের ঘুম পাড়িয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এক নিমেষ পরে সেই সমস্ত গোপ-সখা এবং গোবৎসদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতে দেখে কৃষ্ণমায়ায় অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তখন ব্রহ্মা বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য দর্শন করেন।

শ্লোক ৪০

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ' করি' প্রভু যবে বলিল ।
'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বললেন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল', তখন বাঘ এবং হরিণেরা কৃষ্ণ বলে নাচতে লাগল।

শ্লোক ৪১

নাচে, কুন্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে ।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য দেখে অপূর্ব-রঙ্গে ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

বাঘ এবং হরিণেরা নাচতে লাগল এবং লাফাতে লাগল; অপূর্ব রঙ্গে বলভদ্র ভট্টাচার্য তা দর্শন করলেন।

শ্লোক ৪২

ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন ।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

ব্যাঘ্র ও হরিণেরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে লাগল, এবং পরস্পরের মুখ চুম্বন করতে লাগল।

শ্লোক ৪৩

কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা ।
তা-সবাকে তাহাঁ ছাড়ি' আগে চলি' গেলা ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কৌতুক দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন এবং তাদের ছেড়ে এগিয়ে চললেন।

শ্লোক ৪৪

ময়ূরাদি পক্ষীগণ প্রভুরে দেখিয়া ।
সঙ্গে চলে, 'কৃষ্ণ' বলি' নাচে মত্ত হঞা ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

ময়ূর আদি পাখীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগল, এবং কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হয়ে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে নাচতে লাগল।

শ্লোক ৪৫

'হরিবোল' বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি ।
বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি' ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন উচ্চৈস্বরে বলতে লাগলেন 'হরিবোল! হরিবোল!' তখন সেই ধ্বনি শুনে বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত হল।

তাৎপর্য

উচ্চৈস্বরে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের এমনই প্রভাব যে তা বৃক্ষ-লতার কর্ণও ভেদ করতে পারে—সুতরাং পশু ও মানুষের কি কথা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একবার হরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বৃক্ষ-লতা উদ্ধার পাবে কি করে। তার উত্তরে হরিদাস ঠাকুর বলেছিলেন যে, উচ্চৈস্বরে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার প্রভাবে কেবল বৃক্ষলতাই নয়; পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি অন্য সমস্ত প্রাণীরা উদ্ধার পাবে। তাই উচ্চৈস্বরে

'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' শুনলে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়; কেননা তা কেবল কীর্তনকারীরই মঙ্গল সাধন করে না, যেই শুনে তারই মঙ্গল হয়।

শ্লোক ৪৬

'ঝারিখণ্ডে' স্থাবর-জঙ্গম আছে যত ।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে, ঝারিখণ্ডের বনে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম জীবদের কৃষ্ণনাম দান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমোন্মত্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

ঝারিখণ্ডের বন বর্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল, লাহারা, কিয়োঞ্ঝর, বামড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পার্বত্য জঙ্গলময় রাজ্য।

শ্লোক ৪৭

যেই গ্রাম দিয়া যান, যাহাঁ করেন স্থিতি ।
সে-সব গ্রামের লোকের হয় 'প্রেমভক্তি' ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত স্থানের যেই যেই গ্রাম দিয়ে মহাপ্রভু যাচ্ছিলেন, সেই সমস্ত গ্রামের মানুষেরা প্রেমভক্তি লাভ করছিল।

শ্লোক ৪৮-৪৯

কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম ।
তাঁর মুখে আন শুনে, তাঁর মুখে আন ॥ ৪৮ ॥
সবে 'কৃষ্ণ' 'হরি' বলি' নাচে, কান্দে, হাসে ।
পরম্পরায় 'বৈষ্ণব' হইল সর্বদেশে ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম শুনেছিলেন তাঁরা নিরন্তর কৃষ্ণনাম করতে শুরু করেছিলেন; তাঁদের মুখে কৃষ্ণনাম শুনে অন্যরাও নিরন্তর কৃষ্ণনাম করতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে সকলে 'কৃষ্ণ' 'হরি' বলে নেচে, কেঁদে, হেসে প্রেমোন্মত্ত হয়েছিল। এইভাবে পরম্পরায় সারা দেশ বৈষ্ণব হয়েছিল।

তাৎপর্য

'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে'র অপ্রাকৃত শক্তি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই দিব্যনাম কীর্তন করেছিলেন। যারাই তাঁর মুখে সেই নাম শুনেছিলেন, তাঁরাই নির্মল হয়ে কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে শুরু করেছিলেন; তাঁদের মুখে কৃষ্ণনাম শুনে অন্যরা পবিত্র হয়েছিলেন। এইভাবে সকলে সর্বতোভাবে নির্মল হয়ে শুদ্ধভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর মতো অচিন্ত্যশক্তি কেউই দাবী করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্ত হন তাহলে তাঁর মুখে কৃষ্ণনাম শুনে শতসহস্র মানুষ পবিত্র হতে পারে। সেই শক্তি প্রতিটি জীবের মধ্যেই রয়েছে, যদি সে নিরপরাধে এবং সবরকম জড় অভিলাষ শূন্য হয়ে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে তাহলেই সেই চিন্ময় শক্তি প্রকাশিত হয়। শুদ্ধভক্ত যখন নিরপরাধে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করেন, তখন তা শ্রবণ করার ফলে অন্য লোকেরা বৈষ্ণবে পরিণত হন; আবার তাদের মুখে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ করার ফলে অন্য লোকেরাও বৈষ্ণবে পরিণত হন। এইটিই হচ্ছে পরম্পরা ধারা।

শ্লোক ৫০-৫১

যদ্যপি প্রভু লোক-সংঘট্টের ত্রাসে ।
প্রেম 'গুপ্ত' করেন, বাহিরে না প্রকাশে ॥ ৫০ ॥
তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে ।
সকল দেশের লোক হইল 'বৈষ্ণবে' ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লোকের ভীড় হওয়ার ভয়ে, তাঁর প্রেম গুপ্ত রাখেন, বাইরে প্রকাশ করেন না; তথাপি তাঁকে দর্শন করে এবং তাঁর মুখে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ করার প্রভাবে সারা দেশের লোক বৈষ্ণবে পরিণত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মহাবদান্য অবতার বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও বর্তমানে প্রকট নন, তবুও কেবল তাঁর নাম কীর্তন করার প্রভাবে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ/শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ), সারা পৃথিবীর মানুষ আজ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হচ্ছেন। প্রেমাবিষ্ট হয়ে তাঁর দিব্যনাম কীর্তন করার ফলেই তা হচ্ছে। শুদ্ধভক্ত সর্বক্ষণ ভগবানকে দর্শন করতে পারেন, এবং তার ফলে তিনি ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হন। সে সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে—*প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু 'হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের' প্রভাব আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পরম্পরার ধারায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রবণ করার ফলে পবিত্র হওয়া যায়। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে—"তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে।" এমন নয় যে, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে ব্যক্তিগতভাবে দর্শন করতে সক্ষম হবে, কিন্তু কেউ যদি *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* আদি গ্রন্থে শুদ্ধ-বৈষ্ণব পরম্পরার মাধ্যমে তাঁকে

শ্রবণ করেন, তাহলে তিনিই জড়ভোগ বাসনা এবং স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ-বৈষ্ণবে পরিণত হতে পারবেন।

শ্লোক ৫২

গৌড়, বঙ্গ, উৎকল, দক্ষিণ-দেশে গিয়া ।
লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৌড়, বঙ্গ, উৎকল দেশ এবং দক্ষিণ-ভারতে স্বয়ং ভ্রমণ পূর্বক কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করে সমস্ত জীবদের উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ৫৩

মথুরা যাইবার ছলে আসেন ঝারিখণ্ড ।
ভিল্লপ্রায় লোক তাহাঁ পরম-পাষণ্ড ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

মথুরা যাবার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঝারিখণ্ডের বনে আসেন। সেখানকার লোকেরা ছিল ভিলদের মতো, এবং তারা ছিল সম্পূর্ণ নাস্তিক—বা পরম পাষণ্ড।

তাৎপর্য

'ভিল্ল' শব্দে ভিলদের বোঝান হয়েছে। ভিলদের দেখতে আফ্রিকার নিগ্রোদের মতো, এবং তারা শূদ্রদের থেকেও অধম। এই ধরনের মানুষেরা সাধারণত জঙ্গলে থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদেরও উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ৫৪

নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণপ্রেম দান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে উদ্ধার করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গূঢ়-লীলা বোঝার শক্তি কার রয়েছে?

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণার প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, আফ্রিকার মানুষেরা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে, অন্যান্য বৈষ্ণবদের মতো, কীর্তন করছেন, নৃত্য করছেন এবং কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করছেন। তা সম্ভব হয়েছে কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শক্তির প্রভাবে। সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর শক্তি কিভাবে ক্রিয়া করছে তা কে বুঝতে পারে?

শ্লোক ৫৫

বন দেখি' ভ্রম হয়—এই 'বৃন্দাবন' ।
শৈল দেখি' মনে হয়—এই 'গোবর্ধন' ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ঝারিখণ্ডের বনপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি নিশ্চিতভাবে মনে করেছিলেন যে সেই বন বৃন্দাবন। তিনি যখন কোন পাহাড় দেখতেন, তখন তাঁর মনে হত সেই পর্বত গোবর্ধন পর্বত।

শ্লোক ৫৬

যাহাঁ নদী দেখে তাহাঁ মানয়ে—'কালিন্দী' ।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি' ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

তেমনই, তিনি যখন কোন নদী দেখতেন, তখন তাঁর ভ্রম হত যে এই নদী হচ্ছে কালিন্দী বা যমুনা। এইভাবে মহাপ্রেমে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাচতেন এবং কখনও ক্রন্দন করতেন।

শ্লোক ৫৭

পথে যাইতে ভট্টাচার্য শাক-মূল-ফল ।
যাঁহা যেই পায়েন তাঁহা লয়েন সকল ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

পথে যেতে যেতে বলভদ্র ভট্টাচার্য শাক, ফলমূল, যেখানে যা পেতেন সংগ্রহ করে রাখতেন।

শ্লোক ৫৮

যে-গ্রামে রহেন প্রভু, তথায় ব্রাহ্মণ ।
পাঁচ-সাত জন আসি' করে নিমন্ত্রণ ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

যখনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন গ্রামে যেতেন, সেখানকার পাঁচ-সাত জন ব্রাহ্মণ এসে তাঁকে নিমন্ত্রণ করতেন।

শ্লোক ৫৯

কেহ অন্ন আনি' দেয় ভট্টাচার্য-স্থানে ।
কেহ দুগ্ধ, দধি, কেহ ঘৃত, খণ্ড আনে ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ কেউ অন্ন এনে ভট্টাচার্যকে দিতেন; কেউ দুধ, কেউ দই, ঘি এবং মিছরি এনে দিতেন।

শ্লোক ৬০

যাহাঁ বিপ্র নাহি তাহাঁ 'শূদ্রমহাজন'।
আসি' সবে ভট্টাচার্যে করে নিমন্ত্রণ ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

যে সমস্ত গ্রামে ব্রাহ্মণ ছিল না, তা সত্ত্বেও, যাঁরা শূদ্র মহাজন অর্থাৎ যাঁরা অব্রাহ্মণ পরিবারের ভক্ত, তাঁরা এসেও বলভদ্র ভট্টাচার্যের নিকট নিমন্ত্রণ করতেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে, সন্ন্যাসী অথবা ব্রাহ্মণ নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। কিন্তু, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ না করলেও, দীক্ষার প্রভাবে ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। তাদের বলা হয় শূদ্র মহাজন। সেই প্রকার ভক্তরাই বলভদ্র ভট্টাচার্যকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কেবল শৌক্র ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব অবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। কিন্তু, শূদ্র কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি বৈষ্ণব হন তাহলে তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শূদ্র মহাজনদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছিলেন, এবং তা থেকে বোঝা যায় যে, বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হলে সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। এই ধরনের মানুষদের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

শ্লোক ৬১

ভট্টাচার্য পাক করে বন্য-ব্যঞ্জন।
বন্য-ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও কখনও বলভদ্র ভট্টাচার্য বন থেকে সংগ্রহ করা শাক-পাতা দিয়ে ব্যঞ্জন রান্না করতেন, এবং সেই ব্যঞ্জন খেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হতেন।

শ্লোক ৬২-৬৩

দুই-চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাহাঁ শূন্য বন, লোকের নাহিক বসতি ॥ ৬২ ॥
তাহাঁ সেই অন্ন ভট্টাচার্য করে পাক।
ফল-মূলে ব্যঞ্জন করে, বন্য নানা শাক ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

বলভদ্র ভট্টাচার্য দুই-চার দিনের অন্ন সঙ্গে রাখতেন। যেখানে লোকবসতি শূন্য বন, সেখানে সেই অন্ন তিনি পাক করতেন, এবং বন্য শাক-সব্জি ফল-মূল দিয়ে ব্যঞ্জন রান্না করতেন।

শ্লোক ৬৪

পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য-ভোজনে।
মহাসুখ পান, যে দিন রহেন নির্জনে ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে বন-ভোজনে মহাপ্রভু পরম সন্তুষ্ট হতেন। এইভাবে নির্জনে থাকতে তিনি খুব ভালবাসতেন।

শ্লোক ৬৫

ভট্টাচার্য সেবা করে, স্নেহে যৈছে 'দাস'।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র-বহির্বাস ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

বলভদ্র ভট্টাচার্য দাস্য-স্নেহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করতেন এবং তাঁর সহকারী ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জলপাত্র ও বহির্বাস বহন করতেন।

শ্লোক ৬৬

নির্ঝরেতে উষ্ণোদকে স্নান তিনবার।
দুইসন্ধ্যা অগ্নিতাপ কাষ্ঠের অপার ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

নির্ঝরের উষ্ণ জলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিনে তিনবার স্নান করতেন। সকালে এবং সন্ধ্যায় অনেক কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে আগুন পোহাতেন।

শ্লোক ৬৭-৬৮

নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জনে গমন।
সুখ অনুভবি' প্রভু কহেন বচন ॥ ৬৭ ॥
"শুন, ভট্টাচার্য! আমি গেলাঙ বহু-দেশ।
বনপথে দুঃখের কাঁহা নাহি পাই লেশ ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

নিরন্তর ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই নির্জন বন-পথ দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, তখন একদিন গভীর আনন্দ অনুভব করে তিনি বলভদ্র ভট্টাচার্যকে বলেন, "আমি বনপথে বহু দূর ভ্রমণ করলাম, কিন্তু আমার একটুও কষ্ট হল না।

শ্লোক ৬৯

কৃষ্ণ—কৃপালু, আমায় বহুত কৃপা কৈলা ।
বনপথে আনি' আমায় বড় সুখ দিলা ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কৃপাময়। তিনি আমাকে বহু কৃপা করলেন। এই বনপথে এনে আমাকে তিনি অনেক সুখ দিলেন।

শ্লোক ৭০-৭১

পূর্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাঙ বিচার ।
মাতা, গঙ্গা, ভক্তগণে দেখিব একবার ॥ ৭০ ॥
ভক্তগণ-সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন ।
ভক্তগণে সঙ্গে লঞা যাব 'বৃন্দাবন' ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্বে, আমি মনস্থ করেছিলাম যে বৃন্দাবন যাবার পথে আমার মা, গঙ্গা এবং ভক্তদের আর একবার দর্শন করব, এবং ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে যাব।

শ্লোক ৭২

এত ভাবি' গৌড়দেশে করিলুঁ গমন ।
মাতা, গঙ্গা, ভক্তে দেখি' সুখী হৈল মন ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে সঙ্কল্প করে আমি গৌড় দেশে গিয়েছিলাম এবং আমার মা, গঙ্গা ও ভক্তদের দেখে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছিলাম।

শ্লোক ৭৩

ভক্তগণে লঞা তবে চলিলাঙ রঙ্গে ।
লক্ষকোটি লোক তাহাঁ হৈল আমা-সঙ্গে ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু তারপর যখন আমি বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেছিলাম, তখন লক্ষ লক্ষ লোক আমার সঙ্গে চলেছিল।

শ্লোক ৭৪

সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা ।
তাহা বিঘ্ন করি' বনপথে লঞা আইলা ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে আমি বহু লোক নিয়ে বৃন্দাবনে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সনাতনের মুখ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে শিক্ষা দিলেন। সেই পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তিনি আমাকে এই বনপথে নিয়ে এসেছেন।

শ্লোক ৭৫

কৃপার সমুদ্র, দীন-হীনে দয়াময় ।
কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন 'সুখ' নাহি হয় ॥" ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ কৃপার সমুদ্র। তিনি দীন এবং অধঃপতিত জীবদের প্রতি বিশেষভাবে দয়াময়। তাঁর কৃপা ব্যতীত কখনও সুখ লাভ করা যায় না।"

শ্লোক ৭৬

ভট্টাচার্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল ।
'তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল' ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বলভদ্র ভট্টাচার্যকে আলিঙ্গন করে বললেন, "তোমার কৃপার প্রভাবেই আমি এত সুখ পেলাম।"

শ্লোক ৭৭

তেঁহো কহেন,—"তুমি 'কৃষ্ণ', তুমি 'দয়াময়' ।
অধম জীব মুঞি, মোরে হইলা সদয় ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

বলভদ্র ভট্টাচার্য তখন বললেন, "হে প্রভু, তুমি স্বয়ং কৃষ্ণ, তাই তুমি এত দয়াময়। আমি একজন অত্যন্ত অধঃপতিত জীব, কিন্তু আমার প্রতি তুমি সদয় হয়েছ।

শ্লোক ৭৮

মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা ।
কৃপা করি' মোর হাতে প্রভু! ভিক্ষা কৈলা ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি সবচাইতে অধঃপতিত, কিন্তু তবুও তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়েছ। হে প্রভু! আমার প্রতি অসীম কৃপা প্রদর্শন করে তুমি আমার হাতের রন্ধন গ্রহণ করেছ।

শ্লোক ৭৯

অধম-কাকেরে কৈলা গরুড়-সমান ।
'স্বতন্ত্র ঈশ্বর' তুমি—স্বয়ং ভগবান্ ॥" ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মতো একজন অধম কাককে তুমি গরুড়ে পরিণত করেছ। তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান।"

শ্লোক ৮০

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্ ॥ ৮০ ॥

মূকম্—বোবা ব্যক্তিকে; করোতি—করে; বাচালম্—বাচাল; পঙ্গুম্—পঙ্গুকে; লঙ্ঘয়তে—লঙ্ঘন করায়; গিরিম্—পর্বত; যৎকৃপা—যাঁর কৃপা; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; বন্দে—বন্দনা করি; পরমানন্দ—পরম আনন্দময়; মাধবম্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমাধবকে।

অনুবাদ

'যাঁর কৃপা বোবাকে বাচাল করতে পারে এবং পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাতে পারে, সেই পরমানন্দরূপ মাধবকে আমি বন্দনা করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* টীকা ভাবার্থ-দীপিকায় (১/১/১) শ্লোকের ব্যাখ্যার আরম্ভে মঙ্গলাচরণে ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীধর স্বামীর উক্তি।

শ্লোক ৮১

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন ।
প্রেমসেবা করি' তুষ্ট কৈল প্রভুর মন ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে বলভদ্র ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্তব করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম-সেবা করে তিনি তাঁকে তুষ্ট করেছিলেন।

শ্লোক ৮২

এইমত নানা-সুখে প্রভু আইলা 'কাশী' ।
মধ্যাহ্ন-স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি' ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে নানা সুখ আস্বাদন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশীতে এসে উপস্থিত হলেন, এবং মণিকর্ণিকার ঘাটে মধ্যাহ্ন স্নান করলেন।

তাৎপর্য

কাশী বারাণসীর আর একটি নাম। অতি প্রাচীনকাল থেকে এটি একটি তীর্থক্ষেত্র। এখানে অসি ও বরুণ নামক দুটি নদীর সমন্বয় হয়েছে। মণিকর্ণিকার ঘাট বিখ্যাত কেননা মহাজনদের মতে শ্রীবিষ্ণুর কর্ণ থেকে একটি মণি এই স্থানে পতিত হয়। কারও কারও মতে, শিবের কর্ণ থেকে মণি পতিত হয়েছিল। কারও কারও মতে ভবরোগ নিরাময় করার বৈদ্য বিশ্বনাথ কাশীবাসী মুমূর্ষু লোকের কর্ণে তারকব্রহ্ম রাম নাম দান করে তাদের ত্রাণ করেন বলে, এই তীর্থের নাম 'মণিকর্ণিকা'। কথিত আছে যে গঙ্গা যেখান দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই স্থানের মতো তীর্থ নেই এবং মণিকর্ণিকা নামক ঘাট বিশেষভাবে পবিত্র কেননা তা বিশ্বনাথের অত্যন্ত প্রিয়। কাশীখণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে—সং *সারিচিন্তামণিরত্র যস্মাৎ তং তারকং সজ্জনকর্ণিকায়াম্ । শিবোঽভিধত্তে সহসান্তকালে তদ্গীয়তেঽসৌ মণিকর্ণিকেতি ॥ মুক্তিলক্ষ্মী মহাপীঠমণিস্তচ্চরণাজয়োঃ কর্ণিকেয়ং । ততঃ প্রাহুর্যাং জনা মণিকর্ণিকাম্ ॥* অর্থাৎ, কেউ যদি মণিকর্ণিকায় শিবের নাম স্মরণ করে দেহ ত্যাগ করেন, তাহলে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ৮৩

সেইকালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান ।
প্রভু দেখি' হৈল তাঁর কিছু বিস্ময় জ্ঞান ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় তপন মিশ্র গঙ্গায় স্নান করছিলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮৪

'পূর্বে শুনিয়াছি প্রভু কর্য়াছেন সন্ন্যাস' ।
নিশ্চয় করিয়া হৈল হৃদয়ে উল্লাস ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

তপন মিশ্র মনে মনে ভাবতে লাগলেন, "আমি শুনেছি যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন।" তারপর যখন তার সেই অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হল তখন তিনি অন্তরে অত্যন্ত উল্লসিত হলেন।

শ্লোক ৮৫

প্রভুর চরণ ধরি' করেন রোদন ।
প্রভু তারে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ ধরে তিনি রোদন করতে লাগলেন এবং মহাপ্রভু তাঁকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৮৬

প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর-দরশনে ।
তবে আসি' দেখে বিন্দুমাধব-চরণে ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর তপন মিশ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করতে গেলেন; তারপর সেখান থেকে বিন্দুমাধবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে গেলেন।

তাৎপর্য

বিন্দুমাধব বারাণসীতে অতি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির। এই মন্দিরটি এখন বেণীমাধব নামে প্রসিদ্ধ। মন্দিরটি পঞ্চগঙ্গার উপরে অবস্থিত। পাঁচটি নদী অর্থাৎ ধূতপাপা, কিরণা, সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা—এই পাঁচটি নদীর মধ্যে কেবলমাত্র গঙ্গাই প্রকাশ্যভাবে প্রবহমানা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে বিন্দুমাধব মন্দিরটি দর্শন করেছিলেন, সেটি হিন্দু-বিদ্বেষী মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব বিধ্বস্ত করে একটি বৃহৎ মসজিদ স্থাপন করে। পরবর্তী কালে, সেই মসজিদের পাশে আর একটি মন্দির তৈরি করা হয় এবং সেই মন্দিরটি এখন বর্তমান। বিন্দুমাধবের মন্দিরে চতুর্ভুজ নারায়ণ এবং লক্ষ্মীদেবীর বিগ্রহ রয়েছে। বিগ্রহের সম্মুখে গরুড় স্তম্ভ, এবং পাশে শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ এবং হনুমানজীর বিগ্রহ বিরাজমান।

মহারাষ্ট্রে সাতারা নামক একটি রাজ্য রয়েছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সময় সাতারা জেলার দেশীয় করদ রাজ্য আউন্ধের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র প্রতিনিধি শ্রীমন্ত বালাসাহেব পন্থ মহারাজই শ্রীবিগ্রহ-সেবার ও মন্দিরের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করতেন। এখন এই রাজবংশের হাতে শ্রীবেণীমাধবের সেবার ভার ন্যস্ত রয়েছে। এই বংশীয় প্রথম সেবায়েত প্রতিনিধির নাম—মহারাজ জগজ্জীবন রাও সাহেব।

শ্লোক ৮৭

ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা ।
সেবা করি' নৃত্য করে বস্ত্র উড়াঞা ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

মহা আনন্দে তপন মিশ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর ঘরে নিয়ে এলেন এবং তাঁর সেবা করে, বস্ত্র উড়িয়ে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮৮

প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান ।
ভট্টাচার্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম স্বহস্তে ধুয়ে তিনি সবংশে সেই চরণোদক পান করলেন; এবং বহু সম্মান সহকারে বলভদ্র ভট্টাচার্যেরও পূজা করলেন।

শ্লোক ৮৯

প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি' ঘরে ভিক্ষা দিল ।
বলভদ্র-ভট্টাচার্যে পাক করাইল ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

তপন মিশ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করলেন, এবং বলভদ্র ভট্টাচার্যকে দিয়ে পাক করালেন।

তাৎপর্য

বারাণসীতে অবস্থান কালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তপন মিশ্রের গৃহে বাস করেন। তপন মিশ্রের গৃহের নিকটে পঞ্চনদী ঘাট নামক একটি স্নানের ঘাট ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন সেই ঘাটেই স্নান করে সর্বাগ্রে শ্রীবিন্দুমাধবজীর দর্শন করতেন, এবং তারপর তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন। বিন্দুমাধব মন্দিরের নিকটে একটি বিশাল বটবৃক্ষ আছে, এবং কথিত আছে যে, প্রসাদ গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই গাছটির নীচে বসতেন। তার নাম অনুসারে সেই বৃক্ষটি 'চৈতন্য বট' এবং ক্রমশঃ 'যতন বট' নামে বিখ্যাত হয়।

বর্তমানে, সেখানে একটি গলির ভিতরে বল্লভাচার্যের সমাধি রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কোন স্মৃতিচিহ্ন সেখানে দেখা যায় না। বল্লভাচার্য তার অনুগত ভক্তদের কাছে মহাপ্রভু নামে পরিচিত। সম্ভবত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যতন বটে অবস্থান করতেন, কিন্তু শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবন, শ্রীতপন মিশ্রের গৃহ, মায়াবাদী দলপতি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর স্থান প্রভৃতি চিহ্ন পর্যন্ত এখন লুপ্ত। যতন বটের অনতিদূরে কলকাতার শশীভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের ভবনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অর্চা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সময় শশীভূষণ নিয়োগীর শাশুড়ী এবং তার শ্যালিকা-পতি শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ সেই মন্দিরটি তত্ত্বাবধান করতেন।

শ্লোক ৯০

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিলা শয়ন ।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ-সম্বাহন ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

ভিক্ষা গ্রহণ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বিশ্রাম করলেন, তখন তপন মিশ্রের পুত্র রঘু তাঁর পাদ-সম্বাহন করেছিলেন।

শ্লোক ৯১

প্রভুর 'শেষান্ন' মিশ্র সবংশে খাইল ।
'প্রভু আইলা' শুনি' চন্দ্রশেখর আইল ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট তপন মিশ্র সবংশে খেলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের সংবাদ পেয়ে চন্দ্রশেখর সেখানে এলেন।

শ্লোক ৯২

মিশ্রের সখা তেঁহো প্রভুর পূর্ব দাস ।
বৈদ্যজাতি, লিখনবৃত্তি, বারাণসী-বাস ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

চন্দ্রশেখর ছিলেন তপন মিশ্রের সখা, এবং তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবকরূপে মহাপ্রভুর পূর্ব পরিচিত ছিলেন। জাতিতে তিনি ছিলেন বৈদ্য, এবং তাঁর বৃত্তি ছিল পুঁথি নকল করা। সেই সময় তিনি বারাণসীতে বাস করছিলেন।

শ্লোক ৯৩

আসি' প্রভু-পদে পড়ি' করেন রোদন ।
প্রভু উঠি' তাঁরে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে এসে চন্দ্রশেখর আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পড়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন; এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উঠে, কৃপা করে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৯৪

চন্দ্রশেখর কহে,—"প্রভু, বড় কৃপা কৈলা ।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

চন্দ্রশেখর বললেন, "হে প্রভু, তুমি আমাকে বড় কৃপা করলে, তুমি নিজে এসে এই ভৃত্যকে দর্শন দিলে।

শ্লোক ৯৫

আপন-প্রারব্ধে বসি' বারাণসী-স্থানে ।
'মায়া', 'ব্রহ্ম' শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার পূর্বকৃত কর্মের ফলে আমি বারাণসীতে বাস করছি। এখানে 'মায়া' এবং 'ব্রহ্ম' ছাড়া আর কোন শব্দ কানে শুনি না।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকে প্রারব্ধ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু চন্দ্রশেখর ছিলেন ভক্ত, তাই তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নাম এবং তাঁর লীলা শ্রবণ করতে আগ্রহী ছিলেন। বারাণসীর অধিকাংশ অধিবাসীই নির্বিশেষবাদী; পঞ্চোপাসনার প্রথায় শিবের পূজক। নির্বিশেষবাদীরা তাদের ধ্যানের সুবিধার জন্য নির্বিশেষ ব্রহ্মের পাঁচটি রূপ কল্পনা করে—বিষ্ণু, শিব, গণেশ, সূর্য এবং দুর্গা। প্রকৃতপক্ষে এই পঞ্চ-উপাসকেরা কারোর ভক্ত নয়। কথায় বলে সকলের চাকর হওয়া মানে কারোরই চাকর না হওয়া। বারাণসী বা কাশী নির্বিশেষবাদীদের সর্বপ্রধান তীর্থস্থান, এবং ভগবদ্ভক্তদের পক্ষে তা মোটেই উপযোগী নয়। বৈষ্ণব বিষ্ণুতীর্থে বাস করতে চান। যেখানে শ্রীবিষ্ণুর মন্দির রয়েছে এবং শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ রয়েছে, সেই স্থানই বৈষ্ণব ভক্তদের প্রিয়। বারাণসীতে শিবের শত সহস্র মন্দির রয়েছে, অথবা পঞ্চোপাসকদের মন্দির রয়েছে। তাই চন্দ্রশেখর গভীর দুঃখ প্রকাশ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেন যে তার পূর্বকৃত দুষ্কৃতির ফলে তাকে বারাণসীতে বাস করতে হচ্ছে। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থেও বলা হয়েছে যে—*দুর্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ।* "পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে, জীবকে নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়।" *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫৪) বলা হয়েছে—*কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং।* কিন্তু যারা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন তাদের পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না। কেবল কর্মী বা অভক্তদেরই কর্মফল ভোগ করতে হয়।

তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন—নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ যাঁরা নিত্য চিন্ময়স্তরে অধিষ্ঠিত; সাধনসিদ্ধ, অর্থাৎ যাঁরা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়েছেন, এবং সাধক, অর্থাৎ যাঁরা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হবার জন্য ভগবদ্ভক্তির সাধন করছেন। সাধকেরা ধীরে ধীরে পূর্বকৃত কর্মের ফল থেকে মুক্ত হন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/১/১৭) ভগবদ্ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে—

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা ।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা ॥

ভগবদ্ভক্তি 'ক্লেশঘ্নী' অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি ক্লেশ দূর করে, এমনকি কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তেরও। 'শুভদা' শব্দের অর্থ হচ্ছে, ভগবদ্ভক্তি সর্বপ্রকার মঙ্গল সাধন করে, এবং ভগবদ্ভক্তি 'কৃষ্ণাকর্ষিণী' অর্থাৎ তা ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তের প্রতি আকর্ষণ করে। তার ফলে ভক্ত কোন রকম পাপ কর্মের ভাগী হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও, তাহলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় পেয়ো না।"

তাই সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত ভক্ত সর্বপ্রকার পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত হন। পাপ কর্মের ফল তিনটি স্তরে ফলপ্রসূ হয়। প্রথমে কূটরূপে অজ্ঞানের বশে পাপ

কর্ম সম্পাদিত হয়, তারপর সেই কর্মের ফল বীজরূপে প্রকাশিত হয় এবং অবশেষে তা ফলোন্মুখ হয়। এই তিনটি স্তরেই জীবকে ক্লেশ ভোগ করতে হয়। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, এবং তাই তিনি কূট, বীজ এবং ফলোন্মুখ, এই তিনটি স্তরের পাপকেই বিনষ্ট করেন। *পদ্মপুরাণে* সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

অপ্রারব্ধ-ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্ ।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে তার অধিক আলোচনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯৬

ষড়্ দর্শন-ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা ।
মিশ্র কৃপা করি' মোরে শুনান কৃষ্ণকথা ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

চন্দ্রশেখর বললেন, "ষড়্‌দর্শনের ব্যাখ্যা ছাড়া এখানে আর কিছু শোনা যায় না। কৃপা করে তপন মিশ্র আমাকে কৃষ্ণকথা শোনান।

তাৎপর্য

ষড়্‌দর্শন বা ছয়টি বৈদিক দর্শন হচ্ছে—১) কণাদ ঋষি প্রবর্তিত বৈশেষিক, ২) গৌতম ঋষি প্রবর্তিত ন্যায়, ৩) পতঞ্জলি ঋষির যোগ, ৪) কপিল ঋষির প্রবর্তিত সাংখ্য, ৫) জৈমিনী ঋষি প্রবর্তিত কর্ম-মীমাংসা এবং ৬) বেদব্যাস প্রবর্তিত ব্রহ্ম-মীমাংসা বা বেদান্ত, যা হচ্ছে পরম তত্ত্ব *(জন্মাদ্যস্য যতঃ)*-এর চরম সিদ্ধান্ত। প্রকৃতপক্ষে, 'বেদান্ত-দর্শন' ভগবদ্ভক্তদের জন্য, কেননা *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্* "আমি বেদান্তের প্রণেতা এবং বেদবেত্তা।" ব্যাসদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তাই শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণরূপে 'বেদান্ত-দর্শনের' তাৎপর্য অবগত। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বেদান্তদর্শন শ্রবণ করেন, তিনিই বেদান্তের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যে সমস্ত মায়াবাদীরা নিজেদের বৈদান্তিক বলে ঘোষণা করে, তারা বেদান্ত-দর্শনের তাৎপর্য মোটেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সাধারণ মানুষ অজ্ঞতার বশে মনে করে যে শ্রীশঙ্করাচার্যের মতই হচ্ছে বেদান্ত।

শ্লোক ৯৭

নিরন্তর দুঁহে চিন্তি তোমার চরণ ।
'সর্বজ্ঞ ঈশ্বর' তুমি দিলা দরশন ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, আমরা দুজনে নিরন্তর তোমার শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করি। তুমি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। তাই তুমি আমাদের দর্শন দান করলে।

তাৎপর্য

শ্রীচন্দ্রশেখর পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাস হলেও, তিনি নিজেকে পতিত বলে বিনীতভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন এবং তাই তাঁর দুই ভৃত্য তাঁকে ও তপন মিশ্রকে উদ্ধার করার জন্য তিনি ভগবানকে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ৯৮

শুনি,—'মহাপ্রভু' যাবেন শ্রীবৃন্দাবনে ।
দিন কত রহি' তার' ভৃত্য দুইজনে ॥" ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমরা শুনেছি যে তুমি বৃন্দাবন যাবে। কয়েকদিন এখানে থেকে তোমার এই দুই ভৃত্যকে উদ্ধার কর।"

শ্লোক ৯৯

মিশ্র কহে,—'প্রভু, যাবৎ কাশীতে রহিবা ।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা ॥' ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

তপন মিশ্র তখন বললেন, "হে প্রভু, যে কয়দিন তুমি বারাণসীতে থাকবে, দয়া করে অন্য কারোর গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ না করে আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করবে।"

শ্লোক ১০০

এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে ।
ইচ্ছা নাহি, তবু তথা রহিলা দিন-দশে ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে, তাঁর দুই ভক্তের অনুরোধের বশবর্তী হয়ে, ইচ্ছা না থাকলেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রায় দশদিন বারাণসীতে রইলেন।

শ্লোক ১০১

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে ।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হয় চমৎকারে ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

বারাণসীতে এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে আসেন। তিনি মহাপ্রভুর রূপ ও কৃষ্ণপ্রেম দর্শন করে চমৎকৃত হন।

শ্লোক ১০২

বিপ্র সব নিমন্ত্রয়, প্রভু নাহি মানে ।
প্রভু কহে,—'আজি মোর হঞাছে নিমন্ত্রণে' ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

বারাণসীর ব্রাহ্মণেরা যখন তাদের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রসাদ গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করতেন, মহাপ্রভু তাদের বলতেন—"আজ একজন তো আমাকে তার গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করেছেন।"

শ্লোক ১০৩

এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গ-ভয়ে না মানেন নিমন্ত্রণ ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন তাদের বঞ্চনা করতেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ হওয়ার ভয়ে তিনি তাদের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতেন।

তাৎপর্য

যারা মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন, বৈষ্ণব সন্ন্যাসী কখনও তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ, বৈষ্ণব সন্ন্যাসী কখনও মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করতে চান না, তাদের সঙ্গে একত্রে আহার করা তো দূরের কথা। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সন্ন্যাসীদের এই প্রথা অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করে সেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

শ্লোক ১০৪

প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া ।
'বেদান্ত' পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী সভাতে বসে তাঁর বহু শিষ্যদের নিয়ে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন মায়াবাদী সন্ন্যাসী। *শ্রীচৈতন্য ভাগবতে* (মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়) তাঁর চরিত্র বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

'হস্ত', 'পদ', 'মুখ' মোর নাহিক 'লোচন' ।
বেদ মোরে এইমত করে বিড়ম্বন ॥
কাশীতে পড়ায় বেটা 'প্রকাশানন্দ' ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে ।
সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে ॥

সর্বযজ্ঞময় মোর যে-অঙ্গ-পবিত্র ।
'অজ', 'ভব' আদি গায় যাঁহার চরিত্র ॥
'পুণ্য' পবিত্রতা পায়, যে-অঙ্গ-পরশে ।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে ॥

মধ্যখণ্ড বিংশতি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে—

সন্ন্যাসী 'প্রকাশানন্দ' বসয়ে কাশীতে ।
মোরে খণ্ড-খণ্ড বেটা করে ভালমতে ॥
পড়ায় 'বেদান্ত', মোর 'বিগ্রহ' না মানে ।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে, তবু নাহি জানে ॥
'সত্য' মোর 'লীলা-কর্ম', 'সত্য' মোর 'স্থান' ।
ইহা 'মিথ্যা' বলে মোরে করে খান্-খান্ ॥

প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন মায়াবাদ দর্শনের প্রচারক। তার মতে, ভগবান হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু ইত্যাদি রহিত। এইভাবে ভগবানের সবিশেষ রূপ অস্বীকার করে তিনি জনসাধারণকে বঞ্চনা করতেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন এমনই এক মহামূর্খ, যার একমাত্র কাজ ছিল ভগবানে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে তাঁকে নির্বিশেষ বলে প্রতিপন্ন করা। ভগবানের যদিও রূপ রয়েছে, কিন্তু প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁর হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ কেটে খণ্ড খণ্ড করার প্রচেষ্টা করছিলেন। সেইটিই অসুরদের কার্যকলাপ। বেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা ভগবানের রূপ স্বীকার করে না তারা মহামূর্খ। ভগবানের রূপ বাস্তব, সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলেছেন—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*। *অহম্* শব্দে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'আমি', ব্যক্তি বিশেষ। নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করে তিনি 'এব' শব্দটি যোগ করেছেন। বেদান্ত অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা। বৈদিক জ্ঞানের পরম তত্ত্বকে যে নির্বিশেষ বলে বর্ণনা করে সে একটি অসুর। ভগবানের সবিশেষ রূপের আরাধনা করার ফলে জীবন সার্থক হয়। ভগবানের যে রূপ দর্শন করে অধঃপতিত জীবেরা উদ্ধার লাভ করে, মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ভগবানের সেই রূপকে অস্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে, মায়াবাদী অসুরেরা ভগবানের সেই রূপকে খণ্ড খণ্ড করে।

ব্রহ্মা, শিব আদি মহান্ দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেন। আদি মায়াবাদী সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য ভগবানের রূপকে সবিশেষ বলে স্বীকার করেছেন। *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—"নারায়ণ, পরমেশ্বর ভগবান, অব্যক্ত জড় শক্তির অতীত।" *অব্যক্তাদ্ অণ্ড-সম্ভবঃ*—"এই জড় জগৎ অব্যক্ত জড় শক্তি থেকে সৃষ্ট। কিন্তু নারায়ণের চিন্ময় স্বরূপ জড় শক্তির দ্বারা সৃষ্ট নয়। ভগবানের রূপের আরাধনা করার ফলেই কেবল পবিত্র হওয়া যায়। কিন্তু, মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নির্বিশেষবাদী, এবং তারা ভগবানের রূপকে মায়া বা মিথ্যা বলে বর্ণনা করে। মিথ্যার পূজা করে কিভাবে পবিত্র হওয়া যায়? মায়াবাদীরা নির্বিশেষবাদ স্থাপনে যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করতে পারে না। তারা কেবল

অন্ধের মতো কতকগুলি সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে, যা যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বারাণসীর প্রধান মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর অবস্থা ছিল সেই রকমই। তিনি বেদান্ত-দর্শন শিক্ষা দিতেন, কিন্তু ভগবানের সবিশেষ রূপ স্বীকার করতেন না; তাই তিনি কুষ্ঠ রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও, তিনি ভগবানের সবিশেষ রূপ অস্বীকার করে অপরাধ করে যাচ্ছিলেন। পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা তাঁর লীলা এবং ক্রীড়া প্রদর্শন করেন, কিন্তু মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা প্রচার করে যে, সেই সমস্ত কার্যকলাপ মিথ্যা।

কিছু লোক অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে দাবী করে যে, প্রকাশানন্দ সরস্বতী পরবর্তীকালে প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্য নয়। প্রবোধানন্দ সরস্বতী ছিলেন গোপাল ভট্ট গোস্বামীর কাকা এবং গুরু। গৃহস্থ আশ্রমে প্রবোধানন্দ সরস্বতী ছিলেন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের অধিবাসী রামানুজ বৈষ্ণব। প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে এক ব্যক্তি বলে মনে করা ভুল।

শ্লোক ১০৫

এক বিপ্র দেখি' আইলা প্রভুর ব্যবহার ।
প্রকাশানন্দ-আগে কহে চরিত্র তাঁহার ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

এক বিপ্র, যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অদ্ভুত ব্যবহার দর্শন করেছিলেন, তিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কাছে গিয়ে তাঁর চরিত্র বর্ণনা করেন।

শ্লোক ১০৬

"এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে ।
তাঁহার মহিমা-প্রতাপ না পারি বর্ণিতে ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণটি প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বললেন, "জগন্নাথপুরী থেকে এক সন্ন্যাসী এসেছেন, তাঁর মহিমা এবং প্রতাপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

শ্লোক ১০৭

সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত-কথন ।
প্রকাণ্ড-শরীর, শুদ্ধকাঞ্চন-বরণ ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সন্ন্যাসীটির সবকিছুই অদ্ভুত। তাঁর শরীর প্রকাণ্ড এবং তাঁর গায়ের রং খাঁটি সোনার মতো।

শ্লোক ১০৮

আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ন ।
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব সল্লক্ষণ ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর বাহু যুগল আজানুলম্বিত, তাঁর নয়ন যুগল কমলের মতো, ঈশ্বরের সমস্ত লক্ষণ তাঁর শ্রীঅঙ্গে বিদ্যমান।

শ্লোক ১০৯

তাহা দেখি' জ্ঞান হয়—'এই নারায়ণ' ।
যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণসংকীর্তন ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর এই সমস্ত লক্ষণ দেখে মনে হয় যে তিনি নারায়ণ স্বয়ং। যেই তাঁকে দর্শন করে, সেই উচ্চৈস্বরে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করতে শুরু করে।

শ্লোক ১১০

'মহাভাগবত'-লক্ষণ শুনি ভাগবতে ।
সে-সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভাগবতের যে সমস্ত লক্ষণ রয়েছে, সেই সমস্ত লক্ষণ তাঁর মধ্যে দেখা যায়।

শ্লোক ১১১

'নিরন্তর কৃষ্ণনাম' জিহ্বা তাঁর গায় ।
দুই-নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা-প্রায় ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর জিহ্বা নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন করে, এবং তাঁর দুই চোখ দিয়ে গঙ্গার ধারার মতো অশ্রু ঝরে পড়ে।

শ্লোক ১১২

ক্ষণে নাচে, হাসে, গায়, করয়ে ক্রন্দন ।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে,—সিংহের গর্জন ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

"কখনও তিনি নাচেন, কখনও তিনি হাসেন, কখনও তিনি গান করেন, কখনও ক্রন্দন করেন, এবং কখনও সিংহের গর্জনের মতো হুঙ্কার করেন।

শ্লোক ১১৩

জগৎমঙ্গল তাঁর 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম ।
নাম, রূপ, গুণ তাঁর, সব—অনুপম ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর নাম কৃষ্ণচৈতন্য, সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধন করে। তাঁর নাম, রূপ, গুণ সবকিছুই অতুলনীয়।

শ্লোক ১১৪

দেখিলে সে জানি তাঁর 'ঈশ্বরের রীতি' ।
অলৌকিক কথা শুনি' কে করে প্রতীতি?" ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁকে দেখলেই বোঝা যায় যে তাঁর মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই অলৌকিক। কে তা বিশ্বাস করবে?"

শ্লোক ১১৫

শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা ।
বিপ্রে উপহাস করি' কহিতে লাগিলা ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে প্রকাশানন্দ সরস্বতী খুব হাসতে লাগলেন; এবং তিনি ব্রাহ্মণকে উপহাস করে বলতে লাগলেন—

শ্লোক ১১৬

"শুনিয়াছি গৌড়দেশের সন্ন্যাসী—'ভাবুক' ।
কেশব-ভারতী-শিষ্য, লোকপ্রতারক ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকাশানন্দ সরস্বতী বললেন, "হ্যাঁ, আমি গৌড়দেশের সেই ভাবপ্রবণ সন্ন্যাসীটির কথা শুনেছি। আমি এও শুনেছি যে তিনি কেশব ভারতীর শিষ্য এবং তিনি লোকদের প্রতারণা করেন।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদা ভগবৎ-প্রেমের দিব্যভাব প্রকাশ করতেন বলে এখানে তাঁকে ভাবুক বলা হয়েছে। তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য-প্রেম ব্যক্ত করে উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করতেন। কিন্তু মূর্খ লোকেরা তাঁর সেই পরম চমৎকার অপূর্ব ভাবকে মনোধর্মের অনুশীলনরত কৃত্রিম ও স্বল্পকাল স্থায়ী উচ্ছ্বাস উচ্ছৃঙ্খলময় ভাব বলে মনে করেছিল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবৎ-প্রেমের দিব্যভাবের সঙ্গে কপট অভিনয়কারীর ভাবুকতার কোন তুলনা হয় না। তাদের সেই অভিনয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। অনেক সময় আমরা দেখি যে, কিছু লোক দিব্যভাব প্রদর্শন করার অভিনয় করে, কিন্তু তাদের সেই অভিনয়ের পরেই তারা ধূমপান আদি জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয়। প্রথমে প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কার্যকলাপের কথা শুনেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে একজন প্রতারক বলে মনে করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তের ভগবৎ-প্রেম জনিত অপ্রাকৃত ভাব মায়াবাদীরা বুঝাতে পারে না; তাই সেই ভাবের লক্ষণ প্রকাশিত হলে তারা তাকে মনোধর্মপ্রসূত অনিত্য ভাবুকতা বলে মনে করে। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর এই উক্তি অপরাধজনক এবং তাই তাকে পাষণ্ডী (নাস্তিক) বলে বিবেচনা করা উচিত। শ্রীল রূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে, প্রকাশানন্দ সরস্বতী যেহেতু ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন না, তাই তার সন্ন্যাস ছিল ফল্গু বৈরাগ্য। অর্থাৎ, সবকিছু ভগবানের সেবায় কিভাবে নিয়োগ করতে হয় তা তিনি জানতেন না বলে তার বৈরাগ্য ছিল কৃত্রিম।

শ্লোক ১১৭

'চৈতন্য'-নাম তাঁর, ভাবুকগণ লঞা ।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাঞা ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলতে লাগলেন, "আমি জানি যে তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং ভাবুকদের নিয়ে সে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নেচে বেড়ায়।

শ্লোক ১১৮

যেই তাঁরে দেখে, সেই ঈশ্বর করি' কহে ।
ঐছে মোহন-বিদ্যা—যে দেখে সে মোহে ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"যেই তাঁকে দেখে, সেই তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে। তাঁর কিছু মোহন-বিদ্যা জানা রয়েছে, যার প্রভাবে সে লোককে মোহাচ্ছন্ন করে। যে তাঁকে দেখে সেই এইভাবে মোহিত হয়।

শ্লোক ১১৯

সার্বভৌম ভট্টাচার্য—পণ্ডিত প্রবল ।
শুনি' চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতো মহাপণ্ডিতও শুনেছি এই শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে পাগল হয়ে গেছে।

শ্লোক ১২০

'সন্ন্যাসী'—নাম-মাত্র, মহা-ইন্দ্রজালী ।
'কাশীপুরে' না বিকাবে তাঁর ভাবকালি ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

"এই চৈতন্য নামে মাত্র সন্ন্যাসী, প্রকৃতপক্ষে সে এক মহা-ইন্দ্রজালী। কিন্তু এই কাশী নগরীতে সে তাঁর ভাবুকতার পসরা বিক্রী করতে পারবে না।

শ্লোক ১২১

'বেদান্ত' শ্রবণ কর, না যাইহ তাঁর পাশ ।
উচ্ছৃঙ্খল-লোক-সঙ্গে দুইলোক-নাশ ॥" ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

"এই চৈতন্যের কাছে না গিয়ে বেদান্ত শ্রবণ কর; কেননা দুষ্টলোকের সঙ্গ করলে ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নাশ হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উচ্ছৃঙ্খল কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* (১৬/২৩) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

"কেউ যদি শাস্ত্র-বিধি অনুসরণ না করে উচ্ছৃঙ্খলের মতো আচরণ করে, তাহলে সে কখনও সিদ্ধি, সুখ অথবা পরা গতি লাভ করতে পারে না।"

শ্লোক ১২২

এত শুনি' সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইলা ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' তথা হৈতে উঠি' গেলা ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে একথা শুনে সেই ব্রাহ্মণটি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে, কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে করতে সেখান থেকে উঠে গেলেন।

শ্লোক ১২৩

প্রভুর দরশনে শুদ্ধ হঞাছে তাঁর মন ।
প্রভু-আগে দুঃখী হঞা কহে বিবরণ ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার ফলে সেই ব্রাহ্মণের মন শুদ্ধ

হয়েছিল, তাই তিনি দুঃখিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে সমস্ত কথা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১২৪

শুনি' মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিলা ।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঈষৎ হাসলেন। সেই ব্রাহ্মণটি তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আবার বললেন—

শ্লোক ১২৫

"তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল ।
সেহ তোমার নাম জানে,—আপনে কহিল ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যখন তার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করলাম, তখন তিনিও বললেন যে তিনি আপনার নাম জানেন।

শ্লোক ১২৬

তোমার 'দোষ' কহিতে করে নামের উচ্চার ।
'চৈতন্য' 'চৈতন্য' করি' কহে তিনবার ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনার দোষ দর্শন করতে গিয়ে সে 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' বলে তিনবার আপনার নাম উচ্চারণ করেছিল।

শ্লোক ১২৭

তিনবারে 'কৃষ্ণনাম' না আইল তার মুখে ।
'অবজ্ঞা'তে নাম লয়, শুনি' পাই দুঃখে ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

তিনবার আপনার নাম উচ্চারণ করলেও, সে একবারও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে পারেনি। অবজ্ঞা ভরে সে আপনার নাম উচ্চারণ করেছিল বলে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি।

তাৎপর্য

প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিন্দা করেছিলেন। ব্রহ্ম, চৈতন্য, আত্মা, পরমাত্মা, জগদীশ, ঈশ্বর, বিরাট, বিভু, ভূমা, বিশ্বরূপ, ব্যাপক ইত্যাদি নাম পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণকেই

ঈঙ্গিত করে। কিন্তু ঐ সকল নাম গ্রহণকারীরা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর অপ্রাকৃত লীলার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত নাম থেকে স্বল্প আলোক প্রাপ্তি হতে পারে, কিন্তু ভগবানের দিব্যনাম যে ভগবান থেকে অভিন্ন তা কখনও হৃদয়ঙ্গম হয় না। অজ্ঞতাবশত কিছু লোক ভগবানের নামকে জড় বলে মনে করে। মায়াবাদী ও পঞ্চোপাসকেরা চিন্ময় জগৎ এবং সেখানকার আনন্দময় বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা বুঝতে পারে না যে, পরম সত্য চিন্ময় বৈচিত্র্যে সমন্বিত, এবং তাঁর নাম আছে, রূপ আছে, গুণ আছে এবং তিনি নিরন্তর আনন্দময় লীলা বিলাস পরায়ণ। তাদের এই অজ্ঞতাবশত তারা সিদ্ধান্ত করে যে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ মায়া। সেই কারণে ভগবানের দিব্যনামের মহিমা প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। মায়াবাদীরা সে কথা জানে না, এবং তাই তারা মহা অপরাধে অপরাধী হয়। মায়াবাদীর মুখে কখনও কৃষ্ণ অথবা ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শ্রবণ করা উচিত নয়।

শ্লোক ১২৮

ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি'।
তোমা দেখি' মুখ মোর বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকাশানন্দ সরস্বতী কেন কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে পারলেন না সেকথা আপনি আমাকে দয়া করে বলুন; কেননা আপনাকে দেখে আমার মুখ নিরন্তর 'কৃষ্ণনাম' এবং 'হরিনাম' উচ্চারণ করছে।

শ্লোক ১২৯-১৩০

প্রভু কহে,—"মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি ॥ ১২৯ ॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুইত 'সমান' ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "মায়াবাদীরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী। তাই তারা নিরন্তর ব্রহ্ম, আত্মা ও চৈতন্য শব্দ উচ্চারণ করে কিন্তু তাদের মুখে কৃষ্ণনাম আসে না, কেননা শ্রীকৃষ্ণের নাম এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দুই-ই সমান।

শ্লোক ১৩১

'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দ-রূপ' ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবানের দিব্যনাম, তাঁর শ্রীবিগ্রহ এবং তাঁর স্বরূপ এক ও অভিন্ন। এই তিনে কোন ভেদ নেই। এই তিনই চিদানন্দরূপ।

শ্লোক ১৩২

দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম—নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ' ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"জীবের যেমন নাম, দেহ এবং স্বরূপে পার্থক্য রয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ এবং দেহীর মধ্যে অথবা নাম এবং নামীর মধ্যে সেরকম পার্থক্য নেই।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে ব্রাহ্মণটিকে বুঝিয়েছেন যে, মায়াবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের গুণগত সাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যেহেতু তারা স্বীকার করে না, তাই তারা মনে করে যে জীব মায়ার প্রভাবে ব্রহ্ম থেকে ভ্রান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। মায়াবাদীরা মনে করে যে পরমতত্ত্ব চরমে নির্বিশেষ। যখন ভগবানের অবতার অথবা ভগবান স্বয়ং অবতরণ করেন; তখন তারা মনে করে যে তিনিও মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছেন। অর্থাৎ মায়াবাদীরা মনে করে যে, ভগবানের রূপও এই জড় জগতের বস্তু। অজ্ঞতার বশে তারা বুঝতে পারে না যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ তাঁর থেকে অভিন্ন। তাঁর দেহ এবং দেহীতে কোন ভেদ নেই, কেননা তারা উভয়েই চিন্ময় তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান না থাকার ফলে নির্বিশেষবাদীরা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করে। তাই তারা পরম তত্ত্বের আদি নাম 'কৃষ্ণ' উচ্চারণ করতে পারে না। তাদের নির্বিশেষ ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য আদি গৌণ নাম উচ্চারণ করে। অর্থাৎ, তারা পরোক্ষভাবে পরম তত্ত্বকে সম্বোধন করে। যদিও তারা গোবিন্দ, কৃষ্ণ অথবা মাধব আদি নাম উচ্চারণ করে, তবুও তারা বুঝতে পারে না যে এই সমস্ত নাম নামী গোবিন্দ, কৃষ্ণ বা মাধব থেকে অভিন্ন। যেহেতু তারা নির্বিশেষবাদী, তাই সবিশেষ নাম উচ্চারণ করলেও তার ফলে তাদের কোন পারমার্থিক লাভ হয় না। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের কোন বিশ্বাস নেই, তারা মনে করে যে এই সমস্ত নাম জড় শব্দ মাত্র। ভগবানের নামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে, তারা কেবল ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য আদি গৌণ নাম উচ্চারণ করে।

কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম উভয়েই চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই চিন্ময়, আনন্দময় এবং বাস্তব। বদ্ধ জীবের দেহ আত্মা থেকে ভিন্ন এবং তার পিতৃ প্রদত্ত নাম তার আত্মা থেকে ভিন্ন। জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করার ফলে বদ্ধজীব তার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হতে পারে না। তাই,

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস হওয়া সত্ত্বেও সে ভিন্নভাবে আচরণ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।" বদ্ধ অবস্থায় জীব তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণের বেলায় তা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের নাম এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হবার কোন প্রশ্নই উঠে না, কেন না শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের বস্তু নন। শ্রীকৃষ্ণের দেহ এবং তাঁর আত্মায় কোন ভেদ নেই। শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ দেহ এবং আত্মা। দেহ এবং দেহীর পার্থক্য কেবল বদ্ধজীবের বেলায়ই প্রযোজ্য। বদ্ধজীবের দেহ আত্মা থেকে ভিন্ন, এবং বদ্ধজীবের নামও তার দেহ থেকে ভিন্ন। কারোর নাম শ্রীযুক্ত ঘোষ হতে পারে, কিন্তু শ্রীযুক্ত ঘোষের নাম নিয়ে ডাকা মাত্রই তিনি সেখানে উপস্থিত হন না। কিন্তু, আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম উচ্চারণ করি, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আমাদের জিহ্বায় প্রকাশিত হন। *পদ্মপুরাণে* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মদ্-ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ* "হে নারদ, আমার ভক্তরা যেখানে আমার নাম গান করে সেখানেই আমি থাকি।" ভক্তরা যখন শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—উচ্চারণ করেন শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হন।

শ্লোক ১৩৩

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ১৩৩ ॥

নামঃ—দিব্যনাম; **চিন্তামণিঃ**—সর্বপ্রকার পারমার্থিক অভীষ্ট প্রদাতা; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন; **চৈতন্যরসবিগ্রহঃ**—সর্বপ্রকার চিন্ময় রসের মূর্ত বিগ্রহ; **পূর্ণঃ**—পূর্ণ; **শুদ্ধঃ**—সর্বপ্রকার জড়-কলুষ থেকে মুক্ত; **নিত্য**—নিত্য; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **অভিন্নত্বাৎ**—অভিন্ন হবার ফলে; **নাম**—দিব্যনামের; **নামিনোঃ**—এবং নামীর।

অনুবাদ

"শ্রীকৃষ্ণের নাম চিন্ময় চিন্তামণি বিশেষ, তা চৈতন্য রসে বিগ্রহ স্বরূপ। তা পূর্ণ অর্থাৎ মায়িক বস্তুর মতো আবদ্ধ ও খণ্ড নয়; তা—শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া মিশ্র নয়; তা নিত্য যুক্ত অর্থাৎ সর্বদা চিন্ময়, কখনও জড় সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না, যেহেতু নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নেই।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পদ্মপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩৪

অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস' ।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম তাঁর দেহ এবং তাঁর লীলা জড় ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়। তা স্ব-প্রকাশ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহ, নাম, রূপ, গুণ, লীলা এবং পরিকর সবই চিন্ময় তত্ত্ব এবং তা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন (সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ)। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ আদি জড় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে চিন্ময় জ্ঞান এবং চিন্ময় আনন্দ উপলব্ধি করতে পারে না। তা কেবল শুদ্ধভক্তের কাছেই প্রকাশিত হয়। জড় স্তরে নাম, রূপ এবং গুণাবলী অবশ্যই পরস্পর থেকে ভিন্ন। জড় জগতে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই; কিন্তু আমরা যখন কৃষ্ণভাবনার স্তরে উন্নীত হই, তখন আমরা দেখতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা এবং পরিকরে এই জড়-জগতের বস্তুর মতো কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ১৩৫

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম—সব চিদানন্দ ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম, তাঁর চিন্ময় গুণ এবং লীলা সমূহ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপেরই মতো চিন্ময় এবং আনন্দময়।

শ্লোক ১৩৬

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ১৩৬ ॥

অতঃ—অতএব; **শ্রীকৃষ্ণনামাদি**—শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি; **ন**—না; **ভবেৎ**—হয়; **গ্রাহ্যম্**—গ্রাহ্য; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—স্থূল জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **সেবোন্মুখে**—অপ্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রবৃত্ত হলে; **হি**—অবশ্যই; **জিহ্বাদৌ**—শুদ্ধ সত্ত্বময় ইন্দ্রিয়ে; **স্বয়ম্**—স্বয়ম; **এব**—অবশ্যই; **স্ফুরতি**—প্রকাশিত হয়; **অদঃ**—শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি।

অনুবাদ

" 'অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ-গুণ-লীলা কখনও প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ আদির গ্রাহ্য নয়; জীব যখন সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎ-স্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত জিহ্বা আদি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ংই স্ফূর্তি লাভ করে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/২৩৪) উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩৭

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস ।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের লীলার রস সমূহ ব্রহ্মানন্দ থেকেও পূর্ণ আনন্দময়, এবং তাই তা ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও আকর্ষণ করে আত্মবশ করে।

তাৎপর্য

কেউ যখন বুঝাতে পারেন যে তিনি এই জড় জগতের বস্তু নন, তিনি চিন্ময় বস্তু, ব্রহ্ম, তখন তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত হবার ফলে অবশ্যই কিছুটা সুখের উদয় হয়; কিন্তু যারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও শ্রীকৃষ্ণের লীলার চিন্ময় রস-বিলাস হৃদয়ে উদয় করাতে পারেন তারা ব্রহ্মানন্দ থেকে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ পূর্ণ আনন্দ লীলারস উপভোগ করেন। কেউ যখন আত্ম উপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন অবশ্যই তিনি অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবকে পরিণত হন। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তার ফলে তার আত্মা প্রসন্ন হয়েছে। তিনি কখনও কোন কিছুর জন্য শোক করেন না অথবা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধভক্তি লাভ করেন।"

কেউ যখন চিন্ময় উপলব্ধি লাভ করেন (*ব্রহ্মভূতঃ*), তিনি তখন শুচি হন (*প্রসন্নাত্মা*), কেননা সেই অবস্থায় তিনি সর্বপ্রকার জড় ধারণা থেকে মুক্ত হন। যিনি সেই স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি আর জড় জগতের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বিচলিত হন না। তিনি সকলকেই চিন্ময় আত্মা রূপে দর্শন করেন (*পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*)। কেউ যখন সম্পূর্ণভাবে আত্ম উপলব্ধি করেন, তখন তিনি শুদ্ধভক্তির স্তরে উন্নীত হন (*মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্*)। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হন তখন তিনি আপনা থেকেই বুঝতে পারেন শ্রীকৃষ্ণ কে।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

(ভঃ গীঃ ১৮/৫৫)

"ভক্তি বা ভগবানের প্রেমময়ী সেবা করার মাধ্যমেই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানা যায়। এইভাবে ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে জানার ফলেই ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায়।"

ভগবদ্ভক্তির স্তরেই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁর চিন্ময় নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর ইত্যাদি জানা যায়। এইভাবে চিন্ময় যোগ্যতা অর্জন করার ফলে (*বিশতে তদনন্তরম্*), জীব তার প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ১৩৮

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্ ।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ১৩৮ ॥

স্বসুখ—নিজের সুখ; **নিভৃত**—নির্জন; **চেতাঃ**—যার চেতনা; **তৎ**—তার ফলে; **ব্যুদস্ত**—পরিত্যাগ করে; **অন্যভাবঃ**—অন্যপ্রকার ভাবনা; **অপি**—যদিও; **অজিত**—শ্রীকৃষ্ণের; **রুচির**—আনন্দদায়ক; **লীলা**—লীলা সমূহের দ্বারা; **আকৃষ্ট**—আকৃষ্ট; **সারঃ**—যার হৃদয়; **তদীয়ম্**—লীলাময় ভগবানের; **ব্যতনুত**—প্রকাশিত এবং প্রচারিত; **কৃপয়া**—কৃপার ফলে; **যঃ**—যিনি; **তত্ত্বদীপম্**—পরম তত্ত্বের উজ্জ্বল আলোক; **পুরাণম্**—পুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবত); **তম্**—তাকে; **অখিলবৃজিনঘ্নম্**—সমস্ত অমঙ্গল বিনাশ করে; **ব্যাসসূনুম্**—ব্যাসদেবের পুত্র; **নতোঽস্মি**—আমি প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

" 'যিনি প্রথমে ব্রহ্মসুখে নিভৃত চিত্ত ছিলেন এবং পরে সেই সুখ পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যময় লীলার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় তত্ত্বদীপ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বিস্তার করেছিলেন, সেই অখিল পাপনাশী গুরুদেব ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে আমি প্রণতি নিবেদন করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/১২/৬৯) শ্রীল সূত গোস্বামীর উক্তি।

শ্লোক ১৩৯

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী ব্রহ্মানন্দ থেকেও পূর্ণ আনন্দময়, তাই তা আত্মারামীদের মনও আকর্ষণ করে।

শ্লোক ১৪০

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১৪০ ॥

আত্মারামাঃ—ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দিব্য আনন্দকারী; চ—ও; মুনয়ঃ—সব রকমের জড়ভোগ বাসনা, সকাম কর্ম ইত্যাদি সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন যে মহাত্মা; নির্গ্রন্থাঃ—সর্ব প্রকার জড় কামনা-বাসনা মুক্ত হয়েছে; অপি—অবশ্যই; উরুক্রমে—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত; কুর্বন্তি—করে; অহৈতুকীম্—অহৈতুকী; ভক্তিম্—ভগবদ্ভক্তি; ইত্থম্ভূত—এতই অদ্ভুত যে তা আত্মারাম মুক্ত জীবদেরও আকর্ষণ করে; গুণঃ—যিনি অপ্রাকৃত গুণ সমন্বিত; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

" 'আত্মাতে যারা রমণ করেন, এরূপ বাসনা-গ্রন্থিশূন্য মুনিরাও অত্যদ্ভুত কার্য সম্পাদনকারী শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন; কেন না জগতে চিত্তহারী হরির এই রকম একটি গুণ আছে।'

শ্লোক ১৪১

এই সব রহু—কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধে ।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে নিবেদিত তুলসীর গন্ধ আত্মারামীদের মন হরণ করে।

শ্লোক ১৪২

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১৪২ ॥

তস্য—তাঁর; অরবিন্দনয়নস্য—যাঁর নয়ন যুগল পদ্মের মতো সেই পরমেশ্বর ভগবানের; পদারবিন্দ—শ্রীপাদপদ্মে; কিঞ্জল্ক—কেশর; মিশ্র—মিশ্রিত; তুলসী—তুলসীপত্রের; মকরন্দ—সৌরভ; বায়ুঃ—বায়ু; অন্তর্গতঃ—প্রবিষ্ট হয়ে; স্ববিবরেণ—নাসারন্ধ্রে; চকার—সৃষ্টি করেছিলেন; তেষাম্—তাদের; সংক্ষোভম্—তীব্র ক্ষোভ; অক্ষরজুষাম্—নির্বিশেষ ব্রহ্মপর কুমারদের; অপি—ও; চিত্ততন্বোঃ—দেহ এবং মনের।

অনুবাদ

" 'সেই অরবিন্দ নেত্র ভগবানের পদকমলে কিঞ্জল্ক মিশ্রিত তুলসীর মধু সৌরভ যুক্ত বায়ু নির্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ চতুঃসনের নাসিকায় রন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হয়ে তাঁদের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করেছিল।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/১৫/৪৩) থেকে উদ্ধৃত। বিদুর এবং মৈত্রেয় আলোচনা করছিলেন কিভাবে দিতি গর্ভবতী হওয়ায় বিভীষিকা ত্রস্ত দেবতারা ব্রহ্মার কাছে দিতির গর্ভস্থ অসুরদ্বয়ের আদি বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন তাদের জয়-বিজয়ের প্রতি চতুঃসন কুমারদের অভিশাপের কথা বর্ণনা করেন। এক সময় চতুঃসন কুমারেরা নারায়ণকে দর্শন করার জন্য বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলেন, তখন সপ্তম দ্বারে জয়-বিজয় নামক দুই দ্বার-পাল তাদের বাধা দেন। ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে জয় এবং বিজয় চতুঃসন কুমারদের প্রবেশ করতে দেননি এবং তার ফলে কুমারেরা ক্রুদ্ধ হয়ে জয় এবং বিজয়কে অভিশাপ দেন যে তারা দুজনেই জড় জগতে অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করবেন। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান তৎক্ষণাৎ সেই ঘটনাটি বুঝতে পারেন, এবং লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হন। চতুঃসন কুমারেরা তৎক্ষণাৎ ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেন। কেবল মাত্র ভগবানকে দর্শন করে এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের তুলসী ও কেশরের সৌরভ আঘ্রাণ করে, কুমারেরা নির্বিশেষবাদের প্রতি তাদের দীর্ঘ আসক্তি পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। এইভাবে কেবল কেশর মিশ্রিত তুলসীর সৌরভ আঘ্রাণ করে চার কুমারেরা বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিলেন। যারা ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে কোন অপরাধ করেন নি, তারা কেবলমাত্র ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সৌরভ আঘ্রাণ করে বৈষ্ণবে পরিণত হতে পারেন। কিন্তু, যারা ভগবানের চরণে অপরাধী অথবা অসুর, তারা কখনই ভগবানের স্বরূপের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, এমনকি বহুবার ভগবানের মন্দিরে যাবার ফলেও নয়। বৃন্দাবনে বহু মায়াবাদী সন্ন্যাসী রয়েছে যারা গোবিন্দজী, গোপীনাথজী এবং মদনমোহনজীর মন্দিরে পর্যন্ত যায় না। কেননা তারা মনে করে যে এই সমস্ত মন্দির মায়িক। তাই তাদের বলা হয় মায়াবাদী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন যে মায়াবাদীরা সবচাইতে বড় অপরাধী।

শ্লোক ১৪৩

অতএব 'কৃষ্ণনাম' না আইসে তার মুখে ।
মায়াবাদি-গণ যাতে মহা বহির্মুখে ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"মায়াবাদীরা যেহেতু মহা অপরাধী এবং মহা নাস্তিক, তাই তাদের মুখে কৃষ্ণনাম আসে না।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে হস্তহীন, পদহীন বলে বর্ণনা করে মায়াবাদীরা নিরন্তর ভগবানের নিন্দা করে। মায়াবাদীরা জন্ম-জন্মান্তরে, আংশিকভাবে ব্রহ্ম উপলব্ধি করা সত্ত্বেও, অপরাধী থেকে যায়। কিন্তু এই ধরনের নির্বিশেষবাদীরা যদি ভগবানের চরণে অপরাধী না হয়, তাহলে তারা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়। অর্থাৎ, নির্বিশেষবাদী যদি অপরাধী না হন, তাহলে তিনি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হলে ভগবদ্ভক্তে পরিণত হতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি অপরাধী হন, তাহলে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ করা সত্ত্বেও ভগবদ্ভক্ত হতে পারেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অপরাধী মায়াবাদীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত শঙ্কিত ছিলেন; তাই পরবর্তী শ্লোক কটিতে তিনি সেই ভাব ব্যক্ত করেছেন।

শ্লোক ১৪৪

ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাঙ কাশীপুরে ।
গ্রাহক নাহি, না বিকায়, লঞা যাব ঘরে ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তি ভাব বিক্রি করার জন্য আমি কাশী নগরীতে এলাম, কিন্তু কেন গ্রাহক পেলাম না। তা যদি না বিক্রি হয়, তাহলে আমি আমার সেই পসরা নিয়ে ঘরে ফিরে যাব।

শ্লোক ১৪৫

ভারী বোঝা লঞা আইলাঙ, কেমনে লঞা যাব?
অল্প-স্বল্প-মূল্য পাইলে, এথাই বেচিব ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি ভারী বোঝা নিয়ে তা বিক্রি করতে এই শহরে এসেছি তা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন; তাই স্বল্প মূল্য পেলে আমার সেই পসরা আমি এখানেই বিক্রি করে যাব।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের অপ্রাকৃত নাম বিক্রি করছিলেন। কিন্তু, কাশী মায়াবাদীদের স্থান, এবং ভগবানের চরণে অপরাধী মায়াবাদীরা ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' উচ্চারণ করতে পারে না। তার ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৈরাশ্য অনুভব করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, কিভাবে তিনি মায়াবাদীদের 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার গুরুত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন। শুদ্ধভক্তরাই কেবল ভগবানের নাম কীর্তনের প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু বারাণসীতে শুদ্ধভক্ত পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই বোঝা ছিল অত্যন্ত ভারী; তাই তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, কাশীতে যদিও শুদ্ধভক্ত নেই, তবুও কেউ যদি 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে স্বল্প আগ্রহীও হন, তাহলে সেই অল্প মূল্যের বিনিময়েই তিনি তার কাছে সেই মহামূল্য সামগ্রী বিক্রয় করবেন।

পাশ্চাত্যদেশে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' প্রচার করতে এসে আমাদের বাস্তবিকভাবে সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমরা যখন ১৯৬৫ সালে নিউইয়র্ক শহরে এসেছিলাম, তখন আমরা আশা করিনি যে এই দেশের মানুষেরা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' গ্রহণ করবে। কিন্তু তবুও আমরা মানুষদের নিমন্ত্রণ করেছি আমাদের ছোট মন্দিরে এসে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে, এবং ভগবানের দিব্যনাম এতই আকর্ষণীয় যে নিউইয়র্ক শহরে আমাদের সেই ছোট মন্দিরটিতে এসে সৌভাগ্যবান যুবকেরা কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়েছে। এই আন্দোলন যদিও সম্পূর্ণ সহায় সম্বলহীন অবস্থায় শুরু হয়েছিল, তবুও তা আজ খুব সুন্দরভাবে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের' প্রচার সফল হয়েছে কেননা সেখানকার যুবকেরা অপরাধী ছিল না। যে সমস্ত যুবকেরা এই আন্দোলনে যোগদান করেছে তারা খুব একটা পবিত্র ছিল না অথবা বৈদিক জ্ঞান সমন্বিত ছিল না, কিন্তু যেহেতু তারা ভগবানের চরণে অপরাধী ছিল না, তাই তারা হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আজ পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এই আন্দোলনের বিস্তার হতে দেখে আমরা গভীর আনন্দ অনুভব করি। এইভাবে এই আন্দোলনের প্রসার হতে দেখে আমরা বুঝতে পারি যে পাশ্চাত্য দেশের তথাকথিত ম্লেচ্ছ ও যবনেরা নাস্তিক নির্বিশেষবাদী বা মায়াবাদীদের থেকেও পবিত্র।

শ্লোক ১৪৬

এত বলি' সেই বিপ্রে আত্মসাথ করি' ।
প্রাতে উঠি' মথুরা চলিলা গৌরহরি ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণটিকে তাঁর ভক্তরূপে অঙ্গীকার করে, পরের দিন খুব ভোরে উঠে মথুরা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১৪৭

সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিল ।
দূর হৈতে তিনজনে ঘরে পাঠাইল ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন মথুরা অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন সেই তিনজন ভক্তও সঙ্গে সঙ্গে চললেন। কিন্তু, মহাপ্রভু তাদের সঙ্গে যেতে নিষেধ করে দূর থেকে তাদের ঘরে ফেরত পাঠালেন।

শ্লোক ১৪৮

প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিয়া ।
প্রভুগুণ-গান করে প্রেমে মত্ত হঞা ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরহে, তাঁরা তিন জন একত্রে মিলিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণগান করতেন। এইভাবে তাঁরা মহাপ্রভুর প্রেমে মগ্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪৯

'প্রয়াগে' আসিয়া প্রভু কৈল বেণী-স্নান ।
'মাধব' দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্যগান ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

প্রয়াগে পৌঁছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ত্রিবেণীতে স্নান করলেন, এবং মন্দিরে বেণীমাধবের দর্শন করে প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য গীত করলেন।

তাৎপর্য

প্রয়াগ বর্তমান এলাহাবাদ শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। প্রকৃষ্টরূপে যাগ সম্পাদন হয় বলে এই স্থানের নাম প্রয়াগ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*প্রকৃষ্টঃ যাগঃ যাগফলং যস্মাৎ।* কেউ যদি প্রয়াগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ তার ফল লাভ করেন। প্রয়াগকে তীর্থরাজও বলা হয়। এই পবিত্র তীর্থটি গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। প্রতি বছর এখানে মাঘমেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতি দ্বাদশ বৎসরে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর বহু মানুষ এই পুণ্যতীর্থে স্নান করতে আসে। মাঘমেলার সময় সাধারণত নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকেরাই স্নান করতে আসেন। কিন্তু কুম্ভমেলার সময় সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষেরা এখানে এসে ত্রিবেণীতে স্নান করেন। সেখানে গেলেই সেই স্থানের চিন্ময় প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। প্রায় পাঁচশ বছর আগে সম্রাট আকবর নির্মিত একটি দুর্গ এখানে রয়েছে এবং সেই দুর্গের অনতিদূরেই ত্রিবেণী। প্রয়াগের অপর পার্শ্বে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানপুর বা বর্তমান ঝুঁসি। বহু সাধু এখানে বাস করেন, তাই পারমার্থিক দিক দিয়ে এই স্থানটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

শ্লোক ১৫০

যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া ।
আস্তে-ব্যস্তে ভট্টাচার্য উঠায় ধরিয়া ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

যমুনা দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমে উন্মত্ত হয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন; তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য দ্রুত তাঁকে ধরে খুব সাবধানে তাঁকে তুলে আনলেন।

শ্লোক ১৫১

এইমত তিনদিন প্রয়াগে রহিলা ।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তিনদিন প্রয়াগে অবস্থান করলেন; সেখানে কৃষ্ণনাম ও চিন্ময় প্রেম দান করে বহু লোককে নিস্তার করলেন।

শ্লোক ১৫২

'মথুরা' চলিতে পথে যথা রহি' যায় ।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

মথুরা যাবার পথে যেই যেই স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্রাম করার জন্য থেমে ছিলেন, সেখানেই তিনি কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণপ্রেম দান করে লোকদের নাচিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫৩

পূর্বে যেন 'দক্ষিণ' যাইতে লোক নিস্তারিলা ।
'পশ্চিম'-দেশে তৈছে সব 'বৈষ্ণব' করিলা ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করার সময় যেমন তিনি বহুলোককে উদ্ধার করেছিলেন, তেমনই পশ্চিম ভারত ভ্রমণের সময় তিনি বহু মানুষকে বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত এবং পশ্চিম ভারতের বহু মানুষকে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করেছিলেন। তেমনই, এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন আজ পৃথিবীর সর্বত্র ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করে মানুষদের উদ্ধার করছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে মানুষকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সুযোগ দান করে, তিনি তাদের উদ্ধার করবেন।

শ্লোক ১৫৪

পথে যাহাঁ যাহাঁ হয় যমুনা-দর্শন ।
তাহাঁ ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

মথুরা যাবার পথে যেখানেই তিনি যমুনা দর্শন করেছেন, সেখানেই তিনি সেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে প্রেমে অচেতন হয়েছেন।

শ্লোক ১৫৫

মথুরা-নিকটে আইলা, মথুরা দেখিয়া ।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

মথুরার নিকটে এসে মথুরা দর্শন করেই তিনি প্রেমাবিষ্ট হয়ে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৫৬

মথুরা আসিয়া কৈলা 'বিশ্রান্তি-তীর্থে' স্নান ।
'জন্মস্থানে' 'কেশব' দেখি' করিলা প্রণাম ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

মথুরায় পৌঁছে তিনি বিশ্রাম ঘাটে স্নান করলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্ম স্থানে কেশবজীর বিগ্রহ দর্শন করে প্রণতি নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

বর্তমানে কেশবজীর মন্দিরের অনেক সংস্কার হয়েছে। এক সময় ঔরঙ্গজেব কেশবজীর মন্দির আক্রমণ করে সেখানে এত বড় একটা মসজিদ নির্মাণ করে যে, কেশবজীর মন্দিরটি প্রায় তার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু, বহু ধনী মাড়োয়ারীর সহায়তায় এখন সেখানে একটি বড় মন্দির তৈরি হয়েছে যে, তার তুলনায় মসজিদটি অত্যন্ত নগন্য হয়ে গেছে। সেখানে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং বিদেশের বহু মানুষ শ্রীকৃষ্ণের এই জন্মস্থানটির মহিমা উপলব্ধি করতে পারছে। আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বহু বিদেশীদের কেশবজীর মন্দিরে আকর্ষণ করেছেন এবং এখন তারা বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরের প্রতিও আকৃষ্ট হবেন।

শ্লোক ১৫৭

প্রেমানন্দে নাচে, গায়, সঘন হুঙ্কার ।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' লোকে চমৎকার ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য করতে লাগলেন, গান গাইতে লাগলেন এবং হুঙ্কার করতে লাগলেন। তাঁর প্রেমাবেশ দর্শন করে সেখানে সমবেত সমস্ত মানুষেরা চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ১৫৮

একবিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া ।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

একজন ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে পতিত হলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৫৯

দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি' করে কোলাকুলি ।
হরি কৃষ্ণ কহ দুঁহে বলে বাহু তুলি' ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা দুজনে ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে নৃত্য করে কোলাকুলি করলেন; এবং দুহাত তুলে বলতে লাগলেন, "হরি কৃষ্ণ নাম কীর্তন কর।"

শ্লোক ১৬০

লোক 'হরি' 'হরি' বলে, কোলাহল হৈল ।
'কেশব'-সেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

সকলে তখন হরি হরি বলতে লাগলেন এবং তার ফলে সেখানে তুমুল কোলাহল হল; এবং কেশবজীর সেবক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মালা পরালেন।

শ্লোক ১৬১

লোকে কহে প্রভু দেখি' হঞা বিস্ময় ।
ঐছে হেন প্রেম 'লৌকিক' কভু নয় ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য-গীত করতে দেখে লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলেন, "এই প্রকার অপ্রাকৃত প্রেম কখনই সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।"

শ্লোক ১৬২-১৬৩

যাঁহার দর্শনে লোকে প্রেমে মত্ত হঞা ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, কৃষ্ণনাম লঞা ॥ ১৬২ ॥
সর্বথা-নিশ্চিত—ইঁহো কৃষ্ণ-অবতার ।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

লোকেরা বলতে লাগলেন, "যাঁকে দর্শন করে লোকেরা কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়ে কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করতে করতে হাসে, কাঁদে, নাচে এবং গান গায়, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার। এখন তিনি সকলকে উদ্ধার করার জন্য মথুরায় এসেছেন।"

শ্লোক ১৬৪-১৬৫

তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লঞা ।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥ ১৬৪ ॥
'আর্য, সরল, তুমি—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ।
কাহাঁ হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন?' ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণটিকে নিয়ে একটি নিভৃত স্থানে বসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি পারমার্থিক বিষয়ে উন্নত সরল ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আপনি কোথা থেকে কৃষ্ণপ্রেম রূপ এই মহা সম্পদ লাভ করেছেন?"

শ্লোক ১৬৬

বিপ্র কহে,—'শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা-নগরী ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণটি তখন বললেন, "শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ভ্রমণ করতে করতে মথুরা নগরীতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬৭

কৃপা করি' তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা ।
মোরে শিষ্য করি' মোর হাতে 'ভিক্ষা' কৈলা ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃপা করে তিনি আমার গৃহে এসেছিলেন এবং আমাকে শিষ্যত্বে বরণ করে আমার হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬৮

গোপাল প্রকট করি' সেবা কৈল 'মহাশয়' ।
অদ্যাপিহ তাঁহার সেবা 'গোবর্ধনে' হয় ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীগোপালদেবের বিগ্রহ প্রকট করে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী তাঁর সেবা করেছিলেন, এবং আজও গোবর্ধনে সেই সেবা চলছে।

শ্লোক ১৬৯

শুনি' প্রভু কৈল তাঁর চরণ বন্দন ।
ভয় পাঞা প্রভু-পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণের সম্পর্কের কথা শোনা মাত্রই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার চরণে প্রণতি নিবেদন করে তাঁর বন্দনা করতে লাগলেন; এবং সেই ব্রাহ্মণটি তখন ভয় পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পায়ে পড়লেন।

শ্লোক ১৭০

প্রভু কহে,—"তুমি 'গুরু', আমি 'শিষ্য'-প্রায় ।
'গুরু' হঞা 'শিষ্যে' নমস্কার না যুয়ায় ॥" ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আপনি আমার গুরু এবং আমি আপনার শিষ্যের মতো। তাই গুরু হয়ে শিষ্যকে প্রণাম করা উচিত নয়।"

শ্লোক ১৭১

শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা ।
ঐছে বাত্ কহ কেনে সন্ন্যাসী হঞা ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

সেকথা শুনে সেই ব্রাহ্মণটি ভয় পেয়ে বললেন, "আপনি কেন সন্ন্যাসী হয়ে এরকম কথা বলছেন?

শ্লোক ১৭২

কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি ।
মাধবেন্দ্র-পুরীর 'সম্বন্ধ' ধর—জানি ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু আপনার কৃষ্ণ-প্রেম দর্শন করে আমি মনে মনে অনুমান করছি যে নিশ্চয়ই মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ রয়েছে।

শ্লোক ১৭৩

কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার 'সম্বন্ধ' ।
তাহাঁ বিনা এই প্রেমার কাহাঁ নাহি গন্ধ ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"যেখানে মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে সেখানেই কেবল এই প্রকার কৃষ্ণপ্রেম সম্ভব। তা না হলে এই প্রকার দিব্য-প্রেমের লেশমাত্র লাভ করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৭৪

তবে ভট্টাচার্য তারে 'সম্বন্ধ' কহিল ।
শুনি' আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্পর্কের কথা বললেন; এবং তা শুনে সে ব্রাহ্মণটি আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৭৫

তবে বিপ্র প্রভুরে লঞা আইলা নিজ-ঘরে ।
আপন-ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণটি তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তার গৃহে নিয়ে এলেন এবং তাঁর মনের বাসনা অনুসারে নানাভাবে তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৭৬-১৭৭

ভিক্ষা লাগি' ভট্টাচার্যে করাইলা রন্ধন ।
তবে মহাপ্রভু হাসি' বলিলা বচন ॥ ১৭৬ ॥
"পুরী-গোসাঞি তোমার ঘরে কর্যাছেন ভিক্ষা ।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ,—এই মোর 'শিক্ষা' ॥" ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি বলভদ্র ভট্টাচার্যকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য রন্ধন করতে বললেন; এবং তখন মহাপ্রভু হেসে তাকে বললেন—"মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী আপনার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন; তাই আপনি রন্ধন করে আমাকে ভিক্ষা দান করুন। সেইটিই আমার শিক্ষা।"

শ্লোক ১৭৮

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ১৭৮ ॥

যৎ যৎ—যেভাবে; আচরতি—আচরণ করেন; শ্রেষ্ঠঃ—মহাজন; তৎ তৎ—সেইভাবে; এব—অবশ্যই; ইতরঃ—ইতর; জনঃ—মানুষ; সঃ—সে; যৎ—যা; প্রমাণম্—প্রমাণ; কুরুতে—প্রদর্শন করে; লোকঃ—মানুষ; তৎ—তার; অনুবর্ততে—অনুগমন করেন।

অনুবাদ

" 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরা সেইভাবে তাঁর অনুগমন করেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আদর্শ কর্মের দ্বারা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, সকলেই তা গ্রহণ করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভগবদ্গীতা* (৩/২১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৭৯

যদ্যপি 'সনোড়িয়া' হয় সেইত ব্রাহ্মণ ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণটি ছিলেন সনোড়িয়া বর্ণের ব্রাহ্মণ, এবং সনোড়িয়া ব্রাহ্মণদের ঘরে সাধারণত সন্ন্যাসীরা ভোজন করেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে উত্তর পশ্চিম ভারতের বৈশ্যরা 'আগরওয়ালা', 'কালওয়ার', 'সানোয়াড়' ইত্যাদি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। তাদের মধ্যে আগরওয়ালারাই উত্তম শ্রেণীর বৈশ্য, এবং কালওয়ার ও সানোয়াড়রা তাদের বৃত্তিগত কার্য দোষে পতিত বলে বিবেচিত হয়। কালওয়ারেরা সাধারণত সুরা আদি মাদক দ্রব্য পান করে। যদিও তারা বৈশ্য তবুও তাদের পতিত বলে বিবেচনা করা হয়। কালওয়ার এবং সানোয়াড়দের যারা যাজন করেন তাদের বলা হয় সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে বাংলাদেশে সানোড়ার শব্দে সুবর্ণ বণিকদের বোঝানো হয়। বাংলাদেশেও যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ে যাজন করেন, তাদেরও নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে বিবেচনা করা হয়। সানোয়াড় এবং সুবর্ণ বণিকদের মধ্যে অল্প পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত সুবর্ণ বণিকেরা সোনা ও রূপোর ব্যবসা করে এবং টাকা খাটায়। পশ্চিম দেশে আগরওয়ালারাও টাকা খাটায়, সুবর্ণ বণিক বা আগরওয়াল সম্প্রদায়ের সেইটিই হচ্ছে মূল ব্যবসা। ঐতিহাসিকভাবে, আগরওয়ালারা পশ্চিমের অযোধ্যা থেকে এসেছেন, এবং সুবর্ণ বণিকেরাও অযোধ্যা থেকে এসেছেন। তা থেকে মনে হয় যে সুবর্ণ বণিক এবং আগরওয়ালেরা একই সম্প্রদায়ের লোক। সনোড়িয়া ব্রাহ্মণেরা কালওয়াড় এবং সানোয়াড়দের যাজক। তাই তাদের নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে বিবেচনা করা হয়, এবং সন্ন্যাসীরা তাদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের হাতে রান্না করা অন্নব্যঞ্জন ভোজন করেছিলেন কেননা তিনি ছিলেন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুদেব ঈশ্বরপুরীর গুরুদেব। তাই জাগতিক উচ্চ-নীচ ভেদ বিচার না করে পারমার্থিক স্তরে তাদের মধ্যে এক পারমার্থিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৮০

তথাপি পুরী দেখি' তাঁর 'বৈষ্ণব'-আচার ।
'শিষ্য' করি' তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥ ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও সন্ন্যাসীরা সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের ঘরে ভোজন করেন না, তথাপি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী সেই ব্রাহ্মণটির বৈষ্ণব আচার দর্শন করে তাকে শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন, এবং তার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮১-১৮৩

মহাপ্রভু তাঁরে যদি 'ভিক্ষা' মাগিল ।
দৈন্য করি' সেই বিপ্র কহিতে লাগিল ॥ ১৮১ ॥
তোমারে 'ভিক্ষা' দিব—বড় ভাগ্য সে আমার ।
তুমি—ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি-ব্যবহার ॥ ১৮২ ॥
'মূর্খ'-লোক করিবেক তোমার নিন্দন ।
সহিতে না পারিমু সেই 'দুষ্টে'র বচন ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও সেই সনোড়িয়া ব্রাহ্মণটিকে তাঁর জন্য রন্ধন করতে অনুরোধ করলেন, তথাপি সেই ব্রাহ্মণ স্বাভাবিক দৈন্য সহকারে বলতে লাগলেন—"এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনাকে আমি ভিক্ষা দেব। আপনি পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাই আপনি কোন বিধি-নিষেধের অপেক্ষা করেন না। কিন্তু মূর্খ লোকেরা তাহলে আপনার নিন্দা করবে, এবং সেই সমস্ত দুষ্ট লোকের সেই নিন্দা বাক্য সহ্য করতে পারব না।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, সেই ব্রাহ্মণটি যদিও উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, তথাপি তিনি নির্ভীকভাবে সেই সমস্ত জাতি-ব্রাহ্মণদের নিন্দা করেছেন, কেননা তিনি শুদ্ধভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিম্ন বর্ণের মানুষদের বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন বলে কিছু লোক তাঁর বিরোধিতা করেছিল। এই ধরনের মানুষেরা মহাপ্রসাদকে অপ্রাকৃত বলে বিবেচনা করে না। তাই তাদের এখানে মূর্খ এবং দুষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধরনের উচ্চবর্ণের লোকদের তিরস্কার করার অধিকার শুদ্ধ-বৈষ্ণবের রয়েছে। তাই তাঁর এই নির্ভীক উক্তিকে দম্ভ বা গর্বজাত বলে মনে করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, এটি তার সরলতার পরিচয়। এই ধরনের শুদ্ধভক্তেরা কখনও উচ্চকুলোদ্ভূত বিষ্ণুবিরোধী স্মার্ত ব্রাহ্মণদের লেহন করেন না।

শ্লোক ১৮৪

প্রভু কহে,—"শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ ।
সবে 'এক'-মত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "বেদ, পুরাণ এবং সমস্ত ঋষিরা সর্বদা এক মত নন। তার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে।

তাৎপর্য

অদ্বয় জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত একমত হওয়া সম্ভব নয়। *নাসৌ ঋষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্*—স্ব-প্রবর্তিত ভিন্নমত প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে তাকে ঋষি বলে গণনা করা হয় না। জড় ভূমিকায় একমত হওয়া সম্ভব নয়; তাই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু, অদ্বয়তত্ত্ব এক, এবং কেউ যখন সেই অদ্বয় জ্ঞানের স্তরে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন আর কোন মতানৈক্য থাকে না। সেই অদ্বয় জ্ঞানের স্তরে পরমেশ্বর ভগবান আরাধিত হন। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) বর্ণিত হয়েছে—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।* পরম স্তরে, আরাধ্য ভগবান এক, এবং তাঁকে আরাধনার পন্থাও এক। সেই পন্থাটিকে বলা হয় ভক্তি।

মানুষ ভগবদ্ভক্তির সেই পরম স্তরে অধিষ্ঠিত হননি বলে আজ সারা পৃথিবী জুড়ে নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রবর্তন হয়েছে। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।* *একম্* মানে 'এক', কৃষ্ণ। সেই স্তরে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম অনুশীলনের পন্থা নেই। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১/১/২) বলা হয়েছে—*ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র।* জড় স্তরে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত রয়েছে, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই এই সমস্ত ধর্মমতগুলিকে কৈতব ধর্ম বা কপট ধর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত ধর্মের কোনটিই যথার্থ ধর্ম নয়। যথার্থ ধর্ম হচ্ছে সেটিই যা জীবকে পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/২/৬) বর্ণনা অনুসারে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

"সমগ্র মানব সমাজের পরম ধর্ম হচ্ছে সেটিই যার প্রভাবে মানুষ অধোক্ষজ ভগবানের প্রেমময়ী সেবা লাভ করতে পারে। সেই প্রেমময়ী সেবা যেন অবশ্যই অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা হয়, তাহলেই আত্মা সম্পূর্ণরূপে তুষ্ট হয়।"

এই স্তরে ভগবানের সেবা ছাড়া আর অন্য কোন অভিলাষ থাকে না। তাই তখন তত্ত্ব বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই এক মত হওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি থাকার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু কেউ যখন আত্মধর্মে অধিষ্ঠিত হন, তখন আর দেহ ও মনের বিভিন্নতা থাকে না। তাই চিন্ময় স্তরে ধর্ম এক।

শ্লোক ১৮৫

ধর্ম-স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার ।
পুরী-গোসাঞিির যে আচরণ, সেই ধর্ম সার ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যথার্থ সাধু বা ভক্ত তাদের আচরণের মাধ্যমে প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব স্থাপন করেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী যেভাবে আচরণ করে গেছেন সেইটিই হচ্ছে ধর্মের সার।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—সাধু অথবা সৎ ব্যক্তিকে মহাজন বা মহাত্মা বলা হয়। মহাত্মার বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৩) বলা হয়েছে—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ, মহাত্মারা আমার দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত। তারা সর্বতোভাবে আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত; কেন না তারা আমাকে সমস্ত কিছুর আদি, অব্যয়, পরমেশ্বর ভগবান বলে জানে।"

পারমার্থিক ও জাগতিক বিচারে মহাত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা রয়েছে। বদ্ধজীবের মনোধর্ম বা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ধারণায় যারা তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণের ইন্ধন প্রদান করে, তারাই 'মহাজন' বলে তাদের কাছে বিবেচিত হন। ব্যবসায়ীর কাছে, 'উত্তমর্ণ' মহাজন হতে পারেন, ভোগপর কর্মীর কাছে 'জৈমিন্যাদি ঋষি' বা বিভিন্ন মত পোষক ধর্মশাস্ত্রকারেরা মহাজন; ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নিরোধকারী যোগীদের কাছে পতঞ্জলী আদি ঋষি মহাজন; শুষ্ক জ্ঞান পন্থীদের কাছে নিরীশ্বর কপিল, বশিষ্ঠ, দুর্বাসা, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদীরা মহাজন। অসুরদের কাছে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, মেঘনাদ, জরাসন্ধ মহাজন। দেহের-বিবর্তন সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনাকারী জড়বাদী নৃবিজ্ঞানীদের কাছে ডারউইনের মতো ব্যক্তিরা মহাজন। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত, বৈজ্ঞানিকদের পর্যন্ত কিছু কিছু মানুষ মহাজন বলে মনে করে। তেমনই, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, বক্তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতাদেরও কখনও কখনও মহাজন বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই ধরনের মহাজনেরা এক প্রকার মানুষদের দ্বারা পূজিত হন, যাদের সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১৯) বলা হয়েছে—

শ্ববিড়্বরাহোস্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥

"যে সমস্ত মানুষ কুকুর, শূকর, উট এবং গাধার মতো, তারা এমন সমস্ত মানুষদের স্তুতি করে, যাদের কর্ণ কুহরে কখনও গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রবেশ করে না।"

এইভাবে জড় স্তরে পশু সদৃশ নেতারা পশু সদৃশ মানুষদের দ্বারা পূজিত হচ্ছে। কখনও কখনও ডাক্তার মনস্তত্ত্ববিদ এবং সমাজসেবীরা দেহের বেদনা, দুঃখ এবং ভয় দূরীকরণের চেষ্টা করেন, কিন্তু জীবের চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। কিন্তু তবুও মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা তাদের মহাজন বলে বিবেচনা করে। আত্মবঞ্চিত মানুষেরা বংশের দোহাই দিয়ে গুরুত্বের দাবীকারী অর্থলোলুপ প্রবঞ্চকদের গুরুরূপে গ্রহণ করে। এইভাবে তারা প্রতারিত হয়। কিছু কিছু মানুষ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণিত ঢঙ্গবিপ্রদের (প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণ) মহাজন বলে স্বীকার করে। এই ধরনের প্রবর্তকেরা শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে প্রকৃত মহাজন হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করে। তারা নানা রকম কৃত্রিম প্রয়াস করে নিজেদের মহাভক্ত বলে প্রচার করে, অথবা যাদুবিদ্যা ও বুজরুকী বুঝিয়ে মূর্খলোকদের বিবেচনায় মহাজন পদবাচ্য হয়। কিছু কিছু মানুষ পুতনা, তৃণাবর্ত, বৎস, বক, অঘ, ধেনুক, প্রলম্ব আদি অসুরদের মহাজন বলে মনে করে। কিছু মানুষ বিষ্ণুবিরোধী পৌণ্ড্রক, শৃগাল-বাসুদেব, দৈত্যগুরু শুক্র, নাস্তিক চার্বাক, বেণ, সুগত, অর্হৎ, এদের মহাজন বলে মনে করে। এই ধরনের মানুষেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পরমেশ্বর ভগবান বলে বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে, তারা ভগবৎ-বিদ্বেষী প্রবঞ্চকদের, ভগবানের অবতার বলে মনে করে প্রতারিত হয়। এইভাবে বহু মূর্খ পাষণ্ডী মহাজন রূপে স্বীকৃত হচ্ছে।

জড় জগতে কেউ কর্মবীর বলে প্রসিদ্ধ হতে পারে, অথবা ধর্ম অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সফল হতে পারেন, অথবা জ্ঞানবীর হতে পারেন, অথবা প্রসিদ্ধ ত্যাগী হতে পারেন, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৩/৫৬) সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে—

নেহ যৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে ।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

"যার কর্ম তাকে ধর্মের মার্গে উন্নীত করে না, যার ধর্ম অনুষ্ঠান তাকে বৈরাগ্যের স্তরে উন্নীত করে না, এবং যার বৈরাগ্য পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় উদ্বুদ্ধ করে না, সে জীবিত হয়েও মৃত।"

অর্থাৎ, সমস্ত পুণ্যকর্ম, সকাম কর্ম, ধর্ম অনুষ্ঠান এবং বৈরাগ্যের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা। সেবার বিভিন্নতা রয়েছে—কেউ দেশের, মানুষের, সমাজের, বর্ণাশ্রম ধর্মের, আর্তদের, দরিদ্রদের, ধনীদের, স্ত্রীলোকদের, দেবদেবীদের সেবা করতে পারেন। এই সমস্তই ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা জড়ভোগের অন্তর্গত। দুর্ভাগ্যবশত মানুষ সাধারণত এই প্রকার জড় কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট, এবং এই ধরনের কার্যকলাপের নেতারাই মহাজন বলে স্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল মানুষকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে, এবং সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না কিভাবে তারা বিপথগামী হচ্ছে।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—"সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য"; সাধু হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো মহাপুরুষ। সেই প্রকার সাধু, *শ্রীমদ্ভাগবত* ও

ভগবদ্‌গীতার মতো শাস্ত্র, এবং সদ্‌গুরু, এই তিনের নির্দেশ অনুসরণ করে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে হয়। ভগবদ্ভক্তি বিহীন মানুষেরা সর্বদাই ভ্রান্তিবশত জড় উদ্দেশ্য সমন্বিত মানুষদের মহাজন বলে মনে করে। কিন্তু মহাজনের প্রকৃত লক্ষণ হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি। প্রায়ই দেখা যায় যে সকাম কর্মী, শুষ্ক জ্ঞানী, অভক্ত, হঠ যোগী, এবং কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত প্রবঞ্চকদের মহাজন বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/৩/২৫) এই প্রকার অবৈধ মহাজনদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্‌ ।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ ॥

অর্থাৎ, জগতে যে সমস্ত কর্মী মহাজন নামে খ্যাত, সেই সমস্ত অজ্ঞ জনেরা ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানে না। তাদের বুদ্ধি ত্রিগুণময়ী মায়ার দ্বারা বিমোহিত। তাই তারা বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তারা জড় কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং জড়া-প্রকৃতির উপাসকে পরিণত হয়। তাই তারা সকাম কর্মী নামে পরিচিত। তারা পারমার্থিক কার্যকলাপের নামে জড় কার্যে লিপ্ত হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* এই ধরনের মানুষদের বেদবাদরতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না; কিন্তু তবুও তারা নিজেদের বেদজ্ঞ বলে মনে করে। যাঁরা যথার্থই বেদজ্ঞ তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*। (ভঃ গীঃ ১৫/১৫)

মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন মানুষ যথার্থ পন্থা সম্বন্ধে অবগত নয়; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—'ধর্ম স্থাপনা হেতু সাধুর ব্যবহার।' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করে সকলকে তা অনুসরণ করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। 'পুরী গোসাঞির যে আচরণ, সেই ধর্ম সার।' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং মাধবেন্দ্রপুরীর আচরণ অনুসরণ করেছেন এবং অন্যদের সেই পন্থা অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। দুর্ভাগ্যবশত অনাদি কাল থেকে মানুষ তার জড় শরীরের প্রতি আসক্ত।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

"যে মানুষ তিনটি ধাতু দিয়ে তৈরি তার জড় দেহটিকে তার আত্মা বা স্বরূপ বলে মনে করে, দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের আত্মীয় মনে করে, যে স্থানে তার জন্ম হয়েছে সেই স্থানটিকে তার পূজ্য বলে মনে করে এবং সে তীর্থ স্থানে যায় কেবল স্নান করার জন্য, সাধুসঙ্গ করার জন্য নয়; তাদের গরু অথবা গাধা বলে বিবেচনা করা হয়েছে।" (ভাগবত ১০/৮৪/১৩) তারা গড্ডলিকা প্রবাহের মতো এই সমস্ত ভণ্ড মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মায়ার স্রোতে ভেসে চলেছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই সাবধান করে দিয়ে গেছেন—

মিছে মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই ।
জীব কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই ॥

"যারা সামাজিক রীতি-নীতি অনুসরণ করে তারা মহাজন প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে ভুলে যায়; তাই তারা মহাজনদের চরণে অপরাধী। কখনও কখনও তারা প্রকৃত মহাজনদের অনাচার বলে বিবেচনা করে, অথবা তাদের মনগড়া মহাজন তৈরি করে। এইভাবে তারা পরম্পরা ধারা অবজ্ঞা করে। এটি সকলের পক্ষে মহাদুর্ভাগ্যজনক। কেউ যদি প্রকৃত মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, তাহলে তাদের সুখী হওয়ার সমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে। সে কথা মধ্যলীলায় (২৫/৫৫, ৫৬ ও ৫৮) এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—

পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে ।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি ।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী—অমৃতের ধার ।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব' সার ॥

সাধারণ মানুষের এমনই দুর্ভাগ্য যে তারা পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ গ্রহণ করতে পারে না। পক্ষান্তরে, তারা তথাকথিত মহাজনদের মনগড়া সমস্ত মতবাদ অনুসরণ করে অধঃপতিত হয়। ছয় দর্শনের অনুসরণ করে কখনও প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাই পরম্পরা ধারায় মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হতে হয়। তাহলেই কেবল আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী অমৃতের ধারার মতো। তিনি যা বলে গেছেন তাই পরম তত্ত্বের সারাতিসার। 'সাংখ্য', 'পাতঞ্জলী' আদি দর্শনের প্রণেতারা কেহই প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুকে 'ঈশ্বর' বলে মানেন না; এক কথায়, তারা সকলেই 'প্রচ্ছন্ন' বা 'অপ্রচ্ছন্ন' নাস্তিক, অর্থাৎ তাদের কেউই 'আস্তিক' নন; তারা কেবল নিজের নিজের মতবাদ তাদের বাহাদুরী প্রদর্শন করবার জন্য তর্কের দ্বারা পরের মত খণ্ডন ও নিজের নিজের মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। সুতরাং সেই সমস্ত শাস্ত্রের উপদেষ্টারা জগতে মহাজন বলে পরিচিত হলেও বস্তুত তারা 'মহাজন' নন। তারাই অত্যন্ত 'সংকীর্ণ' ও 'অনুদার'। এই কথা শ্রবণ করে সেই সমস্ত তথাকথিত মহাজনদের ভক্তরা তাদের প্রকৃত বিচারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ও শুদ্ধভক্তের চরণে অপরাধ করে বসবেন,—"এটি গোড়ামী মাত্র"! তাদের ধারণা,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী পাদও পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের অন্যতম একজন মহাজন মাত্র। সুতরাং তারা প্রাকৃত সহজ ধর্মের চিন্তা-স্রোতে নিমগ্ন হয়ে চেতন এবং জড়ের পার্থক্য নিরূপণে অক্ষম

হয়ে সেই প্রকার সিদ্ধান্তই করবেন, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আর আছে? কিন্তু যাদের অপ্রাকৃত স্বরূপ ধর্ম জাগরিত হয়েছে, তারা সেই স্বরূপ ধর্মের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে প্রত্যেক জীবেরই স্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ। মহাভাগবত বা পরমহংসেরই অধোক্ষজ দর্শন বা সুদর্শন; অতএব সেই নিষ্কিঞ্চন জনেরাই একমাত্র মহাজন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীও নিষ্কিঞ্চন মহাজন, তাঁর আচরণের কোন প্রকার মৎসরতা বা লোক বঞ্চনা নেই; তিনি আচরণ করে যা প্রচার করেছেন, তাঁর প্রদর্শিত সেই দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্মকে আদর্শ জ্ঞানে অনুগমন করলেই জীবের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্মের আদর্শ প্রদর্শন করে শিক্ষা দিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/৩/২০) বার জন মহাজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে—ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং যমরাজ।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে মহাজন মনোনয়ন করতে হলে আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর প্রতিনিধিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। তাঁর প্রধান প্রতিনিধি হচ্ছেন শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী, এবং তার পরই ষড় গোস্বামী—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট এবং দাস রঘুনাথ। শ্রীবিষ্ণু স্বামীর অনুগত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধর স্বামীও মহাজন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব—এঁরা সকলেই মহাজন। কিন্তু যারা এই সমস্ত মহাজনে ভোগবুদ্ধি বিশিষ্ট হয়ে অর্থাৎ তাদের সেবা করার পরিবর্তে তাদের স্ব-স্ব-তুচ্ছ স্বার্থ সিদ্ধির যন্ত্ররূপে মেপে নিতে বা গুরুর উপর গুরুগিরি করতে ধাবিত হয়, সেই সমস্ত দুর্ভাগা ব্যক্তি এই সমস্ত মহাজন থেকে বহু দূরে অবস্থিত। কখনও কখনও মানুষ বুঝতে পারে না মহাজন কিভাবে অপর মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তার ফলেই তারা ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ১৮৬

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ ১৮৬ ॥

তর্কঃ—শুষ্ক তর্ক; **অপ্রতিষ্ঠঃ**—প্রতিষ্ঠিত হয় না; **শ্রুতয়ঃ**—বেদ; **বিভিন্না**—ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; **ন**—না; **অসৌ**—এই; **ঋষি**—ঋষি; **যস্য**—যার; **মতম্**—মত; **ন**—না; **ভিন্নম্**—ভিন্ন; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **নিহিতম্**—লুক্কায়িত; **গুহায়াম্**—সাধারণ লোকের দৃষ্টির অগোচর শুদ্ধভক্তের হৃদয় গহ্বরে; **মহাজনঃ**—পূর্বতন ভগবদ্ভক্ত মহাজন; **যেন**—যেই পথে; **গতঃ**—আচরণ করেছেন; **স**—তা; **পন্থাঃ**—শুদ্ধমার্গ।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, " 'তর্কের দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যায় না।' পক্ষান্তরে, তার ফলে শ্রুতি সমূহ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ও যার মত ভিন্ন নয়, তিনি

ঋষি হতে পারেন না। তাই ধর্মতত্ত্ব গূঢ় রূপে আচ্ছাদিত হয়ে আছে; অর্থাৎ শাস্ত্র আদি পাঠ করে ধর্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাকে মহাজন বলে সাধুরা স্থির করেছেন, তিনি যে পন্থাকে 'শাস্ত্র পন্থা' বলেছেন, সেই পথেই সকলের অনুগমন করা উচিত।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *মহাভারতে* (বন পর্ব ৩১৩/১১৭) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উক্তি।

শ্লোক ১৮৭

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ।
মধুপুরীর লোক-সব প্রভুকে দেখিতে আইল ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই আলোচনার পর, সেই ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভোজন করালেন; এবং তখন মথুরার সমস্ত লোক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখতে এলেন।

শ্লোক ১৮৮

লক্ষ-সংখ্য লোক আইসে, নাহিক গণন ।
বাহির হঞা প্রভু দিল দরশন ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে এসেছিলেন; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৃহের বাহিরে এসে তাদের দর্শন দান করলেন।

শ্লোক ১৮৯

বাহু তুলি' বলে প্রভু 'হরিবোল'-ধ্বনি ।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি' হরিধ্বনি ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

দুহাত তুলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের হরিনাম উচ্চারণ করতে বললেন; এবং তারা সকলে তখন প্রেমোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতে করতে হরিধ্বনি করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৯০

যমুনার 'চবিশ ঘাটে' প্রভু কৈল স্নান ।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যমুনার চবিশ ঘাটে স্নান করলেন; এবং সেই ব্রাহ্মণ তাঁকে সমস্ত তীর্থস্থানগুলি দেখালেন।

তাৎপর্য

যমুনার চব্বিশটি ঘাট—১) অবিমুক্ত, ২) অধিরূঢ়, ৩) গুহ্যতীর্থ, ৪) প্রয়াগতীর্থ, ৫) কনখল তীর্থ, ৬) তিন্দুক, ৭) সূর্যতীর্থ, ৮) বটস্বামী, ৯) ধ্রুব-ঘাট, ১০) ঋষিতীর্থ, ১১) মোক্ষতীর্থ, ১২) বোধ-তীর্থ, ১৩) গোকর্ণ, ১৪) কৃষ্ণ-গঙ্গা, ১৫) বৈকুণ্ঠ, ১৬) অসিকুণ্ড, ১৭) চতুঃ-সামুদ্রিক কূপ, ১৮) অক্রূর-তীর্থ, ১৯) যাজ্ঞিক্য বিপ্র স্থান, ২০) কুব্জা-কূপ, ২১) রঙ্গ-স্থল, ২২) মঞ্চ-স্থল ২৩) মল্লযুদ্ধ-স্থান ও ২৪) দশাশ্বমেধ।

শ্লোক ১৯১

স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর ।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিলা বিস্তর ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর, মহাবিদ্যা, গোকর্ণ আদি যমুনাতীরস্থ সমস্ত তীর্থস্থান পরিদর্শন করলেন।

শ্লোক ১৯২

'বন' দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল ।
সেইত ব্রাহ্মণে প্রভু সঙ্গেতে লইল ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনের বিভিন্ন বন দর্শন করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিলেন।

শ্লোক ১৯৩

মধুবন, তাল, কুমুদ, বহুলা-বন গেলা ।
তাহাঁ তাহাঁ স্নান করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলা-বন, প্রমুখ বৃন্দাবনের বিভিন্ন বনে গেলেন, এবং সেই সেই স্থানে স্নান করে প্রেমাবিষ্ট হলেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবন হচ্ছে শ্রীমতী বৃন্দাদেবী বা তুলসীদেবীর বন। প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবন ঘন বৃক্ষরাজিতে আবৃত বন নয়। বারটি বন রয়েছে—তার মধ্যে যমুনার পূর্ব তটে ভদ্রবন, বিল্ববন, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন ও মহাবন—এই পাঁচটি বন; এবং যমুনার পশ্চিম দিকে—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন ও বৃন্দাবন এই সাতটি বন।

শ্লোক ১৯৪

পথে গাভীঘটা চরে প্রভুরে দেখিয়া ।
প্রভুকে বেড়য় আসি' হুঙ্কার করিয়া ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

পথে গোচারণরত গাভীরা তাঁকে দেখে, তাঁকে বেষ্টন করে উচ্চৈস্বরে হাম্বা ধ্বনি করতে থাকে।

শ্লোক ১৯৫

গাভী দেখি' স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে ।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব-অঙ্গে ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই গাভীদের দেখে প্রেমের তরঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্তম্ভিত হলেন, এবং সেই গাভীরা বাৎসল্য স্নেহে তাঁর সারা অঙ্গ লেহন করতে লাগল।

শ্লোক ১৯৬

সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডুয়ন ।
প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

সুস্থ হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সমস্ত গাভীদের গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন, এবং সেই গাভীরা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে অক্ষম হয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

শ্লোক ১৯৭

কষ্টে-সৃষ্ট্যে ধেনু সব রাখিল গোয়াল ।
প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীপাল ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

বহু কষ্টে রাখালেরা সেই গাভীদের ধরে রাখল। তারপর মহাপ্রভুর মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনে হরিণের দল তাঁর কাছে এল।

শ্লোক ১৯৮

মৃগ-মৃগী মুখ দেখি' প্রভু-অঙ্গ চাটে ।
ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে-বাটে ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

হরিণ-হরিণীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর গা চাটতে লাগল। তারা তাঁকে কিছুমাত্র ভয় না করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

শ্লোক ১৯৯

শুক, পিক, ভৃঙ্গ প্রভুরে দেখি' 'পঞ্চম' গায় ।
শিখিগণ নৃত্য করি' প্রভু-আগে যায় ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভ্রমর, কোকিল, শুকপাখি, এরা সকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে পঞ্চম সুরে গান গাইতে শুরু করল, এবং ময়ূরেরা মহাপ্রভুর সম্মুখে নৃত্য করতে শুরু করল।

শ্লোক ২০০

প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণে ।
অঙ্কুর-পুলক, মধু-অশ্রু বরিষণে ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতারা আনন্দে উদ্বেল হল; তাদের অঙ্কুর পুলকিত হল এবং আনন্দাশ্রু রূপ মধু বর্ষণ করতে লাগল।

শ্লোক ২০১

ফুল-ফল ভরি' ডাল পড়ে প্রভু-পায় ।
বন্ধু দেখি' বন্ধু যেন 'ভেট' লঞা যায় ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

ফল-ফুল ভরে বৃক্ষ ও লতার ডাল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হল, এবং তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন বন্ধু বন্ধুর কাছে ভেট নিয়ে যাচ্ছে।

শ্লোক ২০২

প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম ।
আনন্দিত—বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

বন্ধুকে দেখে বন্ধুরা যেভাবে আনন্দিত হয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে বৃন্দাবনের স্থাবর এবং জঙ্গম প্রতিটি জীব সেইভাবে আনন্দিত হয়েছিল।

শ্লোক ২০৩

তা-সবার প্রীতি দেখি' প্রভু ভাবাবেশে ।
সবা-সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর প্রতি তাদের প্রীতি দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাবাবেশে তাদের বশীভূত হয়ে তাদের সঙ্গে খেলা করেছিলেন।

শ্লোক ২০৪

প্রতি বৃক্ষ-লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন ।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিটি বৃক্ষ ও লতাকে আলিঙ্গন করেছিলেন, এবং তারা ধ্যানে তাদের ফুল ও ফল শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করেছিল।

শ্লোক ২০৫

অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থিরে ।
'কৃষ্ণ' বল, 'কৃষ্ণ' বল—বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরীর অস্থির হয়েছিল, এবং তাঁর শ্রীঅঙ্গে অশ্রু, কম্প ও পুলক দেখা দিয়েছিল; তিনি উচ্চৈস্বরে বলছিলেন 'কৃষ্ণ' বল! 'কৃষ্ণ' বল!

শ্লোক ২০৬

স্থাবর-জঙ্গম মিলি' করে কৃষ্ণধ্বনি ।
প্রভুর গম্ভীর-স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

স্থাবর এবং জঙ্গম প্রতিটি জীব মিলিতভাবে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করছিল, যেন তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গম্ভীর স্বরের প্রতিধ্বনি করছিল।

শ্লোক ২০৭

মৃগের গলা ধরি' প্রভু করেন রোদনে ।
মৃগের পুলক অঙ্গে, অশ্রু নয়নে ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

হরিণের গলা জড়িয়ে ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ক্রন্দন করছিলেন, এবং তখন সেই হরিণের অঙ্গ পুলকিত হয়েছিল এবং তার চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়েছিল।

শ্লোক ২০৮

বৃক্ষডালে শুক-শারী দিল দরশন ।
তাহা দেখি' প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

যখন একটি গাছের ডালে একটি শুক এবং একটি শারী দেখা দিল, তখন তাদের দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কিছু শুনবার ইচ্ছা হল।

শ্লোক ২০৯

শুক-শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি' পড়ে ।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ-শ্লোক পড়ে ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

শুক-শারী উড়ে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হাতে এসে বসল, এবং তাঁকে শুনিয়ে কৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলী বর্ণনা করতে লাগল।

শ্লোক ২১০

সৌন্দর্যং ললনালিধৈর্যদলনং লীলা রমাস্তম্ভিনী
বীর্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্যমমলাঃ পারেপরার্ধং গুণাঃ ।
শীলং সর্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎপ্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ ॥ ২১০ ॥

সৌন্দর্যম্—দেহের সৌন্দর্য; ললনালি—ব্রজ গোপিকাদের; ধৈর্য—সহনশীলতা; দলনম্—দমন করে; লীলা—লীলা বিলাস; রমা—লক্ষ্মীদেবী; স্তম্ভিনী—স্তম্ভিত করে; বীর্যম্—পরাক্রম; কন্দুকিত—গোলকাকৃতি খেলার সামগ্রী; অদ্রিবর্যম্—গিরিরাজ গোবর্ধন; অমলাঃ—নির্মল; পারেপরার্ধম্—অপরিমেয়; গুণাঃ—গুণাবলী; শীলম্—আচরণ; সর্বজন—সমস্ত জীবের; অনুরঞ্জনম্—আনন্দ বিধান করে; অহো—আহা; যস্য—যার; অয়ম্—এই; অস্মৎ প্রভু—আমাদের প্রভু; বিশ্বম্—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; বিশ্বজনীন—সকলের মঙ্গলের জন্য; কীর্তিঃ—যশ; অবতাৎ—পালন করুন; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; জগন্মোহনঃ—জগৎকে যিনি মোহিত করেন।

অনুবাদ

শুক গাইল—"যাঁর সৌন্দর্য রমণীদের ধৈর্য হরণ করে, যাঁর লীলা লক্ষ্মীদেবীকে স্তম্ভিত করে, যাঁর বীর্য গোবর্ধন গিরিকে কন্দুক তুল্য খেলার সামগ্রী করায়, যাঁর অমল গুণ সমূহ—অন্তহীন, যাঁর শীল ধর্ম সকলের আনন্দ বিধান করে, সেই আমার প্রভু বিশ্বজনীন কীর্তি জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকে পালন করুন!"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গোবিন্দ-লীলামৃতে* (১৩/২৯) পাওয়া যায়।

শ্লোক ২১১

শুক-মুখে শুনি' তবে কৃষ্ণের বর্ণন ।
শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা-বর্ণন ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

শুকের মুখে শ্রীকৃষ্ণের সেই বর্ণনা শুনে শারী শ্রীমতী রাধারাণীর বর্ণনা গাইতে শুরু করল।

শ্লোক ২১২

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা সুরূপতা
সুশীলতা নর্তনগানচাতুরী ।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী ॥ ২১২ ॥

শ্রীরাধিকায়াঃ—শ্রীমতী রাধারাণীর; প্রিয়তা—প্রেম; সুরূপতা—অসাধারণ সৌন্দর্য; সুশীলতা—সুন্দর আচরণ; নর্তনগান—নৃত্য এবং গীতের; চাতুরী—নৈপুণ্য; গুণালিসম্পৎ—অপ্রাকৃত গুণাবলীর সম্পদ; কবিতা—কবিত্ব; চ—ও; রাজতে—উজ্জ্বল রূপে শোভা পায়; জগন্মনোমোহন—সারা জগতের মনকে যিনি মোহিত করেন সেই শ্রীকৃষ্ণের; চিত্তমোহিনী—চিত্তকে যিনি বিমোহিত করেন।

অনুবাদ

তখন শারী বলল—"শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম, অসাধারণ সৌন্দর্য, সুশীলতা, নৃত্য-গান চাতুরী, কবিত্ব ইত্যাদি গুণরাজি জগন্মনোমোহন কৃষ্ণের চিত্ত বিমোহিণী হয়ে শোভা পায়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গোবিন্দ-লীলামৃত* (১৩/৩০) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

শ্লোক ২১৩

পুনঃ শুক কহে,—কৃষ্ণ 'মদনমোহন' ।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শুক পুনরায় বলল, "শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন" এবং তখন সে আর একটি শ্লোক পাঠ করতে শুরু করল।

শ্লোক ২১৪

বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স শারিকে ।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়াম্মদনমোহনঃ ॥ ২১৪ ॥

বংশীধারী—মুরলীধর; জগন্নারী—সমগ্র জগতের রমণীদের; চিত্তহারী—চিত্তচোর; স—তিনি; শারিকে—হে শারী; বিহারী—কেলি-পরায়ণ; গোপনারীভিঃ—গোপীগণসহ; জীয়াৎ—জয়যুক্ত হউন; মদন—কামদেবের; মোহনঃ—যিনি মোহিত করেন।

অনুবাদ

শুক তখন বলল, "হে শারীকে, সেই বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতের রমণীদের চিত্ত হরণ করেন, তিনি বিশেষভাবে গোপাঙ্গনাদের সৌন্দর্য আস্বাদন করেন, সেই মদনমোহন জয়যুক্ত হউন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *গোবিন্দ-লীলামৃততে* (১৩/৩১) পাওয়া যায়।

শ্লোক ২১৫

পুনঃ শারী কহে শুকে করি' পরিহাস।
তাহা শুনি' প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শারী শুককে পরিহাস করে কিছু বলল, এবং তা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিস্ময় ও প্রেমোল্লাস হল।

শ্লোক ২১৬

রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা 'মদনমোহনঃ'।
অন্যথা বিশ্বমোহোহপি স্বয়ং 'মদনমোহিতঃ' ॥ ২১৬ ॥

রাধা সঙ্গে—শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে; যদা—যখন; ভাতি—শোভা পান; তদা—তখন; মদনমোহনঃ—মদনকে মোহনকারী; অন্যথা—তা না হলে; বিশ্বমোহঃ—সারা জগতের মোহনকারী; অপি—হওয়া সত্ত্বেও; স্বয়ম্—নিজে; মদন মোহিতঃ—কন্দর্পের দ্বারা মোহিত।

অনুবাদ

শারী বলল, "কৃষ্ণ যখন রাধার সঙ্গে শোভা পান, তখনই তিনি 'মদনমোহন'; শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকলে বিশ্বমোহন হয়েও তিনি স্বয়ংই মদন কর্তৃক মোহিত।

তাৎপর্য

এইটিও *গোবিন্দ-লীলামৃতের* (১৩/৩২) আর একটি শ্লোক।

শ্লোক ২১৭

শুক-শারী উড়ি' পুনঃ গেল বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শুক ও শারী তখন উড়ে গিয়ে পুনরায় গাছের ডালে গিয়ে বসল, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৌতূহল সহকারে ময়ূরের নৃত্য দেখতে লাগলেন।

শ্লোক ২১৮

ময়ূরের কণ্ঠ দেখি' প্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িল ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

ময়ূরের নীলাভ কণ্ঠ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণ স্মৃতি হল, এবং প্রেমাবেশে অচেতন হয়ে তিনি মাটিতে পড়লেন।

শ্লোক ২১৯

প্রভুরে মূর্ছিত দেখি' সেই ত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য-সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মূর্ছিত হতে দেখে সেই ব্রাহ্মণ বলভদ্র ভট্টাচার্য সহ সযত্নে তাঁর সেবা করলেন।

শ্লোক ২২০

আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

দ্রুত মহাপ্রভুর অঙ্গে জল সিঞ্চন করে তারা মহাপ্রভুর বহির্বাস দিয়ে তাঁর অঙ্গে বাতাস করতে লাগলেন।

শ্লোক ২২১

প্রভু-কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি'।
চেতন পাঞা প্রভু যা'ন গড়াগড়ি ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

তারা উচ্চৈস্বরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কানে কৃষ্ণনাম করতে লাগলেন, তখন চেতনা পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

শ্লোক ২২২

কণ্টক-দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য কোলে করি' প্রভুরে সুস্থ কৈল ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু যখন মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন তখন বনের কাঁটায় তাঁর দেহ ক্ষত বিক্ষত হল; বলভদ্র ভট্টাচার্য তখন তাঁকে কোলে করে সুস্থ করলেন।

শ্লোক ২২৩

কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন ।
'বোল্' 'বোল্' করি' উঠি' করেন নর্তন ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন বিক্ষুব্ধ হল, এবং "বোল্! বোল্!" বলে তিনি উঠে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ২২৪

ভট্টাচার্য, সেই বিপ্র 'কৃষ্ণনাম' গায় ।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি' যায় ॥ ২২৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বলভদ্র ভট্টাচার্য ও সেই ব্রাহ্মণ কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে লাগলেন, এবং নাচতে নাচতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ চলতে লাগলেন।

শ্লোক ২২৫

প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' ব্রাহ্মণ—বিস্মিত ।
প্রভুর রক্ষা লাগি' বিপ্র হইলা চিন্তিত ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দর্শন করে সেই ব্রাহ্মণ বিস্মিত হলেন এবং কিভাবে তাঁকে রক্ষা করা যায় সে কথা ভেবে তিনি চিন্তিত হলেন।

শ্লোক ২২৬

নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন ।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শত-গুণ ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

নীলাচলে তিনি যেভাবে প্রেমাবিষ্ট ছিলেন, বৃন্দাবনে যাবার পথে তা শত গুণে বর্ধিত হল।

শ্লোক ২২৭

সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা দরশনে ।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে, ভ্রমেণ যবে বনে ॥ ২২৭ ॥

শ্লোকার্থ

মথুরা দর্শন করে তাঁর প্রেম সহস্র গুণে বর্ধিত হয়েছিল এবং যখন তিনি বনে ভ্রমণ করছিলেন তখন সেই প্রেম লক্ষ গুণে বর্ধিত হয়েছিল।

শ্লোক ২২৮-২২৯

অন্য-দেশ প্রেম উছলে 'বৃন্দাবন' নামে ।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ॥ ২২৮ ॥
প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে ।
স্নান-ভিক্ষাদি-নির্বাহ করেন অভ্যাসে ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্য স্থানে ছিলেন, তখন বৃন্দাবনের নাম শোনা মাত্রই তাঁর প্রেম উথলে উঠত। আর এখন যখন তিনি সেই বৃন্দাবনের বনে ভ্রমণ করতে লাগলেন, তখন দিবারাত্র তাঁর মন গভীর প্রেমে মগ্ন হল। তিনি কেবল অভ্যাসের বশে স্নানাহার করতেন।

শ্লোক ২৩০

এইমত প্রেম—যাবৎ ভ্রমিল 'বার' বন ।
একত্র লিখিলুঁ, সর্বত্র না যায় বর্ণন ॥ ২৩০ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রমণ আমি এইভাবে একত্রে বর্ণনা করলাম, তা পূর্ণ রূপে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ২৩১

বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক প্রেমের বিকার ।
কোটি-গ্রন্থে 'অনন্ত' লিখেন তাহার বিস্তার ॥ ২৩১ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যত প্রেমের বিকার হয়েছিল, কোটি গ্রন্থে অনন্তদেব স্বয়ং তা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

শ্লোক ২৩২

তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

স্বয়ং অনন্তদেব যদিও সেই সমস্ত লীলার এক কণা পর্যন্ত বর্ণনা করতে পারেন না, তবুও তাঁর উদ্দেশ্য নির্দেশ করার জন্য আমি কেবল দিগ্‌দর্শন করছি।

শ্লোক ২৩৩

জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে ।
যাঁর যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলারূপ বন্যায় জগৎ ভেসে গেল, যার যত শক্তি সেই অনুসারে তিনি সেই প্লাবনে সাঁতার কাটতে পারেন।

শ্লোক ২৩৪

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমন' নামক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।
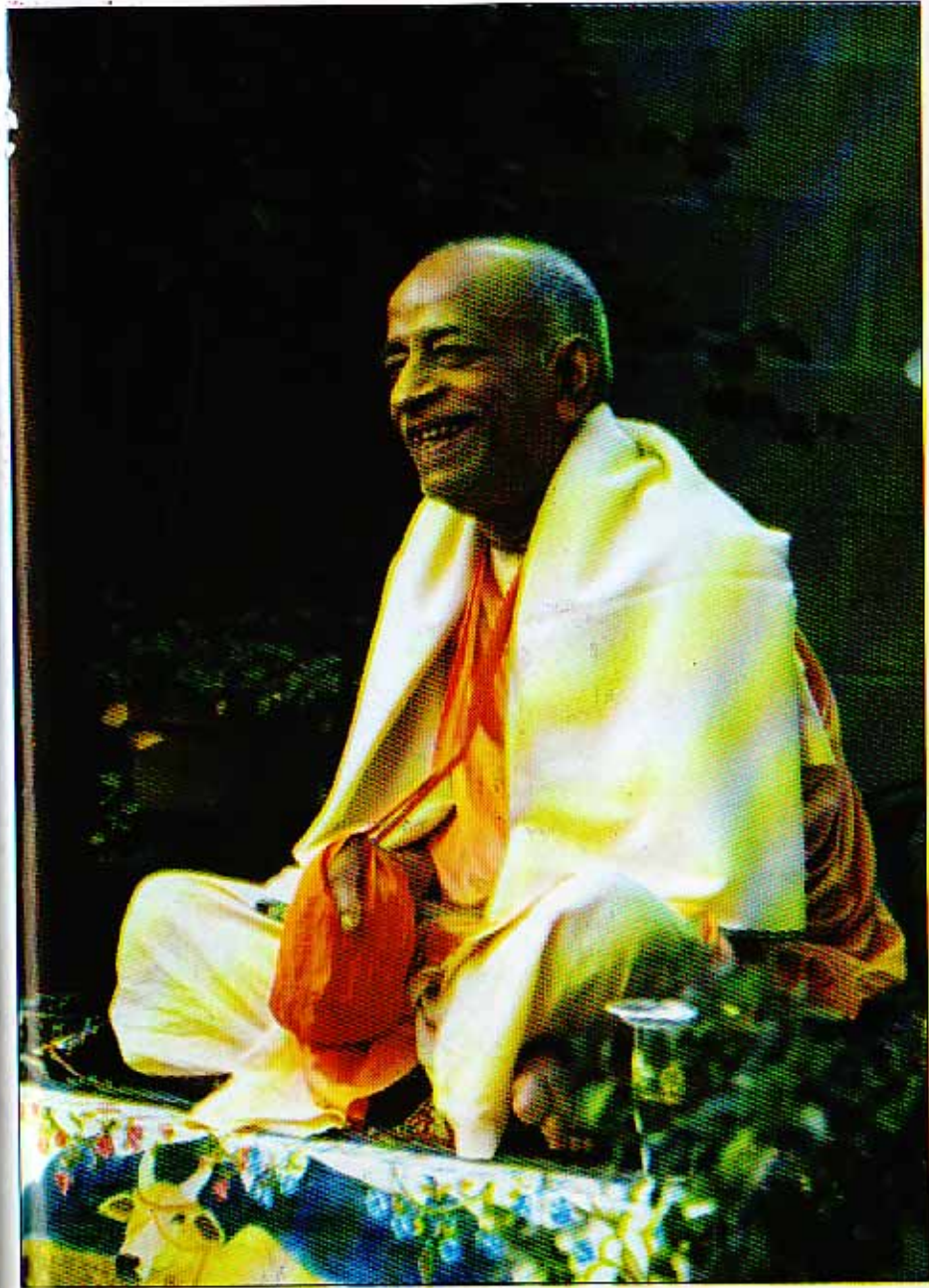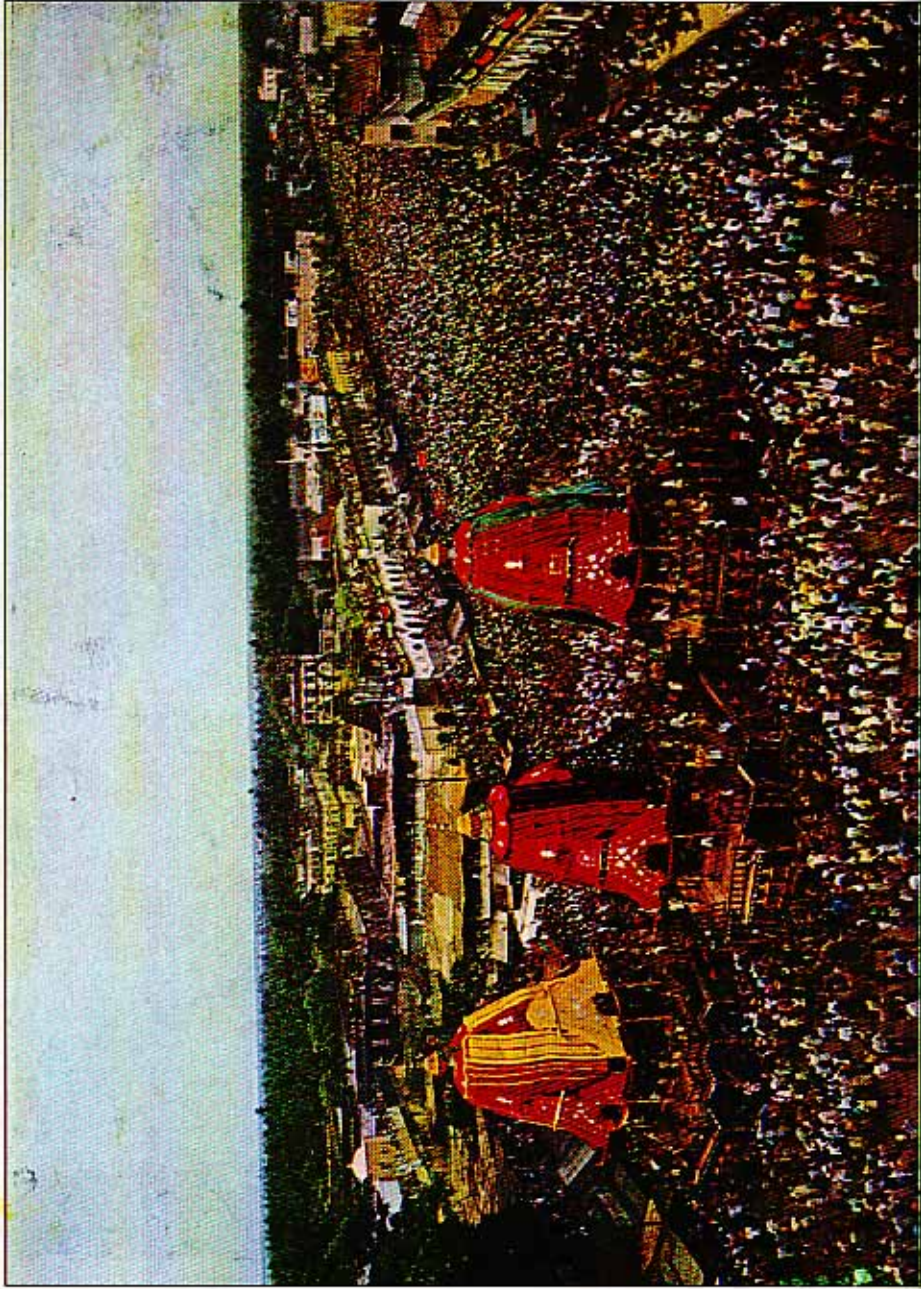
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
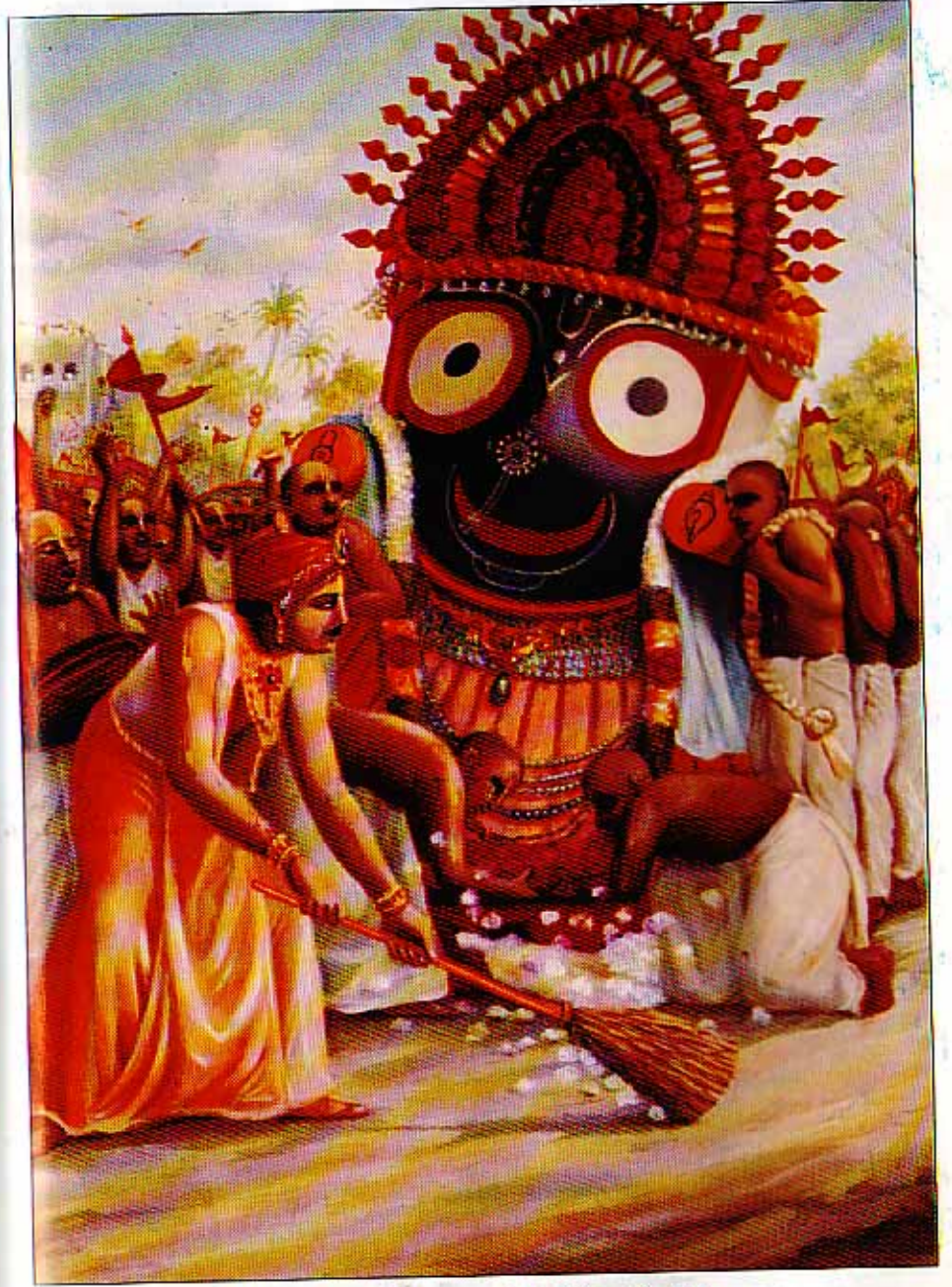
মহারাজ প্রতাপরুদ্র নিজহাতে স্বর্ণঝাড়ু দিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের
পথ সংমার্জন করতে লাগলেন।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ পাশ্চাত্য বিশ্বের বহু শহরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-বলদেব-সুভদ্রাদেবীর রথযাত্রা মহোৎসব প্রবর্তন করেন।
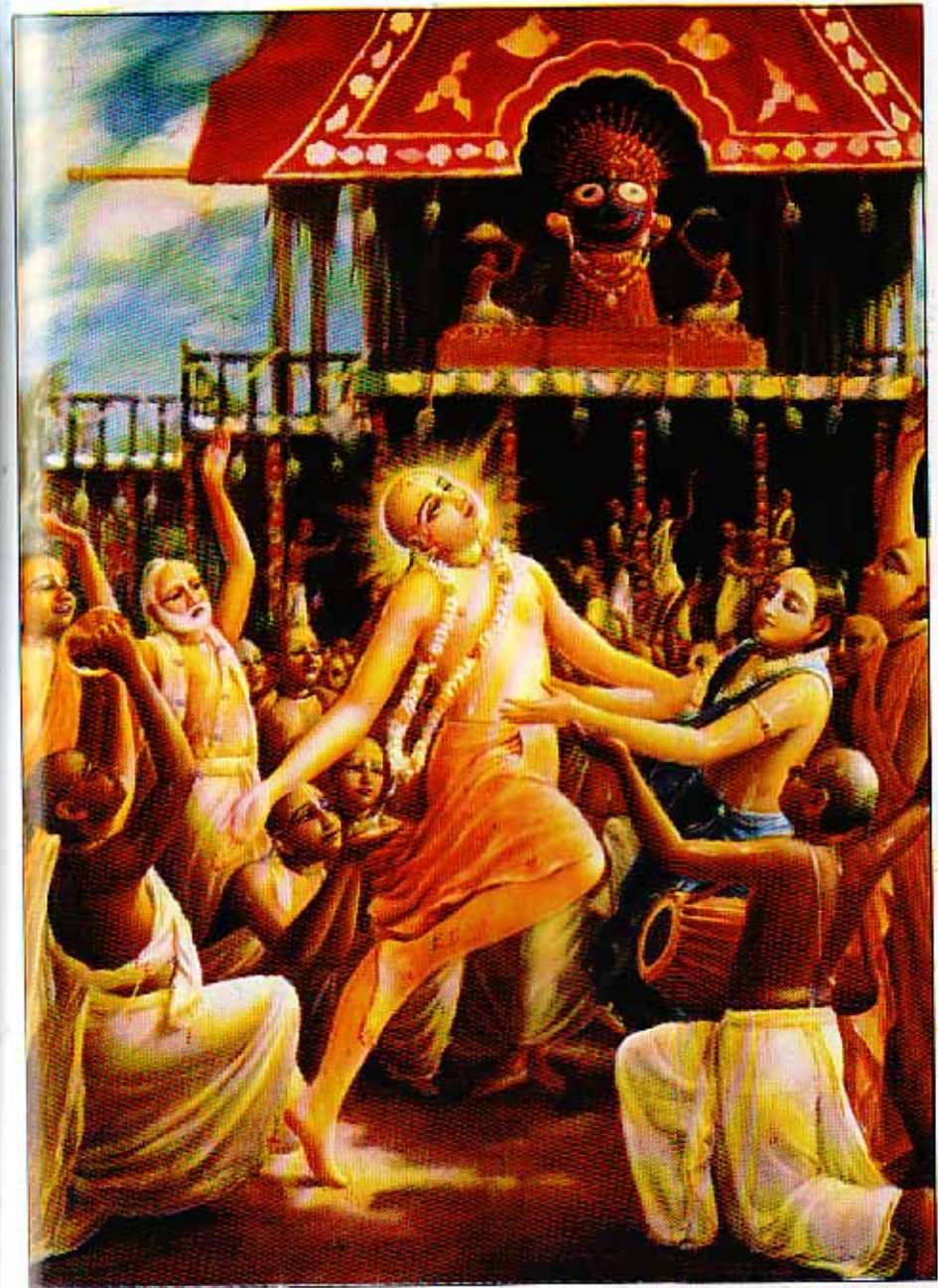
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য দেখে সমস্ত ভক্ত চমৎকৃত হলেন। অন্যের কি কথা, শ্রীজগন্নাথদেবেরও অপার আনন্দ হল।
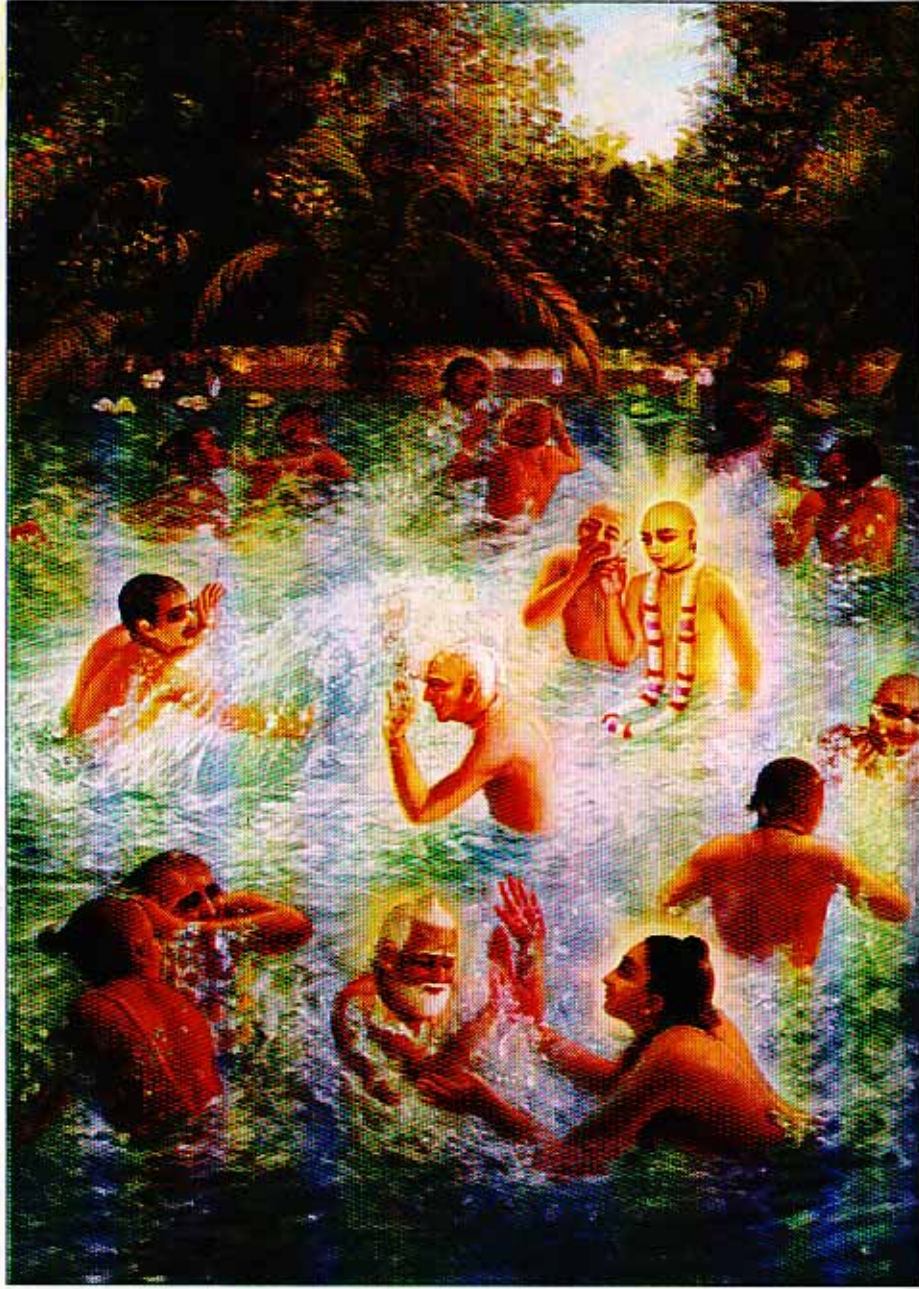
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে জলক্রীড়া কালে দুই-দুইজন করে পরস্পর জলযুদ্ধ করতে লাগলেন। কে হারে কে জিতে তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দর্শন করতে লাগলেন।
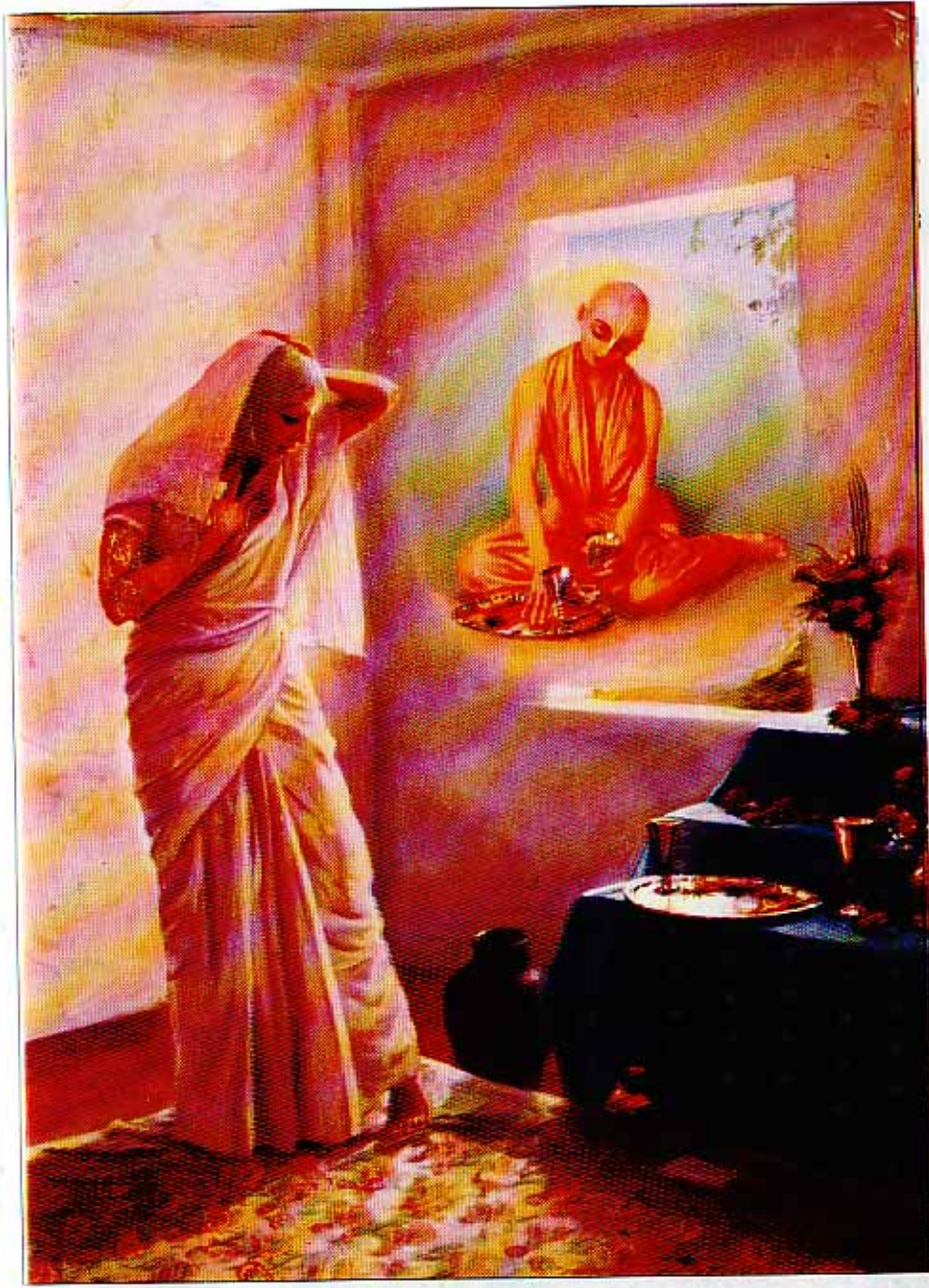
শচীমাতা শ্রীশালগ্রামের উদ্দেশ্যে ভোগ-নিবেদন করে সেই প্রসাদ নিয়ে ক্রন্দন করতে করতে নীলাচলপুরীতে অবস্থিত তাঁর পুত্রের কথা চিন্তা করতেন। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসে সেই প্রসাদ গ্রহণ করতেন। শচীমাতা খালিপাত্র দেখে মনে করতেন তিনি হয়তো ভোগ নিবেদন করেননি।
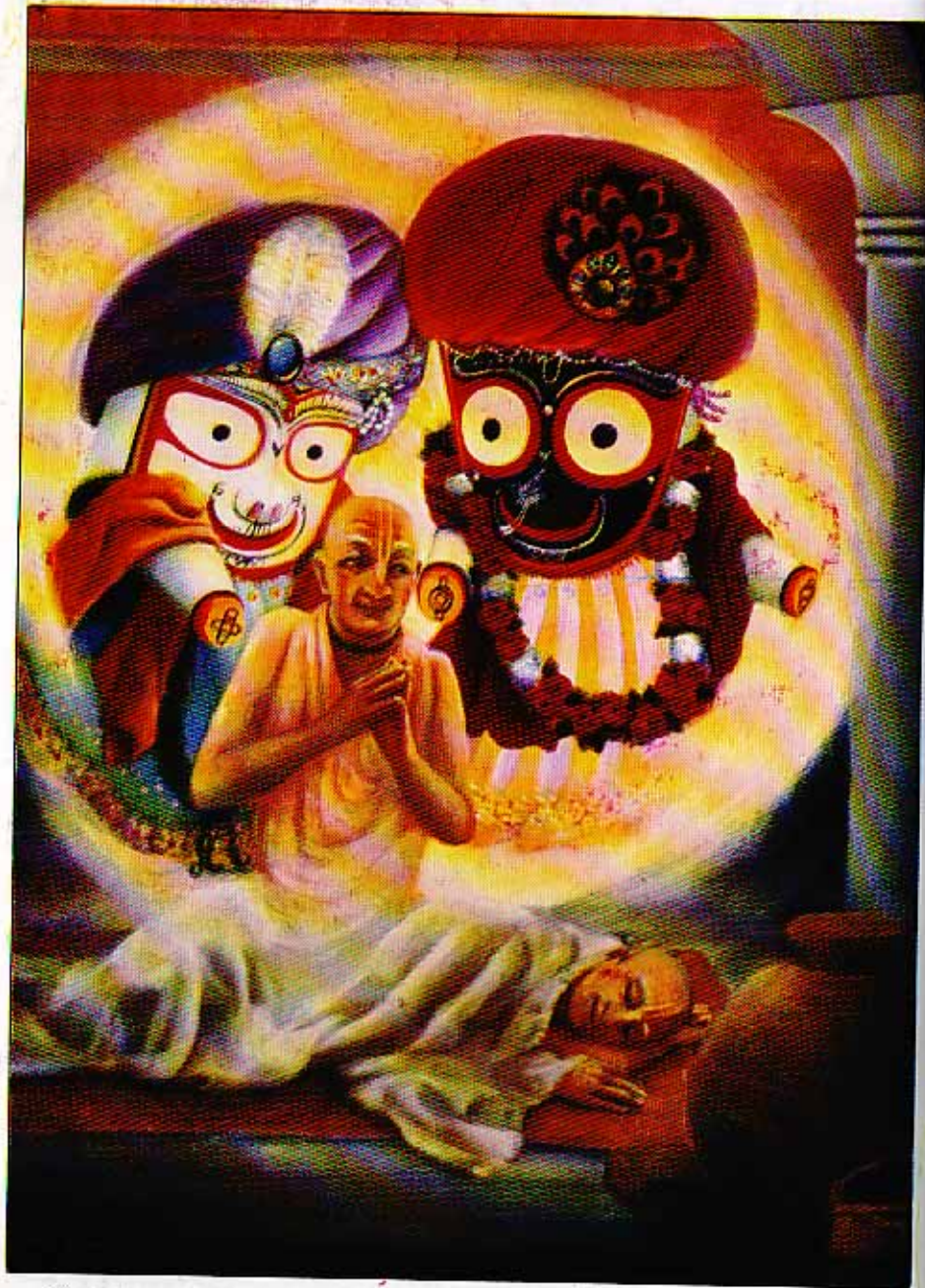
শ্রীজগন্নাথদেবকে মাড়ুয়া বসন পরানো হয়েছে দেখে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি উৎকল ভক্তদের কিছু মন্দ সমালোচনা করেছিলেন। সেই রাত্রে জগন্নাথ-বলরাম এসে তাঁর গালে চড় মারতে থাকেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ঝাড়িখণ্ড বনের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণনাম করতে করতে যাচ্ছিলেন তখন হিংস্র পশুরাও মহাপ্রভুকে দেখে পথ ছেড়ে দিল। অসংখ্য বন্য জন্তু ছিল। মহাপ্রভু তাঁদের 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম করতে বললে তারা সবাই আনন্দে কৃষ্ণনাম করে নাচতে লাগল।

ব্রজে গিরি-গোবর্ধন দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন এবং একটি শিলাকে আলিঙ্গন করে প্রেমে উন্মত্ত হলেন।
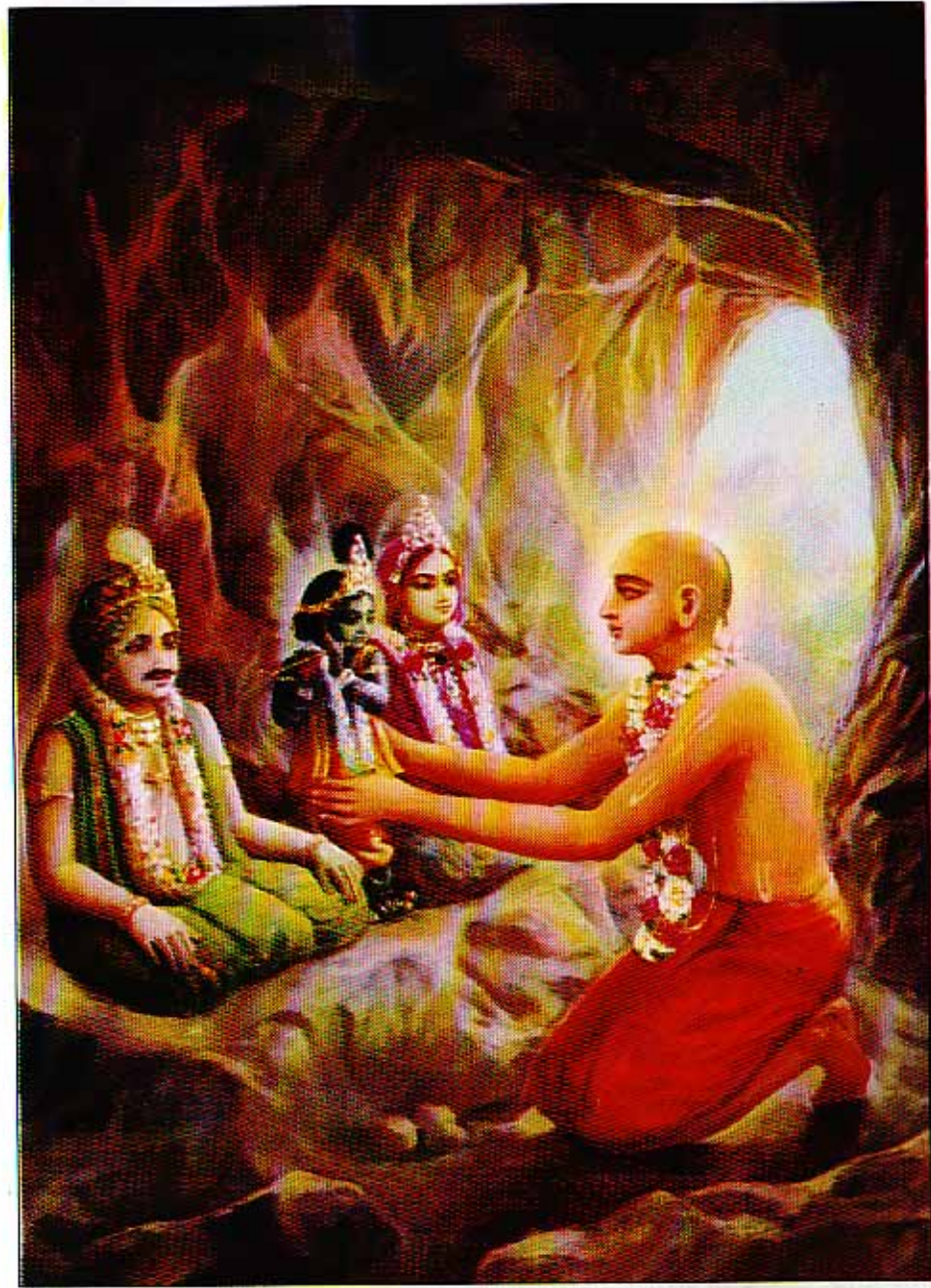
নন্দীশ্বর পর্বতে এক গুহাতে নন্দ মহারাজ ও মা যশোদাকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের চরণ বন্দনা করলেন এবং তাঁদের মাঝখানে শিশু কৃষ্ণকে দেখে প্রেমাবেশে তাঁকে স্পর্শ করতে লাগলেন।
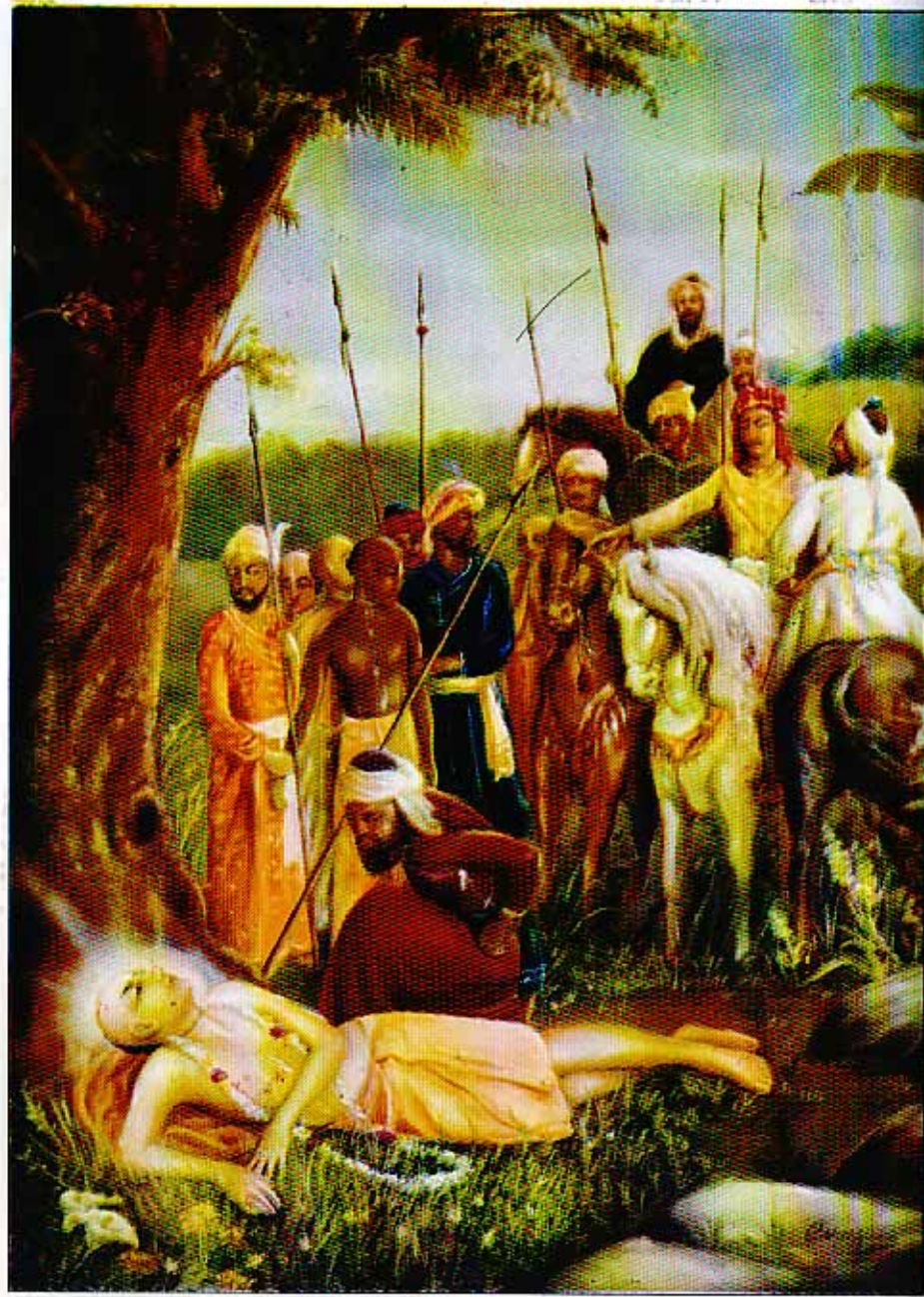
বংশীবাদন শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবেশে মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হল। মুখ থেকে ফেনা বেরিয়েছিল। সেই সময় পাঠান সৈন্যরা তাঁকে দেখে মনে করেছিল "এই সন্ন্যাসীর সঙ্গীরা ধুতরা খাইয়ে নিশ্চয় টাকা-পয়সা চুরি করছে।" তহি তাদের বন্দী করল।
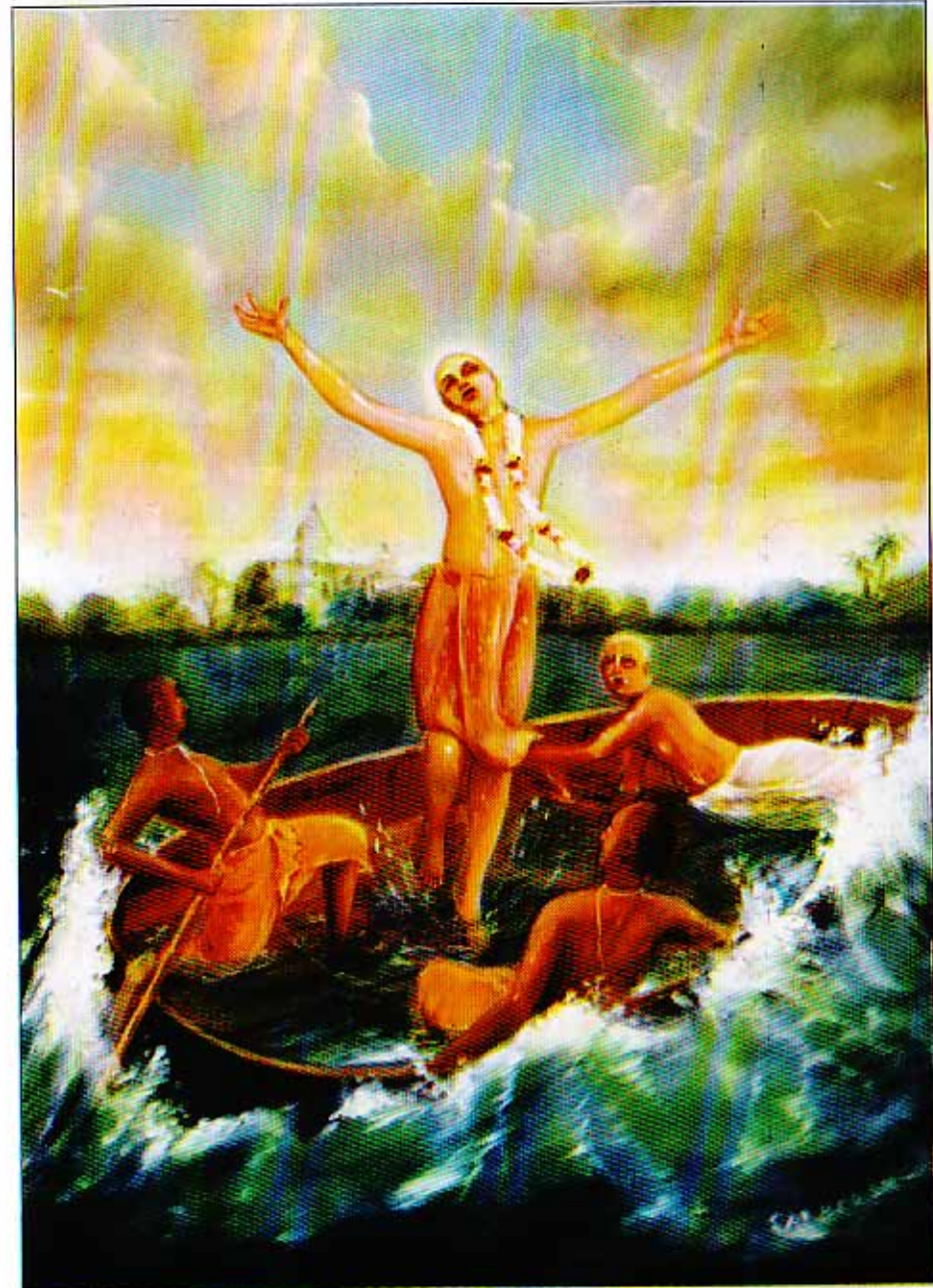
যমুনা পার হওয়ার কালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৌকার উপর প্রেমবিহ্বল হয়ে নৃত্য করার ফলে নৌকা ডুবার উপক্রম হল।

বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীকে আলিঙ্গন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে যাবার জন্য নৌকায় চড়লেন। তখন রূপ গোস্বামী সেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।
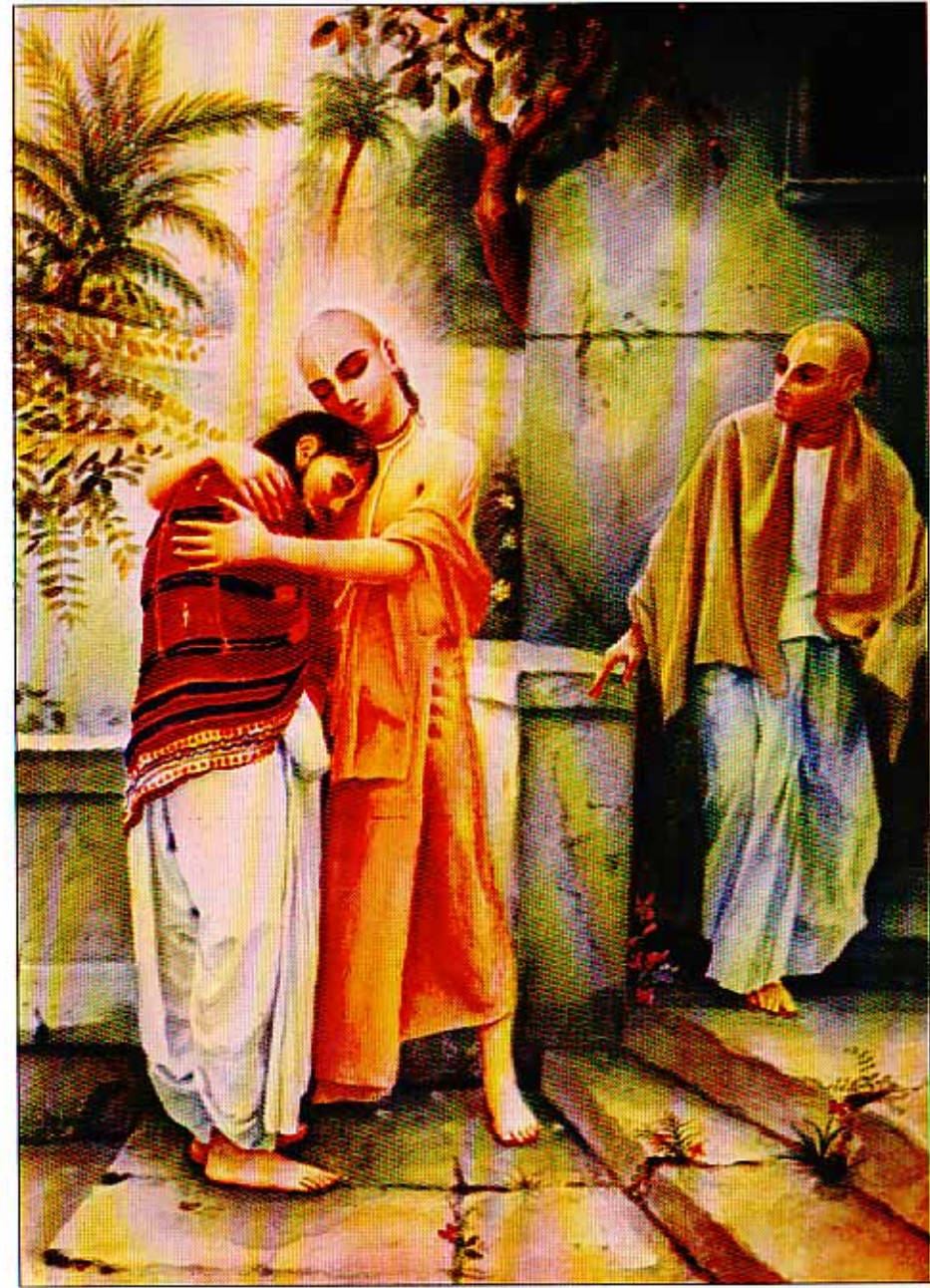
গৃহের অঙ্গনে সনাতন গোস্বামীকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছুটে এলেন, এবং তাঁকে আলিঙ্গন করে প্রেমাবিষ্ট হলেন।
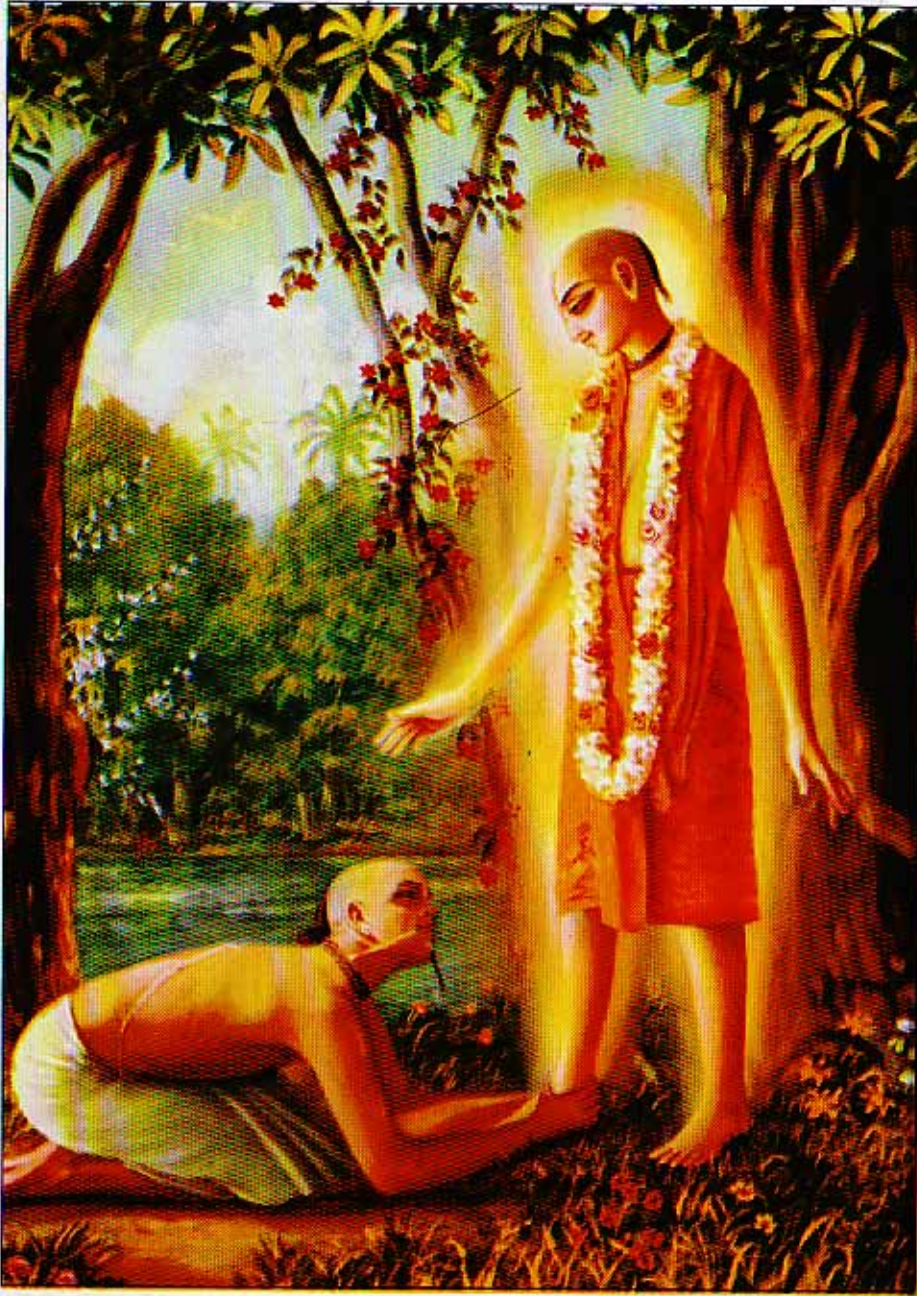
অত্যন্ত দৈন্য সহকারে দন্তে তৃণ ধারণ করে পণ্ডিত সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম জড়িয়ে ধরে গভীর বিনয়ের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'আমি অতি হীন, নীচ, পতিত অধম। নিজের হিতাহিত জ্ঞান নেই। কৃপা করে আমাকে আমার কর্তব্য বলুন। আমি কে? কেন ত্রিতাপ দুঃখ পাচ্ছি? কিসে আমার মঙ্গল হবে?'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে ভ্রমণ এবং প্রয়াগ যাবার পথে মুসলমান সৈনিকদের সাথে আলোচনা

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের কথাসারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* লিখেছেন—"আরিট্-গ্রামে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড আবিষ্কার করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোবর্ধনে 'হরিদেব' দর্শন করলেন। গোবর্ধনের উপর উঠে গোপাল দর্শন করবেন না, এই জন্য অন্নকূট গ্রাম থেকে ম্লেচ্ছভয়ের ছলে গোপাল গাঁঠুলি গ্রামে এলেন। সেখানে গিয়ে মহাপ্রভু তাঁকে দর্শন করেছিলেন। ভক্তবর শ্রীরূপ গোস্বামীকে কৃপা করে দর্শন দান করার জন্য গোপাল তার অনেক দিন পরে মথুরায় বিঠ্ঠলেশ্বরের মন্দিরে এসে একমাস ছিলেন—সে কথা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এখানে লিখেছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নন্দীশ্বর, পাবন সরোবর, শেষশায়ী, খেলাতীর্থ, ভাণ্ডারীবন, ভদ্রবন, লৌহবন, মহাবন ইত্যাদি দর্শন করলেন এবং গোকুল দর্শন করে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন। অক্রূর ঘাটে বাসা করে তিনি প্রতিদিন বৃন্দাবনে গিয়ে কালীয়-হ্রদ, দ্বাদশাদিত্য-ঘাট, কেশীঘাট, রাসস্থলী, চিরঘাট, আম্লিতলা ইত্যাদি দর্শন করতে লাগলেন। কালীয়-হ্রদে রাত্রিবেলা মৎস্যধারী ধীবরকে অনেক লোক কৃষ্ণ বলে মনে করে অনেক লোক এসে অন্বেষণ করতে লাগল, কিন্তু মহাপ্রভুকে দর্শন করে তাদের বিবর্তবুদ্ধি দূর হওয়ায় সকলের কৃষ্ণস্ফূর্তি হলে মহাপ্রভু জীবের চিৎকণত্ব স্থাপন করলেন।

অক্রূর-ঘাটে অনেকক্ষণ ডুবে থাকায় বলভদ্র ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল থেকে প্রয়াগে নিয়ে যাবার জন্য স্থির করলেন। 'সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করে প্রয়াগ যাবেন' এই চিন্তা করে যাত্রা করলেন। পথে একটি গ্রামে পাঠান রাজপুত্র বিজলী খাঁ এবং তার অনুচরেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রেমাবেশে মূর্ছিত দেখেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গীরা তাঁর ধন চুরি করে নেবার জন্যে তাঁকে ধুতুরা খাইয়ে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছে বলে মনে করে তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গীদের বেঁধে ফেলেন। মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ ভঙ্গ হলে বিজলী খাঁর দলে জনৈক ম্লেচ্ছ আচার্যের সঙ্গে মহাপ্রভুর কথোপকথন ও শাস্ত্র বিচার হয়, এবং মহাপ্রভু 'কোরান' শাস্ত্র থেকে 'কৃষ্ণভক্তি' স্থাপন করেন। বিজলী খাঁও তার অনুগত ঘোড়-সোয়ারেরা মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করে কৃষ্ণভক্ত হয়েছিলেন। সেখানে এখনও 'পাঠান বৈষ্ণবের গ্রাম' বলে একটি গ্রাম রয়েছে। সোরোতে গঙ্গাস্নান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ত্রিবেণীতে পৌঁছলেন।

শ্লোক ১

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ১ ॥

বৃন্দাবনে—বৃন্দাবনে; স্থিরচরান্—স্থাবর এবং জঙ্গম উভয় প্রকার জীবদের; নন্দয়ন্—আনন্দ দান করে; স্বাবলোকনৈঃ—তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা; আত্মানম্—নিজেকে; চ—ও; তদালোকাদ্—তাদের দর্শন করে; গৌরাঙ্গঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; পরিতঃ—সর্বত্র; অভ্রমৎ—ভ্রমণ করেছিলেন।

অনুবাদ

বৃন্দাবনে স্বীয় দর্শন দান করে স্থাবর-জঙ্গমকে আনন্দ প্রদান করে এবং তাদের দর্শন করে স্বয়ং আনন্দ লাভ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ২

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
'আরিট্' গ্রামে আসি' 'বাহ্য' হৈল আচম্বিতে ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে প্রেমাবিষ্ট হয়ে নাচতে নাচতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ চলছিলেন; আরিট্-গ্রামে এসে আচম্বিতে তাঁর বাহ্য চেতনার উদয় হল।

তাৎপর্য

আরিট্ গ্রামকে আরিষ্ট গ্রামও বলা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বুঝতে পেরেছিলেন যে সেই গ্রামটিতে শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করেছিলেন। সেখানে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'রাধাকুণ্ড' কোথায়?' কিন্তু কেউই তা বলতে পারল না এবং সঙ্গের ব্রাহ্মণটিও তা জানতেন না। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বুঝতে পারলেন যে রাধাকুণ্ড এবং শ্যামকুণ্ড, সেই তীর্থ-দুটি লুপ্ত হয়েছে। তখন সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিকটস্থ দুটি ধানক্ষেতে যে অল্প জল ছিল তাতে স্নান করলেন। অতএব সেই ধানক্ষেতদুটি যে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড তা সূচিত হল।

শ্লোক ৪

আরিটে রাধাকুণ্ড-বার্তা পুছে লোক-স্থানে।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

আরিট্ গ্রামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাধাকুণ্ড কোথায়?" কিন্তু কেউই তাঁর সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না, এবং তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মণটিও সে সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।

শ্লোক ৫

তীর্থ 'লুপ্ত' জানি' প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈলা স্নান ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বুঝতে পারলেন যে রাধাকুণ্ড লুপ্ত হয়েছে। তখন সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দু'টি ধানক্ষেতে অল্প জলে স্নান করলেন।

শ্লোক ৬

দেখি' সব গ্রাম্য-লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সেই দুটি ধানক্ষেতে অল্প জলে স্নান করতে দেখে গ্রামের লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন প্রেমাবিষ্ট হয়ে রাধাকুণ্ডের স্তব করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭

সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় 'প্রিয়ার সরসী' ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত গোপিকাদের মধ্যে রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। তেমনই রাধাকুণ্ড নামক শ্রীমতী রাধারাণীর সরোবর শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, কেননা তা শ্রীমতী রাধারাণীর প্রিয়।

শ্লোক ৮

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ৮ ॥

যথা—ঠিক যেমন; রাধা—শ্রীমতী রাধারাণী; প্রিয়া—অত্যন্ত প্রিয়া; বিষ্ণোঃ—শ্রীকৃষ্ণের; তস্যাঃ—তাঁর; কুণ্ডম্—কুণ্ড; প্রিয়ম্—অত্যন্ত প্রিয়; তথা—তেমনই; সর্ব-গোপীষু—সমস্ত গোপীদের মধ্যে; সা—তিনি; এব—অবশ্যই; একা—একমাত্র; বিষ্ণোঃ—শ্রীকৃষ্ণের; অত্যন্ত-বল্লভা—অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

"শ্রীমতী রাধারাণী যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় স্থান। সমস্ত গোপীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পদ্ম-পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৯

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে, তীরে রাস-রঙ্গে ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে জলক্রীড়া করতেন এবং তার তীরে রাসে নৃত্য করতেন।

শ্লোক ১০

সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তাঁরে রাধা-সম 'প্রেম' কৃষ্ণ করে দান ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই কুণ্ডে যিনি একবার স্নান করেন, তাকেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর মতো প্রেম দান করেন।

শ্লোক ১১

কুণ্ডের 'মাধুরী'—যেন রাধার 'মধুরিমা'।
কুণ্ডের 'মহিমা'—যেন রাধার 'মহিমা' ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

"রাধাকুণ্ডের মাধুরী শ্রীমতী রাধারাণীর মধুরিমার মতো এবং সেই কুণ্ডের (সরোবরের) মহিমা যেন শ্রীমতী রাধারাণীরই মহিমা।

শ্লোক ১২

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-
র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥ ১২ ॥

শ্রীরাধা—শ্রীমতী রাধারাণী; ইব—মতন; হরেঃ—শ্রীকৃষ্ণের; তদীয়—শ্রীমতী রাধারাণীর; সরসী—সরোবর; প্রেষ্ঠা—অত্যন্ত প্রিয়; অদ্ভুতৈঃ—অপূর্ব; স্বৈঃ—স্বীয়; গুণৈঃ—অপ্রাকৃত

গুণাবলী; যস্যাম্—যাতে; শ্রীযুত—সমগ্র ঐশ্বর্য; মাধব—শ্রীকৃষ্ণ; ইন্দুঃ—চন্দ্রের মতো; অনিশম্—অবিরত; প্রীত্যা—গভীর প্রীতি সহকারে; তয়া—শ্রীমতী রাধারাণী সহ; ক্রীড়তি—লীলা-বিলাস করেন; প্রেমা—প্রেম; অস্মিন্—শ্রীকৃষ্ণের জন্য; বত—নিশ্চিতভাবে; রাধিকা ইব—ঠিক শ্রীমতী রাধারাণীর মতো; লভতে—লাভ করেন; যস্যাম্—যাতে; সকৃৎ—একবার; স্নানকৃৎ—অবগাহনকারী; তস্যাঃ—সেই রাধাকুণ্ডের; বৈ—অবশ্যই; মহিমা—মহিমা; তথা—তেমনই; মধুরিমা—মাধুর্য; কেন—কোন ব্যক্তি; অস্তু—হতে পারে; বর্ণ্যঃ—বর্ণিত; ক্ষিতৌ—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

" 'সেই রাধাকুণ্ড—সরোবর শ্রীমতী রাধারাণীর মতো স্বীয় গুণে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সেই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে অতি প্রীতি ভরে ক্রীড়া করেন। সেই কুণ্ডে যিনি একবার স্নান করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর মতো প্রেম লাভ করেন; অতএব এই জগতে সেই রাধাকুণ্ডের মহিমা ও মধুরিমা কে বর্ণনা করতে পারেন?"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গোবিন্দ-লীলামৃত* (৭/১০২) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৩

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা সঙরিয়া ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে প্রেমাবিষ্ট হয়ে রাধাকুণ্ডের স্তুতি করেছিলেন, এবং রাধাকুণ্ডের লীলা স্মরণ করে তীরে নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য-দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি' লৈল ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাকুণ্ডের মৃত্তিকা নিয়ে তাঁর অঙ্গে তিলক কাটলেন, এবং বলভদ্র ভট্টাচার্যকে দিয়ে সেই মৃত্তিকা তিনি সঙ্গে করে নিলেন।

শ্লোক ১৫

তবে চলি' আইলা প্রভু 'সুমনঃ-সরোবর'।
তাহাঁ 'গোবর্ধন' দেখি' হইলা বিহ্বল ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

রাধাকুণ্ড থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুমনঃ-সরোবরে গেলেন, এবং সেখানে গিরি গোবর্ধন দর্শন করে তিনি আনন্দে বিহ্বল হলেন।

শ্লোক ১৬

গোবর্ধন দেখি' প্রভু হইলা দণ্ডবৎ।
'এক শিলা' আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

গিরি গোবর্ধন দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন, এবং একটি শিলাকে আলিঙ্গন করে তিনি প্রেমে উন্মত্ত হলেন।

শ্লোক ১৭

প্রেমে মত্ত চলি' আইলা গোবর্ধন-গ্রাম।
'হরিদেব' দেখি' তাহাঁ হইলা প্রণাম ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমে মত্ত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোবর্ধন গ্রামে এলেন। সেখানে হরিদেবের বিগ্রহ দর্শন করে তিনি প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ১৮

'মথুরা'-পদ্মের পশ্চিমদলে যাঁর বাস।
'হরিদেব' নারায়ণ-আদি পরকাশ ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

'হরিদেব', নারায়ণের অবতার, এবং তাঁর বাস মথুরারূপ পদ্মের পশ্চিম পাপড়িতে।

শ্লোক ১৯

হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা।
সব লোক দেখিতে আইল আশ্চর্য শুনিয়া ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমে উন্মত্ত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদেবের বিগ্রহের সম্মুখে নাচতে লাগলেন; এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্চর্য কার্য-কলাপের কথা শুনে সমস্ত লোকেরা তাঁকে দর্শন করতে এলেন।

শ্লোক ২০

প্রভু-প্রেম-সৌন্দর্য দেখি' লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবৎ-প্রেম এবং দেহের সৌন্দর্য দর্শন করে লোকেরা চমৎকৃত হলেন। হরিদেবের সেবক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সৎকার করলেন।

শ্লোক ২১

ভট্টাচার্য 'ব্রহ্মকুণ্ডে' পাক যাঞা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি' প্রভু ভিক্ষা কৈল ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

বলভদ্র ভট্টাচার্য ব্রহ্মকুণ্ডে অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করলেন। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ২২-২৩

সে-রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে ॥ ২২ ॥
'গোবর্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল-রায়ের দরশন কেমনে পাইব?' ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রাত্রি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদেবের মন্দিরে রইলেন, এবং রাত্রে তিনি মনে মনে বিচার করলেন, "আমি কখনই গোবর্ধন পর্বতের উপর চড়ব না। কিন্তু তাহলে আমি কিভাবে গোপাল রায়ের দর্শন লাভ করব?"

শ্লোক ২৪

এত মনে করি' প্রভু মৌন করি' রহিলা।
জানিয়া গোপাল কিছু ভঙ্গী উঠাইলা ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই মনে করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মৌন হয়ে রইলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনের কথা জেনে গোপাল কিছু চাতুরি করলেন।

শ্লোক ২৫

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ ॥ ২৫ ॥

অনারুরুক্ষবে—আরোহণ করতে অনিচ্ছুক; শৈলম্—গিরি গোবর্ধন; স্বস্মৈ—নিজেকে; ভক্তাভিমানিনে—নিজেকে কৃষ্ণভক্ত বলে বিবেচনা করে; অবরুহ্য—অবতীর্ণ হয়ে;

গিরেঃ—গোবর্ধন পর্বত থেকে; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; গৌরায়—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; স্বম্—নিজে; অদর্শয়ৎ—দর্শন করিয়েছিলেন।

অনুবাদ

নিজেকে কৃষ্ণভক্ত বলে অভিমান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন গোবর্ধন পর্বতে আরোহণ করবেন না বলে সঙ্কল্প করেছিলেন। তখন গোপাল স্বয়ং গোবর্ধন পর্বত থেকে নেমে এসে তাঁকে দর্শন দান করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

'অন্নকূট'-নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি ।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামে বসতি ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

গোবর্ধন পর্বতে অন্নকূট নামক গ্রামে গোপালদেব বিরাজমান ছিলেন। সেই গ্রামে রাজপুতেরা বাস করতেন।

তাৎপর্য

অন্নকূট গ্রাম সম্বন্ধে *ভক্তি-রত্নাকর* গ্রন্থে পঞ্চম তরঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে—

গোপগোপী ভুঞ্জায়েন কৌতুক অপার ।
এই হেতু 'আনিয়োর' নাম সে ইহার ॥
অন্নকূট-স্থান এই দেখ, শ্রীনিবাস ।
এ-স্থান দর্শনে হয় পূর্ণ অভিলাষ ॥

"এইখানে গোপ-গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব লীলা-বিলাস দর্শন করেছিলেন, তাই এই স্থানটির নাম আনিয়োর। এইখানে অন্নকূট মহোৎসব হয়েছিল। হে শ্রীনিবাস, যিনি এই স্থানটি দর্শন করেন তার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়।" সেই গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে—

কুণ্ডের নিকট দেখ নিবিড়-কানন ।
এথাই 'গোপাল' ছিলা হঞা সঙ্গোপন ॥

"দেখ, কুণ্ডের নিকটেই এক নিবিড় বন, এইখানেই গোপাল আত্মগোপন করেছিলেন।" *স্তবাবলীতে* (৮/৭৫) শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—

ব্রজেন্দ্রবর্যার্পিতভোগমুচ্চৈর্ধৃত্বা বৃহৎকায়মঘারিরুৎকঃ ।
বরেণ্যাং রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্‌ক্তে যত্রান্নকূটং তদহং প্রপদ্যে ॥

শ্লোক ২৭

একজন আসি' রাত্রে গ্রামীকে বলিল ।
'তোমার গ্রাম মারিতে তুরুক-ধারী সাজিল ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রাত্রে একজন লোক এসে গ্রামবাসীদের বললেন, "তুর্কী সৈন্যরা তোমাদের গ্রাম আক্রমণ করার আয়োজন করছে।

শ্লোক ২৮

আজি রাত্রে পলাহ, না রহিহ একজন ।
ঠাকুর লঞা ভাগ', আসিবে কালি যবন ॥' ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আজ রাত্রে তোমরা সকলেই গ্রাম থেকে পালিয়ে যাও, একজনও এখানে থেক না, এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহও তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাও, কেননা কাল যবনেরা এই গ্রাম আক্রমণ করতে আসবে।"

শ্লোক ২৯

শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল ।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলি-গ্রামে থুইল ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেকথা শুনে সমস্ত গ্রামবাসীরা অত্যন্ত চিন্তিত হলেন, এবং তারা প্রথমে গোপালকে নিয়ে গাঁঠুলি গ্রামে রাখলেন।

শ্লোক ৩০

বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন ।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্বজন ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

নিভৃতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে গোপালের সেবা হতে লাগল, এবং অন্নকূট গ্রাম থেকে সকলেই পালিয়ে যাবার ফলে গ্রামটি উজাড় হল।

শ্লোক ৩১

ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে-বারে ।
মন্দির ছাড়ি' কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে মুসলমানদের ভয়ে ভীত হওয়ার লীলা বিলাস করে গোপাল বার বার মন্দির থেকে পালিয়ে গিয়ে কখনও কুঞ্জে থাকতেন অথবা কখনও অন্য গ্রামে গিয়ে থাকতেন।

শ্লোক ৩২

প্রাতঃকালে প্রভু 'মানসগঙ্গা'য় করি' স্নান ।
গোবর্ধন-পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

ভোরবেলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মানস-গঙ্গায় স্নান করে গিরি গোবর্ধন পরিক্রমা শুরু করলেন।

শ্লোক ৩৩

গোবর্ধন দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

গিরি গোবর্ধন দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে নাচতে নাচতে চলতে লাগলেন এবং শ্লোকটি আবৃত্তি করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৪

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সূযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ৩৪ ॥

হন্ত—আহা; অয়ম্—এই; অদ্রিঃ—পর্বত; অবলাঃ—হে সখীগণ; হরিদাসবর্যঃ—শ্রীহরির সেবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; যৎ—যেহেতু; রামকৃষ্ণ চরণ—শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের শ্রীপাদপদ্মে; স্পর্শ—স্পর্শের দ্বারা; প্রমোদঃ—আনন্দ; মানম্—সমাদর; তনোতি—দান করে; সহ—সহ; গোগণয়োঃ—গাভী, গোবৎস এবং গোপবালকগণ; তয়োঃ—শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের; যৎ—যেহেতু; পানীয়—পানীয় জল; সূযবস—অত্যন্ত কোমল ঘাস; কন্দর—গুহা; কন্দমূলৈঃ—কন্দমূলাদির দ্বারা।

অনুবাদ

"এই গোবর্ধন পর্বত—বৈষ্ণব প্রধান, যেহেতু ইনি কৃষ্ণ-বলরামের চরণ স্পর্শ লাভ করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গাভী এবং গোপগণের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামকে গোপগণের পানীয় জল ও খাদ্য—ঘাস-কন্দমূল ইত্যাদির দ্বারা তর্পণ করছেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২১/১৮) থেকে উদ্ধৃত। ব্রজে শরৎকাল উপস্থিত হলে শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে গোচারণ করতে করতে বংশীধ্বনি করলে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ

করার জন্য কামাতুরা হয়ে কৃষ্ণের মনোহর গুণাবলী গান করে ইতঃস্তত ভ্রমণ করতে করতে সম্মুখে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন গিরিরাজ গোবর্ধনকে দর্শন করে নিজেদের মধ্যে এই কথা বলাবলি করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

'গোবিন্দকুণ্ডাদি' তীর্থে প্রভু কৈল স্নান ।
তাহাঁ শুনিলা—গোপাল গেল গাঁঠুলি গ্রাম ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তারপর গোবিন্দ কুণ্ডে স্নান করলেন, এবং সেখানে তিনি শুনলেন যে গোপাল গাঁঠুলি গ্রামে গেছেন।

শ্লোক ৩৬

সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল-দরশন ।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্তন-নর্তন ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই গ্রামে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোপালকে দর্শন করলেন, এবং প্রেমাবেশে নৃত্য কীর্তন করলেন।

শ্লোক ৩৭

গোপালের সৌন্দর্য দেখি' প্রভুর আবেশ ।
এই শ্লোক পড়ি' নাচে, হৈল দিন-শেষ ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

গোপালের সৌন্দর্য দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন, এবং নিম্নলিখিত শ্লোকটি গাহিতে গাহিতে তিনি নাচতে লাগলেন। এইভাবে দিন শেষ হল।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গোবিন্দ কুণ্ড সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করেছেন—পৈঠা গ্রামের অনতিদূরে শ্রীগোবর্ধন পর্বতের উপর আনিয়োর গ্রাম। এখানে গোবিন্দ ও বলদেবের মন্দিরদ্বয় এবং গোবিন্দকুণ্ড নামে পুষ্করিণী রয়েছে। কারো মতে, রাণী পদ্মাবতী এই পুষ্করিণী খনন করেন। ভক্তিরত্নাকরে (পঞ্চম তরঙ্গে) বর্ণনা করা হয়েছে—

এই শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ড মহিমা অনেক।
এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক ॥

স্তবাবলীতে ব্রজবিলাস স্তবে (৭৪) নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায়—

নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াৎ স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ
স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবম্ ।

গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতা রাজ্যে স্ফুটং কৌতুকাৎ
তৈর্যৎ প্রাদুরভূৎ সদা স্ফুরতু তদ্গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ ॥

মথুরা খণ্ডেও উল্লেখ করা হয়েছে—

যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণা ।
গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদম্ ॥

"কেবলমাত্র গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করার ফলে মুক্তি লাভ হয়। ইন্দ্র যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করেছিলেন তখন এই কুণ্ডটির প্রকাশ হয়।"

গাঁঠুলি গ্রাম গোপালপুর বা বিলছুর সন্নিকটবর্তী গ্রাম। জনশ্রুতি রয়েছে যে, এখানে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-গ্রন্থি-বন্ধন হয়েছিল। *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে পঞ্চম তরঙ্গে বর্ণিত হয়েছে—"সখী দুঁহ বস্ত্রে গাঁঠি দিল সঙ্গোপনে। ফাগুয়া লৈয়া কেহ গাঁঠি খুলি' দিলা ॥ সেইজন্য এই গ্রামের নাম গাঁঠুলি।

শ্লোক ৩৮

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্ধনো গিরিঃ ॥ ৩৮ ॥

বামঃ—বাম; তামরসাক্ষস্য—অরবিন্দ লোচন শ্রীকৃষ্ণের; ভুজদণ্ডঃ—বাহু; সঃ—সেই; পাতু—রক্ষা করুক; বঃ—তোমাদের সকলকে; ক্রীড়াকন্দুকতাম্—খেলার সামগ্রীর মতো; যেন—যাঁর দ্বারা; নীতঃ—প্রাপ্ত; গোবর্ধনঃ—গোবর্ধন নামক; গিরিঃ—পর্বত।

অনুবাদ

" 'অরবিন্দনেত্র শ্রীকৃষ্ণ যে বাম ভুজদণ্ড দ্বারা গিরিরাজ গোবর্ধনকে উত্তোলন করে খেলার সামগ্রীর মতো তাকে ব্যবহার করেছিলেন—সেই বাম ভুজদণ্ড তোমাদের রক্ষা করুন।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু* গ্রন্থে (২/১/৬২) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৩৯

এইমত তিনদিন গোপালে দেখিলা ।
চতুর্থ-দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তিনদিন গোপালকে দর্শন করলেন। চতুর্থ-দিবসে গোপাল তাঁর নিজের মন্দিরে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ৪০

গোপাল সঙ্গে চলি' আইলা নৃত্য-গীত করি ।
আনন্দ-কোলাহলে লোক বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য-গীত করতে করতে গোপালের সঙ্গে সঙ্গে চললেন, এবং আনন্দ-কোলাহল করতে করতে লোকেরা 'হরি' 'হরি' বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৪১

গোপাল মন্দিরে গেলা, প্রভু রহিলা তলে ।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

গোপাল তাঁর মন্দিরে ফিরে গেলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পর্বতের নিচে রইলেন। এইভাবে গোপাল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করলেন।

শ্লোক ৪২

এইমত গোপালের করুণ স্বভাব ।
যেই ভক্ত জনের দেখিতে হয় 'ভাব' ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তদের প্রতি গোপালের এমনই করুণ স্বভাব। তাঁর এই স্বভাব দর্শন করে ভক্তরা ভাবাবিষ্ট হন।

শ্লোক ৪৩

দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চড়ে গোবর্ধনে ।
কোন ছলে গোপাল আসি' উতরে আপনে ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু গোপালকে দর্শন করতে উৎকণ্ঠিত হন, কিন্তু গোবর্ধন পর্বতকে শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন জেনে তিনি সেই পর্বতকে পা দিয়ে স্পর্শ করতে না চাওয়ার ফলে সেই পর্বতে চড়তে চান না, কিন্তু কোন ছলে গোপাল সেই পর্বত থেকে নেমে এসে তাঁর ভক্তকে দর্শন দান করেন।

শ্লোক ৪৪

কভু কুঞ্জে রহে, কভু রহে গ্রামান্তরে ।
সেই ভক্ত, তাহাঁ আসি' দেখয়ে তাঁহারে ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে কোন আছিলায়, গোপাল কখনও কুঞ্জে থাকেন, আবার কখনও অন্য কোন গ্রামে গিয়ে থাকেন। সেই ভক্ত তখন সেখানে গিয়ে তাঁকে দর্শন করেন।

শ্লোক ৪৫

পর্বতে না চড়ে দুই—রূপ-সনাতন ।
এইরূপে তাঁ-সবারে দিয়াছেন দরশন ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী গোবর্ধন পর্বতে চড়তেন না, তাই গোপাল এইভাবে তাদের দর্শন দান করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬-৪৭

বৃদ্ধকালে রূপ-গোসাঞি না পারে যাইতে ।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য দেখিতে ॥ ৪৬ ॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা-নগরে ।
একমাস রহিল বিঠ্ঠলেশ্বর-ঘরে ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

বৃদ্ধকালে শ্রীল রূপ গোস্বামী সেখানে যেতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর গোপালের সৌন্দর্য দর্শন করার বাসনা হয়েছিল। তাই মুসলমানদের ভয়ে ভীত হওয়ার লীলা-বিলাস করে গোপাল মথুরা নগরে এসেছিলেন, এবং একমাস বিঠ্ঠলেশ্বরের গৃহে ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে গিয়ে সেখানে বাস করতে মনস্থ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁরা গোবর্ধন পর্বতে চড়তেন না; কেননা তারা গোবর্ধন পর্বতকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন বলে মনে করতেন। গোপাল যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন দিয়েছিলেন, তাদেরও তেমনভাবে দর্শন দিয়েছিলেন। বৃদ্ধকালে শ্রীল রূপ গোস্বামী গোবর্ধনে যেতে অসমর্থ হওয়ায় গোপালের সৌন্দর্য দর্শন করতে তার বাসনা হয়েছিল, গোপাল তখন শ্রীল রূপ গোস্বামীকেও কৃপা করবার জন্য ঐভাবে ম্লেচ্ছ ভয়ে ভীত হওয়ার ছল করে মথুরা নগরে বিঠ্ঠলেশ্বরের ঘরে একমাস ছিলেন।

শ্লোক ৪৮

তবে রূপ গোসাঞি সব নিজগণ লঞা ।
একমাস দরশন কৈলা মথুরায় রহিয়া ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর পার্ষদদের নিয়ে একমাস মথুরায় থেকে গোপালদেবের বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পঞ্চম তরঙ্গে বিঠ্ঠলেশ্বর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

বিঠ্ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহ ।
তাঁহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ ॥
শ্রীবিঠ্ঠলনাথ—ভট্টবল্লভ-তনয় ।
করিলা যতেক প্রীতি কহিলে না হয় ॥
'গাঁঠোলি'-গ্রামে গোপাল আইলা 'ছল' করি'।
তাঁরে দেখি' নৃত্যগীতে মগ্ন গৌরহরি ॥
শ্রীদাসগোস্বামী-আদি পরামর্শ করি' ।
শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা-অধিকারী ॥
পিতা শ্রীবল্লভ-ভট্ট তাঁর অদর্শনে ।
কতদিন মথুরায় ছিলেন নির্জনে ॥

শ্রীবল্লভ ভট্টের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ 'গোপীনাথ' ১৪৩২ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠ 'বিঠ্ঠলনাথ' ১৪৩৭ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১৫০৭ শকাব্দে পরলোক গমন করেন। বিঠ্ঠলের সাত পুত্র—গিরিধর, গোবিন্দ, বালকৃষ্ণ, গোকুলেশ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম। বিঠ্ঠল তার পিতার অসমাপ্ত অবশিষ্ট *ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, সুবোধিনী টিপ্পনী, বিদ্বন্মণ্ডন, শৃঙ্গাররস মণ্ডন, ন্যাসাদেশ বিবরণ* প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বিঠ্ঠলের জন্মের পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বৃদ্ধ বয়সে মথুরায় শ্রীগোপাল বল্লভ-তনয় বিঠ্ঠলনাথের গৃহে একমাস ছিলেন।

শ্লোক ৪৯

সঙ্গে গোপাল-ভট্ট, দাস-রঘুনাথ ।
রঘুনাথ-ভট্টগোসাঞি, আর লোকনাথ ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী যখন মথুরায় অবস্থান করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন গোপাল ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী এবং লোকনাথ দাস গোস্বামী।

তাৎপর্য

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ মহাভাগবত পার্ষদ। তাঁর পূর্ব নিবাস ছিল যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে। তার পূর্বে তাঁর নিবাস ছিল কাঁচনাপাড়ায়। তাঁর পিতার নাম পদ্মনাভ, এবং তাঁর একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন প্রগল্ভ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী বৃন্দাবনে বাস করে ভজন করেন। তিনি প্রসিদ্ধ গোকুলানন্দের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর ছিলেন তাঁর একমাত্র শিষ্য। অতিশয় দৈন্যবশত, তিনি তাঁর চরিত্র বর্ণনা করতে নিষেধ করেছিলেন, তাই তাঁর চরিত্র *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়নি। বাংলাদেশের ই.বি.আর লাইনে যশোহর স্টেশন, সেখানে থেকে মোটরে সোনাখালি, সেখান থেকে খেজুরা, সেখান থেকে পদব্রজে এবং বর্ষাকালে নৌকা পথে, তালখড়ি যেতে হয়। লোকনাথ গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার বংশধরেরা এখনও তালখড়ি গ্রামে রয়েছেন।

শ্লোক ৫০

ভূগর্ভ-গোসাঞি, আর শ্রীজীব-গোসাঞি ।
শ্রীযাদব-আচার্য, আর গোবিন্দ-গোসাঞি ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

ভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীযাদব আচার্য এবং গোবিন্দ গোস্বামীও শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫১

শ্রীউদ্ধব-দাস, আর মাধব—দুইজন ।
শ্রীগোপাল-দাস, আর দাস-নারায়ণ ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীউদ্ধব দাস, মাধব, শ্রীগোপাল দাস এবং নারায়ণ দাসও শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫২

'গোবিন্দ' ভক্ত, আর বাণী-কৃষ্ণদাস ।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু-হরিদাস ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

মহান্ ভক্ত গোবিন্দ, বাণী-কৃষ্ণদাস, পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান এবং লঘুহরিদাসও শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

লঘু হরিদাস এবং ছোট হরিদাস যিনি প্রয়াগে আত্মহত্যা করেছিলেন, এক ব্যক্তি নন। সাধারণত ভক্তদের বলা হয় হরিদাস, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদদের মধ্যে অনেকেরই নাম হরিদাস। সেইজন্য বৈষ্ণবেরা হরিদাসদের নামে 'লঘু', 'মধ্যম' ইত্যাদি 'বিশেষণ' প্রয়োগ করতেন। তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ঠাকুর হরিদাস।

শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গে যে সমস্ত ভক্ত গিয়েছিলেন তাঁদের একটি তালিকা *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে (ষষ্ঠ তরঙ্গে) দেওয়া হয়েছে।

গোস্বামী গোপালভট্ট অতি দয়াময় ।
ভূগর্ভ, শ্রীলোকনাথ—গুণের আলয় ॥
শ্রীমাধব, শ্রীপরমানন্দ-ভট্টাচার্য ।
শ্রীমধু-পণ্ডিত,—যাঁর চরিত্র আশ্চর্য ॥
প্রেমী কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ।
যাদব আচার্য, নারায়ণ কৃপাবান্ ।
শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ-গোসাঞি, গোবিন্দ, ঈশান ॥
শ্রীগোবিন্দ, বাণীকৃষ্ণদাস অত্যুদার ।
শ্রীউদ্ধব-মধ্যে-মধ্যে গৌড়ে গতি যাঁর ॥
দ্বিজ-হরিদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ।
শ্রীগোপাল দাস যাঁর অলৌকিক কায ॥
শ্রীগোপাল, মাধবাদি যতেক বৈষ্ণব ॥

শ্লোক ৫৩

এই সব মুখ্যভক্ত লঞা নিজ-সঙ্গে ।
শ্রীগোপাল দরশন কৈলা বহু-রঙ্গে ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত মুখ্য ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীল রূপ গোস্বামী মহা আনন্দে শ্রীগোপাল দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৫৪

একমাস রহি' গোপাল গেলা নিজ-স্থানে ।
শ্রীরূপ-গোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

একমাস মথুরায় থেকে গোপাল বিগ্রহ তাঁর নিজ স্থানে ফিরে গেলেন, এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ৫৫

প্রস্তাবে কহিলুঁ গোপাল-কৃপার আখ্যান ।
তবে মহাপ্রভু গেলা 'শ্রীকাম্যবন' ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

গল্পছলে আমি গোপালের কৃপার কথা বর্ণনা করলাম। গোপাল দর্শনের পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকাম্যবনে গেলেন।

তাৎপর্য

আদি বরাহ পুরাণে কাম্যবন সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্ ।
তত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

শিব বলেছেন, "এই সমস্ত বনের মধ্যে কাম্যক নামে চতুর্থ বনটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। হে দেবী, এই স্থানে গমনকারী ব্যক্তি আমার ধামের মহিমা উপভোগ করার যোগ্যত হয়।"

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পঞ্চম তরঙ্গে বর্ণিত হয়েছে—

এই কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা মনোহর ।
করিবে দর্শন স্থান কুণ্ড বহুতর ॥
কাম্যবনে যত তীর্থ লেখা নাহি তার ॥

শ্লোক ৫৬

প্রভুর গমন-রীতি পূর্বে যে লিখিল ।
সেইমত বৃন্দাবনে তাবৎ দেখিল ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণ পূর্বে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেইভাবে তিনি বৃন্দাবন দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৫৭

তাহাঁ লীলাস্থলী দেখি' গেলা 'নন্দীশ্বর' ।
'নন্দীশ্বর' দেখি' প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

কাম্যবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নন্দীশ্বর গেলেন। নন্দীশ্বর দেখে তিনি প্রেমে বিহ্বল হলেন।

তাৎপর্য

নন্দীশ্বর নন্দ মহারাজের আলয়।

শ্লোক ৫৮

'পাবনাদি' সব কুণ্ডে স্নান করিয়া ।
লোকেরে পুছিল, পর্বত-উপরে যাঞা ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাবন আদি সরোবরে স্নান করলেন। তারপর পর্বতের উপরে গিয়ে লোকেদের জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

মথুরা মাহাত্ম্যে পাবন সরোবরের বর্ণনা করা হয়েছে—

পাবনে সরসি স্নাত্বা কৃষ্ণং নন্দীশ্বরে গিরৌ ।
দৃষ্ট্বা নন্দং যশোদাঞ্চ সর্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥

"নন্দীশ্বর পর্বতের কাছে পাবন সরোবরে যিনি স্নান করেন, তিনি সেখানে নন্দ ও যশোদার সঙ্গে কৃষ্ণকে দর্শন করবে এবং তাঁর সকল বাসনা পূর্ণ হবে।"

শ্লোক ৫৯

'কিছু দেবমূর্তি হয় পর্বত-উপরে?'
লোক কহে,—মূর্তি হয় গোফার ভিতরে ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "পর্বতের উপরে কি কিছু দেবমূর্তি রয়েছে?" লোকেরা উত্তর দিলেন, "পর্বতের উপর একটি গুহাতে মূর্তি রয়েছে।

শ্লোক ৬০

দুইদিকে মাতা-পিতা পুষ্ট কলেবর ।
মধ্যে এক 'শিশু' হয় ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"দুইদিকে পুষ্ট কলেবর মাতা এবং পিতা; তাদের মাঝখানে একটি ত্রিভঙ্গ সুন্দর শিশু।"

শ্লোক ৬১

শুনি' মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাঞা ।
'তিন' মূর্তি দেখিলা সেই গোফা উঘাড়িয়া ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

সে কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই গুহায় গিয়ে সেই তিনটি মূর্তি দর্শন করলেন।

শ্লোক ৬২

ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ-বন্দন ।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্বাঙ্গ-স্পর্শন ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদার চরণ বন্দনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গ স্পর্শ করলেন।

শ্লোক ৬৩

সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈলা ।
তাহাঁ হৈতে মহাপ্রভু 'খদির-বন' আইলা ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

সারাদিন প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখান থেকে খদির বনে গেলেন।

তাৎপর্য

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে (পঞ্চম তরঙ্গে) খদির বনের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

দেখহ খদির-বন বিদিত জগতে ।
বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি এথা গমন-মাত্রেতে ॥

শ্লোক ৬৪

লীলাস্থল দেখি' তাহাঁ গেলা 'শেষশায়ী' ।
'লক্ষ্মী' দেখি' এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শেষশায়ীতে গমন করলেন। সেখানে লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করে তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটি গেয়েছিলেন।

শ্লোক ৬৫

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৬৫ ॥

যৎ—যার; তে—তোমার; সুজাত—সুকুমার; চরণ-অম্বু-রুহম্—চরণ কমল; স্তনেষু—স্তনে; ভীতাঃ—ভীত হয়ে; শনৈঃ—মৃদুভাবে; প্রিয়—হে প্রিয়; দধীমহি—আমরা স্থাপন করি; কর্কশেষু—কর্কশ; তেন—তাদের দ্বারা; অটবীম্—পথ; অটসি—তুমি ভ্রমণ কর; তৎ—তারা; ব্যথতে—ব্যথিত হয়; না—না; কিম্ স্বিৎ—আমরা মনে মনে ভাবি; কূর্প-আদিভিঃ—ছোট ছোট পাথরকুচি ইত্যাদি দ্বারা; ভ্রমতি—চঞ্চলভাবে গমন করে; ধীঃ—মন; ভবৎ-আয়ুষাম্—তুমি যাদের জীবন, তাদের; নঃ—আমাদের।

অনুবাদ

"হে প্রিয়, তোমার সুকোমল চরণকমল আহত হবে, এই আশঙ্কায় তা আমরা আমাদের কঠিন স্তনে অত্যন্ত সন্তর্পণে ধারণ করি। তুমি আমাদের জীবন স্বরূপ, তাই বন চারণের

সময় পাথরকুচির আঘাতে তোমার সুকোমল চরণ যুগল আহত হতে পারে, এই আশঙ্কায় আমাদের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩১/১৯) থেকে উদ্ধৃত। রাসলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেলে গোপিকারা এইভাবে বিলাপ করেছিলেন।

শ্লোক ৬৬

তবে 'খেলা-তীর্থ' দেখি' 'ভাণ্ডীরবন' আইলা ।
যমুনা পার হঞা 'ভদ্র-বন' গেলা ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু খেলা-তীর্থ দর্শন করে ভাণ্ডীরবনে গিয়েছিলেন; তারপর যমুনা পার হয়ে ভদ্র-বন গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পঞ্চম তরঙ্গে খেলাতীর্থ সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

দেখহ খেলনবন, এথা দুই ভাই ।
সখাসহ খেলে ভক্ষণের চেষ্টা নাই ॥
মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ-বলরাম ।
এ খেলনবটের শ্রীখেলাতীর্থ নাম ॥

শ্লোক ৬৭

'শ্রীবন' দেখি' পুনঃ গেলা 'লোহ-বন' ।
'মহাবন' গিয়া কৈলা জন্মস্থান-দরশন ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবন দর্শন করে লোহবনে গেলেন। তারপর তিনি মহাবনে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান গোকুল দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীবন বিল্ববন নামেও পরিচিত। *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে—

বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতম্ ।
দেবতা-পূজিত বিল্ববন শোভাময় ।

লোহবন সম্বন্ধে *ভক্তিরত্নাকরে* পঞ্চম তরঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে—

লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গো-চারণ ।
এথা লোহজঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান্ ॥

মহাবন সম্বন্ধে *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে (পঞ্চম তরঙ্গে) বর্ণনা করা হয়েছে—

দেখ নন্দ-যশোদা-আলয় মহাবনে ।
এই দেখ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম-স্থল ।
শ্রীগোকুল, মহাবন—দুই 'এক' হয় ॥

শ্লোক ৬৮

যমলার্জুনভঙ্গাদি দেখিল সেই স্থল ।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ যেখানে যমলার্জুন বৃক্ষ ভেঙ্গে ছিলেন সেই স্থান দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন গভীর প্রেমে উদ্বেল হল।

শ্লোক ৬৯

'গোকুল' দেখিয়া আইলা 'মথুরা'-নগরে ।
'জন্মস্থান' দেখি' রহে সেই বিপ্র-ঘরে ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

গোকুল দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মথুরা নগরে ফিরে এলেন, সেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শন করে সেই বিপ্রের গৃহে রইলেন।

শ্লোক ৭০

লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া ।
একান্তে 'অক্রূর তীর্থে' রহিলা আসিয়া ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

মথুরায় বহু লোকের ভীড় হওয়ায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মথুরা ত্যাগ করে অক্রূর-তীর্থে এক নির্জন স্থানে গিয়ে রইলেন।

তাৎপর্য

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পঞ্চম তরঙ্গে অক্রূর-তীর্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

দেখ, শ্রীনিবাস, এই অক্রূর-গ্রামেতে ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু ছিলেন নিভৃতে ॥

শ্লোক ৭১

আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে 'বৃন্দাবন' ।
'কালীয়-হ্রদে' স্নান কৈলা আর প্রস্কন্দন ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন দর্শন করতে গেলেন এবং কালীয়-হ্রদ ও প্রস্কন্দনে স্নান করলেন।

তাৎপর্য

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে (পঞ্চম তরঙ্গে) কালীয় হ্রদ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

এ কালীয়-তীর্থ পাপ বিনাশয় ।
কালীয় তীর্থস্থানে বহুকার্য সিদ্ধি হয় ॥

শ্লোক ৭২

'দ্বাদশ-আদিত্য' হৈতে 'কেশীতীর্থে' আইলা ।
রাস-স্থলী দেখি' প্রেমে মূর্ছিত হইলা ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর দ্বাদশ-আদিত্য দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেশীতীর্থে এলেন, এবং রাসস্থলী দর্শন করে প্রেমে মূর্ছিত হলেন।

শ্লোক ৭৩

চেতন পাঞা পুনঃ গড়াগড়ি যায় ।
হাসে, কান্দে, নাচে, পড়ে, উচ্চৈঃস্বরে গায় ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

চেতনা ফিরে পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন; কখনও হাসতে লাগলেন, কখনও কাঁদতে লাগলেন, কখনও নাচতে লাগলেন এবং কখনও উচ্চৈঃস্বরে গান গাইতে লাগলেন।

শ্লোক ৭৪

এইরঙ্গে সেইদিন তথা গোঙাইলা ।
সন্ধ্যাকালে অক্রূরে আসি' ভিক্ষা নির্বাহিলা ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে অপ্রাকৃতরঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেইদিন কেশীতীর্থে রইলেন, এবং তারপর সন্ধ্যাবেলা অক্রূর-তীর্থে এসে ভিক্ষা নির্বাহ করলেন।

শ্লোক ৭৫

প্রাতে বৃন্দাবনে কৈলা 'চীরঘাটে' স্নান ।
তেঁতুলী-তলাতে আসি' করিলা বিশ্রাম ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

পরের দিন সকাল বেলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে ফিরে গিয়ে চীরঘাটে স্নান করলেন, এবং তারপর তেঁতুলী তলায় গিয়ে বিশ্রাম করলেন।

শ্লোক ৭৬

কৃষ্ণলীলা-কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন ।
তার তলে পিঁড়ি-বান্ধা পরম চিক্কণ ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

তেঁতুলীতলা নামক সেই তেঁতুল বৃক্ষটি শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকে বিরাজ করছে। তার তলায় অতি মসৃণ বাঁধান বেদী রয়েছে।

শ্লোক ৭৭

নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর ।
বৃন্দাবন-শোভা দেখে যমুনার নীর ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

তেঁতুলতলার কাছ দিয়েই যমুনা নদী বয়ে চলেছে বলে সেখানে শীতল সমীর প্রবাহিত হয়; সেখান থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনের শোভা এবং যমুনার জল দর্শন করতেন।

শ্লোক ৭৮

তেঁতুল-তলে বসি' করে নাম সংকীর্তন ।
মধ্যাহ্ন করি' আসি' করে 'অক্রূরে' ভোজন ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই প্রাচীন তেঁতুল গাছের তলায় বসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাম-সংকীর্তন করতেন, এবং দ্বিপ্রহরে অক্রূরে এসে ভোজন করতেন।

শ্লোক ৭৯-৮০

অক্রূরের লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে ।
লোক-ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে 'কীর্তন' করিতে ॥ ৭৯ ॥
বৃন্দাবনে আসি' প্রভু বসিয়া একান্ত ।
নামসংকীর্তন করে মধ্যাহ্ন-পর্যন্ত ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

অক্রূর-তীর্থের সমস্ত লোকেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে এসেছিলেন, এবং বহুলোকের ভীড় হওয়ায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বচ্ছন্দে কীর্তন করতে পারছিলেন না। তাই তিনি বৃন্দাবনে এসে, এক নির্জন স্থানে বসে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত নাম-সংকীর্তন করতেন।

শ্লোক ৮১

তৃতীয়-প্রহরে লোক পায় দরশন ।
সবারে উপদেশ করে 'নামসংকীর্তন' ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

তৃতীয় প্রহরে লোকেরা তাঁর দর্শন পেত, এবং তিনি সকলকে নাম-সংকীর্তন করতে উপদেশ দিতেন।

শ্লোক ৮২

হেনকালে আইল বৈষ্ণব 'কৃষ্ণদাস' নাম ।
রাজপুত-জাতি, গৃহস্থ, যমুনা-পারে গ্রাম ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় কৃষ্ণদাস নামক এক বৈষ্ণব সেখানে এলেন, তিনি ছিলেন রাজপুত গৃহস্থ এবং তিনি যমুনার অপর পারে বাস করতেন।

শ্লোক ৮৩

'কেশী' স্নান করি' সেই 'কালীয়দহ' যাইতে ।
আম্‌লি-তলায় গোসাঞিরে দেখে আচম্বিতে ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

কেশীতীর্থে স্নান করে কৃষ্ণদাস কালীয়দহ যাওয়ার সময় হঠাৎ আম্‌লিতলায় (তেঁতুলীতলায়) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করলেন।

শ্লোক ৮৪

প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হইল চমৎকার ।
প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রূপ এবং কৃষ্ণপ্রেম দর্শন করে কৃষ্ণদাস চমৎকৃত হলেন। প্রেমাবিষ্ট হয়ে তিনি মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৮৫

প্রভু কহে,—কে তুমি, কাহাঁ তোমার ঘর?
কৃষ্ণদাস কহে,—মুঞি গৃহস্থ পামর ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে? তোমার ঘর কোথায়?" কৃষ্ণদাস উত্তর দিলেন, "আমি অত্যন্ত অধঃপতিত গৃহস্থ।

শ্লোক ৮৬

রাজপুত-জাতি মুঞি, ও-পারে মোর ঘর ।
মোর ইচ্ছা হয়—'হও বৈষ্ণব-কিঙ্কর' ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"জাতিতে আমি রাজপুত, যমুনা নদীর ওপারে আমার ঘর; আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা, বৈষ্ণবের সেবক হওয়ার।

শ্লোক ৮৭

কিন্তু আজি এক মুঞি 'স্বপ্ন' দেখিনু ।
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি' পাইনু ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আজ আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি এবং সেই স্বপ্ন অনুসারে এখানে এসে আপনাকে পেয়েছি।"

শ্লোক ৮৮

প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা আলিঙ্গন করি ।
প্রেমে মত্ত হৈল সেই নাচে, বলে 'হরি' ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে আলিঙ্গন করে কৃপা করলেন, এবং কৃষ্ণদাস তখন প্রেমে মত্ত হয়ে হরিনাম করতে করতে নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ৮৯

প্রভু-সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর তীর্থে আইলা ।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র-প্রসাদ পাইলা ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

মধ্যাহ্নে কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে অক্রূর-তীর্থে এলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবশিষ্ট প্রসাদ পেলেন।

শ্লোক ৯০

প্রাতে প্রভু-সঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

পরের দিন সকাল বেলা তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জলের পাত্র বহন করে মহাপ্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবনে এলেন। এইভাবে তিনি স্ত্রী, পুত্র, গৃহ সবকিছু ছেড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকতে লাগলেন।

শ্লোক ৯১

বৃন্দাবনে পুনঃ 'কৃষ্ণ' প্রকট হইল ।
যাহাঁ তাহাঁ লোক সব কহিতে লাগিল ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

সর্বত্র লোকেরা বলতে লাগল, "বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় প্রকট হয়েছেন।"

শ্লোক ৯২

একদিন অক্রূরেতে লোক প্রাতঃকালে ।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি' কোলাহলে ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন সকালবেলা বৃন্দাবন থেকে বহুলোক অক্রূরে এসে কোলাহল করতে লাগলেন।

শ্লোক ৯৩

প্রভু দেখি' করিল লোক চরণ-বন্দন ।
প্রভু কহে,—কাহাঁ হৈতে করিলা আগমন? ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে তারা তাঁর চরণ বন্দনা করলেন, এবং মহাপ্রভু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কোথা থেকে আসছ?"

শ্লোক ৯৪

লোকে কহে,—কৃষ্ণ প্রকট কালীয়দহের জলে!
কালীয়-শিরে নৃত্য করে, ফণা-রত্ন জ্বলে ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই লোকেরা তখন উত্তর দিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় কালীয়দহের জলে প্রকট হয়েছেন। তিনি কালীয় নাগের মাথায় নৃত্য করছেন, এবং কালীয় সর্পের ফণায় রত্ন জ্বলছে।

শ্লোক ৯৫

সাক্ষাৎ দেখিল লোক—নাহিক সংশয় ।
শুনি' হাসি' কহে প্রভু,—সব 'সত্য' হয় ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

সকলে তা সাক্ষাৎ দর্শন করেছে। তাদের মনে আর সে সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই।" সেকথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হেসে বললেন, "সবই সত্য।"

শ্লোক ৯৬

এইমত তিন-রাত্রি লোকের গমন ।
সবে আসি' কহে,—কৃষ্ণ পাইলুঁ দরশন ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে লোকেরা তিন-রাত্রি কালীয়দহে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে গেলেন, এবং সকলেই ফিরে এসে বললেন, "আমরা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছি।"

শ্লোক ৯৭

প্রভু-আগে কহে লোক,—শ্রীকৃষ্ণ দেখিল ।
'সরস্বতী' এই বাক্যে 'সত্য' কহাইল ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

সকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে বললেন, "আমরা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছি।" এই বাক্যের দ্বারা সরস্বতী তাদের দিয়ে সত্য কথা বলালেন।

শ্লোক ৯৮

মহাপ্রভু দেখি' 'সত্য' কৃষ্ণ-দরশন ।
নিজজ্ঞানে সত্য ছাড়ি' 'অসত্যে সত্য-ভ্রম ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই লোকেরা যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করেছিলেন, তখন তারা সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন, কিন্তু তাদের অজ্ঞতাবশত অসত্যকে সত্য বলে ভুল করছিলেন।

শ্লোক ৯৯

ভট্টাচার্য তবে কহে প্রভুর চরণে ।
'আজ্ঞা দেহ', যাই' করি কৃষ্ণ-দরশনে।' ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অনুরোধ করলেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে যেতে চাই; দয়া করে আপনি আমাকে অনুমতি দিন।"

তাৎপর্য

সেই সমস্ত বিভ্রান্ত চিত্ত মানুষেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন, কিন্তু ভ্রান্তিবশত তারা মনে করেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দহে প্রকট হয়েছেন। তারা সকলেই বলেছিলেন যে কালীয় নাগের মাথায় শ্রীকৃষ্ণ লীলা-বিলাস করেছেন এবং কালীয়ের ফণার উপর মণি জ্বলছে। যেহেতু তারা তাদের ভ্রান্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুমান করছিলেন, তাই তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন সাধারণ মানুষ রূপে দর্শন করেছিলেন এবং নৌকার উপর মৎস্য শিকাররত ধীবরকে কৃষ্ণ বলে মনে করেছিলেন। গুরুদেবের কৃপার মাধ্যমে যথাযথভাবে দর্শন করা কর্তব্য; তা না করে কেউ যদি সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি একজন সাধারণ মানুষকে কৃষ্ণ বলে মনে করবেন অথবা কৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করবেন। তত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুর কাছে বৈদিক শাস্ত্র জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে হয়। স্বচ্ছ মাধ্যম সদ্‌গুরুর মাধ্যমে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে সক্ষম হন। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত না হলে, নিরন্তর গুরুদেবের সান্নিধ্যে থাকলেও, যথাযথভাবে বস্তু দর্শন হয় না। যারা কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতিসাধনে আগ্রহী তাদের কাছে কালীয়দহের এই লীলাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্লোক ১০০

তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া ।
"মূর্খের বাক্যে 'মূর্খ' হৈলা পণ্ডিত হঞা ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

বলভদ্র ভট্টাচার্য যখন কালীয়দহে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার অভিলাষ ব্যক্ত করলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করে তাকে চাপড়-মেরে বলেছিলেন, "তুমি একজন পণ্ডিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খের বাক্যে মূর্খ হলে।

তাৎপর্য

মায়া এতই বলবতী যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য-সঙ্গী বলভদ্র পর্যন্ত মূর্খের কথার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি কালীয়দহে গিয়ে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আদি গুরু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সেবককে এই ধরনের মূর্খতার বশীভূত হতে দেবেন না। তাই তিনি তাঁর কৃষ্ণচেতনা জাগরিত করার জন্য তাকে চাপড় মেরেছিলেন এবং তিরস্কার করেছিলেন।

শ্লোক ১০১

কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবে কলিকালে ?
নিজ-ভ্রমে মূর্খ-লোক করে কোলাহলে ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণ কেন এই কলিযুগে দর্শন দেবেন? মূর্খ-লোকেরা ভ্রমবশত কেবল কোলাহল সৃষ্টি করছে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম উক্তিটি (কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবে কলিকালে) শাস্ত্র সঙ্গত। শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে অবতরণ করেন, কলিযুগে কখনই নয়। পক্ষান্তরে, কলিযুগে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে আবির্ভূত হন। এ সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩২) বর্ণনা করা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরূপে, গৌরসুন্দর রূপে তাঁর সাঙ্গ এবং উপাঙ্গ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, গদাধর প্রভু এবং শ্রীবাস প্রভু সহ অবতীর্ণ হন। বলভদ্র ভট্টাচার্য যদিও ব্যক্তিগতভাবে ভক্তরূপী (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু) শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছিলেন, তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ এবং একজন সাধারণ মানুষকে কৃষ্ণ বলে ভুল করছিলেন; কেননা তিনি শাস্ত্র এবং গুরু প্রবর্তিত বিধি অনুশীলন করছিলেন না।

শ্লোক ১০২

'বাতুল' না হইও, ঘরে রহত বসিয়া ।
'কৃষ্ণ' দরশন করিহ কালি রাত্র্যে যাঞা ॥" ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

"পাগলামী না করে ঘরে বসে থাক, এবং কাল রাত্রে সেখানে গিয়ে কৃষ্ণকে দর্শন কর।"

শ্লোক ১০৩

প্রাতঃকালে ভব্য-লোক প্রভু-স্থানে আইলা ।
'কৃষ্ণ দেখি' আইলা?'—প্রভু তাঁহারে পুছিলা ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

পরের দিন সকালবেলা কয়েকজন সম্মানিত ভদ্রলোক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এলেন, এবং মহাপ্রভু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে এলেন?"

শ্লোক ১০৪-১০৫

লোক কহে,—রাত্র্যে কৈবর্ত্য নৌকাতে চড়িয়া ।
কালীয়দহে মৎস্য মারে, দেউটী জ্বালিয়া ॥ ১০৪ ॥
দূর হৈতে তাহা দেখি' লোকের হয় 'ভ্রম' ।
'কালীয়ের শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্তন' ! ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারা তখন বললেন, "রাত্রে কালীয়দহে একটি জেলে নৌকায় চড়ে, দীপ জ্বেলে মাছ ধরে; এবং দূর থেকে তা দেখে লোকেদের ভ্রম হয় যেন কালীয়ের শরীরে শ্রীকৃষ্ণ নর্তন করছেন।"

শ্লোক ১০৬

নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, দীপে রত্ন-জ্ঞানে ।
জালিয়ারে মূঢ়-লোক 'কৃষ্ণ' করি' মানে! ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সমস্ত মূর্খ লোকেরা নৌকাটিকে কালীয় নাগ বলে মনে করে দীপটিকে তার মস্তকের উপর শোভামান রত্ন বলে মনে করে, এবং সেই জেলেটিকে শ্রীকৃষ্ণ বলে মনে করে।

শ্লোক ১০৭

বৃন্দাবনে 'কৃষ্ণ' আইলা,—সেহ 'সত্য' হয় ।
কৃষ্ণেরে দেখিল লোক,—ইহা 'মিথ্যা' নয় ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন সে কথা সত্য; এবং লোকেরা যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছে, তা মিথ্যা নয়।

শ্লোক ১০৮

কিন্তু কাহোঁ 'কৃষ্ণ' দেখে, কাহোঁ 'ভ্রম' মানে ।
স্থাণু-পুরুষে যৈছে বিপরীত-জ্ঞানে ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু যেখানে তারা কৃষ্ণকে দর্শন করেছে বলে মনে করছে সেটি ভ্রম। তা অনেকটা শুষ্ক বৃক্ষকে একজন পুরুষ বলে মনে করার মতো।"

তাৎপর্য

'স্থাণু' মানে 'পত্রপল্লব বিহীন শুষ্ক বৃক্ষ'। দূর থেকে এই প্রকার বৃক্ষকে একটি মানুষ বলে মনে হয়। এই ভ্রমকে বলা হয় স্থাণু-পুরুষ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও বৃন্দাবনে বাস করছিলেন, তবুও সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করেছিল, এবং তারা একটি জেলেকে শ্রীকৃষ্ণ বলে ভুল করেছিল। প্রতিটি মানুষেরই এই ধরনের ভুল করার প্রবণতা রয়েছে। তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন সাধারণ সন্ন্যাসী বলে মনে করেছিল, জেলেটিকে কৃষ্ণ বলে মনে করেছিল এবং মশালটিকে কালীয় নাগের মাথার মণি বলে মনে করেছিল।

শ্লোক ১০৯

প্রভু কহে,—'কাহাঁ পাইলা কৃষ্ণ-দরশন?'
লোক কহে,—'সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কোথায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেলেন?" তখন তারা উত্তর দিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী, তাই আপনি হচ্ছেন জঙ্গম-নারায়ণ।"

তাৎপর্য

এটি মায়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। মায়াবাদী নির্বিশেষ মতবাদের সমর্থক, এবং তাদের মতে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের কোন রূপ নেই। নির্বিশেষ ব্রহ্মকে যে কোন রূপে কল্পনা করা যায়—যেমন বিষ্ণু, শিব, বিবস্বান, গণেশ এবং দুর্গাদেবী। মায়াবাদ দর্শন অনুসারে, কেউ যখন সন্ন্যাসী হয়, তখন তিনি জঙ্গম-নারায়ণে পরিণত হন। মায়াবাদীদের মতে নারায়ণ চলতে ফিরতে পারেন না। কেননা, নির্বিশেষ হওয়ার ফলে, তাঁর হাত-পা নেই। তাই মায়াবাদীদের মতে, কেউ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে তখন সে নারায়ণে পরিণত হয়। মূর্খ মানুষেরা এই প্রকার সাধারণ মানুষকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে। একে বলা হয় বিবর্তবাদ।

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, জঙ্গম নারায়ণ মানে—চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট নারায়ণ। অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম একটি রূপ পরিগ্রহ করে মায়াবাদী সন্ন্যাসী রূপে ইতস্তত ঘুরে বেড়ান। মায়াবাদ দর্শন এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে। *দণ্ডগ্রহণ-মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ*—"সন্ন্যাস দণ্ড গ্রহণ করা মাত্র নর নারায়ণে পরিণত হন।" তাই মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা পরস্পরকে *ওঁ নমো নারায়ণ* বলে সম্ভাষণ করেন। এইভাবে এক নারায়ণ আর এক নারায়ণের পূজা করেন।

প্রকৃতপক্ষে সাধারণ জীব কখনও নারায়ণ হতে পারে না। এমন কি প্রধান মায়াবাদী সন্ন্যাসী, শ্রীশঙ্করাচার্য বলেছেন, *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—"নারায়ণ এই জড় জগতের সৃষ্ট কোন বস্তু নন। নারায়ণ জড় সৃষ্টির অতীত।" অজ্ঞতাবশত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা মনে করেন যে, পরমতত্ত্ব, নারায়ণ, একজন সাধারণ মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি যখন জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মের স্তরে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি পুনরায় নারায়ণ হয়ে যান। তারা কখনো বিচার করেন না পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ কেন একজন সাধারণ মানুষের নিকৃষ্ট পদ গ্রহণ করবেন, এবং তারপর পুনরায় পূর্ণতা অর্জন করে নারায়ণে পরিণত হবেন। নারায়ণ কেন অপূর্ণ হতে যাবেন? তিনি কেন একজন সাধারণ মানুষ রূপে অবতীর্ণ হবেন? বৃন্দাবনে অবস্থান কালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একথা খুব ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

শ্লোক ১১০

বৃন্দাবনে হইলা তুমি কৃষ্ণ-অবতার।
তোমা দেখি' সর্বলোক হইল নিস্তার ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

তারা বললেন, "শ্রীধাম বৃন্দাবনে আপনি শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং আপনাকে দর্শন করে সকলে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার পেয়েছে।

শ্লোক ১১১

প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা!
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা! ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললেন, "বিষ্ণু! বিষ্ণু! আপনারা দয়া করে কখনও এই ধরনের কথা বলবেন না! অধম জীবকে কখনও 'কৃষ্ণ' বলে মনে করবেন না!

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললেন, 'জীব যত মহৎ-ই হোক না কেন, কখনই তাকে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচার সর্বদাই মায়াবাদীর কেবল অদ্বৈতবাদ দর্শনের প্রতিবাদ করেছে। কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শনে মূল সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে জীবকে কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণ বা বিষ্ণু বলে স্বীকার করা যায় না। সেই ভাব পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১১২

সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্যোপম ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

"একটি কিরণের কণা যেমন সূর্যের অতি নগণ্য একটি অংশ, তেমনই সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বী জীব ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের অতি নগণ্য একটি অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্লোক ১১৩

জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ' ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"জীব এবং পরমেশ্বর ভগবান কখনই সমান নন, ঠিক যেমন একটি স্ফুলিঙ্গকে কখনই জ্বলন্ত অগ্নি পিণ্ডের সঙ্গে সমান বলে মনে করা হয় না।

তাৎপর্য

মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নিজেদের ব্রহ্ম বলে মনে করেন, এবং ভ্রান্তভাবে তারা নিজেদের নারায়ণ বলে ঘোষণা করেন। স্মার্ত ব্রাহ্মণ নামক মায়াবাদীদের কেবলাদ্বৈতবাদী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ শিষ্যরা মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের নারায়ণের অবতার বলে মনে করে তাদের প্রণতি নিবেদন করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই অবৈধ প্রথার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে সন্ন্যাসী, চিৎকণ জীব হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের নগণ্য অংশ মাত্র। অর্থাৎ, সে একটি সাধারণ জীব ব্যতীত আর কিছুই নয়। সূর্যের কিরণ কণা যেমন কখনই সূর্য নয়, তেমনই সন্ন্যাসী কখনই নারায়ণ নয়। জীব পরমতত্ত্বের নগণ্য অংশ ব্যতীত আর কিছুই নয়; তাই কোন অবস্থাতেই জীব পরমেশ্বর ভগবান হতে পারে না। মায়াবাদীদের এই ভ্রান্ত মতবাদ বৈষ্ণবেরা কখনই বরদাস্ত করেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সেই মতবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন। মায়াবাদীরা যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিজেদের নারায়ণ বলে মনে করে, তখন তারা এত গর্বিত হয় যে নারায়ণকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য তারা নারায়ণের মন্দিরে পর্যন্ত প্রবেশ করে না, কেননা তারা মনে করে যে তারাই নারায়ণ হয়ে গেছে। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা *ওঁ নমো নারায়ণায়* বলে পরস্পরকে সম্ভাষণ করলেও, তারা মন্দিরে গিয়ে নারায়ণকে প্রণতি নিবেদন করে না। এই মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং তাদের অসুর বলে বর্ণনা করা হয়। *বেদে* স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে জীব পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ মাত্র। *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবদের পালন করেন।

শ্লোক ১১৪

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ ১১৪ ॥

হ্লাদিন্যা—হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা; **সংবিৎ**—সংবিৎ শক্তির দ্বারা; **আশ্লিষ্টঃ**—আলিঙ্গিত; **সচ্চিদানন্দঃ**—নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব**—স্বীয়; **অবিদ্যা**—অবিদ্যার দ্বারা; **সংবৃতঃ**—আবৃত; **জীবঃ**—জীব; **সংক্লেশ**—ত্রিতাপ দুঃখের; **নিকর**—পুঞ্জ; **আকরঃ**—খনি।

অনুবাদ

" 'পরমেশ্বর ভগবান্ সর্বদা সচ্চিদানন্দময়, এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তির দ্বারা আশ্লিষ্ট; কিন্তু জীব সর্বদাই স্বীয় আরোপিত অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই সে সর্বপ্রকার ক্লেশের আকর।'

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামীর ভাবার্থ দীপিকায় *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/৭/৬) টীকায় বিষ্ণুস্বামীর উক্তির উদ্ধৃতি।

শ্লোক ১১৫

যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম' ।
সেইত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম ॥১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যে মূঢ় ব্যক্তি বলে যে জীব এবং ঈশ্বর সমান, সে একটি পাষণ্ডী; যমরাজ তাকে দণ্ডদান করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে মায়াবশ জীব অথবা মায়িক জড় বস্তুর সঙ্গে মায়াধীশ শুদ্ধসত্ত্ব চেতন-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে 'এক' বা সমজ্ঞানকারীই 'পাষণ্ডী'। যারা আত্মা বা পরমেশ্বর ভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তিতে বিশ্বাস করে না, এবং তার ফলে জড় এবং চেতনের পার্থক্য স্বীকার করে না, তারাও আর এক প্রকার পাষণ্ডী। শ্রীল জীব গোস্বামী *ভক্তিসন্দর্ভে* (২৫৫) নাম অপরাধ বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যতম অপরাধ 'শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দন' বর্ণনা করে বলেছেন—*যথা পাষণ্ড-মার্গেণ দত্তাত্রেয়র্ষভদেবোপাসকানাং পাষণ্ডিনাম্*—'দত্তাত্রেয় আদি নির্বিশেষবাদীদের উপাসকেরা পাষণ্ডী'। পুনরায় অন্যতম অপরাধ 'অহং মম-বুদ্ধি' বা 'দেহাত্মবুদ্ধি' বর্ণনা করে বলেছেন—*দেহদ্রবিণাদিনিমিত্তক-'পাষণ্ড'-শব্দেন চ দশাপরাধা এব লক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডময়ত্বাৎ-তেষাম্*—"যারা দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন এবং দেহের প্রয়োজনগুলির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত তারাও পাষণ্ডী।" *ভক্তিসন্দর্ভে* আরও উল্লেখ করা হয়েছে—

উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ ।
স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্মসু ॥

"যে ব্যক্তি দেবদেবীদের পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক বলে মনে করে সে পাষণ্ডী; তাই পাষণ্ডীরা ভগবান জ্ঞানে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে।" যে ব্যক্তি গুরুদেবের আদেশ অবজ্ঞা করে সেও পাষণ্ডী। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৪/২/২৮, ৩০, ৩২); (৫/৬/৯) এবং (১২/২/১৩, ৩/৪৩) আদি বহু স্থানে পাষণ্ডী শব্দটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এককথায় পাষণ্ডী হচ্ছে বৈদিক সিদ্ধান্তের বিরোধী অভক্ত। *হরিভক্তি বিলাসে* (১/১১৭) *পদ্ম পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত একটি শ্লোকে পাষণ্ডী শব্দটি বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ১১৬

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত সঃ পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১১৬ ॥

যঃ—যেই ব্যক্তি; তু—কিন্তু; নারায়ণম্—ব্রহ্মা, রুদ্র আদি দেবতাদের ঈশ্বর নারায়ণকে; দেবম্—ভগবানকে; ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; রুদ্র—শিব; আদি—এবং অন্যান্য; দৈবতৈঃ—দেবতাদের; সমত্বেন—সমান করে দেখা; এব—নিশ্চয়ই; বীক্ষেত—দেখে; সঃ—সেই ব্যক্তি; পাষণ্ডী—পাষণ্ডী; ভবেৎ—হয়; ধ্রুবম্—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

" 'যেই ব্যক্তি ব্রহ্মা, রুদ্র আদি দেবতার সঙ্গে শ্রীনারায়ণকে 'সমান' করে দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী।' "

শ্লোক ১১৭-১১৮

লোক কহে,—তোমাতে কভু নহে 'জীব'-মতি ।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি-প্রকৃতি ॥ ১১৭ ॥
'আকৃত্যে' তোমারে দেখি 'ব্রজেন্দ্র-নন্দন' ।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের পার্থক্য বিশ্লেষণ করলে, সেই সমস্ত লোকেরা বললেন, "কেউই আপনাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করেন না। আপনার আকৃতি এবং প্রকৃতি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের মতো। দেহের আকৃতিতে আমরা আপনাকে নন্দ মহারাজের পুত্র রূপে দেখি, যদিও বা স্বর্ণময় কান্তি আপনার প্রকৃত রূপকে আচ্ছাদন করেছে।

শ্লোক ১১৯

মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধে, তবু না লুকায় ।
'ঈশ্বর-স্বভাব' তোমার ঢাকা নাহি যায় ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কস্তুরীর সৌরভ যেমন কাপড় দিয়ে ঢেকে লুকানো যায় না, তেমনই আপনার ঈশ্বর-স্বভাব ঢাকা যায় না।

শ্লোক ১২০

অলৌকিক 'প্রকৃতি' তোমার—বুদ্ধি-অগোচর ।
তোমা দেখি' কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনার প্রকৃতি যথার্থই অলৌকিক এবং সাধারণ জীবের বুদ্ধির অগোচর। কেবল আপনাকে দর্শন করেই সারা জগত কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়েছে।

শ্লোক ১২১-১২২

স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ, আর 'চণ্ডাল', 'যবন' ।
যেই তোমার একবার পায় দরশন ॥ ১২১ ॥
কৃষ্ণনাম লয়, নাচে হঞা উন্মত্ত ।
আচার্য হইল সেই, তারিল জগত ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

"স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, চণ্ডাল এবং যবন, যেই একবার আপনার দর্শন পেয়েছে, সেই কৃষ্ণনাম কীর্তন করে উন্মত্তের মতো নৃত্য করতে শুরু করেছে, এবং আচার্য হয়ে জগৎ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

শ্লোক ১২৩

দর্শনের কার্য আছুক, যে তোমার 'নাম' শুনে ।
সেই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, তারে ত্রিভুবনে ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"দর্শনের কথা দূরে থাকুক, যে আপনার নাম শোনে, সেই কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত হয়ে ত্রিভুবন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ১২৪

তোমার নাম শুনি' হয় শ্বপচ 'পাবন' ।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কেবল মাত্র আপনার নাম শুনেই চণ্ডাল পর্যন্ত মহাত্মায় পরিণত হয়। আপনার অলৌকিক শক্তি ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

শ্লোক ১২৫

যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ১২৫ ॥

যৎ—যার; নামধেয়—নামের; শ্রবণ—শ্রবণ করার ফলে; অনুকীর্তনাৎ—এবং কীর্তন করার ফলে; যৎ—যাঁর; প্রহ্বণাৎ—নমস্কার করার ফলে; যৎ—যাঁর; স্মরণাৎ—স্মরণ করার ফলে;

অপি—ও; ক্বচিৎ—কখনও কখনও; শ্বাদঃ—সবচাইতে অধঃপতিত, শ্বপচ কুলোদ্ভূত; অপি—ও; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; সবনায়—বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার; কল্পতে—যোগ্যতা অর্জন করে; কুতঃ—কি বলার আছে; পুনঃ—পুনরায়; তে—আপনার; ভগবন্—হে পরমেশ্বর ভগবান; নু—অবশ্যই; দর্শনাৎ—দর্শনের ফলে।

অনুবাদ

" 'হে ভগবন্, যাঁর নাম শ্রবণ, অনুকীর্তন, প্রণাম ও স্মরণ করা মাত্র চণ্ডাল ও যবন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যোগ্য হয়ে উঠে, এমন যে প্রভু তুমি, তোমার দর্শনের প্রভাবে কি না হয়?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/৩৩/৬) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কে কোন্ অবস্থায় রয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না। সবচাইতে নীচকুলোদ্ভূত—চণ্ডাল বা শ্বপচও যদি ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করেন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সক্ষম ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত হন। এই কলিযুগে তা বিশেষভাবে সত্য।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(*বৃহন্নারদীয়-পুরাণ* ৩৮/১২৬)

ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও উপনয়ন সংস্কারের পূর্বে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যোগ্য হয় না। কিন্তু, এই শ্লোকটি অনুসারে, নিষ্ঠাভরে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে অন্ত্যজও তৎক্ষণাৎ সর্বোচ্চ যোগ্যতা প্রাপ্ত হন। কখনও ঈর্ষাপরায়ণ মানুষেরা জিজ্ঞাসা করে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকানরা কিভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার যোগ্যতা অর্জন করছে। তারা জানে না যে, ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকানরা ভগবানের দিব্যনাম—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—কীর্তন করার ফলে ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়েছে। সেইটিই হচ্ছে প্রমাণ।

শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে ।

কেউ চণ্ডালের গৃহে জন্মগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু কেবল মাত্র 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার যোগ্যতা অর্জন করেন।

যে সমস্ত মানুষ পাশ্চাত্যের বৈষ্ণবদের দোষ দর্শন করে তাদের *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটি এবং এই শ্লোকটির সম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামীর টীকা একটু বিবেচনা করে দেখা উচিত। এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ হতে হলে উপনয়ন সংস্কারের অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনকারীকে উপনয়ন সংস্কারের অপেক্ষা করতে হয় না। যথাযথভাবে দীক্ষাপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের ভক্তদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার অনুমতি দিই না। যদিও এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে নিরপরাধে যিনি ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করছেন তিনি ইতিমধ্যেই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, যদিও তিনি উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হননি। এটি মাতা দেবহূতির প্রতি কপিলদেবের উক্তি। কপিলদেব তাঁর মাতা দেবহূতিকে বিশুদ্ধ সাংখ্য-দর্শন উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১২৬

এইত' মহিমা—তোমার 'তটস্থ'-লক্ষণ ।
'স্বরূপ'-লক্ষণে তুমি—'ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনার এই সমস্ত মহিমা আপনার তটস্থ-লক্ষণ। আপনার স্বরূপে আপনি নন্দ মহারাজের পুত্র।"

তাৎপর্য

অন্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা না করে যে 'স্বতঃসিদ্ধ-লক্ষণে' বস্তু পরিচিত হয়, তাই তার 'স্বরূপ-লক্ষণ'। অন্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে, যে লক্ষণে বস্তুর নিজ পরিচয় সাধিত হয়, সেই লক্ষণকে 'তটস্থ'-লক্ষণ বলে। পূর্বোক্ত মহিমা সমূহ তটস্থ-লক্ষণ রূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলে প্রতিপন্ন করেছে। আবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখামাত্র 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলে যে বোধ উদয় হয়, তাই তাঁর 'স্বরূপ'-লক্ষণ। স্বরূপ-লক্ষণ দ্বারাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে 'কৃষ্ণ' বলে স্থির করা হয়।

শ্লোক ১২৭

সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল ।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত লোক নিজ-ঘরে গেল ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সেই সমস্ত লোকদের কৃপা করলেন, এবং তারা কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়ে তাদের ঘরে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ১২৮

এইমত কতদিন 'অক্রূরে' রহিলা ।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিছুদিন অক্রূর-তীর্থে রইলেন। সেখানে কৃষ্ণনাম ও প্রেম দান করে সকলকে উদ্ধার করলেন।

শ্লোক ১২৯

মাধবপুরীর শিষ্য সেইত ব্রাহ্মণ ।
মথুরার ঘরে ঘরে করা'ন নিমন্ত্রণ ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

মাধবেন্দ্রপুরীর সেই ব্রাহ্মণ শিষ্য মথুরার ঘরে ঘরে গিয়ে ব্রাহ্মণদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

শ্লোক ১৩০

মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন ।
ভট্টাচার্য-স্থানে আসি, করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

তার ফলে মথুরার সমস্ত ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা বলভদ্র ভট্টাচার্যের কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করার আবেদন জানালেন।

শ্লোক ১৩১

একদিন 'দশ' 'বিশ' আইসে নিমন্ত্রণ ।
ভট্টাচার্য একের মাত্র করেন গ্রহণ ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

এক একদিন দশ-বিশজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করতে আসেন, কিন্তু বলভদ্র ভট্টাচার্য কেবল একজনেরই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

শ্লোক ১৩২

অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে ।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

সকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করার সুযোগ না পেয়ে, সেই সনোড়িয়া ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করেন তাদের হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতে।

শ্লোক ১৩৩

কান্যকুব্জ-দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ ।
দৈন্য করি, করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

কান্যকুব্জ এবং দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণেরা দৈন্য সহকারে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন।

তাৎপর্য

উত্তর ভারতের পাঁচটি স্থানের ব্রাহ্মণদের বলা হয় পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ; এবং দক্ষিণ ভারতের পাঁচটি স্থানে ব্রাহ্মণদের বলা হয় পঞ্চদাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ। উত্তর ভারতের পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ হচ্ছেন—কান্যকুব্জ, সারস্বত, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল; এবং দক্ষিণ ভারতের পঞ্চ-দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ হচ্ছেন আন্ধ্র, কর্ণাট, গুর্জর, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র। এই দশ প্রকার বৈদিক শুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা—যাঁরা বৈদিক আচার বিশিষ্ট ছিলেন, অর্থাৎ তান্ত্রিক কদাচার দ্বারা স্বীয় বৈদিক অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন নি, তাঁরা সকলেই দৈন্য সহকারে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৪

প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি' রন্ধন করিয়া ।
প্রভুরে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারা সকালবেলা অক্রূর-তীর্থে এসে রন্ধন করে, শালগ্রাম শিলাকে তা অর্পণ করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতেন।

শ্লোক ১৩৫

একদিন সেই অক্রূর-ঘাটের উপরে ।
বসি' মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অক্রূর-তীর্থের ঘাটের উপরে বসে কিছু বিচার করলেন।

তাৎপর্য

অক্রূর-তীর্থ বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যে অর্ধ পথে অবস্থিত। অক্রূর যখন কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে মথুরায় যাচ্ছিলেন, তখন এখানে রথ থামিয়ে অক্রূর কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে যমুনায় স্নান করেছিলেন। স্নানের সময় অক্রূর জলের মধ্যে 'বৈকুণ্ঠ' দর্শন করেছিলেন এবং ব্রজবাসীরা সেই ঘাটের জলের মধ্যে গোলোক দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৬

এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল ।
ব্রজবাসী লোক 'গোলোক' দর্শন কৈল ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনে মনে বিচার করলেন, "এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দর্শন করেছিলেন, এবং ব্রজবাসীরা গোলোক দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৭

এত বলি' ঝাঁপ দিলা জলের উপরে ।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জলে ঝাঁপ দিয়ে জলের ভিতরে ডুবে রইলেন।

শ্লোক ১৩৮

দেখি' কৃষ্ণদাস কান্দি' ফুকার করিল ।
ভট্টাচার্য শীঘ্র আসি' প্রভুরে উঠাইল ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জলে ডুবে যেতে দেখে কৃষ্ণদাস ক্রন্দন করতে করতে চিৎকার করে সকলকে ডাকতে লাগলেন, তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য শীঘ্র সেখানে এসে মহাপ্রভুকে জল থেকে উঠালেন।

শ্লোক ১৩৯

তবে ভট্টাচার্য সেই ব্রাহ্মণে লঞা ।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য সেই সনোড়িয়া ব্রাহ্মণকে নিয়ে নিভৃতে বসে কিছু যুক্তি করলেন।

শ্লোক ১৪০

আজি আমি আছিলাঙ উঠাইলুঁ প্রভুরে ।
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি, কে উঠাবে তাঁরে? ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

বলভদ্র ভট্টাচার্য বললেন, "আজকে আমি উপস্থিত ছিলাম বলে মহাপ্রভুকে জল থেকে উঠাতে পেরেছি। কিন্তু, তিনি যদি বৃন্দাবনে এইভাবে ডোবেন তাহলে কে তাঁকে উঠাবে?

শ্লোক ১৪১

লোকের সংঘট্ট, আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল ।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন এখানে এত লোকের ভীড়, এবং এই নিমন্ত্রণ এক প্রকার উৎপাতের সৃষ্টি করেছে তার উপর মহাপ্রভু নিরন্তর ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকেন। এই অবস্থা আমার খুব একটা ভাল বোধ হয় না।

শ্লোক ১৪২

বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে ।
তবে মঙ্গল হয়,—এই ভাল যুক্তি হয়ে ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমরা যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন থেকে নিয়ে যেতে পারি তাহলেই ভাল হবে বলে আমার মনে হয়।"

শ্লোক ১৪৩

বিপ্র কহে,—প্রয়াগে প্রভু লঞা যাই ।
গঙ্গাতীর-পথে যাই, তবে সুখ পাই ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ বললেন, "চলুন আমরা মহাপ্রভুকে প্রয়াগে নিয়ে যাই। গঙ্গা তীরের পথ দিয়ে আমরা যাব তাহলে সেই যাত্রা খুব সুখের হবে।

শ্লোক ১৪৪

'সোরোক্ষেত্রে' আগে যাঞা করি' গঙ্গাস্নান ।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে পয়ান ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সোরোক্ষেত্র নামক পবিত্র স্থানে গঙ্গায় স্নান করে আমরা সেই পথ দিয়ে মহাপ্রভুকে নিয়ে যাব।

শ্লোক ১৪৫

মাঘ-মাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে ।
মকরে প্রয়াগ-স্নান কত দিন পাইয়ে ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন মাঘ-মাস শুরু হয়েছে। আমরা যদি এখন প্রয়াগে যাই, তাহলে আমরা সেখানে মকরসংক্রান্তির সময় স্নান করার সুযোগ পাব।"

তাৎপর্য

মাঘ-মাসে মাঘ মেলায় স্নান করার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। এই প্রাচীন মেলাটি অনাদিকাল ধরে চলে আসছে। কথিত আছে যে ভগবান মোহিনী মূর্তি ধারণ করে অমৃতভাণ্ড প্রয়াগে রেখেছিলেন। তার ফলে মাঘ মেলা অনুষ্ঠিত হয়, এবং প্রতি বছর সেখানে বহু সাধু মহাত্মার সমাগম হয়। প্রতি বার বছরে কুম্ভমেলা হয়, এবং সেই সময়

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমস্ত সাধুদের এখানে সমাগম হয়। সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ মাঘ মেলার পুণ্য তিথিতে প্রয়াগে স্নান করার বাসনা করেছিলেন।

শাস্ত্রে এলাহাবাদ দুর্গের নিকটে, প্রয়াগে, গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গম স্থলে স্নান করার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে—

মাঘে মাসি গমিষ্যন্তি গঙ্গাযামুনসঙ্গমম্ ।
গবাং শতসহস্রস্য সম্যক্ দত্তস্য যৎফলম্ ।
প্রয়াগে মাঘমাসে বৈ ত্র্যহং স্নাতস্য তৎফলম্ ॥

"কেউ যদি প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে মাঘ মাসে স্নান করেন, তাহলে তিনি শত সহস্র গাভী দান করার পুণ্যফল অর্জন করেন।" কেবলমাত্র তিন দিন সেখানে স্নান করার ফলেই তিনি সেই পুণ্যফল অর্জন করেন।" সেই কারণে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ মকর-সংক্রান্তির সময় প্রয়াগে স্নান করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। সাধারণত সকাম কর্মীরা পুণ্য কর্মের আশায় মাঘ মাসে ত্রিবেণীতে স্নান করেন। যাঁরা ভগবদ্ভক্ত তাঁরা এই ধরনের কর্মকাণ্ডীয় প্রথা খুব একটা নিষ্ঠা ভরে অনুসরণ করেন না।

শ্লোক ১৪৬

আপনার দুঃখ কিছু করি' নিবেদন ।
'মকর-পঁচসি প্রয়াগে' করিহ সূচন ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ বললেন, "দয়া করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আপনার অন্তরের দুঃখের কথা নিবেদন করে মাঘী পূর্ণিমার সময় প্রয়াগে যাবার প্রস্তাব করবেন।

শ্লোক ১৪৭

গঙ্গাতীর-পথে সুখ জানাইহ তাঁরে ।
ভট্টাচার্য আসি' তবে কহিল প্রভুরে ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"মহাপ্রভুকে গঙ্গার তীর ধরে যাওয়ার সুখের কথা জানাবেন।" বলভদ্র ভট্টাচার্য তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সেকথা জানালেন।

শ্লোক ১৪৮

"সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি ।
নিমন্ত্রণ লাগি' লোক করে হুড়াহুড়ি ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

বলভদ্র ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "আমি এত লোকের গোলমাল সহ্য করতে পারছি না। আপনাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য লোকেরা এসে হুড়াহুড়ি করে।

শ্লোক ১৪৯

প্রাতঃকালে আইসে লোক, তোমারে না পায় ।
তোমারে না পাঞা লোক মোর মাথা খায় ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"ভোরবেলা লোকেরা এখানে আসে এবং আপনাকে না পেয়ে, আপনাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য তারা আমার মাথা খারাপ করে দেয়।

শ্লোক ১৫০

তবে সুখ হয় যবে গঙ্গাপথে যাইয়ে ।
এবে যদি যাই, 'মকরে' গঙ্গাস্নান পাইয়ে ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমরা যদি গঙ্গা পথে যাই তাহলে খুব সুখ হয়; এবং আমরা যদি এখনই যাত্রা শুরু করি তাহলে মকর-সংক্রান্তির সময় প্রয়াগে গঙ্গা স্নান করতে পারব।

তাৎপর্য

মাঘ-মাসে গঙ্গা স্নান করার দুটি মহান উপলক্ষ রয়েছে। তার একটি হচ্ছে অমাবস্যার সময়, এবং অন্যটি পূর্ণিমার সময়।

শ্লোক ১৫১

উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ, সহিতে না পারি ।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয়, সেই শিরে ধরি ॥" ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মন আকুল হয়ে উঠেছে, এবং আর এই উৎকণ্ঠা সহ্য করতে পারছি না। আপনি যে আদেশ করবেন, সেই আদেশই আমি শিরোধার্য করে নেব।"

শ্লোক ১৫২

যদ্যপি বৃন্দাবন-ত্যাগে নাহি প্রভুর মন ।
ভক্ত-ইচ্ছা পূরিতে কহে মধুর বচন ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না, তবুও ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য তিনি মধুর বচনে বললেন।

শ্লোক ১৫৩

"তুমি আমায় আনি' দেখাইলা বৃন্দাবন ।
এই 'ঋণ' আমি নারিব করিতে শোধন ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "তুমি আমাকে নিয়ে এসে বৃন্দাবন দেখালে, সে ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না।

শ্লোক ১৫৪

যে তোমার ইচ্ছা, আমি সেইত করিব।
যাঁহা লঞা যাহ তুমি, তাহাঁই যাইব ॥" ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার যা ইচ্ছা আমি তাই করব। যেখানে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও আমি সেখানেই যাব।"

শ্লোক ১৫৫

প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
'বৃন্দাবন ছাড়িব' জানি প্রেমাবেশ হৈল ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

পরের দিন সকাল বেলা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু খুব ভোরে উঠে, স্নান করলেন, এবং বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যাবার কথা মনে করে প্রেমাবিষ্ট হলেন।

শ্লোক ১৫৬

বাহ্য বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য কহে,—চল, যাই মহাবন ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও মহাপ্রভু বাহ্যে কোন বিকার প্রদর্শন করেননি, তবুও তাঁর মন প্রেমাবিষ্ট হয়েছিল, এবং সেই সময় বলভদ্র ভট্টাচার্য বললেন, "চলুন আমরা মহাবনে (গোকুলে) যাই।"

শ্লোক ১৫৭

এত বলি' মহাপ্রভুরে নৌকায় বসাঞা।
পার করি' ভট্টাচার্য চলিলা লঞা ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে বলভদ্র ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একটি নৌকায় বসিয়ে নদী পার করে নিয়ে চললেন।

শ্লোক ১৫৮

প্রেমী কৃষ্ণদাস, আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাতীর-পথে যাইবার বিজ্ঞ দুইজন ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

রাজপুত কৃষ্ণদাস এবং সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ উভয়েই গঙ্গা তীরের পথ খুব ভাল করে জানতেন।

শ্লোক ১৫৯

যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা।
বসিলা, সবার পথ-শ্রান্তি দেখিয়া ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

পথ চলতে চলতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলের পথশ্রান্তি অনুভব করে, তাদের সকলকে নিয়ে একটি গাছের তলায় বসলেন।

শ্লোক ১৬০

সেই বৃক্ষ-নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
তাহা দেখি' মহাপ্রভুর উল্লসিত মন ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বৃক্ষের নিকটে বহু গাভী চরছিল। তা দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরে উল্লসিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬১

আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি' মহাপ্রভুর মহা-প্রেমাবেশ হৈল ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন হঠাৎ এক গোপ-বালক বংশী বাজাল। তা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন।

শ্লোক ১৬২

অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেনা পড়ে, নাশায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়লেন, তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা পড়তে লাগল এবং তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হল।

শ্লোক ১৬৩

হেনকালে তাহাঁ আশোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ-পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় দশজন পাঠান-ঘোড়সওয়ার সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং ঘোড়া থেকে নামলেন।

শ্লোক ১৬৪

প্রভুরে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার ।
এই যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে তারা ভাবলেন, "এই সন্ন্যাসীর কাছে নিশ্চয়ই অনেক সোনা ছিল।

শ্লোক ১৬৫

এই চারি বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াঞা ।
মারি' ডারিয়াছে, যতির সব ধন লঞা ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই চারটি বাটপাড় নিশ্চয়ই এই সন্ন্যাসীটিকে ধুতুরা খইয়ে মেরে ফেলে তাঁর সমস্ত ধন অপহরণ করে নিয়েছে।"

শ্লোক ১৬৬

তবে সেই পাঠান চারি-জনেরে বাঁধিল ।
কাটিতে চাহে, গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পাঠানেরা তখন চারজনকে বাঁধলেন এবং তাদের হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তার ফলে গৌড়িয়া দুইজন ভয়ে কাঁপতে লাগলেন।

তাৎপর্য

সেই চারজন ছিলেন বলভদ্র ভট্টাচার্য, তার সহকারী ব্রাহ্মণ, রাজপুত কৃষ্ণদাস এবং মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ।

শ্লোক ১৬৭

কৃষ্ণদাস—রাজপুত, নির্ভয় সে বড় ।
সেই বিপ্র—নির্ভয়, সে—মুখে বড় দড় ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

রাজপুত কৃষ্ণদাস ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক; এবং সনোড়িয়া ব্রাহ্মণটিও ছিলেন নির্ভীক, এবং তিনি মুখে খুব সাহস দেখাতে লাগলেন।

শ্লোক ১৬৮

বিপ্র কহে,—পাঠান, তোমার পাৎসার দোহাই ।
চল তুমি, আমি সিক্‌দার-পাশ যাই ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণটি বললেন, "তোমরা পাঠান সৈনিকেরা বাদশাহের অনুগত। চল তোমাদের সিক্‌দারের (সেনাপতির) কাছে ন্যায্য বিচারের জন্য যাই।

শ্লোক ১৬৯

এই যতি—আমার গুরু, আমি—মাথুর-ব্রাহ্মণ ।
পাৎসার আগে আছে মোর 'শত জন' ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সন্ন্যাসী হচ্ছেন আমার গুরু, এবং আমি মথুরার ব্রাহ্মণ। বাদশাহের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে আমি চিনি।

শ্লোক ১৭০

এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েন মূর্ছিত ।
অবঁহি চেতন পাইবে, হইবে সম্বিত ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্যাধির প্রভাবে এই সন্ন্যাসী কখনও কখনও মূর্ছিত হন। আপনারা দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, এবং তাহলেই দেখবেন যে অচিরেই তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে সুস্থ হবেন।

শ্লোক ১৭১

ক্ষণেক ইহাঁ বৈস, বান্ধি' রাখহ সবারে ।
ইঁহাকে পুছিয়া, তবে মারিহ সবারে ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনারা এখানে কিছুক্ষণ বসুন, এবং আমাদের সকলকে বেঁধে রাখুন, তারপর একে জিজ্ঞাসা করে, আমাদের সকলকে হত্যা করবেন।"

শ্লোক ১৭২

পাঠান কহে,—তুমি পশ্চিমা মাথুর দুইজন ।
'গৌড়িয়া' ঠক্ এই কাঁপে দুইজন ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

পাঠান সৈনিকেরা তখন বললেন, "তোমরা সকলেই বাটপাড়। তোমরা দু'জন মথুরার অধিবাসী, এবং এই দু'জন, যারা ভয়ে কাঁপছে, তারা গৌড়ের অধিবাসী।"

শ্লোক ১৭৩

কৃষ্ণদাস কহে,—আমার ঘর এই গ্রামে ।
দুইশত তুর্কী আছে, শতেক কামানে ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

রাজপুত কৃষ্ণদাস বললেন, "এই গ্রামেই আমার ঘর, এবং আমার দুইশত তুর্কী সৈন্য আছে এবং একশত কামান আছে।

শ্লোক ১৭৪

এখনি আসিবে সব, আমি যদি ফুকারি ।
ঘোড়া-পিড়া লুটি' লবে তোমা-সবা মারি' ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যদি চিৎকার করে তাদের ডাকি, তাহলে তারা এক্ষুণি এখানে আসবে এবং তোমাদের সকলকে মেরে তোমাদের ঘোড়া এবং পিড়া লুটে নেবে।

শ্লোক ১৭৫

গৌড়িয়া—'বাটপাড়' নহে, তুমি—'বাটপাড়' ।
তীর্থবাসী লুঠ,' আর চাহ' মারিবার ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এই গৌড়ীয় তীর্থযাত্রীরা বাটপাড় নয়, তোমরা বাটপাড়, কেননা তোমরা তীর্থযাত্রীদের মেরে তাদের ধন-সম্পদ লুট করে নাও।"

শ্লোক ১৭৬

শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল ।
হেনকালে মহাপ্রভু 'চৈতন্য' পাইল ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

সে'কথা শুনে পাঠান সৈন্যরা অন্তরে সঙ্কুচিত হলেন; এবং সেই সময় মহাপ্রভু চেতনা ফিরে পেলেন।

শ্লোক ১৭৭

হুঙ্কার করিয়া উঠে, বলে 'হরি' 'হরি' ।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্ধ্ববাহু করি' ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

হুঙ্কার করে উঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'হরি' 'হরি' বলতে লাগলেন, এবং ঊর্ধ্ববাহু করে প্রেমাবেশে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৭৮

প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চিৎকার ।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন চিৎকার করতে লাগলেন, তখন সেই মুসলমান সৈনিকদের হৃদয়ে তা যেন বজ্রাঘাত করতে লাগল।

শ্লোক ১৭৯

ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি' দিল চারিজন ।
প্রভু না দেখিল নিজ-গণের বন্ধন ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভয় পেয়ে সেই পাঠান সৈনিকেরা চারজনকে ছেড়ে দিলেন, এবং তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নিজ জনদের বন্ধন দেখতে পেলেন না।

শ্লোক ১৮০

ভট্টাচার্য আসি' প্রভুরে ধরি' বসাইল ।
ম্লেচ্ছগণ দেখি' মহাপ্রভুর 'বাহ্য' হৈল ॥ ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ধরে বসালেন; এবং মুসলমান সৈনিকদের দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্য চেতনা ফিরে এল।

শ্লোক ১৮১

ম্লেচ্ছগণ আসি' প্রভুর বন্দিল চরণ ।
প্রভু-আগে কহে,—এই ঠক্ চারিজন ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

মুসলমান সৈনিকেরা তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন, এবং তাঁকে বললেন, "এই চারজন লোক ঠক্।

শ্লোক ১৮২

এই চারি মিলি' তোমায় ধুতুরা খাওয়াঞা ।
তোমার ধন লৈল তোমায় পাগল করিয়া ॥ ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই চারজন আপনাকে ধুতুরা খাইয়ে পাগল করে, আপনার সমস্ত ধন চুরি করে নিয়েছে।"

শ্লোক ১৮৩

প্রভু কহেন,—ঠক্ নহে, মোর 'সঙ্গী' জন ।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, মোর নাহি কিছু ধন ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের বললেন, "এরা ঠক্ নয়। এরা আমার সঙ্গী। আমি সন্ন্যাসী ভিক্ষুক, তাই আমার কাছে কোন ধন নেই।

শ্লোক ১৮৪

মৃগী-ব্যাধিতে আমি কভু হই অচেতন ।
এই চারি দয়া করি' করেন পালন ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"মৃগী রোগ আছে বলে আমি কখনও কখনও অচেতন হয়ে পড়ি, এবং এই চারজন আমাকে দয়া করে পালন করেন।

শ্লোক ১৮৫

সেই ম্লেচ্ছ-মধ্যে এক পরম গম্ভীর ।
কাল বস্ত্র পরে সেই,—লোকে কহে 'পীর' ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ম্লেচ্ছদের মধ্যে একজন ছিলেন পরম গম্ভীর, তার পরণে কালো বস্ত্র, এবং লোকেরা তাকে বলত 'পীর'।

শ্লোক ১৮৬

চিত্ত আর্দ্র হৈল তাঁর প্রভুরে দেখিয়া ।
'নির্বিশেষ-ব্রহ্ম' স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাঞা ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে তার চিত্ত আর্দ্র হয়েছিল এবং তিনি তার শাস্ত্রের যুক্তি প্রদর্শন করে 'নির্বিশেষ-ব্রহ্ম' স্থাপন করার চেষ্টা করলেন।

শ্লোক ১৮৭

'অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ' সেই করিল স্থাপন ।
তার শাস্ত্রযুক্ত্যে তারে প্রভু কৈলা খণ্ডন ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি যখন কোরাণের ভিত্তিতে 'অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ' স্থাপন করলেন, তখন তাঁর শাস্ত্র যুক্তির দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার মতবাদ খণ্ডন করলেন।

শ্লোক ১৮৮

যেই যেই কহিল, প্রভু সকলি খণ্ডিল ।
উত্তর না আইসে মুখে, মহাস্তব্ধ হৈল ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি যে যে যুক্তি প্রদর্শন করলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একে একে তার সবকটি যুক্তি খণ্ডন করলেন। তখন তার মুখে আর কোন কথা এল না এবং তারা সকলে স্তব্ধ হলেন।

শ্লোক ১৮৯

প্রভু কহে,—তোমার শাস্ত্র স্থাপে 'নির্বিশেষে' ।
তাহা খণ্ডি' 'সবিশেষ' স্থাপিয়াছে শেষে ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "তোমাদের শাস্ত্র কোরাণে অবশ্যই নির্বিশেষবাদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কিন্তু কোরাণের শেষে সেই নির্বিশেষ তত্ত্ব খণ্ডন করে সবিশেষ তত্ত্ব স্থাপিত হয়েছে।

শ্লোক ১৯০

তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে 'একই ঈশ্বর' ।
'সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ তেঁহো—শ্যাম-কলেবর ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"কোরাণে প্রতিপন্ন হয়েছে যে চরমে ভগবান একই। তিনি সর্ব ঐশ্বর্যেপূর্ণ এবং তাঁর অঙ্গকান্তি বর্ষার জল ভরা মেঘের মতো।

তাৎপর্য

মুসলমানদের শাস্ত্র কোরাণ। সুফি নামক একটি মুসলমান সম্প্রদায় রয়েছে। সুফিরা জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করে নির্বিশেষবাদ স্বীকার করে। তাদের মহাবাক্য—'অনলহক্'। এই সুফি-মত শঙ্করাচার্যের মত থেকে যে উৎপন্ন হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ১৯১

সচ্চিদানন্দ-দেহ, পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ ।
'সর্বাত্মা', 'সর্বজ্ঞ', নিত্য সর্বাদি-স্বরূপ ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

কোরাণের বর্ণনা অনুসারে, ভগবানের দেহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম-স্বরূপ। তিনি সর্বাত্মা, সর্বজ্ঞ, এবং সবকিছুর উৎস স্বরূপ।

শ্লোক ১৯২

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাঁহা হৈতে হয় ।
স্থূল-সূক্ষ্ম-জগতের তেঁহো সমাশ্রয় ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় তাঁর থেকেই হয়। স্থূল এবং সূক্ষ্ম জগতের তিনি মূল আশ্রয়।

শ্লোক ১৯৩

সর্ব-শ্রেষ্ঠ, সর্বারাধ্য, কারণের কারণ ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার-তারণ ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের আরাধ্য এবং সর্বকারণের পরম কারণ। তাঁকে ভক্তি করা হলে জীবের সংসার-বন্ধন মোচন হয়।

শ্লোক ১৯৪

তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় 'সংসার' ।
তাঁহার চরণে প্রীতি—'পুরুষার্থ-সার' ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর সেবা বিনা বদ্ধজীবের সংসার মোচন হয় না, এবং তাঁর চরণে প্রীতি লাভ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

তাৎপর্য

মুসলমানদের শাস্ত্র অনুসারে, *এবাদৎ* বা দিনে পাঁচবার প্রার্থনা (নমাজ) না জানালে, জীবনে সাফল্য লাভ করা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেখিয়ে গেছেন যে মুসলমানদের শাস্ত্রেও ভগবৎ-প্রেম লাভই জীবনের চরম লক্ষ্য। কোরাণে কর্ম যোগ এবং জ্ঞান যোগের কথা অবশ্যই বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু চরমে পরম ঈশ্বরকে প্রার্থনা (এবাদৎ) নিবেদন করাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৯৫

মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক 'কণ' ।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"মোক্ষ আদি আনন্দ যার এক কণাও নয়, সেই পূর্ণ আনন্দ লাভ করা যায় তাঁর শ্রীপাদপদ্ম সেবা করার মাধ্যমে।

শ্লোক ১৯৬

'কর্ম', 'জ্ঞান', 'যোগ' আগে করিয়া স্থাপন ।
সব খণ্ডি' স্থাপে 'ঈশ্বর', 'তাঁহার সেবন' ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"কোরাণে কর্ম, জ্ঞান, এবং যোগ আগে স্থাপন করে, সেগুলি সব খণ্ডন করে ভগবানের সবিশেষ রূপ এবং তাঁর সেবার মহিমা স্থাপন করা হয়েছে।

শ্লোক ১৯৭

তোমার পণ্ডিত-সবার নাহি শাস্ত্র-জ্ঞান ।
পূর্বাপর-বিধি-মধ্যে 'পর'—বলবান্ ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার পণ্ডিতদের যথাযথ শাস্ত্র-জ্ঞান নেই, যদিও তোমাদের শাস্ত্রে বহু প্রকার বিধির অনুশীলন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা জানে না যে তার চরম সিদ্ধান্তই হচ্ছে সবচাইতে বলবান।

শ্লোক ১৯৮

নিজ-শাস্ত্র দেখি' তুমি বিচার করিয়া ।
কি লিখিয়াছে শেষে কহ নির্ণয় করিয়া ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার নিজের শাস্ত্র কোরাণ দেখে, এবং সেখানে কি লেখা রয়েছে তা বিচার করে কি সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয়েছে তা আমাকে বল?"

শ্লোক ১৯৯

ম্লেচ্ছ কহে,—যেই কহ, সেই 'সত্য' হয় ।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কেহ লইতে না পারয় ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সাধু মুসলমানটি উত্তর দিলেন, "আপনি যা বললেন তা সত্যি। কোরাণে তা অবশ্যই লেখা হয়েছে, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা তা বুঝতে পারে না এবং গ্রহণ করতে পারে না।

শ্লোক ২০০

'নির্বিশেষ-গোসাঞি' লঞা করেন ব্যাখ্যান ।
'সাকার-গোসাঞি'—সেব্য, কারো নাহি জ্ঞান ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

"তারা কেবল ভগবানের নির্বিশেষ রূপেরই ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু ভগবানের সবিশেষ রূপ যে সকলেরই সেব্য, সে সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই।

তাৎপর্য

সেই সন্ত মুসলমানটি স্বীকার করেছিলেন যে কোরাণ শাস্ত্রের তথাকথিত পণ্ডিতেরা কোরাণের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। তাই, তারা কেবল ভগবানের নির্বিশেষ রূপই স্বীকার করেন। সাধারণত তারা কেবল সেই অংশটিই পাঠ করেন এবং বিশ্লেষণ করেন। ভগবানের চিন্ময় রূপ যদিও সকলেরই আরাধ্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শ্লোক ২০১

সেইত 'গোসাঞি' তুমি—সাক্ষাৎ 'ঈশ্বর' ।
মোরে কৃপা কর, মুঞি—অযোগ্য পামর ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি হচ্ছেন সেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবান, আপনি দয়া করে আমাকে কৃপা করুন। আমি অযোগ্য পামর।

শ্লোক ২০২

অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ-শাস্ত্র হৈতে ।
'সাধ্য-সাধন-বস্তু' নারি নির্ধারিতে ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি অনেক মুসলমান শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, কিন্তু তা থেকে আমি নির্ধারণ করতে পারিনি জীবনের পরম উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে তা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২০৩

তোমা দেখি' জিহ্বা মোর বলে 'কৃষ্ণনাম' ।
'আমি—বড় জ্ঞানী'—এই গেল অভিমান ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনাকে দেখে আমার জিহ্বা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করছে। নিজেকে মস্ত বড় জ্ঞানী বলে মনে করার মিথ্যা অভিমান আমার দূর হয়েছে।"

শ্লোক ২০৪

কৃপা করি' বল মোরে 'সাধ্য-সাধনে' ।
এত বলি' পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে সেই মুসলমানটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হলেন, এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং তা প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে তাকে উপদেশ দিতে।

শ্লোক ২০৫

প্রভু কহে,—উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লইলা ।
কোটি-জন্মের পাপ গেল, 'পবিত্র' হইলা ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "ওঠো, তুমি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেছ; তার ফলে তোমার কোটি কোটি জন্মের পাপ দূর হয়ে গেল। এখন তুমি পবিত্র হলে।"

শ্লোক ২০৬

'কৃষ্ণ' কহ, 'কৃষ্ণ' কহ,—কৈলা উপদেশ ।
সবে 'কৃষ্ণ' কহে, সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সমস্ত মুসলমানদের বললেন, "কৃষ্ণনাম কর! কৃষ্ণনাম কর!" এবং তাঁরা সকলে যখন কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে লাগলেন তখন তাঁরা প্রেমাবিষ্ট হলেন।

শ্লোক ২০৭

'রামদাস' বলি' প্রভু তাঁর কৈল নাম ।
আর এক পাঠান, তাঁর নাম—'বিজলী-খাঁন' ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই শুদ্ধ চরিত্র মুসলমানটিকে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার উপদেশ দান করে, পরোক্ষভাবে দীক্ষা দিয়ে, তাঁর নাম রাখলেন রামদাস। সেখানে আর একজন পাঠান ছিলেন যাঁর নাম ছিল বিজলী খাঁন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে দীক্ষার পর ভক্তদের নাম পরিবর্তন করা হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতি উৎসাহী হন, তখন তাকে এই পন্থায় দীক্ষা দান করা হয়। ভারতবর্ষে আমাদের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় যে আমরা ম্লেচ্ছ ও যবনদের হিন্দুতে পরিণত করছি। ভারতবর্ষে বহু মায়াবাদী সন্ন্যাসী রয়েছে যাদের বলা হয় জগদ্‌গুরু, অথচ তারা ভারতের বাইরে পর্যন্ত যায়নি। তাদের অনেকে শিক্ষিতও নয়। কিন্তু তারা আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, এবং আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে আমরা মুসলমান ও যবনদের বৈষ্ণব বলে গ্রহণ করে হিন্দুধর্মের মর্যাদা নষ্ট করছি। এই ধরনের মানুষেরা অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ। আমরা হিন্দু প্রথা নষ্ট করছি না, আমরা কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে, কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করছি; এবং যারা কৃষ্ণদাস অথবা রামদাস রূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে আগ্রহী তাদের ভগবানের সেবক বলে গ্রহণ করছি। যথাযথ দীক্ষা বিধির মাধ্যমে তাদের নাম পরিবর্তিত হচ্ছে।

শ্লোক ২০৮

অল্প বয়স তাঁর, রাজার কুমার ।
'রামদাস' আদি পাঠান—চাকর তাঁহার ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

বিজুলী খাঁনের বয়স ছিল অল্প, এবং তিনি ছিলেন রাজার পুত্র। রামদাস আদি পাঠানেরা ছিলেন তাঁর চাকর।

শ্লোক ২০৯

'কৃষ্ণ' বলি' পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায় ।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাঁহার মাথায় ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

বিজুলী খাঁন 'কৃষ্ণ' বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হলেন, এবং মহাপ্রভু তাঁর শ্রীপাদপদ্ম তার মাথায় স্থাপন করলেন।

শ্লোক ২১০

তাঁ-সবারে কৃপা করি' প্রভু ত' চলিলা ।
সেইত পাঠান সব 'বৈরাগী' হইলা ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের সকলকে কৃপা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে চলে গেলেন, এবং সেই পাঠান মুসলমানেরা বৈরাগীতে পরিণত হলেন।

শ্লোক ২১১

'পাঠান-বৈষ্ণব' বলি, হৈল তাঁর খ্যাতি ।
সর্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্তি ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

পরে তাঁরা পাঠান বৈষ্ণব নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁরা সর্বত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করে ঘুরে বেড়াতেন।

শ্লোক ২১২

সেই বিজুলী-খাঁন হৈল 'মহাভাগবত' ।
সর্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম-মহত্ত্ব ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বিজুলী খাঁন এক মহাভাগবতে পরিণত হয়েছিলেন, এবং তাঁর মাহাত্ম্য সমস্ত তীর্থে তীর্থে প্রচারিত হয়েছিল।

শ্লোক ২১৩

ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
'পশ্চিমে' আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু লীলা-বিলাস করেছিলেন। পশ্চিম ভারতে এসে তিনি ম্লেচ্ছ ও যবনদের মহাসৌভাগ্য প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

'যবন' মানে হচ্ছে মাংসাহারী। মাংসাশী সম্প্রদায়ের মানুষদের বলা হয় যবন। যারা নিষ্ঠাভরে বৈদিক বিধি-নিষেধ পালন করে না তাদের বলা হয় ম্লেচ্ছ। এই শব্দ দু'টি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে বোঝায় না। কেউ যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও বৈদিক বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন না করে অথবা পশু-মাংস আহার করে, তাহলে সেও ম্লেচ্ছ বা যবনে পরিণত হয়।

শ্লোক ২১৪

সোরোক্ষেত্রে আসি' প্রভু কৈলা গঙ্গাস্নান ।
গঙ্গাতীর-পথে কৈলা প্রয়াগে প্রয়াণ ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সোরোক্ষেত্র নামক তীর্থস্থানে গমন করেন এবং সেখানে গঙ্গায় স্নান করেন। তারপর গঙ্গার তীরের পথ ধরে প্রয়াগ অভিমুখে যাত্রা করেন।

শ্লোক ২১৫

সেই বিপ্রে, কৃষ্ণদাসে, প্রভু বিদায় দিলা ।
যোড়-হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

সোরোক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত কৃষ্ণদাসকে বিদায় দিলেন, কিন্তু তারা দু'জনে তখন হাত জোড় করে তাঁকে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২১৬

প্রয়াগ-পর্যন্ত দুঁহে তোমা-সঙ্গে যাব ।
তোমার চরণ-সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব? ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারা অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁকে বললেন, "প্রয়াগ পর্যন্ত আমরা দু'জন আপনার সঙ্গে যাব। আমরা যদি না যাই, তাহলে কিভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গ লাভ করব?

শ্লোক ২১৭

ম্লেচ্ছদেশ, কেহ কাহাঁ করয়ে উৎপাত ।
ভট্টাচার্য—পণ্ডিত, কহিতে না জানেন বাত্ ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এই দেশ প্রধানত মুসলমানদের অধিকৃত। যে কোন স্থানে কেউ উৎপাত সৃষ্টি করতে পারে, এবং আপনার সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য যদিও পণ্ডিত, কিন্তু তিনি স্থানীয় ভাষা বলতে পারেন না।"

শ্লোক ২১৮

শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা ।
সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি' আইলা ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেকথা শুনে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঈষৎ হাসতে লাগলেন, এবং তাদের দু'জনকে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

শ্লোক ২১৯

যেই যেই জন প্রভুর পাইল দরশন ।
সেই প্রেমে মত্ত হয়, করে কৃষ্ণ-সংকীর্তন ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

যে সমস্ত মানুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেছিলেন, তাঁরাই প্রেমে মত্ত হয়ে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২২০

তাঁর সঙ্গে অন্যোন্যে, তাঁর সঙ্গে আন ।
এইমত 'বৈষ্ণব' কৈলা সব দেশ-গ্রাম ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

যাঁরা এই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন তাঁরাই বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিলেন, এবং যাঁরাই সেই বৈষ্ণবদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁরাও বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে সমস্ত দেশ বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিল।

শ্লোক ২২১

দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিলা ।
সেইমত পশ্চিম দেশ, প্রেমে ভাসাইলা ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেভাবে তাঁর শক্তিপ্রকাশ করেছিলেন, সেই ভাবেই তিনি পশ্চিমদেশও ভগবৎ-প্রেমে প্লাবিত করলেন।

তাৎপর্য

কারো কারো মতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে প্রয়াগ যাবার পথে কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে একটি ভদ্র কালীর মন্দির রয়েছে, এবং এই মন্দিরটির অনতিদূরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ সমন্বিত একটি মন্দির রয়েছে।

শ্লোক ২২২

এইমত চলি' প্রভু 'প্রয়াগ' আইলা ।
দশ-দিন ত্রিবেণীতে মকর-স্নান কৈলা ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে চলতে চলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রয়াগে এসে উপস্থিত হলেন, এবং মকর-সংক্রান্তি (মাঘ মেলা) উপলক্ষে দশদিন ত্রিবেণীতে স্নান করলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে ত্রিবেণী বলতে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী এই তিনটি নদীর সঙ্গমকে বোঝায় যথা। বর্তমানে সরস্বতী নদী অদৃশ্য হয়ে গেছে কিন্তু গঙ্গা এবং যমুনা এলাহাবাদে মিলিত হয়েছে।

শ্লোক ২২৩

বৃন্দাবন-গমন, প্রভু-চরিত্র অনন্ত ।
'সহস্র-বদন' যাঁর নাহি পা'ন অন্ত ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমন এবং সেখানে তাঁর কার্যকলাপ অনন্ত। সহস্র বদন শেষনাগ পর্যন্ত যাঁর অন্ত খুঁজে পান না।

শ্লোক ২২৪

তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা ।
দিগ্‌-দরশন কৈলুঁ মুঞি সূত্র করিয়া ॥ ২২৪ ॥

শ্লোকার্থ

ক্ষুদ্র জীব হয়ে কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করতে পারে? আমি কেবল সূত্রের আকারে তাঁর দিগ্‌ দর্শন করলাম।

শ্লোক ২২৫

অলৌকিক-লীলা প্রভুর অলৌকিক-রীতি ।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা এবং রীতি অলৌকিক। যারা ভাগ্যহীন, তারা তা শুনলেও বিশ্বাস করতে পারে না।

শ্লোক ২২৬

আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা—'অলৌকিক' জান' ।
শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, 'সত্য' করি' মান' ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সবকিছুই অলৌকিক বলে জেনো। শ্রদ্ধা সহকারে তা শ্রবণ কর, এবং তা সত্য বলে মনে কর।

শ্লোক ২২৭

যেই তর্ক করে ইহাঁ, সেই—'মূর্খরাজ' ।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ॥ ২২৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই বিষয়ে যেই তর্ক করে, সেই—'মূর্খরাজ'। সে স্বেচ্ছায় তার মাথায় বজ্রপাত করে।

শ্লোক ২২৮

চৈতন্য-চরিত্র এই—'অমৃতের সিন্ধু' ।
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু ॥ ২২৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই লীলা-বিলাস অমৃতের সিন্ধুর মতো। যার এক বিন্দু সারা জগতকে আনন্দে প্লাবিত করে।

শ্লোক ২২৯

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে ভ্রমণ এবং প্রয়াগ যাবার পথে মুসলমান সৈনিকদের সাথে আলোচনা' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রয়াগে শ্রীরূপ শিক্ষা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* এই পরিচ্ছেদের কথাসারে বলেছেন—রূপ ও সনাতন রামকেলি গ্রামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার পর থেকেই বিষয় ত্যাগের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভের জন্য কৃষ্ণমন্ত্রে দুটি পুরশ্চরণ করালেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী গৌড়ে দশ হাজার মুদ্রা রেখে নিজের সঞ্চিত সমস্ত ধন নৌকায় করে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে গমন করলেন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তাঁর অর্থ বন্টন করেছিলেন, এবং ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লাগতে পারে বলে এক অংশ রেখে ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কবে বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করবেন, তা জানবার জন্য তিনি দুজন চরকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পাঠালেন। এইভাবে রূপ গোস্বামী অবসর গ্রহণের আয়োজন করলেন। এদিকে সনাতন গোস্বামী অসুস্থতার ছলে রাজদরবারে না গিয়ে পণ্ডিতদের নিয়ে *শ্রীমদ্ভাগবত* আদি শাস্ত্র আলোচনা করতে লাগলেন। গৌড়েশ্বর বাদশা হুসেনশাহ প্রথমে বৈদ্য পাঠিয়ে, এবং পরে নিজে স্বচক্ষে দেখে, সনাতনের রাজকার্য পরিত্যাগ করার সংকল্পের কথা জানতে পেরে, তাকে কারাগারে আবদ্ধ করে, উড়িষ্যা দেশে যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

মহাপ্রভু বনপথে যাত্রা করলে, শ্রীরূপ গোস্বামী গৃহত্যাগ করার সময় সনাতন গোস্বামীকে সংবাদ পাঠিয়ে, তাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম মল্লিকের সঙ্গে মহাপ্রভুর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। প্রয়াগে পৌঁছে মহাপ্রভুর কাছে তিনি দশদিন রইলেন। ইতিমধ্যে বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে বিশেষ সম্মান করলেন। শ্রীরূপকে মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর রঘুপতি উপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত হলে মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেক রসালাপ হল। এইখানে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের ব্রজজীবন কিছুটা বর্ণনা করেছেন। প্রয়াগে দশ দিন অবস্থান কালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরূপকে ভক্তিরস-তত্ত্ব সূত্ররূপে শিক্ষা দিয়ে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* রচনার আদেশ দিলেন। শ্রীরূপকে সেখান থেকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে মহাপ্রভু কাশী গিয়ে চন্দ্রশেখরের গৃহে বাসা গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ১

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ ৷
সঞ্চার্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্ ॥ ১ ॥

বৃন্দাবনীয়াম্—বৃন্দাবন সম্বন্ধীয়; **রসকেলিবার্তাম্**—শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধীয় কথা; **কালেন**—কাল ধর্মের দ্বারা; **লুপ্তাম্**—লুপ্ত; **নিজশক্তিম্**—তাঁর স্বীয় শক্তি; **উৎকঃ**—

উৎকণ্ঠিত হয়ে; সঞ্চার্য—সঞ্চার করে; রূপে—রূপ গোস্বামীকে; ব্যতনোৎ—প্রকাশিত করেছিলেন; পুনঃ—পুনরায়; সঃ—তিনি; প্রভুঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; বিধৌ—ব্রহ্মাকে; প্রাক্-ইব—পূর্বের মতো; লোক-সৃষ্টিম্—জগত সৃষ্টি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে যেভাবে বৈদিক জ্ঞান প্রকাশ করেছিলেন, সেইভাবে তিনি রূপ গোস্বামীকে তাঁর স্বীয় শক্তি সঞ্চারণ করে কালধর্মের প্রভাবে লুপ্ত বৃন্দাবনের রসকেলি বার্তা বিস্তার করেছিলেন।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

শ্রীরূপ-সনাতন রহে রামকেলি-গ্রামে ।
প্রভুরে মিলিয়া, গেলা আপন-ভবনে ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

রামকেলি গ্রামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাদের গৃহে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ৪

দুইভাই বিষয়-ত্যাগের উপায় সৃজিল ।
বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণে বরিল ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই দু'ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় উদ্ভাবন করলেন, এবং বহু ধন দান করে দু'জন ব্রাহ্মণকে বরণ করলেন।

শ্লোক ৫

কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ ।
অচিরাৎ পাইবারে চৈতন্য-চরণ ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

অচিরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের জন্য তারা দুজন 'কৃষ্ণমন্ত্রে' পুরশ্চরণ করালেন।

তাৎপর্য

পুরশ্চরণ একটি বৈধী অনুষ্ঠান যা সুদক্ষ সদ্গুরু অথবা ব্রাহ্মণের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। কোন বিশেষ বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তা অনুষ্ঠিত হয়। খুব ভোরে উঠে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা, মন্দিরে আরতি সহকারে ভগবানের অর্চন করা; ইত্যাদি পুরশ্চরণের অঙ্গ। পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১০৮ শ্লোকে পুরশ্চরণ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

শ্রীরূপ-গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া ।
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী তখন তাঁর সঞ্চিত বহু ধন নৌকায় করে ঘরে নিয়ে এলেন।

শ্লোক ৭

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিলা তার অর্ধ-ধনে ।
এক চৌঠি ধন দিলা কুটুম্ব-ভরণে ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর ধনের অর্ধাংশ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের দান করলেন এবং এক চতুর্থাংশ তাঁর কুটুম্বদের ভরণ-পোষণের জন্য দান করলেন।

তাৎপর্য

কিভাবে সঞ্চিত ধন সম্পদ বণ্টন করে অবসর গ্রহণ করতে হয়, এটি তার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। যোগ্য ব্রাহ্মণ এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের অর্ধাংশ দান করতে হয়। এক চতুর্থাংশ আত্মীয়-স্বজনদের ভরণপোষণের জন্য দান করা যেতে পারে; এবং বাকি এক চতুর্থাংশ ভবিষ্যতে সংকটকালে প্রয়োজন হতে পারে বলে রেখে দেওয়া যেতে পারে।

শ্লোক ৮

দণ্ডবন্ধ লাগি' চৌঠি সঞ্চয় করিলা ।
ভাল-ভাল বিপ্র-স্থানে স্থাপ্য রাখিলা ॥ ৮ ॥

শোকার্থ

দণ্ডবন্ধ (মামলা-মোকদ্দমা) নিবারণের জন্য তিনি বাকি এক চতুর্থাংশ ভাল-ভাল ব্রাহ্মণের কাছে গচ্ছিত রাখলেন।

শ্লোক ৯

গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ-হাজারে ।
সনাতন ব্যয় করে, রাখে মুদি-ঘরে ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

গৌড়ে তিনি এক মুদির কাছে দশহাজার মুদ্রা গচ্ছিত রেখেছিলেন, যা পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী ব্যয় করেছিলেন।

শ্লোক ১০

শ্রীরূপ শুনিল প্রভুর নীলাদ্রি-গমন ।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী খবর পেলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে ফিরে গেছেন এবং বনপথে বৃন্দাবনে যাবার আয়োজন করছেন।

শ্লোক ১১

রূপ-গোসাঞি নীলাচলে পাঠাইল দুইজন ।
প্রভু যবে বৃন্দাবন করেন গমন ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী দু'জন লোককে জগন্নাথপুরীতে পাঠালেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কবে বৃন্দাবন যাবেন তা জানার জন্য।

শ্লোক ১২

শীঘ্র আসি' মোরে তাঁর দিবা সমাচার ।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী সেই দু'জনকে বললেন, "তোমরা শীঘ্র ফিরে এসে আমাকে সেই সংবাদ দেবে, এবং তাহলে আমি সেই অনুসারে ব্যবস্থা করব।"

শ্লোক ১৩

এথা সনাতন-গোসাঞি ভাবে মনে মন ।
রাজা মোরে প্রীতি করে, সে—মোর বন্ধন ॥ ১৩ ॥

শোকার্থ

এদিকে সনাতন গোস্বামী মনে মনে ভাবতে লাগলেন, "নবাব যে আমাকে প্রীতি করেন, তা আমার বন্ধন।

শ্লোক ১৪

কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয় ।
তবে অব্যাহতি হয়, করিলুঁ নিশ্চয় ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন মতে রাজা যদি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তাহলে আমি অব্যাহতি লাভ করব, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।"

শ্লোক ১৫

অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি' রহে নিজ-ঘরে ।
রাজকার্য ছাড়িলা, না যায় রাজদ্বারে ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

অসুস্থতার অজুহাতে তিনি রাজদরবারে না গিয়ে ঘরে বসে রইলেন, এইভাবে তিনি রাজকার্য পরিত্যাগ করলেন।

শ্লোক ১৬

লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য করে ।
আপনে স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

লোভী কায়স্থরা সনাতন গোস্বামীর অনুপস্থিতিতে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন, আর সনাতন গোস্বামী তাঁর ঘরে বসে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বিচার করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ছিলেন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, এবং তার অধীনে কয়েকজন 'কায়স্থ' কর্মচারী ছিল। পূর্বে কায়স্থরা সরকারী কেরানী এবং সচিবের কাজ করতেন, এবং পরে কেউ সেই পদে বহাল থাকলে তাকে বলা হত কায়স্থ। তার ফলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অথবা শূদ্ররূপে নিজের পরিচয় দিতে অক্ষম ব্যক্তি, সম্মানিত পদ লাভ করার উদ্দেশ্যে কায়স্থ বলে নিজের পরিচয় দিতেন। বঙ্গদেশে বলা হয়, যে কোন ব্যক্তি যদি তার বর্ণ স্থির করতে না পারেন, তাহলে তিনি কায়স্থ বলে নিজের পরিচয় দেন। এক কথায়, কায়স্থবর্ণ সমস্ত বর্ণের মিশ্রণ, এবং তাদের পেশা সাধারণত কেরানীগিরি অথবা সচিবের কাজ করা। জাগতিক দিক দিয়ে তারা সাধারণত উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী যখন রাজকার্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, অবসর গ্রহণের আয়োজন করছিলেন, তখন তার অধীনস্থ কিছু কায়স্থ তার পদ অধিকার করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেন। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, সনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্যভাব দর্শন করে তার অধীনস্থ কায়স্থ কর্মচারীদের কেউ কেউ

তার পদ পাওয়ার লোভে রাজকার্যে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাতে লাগলেন। সনাতন গোস্বামী ছিলেন সারস্বত ব্রাহ্মণ। শোনা যায় যে, সনাতন গোস্বামী পদত্যাগ করলে তার অধীনস্থ কায়স্থ কর্মচারী পুরন্দর খাঁন ঐ পদ পেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭

ভট্টাচার্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

বিশ-ত্রিশ জন ভট্টাচার্য পণ্ডিত নিয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামী সভাতে বসে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর 'ভাগবত বিচার'-এর সম্বন্ধে বলেছেন—*'মুকুন্দ উপনিষদ'* (১/১/৪-৫) অনুসারে বিদ্যা দুই প্রকার—*দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি, হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সাম-বেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।*

"বিদ্যা দুই প্রকার—পারমার্থিক বিদ্যা (পরাবিদ্যা) এবং জড়-জাগতিক জ্ঞান (অপরাবিদ্যা)। সবকটি বেদ—ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ এবং তাদের অনুবর্তী শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—অপরাবিদ্যার অন্তর্গত। পরাবিদ্যার দ্বারা অক্ষর, ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়।" বৈদিক শাস্ত্রে *বেদান্ত-সূত্র* পরাবিদ্যা রূপে স্বীকৃত। *শ্রীমদ্ভাগবত* পরাবিদ্যার বিশ্লেষণ। মুক্তিকামী বৈদান্তিকেরা—ধর্মার্থকামীর মতো কৈতবযুক্ত। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষকে বলা হয় চতুর্বর্গ। সেগুলি নিকৃষ্ট অপরাবিদ্যার অন্তর্গত। যে শাস্ত্র চিৎ-জগৎ, পারমার্থিক জীবন, চিন্ময় স্বরূপ এবং চিন্ময় আত্মা সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করে, তাদের বলা হয় পরাবিদ্যা। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সঙ্গে জড়-জাগতিক জীবনের কোন সংস্পর্শ নেই; তা জীবকে পারমার্থিক তত্ত্ব সমন্বিত উৎকৃষ্ট পরাবিদ্যা সম্বন্ধেই শিক্ষা দান করে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবত* আলোচনায় যুক্ত ছিলেন, অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত পরাবিদ্যা আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগীরা *শ্রীমদ্ভাগবত* আলোচনার যোগ্য নন। সে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতেই* (১২/১৩/১৮) বলা হয়েছে—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরোভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত যদিও পুরাণের অন্তর্গত, তবে তা অমল পুরাণ। কেননা তাতে কোন জড় বিষয়ের আলোচনা নেই। তা অপ্রাকৃত বৈষ্ণব ভক্তের মতো। *শ্রীমদ্ভাগবতে* যে বিষয়ের

আলোচনা করা হয়েছে তা পরমহংসদের জন্য। সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*পরমো নির্মৎসরাণাম্।* পরমহংস হচ্ছেন তিনি যিনি জড় স্তরে অধিষ্ঠিত নন এবং যিনি কারোর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* জীবকে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত করার পন্থা এবং ভগবদ্ভক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১২) আরও বলা হয়েছে—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥

"জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত, ঐকান্তিকভাবে জিজ্ঞাসু মুনি-ঋষিরা বেদান্ত-শ্রুতি শ্রবণ করে। ভগবানের সেবা সম্পাদন করার মাধ্যমে আত্মার আত্মা-স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন।"

এটি আবেগ প্রবণতা নয়। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য লাভ হয়। (*ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া*) অর্থাৎ, সুপ্ত ভগবৎ-চেতনা বা কৃষ্ণভাবনার অমৃত জাগরিত করা যায়। কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্মেষ হলে সর্বপ্রকার ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই পরিত্রাণকে বলা হয় নৈষ্কর্ম, এবং কেউ যখন এইভাবে ভববন্ধন থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন, তখন আর তার জড় সুখভোগ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার বাসনা থাকে না। *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রীল ব্যাসদেবের সর্বশেষ সুপক্ব অবদান এবং তা ভগবানের সেবায় যুক্ত আত্মজ্ঞানী ভগবদ্ভক্তদের সভায় পাঠ এবং শ্রবণ করতে হয়। তার ফলে সবরকম জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সনাতন গোস্বামী সেই পন্থা অবলম্বন করে রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করে তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতদের সভায় *শ্রীমদ্ভাগবত* আলোচনায় যুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

আর দিন গৌড়েশ্বর, সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী যখন তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নিয়ে সভায় বসে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করছিলেন, তখন একদিন বাংলার নবাব একজনকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

সেই সময়কালে বাংলার নবাবের নাম ছিল আলাউদ্দিন সৈয়দ হুসেন শাহ সেরিফ মক্কা, এবং তিনি ১৪২০ শকাব্দ থেকে ১৪৪৩ শকাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৪২৪ শকাব্দে সনাতন গোস্বামী পণ্ডিতদের নিয়ে *শ্রীমদ্ভাগবত* আলোচনা করছিলেন।

শ্লোক ১৯

পাৎসাহ দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা ।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজারে বসাইলা ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

বাদশাহকে দেখা মাত্র সনাতন গোস্বামী ও ব্রাহ্মণেরা সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন এবং শ্রদ্ধাসহকারে তাঁকে বসার আসন দিলেন।

তাৎপর্য

নবাব হুসেনশাহ যদিও ছিলেন ম্লেচ্ছ-যবন, কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন দেশের নবাব, এবং তাই সনাতন গোস্বামী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। কেউ যখন উচ্চপদে আসীন থাকেন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি ভগবানের কৃপালাভ করেছেন। সে সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/৪১) বলা হয়েছে—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

"যা কিছু সুন্দর, মহৎ এবং শক্তিশালী, তা সবই আমার ঐশ্বর্যের অংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে জেন।"

যখনই আমরা মহৎ কিছু দর্শন করি, তখনই আমাদের বুঝতে হবে যে তা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির অংশ। শক্তিশালী পুরুষ *(বিভূতিমৎ সত্ত্বম্)* হচ্ছেন তিনি যিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন অথবা ভগবানের থেকে কিছু শক্তি আহরণ করেছেন। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১০) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *তেজস্তেজস্বিনামহম্* "আমি তেজস্বীদের তেজ।" ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নবাব হুসেন শাহকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন কেননা তিনি শ্রীকৃষ্ণের শক্তির এক অংশের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন।

শ্লোক ২০

রাজা কহে,—তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইলুঁ ।
বৈদ্য কহে,—ব্যাধি নাহি, সুস্থ যে দেখিলুঁ ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

নবাব বললেন, "আমি তোমার কাছে বৈদ্য পাঠিয়েছিলাম, এবং বৈদ্য আমাকে গিয়ে বলল যে তোমার কোন ব্যাধি হয় নি। তিনি তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে গেছেন।

শ্লোক ২১

আমার যে কিছু কার্য, সব তোমা লঞা ।
কার্য ছাড়ি' রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার যা কিছু কাজ সব তোমাকেই নিয়ে; অথচ তুমি সমস্ত কাজ ফেলে রেখে ঘরে বসে আছ।

শ্লোক ২২

মোর যত কার্য-কাম, সব কৈলা নাশ ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে, কহ মোর পাশ ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার যত কাজ কর্ম সব তুমি নষ্ট করলে। তোমার কি অভিপ্রায় তা আমাকে খুলে বল।"

শ্লোক ২৩

সনাতন কহে,—নহে আমা হৈতে কাম ।
আর একজন দিয়া কর সমাধান ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী তখন তাকে বললেন, "আমাকে দিয়ে আর আপনার কোন কাজ হবে না। দয়া করে আপনি অন্য কাউকে দিয়ে সেই সমস্ত কার্যের সমাধান করুন।"

শ্লোক ২৪

তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার ।
তোমার 'বড় ভাই' করে দস্যুব্যবহার ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সনাতন গোস্বামীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে নবাব বললেন, "তোমার বড় ভাই দস্যুর মত আচরণ করে।

শ্লোক ২৫

জীব-বহু মারি' কৈল চাক্‌লা সব নাশ ।
এথা তুমি কৈলা মোর সর্ব কার্য নাশ ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

তোমার বড় ভাই বহু জীব হত্যা করে বঙ্গদেশকে ধ্বংস করেছে, আর এখন তুমি আমার সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট করছ।"

শ্লোকা ২৬

সনাতন কহে,—তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর ।
যে যেই দোষ করে, দেহ' তার ফল ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী বললেন, "আপনি গৌড় বঙ্গের স্বাধীন নবাব। কেউ যখন কোন দোষ করে আপনি তখন তাকে সেই অনুসারে দণ্ডদান করেন।"

শ্লোক ২৭

এত শুনি' গৌড়েশ্বর উঠি' ঘরে গেলা ।
পলাইব বলি' সনাতনেরে বান্ধিলা ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

তা শুনে গৌড়ের নবাব সেখান থেকে উঠে তার ঘরে ফিরে গেলেন; এবং সনাতন গোস্বামী পালিয়ে যেতে পারেন বলে আশঙ্কা করে তাকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, নবাব হুসেন শাহ এবং সনাতন গোস্বামীর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। নবাব হুসেন শাহ সনাতন গোস্বামীকে তার 'কনিষ্ঠ ভাই' বলে মনে করতেন। সনাতন গোস্বামী যখন কর্মত্যাগের নিতান্ত দৃঢ়তা দেখালেন, তখন হুসেন শাহ প্রণয় রোষ প্রদর্শন করে বলেছিলেন যে—" আমি তোমার 'বড় ভাই', আমি কিছু রাজ্য পালন করি না, আমি সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করে কেবল দেশ-বিদেশ লুঠ করে বেড়াই এবং জাতিতে যবন হওয়ায় গৌড় চাকলার মধ্যে মৃগয়া করে বহুবিধ জীব-পশু নাশ করি, এইমাত্র। আমার ভরসাই তুমি; তোমার বড় ভাই আমি যখন কেবল দস্যু ব্যবহার ও হত্যা করে বেড়াই, আর ছোট ভাই তুমিও যখন রাজকার্য পরিত্যাগ করে সমস্ত কার্য নষ্ট করলে, তখন রাজ্য চলবে কিভাবে? সনাতন গোস্বামী তখন রহস্য করে বলেছিলেন—"তুমি গৌড়েশ্বর, স্বতন্ত্র রাজা, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা; যিনি যে দোষ করেন, তাঁকে তার ফল দান কর।" এই বাক্যে গূঢ় রহস্য রয়েছে—রাজা নিজে দস্যুবৎ ব্যবহার করেন, অতএব তিনি তার ফল গ্রহণ করুন এবং মন্ত্রীর (আমার) যখন কার্যের আলস্য, তখন তার (আমার) কর্মচ্যুতিরূপ ফল হোক। এতে সনাতনের অভিলষিত বিষয় বুঝে গৌড়েশ্বর সেখান থেকে উঠে গেলেন এবং সনাতন গোস্বামীকে বন্দী করতে আদেশ দিলেন।

শ্লোক ২৮

হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে ।
সনাতনে কহে,—তুমি চল মোর সাথে ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় নবাব উড়িষ্যা দেশ আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন, এবং তিনি সনাতন গোস্বামীকে বললেন, "তুমিও আমার সঙ্গে চল।"

তাৎপর্য

হুসেন শাহ ১৪২৪ শকাব্দে উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন। সেই সময় তিনি উৎকলের সামন্ত রাজাদের পরাভূত করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

তেঁহো কহে,—যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে ।
মোর শক্তি নাহি, তোমার সঙ্গে যাইতে ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী তখন তাকে বললেন, "আপনি পরমেশ্বর ভগবানকে দুঃখ দিতে যাচ্ছেন, তাই আমি আপনার সঙ্গে যেতে অক্ষম।"

শ্লোক ৩০

তবে তাঁরে বান্ধি' রাখি' করিলা গমন ।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

নবাব তখন সনাতন গোস্বামীকে কারারুদ্ধ করে রেখে যুদ্ধ যাত্রা করলেন এবং সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরী থেকে বৃন্দাবন অভিমুখে চললেন।

শ্লোক ৩১

তবে সেই দুই চর রূপ-ঠাঞি আইল ।
'বৃন্দাবন চলিলা প্রভু'—আসিয়া কহিল ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সেই দুজন চর জগন্নাথপুরী থেকে রূপ গোস্বামীর কাছে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ দিলেন।

শ্লোক ৩২

শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন-ঠাঞি ।
'বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সংবাদ পেয়ে রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীকে একটি চিঠি লিখে জানালেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেছেন।

শ্লোক ৩৩

আমি-দুইভাই চলিলাঙ তাঁহারে মিলিতে ।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি' আইস তাহাঁ হৈতে ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আমরা দুভাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চললাম। তুমি যে কোন প্রকারে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হও।"

তাৎপর্য

এখানে দুইভাই বলতে রূপ গোস্বামী এবং তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম মল্লিককে বোঝান হয়েছে। রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীকে জানিয়েছিলেন যে তিনি যেন তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হন।

শ্লোক ৩৪

দশসহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি-স্থানে ।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম-বিমোচনে ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীকে জানিয়েছিলেন—"মুদির কাছে দশ হাজার মুদ্রা রয়েছে, সেই মুদ্রা দিয়ে কারাগার থেকে মুক্ত হও।

শ্লোক ৩৫

যৈছে তৈছে ছুটি' তুমি আইস বৃন্দাবন ।'
এত লিখি' দুই ভাই করিলা গমন ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যে কোন উপায়ে কারামুক্ত হয়ে তুমি বৃন্দাবনে এস।" এই লিখে, তারা দু'ভাই (রূপ গোস্বামী এবং অনুপম) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৩৬

অনুপম মল্লিক, তাঁর নাম—'শ্রীবল্লভ' ।
রূপ-গোসাঞির ছোটভাই—পরম-বৈষ্ণব ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামীর ছোট ভায়ের নাম ছিল শ্রীবল্লভ, এবং তার রাজদত্ত উপাধি ছিল অনুপম মল্লিক। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

শ্লোক ৩৭

তাঁহা লঞা রূপ-গোসাঞি প্রয়াগে আইলা ।
মহাপ্রভু তাহাঁ শুনি' আনন্দিত হৈলা ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাকে নিয়ে রূপ গোস্বামী প্রয়াগে এলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে আছেন শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৩৮

প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব-দরশনে ।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

প্রয়াগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিন্দুমাধবের মন্দির দর্শন করতে যাচ্ছিলেন, এবং তাঁকে দর্শন করার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিল।

শ্লোক ৩৯

কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে, গায় ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' কেহ গড়াগড়ি যায় ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের কেউ কাঁদছিলেন, কেউ হাসছিলেন, কেউ নাচছিলেন, কেউ গান গাইছিলেন এবং কেউ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন।

শ্লোক ৪০

গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে ।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

গঙ্গা এবং যমুনা প্রয়াগকে ডুবাতে পারে নি, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় প্রয়াগকে ডোবালেন।

শ্লোক ৪১

ভিড় দেখি' দুই ভাই রহিলা নির্জনে ।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব-দরশনে ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ভিড় দর্শন করে রূপ ও অনুপম দু'ভাই এক নির্জন স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিন্দুমাধব দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবেশ হল।

শ্লোক ৪২

প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি' ।
ঊর্ধ্ববাহু করি' বলে—বল 'হরি' 'হরি' ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবেশে হরি ধ্বনি করতে করতে মহাপ্রভু দু'হাত তুলে নাচছিলেন, এবং বলছিলেন—বল 'হরি! হরি!'

শ্লোক ৪৩

প্রভুর মহিমা দেখি' লোকে চমৎকার ।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা দর্শন করে লোকেরা চমৎকৃত হয়েছিলেন। প্রয়াগে মহাপ্রভু যেভাবে লীলা-বিলাস করেছিলেন তা যথাযথভাবে বর্ণনা করার শক্তি আমার নেই।

শ্লোক ৪৪

দাক্ষিণাত্য-বিপ্র-সনে আছে পরিচয় ।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচয় ছিল, সেই ব্রাহ্মণ তাঁকে নিমন্ত্রণ করে তার গৃহে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক ৪৫

বিপ্র-গৃহে আসি' প্রভু নিভৃতে বসিলা ।
শ্রীরূপ-বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণের গৃহে এসে মহাপ্রভু নিভৃতে বসলেন। তখন শ্রীরূপ এবং বল্লভ (অনুপম মল্লিক) এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ৪৬

দুইগুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া ।
প্রভু দেখি' দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

দূর থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে সেই দু'ভাই দুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধারণ করে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৪৭

নানা শ্লোক পড়ি' উঠে, পড়ে বার বার ।
প্রভু দেখি' প্রেমাবেশ হইল দুঁহার ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে তারা দু'জনেই প্রেমাবিষ্ট হয়েছিলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করে নানা শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে তারা বারবার উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন এবং ভূপতিত হচ্ছিলেন।

শ্লোক ৪৮

শ্রীরূপে দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ।
'উঠ, উঠ, রূপ, আইস', বলিলা বচন ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাকে বললেন, "উঠ! উঠ! রূপ, আমার কাছে এস।"

শ্লোক ৪৯

কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণনে ।
বিষয়কূপ হৈতে কাড়িল তোমা দুইজনে ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাদের বললেন, "কৃষ্ণের করুণার কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি তোমাদের দু'জনকে বিষয়রূপ অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করলেন।

শ্লোক ৫০

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ৫০ ॥

না—না; মে—আমার; অভক্তঃ—শুদ্ধ ভক্তিবিহীন ব্যক্তি; চতুর্বেদী—চতুর্বেদে নিপুণ ব্রাহ্মণ; মদ্ভক্তঃ—আমার ভক্ত; শ্বপচঃ—চণ্ডাল কুলোদ্ভূত হলেও; প্রিয়ঃ—আমার অত্যন্ত প্রিয়; তস্মৈ—তাকে (নিচ কুলোদ্ভূত হলেও, সেই শুদ্ধভক্তকে); দেয়ম্—দান করা উচিত; ততঃ—তার কাছ থেকে; গ্রাহ্যম্—(উচ্ছিষ্ট প্রসাদ) গ্রহণ করা উচিত; সঃ—সেই ব্যক্তি; চ—ও; পূজ্যঃ—পূজ্য; যথা—যেমন; হি—অবশ্যই; অহম্—আমি।

অনুবাদ

" 'চতুর্বেদ পাঠী অর্থাৎ চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ হলেই যে ভক্ত হয়, এমন নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল কুলে জন্মগ্রহণ করলেও আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাকেই দান করা উচিত, এবং তার প্রসাদই গ্রহণ করা উচিত। আমার ভক্ত আমারই মতো পূজ্য।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিরচিত *হরিভক্তি-বিলাসে* (১০/১২৭) উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৫১

এই শ্লোক পড়ি' দুঁহারে কৈলা আলিঙ্গন ।
কৃপাতে দুঁহার মাথায় ধরিলা চরণ ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

এই শ্লোকটি পড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের দু'জনকে আলিঙ্গন করলেন, এবং কৃপা করে তাদের দু'জনের মাথায় তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করলেন।

শ্লোক ৫২

প্রভু-কৃপা পাঞা দুঁহে দুই হাত যুড়ি' ।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি' ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপা প্রাপ্ত হয়ে, তারা দু'জনে দুহাত জোড় করে, অত্যন্ত দীন এবং বিনীতভাবে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৩

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ ৫৩ ॥

নমঃ—প্রণতি; মহাবদান্যায়—যিনি সবচাইতে করুণাময় এবং উদার; কৃষ্ণপ্রেম—কৃষ্ণপ্রেম; প্রদায়—যিনি দান করতে পারেন; তে—তাঁকে; কৃষ্ণায়—গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে; কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক; গৌরত্বিষে—যাঁর অঙ্গকান্তি শ্রীমতী রাধারাণীর মতো গৌর; নমঃ—আমি প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

"হে মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্য নামক, গৌরাঙ্গ রূপধারী প্রভু, তোমাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৫৪

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালুরুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্ ।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ৫৪ ॥

যঃ—যে পরমেশ্বর ভগবান; অজ্ঞানমত্তম্—যে মূর্খ ব্যক্তি কর্ম, জ্ঞান, যোগ এবং মায়াবাদ আদি মার্গে অজ্ঞানে মত্ত হয়ে রয়েছে; ভুবনম্—সমগ্র ত্রিভুবন; দয়ালুঃ—অত্যন্ত করুণাময়; উল্লাঘয়ন্—কর্ম, জ্ঞান, যোগাদির পন্থা প্রশমিত করে; অপি—সত্ত্বেও; অকরোৎ—করেছেন; প্রমত্তম্—প্রমত্ত; স্ব-প্রেম-সম্পৎসুধয়া—তার নিজের প্রেমরূপ সুধা সম্পদের দ্বারা; অদ্ভুতেহম্—যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; অমুম্—সেই; প্রপদ্যে—আমি শরণাগত হই।

শ্লোকার্থ

"যে অপার করুণাময় পুরুষ অজ্ঞান উন্মত্ত জগতকে অজ্ঞান ব্যাধি থেকে মুক্ত করে স্বীয় প্রেম সম্পদ সুধার দ্বারা প্রমত্ত করেছিলেন, আমি সেই অদ্ভুতচেষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণাপন্ন হই।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গোবিন্দ-লীলামৃত* গ্রন্থে (১/২) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৫৫

তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা ।
'সনাতনের বার্তা কহ'—তাঁহারে পুছিলা ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তাঁর কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "সনাতনের কি সংবাদ, আমাকে বল।"

শ্লোক ৫৬

রূপ কহেন,—তেঁহো বন্দী হয় রাজ-ঘরে ।
তুমি যদি উদ্ধার', তবে হইবে উদ্ধারে ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী তখন তাঁকে বললেন, "তিনি রাজার কারাগারে বন্দী হয়ে আছেন, আপনি যদি তাকে উদ্ধার করেন তবেই তার উদ্ধার হবে।"

শ্লোক ৫৭

প্রভু কহে,—সনাতনের হঞাছে মোচন ।
অচিরাৎ আমা-সহ হইবে মিলন ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন, "সনাতন ইতিমধ্যে মুক্ত হয়ে গেছে, অচিরেই সে আমার সঙ্গে এসে মিলিত হবে।"

শ্লোক ৫৮

মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুরে কহিলা ।
রূপ-গোসাঞি সে-দিবস তথাঞি রহিলা ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণ তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্ন করতে অনুরোধ করলেন। রূপ গোস্বামী সেদিন সেখানেই রইলেন।

শ্লোক ৫৯

ভট্টাচার্য দুই ভাইয়ে নিমন্ত্রণ কৈল ।
প্রভুর শেষ প্রসাদ-পাত্র দুইভাই পাইল ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

বলভদ্র ভট্টাচার্য সেই দু'ভাইকেও প্রসাদ পেতে নিমন্ত্রণ করলেন, এবং তারা দু'জনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবশিষ্ট প্রসাদ পেলেন।

শ্লোক ৬০

ত্রিবেণী-উপর প্রভুর বাসা-ঘর স্থান ।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু-সন্নিধান ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল ত্রিবেণীর ঠিক পাশেই একটি ঘরে বাস করছিলেন। দু'ভাই—শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীবল্লভ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাসস্থানের সন্নিকটেই বাসা করলেন।

শ্লোক ৬১

সে-কালে বল্লভ-ভট্ট রহে আড়াইল-গ্রামে ।
মহাপ্রভু আইলা শুনি, আইল তাঁর স্থানে ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময়, বল্লভ-ভট্ট আড়াইল গ্রামে বাস করছিলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর কাছে এলেন।

তাৎপর্য

বল্লভ-ভট্ট ছিলেন একজন মহান বৈষ্ণব পণ্ডিত। প্রথমে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু অধিক সম্মান না পেয়ে তিনি বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে আচার্যত্ব লাভ করেছিলেন। তার সম্প্রদায় বল্লভাচার্য সম্প্রদায় নামে খ্যাত। বৃন্দাবনের সন্নিকটে গোকুলে এবং বোম্বাই প্রদেশে তার অনেক আধিপত্য রয়েছে। বল্লভ-ভট্ট বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার মধ্যে *সুবোধিনী টীকা* নামক *শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা, অনুভাষ্য* নামক বেদান্ত-সূত্রের টীকা এবং *ষোড়শ গ্রন্থ* উল্লেখযোগ্য। আড়াইল গ্রাম ত্রিবেণী সঙ্গমের নিকটে যমুনার অপর পাড়ে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। এখন সেই গ্রামটিকে অড়েলী গ্রাম বা আড়াইল গ্রাম বলা হয়। এখানে বল্লভী সম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন বিষ্ণু মন্দির রয়েছে।

বল্লভ-ভট্ট দাক্ষিণাত্যের ত্রৈলঙ্গ দেশের 'নিডাডাভলু' রেল স্টেশন থেকে ১৬ মাইল দূরে 'কাঙ্করবাড়' বা 'কার্কুরপাঢু' নামক গ্রামনিবাসী লক্ষ্মণ দীক্ষিতের পুত্র। অন্ধ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাঁচটি বিভাগ রয়েছে—বেল্লনাটী, বেগী-নাটী, মুরকি নাটী, তেলেগু-নাটী ও কাশল-নাটী। শ্রীবল্লভাচার্য বেল্লনাটী অন্ধ্র ব্রাহ্মণ কুলে ১৪০০ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন বল্লভাচার্যের জন্ম হওয়ার পূর্বেই তার পিতা সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহ ত্যাগ করেন, পরে পুনর্বার গৃহে প্রত্যাগমন করে বল্লভাচার্যকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত হন। অন্য মতে ১৪০০ শকাব্দের চৈত্রী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে ত্রৈলঙ্গদেশীয় বেল্লনাটী ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত 'চম্পকারণ্যে', মতান্তরে, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রাজিম স্টেশনের নিকট চাঁপাবার গ্রামে প্রাদুর্ভূত হন।

১১ বছর বয়স পর্যন্ত কাশীতে বাস করে বিদ্যা অধ্যয়ন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার সময় পথিমধ্যে শেষাদ্রিতে তাঁর পিতার পরলোক গমনের সংবাদ পান। ভ্রাতা ও মাতাকে গৃহে রেখে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিদ্যানগরে গিয়ে বুক্করাজের পৌত্র কৃষ্ণদেবকে তত্ত্বজ্ঞান দান করেন। তারপর তিনবার ছয় বছর ব্যাপী দিগ্বিজয়ে আঠার বছর যাপন করেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি কাশীতে মহালক্ষ্মী নামে স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ-তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। গোবর্ধন পর্বতের উপত্যকায় তিনি ভগবানের একটি শ্রীবিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর প্রয়াগের সন্নিকটে আড়াইল গ্রামে এসে বাস করেন।

বল্লভাচার্যের দুই পুত্র—গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। শেষ বয়সে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করে ১৪৫২ শকাব্দতে তিনি বারাণসীতে পরলোক গমন করেন। *ষোড়শ গ্রন্থ*, ব্রহ্ম-সূত্রের *অনুভাষ্য*, শ্রীমদ্ভাগবতের *সুবোধিনী* টীকা প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ ব্যতীত বল্লভাচার্যের আরও অনেক গ্রন্থ আছে।

শ্লোক ৬২

তেঁহো দণ্ডবৎ কৈল, প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ।
দুই জনে কৃষ্ণকথা হৈল কতক্ষণ ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

বল্লভাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তারা দু'জনে কিছুক্ষণ কৃষ্ণ-কথা আলোচনা করলেন।

শ্লোক ৬৩

কৃষ্ণকথায় প্রভুর মহাপ্রেম উথলিল ।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণকথায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাপ্রেমের উদয় হল, কিন্তু বল্লভাচার্যের উপস্থিতিতে সংকোচ বোধ করে মহাপ্রভু তা সম্বরণ করলেন।

শ্লোক ৬৪

অন্তরে গর-গর প্রেম, নহে সম্বরণ ।
দেখি' চমৎকার হৈল বল্লভ-ভট্টের মন ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও তাঁর ভগবৎ-প্রেম প্রকাশ না করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর অন্তরে প্রেম উদ্বেলিত হয়ে উঠল, এবং তা দেখে বল্লভ-ভট্ট চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ৬৫

তবে ভট্ট মহাপ্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈলা ।
মহাপ্রভু দুইভাই তাঁহারে মিলাইলা ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, বল্লভ-ভট্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন, এবং মহাপ্রভু রূপ ও অনুপমের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শ্লোক ৬৬

দুইভাই দূর হৈতে ভূমিতে পড়িয়া ।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈলা অতি দীন হঞা ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

দুইভাই, রূপ ও অনুপম, দূর থেকে মাটিতে পড়ে অত্যন্ত বিনীত ভাবে বল্লভ-ভট্টকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৬৭

ভট্ট মিলিবারে যায়, দুঁহে পলায় দূরে ।
'অস্পৃশ্য পামর মুঞি, না ছুঁইহ মোরে ॥' ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

বল্লভ-ভট্ট যখন তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এগিয়ে গেলেন, তখন তারা দু'জন দূরে পালিয়ে গেলেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামী বললেন, 'আমি অস্পৃশ্য পামর, দয়া করে আমাকে স্পর্শ করবেন না।"

শ্লোক ৬৮

ভট্টের বিস্ময় হৈল, প্রভুর হর্ষ মন ।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন বল্লভ-ভট্ট অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন; এবং তিনি বল্লভ-ভট্টকে শ্রীরূপ গোস্বামীর পরিচয় দান করলেন।

শ্লোক ৬৯

'ইঁহো না স্পর্শিহ, ইঁহো জাতি অতি-হীন!
বৈদিক, যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ!' ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "একে আপনি স্পর্শ করবেন না, কেননা এ জাতিতে অত্যন্ত হীন। আর আপনি বৈদিক রীতি অনুসরণকারী, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ, কুলীন ব্রাহ্মণ।"

তাৎপর্য

সাধারণত ব্রাহ্মণরা তাদের কৌলিন্য এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মিথ্যা গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে এই দাম্ভিক প্রথা অত্যন্ত প্রবল ভাবে প্রকট । ৫০০ বছর আগে আরও প্রবল ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' সংকীর্তনের প্রবর্তন করে, প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মণ্য প্রথার বিরুদ্ধে এক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত প্রভাবের ফলে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা মাত্রই যে কেউ পবিত্র হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে বল্লভাচার্যকে এই ইঙ্গিত করলেন, যে ব্রাহ্মণ বৈদিক প্রথা অনুসরণ করেন এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন তার পক্ষে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবানের সেবায় যুক্ত ব্যক্তিকে অবহেলা করা উচিত নয়।

প্রকৃতপক্ষে রূপ গোস্বামী নীচ কুলোদ্ভূত ছিলেন না। তিনি ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত, কিন্তু মুসলমান নবাবের সঙ্গ করেছিলেন বলে, ব্রাহ্মণ সমাজ তাকে অধঃপতিত বলে বিবেচনা করে সমাজচ্যুত করেছিল। কিন্তু, তার উন্নত ভক্তির প্রভাবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে গোস্বামী রূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বল্লভ ভট্টাচার্য সে কথা জানতেন। ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জাতি ধর্মের অতীত, তবুও বল্লভ ভট্টাচার্য তার পদমর্যাদার গর্বে গর্বিত ছিলেন।

বর্তমানে মুম্বাইয়ে বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের প্রধান হচ্ছেন দীক্ষিত মহারাজ। তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন, এবং যখনই আমাদের সঙ্গে সেই বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হয়, তিনি আমাদের হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের কার্য-কলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আমাদের সংস্থার একজন আজীবন সদস্য, এবং যদিও তিনি ব্রাহ্মণ্য প্রথার বিদগ্ধ পণ্ডিত, তবুও তিনি আমাদের সংস্থার সদস্যদের যথার্থ বৈষ্ণব বলে স্বীকার করেন।

শ্লোক ৭০

দুঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি' ।
ভট্ট কহে, প্রভুর কিছু ইঙ্গিত-ভঙ্গী জানি' ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই দু'ভায়ের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ইঙ্গিতে কি বোঝাতে চাইছেন তা অনুভব করে, বল্লভ-ভট্ট বললেন।

শ্লোক ৭১

'দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্তন ।
এই-দুই 'অধম' নহে, হয় 'সর্বোত্তম' ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

বল্লভ-ভট্ট বললেন, "এই দু'জনের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম নৃত্য করছে, তাই এরা দু'জন অধম নন, এরা সর্বোত্তম।"

তাৎপর্য

বল্লভাচার্যের এই স্বীকার উক্তি থেকে জাত্যাভিমান ব্রাহ্মণদের কিছু শিক্ষা লাভ করা উচিত। কখনও কখনও তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা আমাদের ইউরোপীয় ও আমেরিকান শিষ্যদের কৃষ্ণভক্ত বা ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে চায় না, এবং কিছু ব্রাহ্মণ এতই দাম্ভিক যে তারা তাদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে একটি মহান শিক্ষা দান করেছেন। ব্রাহ্মণ সমাজের মহান নেতা এবং বিদগ্ধ পণ্ডিত বল্লভাচার্য স্বীকার করে গেছেন যে, যারা ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করেন তারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব, তাই তারা অতি উত্তম।

শ্লোক ৭২

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সম্নুরার্যা
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৭২ ॥

অহো বত—কি অদ্ভুত; **শ্বপচঃ**—অন্ত্যজ আদি নীচ কুলোদ্ভুত; **অতঃ**—দীক্ষিত ব্রাহ্মণদের থেকেও; **গরীয়ান্**—শ্রেষ্ঠ; **যৎ**—যাঁর; **জিহ্বাগ্রে**—জিহ্বায়; **বর্ততে**—বিরাজ করে; **নাম**—দিব্যনাম; **তুভ্যম্**—আপনার; **তেপুঃ**—অনুষ্ঠিত হয়েছে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **তে**—তারা; **জুহুবুঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন; **সম্নুঃ**—সমস্ত পবিত্র তীর্থে স্নান করেছেন; **আর্যাঃ**—সদাচারী; **ব্রহ্ম**—সমস্ত বেদ; **অনুচুঃ**—পাঠ করেছেন; **নাম**—দিব্যনাম; **গৃণন্তি**—কীর্তন করে; **যে**—যিনি; **তে**—তাঁরা।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন এই শ্লোকটি বললেন—"হে ভগবান, যাঁদের জিহ্বায় আপনার নাম বিরাজ করে, তাঁরা যদি অত্যন্ত নীচকুলেও জন্মগ্রহণ করেন, তাহলেও তাঁরা শ্রেষ্ঠ। যাঁরা আপনার নাম কীর্তন করেন, তাঁরা সব রকম তপস্যা করেছেন, সমস্ত যজ্ঞ করেছেন, সর্বতীর্থে স্নান করেছেন এবং সমস্ত বেদ পাঠ করেছেন, সুতরাং তাঁরা আর্য মধ্যে পরিগণিত।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/৩৩/৭) থেকে উদ্ধৃত ।

শ্লোক ৭৩

শুনি' মহাপ্রভু তাঁরে বহু প্রশংসিলা ।
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেকথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বল্লভ-ভট্টের বহু প্রশংসা করলেন, এবং প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্লোক পড়তে লাগলেন।

শ্লোক ৭৪

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ ॥ ৭৪ ॥

শুচিঃ—বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ভাবে পবিত্র ব্রাহ্মণ; **সদ্ভক্তি**—ঐকান্তিকী কৃষ্ণভক্তি; **দীপ্তাগ্নি**—প্রজ্বলিত অগ্নির দ্বারা; **দগ্ধ**—দগ্ধ; **দুর্জাতি**—নীচকুলে জন্ম আদি পতিত অবস্থা; **কল্মষঃ**—পাপের ফল; **শ্বপাকোঽপি**—নীচকুলোদ্ভূত চণ্ডালও; **বুধৈঃ**—বিদ্বানদের দ্বারা; **শ্লাঘ্যঃ**—বরণীয়; **ন**—না; **বেদজ্ঞোঽপি**—বেদ শাস্ত্র পারঙ্গম ব্রাহ্মণও; **নাস্তিকঃ**—ভগবদ্ বিমুখ।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "শুচি, সদ্ভক্তিরূপ প্রজ্বলিত অগ্নির দ্বারা যার দুর্জাতিত্ব কলুষ দগ্ধ হয়েছে, সেই চণ্ডালও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত; কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হলেও সম্মান যোগ্য নন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী শ্লোকটি পুরাণ থেকে সংগৃহীত, *হরিভক্তি সুধোদয়* (৩/১১-১২) নামক শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭৫

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥ ৭৫ ॥

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য—ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তি; জাতিঃ—উচ্চ-কুলে জন্ম; শাস্ত্রম্—শাস্ত্র জ্ঞান; জপঃ—জপ; তপঃ—তপশ্চর্যা; অপ্রাণস্য—মৃত; ইব—মতো; দেহস্য—দেহের; মণ্ডনম্—অলঙ্কৃত করা; লোকরঞ্জনম্—সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন মাত্র।

অনুবাদ

" 'ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির উচ্চকুলে জন্ম, শাস্ত্র জ্ঞান, জপ ও তপ, মৃত-দেহের অলঙ্কারের মতো কোন কাজেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জন মাত্র।' "

শ্লোক ৭৬

প্রভুর প্রেমাবেশ, আর প্রভাব ভক্তিসার।
সৌন্দর্যাদি দেখি' ভট্টের হৈল চমৎকার ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ, প্রভাব, সৌন্দর্য এবং ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দর্শন করে বল্লভ-ভট্টাচার্য অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ৭৭

সগণে প্রভুরে ভট্ট নৌকাতে চড়াঞা।
ভিক্ষা দিতে নিজ-ঘরে চলিলা লঞা ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

বল্লভ-ভট্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এবং তাঁর পার্ষদদের নৌকায় চড়িয়ে ভিক্ষা দিতে তার ঘরে নিয়ে চললেন।

শ্লোক ৭৮

যমুনার জল দেখি' চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

যমুনা পার হওয়ার সময়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যমুনার শ্যামল চিক্কণ জলরাশি দর্শন করে, প্রেমাবেশে বিহ্বল হলেন।

শ্লোক ৭৯

হুঙ্কার করি' যমুনার জলে দিলা ঝাঁপ।
প্রভু দেখি' সবার মনে হৈল ভয়-কাঁপ ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

হুঙ্কার করে তিনি যমুনার জলে ঝাঁপ দিলেন, এবং তা দেখে সকলে অত্যন্ত ভীত হয়ে কাঁপতে লাগলেন।

শ্লোক ৮০

আস্তে-ব্যস্তে সবে ধরি' প্রভুরে উঠাইল।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

অতি শীঘ্র তারা সকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জল থেকে উঠালেন; এবং মহাপ্রভু তখন নৌকার উপরে নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ৮১

মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিল নৌকা, ঝলকে ভরে জল ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর পদভারে নৌকা টলমল করতে লাগল এবং ঝলকে ঝলকে জল ভরে সেই নৌকাটি ডুবার উপক্রম হল।

শ্লোক ৮২

যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য হৈল মন।
দুর্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বল্লভ-ভট্টের সামনে নিজেকে সম্বরণ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর দুর্বার, উদ্ভট প্রেম কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলেন না।

শ্লোক ৮৩

দেশ-পাত্র দেখি' মহাপ্রভু ধৈর্য্য হইল।
আড়াইলের ঘাটে নৌকা আসি' উত্তরিল ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

স্থান এবং পাত্র দেখে মহাপ্রভু অবশেষে শান্ত হলেন, এবং তখন নৌকা আড়াইলের ঘাটে এসে লাগল।

শ্লোক ৮৪

ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহে, মধ্যাহ্ন করাঞা ।
নিজ-গৃহে আনিলা প্রভুরে সঙ্গেতে লঞা ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর কোন বিপদ হতে পারে আশঙ্কা করে বল্লভ-ভট্ট সব সময় সঙ্গে রইলেন, এবং মধ্যাহ্ন করিয়ে তিনি মহাপ্রভুকে তার গৃহে নিয়ে এলেন।

শ্লোক ৮৫

আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন ।
আপনে করিল প্রভুর পাদপ্রক্ষালন ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন তার গৃহে এলেন, তখন বল্লভ-ভট্ট আনন্দিত হয়ে তাঁকে দিব্য আসন দিলেন এবং নিজে মহাপ্রভুর পাদ প্রক্ষালন করলেন।

শ্লোক ৮৬

সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল ।
নূতন কৌপীন-বহির্বাস পরাইল ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

বল্লভ ভট্টাচার্য এবং তার পরিবারের সকলে সেই জল তাদের মস্তকে ধারণ করলেন, এবং বল্লভ-ভট্ট মহাপ্রভুকে নতুন কৌপীন ও বহির্বাস পরালেন।

শ্লোক ৮৭

গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে মহাপূজা কৈল ।
ভট্টাচার্যে মান্য করি' পাক করাইল ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর সুগন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ দিয়ে বল্লভাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূজা করলেন, এবং বহু সম্মান প্রদর্শন করে বলভদ্র ভট্টাচার্যকে দিয়ে রন্ধন করালেন।

শ্লোক ৮৮

ভিক্ষা করাইল প্রভুরে সস্নেহ যতনে ।
রূপগোসাঞি দুইভাইয়ে করাইল ভোজনে ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

বহু যত্ন ও স্নেহ সহকারে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভোজন করালেন, এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীবল্লভ, দু'ভাইকে, ভোজন করালেন।

শ্লোক ৮৯

ভট্টাচার্য শ্রীরূপে দেওয়াইল 'অবশেষ' ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

বল্লভ-ভট্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ শ্রীল রূপ গোস্বামীকে দিলেন এবং তারপর কৃষ্ণদাসকে দিলেন।

শ্লোক ৯০

মুখবাস দিয়া প্রভুরে করাইল শয়ন ।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মুখবাস (মশলা) দিয়ে তাঁকে শয়ন করালেন; এবং বল্লভ-ভট্ট নিজে মহাপ্রভুর পা টিপে দিতে লাগলেন।

শ্লোক ৯১

প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে ।
ভোজন করি' আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

বল্লভ-ভট্ট যখন মহাপ্রভুর পা টিপে দিচ্ছিলেন, তখন মহাপ্রভু তাকে প্রসাদ গ্রহণ করতে বললেন; প্রসাদ গ্রহণ করে তিনি মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে ফিরে এলেন।

শ্লোক ৯২

হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায় ।
তিরুহিতা পণ্ডিত, বড় বৈষ্ণব, মহাশয় ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় তিরুহিতা প্রদেশের পণ্ডিত, মহান্ বৈষ্ণব এবং অতি সম্মানিত রঘুপতি উপাধ্যায় এখানে এলেন।

তাৎপর্য

তিরুহিতা বা তিরহুটিয়া—বর্তমান কালে সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর এবং দ্বারভাঙ্গা—এই চারটি জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। এই প্রদেশের অধিবাসীদের তিরুটিয়া বলা হয়।

শ্লোক ৯৩

আসি' তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন ।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি' প্রভুর বচন ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুপতি উপাধ্যায় সেখানে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করলেন, এবং 'কৃষ্ণে মতি রহু' বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে আশীর্বাদ করলেন।

শ্লোক ৯৪

শুনি' আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন ।
প্রভু তাঁরে কহিল,—'কহ কৃষ্ণের বর্ণন' ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আশীর্বাদ লাভ করে রঘুপতি উপাধ্যায় অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে কৃষ্ণের বর্ণনা করতে বললেন।

শ্লোক ৯৫

নিজ-কৃত কৃষ্ণলীলা-শ্লোক পড়িল ।
শুনি' মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি তার স্বরচিত কৃষ্ণলীলার শ্লোক পড়লেন, এবং তা শুনে মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হল।

শ্লোক ৯৬

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥ ৯৬ ॥

শ্রুতিম্—বৈদিক শাস্ত্র; অপরে—অন্য কেউ; স্মৃতিম্—লৌকিক প্রয়োগ অনুষ্ঠানপর শাস্ত্র; ইতরে—অন্যেরা; ভারতম্—মহাভারত; অন্যে—অন্য আর কেউ; ভজন্তু—ভজনা করুক; ভবভীতাঃ—সংসার ভয়াতুরা; অহম্—আমি; ইহ—এখানে; নন্দম্—নন্দ মহারাজকে; বন্দে—বন্দনা করি; যস্য—যার; অলিন্দে—বারান্দায়; পরম ব্রহ্ম—পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

"সংসার ভয়ে ভীত মানুষেরা কেউ শ্রুতিকে, কেউ স্মৃতিকে, কেউ বা মহাভারতকে ভজনা করুন; আমি কিন্তু কেবল শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি—যার অলিন্দে শ্রীকৃষ্ণ খেলা করেন।"

তাৎপর্য

রঘুপতি উপাধ্যায় রচিত এই শ্লোকটি পরে শ্রীল রূপ গোস্বামী *পদ্যাবলীতে* (১২৬) অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

শ্লোক ৯৭

'আগে কহ'—প্রভু-বাক্যে উপাধ্যায় কহিল ।
রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রঘুপতি উপাধ্যায়কে আরও আবৃত্তি করতে অনুরোধ করলেন, তখন রঘুপতি উপাধ্যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নমস্কার করে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন।

শ্লোক ৯৮

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু ।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম ॥ ৯৮ ॥

কম্প্রতি—কার প্রতি; কথয়িতুম্—বলতে; ঈশে—পারি; সম্প্রতি—ইদানীং; কঃ—কে; বা—অথবা; প্রতীতিম্—বিশ্বাস; আয়াতু—করবে; গোপতি—সূর্যদেবের; তনয়া—কন্যা (যমুনা); কুঞ্জে—কুঞ্জে; গোপবধূটী—গোপ বালিকাদের; বিটম্—লম্পট; ব্রহ্ম—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

"কাকেই বা আমি বলতে পারি, এখন কেই বা তা বিশ্বাস করবে যে, সূর্য তনয়া কালিন্দীর কুঞ্জে গোপ-বালিকাদের লম্পট পরমব্রহ্ম তাঁর লীলা-বিলাস করেন।"

তাৎপর্য

পরবর্তীকালে এই শ্লোকটিও *পদ্যাবলীতে* (৯৯) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শ্লোক ৯৯

প্রভু কহেন,—কহ, তেঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা ।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মন আলুয়াইলা ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুপতি উপাধ্যায়কে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করে যেতে বললেন; সেই বর্ণনা শুনে প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ এবং মন অসংলগ্ন হল।

তাৎপর্য

আমাদের দেহ এবং মন সর্বদা জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত। কিন্তু প্রাকৃত বিচার-শূন্য হয়ে মন যখন উদাসীন হয় তখন দৈহিক ক্রিয়াও শিথিল হয়ে যায়।

শ্লোক ১০০

প্রেম দেখি' উপাধ্যায়ের হৈল চমৎকার ।
'মনুষ্য নহে, ইঁহো কৃষ্ণ'—করিল নির্ধার ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম লক্ষণ দেখে রঘুপতি উপাধ্যায় চমৎকৃত হলেন, এবং তিনি স্থির করলেন যে ইনি মনুষ্য নন, ইনি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।

শ্লোক ১০১

প্রভু কহে,—উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'শ্যামমেব পরং রূপং'—কহে উপাধ্যায় ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুপতি উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বিচারে শ্রেষ্ঠ কে?" রঘুপতি উপাধ্যায় উত্তর দিলেন, "শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের রূপই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

শ্লোক ১০২

শ্যাম-রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'পুরী মধুপুরী বরা'—কহে উপাধ্যায় ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থানের মধ্যে কোন্‌টি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে তুমি মনে কর?" রঘুপতি উপাধ্যায় উত্তর দিলেন, "মধুপুরী সর্বশ্রেষ্ঠ।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের বহু রূপ রয়েছে, যেমন *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৩৩) বর্ণনা করা হয়েছে—*অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্।* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুপতি উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত কোটি রূপের মধ্যে কোন্ রূপটি সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন যে তাঁর শ্যামসুন্দর রূপ সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই রূপে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ সুন্দর এবং মুরলীধর। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) তাঁর শ্যামসুন্দর রূপেরও বর্ণনা করা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"ভক্তরা তাদের প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত দৃষ্টিতে যাকে সর্বদা তাদের হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই অচিন্ত্যগুণ স্বরূপ শ্যামসুন্দর, আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

যাদের হৃদয় কৃষ্ণ-প্রেমে পূর্ণ তারা নিরন্তর তাদের হৃদয়ে তাঁর শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করেন। রঘুপতি উপাধ্যায় প্রতিপন্ন করেছিলেন যে পরমেশ্বর ভগবানের নারায়ণ, নৃসিংহ, বরাহ আদি বহু রূপ রয়েছে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে তাঁর কৃষ্ণ স্বরূপই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে—*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।* কৃষ্ণ মানে শ্যামসুন্দর, যিনি বৃন্দাবনে মুরলীধর। সমস্ত রূপের মধ্যে এই রূপই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ কখনও মথুরায় থাকেন এবং কখনও দ্বারকায় থাকেন, কিন্তু তার মধ্যে মথুরা মণ্ডলী শ্রেষ্ঠ। সে সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামীও তার *উপদেশামৃত* (৯) গ্রন্থে বলেছেন—*বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী।* "মধুপুরী, বা মথুরা, বৈকুণ্ঠলোকের থেকেও শ্রেষ্ঠ।"

শ্লোক ১০৩

বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরে, শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং'—কহে উপাধ্যায় ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোর এই তিনটি বয়সের মধ্যে কোন্ বয়স শ্রেষ্ঠ?" রঘুপতি উপাধ্যায় উত্তর দিলেন, "কৈশোর বয়সই সর্বশ্রেষ্ঠ ।"

শ্লোক ১০৪

রসগণ-মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'আদ্য এব পরো রসঃ'—কহে উপাধ্যায় ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "সমস্ত রসের মধ্যে কোন্ রসকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর?" রঘুপতি উপাধ্যায় উত্তর দিলেন, "আদ্য অর্থাৎ শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ রস।"

শ্লোক ১০৫

প্রভু কহে,—ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে ।
এত বলি' শ্লোক পড়ে গদগদ-স্বরে ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন, " তুমি আমাকে সর্বোত্তম তত্ত্ব শিক্ষাদান করলে।" এই বলে তিনি গদগদ স্বরে শ্লোক পড়তে লাগলেন।

শ্লোক ১০৬

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা ।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥ ১০৬ ॥

শ্যামম্—শ্যামসুন্দর রূপ; এব—অবশ্যই; পরম্—পরম; রূপম্—রূপ; পুরী—স্থান; মধুপুরী—মথুরা; বরা—শ্রেষ্ঠ; বয়ঃ—বয়স; কৈশোরকম্—কিশোর; ধ্যেয়ম্—ধ্যেয়; আদ্যঃ—আদি রস বা শৃঙ্গার রস; এব—অবশ্যই; পরঃ—পরম; রসঃ—রস।

অনুবাদ

" 'শ্যামসুন্দর রূপই সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ, মথুরাই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরী; কৈশোর বয়সই ধ্যেয়, এবং আদ্য অর্থাৎ শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ রস'।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পদ্যাবলীতে* (৮২) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১০৭

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্তন ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন রঘুপতি উপাধ্যায়কে আলিঙ্গন করলেন, এবং রঘুপতি উপাধ্যায় তখন প্রেমে মত্ত হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ১০৮

দেখি' বল্লভ-ভট্ট মনে চমৎকার হৈল ।
দুই পুত্র আনি' প্রভুর চরণে পাড়িল ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রঘুপতি উপাধ্যায়কে নৃত্য করতে দেখে বল্লভ-ভট্ট চমৎকৃত হলেন। তার দুই পুত্রকে নিয়ে এসে, তিনি তাদের দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

বল্লভাচার্যের দুই পুত্র ছিলেন গোপীনাথ এবং বিঠ্‌ঠলেশ্বর। ১৪৩৪ অথবা ১৪৩৫ শকাব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন প্রয়াগে গিয়েছিলেন, তখনও বিঠ্‌ঠলেশ্বরের জন্ম হয়নি। এই সম্পর্কে মধ্যলীলা (১৮/৪৭) দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১০৯

প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব-লোক আইল ।
প্রভু দরশনে সবে 'কৃষ্ণভক্ত' হইল ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের বার্তা শুনে, গ্রামের সমস্ত লোকেরা তাঁকে দর্শন করার জন্য এলেন। কেবল মাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার ফলে তারা সকলে কৃষ্ণভক্তে পরিণত হলেন।

শ্লোক ১১০

ব্রাহ্মণসকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ ।
বল্লভ-ভট্ট তাঁ-সবারে করেন নিবারণ ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু বল্লভ-ভট্ট তাঁদের সকলকে নিবারণ করলেন।

শ্লোক ১১১

'প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য-যমুনাতে ।
প্রয়াগে চালাইব, ইঁহা না দিব রহিতে ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

বল্লভ-ভট্ট তখন স্থির করলেন যে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আড়াইলে রাখবেন না, কেননা মহাপ্রভু প্রেমোন্মাদে যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাই তিনি স্থির করেছিলেন যে তাঁকে প্রয়াগে নিয়ে যাবেন।

শ্লোক ১১২

যাঁর ইচ্ছা, প্রয়াগে যাঞা করিবে নিমন্ত্রণ' ।
এত বলি' প্রভু লঞা করিল গমন ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

বল্লভ-ভট্ট বললেন, "যদি কারোর ইচ্ছা হয়, তাহলে তিনি প্রয়াগে গিয়ে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন।" এই বলে তিনি মহাপ্রভুকে নিয়ে প্রয়াগের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১১৩

গঙ্গা-পথে মহাপ্রভুরে নৌকাতে বসাঞা ।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোসাঞিরে লইয়া ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

বল্লভ-ভট্ট গঙ্গা পথে নৌকায় করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে প্রয়াগে এলেন।

শ্লোক ১১৪

লোক-ভিড়-ভয়ে প্রভু 'দশাশ্বমেধে' যাঞা ।
রূপ-গোসাঞিরে শিক্ষা করা'ন শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

প্রয়াগে অত্যন্ত ভীড় হওয়ার ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়েছিলেন, এবং সেখানে রূপ গোস্বামীর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে, তাকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত শক্তি, যা তিনি তাঁর ভাগ্যবান ভক্তদের মধ্যে সঞ্চার করেন। ভগবানের একটি বিশেষ শক্তি রয়েছে যার দ্বারা তিনি কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন। সে কথা *অন্ত্যলীলায়* (৭/১১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—"কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন।" ভগবানের যে ভক্ত, ভগবানের কাছ থেকে এই বিশেষ শক্তি লাভ করেন, তিনি অবশ্যই অত্যন্ত ভাগ্যবান। জীবের স্বরূপ, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে জীবকে অবগত করানোর জন্য, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন আজ সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে। কৃষ্ণের বিশেষ শক্তি ব্যতীত তা কখনই সম্ভব নয়। মায়ার প্রভাবে জীব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে জন্ম-জন্মান্তরে মায়ার দাসত্ব করে। সেইটিই জড় অস্তিত্ব। জীবের জড় অবস্থার ভ্রান্তি সম্বন্ধে জীবকে সচেতন করার জন্য, পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অবতরণ করেন। কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করে জীবকে অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আসেন। জীবকে তার স্বরূপ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করার জন্য ভগবান তাঁর বিশেষ ভক্তদের মধ্যে ভক্তি সঞ্চার করেন।

শ্লোক ১১৫

কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব-রসতত্ত্ব-প্রান্ত ।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্বের সীমা, রাধাকৃষ্ণের মাধুর্যপ্রেম পর্যন্ত ভাগবতের সমস্ত সিদ্ধান্ত শিক্ষা দান করেছিলেন।

শ্লোক ১১৬

রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা ।
রূপে কৃপা করি' তাহা সব সঞ্চারিলা ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায়ের কাছে যত সিদ্ধান্ত তিনি শুনেছিলেন, রূপ গোস্বামীকে কৃপা করে শক্তি সঞ্চার করে সে সমস্ত তত্ত্ব শেখালেন।

শ্লোক ১১৭

শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা ।
সর্বতত্ত্ব-নিরূপণে 'প্রবীণ' করিলা ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ গোস্বামীর হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চার করে, তাকে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিরূপণের পারদর্শী করে তুললেন।

তাৎপর্য

আপাত দৃষ্টিতে কেবল মনে হয় যে, ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব জড় কার্যকলাপের অধীন। সেই পথে যথাযথভাবে পরিচালিত হতে হলে অবশ্যই স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। শ্রীল রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী এবং অন্যান্য আচার্যদের ক্ষেত্রে তা হয়েছিল।

শ্লোক ১১৮

শিবানন্দ-সেনের পুত্র 'কবিকর্ণপূর' ।
'রূপের মিলন' স্ব-গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর তার চৈতন্য চন্দ্রোদয় গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রূপ গোস্বামীর মিলন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১১৯

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য ।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ১১৯ ॥

কালেন—কালের প্রভাব; বৃন্দাবনকেলিবার্তা—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসের কথা; লুপ্তা—প্রায় অবলুপ্ত হয়েছিল; ইতি—এইভাবে; তাম্—সে সমস্ত; খ্যাপয়িতুম্—প্রকাশ করার জন্য; বিশিষ্য—বিশেষভাবে; কৃপামৃতেন—কৃপারূপ অমৃতের দ্বারা; অভিষিষেচ—অভিষিক্ত করেছিলেন; দেবঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; তত্র—সেখানে; এব—যথার্থই; রূপম্—শ্রীল রূপ গোস্বামীকে; চ—এবং; সনাতনম্—সনাতন গোস্বামীকে; চ—ও।

অনুবাদ

"কালের প্রভাবে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসের কথা প্রায় লুপ্ত হয়েছিল। সেই লীলা বিশেষ করে বিস্তার করার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপারূপ অমৃতের দ্বারা শ্রীরূপ এবং শ্রীসনাতনকে অভিষিক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী শ্লোক দু'টি শ্রীকবিকর্ণপূর রচিত *চৈতন্য চন্দ্রোদয়* নাটকের নবম অঙ্ক থেকে (৩৮, ০২৯, ৩০) গৃহীত।

শ্লোক ১২০

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত এবাপ্যমূর্তঃ ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ ॥ ১২০ ॥

যঃ—যিনি; প্রাগেব—পূর্বে; প্রিয়-গুণগণৈঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় গুণ সমূহের দ্বারা; গাঢ়—গভীর; বদ্ধঃ—আসক্ত; অপি—যদিও; মুক্তঃ—আসক্তি রহিত; গেহাধ্যাসাৎ—সংসার জীবনের বন্ধন থেকে; রসঃ—অপ্রাকৃত রস; ইব—মতন; পরঃ—চিন্ময়; মূর্তঃ—মূর্তিমান; এব—অবশ্যই; অপি—যদিও; অমূর্তঃ—জড়-রূপ রহিত; প্রেমালাপৈঃ—পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমের আলোচনার দ্বারা; দৃঢ়তর—দৃঢ়ভাবে; পরিষ্বঙ্গ—আলিঙ্গন করে; রঙ্গৈঃ—মহাসুখে; প্রয়াগে—প্রয়াগে; তম্—তাকে; শ্রীরূপম্—শ্রীল রূপ গোস্বামীকে; সমম্—সহ; অনুপমেন—অনুপম; অনুজগ্রাহ—কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন; দেবঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব।

অনুবাদ

"যিনি পূর্বে প্রিয় গুণ সমূহের দ্বারা নিবিড়ভাবে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সংসারাসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, সেই শ্রীরূপকে তাঁর কনিষ্ঠ অনুপম সহ, স্বয়ং রসতুল্য অমূর্ত হয়েও শ্রেষ্ঠ মূর্তিমান্ গৌরাঙ্গদেব, প্রয়াগে প্রেমালাপ ও দৃঢ়তর আলিঙ্গন দ্বারা অনুগ্রহ করেছিলেন।

শ্লোক ১২১

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে ।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥ ১২১ ॥

প্রিয়স্বরূপে—প্রিয় ভক্তের যে স্বরূপ সেই ভক্তরূপে; দয়িতস্বরূপে—আত্মনিবেদন করেছেন যিনি সেই স্বরূপে; প্রেমস্বরূপে—প্রেমময় নিজের অভিন্নরূপ; সহজাভিরূপে—স্বাভাবিকভাবে অতি সুন্দর যাঁর রূপ; নিজানুরূপে—যিনি পূর্ণ রূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুসরণ করেন; প্রভুঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; একরূপে—এক মুখ্যরূপ যাঁর; ততান—প্রকাশ করেছিলেন; রূপে—শ্রীরূপ গোস্বামীতে; স্ববিলাস-রূপে—যিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাস বর্ণনা করেন।

অনুবাদ

"নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িত-স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপ বিশিষ্ট, মুখ্যরূপ এবং নিজের অনুরূপ—এই প্রকার স্বীয় বিলাস রূপ শ্রীরূপ গোস্বামীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু (ভক্তিরস শাস্ত্র) বিস্তার করেছিলেন।"

শ্লোক ১২২

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে-স্থানে ।
প্রভু কৃপা কৈলা যৈছে রূপ-সনাতনে ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেভাবে রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীকে কৃপা করেছিলেন, তা কবিকর্ণপূর স্থানে স্থানে লিখে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১২৩

মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র ।
রূপ-সনাতন-সবার—কৃপা-গৌরব-পাত্র ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত বড় বড় ভক্তদের কৃপা এবং গৌরবের পাত্র।

শ্লোক ১২৪

কেহ যদি দেশে যায় দেখি' বৃন্দাবন ।
তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ যখন বৃন্দাবন দর্শন করে দেশে ফিরে যেতেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদেরা তাকে জিজ্ঞাসা করতেন।

শ্লোক ১২৫

"কহ,—তাহাঁ কৈছে রহে রূপ-সনাতন?
কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য, কৈছে ভোজন? ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা তাদের জিজ্ঞাসা করতেন, "রূপ এবং সনাতন কেমন আছেন? তাঁরা কিভাবে বাস করছেন? তাঁদের বৈরাগ্যযুক্ত কার্যকলাপ কি রকম? কিভাবে তাঁরা আহার্য সংগ্রহ করেন?"

শ্লোক ১২৬

কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ?"
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদেরা তাদের আরও জিজ্ঞাসা করতেন, "রূপ এবং সনাতন কিভাবে অষ্টপ্রহর (দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা) ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন?" তখন বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাগত ভক্তরা রূপ-সনাতনের প্রশংসা করে বলেন।

শ্লোক ১২৭

"অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নেই। তাঁরা এক এক বৃক্ষের তলায় এক এক রাত্রি শয়ন করেন।

শ্লোক ১২৮

'বিপ্রগৃহে' স্থূলভিক্ষা, কাহাঁ মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী-চানা চিবায় ভোগ পরিহরি' ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"রূপ এবং সনাতন গোস্বামী ব্রাহ্মণের গৃহ থেকে অতি অল্প খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করেন, কখনও মাধুকরী করেন; এইভাবে সবরকম জড়-ভোগ পরিত্যাগ করে তাঁরা শুষ্ক রুটি এবং চানা চিবিয়ে জীবন ধারণ করেন।

শ্লোক ১২৯

করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা ছিঁড়া, বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্তন-উল্লাস ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁদের হাতে কেবল মাত্র একটি জলের পাত্র, পরণে কেবল একটি বর্হিবাস এবং গায়ে একটি ছেঁড়া কাঁথা জড়ানো। তাঁরা সর্বক্ষণ কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণনাম কীর্তনে মগ্ন, এবং সেই আনন্দে উদ্বেল হয়ে কখনও কখনও তারা নৃত্য করেন।

শ্লোক ১৩০

অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারি দণ্ড শয়নে।
নাম-সঙ্কীর্তনে সেহ নহে কোন দিনে ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

" তাঁরা প্রায় দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। দিনের মধ্যে কেবল দেড় ঘণ্টা তারা নিদ্রা যান; এবং কোন কোন দিন ভগবানের নাম সংকীর্তন করে বিনিদ্র রজনী যাপন করেন।

শ্লোক ১৩১

কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"কখনও কখনও তাঁরা ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত শাস্ত্র লেখেন, কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করেন এবং কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা চিন্তা করেন।"

শ্লোক ১৩২

এইকথা শুনি' মহান্তের মহাসুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহে, তাঁহে কি বিস্ময় ? ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা যখন এইভাবে রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীর কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করতেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত সুখী হতেন, এবং বলতেন, "যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেছেন, তাঁরা যে এইভাবে জীবন-যাপন করবেন, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে?"

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীর কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। তাঁরা এক একদিন এক একটি গাছের তলায় রাত্রি যাপন করতেন এবং ভূরি ভূরি অপ্রাকৃত শাস্ত্র রচনা করতেন। তাঁরা কেবল গ্রন্থ রচনাই করতেন না, তাঁরা ভগবানের নাম সংকীর্তন করতেন, প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য করতেন, কৃষ্ণকথা আলোচনা করতেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা স্মরণ করতেন। এইভাবে তাঁরা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতেন।

বৃন্দাবনে বহু প্রাকৃত সহজিয়া রয়েছে, যারা বলে যে গ্রন্থ রচনা করা, এমনকি গ্রন্থ স্পর্শ করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ। তাদের কাছে, ভগবদ্ভক্তি মানে এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়া। যখনই তাদের বৈদিক শাস্ত্র আলোচনা শ্রবণ করতে বলা হয়, তখনই তারা বলে, "শাস্ত্র পাঠ করার বা শ্রবণ করার কি প্রয়োজন? সে-সবতো কনিষ্ঠ ভক্তদের জন্য। তারা নিজেদের এত উন্নত বলে মনে করে যে, তাদের কাছে শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্র আলোচনা শ্রবণ এবং শাস্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন অর্থহীন। কিন্তু, শ্রীল রূপ গোস্বামীর অনুগত শুদ্ধভক্ত এই প্রকার সহজিয়া মনোভাব কখনই পোষণ করেন না। অর্থ সংগ্রহের জন্য

অথবা নাম কেনার জন্য গ্রন্থ রচনা করা অবশ্যই নিন্দনীয়, কিন্তু জনসাধারণকে তত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করার জন্য গ্রন্থ রচনা করা এবং প্রকাশ করা ভগবানের সেবার একটি বিশেষ অঙ্গ। সেটি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত, এবং তিনি তাঁর শিষ্যদের বিশেষভাবে গ্রন্থ রচনা করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করার থেকে গ্রন্থ রচনার অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। মন্দির নির্মাণ জনসাধারণ এবং কনিষ্ঠ ভক্তদের কাজ, কিন্তু ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট উত্তম ভক্তের কাজ হচ্ছে গ্রন্থ রচনা করা, প্রকাশ করা এবং ব্যাপকভাবে তা বিতরণ করা। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে গ্রন্থ বিতরণ একটি বৃহৎমৃদঙ্গ বাজানোর মতো। তাই আমরা সব সময় আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যদের অনুরোধ করি যত বেশী পরিমাণে সম্ভব বই ছাপিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে সেগুলি বিতরণ করতে। এইভাবে শ্রীল রূপ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা রূপানুগ ভক্ত হতে পারি।

শ্লোক ১৩৩

চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে ।
রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে (১/১/২) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার কথা লিখেছেন।

শ্লোক ১৩৪

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি ।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ১৩৪ ॥

হৃদি—হৃদয়ে; **যস্য**—যাঁর (পরমেশ্বর ভগবানের, যিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার বুদ্ধি দান করেন); **প্রেরণয়া**—অনুপ্রেরণার দ্বারা; **প্রবর্তিতঃ**—প্রবৃত্ত; **অহম্**—আমি; **বরাক**—অত্যন্ত নগণ্য এবং দীন; **রূপঃ**—রূপ; **অপি**—যদিও; **তস্য**—তাঁর; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **পদকমলম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **বন্দে**—আমি বন্দনা করি; **চৈতন্যদেবস্য**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর।

অনুবাদ

"হৃদয়ে যাঁর প্রেরণার দ্বারা অতি দীন কাঙ্গালরূপ আমি ভক্তিগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, সেই গৌরহরি শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।"

শ্লোক ১৩৫

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া ।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে দশদিন প্রয়াগে থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে শিক্ষা দান করলেন।

তাৎপর্য

"কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তাঁর প্রবর্তন", এই উক্তিটি এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা বিশেষভাবে আবিষ্ট না হলে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা যায় না। ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে দীনতম বলে মনে করেন, কেননা তিনি জানেন যে তিনি যাই করেন তা তাঁর হৃদয়ে ভগবানের অনুপ্রেরণারই জন্য। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* (১০/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর প্রীতি সহকারে আমার সেবা করে, আমি তাদের বুদ্ধি প্রদান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে আসতে পারে।"

ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হতে হলে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। অর্থাৎ, দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হয়। ভগবদ্ভক্তের জড়-জাগতিক অবস্থাতে কিছু যায় আসে না, কেননা ভগবদ্ভক্তি জড়-জাগতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর পূর্বাশ্রমে ছিলেন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী এবং গৃহস্থ। তিনি ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি ম্লেচ্ছ এবং যবনদের সঙ্গ করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বদা ভগবানের সেবা করার জন্য উদ্গ্রীব ছিলেন, তাই তিনি ছিলেন ভগবানের কৃপা লাভের উপযুক্ত পাত্র। এইভাবে জড়-জাগতিক অবস্থা নির্বিশেষে ঐকান্তিক ভক্ত ভগবানের শক্তি দ্বারা আবিষ্ট হতে পারেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* থেকে উদ্ধৃত পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে শ্রীল রূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন, কিভাবে তিনি ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হয়েছেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/১৮৭) তিনি পুনরায় বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যে ব্যক্তি তার দেহ মন এবং বাক্যের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি তথাকথিত জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকলেও জীবন মুক্ত।"

জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের কৃপা লাভ করতে হলে, নিষ্ঠাভরে ভগবানের সেবা করতে হয়। সেই যোগ্যতারই কেবল প্রয়োজন। কেউ যখন শ্রীগুরুদেবের এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন, তখনই তিনি জড়-জাগতিক অবস্থা নির্বিশেষে, গ্রন্থ রচনার এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করার উপযুক্ত শক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ১৩৬

প্রভু কহে,—শুন, রূপ, ভক্তিরসের লক্ষণ ।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "রূপ, ভক্তিরসের লক্ষণ আমি সূত্ররূপে বর্ণনা করছি, তা মন দিয়ে শোন, বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করা যায় না।

শ্লোক ১৩৭

পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু ।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক 'বিন্দু' ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তিরসের সমুদ্র পারাপার-শূন্য এবং গভীর। তার এক বিন্দু আমি তোমাকে আস্বাদন করাতে চাই।

শ্লোক ১৩৮

এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি, অনন্ত জীবগণ ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এই ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীব ৮৪,০০,০০০ যোনিতে ভ্রমণ করছে।

তাৎপর্য

তথাকথিত যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা অনুমান করে যে এই গ্রহেই কেবল জীবন রয়েছে, এই উক্তিটি তাদের সেই মতবাদ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে। তথাকথিত যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা চাঁদে যাচ্ছে, তারা বলে যে সেখানে কোন জীব নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই উক্তির সঙ্গে তা মেলে না। মহাপ্রভু বলেছেন যে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন আকৃতি সমন্বিত অগণিত জীব রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (২/২৪) আমরা দেখতে পাই যে জীব *সর্ব-গতঃ* অর্থাৎ জীব সর্বত্র যেতে পারে। তা থেকে বোঝা যায় যে সর্বত্রই জীব রয়েছে। স্থলে জীব রয়েছে, জলে জীব রয়েছে, বাতাসে জীব রয়েছে, আগুনে জীব রয়েছে এবং আকাশে জীব রয়েছে। এইভাবে জড় জগতে সবকটি উপাদানে জীব রয়েছে। জড় জগত যেহেতু পাঁচটি উপাদান—মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ দিয়ে তৈরি, তাহলে কেবল এক গ্রহে জীব থাকবে এবং অন্য গ্রহে থাকবে না কেন? এই ধরনের মূর্খ সিদ্ধান্ত বেদের অনুগামীরা কখনই স্বীকার করতে পারেন না। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রতিটি গ্রহেই জীব রয়েছে,

তা সেই গ্রহ মাটি, জল, আগুন বা আকাশ, যা দিয়েই তৈরি হোক না কেন। সেখানকার জীবদের এই পৃথিবীর জীবদের মতো একই প্রকারের রূপ না থাকতে পারে, কিন্তু ভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরি ভিন্ন রূপ তাদের রয়েছে। এই পৃথিবীতেও আমরা দেখতে পাই যে, স্থলচর জীবদের রূপ জলচর জীবদের থেকে ভিন্ন। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে তাদের অবস্থা ভিন্ন, কিন্তু নিঃসন্দেহে সর্বত্রই জীব রয়েছে। বিভিন্ন গ্রহে জীবের অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করব কেন? যারা চাঁদে গেছে বলে দাবী করছে তারা প্রকৃতপক্ষে চাঁদে যায়নি, অথবা তাদের অপূর্ণ দৃষ্টি সেখানকার জীবদের দর্শন করতে পারেনি।

জীব যদিও অনন্ত কিন্তু তারা ৮৪,০০, ০০০ বিভিন্ন যোনিতে রয়েছে। সেই সম্বন্ধে *বিষ্ণু-পুরাণে* বলা হয়েছে—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ ॥

"নয় লক্ষ জলজ। কুড়ি লক্ষ বৃক্ষ-লতা আদি স্থাবর। কৃমি, কীট, সরীসৃপ-আদি এগারো লক্ষ ও দশ লক্ষ পক্ষী। ত্রিশ লক্ষ পশু এবং চার লক্ষ মনুষ্য—মোট ৮৪,০০,০০০ যোনি রয়েছে।" তাদের কিছু এক গ্রহে রয়েছে এবং কিছু অন্য গ্রহে রয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সবকটি গ্রহে, এমনকি সূর্য গ্রহে পর্যন্ত, জীব রয়েছে। সেইটিই বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ। *ভগবদ্গীতায়* (২/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

"আত্মার জন্ম হয় না বা মৃত্যুও হয় না। তার অস্তিত্ব কখনও বিনষ্ট হয় না। সে অজ নিত্য, শাশ্বত এবং চিরপুরাতন। দেহকে হত্যা করা হলেও তাকে হত্যা করা যায় না।"

জীবাত্মার কখনও বিনাশ হয় না, সে কেবল এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। এইভাবে আত্মার চেতনার বিকাশের মাত্রা অনুসারে দেহের বিবর্তন হয়। বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন স্তরের চেতনা দেখা যায়। একটি কুকুরের চেতনা একটি মানুষের চেতনা থেকে ভিন্ন। এমনকি এক জাতিতেও আমরা দেখতে পাই যে পিতার চেতনা পুত্রের চেতনা থেকে ভিন্ন এবং শিশুর চেতনা প্রাপ্তবয়স্কের চেতনা থেকে ভিন্ন। যেমন বিভিন্ন রূপ রয়েছে, তেমনই বিভিন্ন স্তরের চেতনা রয়েছে। বিভিন্ন স্তরের চেতনা দর্শন করে আমরা বিভিন্ন স্তরের দেহ সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি। অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকারের দেহ বিভিন্ন স্তরের চেতনার উপর নির্ভর করে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৮/৬) বলা হয়েছে—*যং যং বাপি স্মরন ভাবম্।* মৃত্যুর সময়ে চেতনা জীবের পরবর্তী দেহ নির্ধারিত করে এইটিই আমার দেহান্তরের পন্থা। বিভিন্ন প্রকারের দেহ রয়েছে, এবং আমরা আমাদের চেতনা অনুসারে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হই।

শ্লোক ১৩৯

কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"জীবের সূক্ষ্ম স্বরূপ কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের সমান।

শ্লোক ১৪০

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥ ১৪০ ॥

কেশাগ্র—কেশাগ্র; শতভাগস্য—একশ ভাগের একভাগ; শতাংশে—একশ ভাগের এক ভাগ; সদৃশ—সমান; আত্মকঃ—যার প্রকৃতি; জীবঃ—জীব; সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম; স্বরূপঃ—স্বরূপ; অয়ম্—এই; সংখ্যাতীতঃ—অসংখ্য; হি—অবশ্যই; চিৎকণঃ—চিৎকণ।

অনুবাদ

" 'কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগ করলে তার শত শতাংশে সদৃশ স্বরূপই জীবের সূক্ষ্ম স্বরূপ; জীব—চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।'

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মূর্তিমান বেদগণের বন্দনার উদ্ধৃতি। *ভগবদ্গীতায়ও* (১৫/৭) বলা হয়েছে—*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*—"এই জড় জগতে জীবসকল আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ।"

শ্রীকৃষ্ণ এখানে অণু সদৃশ জীবের সঙ্গে নিজের তুলনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম আত্মা, এবং জীব তাঁর অতি ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশ। কেশের অগ্রভাগকে অবশ্য এত সূক্ষ্ম কণায় ভাগ করা সম্ভব নয়, কিন্তু চিন্ময় স্তরে এত ক্ষুদ্র কণিকাও বর্তমান। চিন্ময় শক্তির এমনই প্রভাব যে তার একটি অণু সদৃশ অংশও এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক হতে পারে। সেই চিৎ-স্ফুলিঙ্গ একটি পিপীলিকা থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত প্রতিটি জীবের দেহেই রয়েছে। কর্ম অনুসারে এই চিৎ-স্ফুলিঙ্গ বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করে। জড় কার্যকলাপ সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি গুণের প্রভাবে সম্পাদিত হয়। এই তিনটি গুণের মিশ্রণ অনুসারে জীব বিভিন্ন প্রকার দেহ প্রাপ্ত হয়। এইটিই বৈদিক সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ১৪১

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ ॥ ১৪১ ॥

বালাগ্র—কেশাগ্র; শতভাগস্য—শত ভাগের; শতধা—শত ভাগ; কল্পিতস্য—বিভক্ত; চ—এবং; ভাগঃ—খণ্ড; জীবঃ—জীব; সঃ—সেই; বিজ্ঞেয়—জ্ঞাতব্য; ইতি—এইভাবে; চ—এবং; আহ—বলা হয়; পরা—শ্রেষ্ঠ; শ্রুতিঃ—বৈদিক মন্ত্র।

অনুবাদ

" 'কেশাগ্রের শতভাগকে শতভাগে বিভক্ত করলে যে সূক্ষ্মভাগ হয়, জীব—সেইরূপ সূক্ষ্ম, প্রধান শ্রুতিতে এই কথা বলা হয়েছে।'

তাৎপর্য

পঞ্চদশী চিত্রদীপ (৮১) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটির প্রথম তিনটি পদ *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* (৫/৯) থেকে নেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৪২

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥ ১৪২ ॥

সূক্ষ্মাণাম্—সূক্ষ্ম বস্তুদের মধ্যে; অপি—অবশ্যই; অহম্—আমি; জীবঃ—জীব।

অনুবাদ

'সূক্ষ্ম বস্তুদের মধ্যে, আমি জীব।'

তাৎপর্য

জীব ভগবানের সঙ্গে এক এবং ভিন্ন। আত্মারূপে, জীব গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক; কিন্তু, পরমেশ্বর ভগবান মহতের থেকেও মহীয়ান্, এবং জীব অণুর থেকেও অণীয়ান। এই উদ্ধৃতিটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১১/১৬/১১) একটি শ্লোকের তৃতীয় পদ।

শ্লোক ১৪৩

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ১৪৩ ॥

অপরিমিতাঃ—অসংখ্য; ধ্রুবাঃ—নিত্য; তনুভৃতঃ—দেহধারী জীব; যদি—যদি; সর্বগতাঃ—সর্ব ব্যাপক; তর্হি—তাহলে; ন—না; শাস্যতা—নিয়ন্ত্রণ যোগ্য; ইতি—এইভাবে; নিয়মঃ—নিয়ম; ধ্রুব—হে পরম সত্য; ন—না; ইতরথা—অন্যথা; অজনি—জাত; চ—এবং; যন্ময়ম্—যাঁর প্রভাবে পূর্ণ হয়ে; তৎ—তা; অবিমুচ্য—পরিত্যাগ না করে; নিয়ন্তৃ—নিয়ন্ত্রা; ভবেৎ—হতে পারে; সমম্—সর্বতোভাবে সমান; অনুজানতাম্—দার্শনিক মত অনুসরণকারীদের; যৎ—যা; অমতম্—নিশ্চিত হয়নি; মতদুষ্টতয়া—অশুদ্ধ মতের দ্বারা।

অনুবাদ

" 'হে ভগবান, দেহধারী অসংখ্য জীবেরা যদি সর্বগত হত, তাহলে তাদের আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার কোন প্রশ্নই থাকত না। কিন্তু, তাদের যদি আপনার নিত্য অণুসদৃশ অংশ বলে স্বীকার করা হয়, তাহলেই তারা আপনার অধীন হয়। জীব যদি চিৎকণ-রূপে গুণগতভাবে আপনার সঙ্গে এক বলে তারা যদি তাদের সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে তারাও অনেক কিছুর নিয়ন্তা হতে পারে। অতএব যারা জীব এবং তোমাকে 'এক' বলে মনে করে তাদের মতবাদ ভ্রান্ত এবং দূষিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮৭/৩০) শ্রুতিগণের উক্তি।

শ্লোক ১৪৪

তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম',—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তার মধ্যে স্থাবর এবং জঙ্গম—এই দু'টি ভেদ; এবং জঙ্গম জীবদের মধ্যে জলচর, স্থলচর এবং খেচর এই তিনটি বিভাগ রয়েছে।

তাৎপর্য

জীব কিভাবে বিভিন্ন অবস্থায় জীবনধারণ করে, সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। বৃক্ষ, লতা, পাথর ইত্যাদি রয়েছে যা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। তারা স্বেচ্ছায় চলাফেলা করতে পারে না, কিন্তু তাদের চেতনা রয়েছে, এবং তারাও জীব। বৃক্ষ, লতা এবং প্রস্তর শরীরেও জীবাত্মা রয়েছে। তারা সকলেই জীব। জঙ্গম বা চলাফেরা করতে পারে যে সমস্ত জীব, তাদের মধ্যে কেউ কেউ জলচর, কেউ স্থলচর এবং কেউ খেচর। এমন অনেক জীব রয়েছে যারা আগুনের মধ্যে বা আকাশের মধ্যে থাকতে পারে। এই জড় জগতে সমস্ত জীবদের শরীর মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটি উপাদান দিয়ে তৈরি। এই শ্লোকে 'তার মধ্যে' শব্দটির দ্বারা 'ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে' বোঝানো হয়েছে। জড় ব্রহ্মাণ্ড পাঁচটি জড় উপাদান দিয়ে তৈরি। এমন নয় যে কেবল এই গ্রহেই জীব রয়েছে এবং অন্য কোথাও জীব নেই। বৈদিক তত্ত্ব জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে জীব সর্বত্রই রয়েছে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/২৪) বলা হয়েছে—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥

"এই জীবাত্মাকে অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না, আগুন দিয়ে পোড়ানো যায় না, জল দিয়ে ভেজানো যায় না এবং বায়ু দিয়ে শুকানো যায় না। এই জীবাত্মা নিত্য, সর্বত্র গমনশীল, অপরিবর্তনীয়, অচল এবং সনাতন।"

জড় উপাদানগুলির সঙ্গে জীবাত্মার কোন সম্পর্ক নেই। যে কোন জড় বস্তু অস্ত্র দিয়ে কাটা যায়, বিশেষ করে মাটি। কিন্তু, জীবাত্মাকে অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না অথবা আগুন দিয়ে পোড়ানো যায় না। তাই সে আগুনের মধ্যেও থাকতে পারে। বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে সূর্য গ্রহেও জীব রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুসারে জীব সর্বত্র থাকতে পারে—স্থলে, জলে, বায়ুতে এবং আগুনে। যে অবস্থাতেই জীব থাকুক না কেন সে অবস্থাতেই অপরিবর্তনীয় (*স্থাণু*)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি এবং *ভগবদ্গীতার* বর্ণনা থেকে আমরা স্থির করতে পারি যে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই জীব রয়েছে। বৃক্ষ, লতা, জলচর, পক্ষী, মানুষ ইত্যাদি দেহ ধারণ করে জীব সর্বত্রই রয়েছে।

শ্লোক ১৪৫

তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্প। মনুষ্যদের মধ্যে আবার ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ইত্যাদি অসভ্য জাতি রয়েছে।

শ্লোক ১৪৬

বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"মানুষদের মধ্যে যারা বেদের অনুগামী, তাদেরই কেবল সভ্য বলে গণনা করা হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধ সংখ্যক মানুষই মুখেই কেবল বেদ মানে। তারা বেদে নিষিদ্ধ পাঁপ করে এবং ধর্ম আচরণ করে না।

তাৎপর্য

'বেদ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। পরমেশ্বর ভগবানকে জানা এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে, সেই সম্পর্ক অনুসারে আচরণ করাই প্রকৃত জ্ঞান। বেদের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করার নামই ধর্ম। ধর্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করা। বৈদিক নির্দেশ পরমেশ্বর ভগবানেরই নির্দেশ। 'আর্য' হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা অনাদিকাল ধরে বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করে আসছেন। জীব যাতে ভগবানকে জানতে পারে, সেই জ্ঞান প্রদানকারী বেদের সূচনা যে কবে হয়েছিল তা মানুষ তার জড় বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারে না। যে শাস্ত্র অথবা জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবানকে

অনুসন্ধান করে, তাকেই সৎ ধর্ম বলে স্বীকার করা যায়, কিন্তু স্থান, মানুষের বোঝার ক্ষমতা এবং অনুসরণ করার ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন রকমের ধর্ম রয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/৬) সর্বোত্তম ধর্মের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।* সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম আদি সম্বন্ধে অবগত হয়ে পূর্ণরূপে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। সেই পূর্ণ উপলব্ধি প্রদানই বৈদিক জ্ঞানের পূর্ণতা। বৈদিক জ্ঞান সুসংবদ্ধভাবে ভগবানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।* সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে জানা। যাঁরা যথাযথভাবে বৈদিক জ্ঞানের পন্থা অনুসরণ করে ভগবানের অনুসন্ধান করেছেন, তাঁরা কখনই ভগবানের আইন অমান্য করে পাপ কর্ম করতে পারেন না। কিন্তু, এই কলিযুগে, মানুষ যদিও বিভিন্ন ধর্মের অনুগামী বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, কিন্তু তারা প্রায় সকলেই বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে পাপ কর্ম করছে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে বলেছেন—"বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে।" এই যুগে, মানুষ মুখে ধর্ম মানলেও ধর্মনীতির অনুসরণ করে না। পক্ষান্তরে, তারা সব রকমের পাপ কর্ম করে।

শ্লোক ১৪৭

ধর্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্মনিষ্ঠ'।
কোটি-কর্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"বৈদিক জ্ঞানের অনুগমনকারীদের মধ্যে অধিকাংশই সকাম কর্মী। এই প্রকার কোটি কোটি সকাম কর্মী থেকে একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, যারা পুণ্য কর্মের ফলভোগ করতে চান তাদেরই বলা হয় কর্মনিষ্ঠ। বেদের অনুগামীদের মধ্যে কেউ কেউ পুণ্যফল ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করে, সব কিছুই পরমেশ্বরকে অর্পণ করেন, তারাও কর্মনিষ্ঠ। কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে ধন উপার্জন করে, তা দিয়ে বিদ্যালয় বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। নিজের জন্য বা জনসাধারণের জন্য যে ব্যক্তি ধন উপার্জন করেন, তিনি কর্মনিষ্ঠ। এই প্রকার কোটি কোটি কর্মনিষ্ঠের থেকে একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। যারা কর্মফল ভোগ করার বাসনা পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবার আশায় নিষ্ক্রিয় হন, তাদের বলা হয় জ্ঞানী। তারা কর্মফল ভোগ না করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবার ব্যাপারেই অধিক আগ্রহী। এই উভয় প্রকার মানুষই স্বার্থপর। সকাম কর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে এই জড়-জগতে স্বার্থ অন্বেষণ করে, এবং জ্ঞানীরা পরোক্ষভাবে ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে স্বার্থ অন্বেষণ করে। জ্ঞানীদের মতে সকাম কর্ম অপূর্ণ। তাদের মতে নিষ্ক্রিয়

হয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়াই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। জ্ঞানীরা জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের লক্ষ্য এই তিনের পার্থক্য লোপ করে দিতে চায়। এই দর্শনকে বলা হয় কেবলাদ্বৈতবাদ, এবং প্রকৃতপক্ষে তা চেতনার অবলুপ্তি।

শ্লোক ১৪৮

কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এই রকম কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যে কদাচিৎ একজন মুক্ত হতে পারেন, এবং এই রকম কোটি কোটি মুক্তদের মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত পাওয়াও দুষ্কর।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে যথার্থ জ্ঞানের অভাবে জ্ঞানীরা যথার্থ মুক্তি লাভ করতে পারে না। তারা কেবল মনে করে যে তারা মুক্ত হয়ে গেছে। পরমেশ্বর ভগবানকে জানাই জ্ঞানের পূর্ণতা। *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দতে।* পরম সত্য বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান, এই তিনরূপে বর্ণিত হন। ব্রহ্মজ্ঞান এবং পরমাত্মা জ্ঞান ভগবানকে জানার স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত অপূর্ণ। তাই ঐ শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—" কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত।" যারা নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মার তত্ত্ব অনুসন্ধান করেছেন তারা অবশ্যই মুক্ত বলে স্বীকৃত, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে; *শ্রীমদ্ভাগবতে* তাদের *বিমুক্ত মানিনঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু তাদের ধারণাও অপূর্ণ । পরমেশ্বর ভগবানকে জানার মাধ্যমেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"ঋষিগণ, আমাকে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার পরম ভোক্তা, সমগ্র জগতের পরম ঈশ্বর এবং সমস্ত জীবের পরম সুহৃদরূপে জেনে যথার্থ শান্তি লাভ করেন।"

কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীরা তত্ত্ব অনুসন্ধান করে চলেছেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সেই অনুসন্ধান পূর্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা শান্তি লাভ করতে পারে না। তাই *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।* শ্রীকৃষ্ণকে যখন যথাযথ ভাবে জানা যায় তখনই কেবল শান্তি লাভ করা যায়। তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৪৯

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, সকলি 'অশান্ত' ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণভক্ত যেহেতু নিষ্কাম তাই তিনি শান্ত। কিন্তু ভুক্তিকামী কর্মী, মুক্তিকামী জ্ঞানী এবং সিদ্ধিকামী যোগীরা জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারেনি বলে অশান্ত।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তদের কৃষ্ণসেবা ছাড়া আর কোন বাসনা নেই। তথাকথিত মুক্তরাও কামনা বাসনায় পূর্ণ। সকাম কর্মীরা জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কামনা করে, জ্ঞানীরা জড় জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবার কামনা করে এবং যোগীরা যোগ সিদ্ধি কামনা করে। এরা সকলেই কামনা যুক্ত তাই তারা শান্ত হতে পারে না।

শান্তির সূত্র শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* দিয়েছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

কেউ যখন জানতে পারে যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন একমাত্র ভোক্তা, তখন তিনি সবরকম যজ্ঞ এবং তপস্যা সম্পাদন করেন কেবল তাঁর চরণে ভক্তি লাভ করার জন্যই। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর। তিনি সারা জগতের অধীশ্বর, তাই তিনিই সারা জগতের একমাত্র ভোক্তা। তিনিই সমস্ত জীবদের একমাত্র বন্ধু এবং তিনিই কেবল তাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করতে পারেন। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, তখন তিনি সর্বতোভাবে নিষ্কাম হন, কেননা তিনি তখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন তার পরম সুহৃদ এবং রক্ষাকর্তা। আর ভগবানও তার ভক্তের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*— "হে কৌন্তেয়, উদাত্ত কণ্ঠে তুমি ঘোষণা কর যে আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাই ভক্ত আর তার নিজের ব্যাপারে চিন্তা করেন না; ভক্তের রক্ষণাবেক্ষণ পরমেশ্বর ভগবানই করেন। তাই ভক্ত কেন আর নিজের ভাল-মন্দের কথা চিন্তা করবে? তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। কৃষ্ণভক্ত নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেন না। তিনি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। "অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—বিশ্বাস পালন।" ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম কেননা তিনি জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাকে সর্ব অবস্থায় রক্ষা করবেন। এমন নয় যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্যের প্রত্যাশী; একটি শিশু যেভাবে তার পিতামাতার উপর নির্ভর করে, কৃষ্ণভক্তও ঠিক সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করে। শিশু জানেনা কিভাবে তার পিতা-মাতার সাহায্য প্রত্যাশা করতে হয়, কিন্তু তবুও তার পিতামাতা সবসময় তাকে আগলে রাখেন। একেই বলা হয় নিষ্কাম।

কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীরা যদিও বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে তাদের বাসনা চরিতার্থ করেন, তবুও তারা সন্তুষ্ট হতে পারেন না। কর্মী কঠোর পরিশ্রম করে এক কোটি টাকা

উপার্জন করতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সন্তুষ্ট হন না, তখন তিনি আর এক কোটি টাকা উপার্জনের বাসনা করেন। কর্মীদের বাসনার অন্ত নেই। কর্মীরা যত পায়, তত চায়। জ্ঞানীরাও বাসনা শূন্য হতে পারে না, কেননা তাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত। তারা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়, কিন্তু সেই স্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও তারা সন্তুষ্ট হতে পারে না। বহু জ্ঞানী এবং সন্ন্যাসী এই জগৎকে মিথ্যা বলে মনে করে সবকিছু ত্যাগ করে, কিন্তু তার পরে আবার এই জগতে ফিরে এসে রাজনীতি বা সমাজ-সেবায় যুক্ত হয়ে স্কুল এবং হাসপাতাল খোলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে তারা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম (ব্রহ্ম সত্যম্‌) প্রাপ্ত হতে পারেন নি। তাদের আবার জড় জগতে ফিরে এসে জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে হয়। তারা তাদের জাগতিক বাসনা চরিতার্থ করতে তৎপর হন, এবং এই সমস্ত বাসনার নিবৃত্তি হলে, তারা অন্য কোন কিছুর বাসনা করেন। তাই জ্ঞানীরা নিষ্কাম হতে পারেন না। যোগীরাও নিষ্কাম হতে পারেন না, কেননা তারা ভেল্কীবাজী দেখিয়ে নাম কেনার জন্য যোগসিদ্ধি কামনা করেন। লোকেরা ভেল্কীবাজী দেখার জন্য এই সমস্ত যোগীদের চারপাশে ভীড় করে, এবং যোগীরাও বাহবা পাবার জন্য নানা রকম ভেল্কিবাজী দেখায়। যেহেতু তারা তাদের যৌগিক সিদ্ধির অপব্যবহার করে, তাই তারা অধঃপতিত হয়। তাদের পক্ষে নিষ্কাম হওয়া সম্ভব নয়।

কৃষ্ণভক্তরাই কেবল নিষ্কাম কেননা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার ফলে তারা সর্বতোভাবে তৃপ্ত। তাই এখানে বলা হয়েছে—কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম। কৃষ্ণভক্ত যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত, তাই তার অধঃপতনের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ১৫০

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ১৫০ ॥

মুক্তানাম্‌—অজ্ঞানের বন্ধন থেকে যারা মুক্ত হয়েছেন; **অপি**—এমন কি; **সিদ্ধানাম্‌**—যারা সিদ্ধিলাভ করেছেন; **নারায়ণ-পরায়ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের ভক্ত; **সুদুর্লভঃ**—অত্যন্ত দুর্লভ; **প্রশান্তাত্মা**—সর্বতোভাবে তৃপ্ত এবং নিষ্কাম; **কোটিষু**—কোটি কোটি; **অপি**—অবশ্যই; **মহামুনে**—হে মহামুনি।

অনুবাদ

"হে মহর্ষি, কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধদের মধ্যে নারায়ণ পরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৬/১৪/৫) থেকে উদ্ধৃত। নারায়ণ পরায়ণ ভগবদ্ভক্তই কেবল সর্বতোভাবে প্রশান্ত। যিনি নারায়ণ পরায়ণ, তিনি সবরকম জড় বন্ধন থেকে মুক্ত। তিনি ইতিমধ্যেই সর্বপ্রকার যোগ সিদ্ধি লাভ করেছেন। ভুক্তি, মুক্তি এবং সিদ্ধির স্তর অতিক্রম

করে নারায়ণ পরায়ণ না হলে সর্বতোভাবে তৃপ্ত হওয়া যায় না। সেইটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তর।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া আর কোন বাসনা যার নেই, এবং যিনি জ্ঞান মার্গের দ্বারা প্রভাবিত নন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞান থেকে মুক্ত। উত্তম ভক্ত তিনিই যিনি কর্ম অথবা জ্ঞান অথবা যোগের পন্থা দ্বারা প্রভাবিত নন। তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করেন, এবং কৃষ্ণের সেবা করেই সন্তুষ্ট থাকেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/১৭/২৮) বলা হয়েছে—*নারায়ণ পরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।* তারা কোন কিছুতেই ভীত হন না। তাদের কাছে স্বর্গ এবং নরক সমান। নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার ফলে মূর্খেরা তাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। লক্ষ্মীপতি নারায়ণের কৃপায় ভগবদ্ভক্তেরা জড় জগতে সবচাইতে ঐশ্বর্য মণ্ডিত। পাষণ্ডীরা সর্বদাই নারায়ণ এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত জানেন কিভাবে অন্য ভক্তদের প্রীতি সাধন করতে হয়; কেননা তিনি জানেন যে নারায়ণের ভক্তের প্রীতি সাধন করার মাধ্যমে নারায়ণের প্রীতি সাধন করা যায়। তাই ভগবদ্ভক্ত তার গুরুদেবকে সমস্ত ঐশ্বর্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন; কেননা তিনি জানেন যে নারায়ণের প্রতিনিধির প্রীতি সাধন সম্পাদন করার মাধ্যমে তিনি নারায়ণের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারেন। নারায়ণ সম্বন্ধে যাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা নারায়ণ এবং তাঁর ভক্ত উভয়ের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। তাই তারা যখন নারায়ণের ভক্তকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত অবস্থায় দর্শন করে, তখন তারা তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। কিন্তু নারায়ণের ভক্ত যখন সেই সমস্ত মূর্খ মানুষদের তাঁর সঙ্গে সেই ঐশ্বর্য উপভোগ করে; সুখে বাস করার জন্য নিমন্ত্রণ জানান, তখন তারা তাতে সম্মত হয় না। কেননা তারা অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ, আমিষ আহার, নেশা এবং দ্যূত-ক্রীড়া ত্যাগ করতে পারে না। তাই জড়বাদীরা, ভগবদ্ভক্তের ঐশ্বর্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও নারায়ণ পরায়ণ ভক্তের সঙ্গ করতে চায় না। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে; সাধারণ মানুষেরা—দোকানদার এবং শ্রমিকরা—আমাদের ভক্তদের কাজ না করেই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে দেখে, কোথা থেকে তারা এত টাকা পায় তা জানতে উৎসুক হয়। তারা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কাজ না করে কিভাবে এত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা সম্ভব? আপনারা এত টাকা পয়সা, সুন্দর কাপড়-চোপড়, এবং এত গাড়ী কোথা থেকে পান? আর আপনাদের মুখই বা এত উজ্জ্বল কেন?" শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর ভক্তদের পালন করেন তা না জেনে, এই সমস্ত মানুষেরা ভক্তদের দেখে আশ্চর্য হয় এবং ঈর্ষাপরায়ণ হয়।

শ্লোক ১৫১

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"জীব তার কর্ম অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে। কখনও সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হয় এবং কখনও নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হয়। এইভাবে ভ্রমণরত অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কোন একটি জীব তার অসীম সৌভাগ্যের ফলে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, সদ্গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে। এইভাবে, গুরু ও কৃষ্ণ, উভয়ের কৃপার প্রভাবে জীব ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ড বলতে আমরা সারা ব্রহ্মাণ্ডকে বোঝাই। অথবা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সমন্বিত এই জড় জগতকে বোঝাই। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অগণিত গ্রহ রয়েছে এবং সেই সমস্ত গ্রহে, স্থলে, জলে এবং আকাশে অসংখ্য জীব রয়েছে। সর্বত্রই অসংখ্য জীব রয়েছে। তারা মায়ার প্রভাবে, তাদের কর্ম অনুসারে, জন্ম-জন্মান্তরে সুখ-দুঃখ ভোগ করছে। এইটিই জড় জগতে বদ্ধজীবের অবস্থা। এইরকম অসংখ্য জীবের মধ্যে, কোন ভাগ্যবান জীব, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সদ্গুরুর সংস্পর্শে আসে।

শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং কেউ যদি কোন কিছুর বাসনা করে, শ্রীকৃষ্ণ তাহলে তার সেই বাসনা পূর্ণ করেন। জীব যদি ঘটনাক্রমে বা সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সংস্পর্শে আসে এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়, তাহলে তার হৃদয়ে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ তাকে সদ্গুরুর সংস্পর্শে আসার সুযোগ দেন। একেই বলা হয় গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদ। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবকেই কৃপা করতে চান, এবং জীব যখনই ভগবানের কৃপা লাভে আকাঙ্ক্ষী হয়, ভগবান তৎক্ষণাৎ তাকে সদ্গুরুর সংস্পর্শে আসার সুযোগ দেন। এইভাবে সেই জীব শ্রীকৃষ্ণ এবং গুরুদেব উভয়েরই কৃপা লাভ করেন। তার অন্তর থেকে শ্রীকৃষ্ণ তাকে সাহায্য করেন। এবং বাহির থেকে গুরুদেব তাকে সাহায্য করেন। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী জীবকে শ্রীকৃষ্ণ এবং গুরুদেব, উভয়েই সাহায্য করেন।

জীব কিভাবে এই সৌভাগ্য লাভ করে তা শ্রীল নারদ মুনির জীবনে সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। নারদ মুনি তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে ছিলেন এক দাসীর সন্তান। যদিও সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়নি, তথাপি তাঁর মাতা সৌভাগ্য বশে কয়েকজন বৈষ্ণব সাধুর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বর্ষার চার মাস যখন তাঁরা এক স্থানে অবস্থান করে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করছিলেন, তখন শিশু নারদ তাঁদের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। সেই বৈষ্ণবেরা তাঁকে কৃপা করে তাঁদের প্রসাদ দান করেছিলেন। বৈষ্ণবকে সেবা করার ফলে এবং তাঁদের উপদেশ পালন করার ফলে, শিশু নারদ তাঁদের কৃপা লাভ করেছিলেন, এবং বৈষ্ণবদের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি ধীরে ধীরে শুদ্ধভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবদের প্রধান গুরু ও আচার্য দেবর্ষি নারদে পরিণত হয়েছিলেন।

নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকে কৃষ্ণভক্তি লাভের সুযোগ দান করে মানব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা করছে। যথার্থ ভাগ্যবান ব্যক্তিরা এই আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হচ্ছেন। তারপর, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাদের জীবন সার্থক হচ্ছে। সকলেরই হৃদয়ে সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি রয়েছে, এবং শুদ্ধভক্তদের সান্নিধ্যে আসার ফলে সেই সুপ্ত ভগবদ্ভক্তি জাগরিত হয়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের* মধ্যলীলায় (২২/১০৭) বলা হয়েছে—

> নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয় ।
> শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥

শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সকলেরই হৃদয়ে সুপ্তভাবে রয়েছে। কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার ফলে, তাদের সৎ উপদেশ পালন করার ফলে এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সেই সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়। এইভাবে জীব ভক্তিলতার বীজ লাভ করে। "গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।"

শ্লোক ১৫২

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

'সেই বীজ লাভ করার পর, মালী হয়ে সেই বীজটিকে হৃদয়ে রোপণ করতে হয়, এবং শ্রবণ, কীর্তন রূপ জল তাতে সিঞ্চন করতে হয়।

তাৎপর্য

ভক্তদের সঙ্গে বাস করা বা ভগবানের মন্দিরে বাস করার অর্থ হচ্ছে শ্রবণ-কীর্তনের পন্থার সঙ্গ করা। কখনও কখনও নবীন ভক্তরা মনে করে যে তারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা ব্যতীত শ্রবণ-কীর্তনের পন্থা অনুশীলন করতে পারবে। কিন্তু ভগবানের বিগ্রহের আরাধনা না করে কেবল শ্রবণ-কীর্তনের পন্থা অনুসরণ করা শুধু হরিদাস ঠাকুরের মতো অতি উন্নত ভক্তদের পক্ষেই সম্ভব। হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করে, কেবল শ্রবণ কীর্তন করার জন্য, ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তদের পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়।

গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে ভগবদ্ভক্তি দান করে তাঁর অসীম কৃপা প্রদর্শন করেন। সেইটিই গুরুদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। যারা পুণ্যবান তারাই জীবনের এই পরম মঙ্গলময় ফল লাভ করতে সক্ষম, এবং সেই মঙ্গল সাধন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠান। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার মূর্ত প্রতীক শ্রীগুরুদেব শ্রদ্ধাবান ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের সেই কৃপা বিতরণ করেন। এইভাবে গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেন কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে হয়। একে বলা হয় গুরুকৃপা। শ্রীকৃষ্ণ যে যোগ্য শিষ্যদের

কাছে সদ্‌গুরু প্রেরণ করেন, তা তাঁর অশেষ করুণার নিদর্শন। কৃষ্ণের কৃপায় একজন সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন, এবং সদ্‌গুরুর কৃপায় শিষ্য ভগবানের সেবা করার শিক্ষা লাভ করেন।

ভক্তিলতা বীজ মানে 'ভগবদ্ভক্তির বীজ'। সবকিছুরই একটি মূল কারণ বা বীজ রয়েছে। যে কোন ধারণা, পরিকল্পনা, কর্মসূচী ইত্যাদির একটি মৌলিক ধারণা থাকে এবং তাকে বলা হয় বীজ। যে বীজ থেকে ভগবানের সেবা রূপ লতিকা উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় ভক্তিলতা বীজ। কৃষ্ণের কৃপায় গুরুদেবের কাছ থেকে এই ভক্তিলতা বীজ পাওয়া যায়। অন্যাভিলাষ বীজ, কর্ম বীজ এবং জ্ঞান বীজ থেকে সেই সেই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত বীজ থেকে ভক্তিলতার বীজ পৃথক। গুরু-কৃষ্ণের প্রসন্নতা থেকেই ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। তাঁরা অপ্রসন্ন হলে অন্যাভিলাষ কর্ম বা জ্ঞান বীজের প্রাপ্তি ঘটতে পারে, কিন্তু শুদ্ধভক্তির বীজ লুপ্ত হয়ে যায়। যাদের প্রকৃত সৌভাগ্য নেই তাদের ভক্তিলতা বীজ প্রাপ্তি ঘটে না। শ্রদ্ধাবান জীবই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন। গুরুকৃপা লাভের পর, গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে শ্রবণ-কীর্তনের পন্থা অনুশীলন করতে হয়। যিনি যথাযথভাবে গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ করেননি অথবা যিনি গুরুদেবের দেওয়া বিধি নিষেধগুলি অনুশীলন করেন না তিনি কীর্তন করার উপযুক্ত নন। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪১) সেই কথা বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—*ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।* যিনি সাবধানতা সহকারে গুরুদেবের নির্দেশ শ্রবণ করেননি, তিনি ভগবানের নাম কীর্তন করার এবং ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার অযোগ্য। শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করার মাধ্যমে ভক্তিলতার বীজটিতে জল সেচন করতে হয়।

শ্লোক ১৫৩

উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায় ।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তিলতার বীজটিতে জল সেচন করার ফলে বীজটি অঙ্কুরিত হয়, এবং ভক্তিলতা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে, জড়-জগৎ এবং চিৎ-জগতের মধ্যবর্তী বিরজা নদী অতিক্রম করে, ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মজ্যোতি ভেদ করে পরব্যোম বা চিৎ-জগতে গিয়ে পৌঁছায় ।

তাৎপর্য

লতা সাধারণত বৃক্ষকে আশ্রয় করে, কিন্তু ভক্তিলতা চিন্ময় লতা হওয়ার ফলে এই জড় জগতের কোন কিছুকেই আশ্রয় করে না। ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুর প্রতি ভক্তি প্রযুক্ত হতে পারে না। ভক্তি কেবল পরমেশ্বর ভগবানেরই জন্য। অজ্ঞ লোকেরা কখনও কখনও মনে করে যে জড় বস্তুতেও ভক্তি আরোপ করা যেতে পারে। অর্থাৎ, তারা বলে যে

দেশ, জাতি বা দেবদেবীদের ভক্তি করা যেতে পারে, কিন্তু তা যথার্থ নয়। ভক্তি কেবল ভগবানেরই জন্য, এবং তা এই জড়া-প্রকৃতির অতীত। ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করে বিরজা নদী; সেখানে প্রকৃতির তিনটি গুণের সাম্য অবস্থা লক্ষিত হয়। তা প্রকৃত কলুষ বিধৌতিকারিণী স্রোতস্বিনী। 'বি' মানে বিগত 'রজ' মানে জড়-প্রকৃতির প্রভাব। এই স্তরে জীব জড়-জগতের সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। তা অতিক্রম করে জ্ঞানীদের আদর্শ 'ব্রহ্মলোক'। বিরজায় যেমন ভক্তিলতার আশ্রয়ে উপযোগী বৃক্ষ নেই, ব্রহ্মলোকেও তেমন ভক্তিলতার সেব্য বৃক্ষের অভাব। আশ্রয় বৃক্ষ না পেয়ে শ্রবণ-কীর্তন জল-সিক্তা বর্ধমানা লতা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করে 'পরব্যোম' ধাম লাভ করে।

শ্লোক ১৫৪

তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন' ।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তারপর তা তারও উপরে গোলোক বৃন্দাবনে গিয়ে পৌঁছায়, এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণের চরণ রূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) বলা হয়েছে—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজন করি, যিনি তাঁর নিজধাম গোলোকে তাঁর হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত প্রকাশ শ্রীমতী রাধারাণী এবং তাঁর কলাস্বরূপ তাঁর অন্তরঙ্গ সহচরীসহ আনন্দ চিন্ময় রসে প্রতিভাবিত হয়ে নিত্য বিরাজ করেন।" চিন্ময় জগতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিন্ময় শক্তিতে নিজেকে বিস্তার করেছেন। তাঁর রূপ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। গোলোক বৃন্দাবনে সবকিছুই সৎ, চিৎ এবং আনন্দের প্রকাশ। সেখানে সবকিছুই আনন্দ চিন্ময় রসের প্রকাশ। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর সেবকদের সম্পর্ক চিন্ময় রসের। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর পার্ষদ ও সেবা সামগ্রীও সেই চিন্ময় শক্তিরই প্রকাশ। চিন্ময় রস যখন জড় শক্তির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তা সর্বব্যাপ্ত হয়। পরমেশ্বর ভগবান যদিও তাঁর নিজধাম গোলোক বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, তবুও তিনি সর্বত্রই বর্তমান। *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং ।* যদিও অগণিত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, তিনি সবকটি ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান, আবার তিনি প্রতিটি অণুতেও বিরাজমান। *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়েও বিরাজমান। এটিই তাঁর সর্বব্যাপক শক্তি।

চিৎ জগতের সর্বোচ্চলোক গোলোক বৃন্দাবন। চিৎ জগতে যেতে হলে প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে বিরজা অতিক্রম করে ব্রহ্মলোক পার হয়ে পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠে পৌঁছান যায়। ব্রহ্মময় বৈকুণ্ঠের উপরিভাগেই গোলোক বৃন্দাবন অবস্থিত। বৈকুণ্ঠলোকে নারায়ণ মর্যাদা সহকারে পূজিত হন। সেখানে শান্ত ও দাস্য রসেরই প্রাধান্য; এবং সখ্য রস গৌরব সখ্য রূপে আংশিকভাবে প্রকাশিত। কিন্তু গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্যার্ধের সঙ্গে বিশ্রম্ভরূপ সখ্যার্ধ, বাৎসল্য ও মধুর, এই পাঁচটি রস পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। এখানেই ভক্তিলতা সর্বতোভাবে আশ্রয় পেয়ে থাকে।

শ্লোক ১৫৫

তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল ।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"গোলোক বৃন্দাবনে সেই ভক্তিলতা বিস্তারিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেম রূপ ফল প্রদান করেন, আর এখানে, মালী সেই লতাটির গোড়ায় নিত্য শ্রবণ-কীর্তন আদি জল সিঞ্চন করেন।

তাৎপর্য

গোলোক বৃন্দাবনে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ভক্তদের অতি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। ভক্ত সেখানে গভীর প্রেমে ভগবানের সেবায় যুক্ত। সেই প্রকার প্রেম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং প্রদর্শন করে জড় জগতের মানুষদের সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। ভক্তিলতিকার ফল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের শুদ্ধ বাসনা। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।" (চৈঃ চঃ আদি ৪/১৬৫) চিৎ জগতের পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন ব্যতীত আর কোন বাসনা নেই। এই জড় জগতে বদ্ধজীবেরা বুঝতে পারে না, ভক্তরা এই জড় জগতে থাকা সত্ত্বেও কিভাবে ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবা করতে পারে, এবং সর্বদা ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনে যুক্ত থাকতে পারে। শুদ্ধভক্ত এই জড় জগতে বিরাজ করলেও সর্বদা ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবায় যুক্ত। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তরাও তা বুঝতে পারেন না। তাই বলা হয়েছে—"বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।"

জড় জগতে জীব তার কর্মফল অনুসারে বিভিন্ন গ্রহে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে। কোটি কোটি জীবের মধ্যে কদাচিৎ একজন সৌভাগ্যক্রমে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন। সদ্‌গুরুর কৃপায় এবং কৃষ্ণের কৃপায়, ভক্ত শ্রবণ-কীর্তন রূপ জল তাতে সেচন করেন। এইভাবে ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বর্ধিত হতে থাকে, এবং ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে বিরজা অতিক্রম করে বৈকুণ্ঠে গিয়ে পৌঁছায়। তারপর তা আরও বর্ধিত হয়ে চিৎ-জগতে সর্বোচ্চলোক শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম গোলোক বৃন্দাবনে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে ভক্তিলতা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম রূপ কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে। তখন সেই ভক্তি লতায়

ভগবৎ-প্রেমরূপ ফল ফলে। যে ভক্ত ভক্তিলতার রক্ষণাবেক্ষণ করেন তাকে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হয়। ভক্তিলতা গোলোক বৃন্দাবনে পৌঁছে ফল দিতে শুরু করলেও, এখানে তার গোড়ায় শ্রবণ-কীর্তন রূপ জল সেচন করতে হয়। "ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল।" এমন নয় যে, কোন বিশেষ স্তরে উন্নীত হলে, একজন শ্রবণ-কীর্তন রূপ জল সেচন বন্ধ করে দিতে পারে। যদি তা করে, অবশ্যই সে ভগবদ্ভক্তি থেকে পতিত হয়। যত বড় ভক্তই হোক না কেন, তাঁর শ্রবণ-কীর্তন রূপ জল সেচন ত্যাগ করা উচিত নয়। অপরাধের ফলে কেবল জীব এই পন্থা পরিত্যাগ করে। তা পরবর্তী শ্লোকটিতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৫৬

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা ।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবদ্ভক্ত যদি এই জড় জগতে ভক্তিলতার সেবা করার সময় কোন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করেন, তাহলে ভক্তিলতার পাতা শুকিয়ে যায়। এই প্রকার বৈষ্ণব-অপরাধকে মত্ত হস্তীর আচরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

তাৎপর্য

বৈষ্ণবের সঙ্গ প্রভাবে ভক্তিভাব বর্ধিত হয়।

তাঁদের-চরণ সেবি ভক্তসনে বাস ।
জনমে জনমে হয়, এই অভিলাষ ॥

ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, ভক্তের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পূর্বতন আচার্যদের সন্তুষ্টি বিধান করা। মহাপ্রভুর পার্ষদ গোস্বামীরা হচ্ছেন আচার্য। নিষ্ঠা সহকারে পরম্পরার ধারায় আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করলে, কখনও আচার্য হওয়া যায় না। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করতে চান, তাহলে তার পূর্ববর্তী আচার্যকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। "এই ছয় গোঁসাই যাঁর মুঞি তাঁর দাস"—সবসময় মনে করা উচিত যে তিনি হচ্ছেন আচার্যদের দাসানুদাস, এবং এই মনোভাব পোষণ করে বৈষ্ণবদের সান্নিধ্যে বাস করা উচিত। কিন্তু, কেউ যদি মনে করেন যে তিনি খুব উন্নত হয়ে গেছেন এবং তার আর বৈষ্ণবদের সঙ্গ করার কোন প্রয়োজন নেই, এবং তারপর বৈষ্ণব-অপরাধের ফলে তিনি যদি বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ না করেন, তাহলে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। আদি লীলায় (৮/২৪) নামাপরাধের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিধি-নিষেধ পরিত্যাগ করে খেয়াল খুশি মতো জীবন যাপন করাকে মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যা ভক্তিলতাকে সমূলে উৎপাটিত করে হৃদয়রূপ উদ্যানকে তছনছ করে। তার ফলে ভক্তিলতা শুকিয়ে যায়। কেউ যখন গুরুদেবের নির্দেশের অবজ্ঞা করে, তখনই বিশেষ করে এই ধরনের অপরাধ হয়। তাকে বলা হয় গুরু-অবজ্ঞা। তাই ভক্তদের সবসময় অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয়, যাতে গুরুদেবের চরণে অপরাধ হয়ে না যায়। কেউ যখন গুরুদেবের নির্দেশের অবজ্ঞা করে, তখন ভক্তিলতার উৎপাটন শুরু হয়, এবং ধীরে ধীরে তার সমস্ত পাতা শুকিয়ে যায়।

শ্লোক ১৫৭

তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"অপরাধ রূপ হস্তী যাতে প্রবেশ করতে না পারে, তাই মালী যত্ন করে ভক্তিলতার চারিদিকে বেড়া দিয়ে দেন।

তাৎপর্য

ভক্তিলতা যখন বাড়তে থাকে, তখন তার চারপাশে বেড়া দিয়ে ভক্তকে তা রক্ষা করতে হয়। শুদ্ধভক্তেরা এইভাবে কনিষ্ঠ ভক্তকে রক্ষা করেন। তার ফলে বৈষ্ণব-অপরাধ রূপ মত্ত হস্তী ভক্তিলতাকে উৎপাটিত করার সুযোগ পায় না। কেউ যখন অভক্তদের সঙ্গ করে, তখন মত্ত হস্তী বাঁধন ছাড়া হয়ে পড়ে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, "অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।" বৈষ্ণবের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে অভক্তদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা। তথাকথিত উন্নত ভক্ত শুদ্ধভক্তদের সঙ্গ ত্যাগ করে সবচাইতে বড় অপরাধ করে। মানুষ সামাজিক জীব, এবং কেউ যদি শুদ্ধভক্তের সমাজ ছেড়ে চলে যায়, তাহলে তাকে অভক্তদের সঙ্গ (অসৎ সঙ্গ) করতেই হবে। অভক্তদের সঙ্গে ভক্তদের মতো আচরণ করে, তথাকথিত উন্নত ভক্ত হাতীমাতা অপরাধের শিকার হয়। তার ভক্তিলতা যতটুকু বর্ধিত হয়েছিল তা এই ধরনের অপরাধের ফলে অচিরেই সমূলে উৎপাটিত হয়। তাই যত্ন করে বেড়া দিয়ে ভক্তিলতাকে আগলে রাখতে হয়—অর্থাৎ, বিধি-নিষেধগুলি নিষ্ঠাভরে পালন করে শুদ্ধভক্তদের সঙ্গ করে ক্রমবর্ধমান ভগবদ্ভক্তিকে আগলে রাখতে হয়। কেউ যদি মনে করে যে কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্গে বহু কপট ভক্ত বা অভক্ত রয়েছে, তাহলে সরাসরিভাবে গুরুদেবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায়, এবং কোন সংশয় থাকলে, গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনা করা যায়। কিন্তু, গুরুদেবের আদেশ অনুসরণ না করে, বিধি-নিষেধগুলি পালন না করে, এবং ভগবানের দিব্যনাম শ্রবণ ও কীর্তন না করে, শুদ্ধভক্ত হওয়া যায় না। মনগড়া জল্পনা-কল্পনার প্রভাবে অধঃপতন হয়। অভক্তদের সঙ্গ প্রভাবে পাপ কর্মে লিপ্ত হলে ভগবদ্ভক্তি বিনষ্ট হয়। *শ্রীউপদেশামৃত* (২) গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

"নিম্নলিখিত ছয়টি কারণে ভগবদ্ভক্তি বিনষ্ট হয়—(১) প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করা, (২) জড় বিষয় লাভের জন্য অত্যধিক চেষ্টা করা, (৩) জড় বিষয় নিয়ে অনর্থক আলোচনা করা, (৪) পারমার্থিক উন্নতি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করা, অথবা শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি পরিত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে এবং খেয়াল খুশি মতো কার্য করা, (৫) কৃষ্ণবিমুখ বিষয়াসক্ত মানুষদের সঙ্গ করা এবং (৬) জড় বিষয়ের প্রতি লোভাতুর হওয়া।"

শ্লোক ১৫৮-১৫৯

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে 'উপশাখা' ।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা ॥ ১৫৮ ॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন' ।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-বাসনা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ভক্তিলতার অঙ্গে উপশাখার মতো।

তাৎপর্য

যারা পূর্ণতা লাভের আকাঙ্ক্ষী তাদের জন্য বিশেষ আচরণ বিধি নির্দিষ্ট হয়েছে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা ভক্তদের আমিষ আহার, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া এবং আসব পান বর্জন করার উপদেশ দিই। যে মানুষ এই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত হয় সে কখনও পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে পারে না, তাই যারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার আগ্রহী তাদের জন্য এই সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি নির্ধারিত হয়েছে। কুটীনাটী বা কৌটিল্যপূর্ণ ব্যবহার কখনও আত্মাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। এমনকি তার দেহ মনকেও সন্তুষ্ট করতে পারে না। দুষ্ট মন সর্বদাই সন্দেহ প্রবণ; তাই আমাদের আচরণ সর্বদাই অকপট এবং বেদ বিহিত হওয়া উচিত। আমরা যদি মানুষের সঙ্গে কপটতা করি, তাহলে আমাদের পারমার্থিক প্রগতি প্রতিহত হবে। জীবহিংসা বলতে পশুহত্যা এবং অন্য জীবের প্রতি ঈর্ষা বোঝায়। নিরীহ পশুদের হত্যা করা নিঃসন্দেহে সেই পশুদের প্রতি হিংসা। মনুষ্য শরীর পাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা (*অথাতো-ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*), পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। মনুষ্য-শরীর পাওয়ার ফলে, আমরা সকলেই পরমব্রহ্মকে জানার সুযোগ পেয়েছি। মানব সমাজের তথাকথিত নেতারা মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানে না, এবং তাই তারা অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়াসে সর্বদা ব্যস্ত। তা অত্যন্ত ভ্রান্তিজনক। প্রতিটি রাষ্ট্র এবং প্রতিটি সমাজ আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের মান উন্নত করার চেষ্টায় ব্যস্ত। মানব জীবনের উদ্দেশ্য এই চারটি পশু প্রবৃত্তির অনেক উর্ধ্বে। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন পশু-জগতের সমস্যা, এবং পশুরা অনায়াসে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু মানব সমাজ কেন এই

সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টায় মগ্ন থাকবে? অসুবিধাটা হচ্ছে যে মানুষ এই সরল দর্শন হৃদয়ঙ্গম করার শিক্ষা লাভ করেনি। তারা মনে করে যে মানব-সমাজের উন্নতি মানে হচ্ছে অধিকতর ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের সুযোগ।

বহু ধর্ম-প্রচারক আছেন যারা জানেন না কিভাবে জীবনের চরম সমস্যার সমাধান করা যায়, এবং তারাও মানুষকে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের শিক্ষা দান করেন। এটিও জীব হিংসা। কেননা প্রকৃত জ্ঞানদান না করে তারা জনসাধারণকে বিপথগামী করে। জড়-জাগতিক লাভ সম্বন্ধে সকলেরই মনে রাখা উচিত যে মৃত্যুর সময় সেই সবই ছেড়ে যেতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত মানুষেরা জানে না যে মৃত্যুর পরেও জীবন রয়েছে, তাই বিষয়াসক্ত মানুষেরা জড়-জাগতিক লাভ উপভোগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে, যা মৃত্যুর সময় ফেলে রেখে যেতে হবে। এই ধরনের লাভ প্রকৃত লাভ নয়। তেমনই জড় জগৎটাকে পূজা এবং প্রতিষ্ঠাও অর্থহীন, কেননা মৃত্যুর পর আর একটি শরীর ধারণ করতে হবে। জড় পূজা এবং প্রতিষ্ঠা এক প্রকার অলংকার যা দিয়ে পরবর্তী শরীরটি সাজানো যায় না। পরবর্তী জীবনে, পূর্বের সব কথা ভুলে গিয়ে একেবারে নতুন করে সব কিছু শুরু করতে হয়।

ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার সময় যত সমস্ত বাধা বিপত্তি আসে, সেগুলিকে এই শ্লোকে উপশাখা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলি প্রকৃত লতাটির বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত অনর্থ পরিহার করার ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকা উচিত। কখনও কখনও এই সমস্ত উপশাখাগুলিকে ঠিক ভক্তিলতার মতো মনে হয়। এই উপশাখাগুলি যখন একসঙ্গে ভক্তিলতার সঙ্গে থাকে তখন তাদের এক বলেই মনে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের উপশাখা বলা হয়। শুদ্ধভক্ত ভক্তিলতার সঙ্গে সেই সমস্ত উপশাখার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন, এবং তিনি তাদের আলাদা করে রাখেন।

শ্লোক ১৬০

সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায় ।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায় ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"জল পেয়ে উপশাখাগুলি বাড়তে থাকে, এবং তার ফলে ভক্তিলতা বাড়তে পারে না।

তাৎপর্য

'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার সময় কেউ যদি অপরাধ করে, তাহলে এই সমস্ত উপশাখাগুলি বাড়তে থাকে। কোন জাগতিক লাভের আশায় 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা উচিত নয়। সে সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদের ১৫৯ শ্লোকে বলা হয়েছে—

'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন' ।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ ॥

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উপশাখাগুলির বর্ণনা করে বলেছেন—"শ্রবণ ও কীর্তন নিরপরাধে অর্থাৎ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করে অপরাধের সঙ্গে অনুষ্ঠান করলে জীব ভোগ পরায়ণ, মায়াবাদীদের মতো মুক্তি আকাঙ্ক্ষী, যোগসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষী, কপট, অবৈধ স্ত্রী লম্পট, মিছা ভক্তি বা প্রাকৃত সহজিয়াদের পরিপোষণকারী, শৌক্র বংশ মর্যাদার ছলনার দ্বারাই পারমার্থিক মর্যাদার আগ্রহ বিশিষ্ট, পরীক্ষিৎ প্রদত্ত কলির স্থান পঞ্চকের অধিবাসী, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী, নাম মন্ত্র বিগ্রহ ভাগবতজীবী অশুক্লবৃত্তির দ্বারা ধনাদি সংগ্রহে তৎপর, 'নির্জন ভজনানন্দী' বলে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষী, চিদ্-জড় সমন্বয়বাদ পোষণ দ্বারা যশোলাভ ইচ্ছুক, অথবা গুরু-ধ্রুবের দাস্যসূত্রে বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধী অদৈববর্ণাশ্রমের অধীন ও পোষক প্রভৃতি বহুবিধ আখ্যায় আখ্যাত হয়ে,—অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রমত্ত হয়ে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত নশ্বর অবান্তর বস্তুর লাভোদ্দেশে নির্বোধ লোকদের বঞ্চনা করে জগতে 'ধার্মিক' বা 'সাধু' বা 'মহৎ' বলে পরিচয়কারী হয়ে পড়ে, বাস্তবিক শুদ্ধ হরি সেবক হতে পারে না।"

শ্লোক ১৬১

প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন ।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"বুদ্ধিমান ভক্ত প্রথমেই উপশাখাগুলির ছেদন করেন, তাহলে মূলশাখা বর্ধিত হয়ে বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপ কল্পবৃক্ষের আশ্রয় অবলম্বন করে।

তাৎপর্য

কারোর ভক্তিলতা যদি উপশাখাগুলির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, তাহলে সে আর ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে না। পক্ষান্তরে, তাকে এই জড় জগতেই থাকতে হয়, এবং শুদ্ধভক্তিবিমুখ জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে হয়। এই প্রকার মানুষেরা উচ্চতর লোকে উন্নত হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তাকে এই জড় জগতে আবদ্ধ থাকতে হয়, তাই তাকে জড় জগতের ত্রিতাপ-দুঃখ ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১৬২

'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয় ।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায় ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রেমফল পেকে যখন মাটিতে পড়ে, তখন মালী তা আস্বাদন করেন, এবং সেই ভক্তিলতাকে অবলম্বন করে মালী গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম রূপ কল্পবৃক্ষের আশ্রয় লাভ করেন।

শ্লোক ১৬৩

তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন ।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সেখানে তিনি সেই কল্পবৃক্ষের সেবা করেন, এবং মহানন্দে সেই প্রেমফলের রস আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

এখানে 'তাহাঁ' বলতে অপ্রাকৃত গোলোক বৃন্দাবনকে বোঝান হয়েছে। ভক্ত সেখানে ভগবৎ-প্রেমরূপ ফলের রস আস্বাদন করে নিত্য আনন্দ লাভ করেন।

শ্লোক ১৬৪

এইত পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ' ।
যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"গোলোক বৃন্দাবনে এই ভগবৎ-প্রেম লাভই জীবের পরম পুরুষার্থ; ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থ তার কাছে তৃণ-তুল্য।

তাৎপর্য

জ্ঞানী অথবা নির্বিশেষবাদীদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া; যাকে সাধারণত মোক্ষ বা মুক্তি বলে। যোগীদের পরম লক্ষ্য হচ্ছে অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি আদিতে অষ্টসিদ্ধি লাভ করা। কিন্তু ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবার মাধ্যমে প্রেম ফলের রস আস্বাদন করার নিত্য আনন্দের কাছে তা তৃণ-তুল্য। ভগবৎ-প্রেমানন্দের তুলনায় মুক্তিও অত্যন্ত নগণ্য; তাই শুদ্ধভক্তেরা কখনও সেগুলি কামনা করে না। নির্বিশেষবাদীদের ব্রহ্মানন্দ, শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *ললিত-মাধব* থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে নিতান্ত নগণ্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১৬৫

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজ-বিজয়িতা সত্যধর্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ ।
যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপু-বশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণী-পান্থতাং ন প্রযাতি ॥ ১৬৫ ॥

ঋদ্ধা—অতি চমৎকার; সিদ্ধি-ব্রজ—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, আদি যোগসিদ্ধি সমূহ; বিজয়িতা—বিজয়; সত্যধর্মা—সত্য, শৌচ, দান, তপশ্চর্যা ইত্যাদি ধর্ম; সমাধিঃ—যোগ

সমাধি; ব্রহ্মানন্দঃ—সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মসুখ; গুরুঃ—জড় বিচারে অতি মহান; অপি—যদিও; চমৎকারয়তি—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলেও; এব—কেবল; তাবৎ—ততক্ষণ পর্যন্ত; যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; প্রেম্ণাম্—কৃষ্ণ প্রেমের; মধুরিপু—মধু দৈত্যের রিপু শ্রীকৃষ্ণের; বশীকার—বশকারী; সিদ্ধৌষধীনাম্—সিদ্ধ ঔষধীর মতো; গন্ধঃ—গন্ধ মাত্র; অপি—এমন কি; অন্তঃকরণসরণী-পান্থতাম্—অন্তঃকরণ রূপ পথের পথিক; ন প্রযাতি—হয় না।

অনুবাদ

"যে পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে বশীকরণকারী সিদ্ধ ঔষধীরূপ প্রেমের লেশমাত্র অন্তঃকরণ পথের পথিক না হয়, সে পর্যন্ত সমৃদ্ধিশালিনী সিদ্ধি সমূহের শ্রেষ্ঠতা, সত্যাদি ধর্মমূলক সমাধি, উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ তাদের চাকচিক্যের দ্বারা জীবকে চমৎকৃত করে।

তাৎপর্য

সিদ্ধি-ব্রজ, ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী, যোগ সমাধি, ব্রহ্ম সাযুজ্য আদি বহু প্রকার জড় সিদ্ধি রয়েছে। জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে সেগুলি অবশ্যই অত্যন্ত আকর্ষণীয়, কিন্তু সেগুলির চাক্‌চিক্য কেবল ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ জীব ভগবদ্ভক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তি পরমেশ্বর ভগবানকে পর্যন্ত বশ করতে পারে। গোলোক বৃন্দাবনের অধিবাসীরা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর—এই পাঁচটি রসে ভগবানের সেবা করেন। তাদের সেবা ভগবানকে এতই সন্তুষ্ট করে যে তিনি তখন তাদের অধীন হয়ে পারেন। যেমন বাৎসল্য প্রেমের বশে মা যশোদা ছড়ি হাতে শ্রীকৃষ্ণকে শাসন করেছিলেন। এইভাবে এই পাঁচটি মুখ্য রসের এমনই মহিমা যে, তাদের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করা যায়। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবদ্ভক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল যোগসিদ্ধি, ব্রহ্মানন্দ ইত্যাদির চাক্‌চিক্য তাকে মুগ্ধ করে। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তি লাভ না করা পর্যন্তই কেবল তাদের চাক্‌চিক্য চোখে পড়ে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির ঔজ্জ্বল্য এমনই প্রবল যে, তার প্রকাশ হলে সেগুলি একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

শ্লোক ১৬৬

'শুদ্ধভক্তি' হৈতে হয় 'প্রেমা' উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে 'লক্ষণ' ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

'শুদ্ধভক্তি থেকে ভগবৎ-প্রেমের প্রকাশ হয়; তাই এখন আমি শুদ্ধ-ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) বলা হয়েছে—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।* ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করলে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না।

শ্লোক ১৬৭

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ১৬৭ ॥

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যম্—শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ শূন্য, বা আমিষ আহার, স্ত্রী-সঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া, আসব পান ইত্যাদি জড় অভিলাষ শূন্য; জ্ঞান—নির্বেদ ব্রহ্ম জ্ঞান;* কর্ম—সকাম কর্মের দ্বারা; আদি—কৃত্রিম বৈরাগ্য, যোগাভ্যাস, সাংখ্য দর্শন ইত্যাদির দ্বারা; অনাবৃতম্—অনাবৃত; আনুকূল্যেন—অনুকূল; কৃষ্ণানুশীলনম্—শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুশীলন; ভক্তিরুত্তমা—উত্তম ভক্তি।

অনুবাদ

"কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত অভিলাষ শূন্য হয়ে, জ্ঞান-কর্ম-যোগ ইত্যাদির আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য যে প্রেমময়ী সেবা অনুক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়, তারই নাম উত্তম ভক্তি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/১/১১) পাওয়া যায়। *ভগবদ্গীতা* থেকে (৯/৩৪ এবং ১৮/৬৫) যেমন আমরা জানতে পারি যে পরমেশ্বর ভগবান চান, সর্বক্ষণ আমরা যেন তাঁর কথা চিন্তা করি (*মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ*)। সকলেরই ভগবানের ভক্ত হওয়া উচিত, দেব-দেবীদের ভক্ত নয়। সকলেরই মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করা উচিত অথবা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।* সকলেরই কর্তব্য ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করা। এই গুলি ভগবানের বাসনা, এবং যিনি ভগবানের এই সমস্ত বাসনাগুলি পূর্ণ করেন তিনিই শুদ্ধভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ চান যে সকলেই যেন তাঁর শরণাগত হয়, এবং ভগবদ্ভক্তি মানে হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করা। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৯) ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন—*ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।* যিনি সকলের মঙ্গলের জন্য *ভগবদ্গীতার* বাণী প্রচার করেন, তিনিই ভগবানের সবচাইতে প্রিয়। ভগবান *ভগবদ্গীতা* দান করেছেন যাতে, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক এবং ধার্মিক—সবদিক দিয়ে মানব সমাজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রভাবে সর্বতোভাবে মানব সমাজে সংস্কার সাধন সম্ভব। তাই সকলের মঙ্গলের জন্য যিনি এই দর্শন যথাযথভাবে প্রচার করেন তিনিই ভগবানের শুদ্ধভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণ কাকে দিয়ে কি করাতে চান, তা জানা ভক্তের অবশ্য কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর মাধ্যমেই কেবল তা জানা যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ

*এখানে জ্ঞান বলতে ভগবদ্ভক্তির শুদ্ধ জ্ঞান বোঝান হয়নি। বেদের পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। *ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া—শ্রীমদ্ভাগবত* (১/২/১২)।

দিয়েছেন—*আদৌ-গুর্বাশ্রয়ম্*। ঐকান্তিভাবে ভগবানের সেবা করতে হলে, প্রথমেই সদ্‌গুরু-শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। সদ্‌গুরু হচ্ছেন তিনি যিনি শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত গুরু পরম্পরা ধারায় ভগবৎ-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেছেন, এবং যথাযথ ভাবে সেই জ্ঞান বিতরণ করেছেন। *এবং পরম্পরা প্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।* সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় অবলম্বন না করলে ভগবদ্ভক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য জানা যায় না। তাই সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় অবলম্বন করে তাঁর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবা সম্পাদন করতে হয়। শুদ্ধভক্তের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণকারী সদ্‌গুরুর সন্তুষ্টি বিধান করা। *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদঃ*—কেউ যখন গুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধান করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তার প্রতি আপনা থেকেই সন্তুষ্ট হন। এইটিই ভক্তিমার্গে সাফল্য লাভের পন্থা। এইটিই *আনুকূল্যেন* শব্দের অর্থ। ভগবানের সেবা ছাড়া শুদ্ধভক্তের অন্য কোন পরিকল্পনা থাকে না। তিনি জড় কার্যকলাপের সাফল্য লাভের আগ্রহী নন। তিনি কেবল ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করতে চান। শুদ্ধভক্ত কখনও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করেন না। শুদ্ধভক্ত কখনও এই প্রকার কপট ভক্তির অনুশীলন করেন না। তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করতে চান। কেউ যখন কেবল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করতে চান, তখন আর তাকে এর আদেশ অথবা ওর আদেশ পালন করতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করাই সকলের একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে এই আদর্শ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই আন্দোলনের দ্বারা যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সারা পৃথিবী ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে পারে। তাদের কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধির নির্দেশ পালন করতে হবে।

শ্লোক ১৬৮

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম' ।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"অন্য সমস্ত বাসনা, অন্য সমস্ত পূজা, জ্ঞান, কর্ম ইত্যাদির অনুশীলন সর্বতোভাবে ত্যাগ করে, কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যা কেবলমাত্র তাই গ্রহণ করে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার নাম 'শুদ্ধভক্তি'।

শ্লোক ১৬৯

এই 'শুদ্ধভক্তি'—ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয় ।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এইটিই 'শুদ্ধভক্তি'। এই শুদ্ধভক্তি অনুশীলন করার ফলে ভগবৎ প্রেমের উদয় হয়। পঞ্চরাত্র, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি বৈদিক শাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তির এই লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

শুদ্ধভক্ত, গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত প্রথায় ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে হয়। পঞ্চরাত্র প্রথায় মন্দিরে ভগবানের অর্চনবিধি নির্দেশিত হয়েছে, এবং ভাগবত প্রথায় *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী প্রচার করার মাধ্যমে উৎসাহী মানুষদের হৃদয়ে ভগবৎ-তত্ত্ব জ্ঞান বিকশিত করার পন্থা বর্ণিত হয়েছে। আলোচনা করার মাধ্যমে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত প্রথার প্রতি উৎসাহের সৃষ্টি করা যায়।

শ্লোক ১৭০

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ ১৭০ ॥

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তম্—সর্বপ্রকার জড় উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে, অথবা ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে; **তৎপরত্বেন**—পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার উদ্দেশ্যেই কেবল; **নির্মলম্**—সকাম কর্ম ও মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে; **হৃষীকেণ**—উপাধি বিমুক্ত নির্মল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **হৃষীকেশ**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবানের; **সেবনম্**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য সেবা; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

" 'সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশের সেবা করার নাম ভক্তি। এই সেবার দু'টি 'তটস্থ' লক্ষণ—যথা, এই শুদ্ধভক্তি সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত, এবং কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হবার ফলে নির্মল।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/১/১২) গ্রন্থে উদ্ধৃত নারদ পঞ্চরাত্রের বাণী।

শ্লোক ১৭১

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে ।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ১৭১ ॥

মৎ—আমার; **গুণ**—গুণাবলীর; **শ্রুতিমাত্রেণ**—শ্রবণ করা মাত্র; **ময়ি**—আমাকে; **সর্ব-গুহা**—সকলের হৃদয়ে; **আশয়ে**—অবস্থানকারী; **মনঃ-গতি**—মনের গতিতে; **অবিচ্ছিন্না**—অপ্রতিহতা; **যথা**—ঠিক যেমন; **গঙ্গা-অম্ভসঃ**—গঙ্গার স্বর্গীয় জলরাশি; **অম্বুধৌ**—সমুদ্রে।

অনুবাদ

"গঙ্গার স্বর্গীয় জলরাশি যেমন অপ্রতিহতা ভাবে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তেমনই আমার গুণাবলী শ্রবণ করা মাত্র আমার ভক্তের মন, সর্বচিত্তনিবাসী, আমার প্রতি ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী তিনটি শ্লোক *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৯/১১-১৪) ভগবদ্ অবতার শ্রীকপিলদেবের উক্তি।

শ্লোক ১৭২

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্‌ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১৭২ ॥

লক্ষণম্—লক্ষণ; ভক্তি-যোগস্য—ভক্তিযোগের; নির্গুণস্য—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অতীত; হি—অবশ্যই; উদাহৃতম্—কথিত; অহৈতুকী—অহৈতুকী; অব্যবহিতা—অপ্রতিহতা; যা—যা; ভক্তিঃ—ভগবদ্ভক্তি; পুরুষোত্তমে—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি।

অনুবাদ

" পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চিন্ময় প্রেমের লক্ষণ হচ্ছে যে, এই চিন্ময় প্রেম অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা।"

শ্লোক ১৭৩

সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যত ।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১৭৩ ॥

সালোক্য—ভগবদ্ধামে অবস্থান করা; সার্ষ্টি—ভগবানের মতো ঐশ্বর্য লাভ করা; সামীপ্য—ভগবানের সঙ্গ লাভ করা; সারূপ্য—ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়া; একত্বম্—ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া; অপি—তাও; উত—অথবা; দীয়মানম্—দেওয়া হলেও; ন—না; গৃহ্নন্তি—গ্রহণ করা; বিনা—ব্যতীত; মৎসেবনম্—আমার সেবা পরায়ণ; জনাঃ—ভক্তবৃন্দ।

অনুবাদ

" 'আমার ভক্তদের সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য মুক্তি দান করা হলেও তারা তা গ্রহণ করে না; কেননা আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাদের আর কোন বাসনা নেই।

শ্লোক ১৭৪

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৭৪ ॥

সঃ—সেই (উপরিউক্ত লক্ষণ যুক্ত); এব—অবশ্যই; ভক্তিযোগাখ্যঃ—ভক্তিযোগ নামক; আত্যন্তিক—জীবনের চরম লক্ষ্য; উদাহৃতঃ—বর্ণিত হয়েছে; যেন—যাঁর দ্বারা; অতিব্রজ্য—অতিক্রম করে; ত্রিগুণম্—জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণ; মদ্ভাবায়ঃ—আমার (ভগবানের) সরাসরি সম্পর্ক; উপপদ্যতে—সমর্থ হয়।

অনুবাদ

" 'এই প্রকার ভক্তিকেই 'আত্যন্তিক-ভক্তিযোগ' বলা যায়। সেই ভক্তিযোগের দ্বারা জীব গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করে আমার বিমল প্রেম লাভ করে।"

শ্লোক ১৭৫

ভুক্তি-মুক্তি আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয় ।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"মনে যদি ভুক্তি-মুক্তি আদির বাসনা থাকে, তাহলে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা হলেও, ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—"হৃদয়ে কর্ম বাসনা অথবা সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা থাকলে, সেই ব্যক্তি যতই চৌষট্টি প্রকার সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করুক না কেন, তিনি কখনই ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করতে পারবেন না। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার সময় অন্য কোন লাভের আকাঙ্ক্ষী হওয়া উচিত নয়। জড় জগতকে ভোগ করার বাসনা এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনার দ্বারা যদি হৃদয় কলুষিত থাকে তাহলে চৌষট্টি প্রকার সাধন ভক্তির অনুশীলন করলেও শুদ্ধভক্তি লাভ করা যায় না।

শ্লোক ১৭৬

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে ।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ১৭৬ ॥

ভুক্তি—জড় সুখ-ভোগ; মুক্তি—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি; স্পৃহা—বাসনা; যাবৎ—যে পর্যন্ত; পিশাচী—পিশাচী; হৃদি—হৃদয়ে; বর্ততে—থাকে; তাবৎ—সেই পর্যন্ত; ভক্তি—ভগবদ্ভক্তির; সুখস্য—সুখের; অত্র—এখানে; কথম্—কিভাবে; অভ্যুদয়ঃ—প্রকাশ; ভবেৎ—হতে পারে।

অনুবাদ

"ভুক্তি স্পৃহা ও মুক্তি স্পৃহা—এই দু'টি পিশাচী যতক্ষণ কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্তমান থাকে, ততক্ষণ তার হৃদয়ে কিভাবে ভক্তি-সুখের অভ্যুদয় হতে পারে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/২/২২) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৭৭

সাধনভক্তি হৈতে হয় 'রতি'র উদয় ।
রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয় ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সাধন ভক্তি থেকে 'রতি'র উদয় হয়, এবং সেই রতি ঘনীভূত হলে তার নাম হয় 'প্রেম'।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (১/২/২) সাধন ভক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা ।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥

শ্রবণ-কীর্তন আদির সহায়ক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধনীয়-ভক্তিকেই 'সাধন ভক্তি' বলা হয়। ভগবদ্ভক্তি সুপ্তভাবে সকলেরই হৃদয়ে রয়েছে, এবং নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করা হলে, সেই সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি জাগরিত হয়। কৃষ্ণভক্তির এই জাগরণই 'সাধন'। তা শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, দীক্ষাগ্রহণ, গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবা সম্পাদন, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রতি রতির উদয় হয়; এবং সেই রতি ঘনীভূত হলে তা প্রেমে পরিণত হয়। 'রতি' শব্দটির বিশ্লেষণ করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/৩/৪১) বলা হয়েছে—

ব্যক্তং মসৃণতেবান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণম্ ।
মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি ॥

"অন্তরের মসৃণতা প্রকাশিত হলে, তাকে 'রতির লক্ষণ' বলে। মুক্তিকামী বা ভুক্তিকামীদের হৃদয়ে এই প্রকার মসৃণতা প্রকাশিত হলে তাকে 'রতি' বলা যায় না।" এই রতি জড় আসক্তি নয়। কেউ যখন জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, তখন তার হৃদয়ে যে কৃষ্ণসেবার প্রতি অনুরাগের উদয় হয় তাকে বলা হয় 'রতি'। এই জড় জগতে জড় সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি রয়েছে, কিন্তু তা রতি নয়। অপ্রাকৃত রতি কেবল চিন্ময় স্তরেই প্রকাশিত হতে পারে। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/৪/১) প্রেমের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥

"অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে মসৃণরূপে অতিশয় মমতাযুক্ত ঘনীভূত ভাব প্রাপ্ত হয়, তাকে বলা হয় 'প্রেম'।"

শ্লোক ১৭৮

প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয় ।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রেম ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব হয়।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (৩/২/৮৪) স্নেহের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীর্যতে ।
ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাদ্বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা ॥

চিত্তের দ্রবভাব ঘনীভূত হলে প্রেম 'স্নেহ'—সংজ্ঞা লাভ করে। তাতে ক্ষণকালের বিচ্ছেদও সহ্য হয় না।" মান এবং প্রণয় মধ্যলীলার (২/৬৬) বর্ণিত হয়েছে। রাগের বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৩/২/৮৭) বলা হয়েছে—

স্নেহঃ স রাগো যেন স্যাৎ সুখং দুঃখমপি স্ফুটম্ ।
তৎসম্বন্ধলবেহপ্যত্র প্রীতিঃ প্রাণব্যয়ৈরপি ॥

"যে স্নেহে স্পষ্টভাবে দুঃখই 'সুখ' বলে প্রতীত হয়, তাই 'রাগ'। এই সম্বন্ধে নিজের প্রাণ নাশ করেও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উদয় করাবার প্রবৃত্তি হয়। অনুরাগ ভাব এবং মহাভাব মধ্যলীলায় (৬/১৩) বর্ণিত হয়েছে। সেই শ্লোকের তাৎপর্যে অধিরূঢ় মহাভাবের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৭৯

যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড-সার ।
শর্করা, সিতা, মিছরি, উত্তম-মিছরি আর ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব এর সঙ্গে যথাক্রমে আখের বীজ, আখ, রস, গুড়, খণ্ড-সার, শর্করা, সিতা, মিছরি, উত্তম মিছরির তুলনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮০-১৮১

এই সব কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থায়িভাব ।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব, অনুভাব ॥ ১৮০ ॥
সাত্ত্বিক-ব্যভিচারি-ভাবের মিলনে ।
কৃষ্ণভক্তি-রস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যাভিচারি—এই চারটি ভাব মিলিত হলেই কৃষ্ণভক্তি-রস রূপ অমৃত আস্বাদন হয়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির উদয় হলে, তার আর কখনও ক্ষয় হয় না। পক্ষান্তরে, তা ক্রমান্বয়ে বর্ধিতই হতে থাকে। রতি থেকে শুরু করে মহাভাব পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান অবস্থাগুলিকে একত্রে স্থায়িভাব বলা হয়। ভগবদ্ভক্তির নয়টি লক্ষণ—শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণুর স্মরণ, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। নিরবচ্ছিন্ন ভগবদ্ভক্তি যখন ভক্তির এই অঙ্গগুলির সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং ব্যভিচারী। এই সমস্ত ভাবের সম্মিলনে ভক্ত বিভিন্ন প্রকার অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত প্রবাহ-ভাষ্যে* বর্ণনা করেছেন যে, অনুভাবের তেরটি প্রকার—১) নৃত্য; ২) বিলুঠিত; ৩) গীত; ৪) ক্রোশন; ৫) তনুমোটন; ৬) হুঙ্কার; ৭) জৃম্ভন; ৮) শ্বাসবৃদ্ধি; ৯) লোকাপেক্ষা-ত্যাগ; ১০) লালাস্রাব; ১১) অট্টহাস; ১২) উদ্‌ঘূর্ণা; ১৩) হিক্কা; এককালে সমস্ত অনুভাব লক্ষণ উদিত হয় না। রসের কার্য যেভাবে হতে থাকে, সেই অনুসারে কোন কোন লক্ষণ সময় সময় উদিত হয়। সাত্ত্বিকভাব আট প্রকার এবং সঞ্চারী ও ব্যভিচারী ভাব ৩৩ প্রকার। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী সেগুলির লক্ষণ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন।

শ্লোক ১৮২-১৮৪

যৈছে দধি, সিতা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর ।
মিলনে 'রসালা' হয় অমৃত মধুর ॥ ১৮২ ॥
ভক্তভেদে রতি-ভেদ পঞ্চ পরকার ।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর ॥ ১৮৩ ॥
বাৎসল্যরতি, মধুররতি,—এ পঞ্চ বিভেদ ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরসে পঞ্চ ভেদ ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"দই, মিছরি, ঘি, মরীচ এবং কর্পূরের মিলনে যেমন অমৃত মধুর স্বাদের উদয় হয়, তেমনই ভক্তিভেদে রতি পাঁচপ্রকার—শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি এবং মধুররতি। রতি ভেদে কৃষ্ণভক্তির রস পাঁচ প্রকার।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (২/৫/১৬-১৮) শান্তরতির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

মানসে নির্বিকল্পত্বং শম ইত্যভিধীয়তে ।

"কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে সমস্ত সংশয় এবং জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি শান্তভাব লাভ করেন।"

বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ ।
আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাবঃ শম ইত্যসৌ ॥

প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জিতা ।
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তরতির্মতা ॥

শান্তরতিতে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা নির্বিশেষ এবং সবিশেষ উপলব্ধির মধ্যবর্তী স্তর। অর্থাৎ এই অবস্থায় ভগবানের সবিশেষ রূপের প্রতি তত গভীর আসক্তি নেই। এই স্তরে ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি হয়, কিন্তু ভগবানের সবিশেষ রূপের থেকে নির্বিশেষ রূপের প্রতিই অধিকতর আসক্তি থাকে। বিষয় বাসনা পরিহার করে আত্মানন্দে অবস্থিতিকে 'শম'-স্বভাব বলে। শম-প্রধান ব্যক্তিদের পরমাত্ম-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা-গন্ধহীন শান্তরতি জন্মায়।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, ঈশ্বর সকলেরই হৃদয়ে অবস্থান করে মায়া নির্মিত জড় দেহরূপ যন্ত্রে সকলকে ভ্রমণ করায়।" (ভঃ গীঃ ১৮/৬১) ভগবদ্গীতার এই উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শান্তরতিতে ভক্ত দর্শন করেন, কিভাবে ভগবান সবকিছু পরিচালনা করছেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (২/৫/২৭) দাস্যরতির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

স্বস্মাদ্ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্রাহ্যা হরের্মতাঃ ।
আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতীরিতা ।
তত্রাসক্তিকৃদন্যত্র প্রীতিসংহারিণী হ্যসৌ ॥

পরমেশ্বর ভগবানকে পরম প্রভু রূপে উপলব্ধি করে মহান্ ভক্ত যখন নিজেকে তাঁর অধীন বলে অনুভব করেন, তখন তিনি কেবল তাঁর শরণাগতই হন না, উপরন্তু তাঁর সেবা করার বাসনা করেন, এবং তার ফলে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহের পাত্র হন। শান্তরতিতে ভগবানের সেবা করার বাসনা দেখা যায় না; কিন্তু দাস্যরতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবা করার আগ্রহ থাকে। এই মনোভাবের ফলে দাস্যরতির ভক্ত শান্তরতির ভক্তের থেকে আরও বেশী করে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি ভগবানকে আরাধ্য বলে অনুভব করেন, এবং তার ফলে ভগবানের প্রতি তার আসক্তি বৃদ্ধি পায়। দাস্যরতিতে ভক্ত ভগবানের সেবার প্রতি আসক্ত হন, এবং তিনি সবরকম জড় কার্যকলাপের প্রতি বিরক্ত হন। শান্তরতি জড়ও নয় এবং চেতনও নয়, কিন্তু দাস্যরতি চিন্ময় স্তরের বস্তু। চিন্ময় স্তরে কোন জড় বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকে না। দাস্যরতিতে ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি আসক্তি নেই।

সখ্যরতির বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (২/৫/৩০) বলা হয়েছে—

যে স্যুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতাঃ ।
সাম্যাদ্বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে ।
পরিহাসপ্রহাসাদিকারিণীয়মযন্ত্রণা ॥

"মহাভাগবত এবং তত্ত্বদ্রষ্টাদের মতে সখ্যরতির ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের সমতা অনুভব করেন। এইটিই সখ্যের সম্পর্ক। ভগবানের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার ফলে জড় আসক্তি থেকে কেবল মুক্তিলাভ হয় না, এই স্তরে ভক্ত ভগবানকে তার সমকক্ষ বলে মনে করেন। সখ্যরতির ভক্ত এতই উন্নত যে, তিনি ভগবানকে তার সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন এবং ভগবানের সঙ্গে পরিহাস পর্যন্ত করেন। যদিও কেউই পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ নন, কিন্তু সখ্যরতির ভক্ত নিজেকে ভগবানের সমান বলে মনে করেন, এবং তার ফলে তার কোন রকম অপরাধ হয় না। প্রকৃতপক্ষে নিজেকে ভগবানের সমান বলে মনে করা অপরাধ। মায়াবাদীরা নিজেদের ভগবানের সমান বলে মনে করেন। কিন্তু তাদের সে মনোভাব অপরাধজনক, কেননা সেই ধারণাটি জড়। কিন্তু, সখ্যরতিতে শুদ্ধভক্ত তার হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে এক নিত্য সৌহার্দ অনুভব করেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (২/৫/৩৩) বাৎসল্যরতির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ ।
অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে ।
ইদং লালনভব্যাশীশ্চিবুকস্পর্শনাদিকৃৎ ॥

বাৎসল্যরতিতে শুদ্ধভক্ত মনে করেন যে পরমেশ্বর ভগবান তার সন্তান। এই রতিতে, ভক্ত ভগবানের লালন পালন করেন, এবং ভগবানের শ্রদ্ধার পাত্ররূপে ভগবানের পূজ্য হন। এই বাৎসল্যরতিতে লালন, কল্যাণ সাধন, আশীর্বাদ ও চিবুক স্পর্শাদি অনুষ্ঠান হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের দক্ষিণ বিলাসের পঞ্চম লহরীতে মধুররতি সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

মিথো হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণম্ ।
মধুরাপরপর্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ ।
অস্যাং কটাক্ষভ্রূক্ষেপপ্রিয়বাণীস্মিতাদয়ঃ ॥

শ্রীভগবানের এবং ব্রজবধূদের পরস্পর স্মরণ দর্শন আদি আট প্রকার সম্ভোগের মূল কারণ—প্রিয়তা বা মধুরা-রতি। মধুর-রতিতে কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ, প্রিয়বাক্য এবং মধুর হাস্য আদি অনুষ্ঠান বর্তমান।

শ্লোক ১৮৫

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রস নাম ।
কৃষ্ণভক্তি-রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই পাঁচটি রস কৃষ্ণভক্তি রসের মধ্যে প্রধান।

শ্লোক ১৮৬

হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি ।
ভয়ানকঃ সঃ বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা ॥ ১৮৬ ॥

হাস্যঃ—হাস্য; অদ্ভুতঃ—অদ্ভুত; তথা—তারপর; বীরঃ—বীর; করুণঃ—করুণ; রৌদ্রঃ—রৌদ্র; ইতি—এইভাবে; অপি—ও; ভয়ানকঃ—ভয়ানক; সঃ—তা; বীভৎসঃ—বীভৎস; ইতি—এইভাবে; গৌণঃ—গৌণ; চ—ও; সপ্তধা—সাতপ্রকার।

অনুবাদ

"পাঁচটি মুখ্যরস ব্যতীত, হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস এবং ভয়ানক এই সাতটি গৌণ রস রয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (২/৫/১১৬) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৮৭

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয় ।
পঞ্চবিধ-ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"পাঁচটি মুখ্য রসের অতিরিক্ত হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক এই সাতটি গৌণরস রয়েছে।

তাৎপর্য

শান্ত-ভক্তিরসের বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৩/১/৪-৬) বলা হয়েছে—

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ ।
স্থায়ী শান্তিরতির্ধীরৈঃ শান্তভক্তিরসঃ স্মৃতঃ ॥
প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্যাদত্র যোগিনাম্ ।
কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনন্ত্বীশময়ং সুখম্ ॥
তত্রাপীশস্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা ।
দাসাদিবন্মনোজ্ঞত্বলীলাদের্ন তথা মতা ॥

শান্তরতি রূপ স্থায়িভাব যখন বিভাব আদির সঙ্গে মিলিত হয়ে ভক্তগণ কর্তৃক আস্বাদনীয় হয় তখন তা 'শান্তভক্তিরস' হয়। শান্তরসে যোগীদের সর্বকারণের কারণ স্বরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ জাতীয় সুখ লাভ হয়, কিন্তু এই আত্মানন্দ 'অঘন' অর্থাৎ স্বল্প; আর সচ্চিদানন্দময় ভগবানের বিগ্রহের স্ফূর্তিতে প্রচুর সেবা সুখই 'গাঢ়'। শান্ত রসের ভক্তেরা কখনও কখনও পরমেশ্বর ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করেন, কিন্তু দাস্য রসের ভক্তদের মতো ভগবানের মনোহর লীলায় তাদের রুচি হয় না।

দাস্য-ভক্তিরসের বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৩/২/৩-৪) বলা হয়েছে—

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাম্ ।
নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতিভক্তিরসো মতঃ ॥
অনুগ্রাহ্যস্য দাসত্বাল্লাল্যত্বাদপ্যয়ং দ্বিধা ।
ভিদ্যতে সম্ভ্রমপ্রীতো গৌরবপ্রীত ইত্যপি ॥

আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত বাসনা অনুসারে জীবের চিত্তে যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রীতির উদয় হয়, তাকে বলা হয় 'দাস্য-ভক্তিরস'। দাস্য-ভক্তিরস 'সম্ভ্রম দাস্য' এবং 'গৌরব দাস্য', এই দু'টি ভাগে বিভক্ত। সম্ভ্রম দাস্যে ভক্ত ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত সেবা সম্পাদন করেন, কিন্তু অধিক উন্নত গৌরব দাস্যে ভগবানের প্রতি লাল্যভাব সহকারে সেবা সম্পাদন হয়।

সখ্য-ভক্তিরসের বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৩/৩/১) বলা হয়েছে—

স্থায়িভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ ।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসঃ প্রেয়ানুদীর্যতে ॥

"স্থায়িভাব সখ্যরতি যখন আত্মোচিত বিভাবাদির দ্বারা ভক্তদের চিত্তে পুষ্টিলাভ করে, তখন তাকে 'সখ্য-ভক্তিরস' বলা হয়।"

বাৎসল্য-ভক্তিরসের বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৩/৪/১) বলা হয়েছে—

বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ ।
এষ বৎসলনামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ ॥

"স্থায়িভাব বাৎসল্যরতি ভক্তদের চিত্তে বিভাবাদির দ্বারা পুষ্টি লাভ করলে, ভক্ত পণ্ডিতেরা তাকে 'বাৎসল্য-ভক্তিরস' বলেন।"

মধুর-ভক্তিরসের বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৩/৫/১) বলা হয়েছে—

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি ।
মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তিরসোহসৌ মধুরা রতিঃ ॥

"আত্মোচিত বিভাবাদির দ্বারা সদ্‌ভক্তের হৃদয়ে স্থায়ীভাব মধুররতি পুষ্টি লাভ করলে তা 'মধুর-ভক্তিরস' বলে কীর্তিত হয়।"

তেমনই, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয় এবং বীভৎস এই সাতটি গৌণ রসেরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হাস্য-ভক্তিরসের বিশ্লেষণ করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৪/১/৬) বলা হয়েছে—

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং হাসরতির্গতা ।
হাস্যভক্তিরসো নাম বুধৈরেষ নিগদ্যতে ॥

"বক্ষ্যমাণ বিভাবাদির দ্বারা হাস্যরতি পুষ্ট হলেই পণ্ডিতগণ তাকে 'হাস্য-ভক্তিরস' বলেন।"

তেমনই, অদ্ভুতরসের বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৪/২/১) বলা হয়েছে—

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি ।
সা বিস্ময়রতির্নীতাদ্ভুতভক্তিরসো ভবেৎ ॥

"আত্মোচিত বিভাবাদির দ্বারা ভক্তচিত্তে 'অদ্ভুত রতি' আস্বাদনীয়রূপে আনীত হলে তাকে 'অদ্ভুত-ভক্তিরস' বলা হয়।"

বীর-ভক্তিরসের বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৪/৩/১) বলা হয়েছে।

সৈবোৎসাহরতিঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ ।
আনীয়মানা স্বাদ্যত্বং বীরভক্তিরসো ভবেৎ ।
যুদ্ধ-দান-দয়া-ধর্মৈশ্চতুর্ধা বীর উচ্যতে ॥

"আত্মোচিত বিভাবাদির দ্বারা ভক্তচিত্তে 'উৎসাহ রতি' আস্বাদনীয়রূপে প্রকাশিত হলে তাকে 'বীর-ভক্তিরস' বলা হয়। 'যুদ্ধ', 'দান', 'দয়া' ও 'ধর্ম',—এই চারটি ব্যাপারে চার প্রকার 'বীর' কথিত হয়।"

করুণ-ভক্তিরসের বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৪/৪/১) বলা হয়েছে—

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈর্নীতা পুষ্টিং সতাং হৃদি ।
ভবেচ্ছোক রতির্ভক্তিরসো হি করুণাভিধঃ ॥

"হৃদয়ে প্রকাশিত অনুরূপ বিভাবাদির দ্বারা ভক্তের চিত্তে 'শোকরতি' পুষ্টি লাভ করলে তাকে 'করুণ-ভক্তিরস' বলা হয়।"

রৌদ্র-ভক্তিরসের বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৪/৫/১) বলা হয়েছে—

নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ ।
হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসো ভবেৎ ॥

"হৃদয়ে প্রকাশিত অনুরূপ বিভাবাদির দ্বারা ভক্তহৃদয়ে 'ক্রোধ রতি' পুষ্টিলাভ করলে তাকে 'রৌদ্র-ভক্তিরস' বলা হয়।"

ভয়ানক-ভক্তিরসের বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৪/৬/১) বলা হয়েছে—

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং ভয়রতির্গতা ।
ভয়ানকাভিধো ভক্তিরসো ধীরৈরুদীর্যতে ॥

"বক্ষ্যমান বিভাবাদির দ্বারা 'ভয়রতি' পুষ্টি লাভ করলে পণ্ডিতেরা তাকে 'ভয়ানক-ভক্তিরস' বলে বর্ণনা করেন।"

বীভৎস-ভক্তিরসের বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৪/৭/১) বলা হয়েছে—

পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈর্জুগুপ্সা রতিরাগতা ।
অসৌ ভক্তিরসো ধীরৈর্বীভৎসাখ্য ইতীর্যতে ॥

"আত্মোচিত বিভাবাদির দ্বারা ভক্তচিত্তে 'জুগুপ্সা' বা 'ঘৃণারতি' পুষ্টি লাভ করলে পণ্ডিতেরা তাকে 'বীভৎস-ভক্তিরস' বলেন।"

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই স্থায়ী পঞ্চবিধ রসে ভক্তের হাস্য আদি সাতটি গৌণরস 'কারণ' উপলক্ষ করে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ১৮৮

পঞ্চরস 'স্থায়ী' ব্যাপী রহে ভক্ত-মনে ।
সপ্ত গৌণ 'আগন্তুক' পাইয়ে কারণে ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্বোক্ত পাঁচটি মুখ্যরস স্থায়ীভাবেই ভক্ত হৃদয়ে থাকে। হাস্য, অদ্ভুত ইত্যাদি গৌণরসগুলি, কারণ উপস্থিত হলে ভক্ত-হৃদয়ে আগন্তুকভাবে উদিত হয়ে মুখ্যরসকে পুষ্টি করে নিবৃত্ত হয়।

শ্লোক ১৮৯

শান্তভক্ত—নব-যোগেন্দ্র, সনকাদি আর ।
দাস্যভাব-ভক্ত—সর্বত্র সেবক অপার ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"নব-যোগেন্দ্র এবং চতুঃসন শান্তভক্তের দৃষ্টান্ত; এবং দাস্য-ভক্তির দৃষ্টান্ত অসংখ্য, কেননা সেই ভক্তরা সর্বত্রই রয়েছেন।

তাৎপর্য

নব-যোগেন্দ্র হচ্ছেন—১) কবি, ২) হবি, ৩) অন্তরীক্ষ, ৪) প্রবুদ্ধ, ৫)পিপ্পলায়ন, ৬) আবির্হোত্র, ৭) দ্রবিড় (দ্রুমিল), ৮) চমস এবং ৯) করভাজন। চতুঃসন হচ্ছেন—১) সনক, ২) সনন্দন, ৩) সনৎকুমার ও ৪) সনাতন।

দাস্যভক্ত—১) গোকুলে রক্তক, চিত্রক, পত্রক, আদি দাসগণ; ২)দ্বারকা পুরীতে দারুক আদি দাসগণ, ৩) বৈকুণ্ঠস্থ দাসগণ, ৪) হনুমানাদি লীলা দাসগণ।

শ্লোক ১৯০

সখ্য-ভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জুন ।
বাৎসল্য-ভক্ত—মাতা পিতা, যত গুরুজন ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজে শ্রীদামাদি সখাগণ এবং দ্বারকালীলায় ভীম-অর্জুন সখ্য ভক্তের দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা আদি যত গুরুজন, তাঁরা বাৎসল্য ভক্তের দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ১৯১

মধুর-রসে ভক্তমুখ্য—ব্রজে গোপীগণ ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ, অসংখ্য গণন ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"মধুর-রসের মুখ্য ভক্ত হচ্ছেন—ব্রজের গোপীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ। তাঁদের সংখ্যা অগণিত।

শ্লোক ১৯২

পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার ।
ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা-ভেদ আর ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"পুনরায় কৃষ্ণরতি দু'টিভাগে বিভক্ত—ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা এবং কেবলা বা ঐশ্বর্যজ্ঞানহীনা।

শ্লোক ১৯৩

গোকুলে 'কেবলা' রতি ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন ।
পুরীদ্বয়ে, বৈকুণ্ঠাদ্যে—ঐশ্বর্য-প্রবীণ ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"পুরীদ্বয়ে অর্থাৎ দ্বারকা ও মথুরায় এবং বৈকুণ্ঠাদিতে ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। সেইজন্য সেখানে প্রেম সঙ্কুচিত। কিন্তু গোকুলে কেবলা-রতিতে গোপ-গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখলেও তা মানতে চান না।

শ্লোক ১৯৪

ঐশ্বর্যজ্ঞানপ্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি ।
দেখিয়া না মানে ঐশ্বর্য—কেবলার রীতি ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ঐশ্বর্য জ্ঞানের প্রাধান্য হলে ভগবৎ-প্রীতি সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু কেবলা-ভক্তিতে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দর্শন করলেও তা মানতে চান না।

শ্লোক ১৯৫

শান্ত-দাস্য-রসে ঐশ্বর্য কাহাঁ উদ্দীপন ।
বাৎসল্য-সখ্য-মধুরে ত' করে সঙ্কোচন ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্যে স্থানে স্থানে ঐশ্বর্য প্রাধান্য লক্ষিত হয়; বিশ্রম্ভ-সখ্যে, বাৎসল্যে ও মধুর-রসে ঐশ্বর্যভাব সঙ্কুচিত হয়।

শ্লোক ১৯৬

বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল ।
ঐশ্বর্যজ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ যখন বসুদেব এবং দেবকীর চরণ বন্দনা করলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা হওয়া সত্ত্বেও ঐশ্বর্যজ্ঞানে তাঁদের মনে ভয় হল।

শ্লোক ১৯৭

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥ ১৯৭ ॥

দেবকী—দেবকী; বসুদেবঃ—বসুদেব; চ—এবং; বিজ্ঞায়—জানতে পেরে; জগদীশ্বরৌ—জগতের দুই ঈশ্বর; কৃতসংবন্দনৌ—প্রণতি নিবেদনকারী; পুত্রৌ—দুই পুত্র কৃষ্ণ এবং বলরামকে; সস্বজাতে—আলিঙ্গন; ন—না; শঙ্কিতৌ—শঙ্কিত হওয়ায়।

অনুবাদ

" 'দেবকী এবং বসুদেব তাঁদের প্রণতি নিবেদনকারী দুই পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামকে জগদীশ্বর জেনে শঙ্কিত হয়ে আলিঙ্গন করতে পারলেন না।'

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত (১০/৪৪/৫১) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে, কংস ও তার মল্লদের বধ করে শ্রীকৃষ্ণ মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবের বন্ধন মোচন করে তাঁদের প্রণাম করলে, দেবকী ও বসুদেবের, কৃষ্ণ-বলরামকে আলিঙ্গন করার ইচ্ছা হলেও, দুই পুত্রকে জগদীশ্বররূপে জেনে, শঙ্কিত হয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করতে পারলেন না। এইভাবে কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি তাঁদের বাৎসল্য প্রীতি ঐশ্বর্যজ্ঞানের দ্বারা সঙ্কুচিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৯৮

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি' অর্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমাপয় করিয়া বিনয় ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করলেন, তখন অর্জুন সখারূপে তাঁর সঙ্গে আচরণ করে ধৃষ্টতা করেছেন বলে মনে করে অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৯৯-২০০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ১৯৯ ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু।

একোঽথ বাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ২০০ ॥

সখা—সখা; ইতি—এইভাবে; মত্বা—মনে করে; প্রসভম্—হঠাৎ; যৎ—যা; উক্তম্—কথিত হয়েছে; হে কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ; হে যাদব—হে যাদব; হে সখা—হে সখা; ইতি—এইভাবে; অজানতা—না জেনে; মহিমানম্—মহিমা; তব—আপনার; ইদম—এই; ময়া—আমার দ্বারা; প্রমাদাৎ—অজ্ঞানতা বশত; প্রণয়েন—সৌহার্দবশত; বা—অথবা; অপি—অবশ্যই; যৎ—যা; চ—এবং; অবহাসার্থম্—পরিহাসছলে; অসৎকৃতঃ—অবমাননা করা; অসি—হও; বিহার—ক্রীড়া; শয্যাসন—শয়নে অথবা উপবেশনে; ভোজনেষু—ভোজন করার সময়; একঃ—একাকী; অথবা—অথবা; অপি—অবশ্যই; অচ্যুত—হে কৃষ্ণ; তৎসমক্ষম্—সর্ব সমক্ষে; তৎ—সেই সমস্ত; ক্ষাময়ে—ক্ষমা কর; ত্বাম্—তোমাকে; অহম্—আমি; অপ্রমেয়ম্—অন্তহীন।

অনুবাদ

"সখা জ্ঞানে তোমার মহিমা না জেনে, প্রমাদ বা প্রীতিবশত হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে,—এইরূপ শব্দ ব্যবহার দ্বারা বল পূর্বক তোমাকে যা বলেছি, আহারে, বিহারে, শয়নে ও উপবেশনে একাকী বা সর্বসমক্ষে পরিহাস ছলে যে তোমাকে অনাদর করেছি, সেজন্য, হে অপ্রমেয় স্বরূপ, তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভগবদ্গীতা* (১১/৪১-৪২) থেকে উদ্ধৃত। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করার পর অর্জুন এইভাবে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্লোক ২০১

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈলা পরিহাস।
'কৃষ্ণ ছাড়িবেন'—জানি' রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'শ্রীকৃষ্ণ যদিও রুক্মিণীর সঙ্গে পরিহাস করছিলেন; কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন বলে মনে করে, রুক্মিণীর ভীষণ ভয় হল।

শ্লোক ২০২

তস্যাঃ সুদুঃখভয়-শোক-বিনষ্ট-বুদ্ধে-
র্হস্তাচ্ছ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্যকেশান্ ॥ ২০২ ॥

তস্যাঃ—তার; সুদুঃখভয়—অত্যন্ত দুঃখ ও ভয়; শোক—শোক; বিনষ্ট—বিনষ্ট; বুদ্ধেঃ—বুদ্ধি; হস্তাৎ—হাত থেকে; শ্লথৎ—শিথিল; বলয়তঃ—বলয়; ব্যজনম্—পাখা; পপাত—পড়ে গিয়েছিল; দেহঃ—দেহ; চ—ও; বিক্লব—ভয়ে অবশ হয়েছিল; ধিয়ঃ—চেতনা; সহসৈব—হঠাৎ; মুহ্যন্—মূর্ছিত হওয়া; রম্ভেব—কদলী বৃক্ষের মতো; বাতবিহতা—বায়ু তাড়িতা; প্রবিকীর্য—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; কেশান্—চুল।

অনুবাদ

"দ্বারকায় রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করলে, অত্যন্ত দুঃখ, ভয় এবং শোকে রুক্মিণী বিহ্বল হয়েছিলেন। তাঁর শ্লথ বলয় হাত থেকে পাখাটি পড়ে গিয়েছিল; চুল আলুলায়িত হয়েছিল; এবং বায়ু তাড়িত কদলী বৃক্ষের মতো তাঁর দেহ সহসা মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৬০/২৪) থেকে উদ্ধৃত। একদিন রুক্মিণীদেবী যখন তাঁর গৃহে স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনুরাগ পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করে পরিহাস ছলে নিজেকে দীন, নিষ্কিঞ্চন ও উদাসীন, এবং রুক্মিণীর প্রণয়ের সম্পূর্ণ অযোগ্য পাত্ররূপে বর্ণনা করায় এবং তাকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ছেড়ে অন্যত্র প্রণয় স্থাপন করতে বলায়, তা শ্রবণ করে কৃষ্ণের ঐক্য প্রাণা রুক্মিণীর এই অবস্থা হয়েছিল।

শ্লোক ২০৩

'কেবলা'র শুদ্ধপ্রেম 'ঐশ্বর্য' না জানে।
ঐশ্বর্য দেখিলেও নিজ-সম্বন্ধ সে মানে ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কেবলা-ভক্তি শুদ্ধপ্রেম, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য জানে না, এবং শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দর্শন করলেও তিনি তা না মেনে তার নিজের সম্বন্ধই স্বীকার করেন।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন শুদ্ধ 'কেবলা'-ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের কথা ভুলে যান। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দর্শন করলেও তিনি তা মানেন না। সখ্যরসে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তার সমান বলে মনে করেন, বাৎসল্যরসে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তার স্নেহের পাত্র বলে মনে করেন এবং মাধুর্যরসে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি তার প্রেমিক বলে মনে করেন। ভক্তির অতি উন্নত অবস্থার ফলেই তারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এইভাবে একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন।

শ্লোক ২০৪

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সাঽমন্যতাত্মজম্ ॥ ২০৪ ॥

ত্রয্যা—কর্মোপাসনাময়ী ঋক্, যজু ও সামবেদের দ্বারা ইন্দ্রাদিরূপে; চ—ও; উপনিষদ্ভিঃ—বেদোত্তর উপনিষদের অনুগামীদের দ্বারা ব্রহ্মরূপে; চ—ও; সাংখ্য—সাংখ্য দর্শনের অনুগামীদের, যারা পুরুষকে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ রূপে দর্শন করেন; যোগৈঃ—অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা যারা পরমাত্মা দর্শন করেন; চ—এবং; সাত্বতৈঃ—যারা পঞ্চরাত্র এবং আগম শাস্ত্রের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করেন; উপগীয়মান—কীর্তিত হয়; মাহাত্ম্যম্—যাঁর মহিমা; হরিম্—সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে; সা—তিনি (মা যশোদা); অমন্যত—মনে করেছিলেন; আত্মজম্—পুত্র।

অনুবাদ

" 'বেদত্রয়, উপনিষদ্ সমূহ সাংখ্যযোগ ও ভক্তি শাস্ত্রের দ্বারা যার মহিমা কীর্তিত হয় সেই কৃষ্ণকে মা যশোদা তাঁর 'পুত্র' বলে জানেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮/৪৫) থেকে উদ্ধৃত। যারা অতি উন্নত স্তরের ভক্ত তারা যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য বিস্মৃত হন। যেমন, মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেন।

শ্লোক ২০৫

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ২০৫ ॥

তম্—তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে); মত্বা—মনে করে; আত্মজম্—স্বীয় পুত্র; অব্যক্তম্—অব্যক্ত; মর্ত্যলিঙ্গম্—মর্ত্য শরীর; অধোক্ষজম্—ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত; গোপিকা—মা যশোদা; উলূখলে—উদুখলে; দাম্না—দড়ি দিয়ে; ববন্ধ—বেঁধে ছিলেন; প্রাকৃতম্—একটি সাধারণ নর-শিশু; যথা—মতন।

অনুবাদ

" 'মর্ত্য শরীরের মতো অব্যক্ত, ও ইন্দ্রিয়ের অতীত অধোক্ষজ বস্তুকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে মা যশোদা প্রাকৃত বালকের মতো তাঁকে উদুখলে দড়ি দিয়ে বেঁধে ছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৯/১৪) থেকে উদ্ধৃত। মায়ের স্নেহ দর্শন করার জন্য লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ যশোদা ভবনে দধিভাণ্ড ভেঙ্গে চুরি করে ননী ভক্ষণ করেন, তখন মা যশোদা তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে উদুখলে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর শিশুপুত্র বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ২০৬

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ২০৬ ॥

উবাহ—বহন করেছিলেন; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; শ্রীদামানম্—শ্রীদামা; পরাজিতঃ—পরাজিত হয়ে; বৃষভম্—বৃষভকে; ভদ্রসেনঃ—ভদ্রসেন; তু—এবং; প্রলম্বঃ—প্রলম্ব; রোহিণী সুতম্—বলরামকে।

অনুবাদ

" 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হয়ে শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করলেন; ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করলেন, এবং প্রলম্ব রোহিণীপুত্র বলদেবকে বহন করল।

তাৎপর্য

এইটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৮/২৪) থেকে উদ্ধৃত। গোপবালকেরা যখন বৃন্দাবনের বনে গোচারণ করছিলেন, তখন প্রলম্বাসুর কৃষ্ণ এবং বলরামকে হরণ করার জন্য সেখানে এসেছিল। সেই অসুরটি একটি গোপবালকের ছদ্মবেশ ধারণ করে সেখানে এসেছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তার ছলনা বুঝতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই গোপবালকদের দু'টি দলে বিভক্ত করেন। একটি দল বলরামের এবং অপরটি তাঁর নিজের। এই দু'টি দল পরস্পর স্পর্ধা প্রদর্শন করে ক্রীড়ামত্ত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের দল পরাজিত হয়ে তাদের প্রতিজ্ঞা অনুসারে বলরামের পক্ষকে স্কন্ধে বহন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে তাঁর স্কন্ধে বহন করেছিলেন, ভদ্রসেন বৃষভকে তার স্কন্ধে বহন করেছিলেন এবং প্রলম্বাসুর বলরামকে তার কাঁধে বহন করেছিল। বলরাম তার কাঁধে চড়লে সেই অসুরটি দ্রুতগতিতে তাকে নিয়ে পলায়ন করে এবং তার শরীরটি এক বিরাট অসুরের আকার ধারণ করে। বলরাম তখন বুঝতে পারেন যে সেই অসুরটি তাকে হত্যা করতে চায়। তখন তার মস্তকে মুষ্টাঘাত করে বলরাম তাকে সংহার করেন, ঠিক যেভাবে মাথা থেঁতলে দিয়ে বিষধর সাপকে সংহার করা হয়।

শ্লোক ২০৭-২০৯

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠাং সর্বযোষিতাম্ ।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥ ২০৭ ॥
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ২০৮ ॥
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি ।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥ ২০৯ ॥

সা—শ্রীমতী রাধারাণী; চ—ও; মেনে—মনে করে; তদা—তখন; আত্মানম্—নিজেকে; বরিষ্ঠাম্—সর্বশ্রেষ্ঠ; সর্বযোষিতাম্—সমস্ত গোপিদের মধ্যে; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; গোপীঃ—অন্য সমস্ত গোপীদের; কামযানাঃ—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ প্রয়াসী; মাম্—আমাকে; অসৌ—এই শ্রীকৃষ্ণ; ভজতে—ভজনা করেন; প্রিয়ঃ—প্রিয়তম; ততঃ—তাই; গত্বা—গিয়ে; বনোদ্দেশম্—গভীর বনে; দৃপ্তা—অত্যন্ত গর্বিত হয়ে; কেশবম্—শ্রীকৃষ্ণকে; অব্রবীৎ—বলেছিলেন; ন পারয়ে—আমি পারছি না; অহম্—আমি; চলিতুম্—চলতে; নয়—বহন কর; মাম্—আমাকে; যত্র—যেখানে; তে—তোমার; মনঃ—অভিলাষ; এবমুক্তঃ—এইভাবে শ্রীমতী রাধারাণীর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে; প্রিয়াম্—এই প্রিয়তম গোপিকাকে; আহ—বলেছিলেন; স্কন্ধম্—আমার স্কন্ধে; আরুহ্যতাম্—আরোহণ কর; ইতি—এইভাবে; ততঃ—তারপর; চ—ও; অন্তর্দধে—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; সা—শ্রীমতী রাধারাণী; বধূঃ—গোপিকা; অন্বতপ্যত—শোক করতে শুরু করেছিলেন।

অনুবাদ

" 'কামযান গোপীদের পরিত্যাগ করে এই প্রিয় কৃষ্ণ আমাকে ভজন করছেন"—এইরূপ অহংকারে শ্রীমতী রাধারাণী নিজেকে সমস্ত গোপীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলে মনে করলেন এবং অবশেষে বনে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—"হে কৃষ্ণ আমি আর চলতে পারছি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আমাকে নিয়ে চল।" রাধিকা এইভাবে বললে, শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—"আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।" এই বলেই শ্রীকৃষ্ণ সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন, এবং সেই কৃষ্ণ-বধূ রাধিকা অনুতাপ করতে লাগলেন।'

তাৎপর্য

এই তিনটি শ্লোক *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩০/৩৬-৩৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২১০

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ২১০ ॥

পতি—পতি; সুত—পুত্র; অন্বয়—পরিবার; ভ্রাতৃ—ভাই; বান্ধবান্—বন্ধুদের; অতিবিলঙ্ঘ্য—অনাদর করে; তে—তোমার; অন্তি—সমীপে; অচ্যুত—হে অচ্যুত; আগতাঃ—এসেছি; গতিবিদঃ—আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত; তব—তোমার; উদ্গীত—বংশীধ্বনিতে; মোহিতাঃ—মোহিত হয়ে; কিতব—হে বঞ্চনশীল শঠ; যোষিতঃ—সুন্দরী রমণীদের; কঃ—কে; ত্যজেৎ—ত্যাগ করে; নিশি—গভীর রাত্রে।

অনুবাদ

" 'হে কৃষ্ণ, আমার পতি, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, ভাই ও বন্ধু, সকলকে অবহেলা করে তোমার কাছে এসেছি, আমাদের আসার কারণ তুমি জান—তোমার বংশীধ্বনিতে মোহিত হয়ে আমরা এসেছি। হে বঞ্চনশীল শঠ, রাত্রিবেলা আমাদের মতো রমণীর সঙ্গ কে এইভাবে পরিত্যাগ করে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩১/১৬) থেকে উদ্ধৃত। কৃষ্ণের সুখের জন্য ব্রজগোপিকারা কিভাবে গভীর রাত্রে তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন সেকথা বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাসনৃত্যের আনন্দ আস্বাদন করার জন্য গোপিকারা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। সেকথা শ্রীকৃষ্ণ খুব ভাল ভাবেই জানতেন, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তিনি তাদের এড়াবার চেষ্টা করছিলেন। তাই গোপিকারা তাঁকে 'কিতব' বা মহাবঞ্চক বলে সম্বোধন করেছেন। তারা সকলেই ছিলেন যুবতী রমণী, এবং তারা তাঁকে তাদের সঙ্গদান করার জন্যে এসেছিলেন। তাহলে কিভাবে তিনি তাদের পরিত্যাগ করতে পারেন? তাই গোপিকারা এই শ্লোকে গভীর নৈরাশ্য ব্যক্ত করেছেন। তারা স্বেচ্ছায় সেখানে এসেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এতই ধূর্ত যে তিনি তাদের সঙ্গ এড়াতে চেয়েছিলেন। গোপিকাদের এই আর্তি তাদের অন্তরের ভাব যথাযথভাবে ব্যক্ত করেছে, এবং এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাদের নিষ্ঠা পরীক্ষা করেছেন।

শ্লোক ২১১

শান্তরসে—'স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা'।
"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" ইতি শ্রীমুখ-গাথা ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

"শান্তরসে জড় ভোগ-বুদ্ধি অপনোদিত হলে জীবের স্বরূপ বুদ্ধি উদয় হয়। তার নিত্য স্বরূপই কৃষ্ণে নিত্য একনিষ্ঠতা ধর্ম বিশিষ্ট। শ্রীভগবান উদ্ধবকে নিজ মুখে বলেছেন যে, 'শমো'—শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা'।

তাৎপর্য

শমঃ শব্দটির অর্থ পরমেশ্বর ভগবান পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২১২

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তরতিং বিনা ॥ ২১২ ॥

শমঃ—সমতা বা নিরপেক্ষতা; *মন্নিষ্ঠতা*—আমার প্রতি নিষ্ঠা; *বুদ্ধেঃ*—বুদ্ধিতে; *ইতি*—এইভাবে; *শ্রীভগবদ্বচঃ*—পরমেশ্বর ভগবানের বাণী; *তন্নিষ্ঠা*—ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা; *দুর্ঘটা*—লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর; *বুদ্ধেঃ*—বুদ্ধি থেকে; *এতাম্*—এইভাবে; *শান্তরতিম্*—শান্তরতি; *বিনা*—বিনা।

অনুবাদ

"পরমেশ্বর ভগবান বললেন—'কারোর বুদ্ধি যখন সম্পূর্ণরূপে আমার শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আসক্ত হয় অথচ আমার সেবা সম্পাদন করে না, তখন সে শান্তরতি বা শম স্তর প্রাপ্ত হয়। শান্তরতি বিনা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ হওয়া সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৩/১/৪৭) পাওয়া যায়।

শ্লোক ২১৩

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥ ২১৩ ॥

শমঃ—শান্ত অবস্থা; *মন্নিষ্ঠতা*—আমার প্রতি আসক্তি; *বুদ্ধেঃ*—বুদ্ধি থেকে; *দমঃ*—দম; *ইন্দ্রিয়সংযমঃ*—ইন্দ্রিয় সংযম; *তিতিক্ষা*—সহনশীলতা; *দুঃখ*—দুঃখ; *সংমর্ষঃ*—সহ্য করা; *জিহ্বা*—জিহ্বা; *উপস্থ*—জনন ইন্দ্রিয়; *জয়ঃ*—জয় করা; *ধৃতিঃ*—ধৃতি।

অনুবাদ

" 'শম বা শান্ত-রস বলতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিষ্ঠা বোঝায়। 'দম' মানে ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ভগবানের সেবা থেকে বিচ্যুত না হওয়া। দুঃখ সহ্য করার নাম তিতিক্ষা, এবং ধৃতি মানে জিহ্বা এবং উপস্থের বেগ দমন করা।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/১৯/৩৬) থেকে উদ্ধৃত। মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন বদ্ধজীব তার জিহ্বাবেগ এবং উপস্থবেগের দ্বারা অত্যন্ত উত্তেজিত। জিহ্বা, উদর এবং উপস্থের (যা সরলরেখায় অবস্থিত) বেগ দমন করার নাম ধৃতি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, "তার মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময় সুদুর্মতি।" বদ্ধজীবের পক্ষে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা হচ্ছে সবচাইতে বড় শত্রু। জিহ্বাবেগের প্রভাবে জীব নানারকম পাপ কর্মে লিপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যদিও মানুষকে তাঁর নিজের প্রসাদ দিয়েছেন, তবুও মানুষ তার জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য নিরীহ পশুদের হত্যা করে পাপ করে। জিহ্বার বেগ দমন করতে সক্ষম না হয়ে বদ্ধজীব প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করে। ভগবানের সেবায় শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য সকলকেই আহার করতে হয়, কিন্তু মানুষ যখন তার ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে পারে না, তখন সে জিহ্বা এবং উদরের বেগের শিকার হয়। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই উপস্থ উত্তেজিত হয়, এবং তখন সে অবৈধ যৌনসঙ্গ কামনা করে। কিন্তু, কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্ঠা পরায়ণ হন, তখন তিনি তাঁর জিহ্বাবেগ দমন করতে সক্ষম হন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আরও বলেছেন, "কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়, স্ব-প্রসাদ অন্ন দিল ভাই।" কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ হন, তখন আর তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছু আহার করেন না। "সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণের গুণ গাও, প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই।" ভক্ত যেহেতু কেবল কৃষ্ণ-প্রসাদ আহার করেন, তাই তিনি জিহ্বা, উদর এবং উপস্থের বেগ জয় করতে পারেন। শান্তরসে স্থিত হলে ইন্দ্রিয়ের বেগ দমন করা সম্ভব। তখন কৃষ্ণভক্তির পথে নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হওয়া যায়।

শ্লোক ২১৪

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা-ত্যাগ—তার কার্য মানি ।
অতএব 'শান্ত' কৃষ্ণভক্ত এক জানি ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুতে তৃষ্ণা রহিত হওয়াই শান্তরসের কার্য; সুতরাং একমাত্র কৃষ্ণভক্তই শান্ত।

তাৎপর্য

এই স্তরে, জীব, সবরকম জড় বাসনা থেকে মুক্ত। জীব যখন এই ভাবে শান্ত অবস্থা লাভ করেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারেন। শান্তভক্ত তাই সর্বদাই চিন্ময় উপলব্ধিতে অধিষ্ঠিত। ভগবান স্বয়ং উদ্ধবকে এই নির্দেশটি দিয়েছেন। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক অবস্থাকে বলা হয় *অন্যাভিলাষিতা* শূন্য। কেউ যখন শান্তরসে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন। পূর্ববর্তী শ্লোকে 'দম' শব্দটির অর্থ ইন্দ্রিয়-সংযম। 'দম' শব্দটির আর একটি অর্থ হল শত্রুদের পরাভূত করা। রাজা তাঁর রাজ্যে চোর আদি সমাজ বিরোধীদের দমন করেন। রাজর্ষিরা, ভগবদ্ভক্ত রাজারা, তাঁদের রাজ্যের সমস্ত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের দমন করতেন তাকে বলা হয় 'দম'। কিন্তু, এখানে 'দম' বলতে বদ্ধজীবদের ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা বোঝান হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'দম' শব্দটির অর্থ ইন্দ্রিয়ের সমস্ত অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ সংযত করা।

শ্লোক ২১৫

স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে ।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণা-ত্যাগ—শান্তের 'দুই' গুণে ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণভক্ত স্বর্গ এবং মোক্ষ, উভয়কেই, নরকতুল্য মনে করেন। শান্তরসের ভক্তের দু'টি অপ্রাকৃত গুণ—তার একটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিষ্ঠা এবং অপরটি কৃষ্ণেতর বস্তুতে বা দ্রব্যে লোভ ত্যাগ।

শ্লোক ২১৬

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২১৬ ॥

নারায়ণপরাঃ—যারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের ভক্ত; সর্বে—সমস্ত; ন—কখনই নয়; কুতশ্চন—কোথাও; বিভ্যতি—ভীত হন; স্বর্গ—স্বর্গলোক; অপবর্গ—মুক্তিলাভের পথে; নরকেষু—নরকেও; অপি—এমনকি; তুল্য—সমান; অর্থ—মূল্য; দর্শিনঃ—দর্শন করেন।

অনুবাদ

"যারা নারায়ণ ভক্ত তারা কখনও কোন কিছুতে ভীত হন না; কেননা তারা স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৬/১৭/২৮) থেকে উদ্ধৃত। স্বর্গলোকে উন্নতি, জড়-বন্ধন থেকে মুক্তি এবং নরক যন্ত্রণা, ভক্তের কাছে সমান। ভক্ত কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আসক্ত হতে চান এবং তাঁর অপ্রাকৃত সেবা করতে চান।

শ্লোক ২১৭

এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে ।
আকাশের 'শব্দ'-গুণ যেন ভূতগণে ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শান্ত-রসের এই দু'টি গুণ সমস্ত ভক্তের মধ্যেই রয়েছে, ঠিক যেমন আকাশের 'শব্দ'—গুণ সবকটি জড় উপাদানের মধ্যে রয়েছে।

তাৎপর্য

শান্ত-রসের গুণগুলি—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পাঁচ প্রকার ভক্তের মধ্যেই রয়েছে। এখানে আকাশের শব্দ গুণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। শব্দ কেবল আকাশের মধ্যেই নয়, তা বায়ু, অগ্নি, জল এবং মাটি, প্রকৃতির সবকটি উপাদানের মধ্যেই রয়েছে। এটি ভগবদ্ভক্তির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। শব্দ যেমন সমস্ত জড় উপাদানের মধ্যে বর্তমান, তেমনই শান্ত-রস সমস্ত ভক্তের মধ্যেই বর্তমান।

শ্লোক ২১৮

শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন ।
'পরব্রহ্ম'-'পরমাত্মা'-জ্ঞান-প্রবীণ ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শান্তরসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতার লেশমাত্র নেই; পক্ষান্তরে, তাতে পরমব্রহ্ম এবং পরমাত্মা জ্ঞানের প্রাধান্য।

তাৎপর্য

ভগবানের নির্বিশেষ ধারণার ফলে, শান্ত-রসের ভক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মার আরাধনা করেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার মমতাযুক্ত সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ২১৯

কেবল 'স্বরূপ-জ্ঞান' হয় শান্ত-রসে ।
'পূর্ণৈশ্বর্য প্রভু-জ্ঞান' অধিক হয় দাস্যে ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শান্ত-রসে কেবল 'স্বরূপ-জ্ঞান' হয়; কিন্তু, দাস্য-রসে পরমেশ্বর ভগবানকে 'পূর্ণৈশ্বর্য প্রভু' বলে অধিক জ্ঞান হয়।

শ্লোক ২২০

ঈশ্বরজ্ঞান, সম্ভ্রম-গৌরব প্রচুর ।
'সেবা' করি' কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

"দাস্য-রসে ভগবানকে পরম ঈশ্বর বলে উপলব্ধি হয়, এবং সেই অনুভূতিতে প্রচুর পরিমাণে সম্ভ্রম এবং গৌরব থাকে। দাস্য-রসের ভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে কৃষ্ণকে সুখ দান করেন।

শ্লোক ২২১

শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক—'সেবন' ।
অতএব দাস্যরসের এই 'দুই' গুণ ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

"শান্ত-রসের গুণ দাস্য-রসে রয়েছে, উপরন্তু তাতে সেবার বৃত্তি রয়েছে, অতএব দাস্য-রসের এই দু'টি গুণ।

শ্লোক ২২২

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয় ।
দাস্যের 'সম্ভ্রম-গৌরব'-সেবা, সখ্যে 'বিশ্বাস'-ময় ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

শান্ত-রসের গুণ এবং দাস্য-রসের সেবা—সখ্য-রসে দুটিই রয়েছে। দাস্যের সম্ভ্রম-গৌরব সেবার সঙ্গে সখ্য-রসে বিশ্বাসময় প্রেম সংযুক্ত হয়েছে।

শ্লোক ২২৩

কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ ।
কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন-সেবন ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সখ্য-রসে ভক্ত ভগবানের সেবা করেন, আবার কখনও ভগবানকে দিয়ে নিজের সেবা করান। কৃষ্ণের সঙ্গে খেলার ছলে লড়াই করে তারা কখনও কৃষ্ণের কাঁধে চড়েন, আবার কখনও কৃষ্ণকে কাঁধে চড়ান।

শ্লোক ২২৪

বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রম-হীন ।
অতএব সখ্য-রসের 'তিন' গুণ—চিহ্ন ॥ ২২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সখ্য-রস বিশ্রম্ভ-প্রধান; তাতে গৌরব-সম্ভ্রম নেই। অতএব সখ্য রসের তিনটি গুণ।

শ্লোক ২২৫

'মমতা' অধিক, কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান ।
অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্ ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সখ্য-রসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'মমতা' অধিক, এবং এই রসে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সমান বলে মনে হয়। তাই ভগবান সখ্য-রসের বশীভূত।

শ্লোক ২২৬

বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন ।
সেই সেই সেবনের ইহাঁ নাম—'পালন' ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"বাৎসল্য-রসে শান্ত-রসের গুণ, দাস্য-রসের সেবা,—'পালন' রূপে পরিণত।

শ্লোক ২২৭

সখ্যের গুণ—'অসঙ্কোচ', 'অগৌরব' সার ।
মমতাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার ॥ ২২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সখ্য-রসের অসঙ্কোচ ও অগৌরব গুণ এবং মমতার আধিক্যে ভগবানকে তাড়ন-ভর্ৎসন করা হয়।

শ্লোক ২২৮

আপনারে 'পালক'-জ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য'-জ্ঞান ।
'চারি' গুণে বাৎসল্য রস—অমৃত-সমান ॥ ২২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"বাৎসল্য-রসে ভক্ত নিজেকে ভগবানের পালক বলে মনে করেন এবং কৃষ্ণকে তার পাল্য মনে করেন। এই চারটি রসের গুণে বাৎসল্য-রস অমৃতের মতো হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* বিভিন্ন রসের এই জটিল বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন—"শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আর কৃষ্ণেতর বস্তুতে তৃষ্ণা ত্যাগ এই দু'টি শান্ত-রসের গুণ। যেমন বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী—এই সবকটি উপাদানেই আকাশের 'শব্দমাত্র গুণ' ব্যাপ্ত, তেমনই শান্ত-রসের গুণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে রয়েছে। শান্ত-রসে এই দু'টি গুণ থাকলেও মমতা (তিনি আমারই এই বোধ) নেই, সুতরাং সেই রসের উপাস্য বস্তু—'পরব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ইত্যাদি; এই উপাসনা ক্রিয়াটি—জ্ঞান প্রধান। সেই পরমাত্মাই আমার প্রভু এবং আমিই তাঁর নিত্যদাস—এইরকম মমতা জ্ঞান যখন তাতে সংযুক্ত হয়, তখন শান্ত-রস বিকশিত হয়ে দাস্য-রসে পরিণত হয়। তথাপি তাতে 'ঈশ্বর জ্ঞান' ও সম্ভ্রম রূপ-'গৌরব' প্রচুরভাবে থাকে। শান্ত-রসে,—'সেবা' থাকে না, দাস্য-রসেই সেবা আরম্ভ হয়। দাস্য-রসে—শান্তের গুণ ও 'মমতা'—এই দু'টি গুণ দেখা যায়। আবার, সখ্য-রসে—শান্তের গুণ ও দাস্যের গুণ তো আছেই, তাতে বিশ্বাসময় প্রেমও একটু সংযুক্ত। বিশ্বাসের নামই 'বিশ্রম্ভ' সেই বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য-রসে গৌরব-সম্ভ্রম নেই, সুতরাং সখ্য-রসে 'তিনটি' গুণ। দাস্যে যে 'মমতা' ছিল, সখ্যরসে 'আত্মসম' হয়ে তাই বৃদ্ধি পেল। বাৎসল্যরসে—শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—'পালন' রূপে পরিণত; বিশেষত সখ্যের অসঙ্কোচ ও অগৌরবের গুণ ও সমাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন ব্যবহার এবং নিজেকে 'পালক' জ্ঞান ও কৃষ্ণে 'পাল্য' জ্ঞান—এই প্রকার চারটি রসের গুণে 'বাৎসল্য' অমৃত সমান হয়েছে।"

শ্লোক ২২৯

সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে।
'কৃষ্ণ—ভক্তবশ' গুণ কহে ঐশ্বর্য-জ্ঞানীগণে ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই আনন্দমৃতের সমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তসহ নিমজ্জিত হন; তাই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের প্রতি অনুরক্ত জ্ঞানীরা বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের বশ।

শ্লোক ২৩০

ইতীদৃক্‌স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ২৩০ ॥

ইতি—এইভাবে; ইদৃক্—এইপ্রকার; স্বলীলাভিঃ—শ্রীদামোদর তাঁর লীলায় দ্বারা; আনন্দকুণ্ডে—অপ্রাকৃত আনন্দের সমুদ্রে; স্বঘোষম্—তাঁর পার্ষদ গোপ-গোপীদের; নিমজ্জন্তম্—নিমজ্জিত; আখ্যাপয়ন্তম্—ঘোষণা করেছিলেন; তদীয়—পরমেশ্বর ভগবানের; ঈশিতজ্ঞেষু—ভগবানের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত ভক্তদের; ভক্তৈঃ—ভক্তদের দ্বারা; জিতত্বম্—পরাজিত; পুনঃ—পুনরায়; প্রেমতঃ—প্রেম সহকারে; তম্—তাঁকে; শতাবৃত্তি—শত শত বার; বন্দে—আমি বন্দনা করি।

অনুবাদ

" 'হে ভগবান, আমি তোমাকে শত শত বার প্রেম পূর্বক বন্দনা করি; যেহেতু, এই প্রকার স্বীয় লীলা দ্বারা তুমি গোপীদের আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জিত কর এবং ঐশ্বর্য জ্ঞান সম্পন্ন ভক্তদের কাছে তুমি যে ভক্ত পরাজিত, তা জানাও।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পদ্ম-পুরাণের* দামোদর অষ্টক থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৩১-২৩২

মধুর-রসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ, লালন-মমতাধিক্য হয় ॥ ২৩১ ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর-রসের হয় 'পঞ্চ' গুণ ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

মধুর-রসে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিষ্ঠা, অতিশয় সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ, মমতাধিক্য লালন ও কান্তভাবে নিজের অঙ্গ দিয়ে সেবা করা হয়। অতএব মধুর-রসের এই পাঁচটি গুণ।

তাৎপর্য

শান্ত-রসের 'কৃষ্ণনিষ্ঠা', দাস্যরসের 'অতিশয় সেবা', সখ্য-রসের 'অসঙ্কোচ সেবা' ও বাৎসল্যের 'মমতার আধিক্যে লালন'—এই সবকটি ভাব এবং কান্ত-ভাবগত 'নিজাঙ্গ দানরূপে সেবা' দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হলে পঞ্চগুণ বিশিষ্ট 'মধুর-রস' হয়। তাতে সমস্ত ভাবেরই সমাহার হয়েছে। অতএব আস্বাদনের আধিক্যক্রমে অত্যন্ত চমৎকারিত্ব লক্ষিত হয়।

শ্লোক ২৩৩-২৩৪

আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক-দুই-তিন-চারি ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ২৩৩ ॥
এইমত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আকাশ আদি পঞ্চমহাভূতের গুণগুলি যেমন পরবর্তী ভূতে সমাবিষ্ট হয়ে এক-দুই-তিন-চার ক্রমে মাটিতে পাঁচটি গুণেরই সমাবেশ হয়েছে; তেমনই মধুর-রসে সবকটি ভাবেরই সমাহার হয়েছে। তাই তার নিবিড় স্বাদ এত চমৎকার।

শ্লোক ২৩৫

এই ভক্তিরসের করিলাঙ দিগ্‌দরশন ।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥ ২৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে বললেন, "আমি এইভাবে ভক্তিরসের দিগ্‌দরশন মাত্র করলাম, তা বিস্তারিতভাবে মনে ভেবে দেখ।

শ্লোক ২৩৬

ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে ।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু-পারে ॥ ২৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ভাবতে ভাবতে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরণ হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অজ্ঞ রসসিন্ধুর পারে গিয়ে পৌঁছায়।"

শ্লোক ২৩৭

এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন ॥ ২৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর মহাপ্রভু বারাণসী যেতে মনস্থ করলেন।

শ্লোক ২৩৮-২৩৯

প্রভাতে উঠিয়া যবে করিলা গমন ।
তবে তাঁর পদে রূপ করে নিবেদন ॥ ২৩৮ ॥
'আজ্ঞা হয়, আসি মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে ।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে ॥' ২৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"পরের দিন সকালবেলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বারাণসীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, তখন শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করলেন—'আপনি যদি আদেশ দেন তাহলে আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গে যাব। আপনার বিরহ তরঙ্গ আমি সহ্য করতে পারব না।'"

শ্লোক ২৪০

প্রভু কহে,—তোমার কর্তব্য, আমার বচন ।
নিকটে আসিয়াছ তুমি, যাহ বৃন্দাবন ॥ ২৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন, "তোমার কর্তব্য আমার নির্দেশ পালন করা। তুমি বৃন্দাবনের এত কাছে আছ, সুতরাং তুমি বৃন্দাবনে যাও ।

শ্লোক ২৪১

বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া ।
আমারে মিলিবা নীলাচলেতে আসিয়া ॥ ২৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"পরে, বৃন্দাবন থেকে তুমি গৌড়দেশ হয়ে নীলাচলে আমার সঙ্গে এসে মিলিত হও।"

শ্লোক ২৪২

তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা ।
মূর্ছিত হঞা তেঁহো তাহাঞি পড়িলা ॥ ২৪২ ॥

শ্লোকার্থ

রূপ গোস্বামীকে আলিঙ্গন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৌকায় চড়লেন। রূপ গোস্বামী তখন সেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

শ্লোক ২৪৩

দাক্ষিণাত্য-বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা ।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥ ২৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ রূপ গোস্বামীকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন, এবং তারপর দুই ভাই বৃন্দাবন অভিমুখে চললেন।

শ্লোক ২৪৪

মহাপ্রভু চলি' চলি' আইলা বারাণসী ।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি' ॥ ২৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

হাঁটতে হাঁটতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বারাণসীতে এসে পৌঁছলেন, এবং গ্রামের বাইরে এসে চন্দ্রশেখর আচার্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

শ্লোক ২৪৫

রাত্রে তেঁহো স্বপ্ন দেখে,—প্রভু আইলা ঘরে ।
প্রাতঃকালে আসি' রহে গ্রামের বাহিরে ॥ ২৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

রাত্রে চন্দ্রশেখর স্বপ্ন দেখেছিলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার গৃহে এসেছেন; তাই সকালবেলা তিনি মহাপ্রভুকে স্বাগত জানাবার জন্য নগরের বাইরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন।

শ্লোক ২৪৬

আচম্বিতে প্রভু দেখি' চরণে পড়িলা ।
আনন্দিত হঞা নিজ-গৃহে লঞা গেলা ॥ ২৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

চন্দ্রশেখর যখন নগরের বাইরে মহাপ্রভুর আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি মহাপ্রভুকে আসতে দেখলেন এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হলেন। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তিনি মহাপ্রভুকে তার গৃহে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক ২৪৭

তপনমিশ্র শুনি' আসি' প্রভুরে মিলিলা ।
ইষ্টগোষ্ঠী করি' প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর বারাণসীতে আগমনের বার্তা শুনে তপন মিশ্রও এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন; এবং ইষ্টগোষ্ঠী করার পর, তিনি মহাপ্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্লোক ২৪৮

নিজ ঘরে লঞা প্রভুরে ভিক্ষা করাইল ।
ভট্টাচার্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ২৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

তপন মিশ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তার গৃহে নিয়ে গিয়ে ভিক্ষা করালেন; এবং চন্দ্রশেখর বলভদ্র ভট্টাচার্যকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্লোক ২৪৯

ভিক্ষা করাঞা মিশ্র কহে প্রভু-পায় ধরি' ।
এক ভিক্ষা মাগি, মোরে দেহ' কৃপা করি' ॥ ২৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়ে তপন মিশ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পায়ে পড়ে বললেন—'আপনার কাছে আমি একটি ভিক্ষা চাইছি, দয়া করে আপনি আমাকে সেটি দান করবেন।

শ্লোক ২৫০

যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি ।
মোর ঘর বিনা ভিক্ষা না করিবা কতি ॥ ২৫০ ॥

শ্লোকার্থ

তপন মিশ্র বললেন, "যে কয়দিন আপনি বারাণসীতে থাকবেন, দয়া করে আমার ঘর ছাড়া আর অন্য কোথাও আপনি ভিক্ষা গ্রহণ করবেন না।"

শ্লোক ২৫১

প্রভু জানেন—দিন পাঁচ-সাত সে রহিব ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাহাঁ না করিব ॥ ২৫১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জানতেন যে তিনি কেবল পাঁচ-সাত দিন সেখানে থাকবেন; এবং কোন মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি ভিক্ষা করবেন না।

শ্লোক ২৫২

এত জানি' তাঁর ভিক্ষা কৈলা অঙ্গীকার ।
বাসা-নিষ্ঠা কৈলা চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ২৫২ ॥

শ্লোকার্থ

তা জেনে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তপন মিশ্রের নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন, এবং চন্দ্রশেখরের ঘরে তিনি বাস করলেন।

শ্লোক ২৫৩

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আসি' তাঁহারে মিলিলা ।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি' কৃপা প্রকাশিলা ॥ ২৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাষ্ট্রীয় সেই ব্রাহ্মণটি এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন; এবং মহাপ্রভু তাকে স্নেহ করে তার প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ২৫৪

মহাপ্রভু আইলা শুনি' শিষ্ট শিষ্ট জন ।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আসি' করেন দরশন ॥ ২৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের খবর পেয়ে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় সমাজের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে এলেন।

শ্লোক ২৫৫

শ্রীরূপ-উপরে প্রভুর যত কৃপা হৈল ।
অত্যন্ত বিস্তার-কথা সংক্ষেপে কহিল ॥ ২৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ গোস্বামীর উপর মহাপ্রভু যত কৃপা করেছিলেন, সেই অতি বিস্তৃত ঘটনা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ২৫৬

শ্রদ্ধা করি' এই কথা শুনে যেই জনে ।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্য-চরণে ॥ ২৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রদ্ধাসহকারে যিনি এই কথা শোনেন, তিনিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ২৫৭

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'প্রয়াগে শ্রীরূপ শিক্ষা' নামক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বারাণসীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎকার এবং শিক্ষালাভ

এই পরিচ্ছেদের কথাসারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* লিখেছেন—"সনাতন গোস্বামী যখন নবাব হুসেন শাহের কারাগারে বন্দী ছিলেন, তখন তিনি রূপ গোস্বামীর কাছ থেকে সংবাদ পেলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মথুরায় গিয়েছেন। বন্দীশালার রক্ষককে মিষ্টবাক্য এবং সাত হাজার মুদ্রা উৎকোচ দিয়ে বশ করে সনাতন গঙ্গা পার হয়ে পলায়ন করলেন। সঙ্গী ঈশানের কাছে আটটি স্বর্ণমুদ্রা থাকায় পাতড়া পর্বতের ভৌমিক তাদের হত্যা করে সেই মুদ্রা নেওয়ার আশায় সনাতনের আতিথ্য-বিধান করলেন। সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, তার কাছে স্বর্ণমুদ্রা আছে। সেই মুদ্রাকে অনর্থ বলে জেনে সেই ভূঞাকে তা দিয়ে, তিনি পর্বতময় দেশ অতিক্রম করলেন। পর্বত পার হয়ে ঈশানকে দেশে বিদায় দিলেন। হাজিপুরে পৌঁছলে, তাঁর ভগ্নীপতি রাজকর্মচারী শ্রীকান্ত তাঁকে দেখে এবং তাঁর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে গঙ্গা পার করে দিলেন। তিনি পায়ে হেঁটে কাশীধামে এসে চন্দ্রশেখরের দ্বারে পৌঁছলেন। মহাপ্রভু তাঁকে ডাকিয়ে এনে তাঁর প্রতি কৃপা-পূর্বক বেশ পরিবর্তন ও ভদ্র করবার আদেশ দিলেন। সনাতন ভদ্র হয়ে এলে তপন মিশ্র প্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রকে কৌপিন ও বহির্বাস করে পরিধান করলেন। তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত তাঁকে যে ভোট কম্বলটি দিয়েছিল সেটি বদল করে গঙ্গাতীর থেকে একখানি ছেঁড়া কাঁথা ধারণ করে প্রভুর আনন্দ উৎপাদন করলেন। সনাতন সেখানে অবস্থান করে মহাপ্রভুকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করলে, মহাপ্রভু প্রথমে 'জীবের স্বরূপ' ও 'কৃষ্ণশক্তি' বোঝালেন, পরে সম্বন্ধ-জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে অভিধেয়রূপা ভক্তির ব্যাখ্যা করলেন। কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচারে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের বিচার, স্বয়ংরূপ, তদেকাত্ম ও আবেশ, তার মধ্যে 'বৈভব' ও 'প্রাভব'—বিলাসাদিক্রমে ভগবানের মূর্তিভেদ বিচার করে দিলেন। তারপর পুরুষ অবতারের মায়া বৈভব, মন্বন্তর অবতার, গুণাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার ও বাল্যপৌগণ্ড—বয়স-ভেদে লীলাসমূহ এবং কিশোর-লীলার নিত্যতা ব্যাখ্যা করলেন।

শ্লোক ১

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্ ।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ ॥ ১ ॥

বন্দে—আমি বন্দনা করি; অনন্ত—অন্তহীন; অদ্ভুত—আশ্চর্যজনক; ঐশ্বর্যম্—ঐশ্বর্য সমন্বিত; শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুম্—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; নীচঃ অপি—অত্যন্ত অধঃপতিত

ব্যক্তিও; যৎপ্রসাদাৎ—যাঁর কৃপার প্রভাবে; স্যাৎ—হতে পারে; ভক্তিশাস্ত্র—ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান; প্রবর্তকঃ—প্রবর্তক।

অনুবাদ

যাঁর প্রসাদে নীচ ব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তক হতে পারেন, সেই অনন্ত অদ্ভুত ঐশ্বর্য বিশিষ্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! এবং শ্রীবাস প্রমুখ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তদের জয়!

শ্লোক ৩

এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে ।
শ্রীরূপ-গোসাঞির পত্রী আইল হেনকালে ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী যখন গৌড়ের বন্দীশালায় ছিলেন, তখন শ্রীরূপ গোস্বামীর কাছ থেকে একটি পত্র এল।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সম্পর্কে বলেছেন—*উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা* গ্রন্থে টীকাকার লিখেছেন যে, নিম্নলিখিত শ্লোকটি শ্রীরূপ বাক্‌লা থেকে লিখে গৌড়ের বন্দিশালে সনাতনকে পাঠিয়েছিলেন। সেই শ্লোকটিতে মহাপ্রভুর মথুরা গমনের সংকেত ছিল। সেই শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা ।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং, ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥

"যদুপতির মথুরাপুরী আজ কোথায়? রঘুপতির উত্তর কোশলা আজ কোথায়? সেই কথা বিচার করে মনস্থির করে চিন্তা কর যে, 'এই জগত অনিত্য'।"

শ্লোক ৪

পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা ।
যবন-রক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পত্রটি পেয়ে সনাতন গোস্বামী আনন্দিত হলেন, এবং যবন কারারক্ষকের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৫

"তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্ ।
কেতাব-কোরাণ-শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী সেই মুসলমান কারাধ্যক্ষকে বললেন, "তুমি এক মহাভাগ্যবান জীবিত পীর, এবং কোরাণ আদি শাস্ত্রে তোমার প্রচুর জ্ঞান রয়েছে।

শ্লোক ৬

এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ-ধর্ম দেখিয়া ।
সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যখন কোন বদ্ধ জীবকে ধর্মের পথ প্রদর্শন করে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে সংসার থেকে মুক্ত করেন।"

তাৎপর্য

এই উক্তিটি থেকে মনে হয় যে রাজমন্ত্রী সনাতন গোস্বামী সেই কারাধ্যক্ষটিকে প্রতারণা করার চেষ্টা করছিলেন। সেই কারাধ্যক্ষটি ছিল অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, এবং পারমার্থিক বিষয়ে অবশ্যই তার বিশেষ জ্ঞান ছিল না। কিন্তু, সনাতন গোস্বামী তাকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলে তোষামোদ করেছিলেন। কারাধ্যক্ষটিও তার কোন প্রতিবাদ করেনি, কেননা কেউ যখন কোন উচ্চপদ পায়, তখন সে মনে করে যে সে যথাযথই সেই পদটির যোগ্য। সনাতন গোস্বামী অবশ্য পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সেকথাটি বলেছিলেন; কিন্তু কারাধ্যক্ষটি ভেবেছিল যে সনাতন গোস্বামী তার কারামুক্তির কথা বলছেন। অসংখ্য জীব এই জড় জগতরূপী মায়ার কারাগারে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। মায়ার প্রভাবে জীব এতই মোহিত হয়ে রয়েছে যে একটি শূকর পর্যন্ত মনে করে যে সে খুব আনন্দে রয়েছে।

মায়ার দুই প্রকার শক্তি রয়েছে, এবং তাদের বলা হয় প্রক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা। কেউ যখন জড় জগতের বন্ধন মুক্ত হবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তখন প্রক্ষেপাত্মিকা শক্তি জীবকে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে অনুপ্রাণিত করে। আবরণাত্মিকা শক্তির প্রভাবে বদ্ধজীব একটি শূকর শরীর অথবা একটি ক্রিমি-কীটের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও মনে করে যে সে খুব সুখে রয়েছে। বদ্ধ জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করা

অত্যন্ত কঠিন, কেননা মায়ার প্রভাব অত্যন্ত বলবতী। বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে যখন তাদের তাঁর শরণাগত হবার নির্দেশ দেন, তখন বদ্ধ জীব ভগবানের সেই নির্দেশ শোনে না। তাই শ্রীসনাতন গোস্বামী বলেছেন, "কেউ যদি কোন ক্রমে মায়ার বন্ধন থেকে কাউকে মুক্ত হতে সাহায্য করেন, তাহলে ভগবান তাকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন।" সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৯) বলা হয়েছে—

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥

ভগবানের সব চাইতে বড় সেবা হচ্ছে বদ্ধ জীবের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি সঞ্চার করা যাতে সেই সমস্ত বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—বৈষ্ণবকে চেনা যায় তার প্রচার কার্যের মাধ্যমে। অর্থাৎ, কিভাবে তিনি বদ্ধ জীবকে তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করতে পারেন, সেই সম্বন্ধে এখানে 'নিজধর্ম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। জীবের নিত্যধর্ম হচ্ছে ভগবানের সেবা করা; তাই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে কৃষ্ণদাস বলে চিনতে পারাই পারমার্থিক চেতনার যথার্থ উন্মেষ। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সেই সম্বন্ধে সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ৭

পূর্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার ।
তুমি আমা ছাড়ি' কর প্রত্যুপকার ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী তাকে বললেন, "পূর্বে আমি তোমার উপকার করেছি, এখন তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়ে তার প্রত্যুপকার কর।

শ্লোক ৮

পাঁচ সহস্র মুদ্রা তুমি কর অঙ্গীকার ।
পুণ্য, অর্থ,—দুই লাভ হইবে তোমার ॥" ৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি তোমাকে পাঁচ হাজার মুদ্রা দিচ্ছি, দয়া করে তা অঙ্গীকার কর। আমাকে ছেড়ে দিলে, তোমার পুণ্য এবং অর্থ—দুই-ই লাভ হবে।"

শ্লোক ৯

তবে সেই যবন কহে,—"শুন, মহাশয় ।
তোমারে ছাড়িব, কিন্তু করি রাজভয় ॥" ৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সেই যবন কারাধ্যক্ষটি তাকে বললেন, "আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু তাহলে রাজা আমাকে দণ্ড দেবেন বলে আমার ভয় করছে।"

শ্লোক ১০-১১

সনাতন কহে,—"তুমি না কর রাজ-ভয় ।
দক্ষিণ গিয়াছে যদি লেউটি' আওয়য় ॥ ১০ ॥
তাঁহারে কহিও—সেই বাহ্যকৃত্যে গেল ।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি' ঝাঁপ দিল ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী তখন তাকে বললেন, "তুমি রাজাকে ভয় করো না। তিনি তো এখন দক্ষিণে গেছেন। তিনি যদি ফিরে আসেন, তাহলে তাঁকে বলো যে, সনাতন বাহ্য করতে গঙ্গার কাছে গিয়েছিল, এবং গঙ্গা দেখে সে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে।

শ্লোক ১২

অনেক দেখিল, তার লাগ্ না পাইল ।
দাড়ুকা-সহিত ডুবি কাহাঁ বহি' গেল ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁকে বলো, তাকে আমরা অনেক খুঁজলাম। কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। বাঁধন সহ সে নদীর জলে ডুবে কোথায় ভেসে গেছে।"

শ্লোক ১৩

কিছু ভয় নাহি, আমি এ-দেশে না রব ।
দরবেশ হঞা আমি মক্কাকে যাইব ॥" ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, কেননা আমি এই দেশে থাকব না। আমি দরবেশ হয়ে মক্কায় চলে যাব।"

শ্লোক ১৪

তথাপি যবন-মন প্রসন্ন না দেখিলা ।
সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈলা ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী দেখলেন যে তাতেও সেই যবনের মন প্রসন্ন হল না, তখন তিনি তার সামনে সাত হাজার মুদ্রার রাশি রাখলেন।

শ্লোক ১৫

লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া ।
রাত্রে গঙ্গাপার কৈল দাড়ুকা কাটিয়া ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই মুদ্রা দেখে যবনের লোভ হল, এবং রাত্রে সনাতন গোস্বামীর বন্ধন কেটে সে তাকে গঙ্গা পার করে দিল।

শ্লোক ১৬

গড়দ্বার-পথ ছাড়িলা, নারে তাঁহা যাইতে ।
রাত্রি-দিন চলি' আইলা পাতড়া-পর্বতে ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

রাজপথ দিয়ে না গিয়ে, সনাতন গোস্বামী দিন-রাত পায়ে হেঁটে পাতড়া-পর্বতে এসে পৌঁছলেন।

শ্লোক ১৭

তথা এক ভৌমিক হয়, তার ঠাঞি গেলা ।
'পর্বত পার কর আমা'—বিনতি করিলা ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে এক ভৌমাধিকারীর কাছে গিয়ে তিনি তাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করলেন, তাকে পর্বত পার করিয়ে দিতে।

শ্লোক ১৮-২০

সেই ভূঞার সঙ্গে হয় হাতগণিতা ।
ভূঞার কাণে কহে সেই জানি' এই কথা ॥ ১৮ ॥
'ইঁহার ঠাঞি সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয়' ।
শুনি' আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয় ॥ ১৯ ॥
'রাত্রে পর্বত পার করিব নিজ-লোক দিয়া ।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া ॥' ২০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ভূঞার সঙ্গে একজন হাতগণক ছিল, সে ভূঞার কানে কানে বলল, "এর কাছে আটটি স্বর্ণ মোহর রয়েছে"। তা শুনে আনন্দিত হয়ে ভূঞা সনাতনকে বলল, "রাত্রে আমি আমার লোক দিয়ে আপনাকে পর্বত পার করে দেব, এখন আপনি রন্ধন করে ভোজন করুন।"

শ্লোক ২১

এত বলি' অন্ন দিল করিয়া সম্মান ।
সনাতন আসি' তবে কৈল নদীস্নান ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে সেই ভূঞা সনাতনকে সম্মান প্রদর্শন করে রন্ধন করার জন্য ভোজ্যদ্রব্য দিল; এবং সনাতন তখন নদীতে স্নান করতে গেলেন।

শ্লোক ২২-২৪

দুই উপবাসে কৈলা রন্ধন-ভোজনে ।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিলা মনে ॥ ২২ ॥
'এই ভূঞা কেনে মোরে সম্মান করিল?'
এত চিন্তি' সনাতন ঈশানে পুছিল ॥ ২৩ ॥
'তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয়' ।
ঈশান কহে,—'মোর ঠাঞি সাত মোহর হয়' ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী দুই দিন উপবাসী ছিলেন, তাই তিনি রন্ধন করে ভোজন করলেন। কিন্তু, বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী সনাতন মনে মনে বিচার করতে লাগলেন—'এই ভূঞাটি কেন আমাকে এইভাবে সম্মান প্রদর্শন করল'? এই কথা চিন্তা করে সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কাছে নিশ্চয়ই কিছু রয়েছে।" সনাতন গোস্বামীর ভৃত্য ঈশান তখন বলল—"আমার কাছে সাতটি মোহর রয়েছে।"

শ্লোক ২৫

শুনি' সনাতন তারে করিয়া ভর্ৎসন ।
'সঙ্গে কেনে আনিয়াছি এই কাল-যম?' ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে সনাতন গোস্বামী তাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, "তুমি কেন সঙ্গে করে এই কাল-যম নিয়ে এসেছ?"

শ্লোক ২৬-২৭

তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া ।
ভূঞার কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া ॥ ২৬ ॥
"এই সাত সুবর্ণ মোহর আছিল আমার ।
ইহা লঞা ধর্ম দেখি' পর্বত কর পার ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সনাতন গোস্বামী সেই সাতটি মোহর হাতে করে নিয়ে ভূঞার সামনে সেগুলি ধরে তাকে বললেন, 'আমার কাছে সাতটি মোহর ছিল, এগুলি নিয়ে, ধর্ম দেখে আমাকে পর্বত পার করে দিন।

শ্লোক ২৮

রাজবন্দী আমি, গড়দ্বার যাইতে না পারি ।
পুণ্য হবে, পর্বত আমা দেহ' পার করি ॥" ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি একজন রাজবন্দী এবং তাই আমি গড়দ্বার দিয়ে যেতে পারি না। আপনি যদি আমাকে পর্বত পার করে দেন তাহলে আপনার পুণ্য হবে।"

শ্লোক ২৯-৩০

ভূঞা হাসি' কহে,—"আমি জানিয়াছি পহিলে ।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে ॥ ২৯ ॥
তোমা মারি' মোহর লইতাম আজিকার রাত্রে ।
ভাল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিলাঙ পাপ হৈতে ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন সে ভূঞাটি বলল, "আমি আগেই জানতে পেরেছি যে আপনার সেবকের আঁচলে আটটি মোহর রয়েছে। আপনাদের মেরে আজ রাত্রে আমি সেই মোহর নিয়ে নিতাম। ভালই হল, আপনি আমাকে নিজে থেকেই সেই কথা বললেন, তারফলে আমি পাপকর্ম থেকে বিরত হলাম।

শ্লোক ৩১

সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি, মোহর না লইব ।
পুণ্য লাগি' পর্বত তোমা' পার করি' দিব ॥" ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি আপনার মোহর নিব না, কেবল পুণ্য লাভের জন্য আমি আপনাকে পর্বত পার করে দেব।"

শ্লোক ৩২

গোসাঞি কহে,—"কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি' ।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি' ॥" ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী তখন তাকে বললেন, "আপনি যদি মোহর গ্রহণ না করেন, তাহলে অন্য কেউ আমাকে মেরে সেগুলি নিয়ে নেবে। আপনি বরং সেগুলি গ্রহণ করে আমার প্রাণ রক্ষা করুন।"

শ্লোক ৩৩

তবে ভূঞা গোসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিল ।
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্বত পার কৈল ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সেই ভূঞা সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে চারজন পাইক দিলেন, এবং রাত্রিবেলা বন পথে তাকে পর্বত পার করে দিলেন।

শ্লোক ৩৪

তবে পার হঞা গোসাঞি পুছিলা ঈশানে ।
"জানি,—শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা স্থানে" ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

পর্বত পার হবার পর সনাতন গোস্বামী তাঁর ভৃত্য ঈশানকে বললেন, "আমি জানি যে তোমার কাছে আরও কিছু রয়েছে।"

শ্লোক ৩৫

ঈশান কহে,—"এক মোহর আছে অবশেষ ।"
গোসাঞি কহে,—"মোহর লঞা যাহ' তুমি দেশ ॥" ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

ঈশান উত্তর দিল, "আমার কাছে আর একটি মোহর রয়েছে।" সনাতন গোস্বামী তখন তাকে বললেন, "সেই মোহরটি নিয়ে তুমি ঘরে ফিরে যাও।"

শ্লোক ৩৬

তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একলা ।
হাতে করোঁয়া, ছিঁড়া কান্থা, নির্ভয় হইলা ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

ঈশানকে বিদায় দিয়ে সনাতন গোস্বামী একলা চলতে লাগলেন; তাঁর হাতে ভিক্ষা পাত্র এবং পরণে ছেঁড়া কাঁথা। এখন তিনি নির্ভয় হলেন।

শ্লোক ৩৭

চলি' চলি' গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে ।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান-ভিতরে ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

হাঁটতে হাঁটতে সনাতন গোস্বামী হাজিপুরে এসে পৌঁছলেন। সেখানে সন্ধ্যাবেলা তিনি এক উদ্যানে গিয়ে বসলেন।

শ্লোক ৩৮

সেই হাজিপুরে রহে—শ্রীকান্ত তার নাম ।
গোসাঞির ভগিনীপতি, করে রাজকাম ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই হাজিপুরে, রাজকার্যে যুক্ত সনাতন গোস্বামীর ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত ছিলেন।

শ্লোক ৩৯

তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে ।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎসার স্থানে ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

রাজা শ্রীকান্তকে তিন লক্ষ মুদ্রা দিয়ে ছিলেন; এবং শ্রীকান্ত ঘোড়া কিনে বাদশার কাছে পাঠালেন।

শ্লোক ৪০

টুঙ্গি উপর বসি' সেই গোসাঞিরে দেখিল ।
রাত্রে একজন-সঙ্গে গোসাঞি-পাশ আইল ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকান্ত যখন টুঙ্গির উপরে বসেছিলেন, তখন তিনি সনাতন গোস্বামীকে দেখতে পেলেন এবং রাত্রিবেলা একজন ভৃত্যকে সঙ্গে করে তিনি সনাতন গোস্বামীর কাছে এলেন।

শ্লোক ৪১

দুইজন মিলি' তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল ।
বন্ধন-মোক্ষণ-কথা গোসাঞি সকলি কহিল ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা দুইজনে মিলে অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন, এবং সনাতন গোস্বামী তাকে তাঁর কারা-মোচনের সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন।

শ্লোক ৪২

তেঁহো কহে,—"দিন-দুই রহ এইস্থানে ।
ভদ্র হও, ছাড়' এই মলিন বসনে ॥" ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকান্ত তখন সনাতন গোস্বামীকে বললেন, "আপনি অন্তত দুই দিন এখানে থাকুন, এবং এই মলিন বসন পরিত্যাগ করে ভদ্র বেশ ধারণ করুন।"

শ্লোক ৪৩

গোসাঞি কহে,—"একক্ষণ ইহা না রহিব ।
গঙ্গা পার করি' দেহ', এক্ষণে চলিব ॥" ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী উত্তর দিলেন, "আমি এখানে এক মুহূর্তের জন্যও থাকব না। দয়া করে তুমি আমাকে গঙ্গা পার করে দাও। আমি এখনই এখান থেকে চলে যেতে চাই।"

শ্লোক ৪৪

যত্ন করি' তেঁহো এক ভোটকম্বল দিল ।
গঙ্গা পার করি' দিল—গোসাঞি চলিল ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

যত্ন করে শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামীকে একটি পশমের কম্বল দিলেন এবং তাঁকে গঙ্গা পার করে দিলেন। এইভাবে সনাতন গোস্বামী সেখান থেকে চলে গেলেন।

শ্লোক ৪৫

তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কতদিনে ।
শুনি আনন্দিত হইলা প্রভুর আগমনে ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

তার কয়েকদিন পর সনাতন গোস্বামী বারাণসীতে এসে উপস্থিত হলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে এসেছেন শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৪৬-৪৭

চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি' দ্বারেতে বসিলা ।
মহাপ্রভু জানি' চন্দ্রশেখরে কহিলা ॥ ৪৬ ॥

'দ্বারে এক 'বৈষ্ণব' হয়, বোলাহ তাঁহারে'।
চন্দ্রশেখর দেখে—'বৈষ্ণব' নাহিক দ্বারে ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী তখন চন্দ্রশেখরের গৃহে গিয়ে দ্বারে বসলেন; এবং তাঁর আগমন জানতে পেয়ে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরকে বললেন, "দ্বারে একজন বৈষ্ণব এসেছেন, তাঁকে এখানে নিয়ে এস।" কিন্তু চন্দ্রশেখর গিয়ে দেখলেন যে দ্বারে কোন বৈষ্ণব নেই।

শ্লোক ৪৮

'দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি'—প্রভুরে কহিল।
'কেহ হয়' করি' প্রভু তাহারে পুছিল ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

চন্দ্রশেখর তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে বললেন, "দ্বারে কোন বৈষ্ণব নেই।" মহাপ্রভু তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেখানে কি কেউ আছে?"

শ্লোক ৪৯

তেঁহো কহে,—এক 'দরবেশ' আছে দ্বারে।
'তাঁরে আন' প্রভুর বাক্যে কহিল তাঁহারে ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

চন্দ্রশেখর তখন বললেন, "হ্যাঁ, দ্বারে একজন দরবেশ আছেন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন, "তাকেই এখানে নিয়ে এস।" চন্দ্রশেখর তখন সনাতন গোস্বামীকে গিয়ে বললেন।

শ্লোক ৫০

'প্রভু তোমায় বোলায়, আইস, দরবেশ!'
শুনি' আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"হে দরবেশ, আপনি দয়া করে ভিতরে আসুন। মহাপ্রভু আপনাকে ডাকছেন।" সেকথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সনাতন চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৫১

তাঁহারে অঙ্গনে দেখি' প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

গৃহের অঙ্গনে সনাতন গোস্বামীকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছুটে এলেন, এবং তাঁকে আলিঙ্গন করে প্রেমাবিষ্ট হলেন।

শ্লোক ৫২

প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইলা সনাতন।
'মোরে না ছুঁইহ'—কহে গদ্‌গদ-বচন ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হয়ে সনাতন গদগদ স্বরে বলতে লাগলেন, "হে প্রভু, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না।"

শ্লোক ৫৩

দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি' চন্দ্রশেখরের হইল চমৎকার ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং সনাতন গোস্বামী গলাগলি করে রোদন করতে লাগলেন। এবং তা দেখে চন্দ্রশেখর চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ৫৪

তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি' লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে আপন-পাশে বসাইলা ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

তার হাত ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে ভিতরে নিয়ে গেলেন, এবং পিণ্ডার উপরে তাকে তাঁর পাশে বসালেন।

শ্লোক ৫৫

শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জন।
তেঁহো কহে,—'মোরে, প্রভু, না কর স্পর্শন' ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শ্রীহস্ত দিয়ে সনাতনের অঙ্গ পরিষ্কার করে দিতে লাগলেন, এবং সনাতন বলতে লাগলেন, "প্রভু, দয়া করে আমাকে স্পর্শ করো না।"

শ্লোক ৫৬

প্রভু কহে,—"তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "আমি তোমাকে স্পর্শ করছি নিজেকে পবিত্র করার জন্য। তোমার ভক্তির বলে তুমি সারা ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করতে পার।

শ্লোক ৫৭

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ৫৭ ॥

ভবৎ-বিধাঃ—আপনার মতো; ভাগবতাঃ—ভাগবতেরা; তীর্থ-ভূতাঃ—মূর্তিমান তীর্থ স্বরূপ; স্বয়ম্—স্বয়ম্; প্রভো—হে প্রভু; তীর্থী-কুর্বন্তি—তীর্থে পরিণত করা; তীর্থানি—সমস্ত তীর্থকে; স্বান্তঃ-স্থেন—তাদের হৃদয়ে বিরাজমান; গদা-ভৃতা—গদাধর শ্রীবিষ্ণু।

অনুবাদ

" 'আপনার মতো ভাগবতেরা নিজেরাই তীর্থ স্বরূপ। তাঁদের পবিত্রতার জন্য ভগবান সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে অবস্থান করেন; এবং তাই তাঁরা পাপীগণের পাপ দ্বারা মলিন তীর্থস্থানগুলিকে পবিত্র করেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১৩/১০) বিদুরের প্রতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উক্তি। তীর্থ ভ্রমণের পর বিদুর যখন গৃহে ফিরে আসেন, তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর মহাভাগবত পিতৃব্যকে এই স্তুতি বাক্যের দ্বারা বন্দনা করেন "আপনার মতো ভাগবতেরা স্বয়ং তীর্থস্থান সদৃশ, কেননা শ্রীবিষ্ণু সর্বদা আপনাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন। পাপীদের আগমনের ফলে পঙ্কিল তীর্থস্থানগুলি আপনাদের পদার্পণে পুনরায় পবিত্র হয়।"

পাপী মানুষেরা পবিত্র হওয়ার জন্য তীর্থস্থানে যায়। তীর্থস্থানে বহু সাধু-সন্ত বাস করেন এবং শ্রীবিষ্ণুর বহু মন্দির সেখানে রয়েছে; কিন্তু বহু পাপীর আগমনে তীর্থস্থানগুলি দূষিত হয়। কোন ভাগবত যখন তীর্থস্থানে যান, তখন তাঁর আগমনের প্রভাবে তীর্থক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীদের সঞ্চিত পাপসমূহ বিনষ্ট হয়। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির বিদুরকে একথা বলেন।

শ্লোক ৫৮

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ৫৮ ॥

ন—না; মে—আমার; অভক্তঃ—শুদ্ধ ভক্তিবিহীন ব্যক্তি; চতুঃবেদী—চতুর্বেদ নিপুণ ব্রাহ্মণ; মৎ-ভক্তঃ—আমার ভক্ত; শ্ব-পচঃ—চণ্ডাল কুলোদ্ভূত হলেও; প্রিয়ঃ—আমার অত্যন্ত প্রিয়; তস্মৈ—তাকে (নীচ কুলোদ্ভূত হলেও, সেই শুদ্ধ ভক্তকে); দেয়ম্—দান করা উচিত; ততঃ—তার কাছ থেকে; গ্রাহ্যম্—(উচ্ছিষ্ট প্রসাদ) গ্রহণ করা উচিত; সঃ—সেই ব্যক্তি; চ—ও; পূজ্যঃ—পূজ্য; যথা—যেমন; হি—অবশ্যই; অহম্—আমি।

অনুবাদ

" 'চতুর্বেদ পাঠী অর্থাৎ চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ হলেই যে ভক্ত হয়, এমন নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল কুলে জন্মগ্রহণ করলেও আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাকেই দান করা উচিত, এবং তার প্রসাদই গ্রহণ করা উচিত। আমার ভক্ত আমার মতো পূজ্য।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল সনাতন গোস্বামী কর্তৃক সংকলিত *হরিভক্তিবিলাসে* (১০/১২৭) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৫৯

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৫৯ ॥

বিপ্রাৎ—ব্রাহ্মণের থেকে; দ্বি-ষট্-গুণ-যুতাৎ—ব্রাহ্মণোচিত বারটি গুণ যুক্ত; অরবিন্দ-নাভ—পদ্ম সদৃশ নাভি যাঁর, সেই শ্রীবিষ্ণুর; পাদ-অরবিন্দ—শ্রীপাদপদ্মে; বিমুখাৎ—ভগবদ্ভক্তি বিমুখ ব্যক্তির থেকে; শ্বপচম্—কুকুর ভক্ষণকারী চণ্ডাল; বরিষ্ঠম্—শ্রেষ্ঠ; মন্যে—আমি মনে করি; তৎ-অর্পিত—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পিত; মনঃ—মন; বচন—বাক্য; ঈহিত—কার্যকলাপ; অর্থ—ধন সম্পদ; প্রাণম্—প্রাণ; পুনাতি—পবিত্র করেন; স—তিনি; কুলম্—তাঁর কুল; ন—না; তু—কিন্তু; ভূরি-মানঃ—অত্যন্ত গর্বিত।

অনুবাদ

" 'যাঁর মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত হয়েছে, তিনি যদি চণ্ডাল কুলেও জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাহলেও তিনি কৃষ্ণপাদপদ্ম-বিমুখ দ্বাদশ গুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের থেকেও শ্রেষ্ঠ বলে আমি মনে করি। কেন না, তিনি (শ্বপচ কুলোদ্ভূত ভক্ত) স্বীয় কুল পবিত্র করেন, কিন্তু অতি গর্বিত অভক্ত ব্রাহ্মণ তা করতে পারেন না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৯/১০) প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি। ব্রাহ্মণের বারটি গুণ সম্বন্ধে *মহাভারতে* বলা হয়েছে—

ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ অমাৎসর্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥

"ব্রাহ্মণকে অবশ্যই যথার্থ ধার্মিক হতে হবে, সত্যবাদী হতে হবে এবং ইন্দ্রিয় সংযমে সক্ষম হতে হবে, তাঁকে তপশ্চর্যা পালন করতে হবে, নির্মৎসর হতে হবে, বিনীত হতে হবে, সহনশীল হতে হবে, অসূয়া রহিত হতে হবে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সক্ষম হতে হবে,

দানশীল হতে হবে, ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হতে হবে এবং বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে। ব্রাহ্মণের এই বারটি গুণ।"

ভগবদ্গীতায়ও (১৮/৪২) ব্রাহ্মণের গুণাবলী বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥

'শম, দম, তপশ্চর্যা, শৌচ, সহনশীলতা, সততা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং ভগবানের প্রতি ভক্তি—এইগুলি ব্রাহ্মণের গুণ।"

মুক্তাফল টীকায় বলা হয়েছে—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জব-বিরক্তয়ঃ।
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যে দ্বিষড়্গুণাঃ ॥

"শম, দম, তপশ্চর্যা, শৌচ, সহিষ্ণুতা, সরলতা, বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সততা এবং বৈদিক নির্দেশে দৃঢ় বিশ্বাস—ব্রাহ্মণের এই বারটি গুণ।"

শ্লোক ৬০

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাহি তোমার গুণ।
সর্বেন্দ্রিয়-ফল,—এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "তোমাকে দর্শন করে, তোমাকে স্পর্শ করে এবং তোমার অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্তন করে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতা সাধিত হয়। শাস্ত্রে সেই সত্য নিরূপিত হয়েছে।

তাৎপর্য

হরিভক্তিসুধোদয় (১৩/২) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৬১

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি
তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বা-ফলং ত্বাদৃশ-কীর্তনং হি
সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥ ৬১ ॥

অক্ষ্ণোঃ—চক্ষুর; ফলম্—সার্থকতা; ত্বা-দৃশ—আপনার মতো; দর্শনম্—দর্শন করা; হি—অবশ্যই; তনোঃ—দেহের; ফলম্—কার্যকলাপের পূর্ণতা; ত্বা-দৃশ—আপনার মতো ব্যক্তির; গাত্র-সঙ্গঃ—অঙ্গ স্পর্শ; জিহ্বা-ফলম্—জিহ্বার সার্থকতা; ত্বা-দৃশ—আপনার মতো ব্যক্তির; কীর্তনম্—মহিমা কীর্তন; হি—অবশ্যই; সু-দুর্লভাঃ—অত্যন্ত দুর্লভ; ভাগবতা—ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের; হি—অবশ্যই; লোকে—এই জগতে।

অনুবাদ

" 'হে বৈষ্ণব, আপনার মতো ব্যক্তিকে দর্শন করাই চক্ষুর সার্থকতা; আপনার মতো ব্যক্তির অঙ্গ স্পর্শ করাই শরীরের সার্থকতা; আপনার মতো ব্যক্তির গুণ কীর্তন করাই জিহ্বার সার্থকতা; কেননা এই জগতে ভগবানের শুদ্ধভক্তকে পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ।' "

শ্লোক ৬২

এত কহি কহে প্রভু,—"শুন, সনাতন।
কৃষ্ণ—বড় দয়াময়, পতিত-পাবন ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "হে সনাতন, শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দয়াময় এবং সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধারকারী।

শ্লোক ৬৩

মহা-রৌরব হৈতে তোমা করিলা উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥" ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"হে সনাতন, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে মহারৌরব থেকে উদ্ধার করেছেন, তিনি কৃপার সমুদ্র এবং তাঁর কার্যকলাপ অতি গভীর ও অন্তহীন।"

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে—*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।* শ্রীকৃষ্ণ সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে অত্যন্ত গভীরভাবে সকলকে পরিচালিত করেন। তিনি যে কিভাবে কার্যকলাপ করেন তা কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু কেউ যখন নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিভরে ভগবানের সেবা করেন, তখন তিনি এমনভাবে তাকে সাহায্য করেন যে, ভক্ত বুঝতেই পারেন না কিভাবে সব কিছু হচ্ছে। ভক্ত যদি ভগবানের সেবা করতে বদ্ধপরিকর হন, তাহলে ভগবান সর্বদা তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন; (*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে)।* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বললেন, ভগবান কত দয়াময়। সনাতন গোস্বামী ছিলেন মুসলমান নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী। তখন তাঁকে সব সময় বিষয়াসক্ত মানুষদের সঙ্গ করতে হত, বিশেষ করে মাংসাহারী মুসলমানদের। যদিও তিনি অন্তরঙ্গভাবে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের করুণার প্রভাবে সেই সঙ্গ তাঁর কাছে অপ্রীতিকর বলে মনে হয়েছিল। তাই তিনি সেই সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। সে সম্বন্ধে শ্রীনিবাস আচার্য বলেছেন—*ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-*

মণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ। শ্রীকৃষ্ণ সনাতন গোস্বামীকে এমনভাবে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেছিলেন যে, তিনি উচ্চ রাজমন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর জাগতিক পদকে তুচ্ছ বলে মনে করে সনাতন গোস্বামী ভিক্ষুকের বৃত্তি অবলম্বন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। সনাতন গোস্বামীর কার্যকলাপের প্রশংসা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে এইভাবে কৃপা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেছেন।

শ্লোক ৬৪

সনাতন কহে,—'কৃষ্ণ আমি নাহি জানি ।
আমার উদ্ধার-হেতু তোমার কৃপা মানি ॥' ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী তখন বললেন, "শ্রীকৃষ্ণকে আমি জানি না। আমি শুধু এইটুকুই জানি যে আপনার কৃপার প্রভাবেই আমি উদ্ধার লাভ করেছি।"

শ্লোক ৬৫

'কেমনে ছুটিলা' বলি প্রভু প্রশ্ন কৈলা ।
আদ্যোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইলা ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সনাতন গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিভাবে তুমি কারাগার থেকে মুক্তি পেলে?" সনাতন গোস্বামী তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁকে শোনালেন।

শ্লোক ৬৬

প্রভু কহে,—"তোমার দুইভাই প্রয়াগে মিলিলা ।
রূপ, অনুপম—দুঁহে বৃন্দাবন গেলা" ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁকে বললেন, "তোমার দুই ভাই রূপ এবং অনুপমের সঙ্গে আমার প্রয়াগে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তারা দুইজনে এখন বৃন্দাবনে গিয়েছে।"

শ্লোক ৬৭

তপনমিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরেরে ।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সনাতন গোস্বামীর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শ্লোক ৬৮

তপনমিশ্র তবে তাঁরে কৈলা নিমন্ত্রণ ।
প্রভু কহে,—'ক্ষৌর করাহ, যাহ, সনাতন ॥' ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

তপন মিশ্র তখন সনাতন গোস্বামীকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সনাতন গোস্বামীকে বললেন, "সনাতন, যাও মস্তক মুণ্ডন করে এস।"

শ্লোক ৬৯

চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাঞা ।
'এই বেষ দূর কর, যাহ ইঁহারে লঞা' ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরকে ডেকে বললেন, "একে নিয়ে যাও এবং এর এই বেশ ছাড়িয়ে অন্য বেশ পরাও।"

শ্লোক ৭০

ভদ্র করাঞা তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল ।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

চন্দ্রশেখর তখন সনাতন গোস্বামীকে চুল, দাড়ি কামিয়ে ভদ্র করালেন, এবং তাঁকে গঙ্গাস্নান করিয়ে পরিধানের জন্য নতুন কাপড় প্রদান করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে 'ভদ্র করাঞা', কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। লম্বা চুল ও দাড়ি থাকার ফলে সনাতন গোস্বামীকে মুসলমান দরবেশের মতো দেখাচ্ছিল। সনাতন গোস্বামীর সেই রূপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাল লাগেনি, তাই তিনি চন্দ্রশেখরকে বলেছিলেন তাঁকে মুণ্ডন করিয়ে ভদ্র করতে। কেউ যদি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে থাকতে চায়, তাহলে তাকেও চুল-দাড়ি কামিয়ে এইভাবে ভদ্র হতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা লম্বা চুল রাখা পছন্দ করেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সনাতন গোস্বামী মহারৌরব নামক নরক থেকে উদ্ধার লাভ করেছিলেন। যারা জীবিকা নির্বাহের জন্য জীবজন্তু হত্যা করে, তারা মহারৌরব নামক নরকে গমন পূর্বক ভয়ঙ্কর দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে থাকে। এই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/২৬/১০-১২) বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৭১

সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার ।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

চন্দ্রশেখর সনাতন গোস্বামীকে নতুন কাপড় দিয়েছিলেন, কিন্তু সনাতন তা গ্রহণ করেন নি। সেকথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭২

মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে ।
সনাতনে লঞা গেলা তপনমিশ্রের ঘরে ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

মধ্যাহ্ন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভিক্ষা গ্রহণ করতে তপন মিশ্রের গৃহে গেলেন, এবং তিনি সনাতন গোস্বামীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক ৭৩

পাদপ্রক্ষালন করি' ভিক্ষাতে বসিলা ।
'সনাতনে ভিক্ষা দেহ'—মিশ্রেরে কহিলা ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

পাদপ্রক্ষালন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভিক্ষা গ্রহণ করতে বসলেন। তিনি তপন মিশ্রকে বললেন, "সনাতনকেও ভিক্ষা দাও।"

শ্লোক ৭৪

মিশ্র কহে,—'সনাতনের কিছু কৃত্য আছে ।
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে ॥' ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

তপন মিশ্র তখন বললেন, "সনাতনের কিছু কাজ রয়েছে, তাই সে এখন ভিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না। আপনি এখন ভিক্ষা গ্রহণ করুন, পরে আমি তাকে প্রসাদ দেব।"

শ্লোক ৭৫

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল ।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিল ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

ভিক্ষা গ্রহণ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। তপন মিশ্র তখন সনাতন গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ দান করলেন।

শ্লোক ৭৬

মিশ্র সনাতনে দিলা নূতন বসন ।
বস্ত্র নাহি নিলা, তেঁহো কৈল নিবেদন ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

তপন মিশ্র যখন সনাতন গোস্বামীকে নতুন বসন দিলেন, তখন সনাতন গোস্বামী সেটি নিতে অস্বীকার করলেন।

শ্লোক ৭৭

"মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন ।
নিজ পরিধান এক দেহ' পুরাতন ॥" ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি বললেন, "আপনি যদি আমাকে বস্ত্র দান করতে চান, তাহলে দয়া করে আমাকে আপনার ব্যবহৃত একটি বস্ত্র দান করুন।"

শ্লোক ৭৮

তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল ।
তেঁহো দুই বহির্বাস-কৌপীন করিল ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন তপন মিশ্র সনাতন গোস্বামীকে একটি পুরানো ধুতি দিলেন। সনাতন গোস্বামী সেটিকে ছিঁড়ে দুইটি বহির্বাস এবং কৌপীন করলেন।

শ্লোক ৭৯-৮০

মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজে প্রভু মিলাইলা সনাতনে ।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা-নিমন্ত্রণে ॥ ৭৯ ॥
"সনাতন, তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবা ।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবা ॥" ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে সনাতন গোস্বামীর পরিচয় করিয়ে দিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণটি সনাতন গোস্বামীকে গভীর প্রীতি সহকারে নিমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, "সনাতন, যতদিন তুমি কাশীতে থাকবে, ততদিন তুমি দয়া করে আমার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করবে।"

শ্লোক ৮১

সনাতন কহে,—"আমি মাধুকরী করিব ।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব?" ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী তখন তাকে বললেন, "আমি মাধুকরী করব। কেন আমি কেবল ব্রাহ্মণের ঘরেই ভিক্ষা করব?"

তাৎপর্য

'মাধুকরী' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'মধুকর' থেকে। মধুকর বা মৌমাছি যেমন ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে বেড়ায়, তেমনই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত মহাত্মারাও এক গৃহে ভোজন না করে, গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়ে অল্প অল্প পরিমাণ ভিক্ষা গ্রহণ করেন। তার ফলে তিনি অত্যধিক আহার করেন না। অথবা অনর্থক গৃহস্থকে উদ্বেগ প্রদান করেন না। সন্ন্যাস আশ্রমাবলম্বী ব্যক্তি ভিক্ষা করতে পারেন, কিন্তু রন্ধন করতে পারেন না। তাঁর ভিক্ষা গৃহস্থদের বোঝাস্বরূপ হওয়া উচিত নয়। মাধুকরী করার পন্থা বাবাজীদের, অর্থাৎ পরমহংস স্তর প্রাপ্ত মহাত্মাদের অবশ্যই অনুশীলন করা উচিত। এই পন্থা এখনও বৃন্দাবনে প্রচলিত রয়েছে, এবং সেখানে বহু স্থানে ভিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বৃন্দাবনে সহজে ভিক্ষা পাওয়ার জন্য বহু ভিক্ষুক এসে থাকে, তারা শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রদর্শিত পন্থা অনুশীলন করে না। তারা কেবল তাঁর অনুকরণ করে এবং মাধুকরী করে অলস জীবন-যাপন করে। সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীর প্রদর্শিত পন্থা নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করা প্রায় অসম্ভব। তাই রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর অনুকরণ না করে মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করাই শ্রেয়।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥

"যিনি পরিমিতভাবে আহার করেন, বিহার করেন, কর্ম করেন এবং নিদ্রা যান, তিনি এইভাবে যোগের পন্থা অনুশীলন করে সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত হন।" (ভগবদ্গীতা ৬/১৭)

আদর্শ সন্ন্যাসী কঠোরভাবে গোস্বামীদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করেন।

শ্লোক ৮২

সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার ।
ভোটকম্বল পানে প্রভু চাহে বারে বার ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্য দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, কিন্তু, তিনি বার বার সনাতন গোস্বামীর গায়ে জড়ানো ভোট কম্বলটির দিকে তাকাতে লাগলেন।

শ্লোক ৮৩

সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায় ।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিলা উপায় ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বার বার তাঁর মূল্যবান ভোটকম্বলটির দিকে তাকাতে দেখে সনাতন গোস্বামী বুঝতে পারলেন যে তা মহাপ্রভুর ভাল লাগছে না; তাই তিনি তখন সেই ভোটকম্বলটি ত্যাগ করার উপায় চিন্তা করলেন।

শ্লোক ৮৪

এত চিন্তি' গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে ।
এক গৌড়িয়া কান্থা ধুঞা দিয়াছে শুকাইতে ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে চিন্তা করে তিনি দুপুর বেলা গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। তখন তিনি দেখলেন যে গৌড় দেশের এক ভিক্ষুক তাঁর কাঁথাটি ধুয়ে শুকাতে দিয়েছে।

শ্লোক ৮৫

তারে কহে,—"ওরে ভাই, কর উপকারে ।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ' মোরে ॥" ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী তখন তাকে বললেন, "ভাই, তুমি আমার একটি উপকার কর। এই ভোটকম্বলটি নিয়ে তুমি তোমার ঐ কাঁথাটি আমাকে দাও।"

শ্লোক ৮৬

সেই কহে,—"রহস্য কর প্রামাণিক হঞা?
বহুমূল্য ভোট দিবা কেন কাঁথা লঞা?" ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ভিক্ষুকটি তখন বলল, "মহাশয়, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হওয়া সত্ত্বেও কেন আপনি এইভাবে আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন? আমার ছেঁড়া কাঁথাটি নিয়ে কেন আপনি আপনার অত্যন্ত মূল্যবান ভোটকম্বলটি আমাকে দেবেন?"

শ্লোক ৮৭

তেঁহো কহে,—"রহস্য নহে, কহি সত্যবাণী ।
ভোট লহ, তুমি দেহ' মোরে কাঁথাখানি ॥" ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী তখন তাকে বললেন, "না, আমি তোমার সঙ্গে পরিহাস করছি না। আমি সত্যি সত্যিই তোমাকে বলেছি—তোমার কাঁথাটি দিয়ে তুমি আমার এই ভোটকম্বলটি নাও।"

শ্লোক ৮৮

এত বলি' কাঁথা লইল, ভোট তাঁরে দিয়া ।
গোসাঞির ঠাঁই আইলা কাঁথা গলে দিয়া ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে সনাতন গোস্বামী তাকে ভোটকম্বলটি দিয়ে কাঁথাটি নিলেন এবং সেই কাঁথাটি গায়ে দিয়ে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে ফিরে এলেন।

শ্লোক ৮৯

প্রভু কহে,—'তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল?'
প্রভুপদে সব কথা গোসাঞি কহিল ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ভোট-কম্বল কোথায় গেল?" সনাতন গোস্বামী তখন তাঁকে সমস্ত কথা খুলে বললেন।

শ্লোক ৯০-৯১

প্রভু কহে,—"ইহা আমি করিয়াছি বিচার ।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ ৯০ ॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ?
রোগ খণ্ডি' সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "আমি বিচার করে দেখলাম যে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে তোমার ভবরোগ খণ্ডন করলেন। তিনি কেন বিষয়ের প্রতি তোমার শেষ আসক্তিটুকু রাখতে দেবেন? সৎ বৈদ্য যখন রোগ সারান, তখন তিনি সেই রোগের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকতে দেন না।

শ্লোক ৯২

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস ।
ধর্মহানি হয়, লোক করে উপহাস ॥" ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"মূল্যবান ভোট কম্বল গায়ে দিয়ে তুমি যদি মাধুকরী করতে, তাহলে ধর্মের হানি হোত, এবং লোকেরা তোমাকে উপহাস করত।"

শ্লোক ৯৩

গোসাঞি কহে,—'যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ ॥" ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

তার উত্তরে সনাতন গোস্বামী বললেন, "যিনি আমাকে বিষয়-ভোগের পাপ-পঙ্কিল জীবন থেকে উদ্ধার করেছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই আমার শেষ আসক্তিটুকুও দূর হল।"

শ্লোক ৯৪

প্রসন্ন হঞা প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল ।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে কৃপা করলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় সনাতন গোস্বামী তাঁকে প্রশ্ন করার শক্তি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৯৫-৯৬

পূর্বে যৈছে রায়-পাশে প্রভু প্রশ্ন কৈলা ।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিলা ॥ ৯৫ ॥
ইঁহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন ।
আপনে মহাপ্রভু করে 'তত্ত্ব'-নিরূপণ ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করেছিলেন এবং মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপার ফলে রামানন্দ রায় সেই সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় এখন সনাতন গোস্বামী তাঁকে প্রশ্ন করলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দান করে 'তত্ত্ব'-নিরূপণ করলেন।

শ্লোক ৯৭

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্যৈশ্বর্যভক্তিরসাশ্রয়ম্ ।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥ ৯৭ ॥

কৃষ্ণ-স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ; মাধুর্য—মাধুর্য; ঐশ্বর্য—ঐশ্বর্য; ভক্তি—ভক্তি; রস—চিন্ময় রস; আশ্রয়ম্—আশ্রয়; তত্ত্বম্—তত্ত্ব; সনাতনায়—শ্রীসনাতন গোস্বামীকে; ঈশঃ—পরমেশ্বর

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; কৃপয়া—কৃপা করে; উপদিদেশ—উপদেশ দান করেছিলেন; সঃ—তিনি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নিজের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের মাধুর্য, ঐশ্বর্য ও ভক্তিরসাশ্রয় রূপ তত্ত্ব সম্বন্ধে কৃপা করে সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৯৮

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সনাতন গোস্বামী অত্যন্ত দৈন্য সহকারে দন্তে তৃণ ধারণ পূর্বক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম জড়িয়ে ধরে গভীর বিনয়ের সঙ্গে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৯৯

"নীচ জাতি, নীচ-সঙ্গী, পতিত অধম ।
কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম! ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"অত্যন্ত নীচ কুলে আমার জন্ম হয়েছিল, আমার সঙ্গীরা অত্যন্ত অধঃপতিত। পাপে পূর্ণ বিষয়-রূপ কূপে পতিত হয়ে আমি আমার জীবন কাটিয়েছি।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে সনাতন গোস্বামী ছিলেন অতি সম্ভ্রান্ত সারস্বত ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত এবং তিনি ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত ও অত্যন্ত সংস্কৃতি সম্পন্ন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক মুসলমান সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার ফলে তাঁকে মাংসাহারী, মদ্যপ, ঘোর বিষয়ীদের সঙ্গ করতে হয়েছিল। এই ধরনের মানুষদের সঙ্গ করার ফলে সনাতন গোস্বামী নিজেকেও অত্যন্ত অধঃপতিত বলে মনে করেছিলেন, কেননা তাদের সঙ্গ করার ফলে তিনিও জড় সুখ-ভোগে লিপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে জীবন-যাপন করার ফলে তাঁর মূল্যবান সময়ের অপচয় করেছেন বলে তিনি মনে করেছিলেন। জীব কিভাবে জড়জগতের অন্ধকূপে অধঃপতিত হয়, সেই প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহান আচার্য এই উক্তিটি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পৃথিবী আজ জড় জগতের অন্ধকূপে পতিত হয়েছে। আজকের পৃথিবীতে প্রায় সকলেই মাংসাহারী, মদ্যপ, লম্পট এবং জুয়ারী। এই চার প্রকার পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে মানুষ জড়জগতকে ভোগ করার চেষ্টা করছে। তারা যদিও অত্যন্ত অধঃপতিত, কিন্তু তারা যদি কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে তারা তাদের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

শ্লোক ১০০

আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি!
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

"কি করলে যে আমার ভাল হবে এবং কি করলে যে আমার খারাপ হবে, সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আমার নেই। কিন্তু তবুও, জাগতিক ব্যবহারে লোকেরা আমাকে পণ্ডিত বলে মনে করে, এবং আমিও মনে করি যেন তা সত্যি।

শ্লোক ১০১

কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার ।
আপন-কৃপাতে কহ 'কর্তব্য' আমার ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃপা করে আপনি যখন আমাকে উদ্ধার করেছেন, তখন আপনি আমাকে বলুন কি করা আমার কর্তব্য।

শ্লোক ১০২

'কে আমি', 'কেনে আমায় জারে তাপত্রয়' ।
ইহা নাহি জানি—'কেমনে হিত হয়' ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি কে? কেন জড় জগতের তিনটি তাপ আমাকে নিরন্তর দুঃখ দেয়? আমি যদি তা না জানি, তাহলে কিভাবে আমার যথার্থ মঙ্গল সাধিত হবে?

তাৎপর্য

জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ হচ্ছে দেহ ও মনজাত দুঃখ, অন্য জীব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাবে প্রাপ্ত দুঃখ। এই তিন প্রকার দুঃখকে যথাক্রমে আধিআত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক দুঃখ বলা হয়। কখনও কখনও রোগাক্রান্ত হওয়ার ফলে আমরা দৈহিক ক্লেশ ভোগ করি; আবার কখনও কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হলে আমরা মানসিক কষ্ট ভোগ করি। অন্যান্য জীবেরাও আমাদের দুঃখ দেয়, তাকে বলা হয় আধিভৌতিক ক্লেশ। এই ক্লেশ চার প্রকার—জরায়ুজ প্রাণী থেকে প্রাপ্ত ক্লেশ, অণ্ডজ প্রাণী থেকে প্রাপ্ত ক্লেশ, জলজ প্রাণী থেকে প্রাপ্ত ক্লেশ এবং উদ্ভিজ প্রাণী থেকে প্রাপ্ত ক্লেশ। আধিদৈবিক ক্লেশ হচ্ছে ইন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত ক্লেশ; যেমন, খরা, অতিবৃষ্টি, শীত, বজ্রপতন ইত্যাদি; আর অপদেবতা যেমন, হিংস্র স্বভাব যক্ষ, পিশাচাদি কর্তৃক প্রদত্ত অশুভজনক আপদ-বিপদ। এই তিন প্রকার ক্লেশ সর্বদাই আমাদের সামনে রয়েছে যে কোন মুহূর্তেই আমরা তাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারি। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই বিপদ—*পদং পদং যদ্ বিপদম্।*

শ্লোক ১০৩

'সাধ্য'-'সাধন'-তত্ত্ব পুছিতে না জানি ।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ॥" ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং তা সাধন করার পন্থা সম্বন্ধে যে কিভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা আমি জানি না। কৃপা করে আপনি সেই সমস্ত তত্ত্ব আমাকে উপদেশ দিন।"

শ্লোক ১০৪

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয় ।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "শ্রীকৃষ্ণের কৃপা তুমি পূর্ণরূপে লাভ করেছ। তুমি সমস্ত তত্ত্বই জান এবং জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ তোমাকে স্পর্শও করতে পারে না।

শ্লোক ১০৫

কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব ।
জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে,—সাধুর স্বভাব ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ধর, তাই তুমি এই সমস্ত তত্ত্ব জান। কিন্তু কঠোরতার জন্য, নিজে জানা সত্ত্বেও, সাধুর স্বভাব হচ্ছে প্রশ্ন করা।

শ্লোক ১০৬

অচিরাদেব সর্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ ।
সদ্ধর্মস্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ ॥ ১০৬ ॥

অচিরাৎ—অতি শীঘ্র; এব—অবশ্যই; সর্ব-অর্থঃ—জীবনের উদ্দেশ্য; সিদ্ধতি—সফল হয়; এষাম্—এই সমস্ত ব্যক্তিদের; অভীপ্সিতঃ—আকাঙ্ক্ষিত; সৎ-ধর্মস্য—ভাগবত ধর্মের পন্থা; অববোধায়—তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য; যেষাম্—যাঁদের; নির্বন্ধিনী—অবিচলিত; মতিঃ—বুদ্ধি।

অনুবাদ

" 'সদ্ধর্মের উদয় করাবার জন্য যাঁদের মতি অবিচলিত, তাঁদের শীঘ্রই অভীপ্সিত সর্বার্থ সিদ্ধি হয়।'

তাৎপর্য

নারদীয় পুরাণে এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/১০৩) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১০৭

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে ।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি ভগবৎ-ধর্ম প্রবর্তন করার যোগ্য পাত্র। তাই ক্রমে ক্রমে তুমি সমস্ত তত্ত্ব শোন, আমি তোমাকে সে সম্বন্ধে বলছি।

শ্লোক ১০৮-১০৯

জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস' ।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥ ১০৮ ॥
সূর্যাংশ-কিরণ, যৈছে অগ্নিজ্বালাচয় ।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার 'শক্তি' হয় ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"জীব তার স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। সে কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, তাই সে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের ভেদ ও অভেদ প্রকাশ, ঠিক যেমন সূর্যের কিরণ অথবা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যুগপৎ সূর্য বা অগ্নি থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি তিন প্রকার।

তাৎপর্য

এই শ্লোক দুটির শব্দান্তরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন—শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে আমি?" এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বললেন যে, "তুমি জীব। এই জড়সম্ভূত শরীরটি কি তুমি? না। অথবা তোমার মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার স্বরূপ লিঙ্গ শরীরটি কি তুমি? তাও নয়। তুমি স্বরূপত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। তুমি কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, অর্থাৎ কৃষ্ণের চিৎ-জগৎ ও মায়িক জগৎ—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সীমায় স্থিত হওয়ার ফলে তোমার উভয় জগতের সঙ্গেই সম্বন্ধ আছে। তাই তুমি তটস্থা শক্তি। কৃষ্ণের সঙ্গে তোমার ভেদ ও অভেদ প্রকাশরূপ উভয়বিধ 'সম্বন্ধ' রয়েছে। চিন্ময় ধর্ম সম্বন্ধে তুমি কৃষ্ণের অভেদ প্রকাশ এবং অণু চৈতন্য ধর্মবশত বিভুচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ভেদ-প্রকাশ। কৃষ্ণের সঙ্গে তোমার ভেদ ও অভেদ প্রকাশ যুগপৎ সিদ্ধ। জীবের তটস্থ স্বভাব থেকেই এই যুগপৎ ভেদাভেদ প্রকাশ সিদ্ধ হয়েছে। জীব সূর্যস্বরূপ কৃষ্ণের অংশ—কিরণ; অথবা উদ্দীপ্ত অগ্নির স্ফুলিঙ্গরূপ জ্বালাচয়ও জীব সমূহের উদাহরণ স্থল।" এই শ্লোক দুইটির অন্য আর এক প্রকার বিশ্লেষণ আদিলীলায় (২/৯৬) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১১০

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ ১১০ ॥

এক-দেশ—এক স্থানে; স্থিতস্য—স্থিত হয়ে; অগ্নেঃ—অগ্নির; জ্যোৎস্না—প্রভা; বিস্তারিণী—ব্যাপ্ত; যথা—যেমন; পরস্য—পরমেশ্বর ভগবানের; ব্রহ্মণঃ—শ্রীকৃষ্ণের; শক্তিঃ—শক্তি; তথা—তেমনই; ইদম্—এই; অখিলম্—সমস্ত; জগৎ—জগৎ।

অনুবাদ

" 'এই স্থানে অবস্থিত অগ্নির প্রভা বা আলোক যেমন সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়, সেইরকম পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগৎ জুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।'

শ্লোক ১১১

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি-পরিণতি ।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের শক্তির তিনটি স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি।

শ্লোক ১১২

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা-কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১১২ ॥

বিষ্ণুঃ-শক্তিঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তি; পরা—চিন্ময়; প্রোক্তা—উক্ত হয়; ক্ষেত্রজ্ঞ-আখ্যা—ক্ষেত্রজ্ঞ নামক শক্তি; তথা—তেমনিও; পরা—চিন্ময়; অবিদ্যা—অজ্ঞান; কর্ম—সকাম কর্ম; সংজ্ঞা—পরিচিত; অন্যা—অন্য; তৃতীয়া—তৃতীয়; শক্তিঃ—শক্তি; ইষ্যতে—এইভাবে পরিচিত।

অনুবাদ

" 'বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা। পরাশক্তি হচ্ছে 'চিচ্ছক্তি'; ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি হচ্ছে 'জীবশক্তি', যা পরাশক্তি সম্ভূত হলেও অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে; এবং তৃতীয় শক্তিটি হচ্ছে কর্ম সংজ্ঞারূপা অবিদ্যা শক্তি অর্থাৎ, 'মায়াশক্তি'।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির বিশেষ বিশ্লেষণ আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদের ১১৯ নং শ্লোকের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১১৩

শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥ ১১৩ ॥

শক্তয়ঃ—শক্তিসমূহ; সর্ব-ভাবানাম্—সর্ব প্রকার সৃষ্টির; অচিন্ত্য—অচিন্ত্য; জ্ঞান-গোচরাঃ—মানুষের জ্ঞানের গোচর; যতঃ—যার থেকে; অতঃ—অতএব; ব্রহ্মণঃ—পরব্রহ্ম থেকে; তাঃ—তারা; তু—কিন্তু; সর্গ-আদ্যাঃ—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সাধনকারী; ভাব-শক্তয়ঃ—স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম; ভবন্তি—হয়; তপতাম্—তপস্বীদের মধ্যে; শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ; পাবকস্য—অগ্নির; যথা—যেমন; উষ্ণতা—তাপ।

অনুবাদ

" 'সমস্ত ভাবের অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর শক্তিসমূহ ব্রহ্মে বর্তমান; এই কারণে সেই ব্রহ্ম শক্তিসমূহ সৃষ্টি আদি ভাব-শক্তিরূপে ক্রিয়া করে। হে তাপস-শ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেমন উষ্ণতা ধর্ম স্বতঃসিদ্ধ, শক্তিসমূহও তেমন ব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিষ্ণুপুরাণ* (১/৩/২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১১৪

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥ ১১৪ ॥

যয়া—যার দ্বারা; ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিঃ—জীব; সা—সেই শক্তি; বেষ্টিত—আচ্ছাদিত; নৃপ—হে রাজন্; সর্ব-গা—চিৎ অথবা জড় উভয় জগতে, সর্বত্র গমন করতে সক্ষম; সংসার-তাপান্—জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে নানা প্রকার দুঃখ; অখিলান্—নানাবিধ; অবাপ্নোতি—লাভ করে; অত্র—এই জড় জগতে; সন্ততান্—নানা প্রকার কর্মফল ভোগের জন্য।

অনুবাদ

" 'হে রাজন, ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি হল জীবশক্তি। সেই জীবশক্তি সর্বগ হওয়া সত্ত্বেও মায়াবৃত্তিরূপ অবিদ্যার দ্বারা আবৃত হয়ে, নিত্য সংসার-দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী শ্লোকটি *বিষ্ণুপুরাণ* (৬/৭/৬২-৬৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১১৫

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা ।
সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥ ১১৫ ॥

তয়া—তার দ্বারা; তিরঃ-হিতত্বাৎ—প্রভাব মুক্ত হয়ে; চ—ও; শক্তিঃ—শক্তি; ক্ষেত্র-জ্ঞ—ক্ষেত্রজ্ঞ; সংজ্ঞিতা—নামক; সর্ব-ভূতেষু—বিভিন্ন প্রকার শরীরে; ভূ-পাল—হে রাজন্; তারতম্যেন—ভিন্ন মাত্রায়; বর্ততে—বিরাজ করে।

অনুবাদ

" 'হে রাজন, অবিদ্যা-শক্তির দ্বারা আবৃত হয়ে জীব, জড়-জগতের বিভিন্ন অবস্থায় তারতম্যসহ বর্তমান থাকে।'

শ্লোক ১১৬

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ১১৬ ॥

অপরা—নিকৃষ্টা; ইয়ম্—এই জড় জগৎ; ইতঃ—এর অতীত; তু—কিন্তু; অন্যাম্—আরেকটি; প্রকৃতিম্—শক্তি; বিদ্ধি—জেনে রাখ; মে—আমার; পরাম্—উৎকৃষ্ট শক্তি; জীব-ভূতাম্—তারা হচ্ছে জীব; মহা-বাহো—হে পরাক্রমশালী; যয়া—যার দ্বারা; ইদম্—এই; ধার্যতে—ধারণ করে; জগৎ—জড় জগৎ।

অনুবাদ

" 'হে মহাবাহো অর্জুন; এই অপরা-প্রকৃতির অতীত আমার আর একটি পরা-প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে জীব সমূহ নিঃসৃত হয়ে জড় জগতকে ধারণ করে আছে।'

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার (৭/৫) এই শ্লোকটি আদিলীলায় (৭/১১৮) উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ১১৭

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জীব অনাদিকাল ধরে জড়া-প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে। তাই মায়া তাকে এই জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করছে।

তাৎপর্য

জীব যখন কৃষ্ণদাসরূপে তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়, তৎক্ষণাৎ সে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। জীব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ এবং তাই সে শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্টা শক্তি। জীবের বহু অচিন্ত্য ক্ষুদ্র শক্তি রয়েছে, যা অচিন্ত্যভাবে তার দেহে ক্রিয়া করে। কিন্তু জীব তার স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার ফলে জড়া-প্রকৃতিতে আবদ্ধ হয়। জীবকে বলা হয় তটস্থা শক্তি, কেন না প্রকৃতপক্ষে সে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি সম্ভূত; কিন্তু সে তার স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার ফলে বহিরঙ্গা শক্তিতে অবস্থান করছে। এইভাবে, জীব অন্তরঙ্গা বা বহিরঙ্গা উভয় শক্তিতেই অবস্থান করতে পারে বলে তাকে তটস্থা শক্তি বলা হয়। চিৎ-জগৎ ও মায়িক জগতের সন্ধি সীমায় তটস্থা শক্তিতে অবস্থিতিকালে জীব মায়িক

জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মায়া ভোগের বাসনা করলে তাকে মায়িক জগতে প্রবেশ করতে হয় এবং তখন থেকেই তার বদ্ধ জীবনের শুরু। সে যখন মায়ার জগতে প্রবেশ করে, তখন সে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালের অধীন হয়। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কাল কেবল এই জড় জগতেই রয়েছে; চিৎ-জগতে এই ত্রিকালের কোন অস্তিত্ব নেই। জীব নিত্য এবং এই জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বেও সে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হওয়ার ফলে সে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বে বা জড় জগতের কাল গণনার পূর্বে জীব বহির্মুখতা দশা প্রাপ্ত হয়েছিল বলে এই বহির্মুখতাকে এখানে 'অনাদি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের এখানে বুঝতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে ভোগ করার বাসনার ফলে জীব এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ১১৮

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় ।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এই জড় জগতে জীব কখনও স্বর্গলোকে উন্নীত হয়ে জাগতিক সুখ ভোগ করে এবং কখনও নরকে অধঃপতিত হয়ে দুঃখ ভোগ করে, ঠিক যেমন রাজা অপরাধীকে নদীর জলে চুবিয়ে এবং তারপর অল্পক্ষণের জন্য জল থেকে তুলে দণ্ডদান করেন।

তাৎপর্য

বৃহৎ-আরণ্যক উপনিষদে (৪/৩/১৬) বলা হয়েছে, *অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ*—জীব সর্বদাই জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত। নিত্য মুক্ত জীব কখনও তার প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যান না। তিনি অনাদিকাল থেকে কৃষ্ণোন্মুখ হয়ে হরিসেবারূপ নিত্যবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত, কিন্তু যে সমস্ত জীব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যায়, তারাই মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণের সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বদ্ধ জীব পুণ্য কর্মের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়ে কখনও সুখ ভোগ করে, আবার কখনও বা পাপ কর্মের ফলে নরকে অধঃপতিত হয়ে দুঃখ ভোগ করে। এইভাবে জড়া-প্রকৃতি জীবকে কখনও পুরস্কৃত করে, আবার কখনও দণ্ডদান করে। জীবের জাগতিক সুখৈশ্বর্য ভোগ জড়া-প্রকৃতির পুরস্কার; আর জড় সুখে বঞ্চিত হয়ে দুঃখ ভোগ তার প্রতি জড়া-প্রকৃতির দণ্ড।

শ্লোক ১১৯

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ ।

তস্মাদ্ভয়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১১৯ ॥

ভয়ম্—ভয়; দ্বিতীয়-অভিনিবেশতঃ—নিজেকে জড়া-প্রকৃতিজাত বলে মনে করার ভুল ধারণা থেকে; স্যাৎ—উদিত হয়; ঈশাৎ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে; অপেতস্য—ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ জীবের; বিপর্যয়ঃ—বিপরীত অবস্থা; অস্মৃতিঃ—ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হওয়া; তৎ-মায়য়া—পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবে; অতঃ—তাই; বুধঃ—কৃষ্ণোন্মুখ বুদ্ধিমান জীব; আভজেৎ—ভজনা বা সেবা করা কর্তব্য; তম্—তাঁকে; ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; একয়া—ঐকান্তিকভাবে; ঈশম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; গুরু—গুরুদেবরূপে; দেবতা—আরাধ্য ভগবান; আত্মা—পরমাত্মা।

অনুবাদ

" 'জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন তার 'ভয়' উপস্থিত হয়। জড়া-প্রকৃতির প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলে তার স্মৃতি বিপর্যস্ত হয়। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস হওয়ার পরিবর্তে সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোগী হয়। এই ভ্রান্তি সংশোধন করার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানকে গুরুদেবরূপে, অর্চা-বিগ্রহরূপে এবং পরমাত্মারূপে ভজনা করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২/৩৭) থেকে উদ্ধৃত। নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবি-ঋষি এই উপদেশটি দেন। দ্বারকায় কৃষ্ণের পিতা বসুদেব যখন দেবর্ষি নারদের কাছে ভাগবত-ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তখন নারদ মুনি বিদেহ রাজ নিমিকে প্রদত্ত নবযোগেন্দ্রের এই উপদেশটি শোনান। ভাগবত-ধর্ম বর্ণনা করে নারদ মুনি উপদেশ দেন কিভাবে বদ্ধ জীব ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত বদ্ধ জীবের পরমাত্মা, গুরুদেব এবং অর্চা-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ কেবল সমস্ত জীবের আরাধ্য ভগবানই নন, তিনি গুরু বা চৈত্য গুরু এবং জীবকে সর্বদা সৎ উপদেশ প্রদানকারী পরমাত্মা। দুর্ভাগ্যবশত জীব পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অবহেলা করে। তার ফলে সে নিজেকে জড়া-প্রকৃতিজাত বলে মনে করে, জড় দেহটিকে তার স্বরূপ এবং জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়কে তার সম্পত্তি বলে মনে করে ভয়াচ্ছন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার কামনার ফল আত্মা থেকে উদ্ভূত হয়, কিন্তু জীব তার প্রকৃত কর্তব্য বিস্মৃত হওয়ার ফলে ভয়, আসক্তি আদি নানা প্রকার জড় পরিণতির দ্বারা বিহ্বল হয়। তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়া।

শ্লোক ১২০

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণ-বহির্মুখতা থেকেই যে জীবের পতন হয়, সেই কথা সাধু ও শাস্ত্রের কৃপায় জানা যায়; এবং তা জেনে যে জীব পুনরায় কৃষ্ণোন্মুখ হয়, সে নিস্তার লাভ করে, এবং মায়া তাকে তার কবলমুক্ত করে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যে তার পরম প্রভু, সেই কথা ভুলে যাওয়ার ফলে জীব বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়। জড় জগতে সুখভোগের আশায় বদ্ধ জীব ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করে। সাধু বা বৈষ্ণব ভক্তেরা বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করেন। কেবল তাঁদের কৃপার প্রভাবেই জীবের কৃষ্ণভক্তি জাগরিত হয়। এই কৃষ্ণভক্তি জাগরিত হলে জীব আর জড় জগতের সুখ ভোগ করতে চায় না। পক্ষান্তরে, সে তখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিজেকে সর্বতোভাবে নিযুক্ত করে। এইভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে জীব জড় সুখের প্রতি বিরক্ত হয়।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ ।
(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২/৪২)

ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন হচ্ছে কিনা তা বোঝার এইটিই হচ্ছে পরীক্ষা। জড় ভোগবাসনার প্রতি নিরাসক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এই নিরাসক্তির অর্থ হচ্ছে যে মায়া বদ্ধ জীবকে তার মোহময়ী প্রভাব থেকে মুক্তি দান করেছে। কৃষ্ণভক্তির মার্গে যিনি অগ্রসর হয়েছেন, তিনি কখনও নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সমান বলে মনে করেন না। যখনই কেউ মনে করে যে, সে জড় জগতের সমস্ত সুখ-সুবিধার ভোক্তা, তৎক্ষণাৎ সে দেহাত্মবুদ্ধিতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু, এই দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হলে সে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে মায়ার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার যথার্থ পন্থা। সেই কথা *ভগবদ্গীতা* (৭/১৪) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১২১

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১২১ ॥

দৈবী—পরমেশ্বর ভগবানের; হি—অবশ্যই; এষা—এই; গুণময়ী—সত্ত্ব, রজ ও তম গুণজাত; মম—আমার; মায়া—বহিরঙ্গা-শক্তি; দুরত্যয়া—দুরতিক্রম্য; মাম্—আমাতে; এব—অবশ্যই; যে—যারা; প্রপদ্যন্তে—সর্বতোভাবে শরণাগত হয়; মায়াম্—জীব-বিমোহিনী শক্তি; এতাম্—এই; তরন্তি—অতিক্রম করে; তে—তারা।

অনুবাদ

" 'আমার এই ত্রিগুণময়ী মায়া-শক্তিকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যারা সর্বতোভাবে আমাতে প্রপত্তি করে, তারা অতি সহজেই এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।' "

শ্লোক ১২২

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান ।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

"মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন বদ্ধ জীব তার নিজের চেষ্টায় কৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে জীবকে বেদ এবং পুরাণ আদি শাস্ত্রগ্রন্থাবলী দান করেছেন।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত। মায়ার কাজ হচ্ছে বদ্ধ জীবকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলিয়ে রাখা। তার ফলে জীব আত্মা বা ব্রহ্মরূপে তার প্রকৃত পরিচয়ের কথা ভুলে যায়, এবং তার প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করার পরিবর্তে সে নিজেকে জড়া-প্রকৃতিসম্ভূত বলে মনে করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৭/৫) বর্ণনা করা হয়েছে—

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥

"ত্রিগুণের অতীত হওয়া সত্ত্বেও জীব বহিরঙ্গা-শক্তির প্রভাবে নিজেকে ত্রিগুণাত্মক বলে মনে করে এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে।"

এটি বদ্ধ জীবের উপর মায়ার প্রভাবের একটি বর্ণনা। নিজেকে জড় প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করে বদ্ধ জীব নানাভাবে জড়া-প্রকৃতির সেবায় যুক্ত হয়। সে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্যের দাসে পরিণত হয়। এইভাবে জীব সম্পূর্ণরূপে মায়ার দাস হয়ে যায়। তারপর, বিভ্রান্ত আত্মা মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের দাসত্ব করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মায়ার অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। কৃপা করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ব্যাসাবতারে বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন, যাতে বদ্ধ জীব মায়ার অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে জানতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে বদ্ধ জীবেরা বেদবিমুখ অসুরদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। জ্ঞানের এক অন্তহীন ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও মানুষ অর্থহীন সমস্ত নাটক উপন্যাস পাঠ করছে, যেগুলি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন তথ্যই প্রদান করে না। বৈদিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১২৩

'শাস্ত্র-গুরু-আত্ম'-রূপে আপনারে জানান ।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক শাস্ত্র, গুরুদেব এবং পরমাত্মার মাধ্যমে স্বরূপ-বিস্মৃত বদ্ধ জীবদের তাঁর সম্বন্ধে জানবার সুযোগ দেন। জীব তখন শ্রীকৃষ্ণকে তার প্রভু এবং পরিত্রাতারূপে জানতে পারে।

তাৎপর্য

স্বরূপ-বিস্মৃত বদ্ধ জীব প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য, শাস্ত্র, গুরু এবং অন্তর্যামী পরমাত্মার সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। সেই সম্বন্ধে (*ভগবদ্গীতায়* ১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, ঈশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন এবং মায়ানির্মিত যন্ত্রে চড়িয়ে তিনি তাদের সকলকে বিভিন্নভাবে পরিচালিত করছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শক্ত্যাবেশ অবতার ব্যাসদেবরূপে বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে বদ্ধ জীবদের শিক্ষা দান করছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাহ্যিকভাবে গুরুদেবরূপে প্রকাশিত হন এবং বদ্ধ জীবদের কৃষ্ণভক্তি অবলম্বনের শিক্ষাদান করেন। অন্তরের কৃষ্ণভক্তি জাগরিত হলে বদ্ধ জীব মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান তিন প্রকারে বদ্ধ জীবদের সর্বদা সাহায্য করে থাকেন—শাস্ত্র, গুরুদেব এবং অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান বদ্ধ জীবদের পরিত্রাতা এবং সমস্ত জীবের প্রভু। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

বৈদিক শাস্ত্রের সর্বত্রই এই নির্দেশটি দেখতে পাওয়া যায়। সাধু, শাস্ত্র এবং গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে ক্রিয়া করেন, এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চলছে। যিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন, তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ১২৪

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন' ।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্তের সাধন ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, তাকে বলা হয় 'সম্বন্ধ'। সে সম্বন্ধে অবগত হয়ে সেই অনুসারে আচরণ করাকে বলা হয় 'অভিধেয়'; আর ভগবানের প্রতি প্রেম হচ্ছে জীবের চরম লক্ষ্য এবং তাকে বলা হয় 'প্রয়োজন'। জীবের প্রাপ্য 'কৃষ্ণ' যেই তত্ত্ব, তা সম্বন্ধ জ্ঞানে পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনের নাম 'ভক্তি'।

শ্লোক ১২৫

অভিধেয়-নাম 'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন ।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ ভক্তিকে বলা হয় 'অভিধেয়', এবং কৃষ্ণ প্রাপ্তিতে 'প্রেম' নামে একটি বিচিত্র ব্যাপার রয়েছে, তার নাম 'প্রয়োজন'। প্রেম পুরুষার্থের শিরোমণি স্বরূপ একটি মহা সম্পদ।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব বহিরঙ্গা-শক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন, যা তাকে সর্বক্ষণ নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত রাখে। জড় কার্যকলাপে যুক্ত থাকার ফলে জীবের স্বাভাবিক কৃষ্ণভক্তি আচ্ছাদিত হয়ে যায়। কিন্তু সমস্ত জীবের পরম পিতারূপে শ্রীকৃষ্ণ চান যে তাঁর সন্তানেরা যেন ভগবদ্ধামে তাঁর কাছে ফিরে যায়। তাই তিনি নিজে এসে *ভগবদ্গীতার* মতো বৈদিক শাস্ত্র দান করেন। তিনি তাঁর অনুগত সেবকদের গুরুরূপে নিযুক্ত করে বদ্ধ জীবদের তত্ত্বজ্ঞান দান করেন। সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করে ভগবান বিবেক-বুদ্ধি দান করেন, যাতে তারা বৈদিক শাস্ত্র এবং সদ্গুরু গ্রহণ করেন। এইভাবে জীব তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কে অধিষ্ঠিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।* বেদান্ত অধ্যয়ন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে জীব সেই অনুসারে আচরণ করতে পারে। এইভাবে ভগবৎ প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। ভগবানকে জানার মাধ্যমেই জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত বদ্ধ জীবেরা ভগবানের কথা ভুলে গিয়েছে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/৩১) বলা হয়েছে—*ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্।*

সকলেই তাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়, কিন্তু জড়া-প্রকৃতির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন থাকার ফলে তারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রচেষ্টায় তাদের সময়ের অপচয় করছে। বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মাধ্যমে—*ভগবদ্গীতা* হচ্ছে যার সার অংশ—কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়াকে বলা হয় 'অভিধেয়'। ভগবদ্ভক্তি সাধন করার ফলে যখন ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়, সেই প্রেমকে বলা হয় 'প্রয়োজন'। পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তি অর্জন করে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়াই জীবের চরম লক্ষ্য।

শ্লোক ১২৬

কৃষ্ণমাধুর্য-সেবানন্দ-প্রাপ্তির কারণ ।
কৃষ্ণ-সেবা করে, আর কৃষ্ণরস-আস্বাদন ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে জীব যখন দিব্য আনন্দ লাভ করে, তখন সে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে এবং কৃষ্ণভক্তির রস আস্বাদন করে।

শ্লোক ১২৭

ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে ।
'সর্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—যেমন কোন দরিদ্রের ঘরে কোন জ্যোতিষী এসে তার দুঃখ দেখে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন।

তাৎপর্য

বিপদ-আপদের সময়ে অথবা যখন আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানতে চাই, তখন আমরা জ্যোতিষী বা হাতগণকের কাছে যাই। বদ্ধজীব সর্বক্ষণ জড়া প্রকৃতির ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করছে। সেই অবস্থায় সে তার দুঃখ-দুর্দশার কারণ জানতে অনুসন্ধিৎসু হয়। যেমন, সনাতন গোস্বামী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি কেন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছেন। সমস্ত বদ্ধ জীবেরই এই অবস্থা। আমরা সর্বদাই নানাভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছি, এবং বুদ্ধিমান মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এই দুঃখের কারণ জানার জন্য অনুসন্ধিৎসু হয়। এই অনুসন্ধিৎসাকে বলা হয় 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। *বেদান্ত সূত্রে* (১/১/১) বলা হয়েছে, *অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।* এখানে ব্রহ্ম বলতে বৈদিক শাস্ত্রকে বোঝান হয়েছে। জীব কেন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে, সে সম্বন্ধে জানতে হলে বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করতে হয়। বৈদিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার করা। এই পরিচ্ছেদে সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী এবং দরিদ্র ব্যক্তির কাহিনীটি অত্যন্ত শিক্ষামূলক।

শ্লোক ১২৮

'তুমি কেনে দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন ।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন ॥" ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সর্বজ্ঞ দরিদ্র ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেন দুঃখী? তোমার পিতা ছিলেন অত্যন্ত ধনবান, কিন্তু অন্যত্র জীবন ত্যাগ করার ফলে তিনি তোমাকে সেই ধনের কথা বলে যেতে পারেন নি।'

শ্লোক ১২৯

সর্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে ।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সর্বজ্ঞ যেমন দরিদ্র ব্যক্তিটিকে তার পিতার ধনের কথা জানিয়ে দেন, বৈদিক শাস্ত্রও তেমন জীবদের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উপদেশ দান করে।

শ্লোক ১৩০

সর্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ ।
সর্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"সর্বজ্ঞের বাক্যে যেমন দরিদ্র ব্যক্তি ধনের কথা জানতে পারে, তেমনই বৈদিক শাস্ত্রের উপদেশে জীব শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার সম্পর্কের কথা জানতে পারে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত। আমি সমস্ত জীবের সম্বন্ধেও সবকিছু জানি, কিন্তু আমাকে কেউই জানে না।"

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বদ্ধ জীবের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানেন। তাই তাঁর সঙ্গে বদ্ধ জীবদের যে নিত্য সম্পর্ক রয়েছে, তা তাদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি এই জড় জগতে অবতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বৃন্দাবন-লীলা এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের লীলা প্রদর্শন করেন, যাতে জীব তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পুনরায় তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন যে, তিনি হচ্ছেন সর্বলোক মহেশ্বর, সবকিছুর পরম ভোক্তা এবং সকলের পরম সুহৃদ। *সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি* (ভগবদ্গীতা ৫/২৯)। আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি, তাহলে আমাদের জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হবে। এই জড় জগতে সকলেই দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের নানারকম চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু জীব যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মতেই সেই সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

শ্লোক ১৩১

'বাপের ধন আছে'—জ্ঞানে ধন নাহি পায় ।
তবে সর্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"দরিদ্র ব্যক্তিটির পিতৃধন রয়েছে, কিন্তু সেই ধন সম্বন্ধে অবগত হওয়া সত্ত্বেও সে ধনটি খুঁজে পায় না; তখন সর্বজ্ঞ তাকে ধন প্রাপ্তির উপায় বলে দেন।

শ্লোক ১৩২-১৩৫

'এই স্থানে আছে ধন'—যদি দক্ষিণে খুদিবে ।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে ॥ ১৩২ ॥
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয় ।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য় ॥ ১৩৩ ॥
'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে' ।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥ ১৩৪ ॥
পূর্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে ।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সর্বজ্ঞটি তাকে বলে দেন, 'ধন এই স্থানে রয়েছে, কিন্তু তুমি যদি দক্ষিণ দিক থেকে খোঁড়, তাহলে ভীমরুল এবং বোলতা উঠবে, তুমি ধন পাবে না। তুমি যদি পশ্চিম দিক থেকে খোঁড়, তাহলে সেদিকে বসবাসকারী এক যক্ষ নানারকম বিঘ্ন সৃষ্টি করবে এবং তুমি সেই ধন হাতে পাবে না। আর তুমি যদি উত্তর দিক থেকে খোঁড়, তাহলে সেদিকে বসবাসকারী এক কৃষ্ণ সর্প তোমাকে গিলে ফেলবে এবং তুমি ধন পাবে না। কিন্তু তুমি যদি পূর্বদিক থেকে খোঁড়, তাহলে অল্প মাটি খুঁড়লেই ধনের ঝারি তোমার হাতে পড়বে।'

তাৎপর্য

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদ্ধ জীবের অবস্থা অনুসারে—কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, অষ্টাঙ্গ যোগ এবং ভক্তি আদি বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। কর্মকাণ্ডকে তুলনা করা হয়েছে ভীমরুল ও বোলতার দংশনের সঙ্গে; জ্ঞানকাণ্ডের তুলনা করা হয়েছে একটি যক্ষের সঙ্গে; যা জীবকে মানসিক বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে। আর অষ্টাঙ্গ যোগের তুলনা করা হয়েছে একটি কৃষ্ণ অজগরের সঙ্গে, যা কৈবল্যরূপ নির্বিশেষবাদের দ্বারা জীবসত্তাকে গ্রাস করে। কিন্তু যথার্থ সাফল্য লাভের প্রকৃত পন্থা হচ্ছে ভক্তি। অর্থাৎ, ভক্তির পন্থা অনুসরণ করলে অনায়াসে সেই গুপ্তধন লাভ হয়।

তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন,—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।* ভক্তিযোগের পন্থাকেই অবলম্বন করতে হবে। যদিও বেদে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বেদের অন্যান্য পন্থা সেই উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে না। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে জানা যায়—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি।* এইটিই হচ্ছে বৈদিক সিদ্ধান্ত, এবং কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে চায়, তাহলে তাকে এই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, "পূর্বদিকে কৃষ্ণভক্তি, দক্ষিণদিকে কর্মকাণ্ড, পশ্চিমদিকে জ্ঞানকাণ্ড (মতান্তরে, সিদ্ধিকাণ্ড) এবং উত্তরদিকে যোগকাণ্ড রয়েছে। কেবলমাত্র পূর্বমার্গীয় ভক্তিযোগের পন্থাতেই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। দক্ষিণা মার্গীয় সাধনাই ফলভোগপর কর্মকাণ্ড; যমদণ্ড্যগণ 'দক্ষিণা' গ্রহণ করে ফল আরোপ করেন, এই কর্মমার্গে জীব ভোগ-বাসনারূপ ভীমরুল-বরুলী কর্তৃক দংষ্ট্রা হয়ে ক্লেশ ভোগ করে। তাতে তার ভোগের আশা পূর্ণ হয় না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মাত্র। এইভাবে সে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হতে নিরন্তর দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকে।

উত্তরা মার্গীয় সাধনাই সিদ্ধিবাঞ্ছাপর যোগমার্গ; তাতে কৈবল্যরূপ কৃষ্ণবর্ণ অজগর-সর্প শুদ্ধ জীবসত্তাকে গ্রাস করে। কারও মতে, উত্তরামার্গীয় সাধনই নিষ্কাম-জ্ঞানমার্গ, সেখানে শুদ্ধ জীবসত্তা ব্রহ্মসাযুজ্যরূপে কৃষ্ণ সর্পের কবলগ্রস্ত।

যক্ষ ধন আগলে থাকে, অর্থাৎ ধনের রক্ষাকর্তা, ধন-প্রদাতা নয়। যক্ষের কাছে প্রার্থীদের বিনাশ ব্যতীত ধনলাভ দুরাশা মাত্র। অর্থাৎ, ধনের লোভে প্রলোভিত করে যক্ষ পরিশেষে গ্রহণাভিলাষীরই বিনাশকারী; বস্তুত জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে সাযুজ্য বা কৈবল্য, উভয়ই জীবসত্তার সংহারকারী।

কৃষ্ণভক্তিই বদ্ধ জীবের পূর্ব অর্থাৎ সিদ্ধধন; তা লাভ করে শুদ্ধ জীব নিত্যকাল ধনী। ভক্তি-ধনহীন ব্যক্তি নশ্বর অভাবগ্রস্ত হয়ে কখনও কর্মরূপ ভীমরুলের দংশনে ছট্‌ফট্ করে কিন্তু ধন পায় না; আবার কখনও কৃষ্ণের দিকে পশ্চাৎ করে 'অহংগ্রহোপাসনায়' বা কৈবল্য সাধনে ব্যস্ত হয়ে যোগ-যক্ষ-কর্তৃক প্রেম-ধন থেকে বঞ্চিত হয়; আবার উত্তরে অর্থাৎ শুদ্ধ জীবসত্তা রাহিত্যে সাযুজ্য বা কৈবল্য-সর্পের গ্রাসে পতিত হলেও ধন লাভ করতে পারে না। জীব কখনও কখনও ভুল পথে পরিচালিত হয়ে, নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ বলে মনে করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই পন্থা অনুসরণ করে সে যদি ব্রহ্ম-সাযুজ্য বা কৈবল্য লাভও করে, তাহলেও পুনরায় বিচলিত হয়ে তাকে জড় স্তরে অধঃপতিত হতে হয়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) বলা হয়েছে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

এই ধরনের মানুষেরা সন্ন্যাসী হয়ে লোকালয় থেকে দূরে চলে গেলেও, আবার কিছুদিন পরে জনসাধারণের তথাকথিত সেবা করার জন্য লোকালয়ে ফিরে আসে। এইভাবে তাদের পারমার্থিক জীবন ব্যর্থ হয়। এই অবস্থাটিও কৃষ্ণ সর্পের গ্রাসে পতিত হওয়ার মতো।

শ্লোক ১৩৬

ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি' ।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"কর্ম, জ্ঞান এবং যোগের পন্থা পরিত্যাগ করে ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের ভজনা করার জন্য বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবান পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হন।

শ্লোক ১৩৭

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥ ১৩৭ ॥

ন—কখন না; সাধয়তি—সন্তুষ্ট করার উপায়; মাম্—আমাকে; যোগঃ—ইন্দ্রিয় সংযমের পন্থা; ন—না; সাংখ্যম্—পরমতত্ত্বকে জানার দার্শনিক পন্থা; ধর্মঃ—বর্ণাশ্রম-ধর্ম; উদ্ধব—হে উদ্ধব; ন—না; স্বাধ্যায়ঃ—বেদ অধ্যয়ন; তপঃ—তপশ্চর্যা; ত্যাগঃ—সন্ন্যাস; যথা—যেমন; ভক্তিঃ—প্রেমপূর্ণ সেবা; মম—আমাকে; ঊর্জিতা—বর্ধিত।

অনুবাদ

[পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] " 'হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করতে পারে, অষ্টাঙ্গ-যোগ, অভেদ ব্রহ্মবাদ রূপ সাংখ্য-জ্ঞান, বেদ অধ্যয়ন, সবরকম তপস্যা ও ত্যাগ রূপ সন্ন্যাসাদির দ্বারা আমি সে রকম বশীভূত হই না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/১৪/২০) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটির তাৎপর্য আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৭৬ নং শ্লোকে বিশ্লেষিত হয়েছে।

শ্লোক ১৩৮

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ১৩৮ ॥

ভক্ত্যা—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; অহম্—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; একয়া—ঐকান্তিক; গ্রাহ্যঃ—সাধ্য; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা পূর্বক; আত্মা—সবচাইতে প্রিয়; প্রিয়ঃ—সেব্য; সতাম্—ভক্তদের দ্বারা; ভক্তিঃ—ভক্তি; পুনাতি—পবিত্র করে; মৎ-নিষ্ঠা—কেবল আমার প্রতি নিষ্ঠা পরায়ণ; শ্ব-পাকান্—অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত (কুকুর ভক্ষণকারী মানুষদের); অপি—অবশ্যই; সম্ভবাৎ—জন্ম এবং অন্যান্য অবস্থাজনিত সমস্ত দোষ থেকে।

অনুবাদ

" 'সাধু এবং ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় আমি, ঐকান্তিক শ্রদ্ধাজনিত ভক্তির দ্বারাই প্রাপ্য হই। আমার প্রতি জীবের নিষ্ঠা বর্ধনকারী ভক্তি নীচ কুলোদ্ভূত মানুষদেরও জন্ম আদি দোষ থেকে পরিত্রাণ করে। অর্থাৎ, ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে প্রত্যেকেই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/১৪/২১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩৯

অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় ।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"অতএব 'ভক্তি' পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার একমাত্র উপায়। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে তাই ভগবদ্ভক্তির পন্থাকে 'অভিধেয়' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) বর্ণনা করা হয়েছে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা তত্ত্বগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার ফলেই কেবল তাঁর ধামে গতি লাভ করা যায়।"

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় জগতে প্রবেশ করা। শাস্ত্রে যদিও বিভিন্ন প্রকার মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের পন্থা নির্দেশিত হয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধনের জন্য ভগবদ্ভক্তির পন্থাকে অবলম্বন করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্তির পন্থাকেই ভগবান একমাত্র পন্থা বলে নির্দেশ দিয়েছেন। *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬)। কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে নিত্য আনন্দ লাভ করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্ত হতে হবে।

শ্লোক ১৪০-১৪১

ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায় ।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥ ১৪০ ॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয় ।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"ধন লাভের ফলে যেমন সুখভোগ হয় এবং সুখভোগ হলে দুঃখ আপনি পালিয়ে যায়, তেমনই ভক্তির ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম লাভ হয় এবং সেই প্রেমের প্রভাবে যখন কৃষ্ণ সঙ্গজনিত আনন্দের আস্বাদন হয়, তখন জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হয়।

শ্লোক ১৪২

দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয় ।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"দারিদ্র্য নাশ বা জড় জগতের দুঃখ নিবৃত্তি এগুলি প্রেমের 'ফল' নয়; তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করা। সেইটিই ভগবদ্ভক্তির মুখ্য প্রয়োজন।

তাৎপর্য

জড় সুখ ভোগ বা জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ এর কোনটিই ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্য নয়। ভগবদ্ভক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করা। পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে যাওয়াই প্রকৃত দারিদ্র। জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করে এই দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। জীব যখন কৃষ্ণ-সেবানন্দ আস্বাদন করে, তখন আপনা থেকেই জড়সুখ ভোগের বাসনা নিবৃত্ত হয়। তখন আর আলাদাভাবে ঐশ্বর্য লাভের জন্য চেষ্টা করতে হয় না। শুদ্ধ ভক্তের কাছে ঐশ্বর্য আপনা থেকেই আসে, যদিও তিনি কোনরকম জড়সুখ ভোগের বাসনা করেন না।

শ্লোক ১৪৩

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"বৈদিক শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে পরম আকর্ষক, শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে পরম কর্তব্য এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমকে জীবনের পরম প্রয়োজন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণপ্রেম এই তিনটি মহা সম্পদ।

শ্লোক ১৪৪

বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ—মুখ্য সম্বন্ধ ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন মুখ্য সম্বন্ধ। তাঁকে যথাযথভাবে জানা হলে মায়ার বন্ধন আপনা থেকেই ছিন্ন হয়।

শ্লোক ১৪৫

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি ।

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ১৪৫ ॥

ব্যামোহায়—অজ্ঞান এবং মোহ বর্ধন করার জন্য; চর-অচরস্য—স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবের; জগতঃ—জগতের; তে তে—সেই সেই; পুরাণ—বৈদিক স্মৃতি-শাস্ত্রসমূহ; আগমাঃ—বৈদিক তন্ত্র-শাস্ত্র সমূহ; তাম্ তাম্—সেই সেই; এব হি—অবশ্যই; দেবতাম্—দেবতাদের; পরমিকাম্—শ্রেষ্ঠ; জল্পন্তু—জল্পনা-কল্পনা করুক; কল্প-অবধি—কল্পান্ত পর্যন্ত; সিদ্ধান্তে—সিদ্ধান্তে; পুনঃ—কিন্তু; একঃ—এক; এব—কেবল; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; বিষ্ণুঃ—শ্রীবিষ্ণু; সমস্ত—সমস্ত; আগম—বেদের; ব্যাপারেষু—প্রয়োজনে; বিবেচন-ব্যতিকরম্—সমষ্টিগত বিবেচনায়; নীতেষু—যখন জোর করে আনা হয়; নিশ্চীয়তে—নিশ্চিত হয়।

অনুবাদ

" 'বহু বৈদিক শাস্ত্র ও পুরাণ রয়েছে। সেই সেই পুরাণ ও আগম শাস্ত্রে তাদের উদ্দিষ্ট দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা করা হয়েছে চরাচর জীব সমূহের মোহ উৎপাদনের জন্য। তারা কল্পান্ত পর্যন্ত এই নিয়ে জল্পনা করতে থাকুক। কিন্তু কেউ যখন সেই সমস্ত শাস্ত্র ভাল করে বিচার করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে বিষ্ণুকেই একমাত্র ভগবান বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পদ্মপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪৬

মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি, কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে ।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"মুখ্য অথবা গৌণ বৃত্তি অনুসারে, কিংবা অন্বয় অথবা ব্যতিরেক দর্শনে শ্রীকৃষ্ণকেই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪৭-১৪৮

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥ ১৪৭ ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্ ।
এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্ ।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ১৪৮ ॥

কিম্—কি; বিধত্তে—বিধান করে; কিম্—কি; আচষ্টে—প্রতিপন্ন করে; কিম্—কি; অনূদ্য—উদ্দেশ্য করে; বিকল্পয়েৎ—ধারণা করে; ইতি—এইভাবে; অস্যাঃ—এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের; হৃদয়ম্—অন্তর্নিহিত ভাব; লোকে—জগতে; ন—না; অন্যঃ—অন্য কেউ; মৎ—আমি ছাড়া; বেদ—জানা; কশ্চন—যে কেউ; মাম্—আমাকে; বিধত্তে—বিধান করে; অভিধত্তে—অভিধান করে; মাম্—আমাকে; বিকল্প্য—ধারণার দ্বারা; অপোহ্যতে—স্থিত; হি—অবশ্যই; অহম্—আমি; এতাবান্—এইভাবে; সর্ব-বেদার্থঃ—সমস্ত বেদের তাৎপর্য; শব্দঃ—বেদ; আস্থায়—আশ্রয় অবলম্বন করে; মাম্—আমাকে; ভিদাম্—বিভিন্ন; মায়া—মায়া শক্তি; মাত্রম্—কেবল; অনূদ্য—বলে; অন্তে—শেষে; প্রতিষিধ্য—পরিত্যাগ করে; প্রসীদতি—প্রসন্ন হয়।

অনুবাদ

" 'বেদের নির্দেশ সমূহ কাকে বিধান করে? কাকে প্রতিপন্ন করে? কাকে উদ্দেশ্য করে বিকল্পনা করে? আমি ছাড়া তা আর কেউ জানে না। আমি বলছি,—আমাকেই বেদ-বাক্য সমূহ সাক্ষাৎ বিধান ও অভিধান করে এবং আমাকেই বিকল্পনার দ্বারা বর্ণনা করে। আমি সর্ব-বেদার্থের একমাত্র তাৎপর্য। বেদের সিদ্ধান্ত সমূহ বিচারপূর্বক বিজ্ঞ মানুষেরা আমার ও মায়ার ভিতর পার্থক্য নিরূপণ করে পরিশেষে মায়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে এবং সম্পূর্ণভাবে আমার শরণাগত হয়ে প্রসন্ন হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোক দুইটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২১/৪২-৪৩) থেকে উদ্ধৃত। উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণকে বেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে এইভাবে বৈদিক শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করার পন্থা সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। বেদের কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনা-কাণ্ড নামক তিনটি কাণ্ড রয়েছে। কেউ যদি যথাযথভাবে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাহলে তিনি বুঝতে পারেন যে কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ডের স্তরে উন্নীত হওয়া এবং জ্ঞানকাণ্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার স্তর অতিক্রম করে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেই কেবল সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হওয়া যায়।

শ্লোক ১৪৯

কৃষ্ণের স্বরূপ—অনন্ত, বৈভব—অপার ।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত এবং তাঁর বৈভব অপার। তাঁর অনন্ত শক্তি চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তিরূপে প্রকাশিত।

শ্লোক ১৫০

বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তি-কার্য হয় ।
স্বরূপশক্তি-শক্তি-কার্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"চিন্ময় বৈকুণ্ঠ এবং ব্রহ্মাণ্ড সমূহ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তির বিকার। তাই শ্রীকৃষ্ণ জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই সমাশ্রয়।

শ্লোক ১৫১

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্ ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ১৫১ ॥

দশমে—দশম স্কন্ধে; **দশমম্**—দশম বিষয়ে; **লক্ষ্যম্**—লক্ষ্য; **আশ্রিত**—আশ্রিতের; **আশ্রয়**—আশ্রয়ের; **বিগ্রহম্**—বিগ্রহ; **শ্রীকৃষ্ণ আখ্যম্**—শ্রীকৃষ্ণ নামক; **পরম্**—পরম; **ধাম**—ধাম; **জগৎ-ধাম**—সমস্ত জগতের ধাম; **নমামি**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; **তৎ**—তাঁকে।

অনুবাদ

" 'শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে দশম তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। এই দশম তত্ত্ব হচ্ছেন সমস্ত আশ্রিতগণের আশ্রয়-বিগ্রহস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি সমস্ত জগতের পরম ধাম। আমি তাঁর উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীধর স্বামীপাদকৃত *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১০/১/১) টীকা 'ভাবার্থ-দীপিকা' থেকে উদ্ধৃত। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে আশ্রয়-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করা হয়েছে। দুইটি তত্ত্ব রয়েছে—আশ্রয় তত্ত্ব এবং আশ্রিত তত্ত্ব। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত ভক্তদের আশ্রয়, তাই শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় পরম ধাম। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১২) বলা হয়েছে—*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।* সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৫৮) বর্ণনা করা হয়েছে—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ ।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নীচে সমগ্র মহত্তত্ত্ব অবস্থান করে। যেহেতু সবকিছু শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, তাই শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় আশ্রয়-তত্ত্ব। আর অন্য সবকিছু আশ্রিত-তত্ত্ব। জড় জগতও আশ্রিত-তত্ত্ব। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তর প্রাপ্তিও আশ্রিত-তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই কেবল একমাত্র আশ্রয় তত্ত্ব। সমগ্র জড় সৃষ্টির আদি যে মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, তাঁরাও আশ্রয়-তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই সর্বকারণের পরম কারণ (*সর্বকারণ-কারণম্*)। শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানতে হলে, আশ্রয়-তত্ত্ব এবং আশ্রিত-তত্ত্ব পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়।

শ্লোক ১৫২

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন ।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"হে সনাতন, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের বিচার শোন। তিনি অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব, কিন্তু তিনি বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে বিরাজ করেন।

শ্লোক ১৫৩

সর্ব-আদি, সর্ব-অংশী, কিশোর-শেখর ।
চিদানন্দ-দেহ, সর্বাশ্রয়, সর্বেশ্বর ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ সবকিছুর আদি-তত্ত্ব; তাঁর থেকে সমস্ত অংশ প্রকটিত হয়েছে। তিনি পূর্ণ কিশোর বয়স্ক, তাঁর শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়, তিনি সকলের প্রভু এবং সবকিছুর আশ্রয়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বিষ্ণু-তত্ত্বের উৎস, এমনকি মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুও তাঁর অংশ। তিনি সমস্ত বৈষ্ণব দর্শনের চরম লক্ষ্য। সবকিছুই তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দেহ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং সমস্ত চিন্ময় জীবের উৎস। যদিও তিনি সবকিছুর আদি, কিন্তু তাঁর কোন আদি নেই। *অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপমাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।* যদিও তিনি সবকিছুর পরম উৎস, কিন্তু তাঁর রূপ সর্বদাই কিশোর বয়স্ক।

শ্লোক ১৫৪

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ ১৫৪ ॥

ঈশ্বরঃ—ঈশ্বর; **পরমঃ**—পরম; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সৎ**—নিত্য স্থিতি; **চিৎ**—পরম জ্ঞান; **আনন্দ**—পরম আনন্দ; **বিগ্রহঃ**—রূপ; **অনাদিঃ**—অনাদি; **আদিঃ**—আদি; **গোবিন্দঃ**—শ্রীগোবিন্দ; **সর্ব-কারণ-কারণম্**—সমস্ত কারণের পরম কারণ।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গোবিন্দ নামেও পরিচিত, তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর রূপ সচ্চিদানন্দময় (নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়)। তিনি হচ্ছেন সব কিছুর পরম উৎস। তাঁর কোন উৎস নেই, কেননা তিনি হচ্ছেন সমস্ত কারণের পরম কারণ।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতায়* পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক।

শ্লোক ১৫৫

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' পর নাম ।
সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁর আর এক নাম 'গোবিন্দ'। তিনি সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ এবং গোলোক তাঁর নিত্যধাম।

শ্লোক ১৫৬

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৫৬ ॥

এতে—এই সমস্ত; চ—এবং; অংশ—অংশ; কলাঃ—অংশের অংশ; পুংসঃ—পুরুষাবতারদের; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; তু—কিন্তু; ভগবান—পরমেশ্বর ভগবান; স্বয়ম্—স্বয়ং; ইন্দ্র-অরি—দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু, অসুরেরা; ব্যাকুলম্—পূর্ণ; লোকম্—লোক; মৃড়য়ন্তি—সুখী করে; যুগে যুগে—প্রতি যুগে।

অনুবাদ

" 'ভগবানের এই সমস্ত অবতারেরা পুরুষাবতারদের অংশ অথবা কলা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। যুগে যুগে তিনি অসুরদের অত্যাচার থেকে জগতকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/৩/২৮) থেকে উদ্ধৃত। এর পরের অংশ আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৬৭ শ্লোকের তাৎপর্যের মতো হবে।

শ্লোক ১৫৭

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"পরম তত্ত্বকে জানার তিনটি পন্থা হচ্ছে জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি। এই তিনটি পন্থার মাধ্যমে পরম-তত্ত্ব যথাক্রমে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানরূপে উপলব্ধ হন।

শ্লোক ১৫৮

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১৫৮ ॥

বদন্তি—বলেন; তৎ—তাঁকে; তত্ত্ব-বিদঃ—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ; তত্ত্বম্—পরম তত্ত্ব; যৎ—যা; জ্ঞানম্—জ্ঞান; অদ্বয়ম্—অদ্বয়; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; ইতি—এই নামে; পরমাত্মা—পরমাত্মা; ইতি—এই নামে; ভগবান—ভগবান; ইতি—এই নামে; শব্দ্যতে—কথিত হন।

অনুবাদ

" 'যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান, এই তিন নামে অভিহিত হন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/২/১১) থেকে উদ্ধৃত।

যারা বিশেষ জ্ঞান দ্বারা সেই অদ্বয়-তত্ত্বকে অনুসন্ধান করেন, তাদের কাছে তিনি বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হন। যারা অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা সেই পরম বস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাদের কাছে তিনি হৃদ্দেশস্থিত পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।* ভগবান সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজিত। হৃদয়ে তিনি সাক্ষীরূপে সকলের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন এবং তাদের কর্ম করার অনুমতি দেন। আর যারা শুদ্ধভক্তির দ্বারা পরমতত্ত্বের সাধন করেন, তারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করেন।

এই শ্লোকটির বিশেষ বিশ্লেষণ আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একাদশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৫৯

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর, নির্বিশেষ প্রকাশে ।
সূর্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্মজ্যোতি তাঁর অঙ্গকান্তি এবং তা নির্বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়, ঠিক যেমন সূর্যকে চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময় বলে মনে হয়।

শ্লোক ১৬০

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৬০ ॥

যস্য—যাঁর; প্রভা—কান্তি; প্রভবতঃ—প্রভাব যুক্ত; জগৎ-অণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডসমূহের; কোটি-কোটিষু—কোটি কোটি; অশেষ—অনন্ত; বসুধা-আদি—বসুধা ইত্যাদি; বিভূতি—বিভূতি; ভিন্নম্—বৈচিত্র্যপূর্ণ; তৎ—সেই; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; নিষ্কলম্—অখণ্ড; অনন্তম্—অনন্ত; অশেষ-ভূতম্—পূর্ণরূপে; গোবিন্দম্—ভগবান শ্রীগোবিন্দ; আদি-পুরুষম্—আদিপুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

অনুবাদ

" 'অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বসুধাদি বিভূতির দ্বারা যিনি ভেদপ্রাপ্ত হয়েছেন, সেই পূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন এবং অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁর প্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৪০) থেকে উদ্ধৃত। বিশেষ বিশ্লেষণের জন্য আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের চতুর্দশ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৬১

পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ ।
আত্মার 'আত্মা' হয় কৃষ্ণ সর্ব-অবতংস ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমাত্মা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মারও পরমাত্মা, তাই তিনি সবকিছুরই পরম উৎস।

শ্লোক ১৬২

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্ ।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ১৬২ ॥

কৃষ্ণম্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; এনম্—এই; অবেহি—অবগত হও; ত্বম্—তুমি; আত্মানম্—আত্মা স্বরূপ; অখিল-আত্মনাম্—সমস্ত জীবের; জগৎ-হিতায়—সমস্ত জগতের মঙ্গলের জন্য; সঃ—তিনি; অপি—অবশ্যই; অত্র—এখানে; দেহী ইব—মানুষের মতো; আভাতি—প্রকাশিত হন; মায়য়া—তাঁর অন্তরঙ্গ শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

"শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত আত্মার আত্মস্বরূপ বলে জান। সমগ্র জগতের মঙ্গল-সাধনের জন্য তিনি এখানে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে মানুষের মতো প্রকট হয়েছেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৪/৫৫) থেকে উদ্ধৃত। পরীক্ষিত মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কেন ব্রজবাসীদের এত প্রিয় ছিলেন, যারা তাঁকে তাদের পুত্র এমনকি তাদের প্রাণের থেকেও অধিক ভালবাসতেন। তার উত্তরে শুকদেব গোস্বামী বলেন যে, আত্মা সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়, বিশেষ করে যারা জড়দেহের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু সেই আত্মাই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ। তাই শ্রীকৃষ্ণ সকলের এত প্রিয়। সকলের কাছেই তার দেহ অত্যন্ত প্রিয় এবং সকলেই সর্বতোভাবে তার দেহটিকে রক্ষা করতে চায়, কেন না সেই দেহের মধ্যে আত্মা রয়েছে। দেহ এবং আত্মার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্যই সকলের কাছে দেহ এত প্রিয়। ঠিক তেমনই, আত্মা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে সকলের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। দুর্ভাগ্যবশত আত্মা তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে তার দেহটিকে স্বরূপ বলে মনে করে (দেহাত্মবুদ্ধি)। তার ফলে আত্মা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। জীব যখন তার বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে তার প্রকৃত স্বরূপে সে তার দেহ নয়, সে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ। এইভাবে যথার্থ জ্ঞান লাভ করার ফলে সে আর দেহ বা দেহ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে অনর্থক পরিশ্রম করে না। *জনস্য মোহঽয়ম্ অহম্ মমেতি/* জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীব মনে করে, "এই শরীরটি আমার স্বরূপ, এবং এটি আমার," সেটিও মায়া। সমস্ত জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৭) বলা হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবকে ভক্তি সহকারে সেবা করার ফলে তৎক্ষণাৎ অহৈতুকী জ্ঞান লাভ হয় এবং জড় জগতের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হয়।"

শ্লোক ১৬৩

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১৬৩ ॥

অথবা—অথবা; বহুনা—বহু; এতেন—এর দ্বারা; কিম্—কি প্রয়োজন; জ্ঞাতেন—জানা হলে; তব—তোমার দ্বারা; অর্জুন—হে অর্জুন; বিষ্টভ্য—ব্যাপ্ত; অহম্—আমি; ইদম্—এই; কৃৎস্নম্—সমগ্র; এক-অংশেন—এক অংশের দ্বারা; স্থিতঃ—অবস্থিত; জগৎ—জগৎ।

অনুবাদ

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—) "হে অর্জুন, এর থেকে বেশী আর কি বলব? আমি আমার প্রকাশের এক অংশের দ্বারা সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হয়ে বর্তমান থাকি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভগবদ্গীতা* (১০/৪২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৬৪

'ভক্ত্যে' ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তির মাধ্যমেই কেবল সর্বতোভাবে পূর্ণ ভগবানের রূপ অনুভব করা যায়। যদিও তাঁর বিগ্রহ এক, কিন্তু তিনি অনন্ত স্বরূপে প্রকাশিত হন।

শ্লোক ১৬৫

স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ—নাম ।
প্রথমেই তিনরূপে রহেন ভগবান্ ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশ—এই তিনটি পরমেশ্বর ভগবানের মুখ্যরূপ।

তাৎপর্য

স্বয়ংরূপের বর্ণনা করে শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থে পূর্ব খণ্ডের দ্বাদশ শ্লোকে বলেছেন, *অনন্যাপেক্ষি যদ্ রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে*—পরমেশ্বর ভগবানের যে রূপ অন্য রূপের অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ, তাকেই 'স্বয়ংরূপ' বলা হয়। স্বয়ং রূপের বর্ণনা করে *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বলা হয়েছে—*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্* (১/৩/২৮)। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের গোপবালক রূপ তাঁর স্বয়ংরূপ। *ব্রহ্মসংহিতায়ও* (৫/১) তা প্রতিপন্ন হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

গোবিন্দ থেকে পরতর আর কিছুই নেই। তিনিই সর্বকারণের পরম কারণ। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৭) ভগবান বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ*—"আমার থেকে পরতর আর কিছুই নেই।"

লঘু-ভাগবতামৃত গ্রন্থে পূর্ব খণ্ডের চতুর্দশ শ্লোকে তদেকাত্মরূপেরও বর্ণনা করা হয়েছে—

যদ্ রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে ।
আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ ॥

যেইরূপ স্বয়ংরূপের সঙ্গে একরূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু আকৃতি ও বৈভব আদিতে (অঙ্গকান্তি সন্নিবেশ ও চরিত্রাদিতে) ভিন্ন বলে প্রতিভাত হয়, তাকে 'তদেকাত্মরূপ' বলে। তদেকাত্মরূপ আবার স্বাংশ ও বিলাস এই দুইটি ভাগে বিভক্ত।

লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে পূর্ব খণ্ডের অষ্টাদশ শ্লোকে 'আবেশরূপের' বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥

যে সমস্ত জীব ভগবানের শক্তি আদি কলার দ্বারা আবিষ্ট হন, সেই সমস্ত মহোত্তম জীবকে 'আবেশরূপ' বলা হয়। যে সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে (অন্ত্যলীলা ৭/১১) বলা হয়েছে—'কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন'—শ্রীকৃষ্ণের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট না হলে ভগবানের বাণী প্রচার করা যায় না। এইটি আবেশ রূপের একটি বিশ্লেষণ।

শ্লোক ১৬৬

'স্বয়ংরূপ' 'স্বয়ংপ্রকাশ',—দুই রূপে স্ফূর্তি ।
স্বয়ংরূপে—এক 'কৃষ্ণ' ব্রজে গোপমূর্তি ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ এই দুই রূপে তিনি প্রকাশিত হন। স্বয়ংরূপে বৃন্দাবনে গোপ বালক রূপে এক কৃষ্ণ।

শ্লোক ১৬৭

'প্রাভব-বৈভব'-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে ।
এক-বপু বহু রূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রাভব এবং বৈভব এই দুইরূপে কৃষ্ণ নিজেকে প্রকাশ করেন। যেমন তাঁর এক বপু—রাস-নৃত্যের সময় বহুরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৬৮

মহিষী-বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্তি ।
'প্রাভব প্রকাশ'—এই শাস্ত্র-পরসিদ্ধি ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ষোল হাজার একশ' আট মহিষীকে বিবাহ করেছিলেন, তখন তিনি বহু মূর্তি ধারণ করেছিলেন। এইভাবে বহুরূপে ভগবান যখন নিজেকে প্রকাশ করেন, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাকে বলা হয় 'প্রাভব-প্রকাশ'।

শ্লোক ১৬৯

সৌভর্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয় ।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-প্রকাশ সৌভরি আদি ঋষিদের কায়ব্যূহের মতো নয়। সেরকম যদি কায়ব্যূহ হত, তাহলে তা দেখে নারদ মুনি বিস্মিত হতেন না।

শ্লোক ১৭০

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ১৭০ ॥

চিত্রম্—বিচিত্র; বত—আহা; এতৎ—এই; একেন—এক; বপুষা—রূপ; যুগপৎ—যুগপৎ; পৃথক্—পৃথক; গৃহেষু—গৃহে; দ্বি-অষ্ট-সাহস্রম্—ষোল হাজার; স্ত্রিয়ঃ—মহিষীগণ; একঃ—এক শ্রীকৃষ্ণ; উদাবহৎ—বিবাহ করেছিলেন।

অনুবাদ

" 'এটি পরম আশ্চর্যজনক যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে একইরূপে ষোল হাজার বিভিন্ন দেহে প্রকাশ করে ষোল হাজার মহিষীকে তাদের নিজ নিজ প্রাসাদে বিবাহ করেছিলেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৬৯/২) নারদ মুনির উক্তি।

শ্লোক ১৭১

সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে ।
ভাবাবেশ-ভেদে নাম 'বৈভবপ্রকাশে' ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই বপু এবং সেই আকৃতি যদি ভাবাবেশের পার্থক্যের ফলে পৃথক বলে মনে হয়, তাহলে তাকে বলা হয় 'বৈভব-প্রকাশ'।

শ্লোক ১৭২

অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্তিভেদ ।
আকার-বর্ণ-অস্ত্র-ভেদে নাম-বিভেদ ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ যখন অনন্তরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, তাতে তাঁর মূর্তিভেদ হয় না, কেবল আকার, বর্ণ ও অস্ত্র ভেদে তাঁর নাম ভিন্ন হয়।

শ্লোক ১৭৩

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে ।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্ ॥ ১৭৩ ॥

অন্যে—অন্য ব্যক্তিরা; চ—ও; সংস্কৃত-আত্মানঃ—যে সমস্ত ব্যক্তি পবিত্র হয়েছেন; বিধিনা—বিধির দ্বারা; অভিহিতেন—শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে; তে—সেই ব্যক্তিরা; যজন্তি—অর্চনা করেন; ত্বৎ-ময়াঃ—মগ্ন হয়ে; ত্বাম্—আপনাতে; বৈ—অবশ্যই; বহু-মূর্তি—বিভিন্ন রূপ; এক-মূর্তিকম্—এক মূর্তি হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

" 'বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে বিভিন্ন রূপের আরাধনার বিভিন্ন বিধি অভিহিত হয়েছে। সেই সমস্ত বিধি অনুশীলন করে পবিত্র হওয়ার ফলে তারা বহু মূর্তিতে এক মূর্তির স্বরূপ আপনাকে আরাধনা করে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৪০/৭) থেকে উদ্ধৃত। *বেদে* বর্ণনা করা হয়েছে যে এক বহু হয়েছেন (*একো বহু স্যাম*)। পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন—বিষ্ণু-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব এবং শক্তি-তত্ত্ব। ভগবানের এই সমস্ত বিভিন্ন রূপের আরাধনা করার বিভিন্ন বিধিনিষেধ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি বৈদিক শাস্ত্রের যথার্থ সদ্ব্যবহার করে এবং এই সমস্ত বিধি নিষেধগুলির অনুসরণ করে পবিত্র হন, তাহলে তিনি চরমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ*। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করার ফলে একদিক দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানেরই আরাধনা হয়, কিন্তু এই ধরনের পূজা *ভগবদ্গীতায় 'অবিধি-পূর্বকম্'* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দেবদেবীদের পূজা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের জন্য। যিনি যথার্থ বুদ্ধিমান, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* যথাযথভাবে বিচার করে এই পন্থা অবলম্বন করেন। যারা দেব-দেবীর পূজা করে তারা পরোক্ষভাবে ভগবানেরই আরাধনা করে, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরোক্ষভাবে তাঁর আরাধনা করার প্রয়োজন নেই। সরাসরিভাবেই তাঁর আরাধনা করা যায়।

শ্লোক ১৭৪

বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম ।
বর্ণমাত্র-ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ হচ্ছেন শ্রীবলরাম। তাঁদের বর্ণই কেবল আলাদা, এছাড়া আর সবকিছুই সমান।

তাৎপর্য

স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ, প্রাভব, বৈভবের বিশ্লেষণ করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণের আদি তিনটিরূপ—১) স্বয়ংরূপে ব্রজে গোপ মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ,

২) তদেকাত্মরূপে স্বাংশক ও বিলাস এই দুই ভাগে বিভক্ত এবং ৩) আবেশরূপ। স্বাংশক প্রকাশ হচ্ছেন—১) কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ২) মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি অবতার। বিলাস রূপের প্রাভব প্রকাশ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। বৈভব প্রকাশ চব্বিশটি মূর্তি যার মধ্যে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধও রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের তিন তিনটি করে বার মূর্তি—বার মাসের ও তিলকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ চারজনের পুরুষোত্তম ও অচ্যুত আদি আটজন বিলাস মূর্তি রয়েছে। বাসুদেব আদি চতুর্ব্যূহের চার মূর্তি, কেশব আদি বার মূর্তি এবং পুরুষোত্তম আদি আট মূর্তি—সব সমেত এই চব্বিশ মূর্তিরই অস্ত্র ধারণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম।

শ্লোক ১৭৫

বৈভবপ্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"বৈভব-প্রকাশের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছেন দেবকীর পুত্র। কখনও তিনি দ্বিভুজরূপে প্রকাশিত হন আবার কখনও বা চতুর্ভুজরূপে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের যখন জন্ম হয়, তখন তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন। দেবকী এবং বসুদেব প্রথমে তাঁর বন্দনা করার পর তাঁকে দ্বিভুজ মূর্তি ধারণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর দ্বিভুজ মূর্তি ধারণ করে তাঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁকে যমুনার অপর পারে গোকুলে রেখে আসতে।

শ্লোক ১৭৬

যে-কালে দ্বিভুজ, নাম—বৈভবপ্রকাশ ।
চতুর্ভুজ হৈলে, নাম—প্রাভবপ্রকাশ ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবান যখন দ্বিভুজ, তখন তাঁকে বলা হয় বৈভবপ্রকাশ, এবং যখন তিনি চতুর্ভুজ তখন তাঁকে বলা হয় প্রাভবপ্রকাশ।

শ্লোক ১৭৭

স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান ।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, 'আমি ক্ষত্রিয়'-জ্ঞান ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণের গোপবেশ এবং তিনি নিজেকে একজন গোপ বালক বলে অভিমান করেন। কিন্তু বাসুদেবের বেশ ক্ষত্রিয় এবং তিনি নিজেকে একজন ক্ষত্রিয় বলে মনে করেন।

শ্লোক ১৭৮

সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, মাধুর্য, বৈদগ্ধ-বিলাস ।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, মাধুর্য, বৈদগ্ধবিলাস আদি গুণগুলি বাসুদেব কৃষ্ণ থেকে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণে অধিক উপাদেয়।

শ্লোক ১৭৯

গোবিন্দের মাধুরী দেখি' বাসুদেবের ক্ষোভ ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"গোবিন্দের মাধুর্য দেখে বাসুদেবের ক্ষোভ হয় এবং সেই মাধুরী আস্বাদন করার জন্য তাঁর লোভ হয়।

শ্লোক ১৮০

উদ্‌গীর্ণাদ্ভুত-মাধুরী-পরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমীক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ ।
চেতঃ কেলি-কুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিচ্ছতি ॥ ১৮০ ॥

উদ্‌গীর্ণ—উত্থিত; অদ্ভুত—অপূর্ব; মাধুরী—মাধুর্য; পরিমলস্য—যাঁর গন্ধ সুন্দর; আভীর—গোপ বালকের; লীলস্য—লীলাময়; মে—আমার; দ্বৈতম্—দ্বিতীয় রূপ; হন্ত—হায়; সমীক্ষয়ন্—দেখিয়ে; মুহুঃ—পুনঃ পুনঃ; অসৌ—সেই; চিত্রীয়তে—চিত্রিত করা; চারণঃ—চারণ; চেতঃ—হৃদয়ে; কেলি-কুতূহল—লীলাবিলাসের জন্য উৎসুক; উত্তরলিতম্—অত্যন্ত উত্তেজিত; সত্যম্—সত্য সত্যই; সখে—হে সখে; মামকম্—আমার; যস্য—যাঁর; প্রেক্ষ্য—দর্শন করে; স্বরূপতাম্—আমার রূপের সাদৃশ্য; ব্রজ-বধূ—ব্রজ-গোপিকাদের; সারূপ্যম্—সদৃশ রূপ; অন্বিচ্ছতি—ইচ্ছা করেন।

অনুবাদ

"হে সখে, এই চারণ আমার দ্বিতীয় স্বরূপের মতো অদ্ভুত মাধুরী পরিমলযুক্ত গোপলীলাশ্রিকা আমার লীলা চিত্রিত করছে। আমার চিত্ত কেলি-কুতূহলের দ্বারা তরলিত হয়ে আমার চরিত্র দর্শন করে ব্রজবধূদের সারূপ্য লাভ করতে ইচ্ছা করছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ললিত-মাধবে* (৪/১৯) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৮১

মথুরায় যৈছে গন্ধর্বনৃত্য-দরশনে।
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকনে ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"মথুরায় গন্ধর্ব-নৃত্য দর্শন করে এবং দ্বারকায় চিত্র দর্শন করে বাসুদেব কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮২

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতু মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৮২ ॥

অপরিকলিত—অনাস্বাদিত; পূর্বঃ—পূর্বে; কঃ—কে; চমৎকার-কারী—অদ্ভুত কার্য সম্পাদনকারী; স্ফুরতি—প্রকাশিত হয়; মম—আমার; গরীয়ান্—মহান; এষঃ—এই; মাধুর্য-পূরঃ—অপরিমিত মাধুর্য; অয়ম্—এই; অহম্—আমি; অপি—তবুও; হন্ত—হায়; প্রেক্ষ্য—দর্শন করে; যম্—যা; লুব্ধ-চেতাঃ—আমার চেতনা প্রলুব্ধ হয়; সর-ভসম্—প্রেরণাযুক্ত; উপভোক্তুম্—উপভোগ করার জন্য; কাময়ে—বাসনা; রাধিকা ইব—শ্রীমতী রাধারাণীর মতো।

অনুবাদ

"'এক অনাস্বাদিত মাধুর্য যা প্রতিটি মানুষকেই চমৎকৃত করে, তা আমার থেকে অধিক কে প্রকাশ করে? এই মধুরিমা অবলোকন করে আমার চেতনা প্রলুব্ধ হয় এবং শ্রীমতী রাধারাণীর মতো আমি সেই রূপমাধুরী আস্বাদন করতে বাসনা করি।'

তাৎপর্য

দ্বারকায় বাসুদেবের এই উক্তিটি শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ললিত-মাধব* নাটকে (৮/৩৪) উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ১৮৩

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতি-ভেদে 'তদেকাত্ম' নাম তাঁর ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই বপুর আকার যখন ভিন্ন আভাসে কিছুটা ভিন্ন হয়, তখন সেই ভাবাবেশ ও আকৃতির পার্থক্যের ফলে তাকে বলা হয় 'তদেকাত্মরূপ'।

শ্লোক ১৮৪

তদেকাত্মরূপে 'বিলাস', 'স্বাংশ'—দুই ভেদ।
বিলাস, স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তদেকাত্মরূপ 'বিলাস' ও 'স্বাংশ' ভেদে দ্বিবিধ। স্বাংশ ও বিলাসের মধ্যেও আবার অনেক ভেদ রয়েছে।

তাৎপর্য

লঘুভাগবতামৃতের পূর্বখণ্ডে সপ্তদশ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—

তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ।
সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু ॥

স্বয়ংরূপের থেকে অভিন্ন হয়েও যিনি বিলাস থেকে অল্পতর শক্তির প্রকাশ করেন, তাঁকে বলা হয় 'স্বাংশ'। যেমন, নিজ নিজ ধামে বিরাজমান সঙ্কর্ষণ আদি চতুর্ব্যূহান্তর্গত অবতার, মৎস্য আদি লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতারগণ।

শ্লোক ১৮৫

প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস—দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস-ভেদ—অনন্ত প্রকার ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রাভব ও বৈভবে বিলাস দুই প্রকার; আবার বিলাসের বিলাস-ভেদে অন্তহীন বৈচিত্র্য রয়েছে।

শ্লোক ১৮৬

প্রাভববিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—মুখ্য চারিজন ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"মুখ্য চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ হচ্ছেন প্রাভববিলাস।

শ্লোক ১৮৭

ব্রজে গোপভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন ।
বর্ণ-বেশ-ভেদ, তাতে 'বিলাস' তাঁর নাম ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজে বলরামের গোপভাব, কিন্তু দ্বারকায় তাঁর ক্ষত্রিয়-ভাব। এইভাবে বর্ণ এবং বেশের পার্থক্যের জন্য তাকে বলা হয় 'বিলাস'।

শ্লোক ১৮৮

বৈভবপ্রকাশে আর প্রাভববিলাসে ।
একই মূর্ত্যে বলদেব ভাব-ভেদে ভাসে ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ; তিনিই আবার আদি চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। ভাবের পার্থক্য অনুসারে এইগুলি প্রাভববিলাস রূপ।

শ্লোক ১৮৯

আদি-চতুর্ব্যূহ—ইঁহার কেহ নাহি সম ।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আদি চতুর্ব্যূহ অনুপম। কেউই তাঁদের সমকক্ষ নন। এই আদি চতুর্ব্যূহই অনন্ত চতুর্ব্যূহের উৎস।

শ্লোক ১৯০

কৃষ্ণের এই চারি প্রাভববিলাস ।
দ্বারকা-মথুরা-পুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের এই চারটি প্রাভববিলাস রূপ দ্বারকায় এবং মথুরায় নিত্য বিরাজ করেন।

শ্লোক ১৯১

এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্তি পরকাশ ।
অস্ত্রভেদে নাম-ভেদ—বৈভববিলাস ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"আদি চতুর্ব্যূহ থেকে চব্বিশটি মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে; তাঁদের চার হাতের অস্ত্রের ভেদ অনুসারে তাঁদের নাম ভিন্ন। তাঁদের বলা হয় বৈভব-বিলাস।

শ্লোক ১৯২

পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্বরূপে ।
পরব্যোম-মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের মতো চতুর্ব্যূহ সহ পরব্যোমে নারায়ণরূপে বিরাজ করেন।

তাৎপর্য

পরব্যোমের উপরিভাগে গোলোকের ত্রিবিধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে মথুরা ও দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাভববিলাস নিত্য বিরাজমান। গোকুলে বৈভবপ্রকাশ বলদেব নিত্য বিরাজমান। প্রাভববিলাস চতুষ্টয় থেকে চতুর্বিংশতি মূর্তিরূপে বৈভববিলাস প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের চার হাতের অস্ত্র ভেদে চব্বিশটি মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে। চিদ্-জগতের সর্বোচ্চ গোলোক বৃন্দাবন এবং তার নিম্নভাগে পরব্যোমে কৃষ্ণই চতুর্ভুজ বিশিষ্ট হয়ে নারায়ণরূপে বিরাজমান।

শ্লোক ১৯৩

তাঁহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ-পরকাশ ।
আবরণরূপে চারিদিকে যাঁর বাস ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"পরব্যোমনাথ নারায়ণ থেকে পুনরায় আবরণরূপে চতুর্ব্যূহ প্রকাশিত হন।

শ্লোক ১৯৪

চারিজনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্তি ।
কেশবাদি যাহা হৈতে বিলাসের পূর্তি ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"পুনরায় এই চতুর্ব্যূহের তিনটি তিনটি করে পৃথক মূর্তি রয়েছে। কেশবাদি এই বারটি মূর্তি থেকে বিলাসের পূর্ণতা হয়।

শ্লোক ১৯৫

চক্রাদি-ধারণ-ভেদে নাম-ভেদ সব ।
বাসুদেবের মূর্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁদের চার হাতে চক্র আদি অস্ত্রধারণের পার্থক্য অনুসারে তাঁদের নাম ভিন্ন। বাসুদেবের মূর্তি—কেশব, নারায়ণ ও মাধব।

শ্লোক ১৯৬

সঙ্কর্ষণের মূর্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন ।
এ অন্য গোবিন্দ—নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

সঙ্কর্ষণের মূর্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু ও মধুসূদন। এই গোবিন্দ ব্রজেন্দ্রনন্দন গোবিন্দ নন।

শ্লোক ১৯৭

প্রদ্যুম্নের মূর্তি—ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর ।
অনিরুদ্ধের মূর্তি—হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রদ্যুম্নের মূর্তি—ত্রিবিক্রম, বামন ও শ্রীধর এবং অনিরুদ্ধের মূর্তি—হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর।

শ্লোক ১৯৮

দ্বাদশ-মাসের দেবতা—এইবার জন ।
মার্গশীর্ষে—কেশব, পৌষে—নারায়ণ ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এই বারজন বারটি মাসের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের দেবতা কেশব এবং পৌষ মাসের দেবতা নারায়ণ।

শ্লোক ১৯৯

মাঘের দেবতা—মাধব, গোবিন্দ—ফাল্গুনে ।
চৈত্রে—বিষ্ণু, বৈশাখে—শ্রীমধুসূদন ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"মাঘ মাসের দেবতা মাধব, ফাল্গুন মাসের দেবতা গোবিন্দ, চৈত্র মাসের দেবতা বিষ্ণু এবং বৈশাখ মাসের দেবতা শ্রীমধুসূদন।

শ্লোক ২০০

জ্যৈষ্ঠে—ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে—বামন দেবেশ ।
শ্রাবণে—শ্রীধর, ভাদ্রে—দেব হৃষীকেশ ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

"জ্যৈষ্ঠ মাসের দেবতা ত্রিবিক্রম, আষাঢ় মাসের দেবতা বামন, শ্রাবণ মাসের দেবতা শ্রীধর এবং ভাদ্র মাসের দেবতা হৃষীকেশ।

শ্লোক ২০১

আশ্বিনে—পদ্মনাভ, কার্তিকে—দামোদর ।
'রাধা-দামোদর' অন্য ব্রজেন্দ্র-কোঙর ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

"আশ্বিন মাসের দেবতা পদ্মনাভ, কার্তিক মাসের দেবতা দামোদর। এই দামোদর" ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধা-দামোদর থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ২০২

দ্বাদশ-তিলক-মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম ।
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎস্থান ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

"দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণের মন্ত্র এই বারটি নাম। আচমন করার পর এই নামগুলি উচ্চারণ করে সেই সেই স্থান স্পর্শ করতে হয়।

তাৎপর্য

তিলক ধারণ করার সময় বিষ্ণুর বারটি নাম সমন্বিত নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে হয়।

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে ।
বক্ষঃস্থলে মাধবং তু গোবিন্দং কণ্ঠ-কূপকে ॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্ ।
ত্রিবিক্রমং কন্দরে তু বামনং বামপার্শ্বকে ॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্দরে ।
পৃষ্ঠে চ পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥

ললাটে তিলক ধারণ করার সময় কেশবের ধ্যান করা কর্তব্য। উদরে তিলক ধারণ করার সময় নারায়ণের ধ্যান করা কর্তব্য। বক্ষে তিলক ধারণ করার সময় মাধবের ধ্যান করা কর্তব্য এবং কণ্ঠে তিলক ধারণ করার সময় গোবিন্দের ধ্যান করা কর্তব্য। দক্ষিণ কুক্ষে তিলক ধারণ করার সময় বিষ্ণুর ধ্যান করা কর্তব্য। দক্ষিণ বাহুতে তিলক ধারণ করার সময় মধুসূদনের ধ্যান করা কর্তব্য। দক্ষিণ স্কন্ধে তিলক ধারণ করার সময় ত্রিবিক্রমের ধ্যান করা কর্তব্য এবং বাম কুক্ষে তিলক ধারণ করার সময় বামনের ধ্যান করা কর্তব্য। বাম বাহুতে তিলক ধারণ করার সময় শ্রীধরের ধ্যান করা কর্তব্য, বাম স্কন্ধে তিলক ধারণ

করার সময় হৃষীকেশের ধ্যান করা কর্তব্য; পৃষ্ঠের উপরিভাগে তিলক ধারণ করার সময় পদ্মনাভের ধ্যান করা কর্তব্য এবং পৃষ্ঠের নিম্নদেশে তিলক ধারণ করার সময় দামোদরের ধ্যান করা কর্তব্য।"

শ্লোক ২০৩

এই চারিজনের বিলাস-মূর্তি আর অষ্ট জন ।
তাঁ সবার নাম কহি, শুন সনাতন ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই চার জন থেকে আরও আট জন বিলাস-মূর্তি প্রকাশিত হয়েছেন। সনাতন, আমি তাদের নাম বলছি, শ্রবণ কর।

শ্লোক ২০৪

পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দন ।
হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র,—অষ্টজন ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এই আট জন বিলাস-মূর্তি হচ্ছেন পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দন, হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ এবং উপেন্দ্র।

শ্লোক ২০৫

বাসুদেবের বিলাস দুই—অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম ।
সঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র, অচ্যুত দুইজন ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"বাসুদেবের বিলাস মূর্তি হচ্ছেন অধোক্ষজ এবং পুরুষোত্তম। আর সঙ্কর্ষণের বিলাস-মূর্তি উপেন্দ্র ও অচ্যুত।

শ্লোক ২০৬

প্রদ্যুম্নের বিলাস—নৃসিংহ, জনার্দন ।
অনিরুদ্ধের বিলাস—হরি, কৃষ্ণ দুইজন ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রদ্যুম্নের বিলাস-মূর্তি নৃসিংহ ও জনার্দন। আর অনিরুদ্ধের বিলাসমূর্তি হরি ও কৃষ্ণ।

শ্লোক ২০৭

এই চব্বিশ মূর্তি—প্রাভব-বিলাস প্রধান ।
অস্ত্রধারণ-ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এই চব্বিশটি মূর্তি প্রধান প্রাভব-বিলাস রূপ। তাঁদের চার হাতে অস্ত্রধারণের ভিন্নতা অনুসারে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

শ্লোক ২০৮

ইঁহার মধ্যে যাহার হয় আকার-বেশ-ভেদ ।
সেই সেই হয় বিলাস-বৈভব-বিভেদ ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এঁদের মধ্যে যাঁদের আকার ও বেশ ভিন্ন, তাঁদের বিলাস-বৈভবরূপে ভেদ করা হয়।

শ্লোক ২০৯

পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ।
হরি, কৃষ্ণ আদি হয় 'আকারে' বিলক্ষণ ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁদের মধ্যে পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন, হরি ও কৃষ্ণ আদির আকার ভিন্ন।

শ্লোক ২১০

কৃষ্ণের প্রাভববিলাস—বাসুদেবাদি চারি জন ।
সেই চারিজনার বিলাস—বিংশতি গণন ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের প্রাভববিলাস হচ্ছেন বাসুদেব আদি চারজন। আবার সেই চারজনের বিলাস কুড়ি জন।

শ্লোক ২১১

ইঁহা-সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ—পরব্যোম-ধামে ।
পূর্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

"পরব্যোম ধামে এঁদের সকলের পৃথক পৃথক বৈকুণ্ঠ রয়েছে। পূর্বদিক থেকে শুরু করে যথাক্রমে আটদিকে তিনজন তিনজন করে রয়েছেন।

শ্লোক ২১২

যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম ।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহো সন্নিধান ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও পরব্যোমে এঁদের সকলেরই নিত্য ধাম রয়েছে, তথাপি তাঁদের কেউ কেউ ব্রহ্মাণ্ডের সন্নিকটে অবস্থান করেন।

শ্লোক ২১৩

পরব্যোম-মধ্যে নারায়ণের নিত্য-স্থিতি ।
পরব্যোম-উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"পরব্যোমে নারায়ণ নিত্যকাল বিরাজ করেন। পরব্যোমের উপরিভাগে সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ কৃষ্ণলোক।

শ্লোক ২১৪

এক 'কৃষ্ণলোক' হয় ত্রিবিধপ্রকার ।
গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণলোকের তিনটি ভাগ—গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকা।

শ্লোক ২১৫

মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান ।
নীলাচলে পুরুষোত্তম—'জগন্নাথ' নাম ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"কেশব মথুরায় নিত্য বিরাজ করেন এবং পুরুষোত্তম—জগন্নাথ নামে নীলাচলে নিত্য বিরাজ করেন।

শ্লোক ২১৬

প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন ।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দন ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রয়াগে ভগবান বিন্দুমাধবরূপে বিরাজমান। মন্দার পর্বতে তিনি শ্রীমধুসূদনরূপে এবং আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ ও জনার্দন রূপে বিরাজ করেন।

শ্লোক ২১৭

বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু, হরি রহে মায়াপুরে ।
ঐছে আর নানা মূর্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"বিষ্ণুকাঞ্চীতে তিনি বিষ্ণুরূপে বিরাজমান এবং মায়াপুরে হরিরূপে বিরাজমান। এই প্রকারে নানা মূর্তি ধারণ করে তিনি ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিরাজ করেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন তীর্থে ভগবান অর্চামূর্তিরূপে বিরাজ করেন। যথা, মথুরায় 'কেশব', নীলাচলে 'পুরুষোত্তম জগন্নাথ', প্রয়াগে 'বিন্দুমাধব', মন্দারে 'শ্রীমধুসূদন', দাক্ষিণাত্যে কেরল দেশের আনন্দারণ্যে 'বাসুদেব', 'পদ্মনাভ' ও 'জনার্দন', বিষ্ণুকাঞ্চীতে 'বরদরাজ বিষ্ণু' এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুরে 'হরি'। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিভিন্ন মূর্তিতে প্রকটিত হয়ে ভগবান তাঁর ভক্তদের অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করছেন। এই সমস্ত অর্চামূর্তি বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ থেকে অভিন্ন। আপাতদৃষ্টিতে অর্চামূর্তিকে যদিও জড় উপাদান থেকে তৈরি বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের চিন্ময় রূপ থেকে অভিন্ন। ভগবানের চিন্ময় রূপ যদিও জড় জগতের বদ্ধ জীবের দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু মন্দিরে অর্চামূর্তিরূপে ভগবান তাঁর ভক্তের জড়দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়েছেন। আমাদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবান অর্চামূর্তি-রূপে প্রকাশিত হন, যাতে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি। অর্চামূর্তিকে কাঠ অথবা পাথর বলে মনে করতে শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে। *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে—

অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥

মন্দিরে ভগবানের অর্চামূর্তিকে কাঠ বা পাথর দিয়ে তৈরি বলে মনে করা উচিত নয় বা গুরুদেবকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করা উচিত নয় এবং ভগবানের চরণামৃত বা গঙ্গাজলকে সাধারণ জল বলে মনে করা উচিত নয়। তেমনই ভগবানের চিন্ময় নাম সমন্বিত 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র'কে সাধারণ জড় শব্দ বলে মনে করা উচিত নয়। জড় জগতে শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত প্রকাশ তাঁর সেবায় যুক্ত ভক্তদের প্রতি তাঁর করুণারই প্রকাশ।

শ্লোক ২১৮

এইমত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সবার 'পরকাশ' ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভগবানের বিভিন্ন মূর্তি প্রকাশিত হয়েছেন। সপ্তদ্বীপে, নবখণ্ডে তাঁরা লীলাবিলাস করছেন।

তাৎপর্য

সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গ্রন্থে সপ্তদ্বীপের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ভূমেরর্ধং ক্ষীরসিন্ধোরুদক্স্থং জম্বুদ্বীপং প্রাহুরাচার্যবর্যাঃ ।
অর্ধেঽন্যস্মিন্ দ্বীপষট্ কস্য যাম্যে ক্ষারক্ষীরাদ্যম্বুধীনাং নিবেশঃ ॥
শাকং ততঃ শাল্মলমত্র কৌশং ক্রৌঞ্চঞ্চ গোমেদকপুষ্করে চ ।
দ্বয়োর্দ্বয়োরন্তরমেকমেকং সমুদ্রয়োর্দ্বীপমুদাহরন্তি ॥

সপ্তদ্বীপ হল যথাক্রমে ১) জম্বু, ২) শাক, ৩) শাল্মলী, ৪) কুশ, ৫) ক্রৌঞ্চ, ৬) গোমেদ বা প্লক্ষ এবং ৭) পুষ্কর। গ্রহদের বলা হয় দ্বীপ। তার চার পাশে সমুদ্রের মতো বায়ুমণ্ডল। ঠিক যেমন জলের সমুদ্রে দ্বীপ রয়েছে, তেমনই গগনমণ্ডলে গ্রহসমূহ বা এই সমস্ত দ্বীপ রয়েছে।

নবখণ্ড হল যথাক্রমে ১) ভারত, ২) কিন্নর, ৩) হরি, ৪) কুরু, ৫) হিরন্ময়, ৬) রম্যক, ৭) ইলাবৃত, ৮) ভদ্রাশ্ব এবং ৯) কেতুমাল। এগুলি জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন অংশ। দুইটি পর্বতমালার অন্তরবর্তী উপত্যকাকে খণ্ড বা বর্ষ বলা হয়।

শ্লোক ২১৯

সর্বত্র প্রকাশ তাঁর—ভক্তে সুখ দিতে ।
জগতের অধর্ম নাশি' ধর্ম স্থাপিতে ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর ভক্তদের সুখ দেওয়ার জন্য এবং জগতের অধর্ম নাশ করে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক কার্যকলাপ হ্রাস করে পারমার্থিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করার জন্য ভগবান এই জড় জগতে অর্চামূর্তিরূপে বিভিন্ন মন্দিরে বিরাজ করেন। ভারতবর্ষের সর্বত্রই বহু মন্দির রয়েছে। ভক্তরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জগন্নাথপুরী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, মথুরা, হরিদ্বার, বিষ্ণুকাঞ্চী আদি স্থানে গিয়ে ভগবানের শ্রীমূর্তি দর্শন করতে পারেন। ভক্তেরা যখন সেই সমস্ত স্থানে গিয়ে ভগবানকে দর্শন করেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হন।

শ্লোক ২২০

ইঁহার মধ্যে কারো হয় 'অবতারে' গণন ।
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁদের মধ্যে কাউকে অবতার বলে গণনা করা হয়। যেমন বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ ও বামন ইত্যাদি।

শ্লোক ২২১

অস্ত্রধৃতি-ভেদ—নাম-ভেদের কারণ ।
চক্রাদি-ধারণ-ভেদ শুন, সনাতন ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

"অস্ত্রধারণ ভেদের ফলে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন নাম। চক্র আদি অস্ত্রধারণের ভেদ ক্রমে তাঁদের নামের ভিন্নতা আমি বর্ণনা করছি, সনাতন, তুমি তা শ্রবণ কর।

শ্লোক ২২২

দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃ পর্যন্ত ।
চক্রাদি অস্ত্রধারণ-গণনার অন্ত ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

"দক্ষিণ দিকের নীচের হাত থেকে শুরু করে বামদিকের নীচের হাত পর্যন্ত চক্র আদি অস্ত্রধারণ অনুসারে তাঁর নাম ভেদের বর্ণনা আমি করছি।

শ্লোক ২২৩

সিদ্ধার্থ-সংহিতা করে চব্বিশ মূর্তি গণন ।
তার মতে কহি আগে চক্রাদি-ধারণ ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সিদ্ধার্থ-সংহিতার বর্ণনা অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর চব্বিশটি রূপ। সেই বর্ণনা অনুসারে আমি চক্র আদি অস্ত্র ধারণের বর্ণনা করছি।

তাৎপর্য

বিষ্ণুর চব্বিশটি রূপ হচ্ছে (১) বাসুদেব, (২) সঙ্কর্ষণ, (৩) প্রদ্যুম্ন, (৪) অনিরুদ্ধ, (৫) কেশব, (৬) নারায়ণ, (৭) মাধব, (৮) গোবিন্দ, (৯) বিষ্ণু, (১০) মধুসূদন, (১১) ত্রিবিক্রম, (১২) বামন, (১৩) শ্রীধর, (১৪) হৃষীকেশ, (১৫) পদ্মনাভ, (১৬) দামোদর, (১৭) পুরুষোত্তম, (১৮) অচ্যুত, (১৯) নৃসিংহ, (২০) জনার্দন, (২১) হরি, (২২) কৃষ্ণ, (২৩) অধোক্ষজ এবং (২৪) উপেন্দ্র।

শ্লোক ২২৪

বাসুদেব—গদাশঙ্খচক্রপদ্মধর ।
সঙ্কর্ষণ—গদাশঙ্খপদ্মচক্রকর ॥ ২২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"বাসুদেবের নীচের ডান হাতে গদা, উপরের ডান হাতে শঙ্খ, উপরের বাম হাতে চক্র এবং নীচের বাম হাতে পদ্ম। সঙ্কর্ষণের নীচের ডান হাতে গদা, উপরের ডান হাতে শঙ্খ, উপরের বাম হাতে পদ্ম এবং নীচের বাম হাতে চক্র।

শ্লোক ২২৫

প্রদ্যুম্ন—চক্রশঙ্খগদাপদ্মধর ।
অনিরুদ্ধ—চক্রগদাশঙ্খপদ্মকর ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রদ্যুম্ন নীচের ডান হাত থেকে শুরু করে নীচের বাম হাত পর্যন্ত যথাক্রমে চক্র, শঙ্খ, গদা এবং পদ্ম, এবং অনিরুদ্ধ চক্র, গদা, শঙ্খ এবং পদ্ম ধারণ করেন।

শ্লোক ২২৬

পরব্যোমে বাসুদেবাদি—নিজ নিজ অস্ত্রধর ।
তাঁর মত কহি, যে-সব অস্ত্রকর ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"পরব্যোমে বাসুদেব আদি নিজ নিজ অস্ত্র ধারণ করেছেন। সিদ্ধার্থ-সংহিতার বর্ণনা অনুসারে আমি তা বর্ণনা করছি।

শ্লোক ২২৭

শ্রীকেশব—পদ্মশঙ্খচক্রগদাধর ।
নারায়ণ—শঙ্খপদ্মগদাচক্রধর ॥ ২২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকেশব পদ্ম, শঙ্খ, চক্র এবং গদা ধারণ করেন, এবং নারায়ণ শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র ধারণ করেন।

শ্লোক ২২৮

শ্রীমাধব—গদাচক্রশঙ্খপদ্মকর ।
শ্রীগোবিন্দ—চক্রগদাপদ্মশঙ্খধর ॥ ২২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমাধবের চারহাতে গদা, চক্র, শঙ্খ, পদ্ম এবং গোবিন্দের চারহাতে যথাক্রমে চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খ।

শ্লোক ২২৯

বিষ্ণুমূর্তি—গদাপদ্মশঙ্খচক্রকর ।
মধুসূদন—চক্রশঙ্খপদ্মগদাধর ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীবিষ্ণুর চারহাতে গদা, পদ্ম, শঙ্খ, চক্র এবং মধুসূদনের চারহাতে চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা।

শ্লোক ২৩০

ত্রিবিক্রম—পদ্মগদাচক্রশঙ্খকর ।
শ্রীবামন—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর ॥ ২৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"ত্রিবিক্রমের হাতে যথাক্রমে পদ্ম, গদা, চক্র, শঙ্খ এবং শ্রীবামনের হাতে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম।

শ্লোক ২৩১

শ্রীধর—পদ্মচক্রগদাশঙ্খকর ।
হৃষীকেশ—গদাচক্রপদ্মশঙ্খধর ॥ ২৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীধরের চারহাতে যথাক্রমে পদ্ম, চক্র, গদা, শঙ্খ এবং হৃষীকেশের চারহাতে যথাক্রমে গদা, চক্র, পদ্ম ও শঙ্খ।

শ্লোক ২৩২

পদ্মনাভ—শঙ্খপদ্মচক্রগদাকর ।
দামোদর—পদ্মচক্রগদাশঙ্খধর ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"পদ্মনাভের চারহাতে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র, গদা এবং দামোদরের চারহাতে পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ।

শ্লোক ২৩৩

পুরুষোত্তম—চক্রপদ্মশঙ্খগদাধর ।
শ্রীঅচ্যুত—গদাপদ্মচক্রশঙ্খধর ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"পুরুষোত্তমের চার হাতে চক্র, পদ্ম, শঙ্খ, গদা এবং শ্রীঅচ্যুতের চারহাতে গদা, পদ্ম, চক্র ও শঙ্খ।

শ্লোক ২৩৪

শ্রীনৃসিংহ—চক্রপদ্মগদাশঙ্খধর ।
জনার্দন—পদ্মচক্রশঙ্খগদাকর ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীনৃসিংহের চারহাতে চক্র, পদ্ম, গদা, শঙ্খ এবং জনার্দনের চারহাতে পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদা।

শ্লোক ২৩৫

শ্রীহরি—শঙ্খচক্রপদ্মগদাকর ।
শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খগদাপদ্মচক্রকর ॥ ২৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীহরির চারহাতে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, গদা এবং শ্রীকৃষ্ণের চারহাতে শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র।

শ্লোক ২৩৬

অধোক্ষজ—পদ্মগদাশঙ্খচক্রকর ।
উপেন্দ্র—শঙ্খগদাচক্রপদ্মকর ॥ ২৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"অধোক্ষজের চারহাতে পদ্ম, গদা, শঙ্খ, চক্র এবং উপেন্দ্রের চারহাতে শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম।

শ্লোক ২৩৭

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে কহে ষোলজন ।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি-ধারণ ॥ ২৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে ষোলজনের বর্ণনা করা হয়েছে। সেই বর্ণনা অনুসারে আমি তাদের চক্র আদি ধারণের বর্ণনা করছি।

তাৎপর্য

সেই ষোলজন হচ্ছেন যথাক্রমে (১) বাসুদেব, (২) সঙ্কর্ষণ, (৩) প্রদ্যুম্ন, (৪) অনিরুদ্ধ, (৫) কেশব, (৬) নারায়ণ, (৭) মাধব, (৮) গোবিন্দ, (৯) বিষ্ণু, (১০) মধুসূদন, (১১) ত্রিবিক্রম, (১২) বামন, (১৩) শ্রীধর, (১৪) হৃষীকেশ, (১৫) পদ্মনাভ এবং (১৬) দামোদর।

শ্লোক ২৩৮

কেশব-ভেদে পদ্মশঙ্খগদাচক্রধর ।
মাধব-ভেদে চক্রগদাশঙ্খপদ্মকর ॥ ২৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে বিভিন্নভাবে কেশব তাঁর হাতে যথাক্রমে পদ্ম, শঙ্খ, গদা ও চক্র ধারণ করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং মাধব তাঁর চারহাতে যথাক্রমে চক্র, গদা, শঙ্খ ও পদ্ম ধারণ করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৩৯

নারায়ণ-ভেদে নানা অস্ত্র-ভেদ-ধর ।
ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্রকর ॥ ২৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রের বর্ণনা অনুসারে নারায়ণ এবং অন্যরাও তাঁদের চারহাতে ভিন্নভাবে অস্ত্র ধারণ করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৪০

'স্বয়ং ভগবান্', আর 'লীলা-পুরুষোত্তম' ।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের 'স্বয়ং ভগবান' এবং 'লীলা-পুরুষোত্তম' এই দুইটি নাম।

শ্লোক ২৪১

পুরীর আবরণরূপে পুরীর নবদেশে ।
নবব্যূহরূপে নবমূর্তি পরকাশে ॥ ২৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"দ্বারকা পুরীর আবরণরূপে এবং পুরীর নয়টি স্থানে নবব্যূহরূপে ভগবান নয়টি মূর্তি প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ২৪২

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ ।
হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥ ২৪২ ॥

চত্বারঃ—চারজন মুখ্য রক্ষাকর্তা; বাসুদেব-আদ্যাঃ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ; নারায়ণ—নারায়ণ; নৃসিংহকৌ—নৃসিংহদেব; হয়গ্রীবঃ—হয়গ্রীব; মহাক্রোড়ঃ—বরাহদেব; ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; চ—ও; ইতি—এইভাবে; নব-উদিতাঃ—নয়জন।

অনুবাদ

" 'সেই নয়জন হচ্ছেন বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ এবং ব্রহ্মা।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি লঘু-ভাগবতামৃত গ্রন্থে (১/৪৫১) পাওয়া যায়। এখানে যে ব্রহ্মার উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি জীব নন। যখন ব্রহ্মার পদ অধিকার করার মতো উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব হয়, তখন স্বয়ং মহাবিষ্ণু ব্রহ্মারূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। এই ব্রহ্মা জীব নন, তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব।

শ্লোক ২৪৩

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈলুঁ বিবরণ ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন, সনাতন ॥ ২৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি প্রকাশ-বিলাসের বর্ণনা করলাম, এখন আমি স্বাংশের ভেদ বর্ণনা করব। সনাতন, তুমি তা শোন।

শ্লোক ২৪৪

সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক,—দুই ভেদ তাঁর ।
সঙ্কর্ষণ—পুরুষাবতার, লীলাবতার আর ॥ ২৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সঙ্কর্ষণ এবং মৎস্য আদি তাঁর দুই প্রকার অবতার। সঙ্কর্ষণ পুরুষাবতার এবং মৎস্য আদি লীলাবতার।

তাৎপর্য

পুরুষাবতার মহাসঙ্কর্ষণ থেকে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রকাশ হয়। তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্যের অধিকর্তা। এছাড়াও রয়েছেন বহু লীলা অবতার। তাঁরা হলেন—(১) চতুঃসন, (২) নারদ, (৩) বরাহ, (৪) মৎস্য, (৫) যজ্ঞ, (৬) নরনারায়ণ, (৭) কার্দমি কপিল, (৮) দত্তাত্রেয়, (৯) হয়শীর্ষা, (১০) হংস, (১১) ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ, (১২) ঋষভ, (১৩) পৃথু, (১৪) নৃসিংহ, (১৫) কূর্ম, (১৬) ধন্বন্তরি, (১৭) মোহিনী, (১৮) বামন, (১৯) ভার্গব পরশুরাম, (২০) রাঘবেন্দ্র, (২১) ব্যাস, (২২) প্রলম্বারি বলরাম, (২৩) কৃষ্ণ, (২৪) বুদ্ধ এবং (২৫) কল্কী।

এই পঁচিশ মূর্তি হলেন লীলাবতার। যেহেতু এঁরা ব্রহ্মার প্রতিদিনে বা প্রতিকল্পে আবির্ভূত হন, তাই তাঁদের কখনও কখনও কল্পাবতারও বলা হয়। এদের মধ্যে 'হংস' ও 'মোহিনী' অচিরস্থায়ী ও অনতি প্রসিদ্ধ প্রাভব অবতার। কপিল, দত্তাত্রেয়, ঋষভ, ধন্বন্তরি ও ব্যাস—এই পাঁচ অবতার চিরস্থায়ী ও বিস্তৃত-কীর্তি। এঁদের প্রাভব-অবতারের মধ্যে গণনা করা হয়। আর কূর্ম, মৎস্য, নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ এবং প্রলম্বারি বলদেব এঁদের বৈভব অবতার বলে বর্ণনা করা হয়।

শ্লোক ২৪৫-২৪৬

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার ।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥ ২৪৫ ॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার ।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ২৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের ছয় প্রকার অবতার রয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার এবং শক্ত্যাবেশাবতার।

তাৎপর্য

গুণাবতার তিনজন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৮৮/৩)। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৮/১, ৫, ১৩ অধ্যায়ে) চৌদ্দজন মন্বন্তরাবতারের বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা হলেন—(১) যজ্ঞ, (২) বিভু, (৩) সত্যসেন, (৪) হরি, (৫) বৈকুণ্ঠ, (৬) অজিত, (৭) বামন, (৮) সার্বভৌম, (৯) ঋষভ, (১০) বিষ্বক্‌সেন, (১১) ধর্মসেতু, (১২) সুধামা, (১৩) যোগেশ্বর এবং (১৪) বৃহদ্ভানু। এই চৌদ্দ মূর্তির মধ্যে 'যজ্ঞ' ও 'বামন' লীলাবতারও বটে, সুতরাং দ্বাদশ মূর্তি মন্বন্তর অবতার। এই চৌদ্দজন মন্বন্তর অবতারকে কখনও কখনও বৈভব অবতারও বলা হয়।

চারজন যুগাবতার হচ্ছেন—(১) সত্যযুগে 'শুক্ল বর্ণ' (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/২১), (২) ত্রেতাযুগে 'রক্ত বর্ণ' (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/২৪), (৩) দ্বাপর যুগের অবতার 'শ্যাম বর্ণ' (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/২৭) এবং (৪) সাধারণ কলিতে 'কৃষ্ণবর্ণ' ও বিশেষ কলিতে 'পীতবর্ণ' (শ্রীমন্মহাপ্রভু) (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩২ ও ১০/৮/১৩)।

শক্ত্যাবেশাবতার দুই প্রকার—(ক) ভগবৎ আবেশ এবং (খ) ভগবৎ শক্তির আবেশ। কপিলদেব ও ঋষভদেব হলেন ভগবৎ আবেশ। আর ভগবৎ শক্তির আবেশ হলেন—(১) বৈকুণ্ঠস্থ শেষনাগ (স্বসেবন-শক্তি), (২) অনন্তদেব (ভূধারণ-শক্তি), (৩) ব্রহ্মা (সৃষ্টি-শক্তি), (৪) চতুঃসন (জ্ঞান-শক্তি), (৫) নারদ মুনি (ভক্তিশক্তি), (৬) মহারাজ পৃথু (পালন-শক্তি) এবং (৭) পরশুরাম (দুষ্টদমন-শক্তি) এই সপ্ত মূর্তি।

শ্লোক ২৪৭

বাল্য, পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম ।
এতরূপে লীলা করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"বাল্য এবং পৌগণ্ডরূপ বিগ্রহের ধর্ম। এইরূপে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ লীলা করেন।

শ্লোক ২৪৮

অনন্ত অবতার কৃষ্ণের, নাহিক গণন ।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥ ২৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অবতার অন্তহীন এবং তাঁদের গণনা করে শেষ করা যায় না। চন্দ্র এবং বৃক্ষের শাখার সঙ্গে তুলনা করার মতো কেবল দিগ্‌দর্শনের চেষ্টা করছি।

তাৎপর্য

ভূমিস্থিত সমতল থেকে যেমন গাছের শাখা নির্দেশ করে আকাশে বহু দূরে অবস্থিত চন্দ্রের স্থান নির্দেশ করা হয়, তেমনই এইভাবে ভগবানের বিভিন্ন অবতারদের সম্বন্ধে বর্ণনা করে কেবল তাঁদের সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করা হচ্ছে। অবতারসমূহ লৌকিক দর্শনের গোচরীভূত হলেও তাঁরা 'মায়িক' নন। সেই সম্বন্ধে (*ভগবদ্‌গীতায়* ৯/১১) বলা হয়েছে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতরণ করি, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরমভাব সম্বন্ধে জানে না, এবং আমি যে সমগ্র বিশ্ব-চরাচরের ঈশ্বর তা তারা জানে না।"

অবতারেরা তাঁদের স্বীয় ইচ্ছায় অবতরণ করেন, এবং তাঁরা যদি সাধারণ মানুষের মতো আচরণও করেন, তবুও তাঁরা এই জড় জগতের অধীন নন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবেই কেবল তাঁকে এবং তাঁর অবতারদের জানা যায়।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥
(*কঠোপনিষদ* ১/২/২৩)

"দক্ষ বিশ্লেষণ, গভীর বুদ্ধিমত্তা অথবা এমন কি বহু শ্রবণের দ্বারাও ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবলমাত্র তিনি স্বয়ং যাকে বরণ করেন, তিনিই কেবল তাঁকে প্রাপ্ত হন। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে তিনি তাঁর নিজের রূপ প্রকাশ করেন।"

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥
(*ভাগবত* ১০/১৪/২৯)

"হে ভগবান, কেউ যদি আপনার শ্রীপাদপদ্ম যুগলের কৃপার লেশমাত্র দ্বারাও অনুগৃহীত হন, তা হলে তিনি আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা পরমেশ্বর ভগবানকে অবগত হওয়ার জন্য জল্পনা-কল্পনা করে, তারা বহু বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করেও আপনাকে জানতে পারে না।"

শ্লোক ২৪৯

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ ।
যথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ২৪৯ ॥

অবতারাঃ—অবতারসমূহ; **হি**—অবশ্যই; **অসংখ্যেয়াঃ**—অসংখ্য; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির থেকে; **সত্ত্ব-নিধেঃ**—যিনি সমস্ত চিন্ময় শক্তির আশ্রয়; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **যথা**—যেমন; **অবিদাসিনঃ**—অপক্ষয়হীন; **কুল্যাঃ**—ক্ষুদ্র জলাশয়; **সরসঃ**—মহা জলাশয় থেকে; **স্যুঃ**—অবশ্যই; **সহস্রশঃ**—শতসহস্র।

অনুবাদ

" 'হে দ্বিজগণ, মহা জলাশয় থেকে যেমন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলাশয় হয়, তেমনই সমস্ত চিন্ময় শক্তির আশ্রয় শ্রীহরির থেকে অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/৩/২৬) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৫০

প্রথমেই করে কৃষ্ণ 'পুরুষাবতার' ।
সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥ ২৫০ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষাবতাররূপে প্রকাশিত হন। সেই পুরুষ তিন প্রকার।

তাৎপর্য

এই পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ প্রকাশের বর্ণনা করা হয়েছে। এখন শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন শক্তির বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ২৫১

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্ ।
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ২৫১ ॥

বিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; **তু**—অবশ্যই; **ত্রীণি**—তিন; **রূপাণি**—রূপ; **পুরুষ-আখ্যানি**—পুরুষ নামে খ্যাত; **অথো**—কিভাবে; **বিদুঃ**—তাঁরা জানতে পারেন; **একম্**—তাঁদের মধ্যে একজন; **তু**—কিন্তু; **মহতঃ স্রষ্টৃ**—সমগ্র জড় জগতের স্রষ্টা; **দ্বিতীয়ম্**—দ্বিতীয়; **তু**—কিন্তু; **অণ্ড-সংস্থিতম্**—ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে স্থিত; **তৃতীয়ম্**—তৃতীয়; **সর্ব-ভূত-স্থম্**—সমস্ত জীবের অন্তরে; **তানি**—সেই তিনজনকে; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

অনুবাদ

" 'নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটি রূপকে বলা হয় 'পুরুষ'। প্রথম মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয় গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু যিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করেন; তৃতীয় ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, তিনি প্রতিটি জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। এই তিনটি তত্ত্ব জানতে পারলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।'

তাৎপর্য

সাত্বত-তন্ত্র থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি *লঘু-ভাগবতামৃতের* পূর্বখণ্ডে (৩৩) পাওয়া যায়।

শ্লোক ২৫২

অনন্তশক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান ।
'ইচ্ছাশক্তি', 'জ্ঞানশক্তি', 'ক্রিয়াশক্তি' নাম ॥ ২৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান; এই তিনটি শক্তি হল ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি।

শ্লোক ২৫৩

ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্বকর্তা ।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥ ২৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ইচ্ছাশক্তির অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ, কেন না তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে সবকিছুর প্রকাশ হয়; এবং জ্ঞানশক্তির অধিষ্ঠাতা বাসুদেব।

শ্লোক ২৫৪

ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন ।
তিনের তিনশক্তি মেলি' প্রপঞ্চ-রচন ॥ ২৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত সৃষ্টি সম্ভব নয়। এই তিনটি শক্তির সমন্বয়ের ফলে জড় জগৎ রচিত হয়।

শ্লোক ২৫৫

ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম ।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি করেন নির্মাণ ॥ ২৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সঙ্কর্ষণ বলরাম ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা। তিনি প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত জগৎ নির্মাণ করেন।

শ্লোক ২৫৬

অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।
গোলোক, বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায় ॥ ২৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা 'সঙ্কর্ষণ' শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় চিচ্ছক্তির দ্বারা গোলোক, বৈকুণ্ঠ আদি ধাম প্রকট করেছেন।

শ্লোক ২৫৭

যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস ।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ ২৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও চিন্ময় জগতের সৃষ্টির কোন প্রশ্নই ওঠে না, তথাপি সঙ্কর্ষণের ইচ্ছায় তার প্রকাশ হয়।

শ্লোক ২৫৮

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্ ।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ২৫৮ ॥

সহস্র-পত্রম্—সহস্র পাপড়ি বিশিষ্ট; কমলম্—পদ্মের মতো; গোকুল-আখ্যম্—গোকুল নামক; মহৎ-পদম্—পরম ধাম; তৎ-কর্ণিকারম্—সেই পদ্মের কর্ণিকা; তৎ-ধাম—শ্রীকৃষ্ণের ধাম; তৎ—তা; অনন্ত-অংশ—বলদেবের শক্তির অংশ থেকে; সম্ভবম্—সৃষ্টি হয়েছে।

অনুবাদ

" 'গোকুল নামক পরম ধাম একটি সহস্রদল পদ্মের মতো। তার কর্ণিকা শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থল। এই পরম ধাম অনন্তের অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৫৯

মায়া-দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ ॥ ২৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"মায়ার দ্বারা সঙ্কর্ষণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। জড়রূপা প্রকৃতি কখনও ব্রহ্মাণ্ডের কারণ নয়।

শ্লোক ২৬০

জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে ।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে ॥ ২৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীত জড় পদার্থ থেকে কখনই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হতে পারে না। সঙ্কর্ষণ জড়া-প্রকৃতিতে শক্তির সঞ্চার করেন।

শ্লোক ২৬১

ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি ।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি ॥ ২৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা প্রকৃতি সৃষ্টি করে; ঠিক যেমন লোহার দাহিকা শক্তি নেই, কিন্তু অগ্নির প্রভাবে উত্তপ্ত হয়ে লোহা দাহিকা শক্তি লাভ করে।

শ্লোক ২৬২

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্ ।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥ ২৬২ ॥

এতৌ—এই দুইজন, যথা রাম এবং কৃষ্ণ; হি—অবশ্যই; বিশ্বস্য—জগতের; চ—এবং; বীজ-যোনী—নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়ই; রামঃ—বলরাম; মুকুন্দঃ—শ্রীকৃষ্ণ; পুরুষঃ—মহাবিষ্ণু; প্রধানম্—জড়শক্তি; অন্বীয়—প্রবেশ করে; ভূতেষু—জড় উপাদানের মধ্যে; বিলক্ষণস্য—বিভিন্ন প্রকাশের; জ্ঞানস্য—জ্ঞানের; চ—ও; ঈশাতে—নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি; ইমৌ—তাঁরা উভয়েই; পুরাণৌ—অনাদি, সনাতন।

অনুবাদ

" 'বলরাম ও কৃষ্ণ, এই দুইজন জগতের নিমিত্ত ও উপাদান সদৃশ। তাঁরা দুইজনেই সমস্ত ভূতে প্রবেশ করে পরস্পরের ভেদ জ্ঞান উৎপন্ন করেছেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৪৬/৩১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৬৩

সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরে ।
সেই ঈশ্বরমূর্তি 'অবতার' নাম ধরে ॥ ২৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সৃষ্টির নিমিত্ত ভগবানের যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তাঁকে বলা হয় 'অবতার'।

শ্লোক ২৬৪

মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান ।
বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম ॥ ২৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁরা সকলেই মায়ার অতীত পরব্যোমে অবস্থান করেন। তাঁরা যখন জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তাঁদের বলা হয় 'অবতার'।

শ্লোক ২৬৫

সেই মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম ॥ ২৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে মায়াতে শক্তি সঞ্চার করার জন্য, শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রথমে মহাবিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হন।

শ্লোক ২৬৬

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ২৬৬ ॥

জগৃহে—ধারণ করে; পৌরুষম্—পুরুষাবতার; রূপম্—রূপ; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; মহৎ-আদিভিঃ—মহৎ তত্ত্ব আদির দ্বারা; সম্ভূতম্—সৃষ্টি করেছেন; ষোড়শ—ষোল; কলম্—শক্তি; আদৌ—আদি; লোক—জড় জগৎ; সিসৃক্ষয়া—সৃষ্টি করার জন্য।

অনুবাদ

" 'সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত উপাদান সহ পুরুষাবতার রূপ ধারণ করেছিলেন। জড় জগৎ সৃষ্টি করার জন্য তিনি প্রথমে ষোলটি প্রধান শক্তি সৃষ্টি করেছিলেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/৩/১) থেকে উদ্ধৃত। বিশদ বিশ্লেষণের জন্য আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৮৪ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ২৬৭

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ২৬৭ ॥

আদ্যঃ অবতারঃ—আদি অবতার; পুরুষঃ—ভগবান; পরস্য—পরমেশ্বর; কালঃ—কাল; স্বভাবঃ—স্বভাব; সৎ-অসৎ—কার্য এবং কারণ; মনঃ চ—এবং মন; দ্রব্যম্—পঞ্চ মহাভূত; বিকারঃ—বিকার অথবা অহঙ্কার; গুণঃ—প্রকৃতির গুণ; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; বিরাট্—বিরাট রূপে; স্বরাট্—সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; স্থাস্নু—স্থাবর; চরিষ্ণু—জঙ্গম; ভূম্নঃ—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

'কারণাব্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের আদ্যাবতার। কাল, স্বভাব, কার্যকারণরূপ প্রকৃতি, মন আদি মহত্তত্ত্ব, মহাভূত আদি অহঙ্কার, সত্ত্ব আদি গুণ, ইন্দ্রিয় সমূহ, বিরাট, স্বরাট, স্থাবর ও জঙ্গম সবই তাঁর বিভূতি স্বরূপ।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৬/৪২) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটির বিশেষ বিশ্লেষণ আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৮৩ নং শ্লোকে করা হয়েছে।

শ্লোক ২৬৮

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন ।
'কারণাব্ধিশায়ী' নাম জগৎকারণ ॥ ২৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই পুরুষ বিরজাতে শয়ন করেন। 'কারণাব্ধিশায়ী' নামক সেই পুরুষই জগতের আদি কারণ।

শ্লোক ২৬৯

কারণাব্ধি-পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি ।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥ ২৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কারণ সমুদ্রের পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি। বিরজার অপর পারে পরব্যোমে তা প্রবেশ করতে পারে না।

শ্লোক ২৭০

প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ ॥ ২৭০ ॥

প্রবর্ততে—বিরাজ করে; যত্র—যেখানে; রজঃ—রজোগুণ; তমঃ—তমোগুণ; তয়োঃ—তাদের উভয়ের; সত্ত্বম্ চ—এবং সত্ত্বগুণ; মিশ্রম্—মিশ্রণ; ন—না; চ—ও; কাল-বিক্রমঃ—কালের প্রভাব অথবা বিনাশ; ন—না; যত্র—যেখানে; মায়া—বহিরঙ্গা-শক্তি; কিম্—কি; উত—বক্তব্য; অপরে—অন্যেরা; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; অনুব্রতাঃ—পার্ষদেরা; যত্র—যেখানে; সুর—দেবতাদের দ্বারা; অসুর—এবং অসুরদের দ্বারা; অর্চিতাঃ—অর্চিত হন।

অনুবাদ

" 'সেই বৈকুণ্ঠে রজোগুণ এবং তমোগুণ বা তাদের সঙ্গে মিশ্র সত্ত্ব বা কালবিক্রম নেই; সেখানে মায়ার পর্যন্ত কোন প্রভাব নেই, আর অন্যের কি কথা; সেখানে কেবল শ্রীকৃষ্ণের অনুব্রত দেবতা এবং দানবদের দ্বারা পূজিত পার্ষদ ভক্তেরা বাস করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৯/১০) শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উক্তি। 'শুদ্ধজীবাত্মা কিভাবে জড় জগতে অধঃপতিত হয়?'—মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তর দানকালে শুকদেব গোস্বামী এই শ্লোকটি বলেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবানকে দর্শন করার জন্য ব্রহ্মার দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যার অন্তে ভগবান ব্রহ্মাকে ভাগবতের যে চতুঃশ্লোকীয় তত্ত্বজ্ঞান প্রদানপূর্বক বৈকুণ্ঠ ধাম প্রদর্শন করিয়েছিলেন, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখানে তার বর্ণনা করছেন।

শ্লোক ২৭১

মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া' আর 'প্রধান' ।
'মায়া' নিমিত্তহেতু, বিশ্বের উপাদান 'প্রধান' ॥ ২৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"মায়ার দুইটি বৃত্তি—'মায়া' এবং 'প্রধান'। 'মায়া' হচ্ছে নিমিত্ত কারণ, এবং জগৎ সৃষ্টির উপাদান হচ্ছে 'প্রধান'।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির বিশদ বিশ্লেষণের জন্য *আদিলীলার* পঞ্চম পরিচ্ছেদে ৫৮ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ২৭২

সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান ।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্যের আধান ॥ ২৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই পুরুষ যখন মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন মায়া-প্রকৃতি ক্ষোভিত হন এবং সেই মুহূর্তে পুরুষ তাঁর মধ্যে বীর্যের সঞ্চার করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১০) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বীজং মাং সর্ব-ভূতানাম্* "আমি সর্বভূতের আদি বীজ"। *ভগবদ্গীতার* (১৪/৪) আর একটি শ্লোকে সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

"হে কৌন্তেয়, বিভিন্ন যোনিতে যে সমস্ত দেহ উৎপন্ন হয়, তাদের জননীস্বরূপা প্রকৃতিতে আমি বীজ প্রদানকারী পিতা।"

এই তত্ত্বের আরও বিশদ বিবরণ *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/১০-১৩) দেওয়া হয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* আরও বলা হয়েছে (৫/৫১)—

অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ
কালস্তথাত্মমনসীতি জগত্রয়াণি ।
যস্মাদ্ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

সমস্ত জড় উপাদান থেকে শুরু করে চিৎ-স্ফুলিঙ্গ (জীবাত্মা) পর্যন্ত সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে (১/১) *জন্মাদস্য যতঃ*—"পরম তত্ত্ব হচ্ছেন তিনি, যাঁর থেকে সবকিছু উদ্ভূত হয়েছে।" তিনি পরম সত্য—*সত্যং পরং ধীমহি* (*ভাগবত* ১/১/১) পরম সত্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জন্মাদস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্*—"পরম তত্ত্ব হচ্ছেন তিনি, যিনি প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে সবকিছু সম্বন্ধে অবগত।" (*ভাগবত* ১/১/১)।

পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেছিলেন। (*ভাগবত* ১/১/১) *তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে।* তাই পরম তত্ত্ব কখনও জড় পদার্থ হতে পারেন না; পরম তত্ত্ব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। 'সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।' কেবলমাত্র মায়ার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করার মাধ্যমে তিনি মায়ার গর্ভে সমস্ত জীবের সঞ্চার করেন। জীব তার কর্ম ও কর্মফল অনুসারে বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহীর দেহে যেমন কৌমার, যৌবন এবং জরা আসে, তেমনই মৃত্যুর পর দেহী আর একটি দেহ প্রাপ্ত হয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ধীর ব্যক্তি কখনও এই প্রকার পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।"

শ্লোক ২৭৩

স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন ।
জীব-রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ ॥ ২৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"জীবরূপ বীজকে প্রকৃতির গর্ভে সমর্পণ করার জন্য ভগবান স্বয়ং প্রকৃতিকে স্পর্শ করেন না; তিনি নিজের অঙ্গের ছায়ারূপী আভাসের দ্বারা প্রকৃতিকে স্পর্শ করে জীবরূপ বীজ তাতে সমর্পণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/৭) বলা হয়েছে—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"জীব আমার সনাতন অংশ। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তারা মন আদি ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিকে উপভোগ করার চেষ্টা করছে।"

জীবের জড়া-প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার প্রসঙ্গে *চৈতন্য-চরিতামৃতে* 'প্রকৃতি-স্পর্শন' শব্দটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মহাবিষ্ণু প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন—*সৈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি* (*ঐতরেয় উপনিষদ* ১/১/১)। বদ্ধ অবস্থায় জীব দেহাত্মবুদ্ধিতে মৈথুনের মাধ্যমে গর্ভসঞ্চার করে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানকে গর্ভাধান করার জন্য মৈথুনে লিপ্ত হতে হয় না। তিনি কেবল দৃষ্টিপাতের মাধ্যমেই তা সম্পাদন করেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়ও* (৫/৩২) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

গোবিন্দ কেবল তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারাই গর্ভাধান করতে পারেন। অর্থাৎ, তাঁর চক্ষু জননের কার্য করতেও সক্ষম। তাঁর সন্তান উৎপাদনের জন্য জননেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যে কোন অঙ্গের দ্বারা যে কোন জীবকে উৎপাদন করতে পারেন।

'স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে' এই কথাটির অর্থ হচ্ছে, যে রূপের দ্বারা ভগবান প্রকৃতির গর্ভে জীবদের সঞ্চারিত করেন। তাঁর সেই রূপ হচ্ছে শিব। *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুধ যেমন বিকারপ্রাপ্ত হয়ে দইয়ে পরিণত হয়, তেমনই মহাবিষ্ণু শিবে পরিণত হয়েছেন। দই দুধই, কিন্তু তবুও তা দুধ নয়। তেমনই, শিবকে এই ব্রহ্মাণ্ডের পিতা বলে বিবেচনা করা হয় এবং প্রকৃতিকে মাতা বলে বিবেচনা করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডের পিতা এবং মাতা হচ্ছেন শিব এবং দুর্গা। শিবের লিঙ্গ এবং দুর্গার যোনি একত্রে শিবলিঙ্গরূপে পূজা করা হয়। এইটিই জড় সৃষ্টির আদি কারণ। শিব হচ্ছেন জীব এবং ভগবানের মধ্যবর্তী সত্তা। তিনি পরমেশ্বর ভগবান নন, আবার জীবও নন। তাঁর মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান জড়া-প্রকৃতির গর্ভে জীবদের সঞ্চার করেন। দুধের সঙ্গে সাঁজা মিশিয়ে যেমন দই তৈরি করা হয়, তেমনই শিবরূপের প্রকাশ হয় যখন ভগবান জড়া-প্রকৃতির সংস্পর্শে আসেন। পিতা শিব যেভাবে প্রকৃতির গর্ভ সঞ্চার করেন তা অত্যন্ত বিস্ময়জনক, কেননা এক সঙ্গে তিনি অসংখ্য জীবের জন্ম দিয়ে থাকেন। *ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৫/৯) এই সমস্ত জীবেরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতিতো হি চিৎকণঃ ॥

"জীবের আয়তন এত সূক্ষ্ম যে তা কেশাগ্রের দশ সহস্রভাগের একভাগের সমান, এবং তাদের সংখ্যা অগণিত। তারা সকলেই চিৎকণ, তারা জড় পদার্থ নয়।"

ভগবানের লোমকূপ থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এবং অগণিত জীবের প্রকাশ হয়।

এইভাবে জড় জগৎ সৃষ্টি হয়। জীব না থাকলে জড় জগতের কোন মূল্য নেই। জীব এবং জড় জগৎ উভয়েই মহাবিষ্ণুর চিন্ময় শরীরের লোমকূপ থেকে প্রকাশিত হয় এবং উভয়েই ভগবানের বিভিন্ন শক্তি। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪) সেই কথা বিশ্লেষণ করে ভগবান বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, এবং অহঙ্কার এই আটটি উপাদান দিয়ে আমার ভিন্না প্রকৃতি বা জড়া প্রকৃতি রচিত হয়েছে।" জড় উপাদানগুলিও পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গ থেকে উদ্ভূত এবং তারাও তাঁর বিভিন্ন প্রকার শক্তি। ভগবানের অংশসম্ভূত জীবকে পরা শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

(ভগবদ্গীতা ৭/৫)

"হে মহাবাহো অর্জুন, এই অপরা-প্রকৃতির অতীত আমার একটি পরা-প্রকৃতি রয়েছে; জীব সমূহ সেই প্রকৃতির অন্তর্গত এবং তারা এই জগতকে ধারণ করছে।" নিকৃষ্ট জড়া-প্রকৃতি পরা-প্রকৃতি ব্যতীত সক্রিয় হতে পারে না। সেই সমস্ত বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বৈদিক শাস্ত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জড়ের থেকে জীবনের উদ্ভব হওয়ার জড় মতবাদটি ভ্রান্ত। জড় জগৎ এবং চিন্ময় আত্মা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত। তাই, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে *বেদান্ত সূত্রে—জন্মাদ্যস্য যতঃ* (১/১) বা সবকিছুর আদি উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে—*সর্বকারণ-কারণম্।* সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৭৪

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্ ।
আধত্ত বীর্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ ২৭৪ ॥

দৈবাৎ—অনাদিকাল থেকে; **ক্ষুভিত-ধর্মিণ্যাম্**—ক্ষুব্ধ হয় যে জড়াপ্রকৃতি; **স্বস্যাম্**—পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিসম্ভূত; **যোনৌ**—প্রকৃতিরূপ যোনিতে; **পরঃ পুমান্**—পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর ভগবান; **আধত্ত**—আধান করেন; **বীর্যম্**—বীর্য; **সা**—সেই জড়া-প্রকৃতি; **অসূত**—প্রসব করেন; **মহৎ-তত্ত্বম্**—মহত্তত্ত্ব; **হিরণ্ময়ম্**—জড় সৃষ্টির আদি উৎস।

অনুবাদ

" 'সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ দৈবাৎ ক্ষুভিত-ধর্মিণী স্বীয় মায়ায় নিজ বীর্য আধান করেছিলেন, তার ফলে মায়া হিরণ্ময় মহতত্ত্বকে প্রসব করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/২৬/১৯) থেকে উদ্ধৃত। ভগবান কপিলদেবকে তাঁর মাতা দেবহূতি যখন পুরুষ ও প্রকৃতির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি তাঁকে অষ্টবিংশতি উপাদান সমন্বিত মহত্তত্ত্ব বর্ণনা করেন, তাঁর অধীশ্বর তত্ত্ব পুরুষাবতার ভগবান ও তাঁর থেকে জীবের প্রকাশ বর্ণনা করেছেন। এইভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন যে পরমেশ্বর ভগবানই সর্বকারণের পরম কারণ। জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয় না, জীবনের উদ্ভব হয় জীবন থেকে। বেদে সেই তত্ত্ব বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। (কঠোপনিষদ ২/২/১৩)* পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত জীবের আদি উৎস।

শ্লোক ২৭৫

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্যমাধত্ত বীর্যবান্ ॥ ২৭৫ ॥

কাল-বৃত্ত্যা—যথা সময়ে, সৃষ্টির কারণরূপে; **তু**—কিন্তু; **মায়ায়াম্**—জড়া-প্রকৃতিতে; **গুণ-ময্যাম্**—সত্ত্ব, রজ এবং তম প্রকৃতির এই তিনটি গুণ-সমন্বিত; **অধোক্ষজঃ**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সমস্ত জড় ধারণার অতীত; **পুরুষেণ**—জড়া-প্রকৃতির ভোক্তা পুরুষের দ্বারা; **আত্ম-ভূতেন**—তাঁর নিজের অংশের দ্বারা; **বীর্যম্**—বীর্য; **আধত্ত**—আধান করেন; **বীর্যবান্**—সর্ব শক্তিমান।

অনুবাদ

" 'কালের বৃত্তির দ্বারা সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর অংশস্বরূপ আদিপুরুষের দ্বারা গুণময়ী মায়ায় বীর্য আধান করেছিলেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/৫/২৬) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে জীব কিভাবে জড়া-প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে। পুরুষের সঙ্গে মিলন ব্যতীত স্ত্রী যেমন গর্ভবতী হতে পারে না, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের সংযোগ ব্যতীত জড়া-প্রকৃতি জীব প্রসব করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান যে কিভাবে সমস্ত জীবের পিতা হন, তার ইতিহাস রয়েছে। সমস্ত ধর্মমতেই পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত জীবের পিতা বলে স্বীকার করা হয়েছে। খ্রিস্টান ধর্মে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরম পিতা ভগবান, সমস্ত জীবের সমস্ত প্রয়োজন চরিতার্থ করেন। তাই তারা প্রার্থনা করে, "হে ভগবান তুমি আমাদের দৈনন্দিন আহার সরবরাহ কর।" যে ধর্মে পরমেশ্বর ভগবানকে পরম পিতা বলে স্বীকার করা হয় না, সেই ধর্মকে বলা হয় কৈতব-ধর্ম বা ছল-ধর্ম। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১/২) সেই ধরনের ধর্মমতকে পরিত্যাগ করা হয়েছে—*ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র।* কেবল নাস্তিকেরা সর্বশক্তিমান পরম পিতাকে স্বীকার করে না। যিনি সর্বশক্তিমান পরমপিতাকে স্বীকার করেন, তিনি তাঁর অনুশাসন মেনে চলেন এবং তার ফলে ধার্মিক ব্যক্তিতে পরিণত হন।

শ্লোক ২৭৬

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার ।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয়ভূতের প্রচার ॥ ২৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তারপর মহত্তত্ত্ব থেকে তিন প্রকার অহঙ্কারের উদ্ভব হয়, যা থেকে দেবতা, ইন্দ্রিয় এবং জড় উপাদানগুলির প্রকাশ হয়।

তাৎপর্য

তিন প্রকার অহঙ্কার হচ্ছে বৈকারিক, তৈজস এবং তামস। হৃদয় অথবা চিত্তে মহত্তত্ত্বের অবস্থান, এবং মহত্তত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃ দেব হচ্ছেন বাসুদেব (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৬/২১)। মহত্তত্ত্ব তিন ভাগে বিকার প্রাপ্ত হয়—১) বৈকারিক, অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার; তা থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় বা মনের প্রকাশ হয়, যার অধিষ্ঠাতৃ দেব হলেন অনিরুদ্ধ (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৬/২৭-২৮); ২) তৈজস, অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার, যা থেকে ইন্দ্রিয়সমূহ এবং বুদ্ধি প্রকাশিত হয় এবং যার অধিষ্ঠাতৃ দেব হচ্ছেন প্রদ্যুম্ন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৬/২৯-৩১); ৩) তামস অহঙ্কার থেকে শব্দতন্মাত্র বিস্তার লাভ করে এবং তা থেকে আকাশ ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় আদি প্রকাশিত হয় (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৬/৩২)। এই তিন প্রকার অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃ দেব সঙ্কর্ষণ (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৬/২৫)। সাঙ্খ্যকারিকা নামক দার্শনিক আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে—*সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ ভূতাদেস্তন্মাত্রং তামসতৈজসাদুভয়ম্।*

শ্লোক ২৭৭

সর্ব তত্ত্ব মিলি' সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন ॥ ২৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাণ্ডসমূহ সৃষ্টি করলেন। সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য; তাদের সংখ্যা গণনা করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ২৭৮

ইঁহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ—'মহাবিষ্ণু' নাম ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম ॥ ২৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই মহৎ স্রষ্টা পুরুষের নাম মহাবিষ্ণু। তাঁর লোমকূপ থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ২৭৯-২৮০

গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায় ।
পুরুষ-নিশ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥ ২৭৯ ॥
পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর ।
অনন্ত ঐশ্বর্য তাঁর, সব—মায়া-পার ॥ ২৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"গবাক্ষের মধ্য দিয়ে যেমন রেণু উড়ে যাওয়া-আসা করে, তেমনই মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্গত হয় এবং পুনরায় তাঁর প্রশ্বাসের সঙ্গে সেগুলি তাঁর দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মহাবিষ্ণুর অনন্ত ঐশ্বর্য জড় ধারণার অতীত।

শ্লোক ২৮১

যস্যৈক-নিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৮১ ॥

যস্য—যাঁর; এক—এক; নিশ্বসিত—নিশ্বাসের; কালম্—কাল; অথ—এইভাবে; অবলম্ব্য—অবলম্বন করে; জীবন্তি—জীবন ধারণ করে; লোম-বিলজাঃ—লোমকূপ থেকে জাত; জগৎ-অণ্ড-নাথাঃ—ব্রহ্মাণ্ডের পতিগণ (ব্রহ্মাগণ); বিষ্ণুঃ-মহান্—মহাবিষ্ণু; সঃ—সেই; ইহ—এখানে; যস্য—যাঁর; কলা-বিশেষঃ—বিশেষ অংশ; গোবিন্দম্—ভগবান শ্রীগোবিন্দকে; আদি-পুরুষম্—আদি পুরুষকে; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

অনুবাদ

" 'ব্রহ্মা এবং জগতের অন্যান্য পতিগণ যাঁর লোমকূপ থেকে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাঁর এক নিশ্বাস কাল পর্যন্ত জীবিত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৪৮) থেকে উদ্ধৃত। বিশদ বিবরণের জন্য আদিলীলা পঞ্চম অধ্যায়, ৭১শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ২৮২

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্যামী ।
কারণাব্ধিশায়ী—সব জগতের স্বামী ॥ ২৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"মহাবিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা, তিনি কারণ সমুদ্রে শয়ন করেন এবং তিনি সমস্ত জগতের প্রভু।

শ্লোক ২৮৩

এইত কহিলুঁ প্রথম পুরুষের তত্ত্ব ।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব ॥ ২৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে আমি প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলাম। এখন আমি দ্বিতীয় পুরুষাবতারের কথা বর্ণনা করব।

শ্লোক ২৮৪

সেই পুরুষ অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া ।
একৈক-মূর্ত্যে প্রবেশিলা বহু মূর্তি হঞা ॥ ২৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি পূর্বক মহাবিষ্ণু বহু মূর্তি ধারণ করে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২৮৫

প্রবেশ করিয়া দেখে, সব—অন্ধকার ।
রহিতে নাহিক স্থান, করিলা বিচার ॥ ২৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে মহাবিষ্ণু দেখলেন যে সেখানে সবকিছুই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সেখানে তাঁর অবস্থান করার মতো কোন স্থান নেই; তখন তিনি বিচার করলেন।

শ্লোক ২৮৬

নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্ধ ভরিল ।
সেই জলে শেষ-শয্যায় শয়ন করিল ॥ ২৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর অঙ্গের স্বেদ-জলে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধাংশ পূর্ণ করলেন এবং সেই জলে শেষ-শয্যায় শয়ন করলেন।

শ্লোক ২৮৭

তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম ।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম ॥ ২৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর নাভিপদ্ম থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হল এবং সেই পদ্ম হল ব্রহ্মার জন্মস্থান।

শ্লোক ২৮৮

সেই পদ্মনালে হইল চৌদ্দ ভুবন ।
তেঁহো 'ব্রহ্মা' হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ২৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই পদ্মের নালে চতুর্দশ ভুবন প্রকাশিত হল এবং তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন।

শ্লোক ২৮৯

'বিষ্ণু'-রূপ হঞা করে জগৎ পালনে ।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-সনে ॥ ২৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুরূপে সমগ্র জগৎ পালন করেন। শ্রীবিষ্ণু জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত, জড়া-প্রকৃতি তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।

তাৎপর্য

জড়া-প্রকৃতির প্রভাব ব্রহ্মা এবং শিবকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে, কিন্তু তা বিষ্ণুকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই বলা হয় যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত জড় গুণের অতীত। গুণাবতার শিব এবং ব্রহ্মা জড়া-প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু তাঁদের থেকে ভিন্ন। *ঋগ্‌ বেদে* বলা হয়েছে—*ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্* (*ঋগ্‌ বেদসংহিতা* ১/২২/২০)। *পরমং পদম্* বলতে জড়গুণের অতীত বোঝান হয়েছে। শ্রীবিষ্ণু যেহেতু জড়গুণের অধীন নন, তাই তিনি সর্বদাই জড়া-প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবদের থেকে মহৎ। ভগবান এবং জীবের মধ্যে এটি অন্যতম একটি পার্থক্য। ব্রহ্মা অত্যন্ত শক্তিশালী জীব এবং শিব তাঁর থেকেও অধিক শক্তিশালী। তাই শিবকে জীব বলে মনে করা হয় না, কিন্তু তাহলেও তিনি বিষ্ণুর সমকক্ষ নন।

শ্লোক ২৯০

'রুদ্র'রূপ ধরি করে জগৎ সংহার ।
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ২৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবান রুদ্ররূপ ধারণ করে জগতের প্রলয় কার্য সাধন করেন। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্য সাধিত হয়।

শ্লোক ২৯১

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তাঁর গুণ-অবতার ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিনের অধিকার ॥ ২৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব তাঁর গুণ-অবতার। সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় যথাক্রমে এই তিন জনের দ্বারা সাধিত হয়।

শ্লোক ২৯২

হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী ।
'সহস্রশীর্ষাদি' করি' বেদে যাঁরে গাই ॥ ২৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি হিরণ্যগর্ভ এবং অন্তর্যামী নামেও পরিচিত, 'সহস্রশীর্ষ' আদি বৈদিক শ্লোকে তাঁর কীর্তন করা হয়েছে।

শ্লোক ২৯৩

এই ত' দ্বিতীয়-পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর ।
মায়ার 'আশ্রয়' হয়, তবু মায়া-পার ॥ ২৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু নামক দ্বিতীয় পুরুষাবতার মায়ার আশ্রয়, কিন্তু তবুও তিনি মায়াতীত।

শ্লোক ২৯৪

তৃতীয়-পুরুষ বিষ্ণু—'গুণ-অবতার' ।
দুই অবতার-ভিতর গণনা তাঁহার ॥ ২৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তৃতীয় পুরুষাবতার হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, তিনি সত্ত্বগুণের অবতার। তাঁকে পুরুষাবতার এবং গুণাবতারের মধ্যে গণনা করা হয়।

শ্লোক ২৯৫

বিরাট্ ব্যষ্টি-জীবের তেঁহো অন্তর্যামী ।
ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো—পালনকর্তা, স্বামী ॥ ২৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন ভগবানের বিরাটরূপ এবং তিনি সমস্ত জীবের অন্তর্যামী। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের পালন কর্তা এবং প্রভু।

শ্লোক ২৯৬

পুরুষাবতারের এই কৈলুঁ নিরূপণ ।
লীলাবতার এবে শুন, সনাতন ॥ ২৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সনাতন, আমি এতক্ষণ পুরুষাবতারের তত্ত্ব নিরূপণ করলাম, এখন আমি লীলাবতারের তত্ত্ব বর্ণনা করব, তুমি তা শ্রবণ কর।

শ্লোক ২৯৭

লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন ।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন ॥ ২৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার গণনা করে শেষ করা যায় না। আমি কেবল প্রধান প্রধান লীলাবতারদের কথা বর্ণনা করে দিগ্‌দর্শন করব।

শ্লোক ২৯৮

মৎস্য, কূর্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন ।
বরাহাদি—লেখা যাঁর না যায় গণন ॥ ২৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের লীলাবতার হচ্ছেন, মৎস্য, কূর্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন ও বরাহ ইত্যাদি তাঁদের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যায় না।

শ্লোক ২৯৯

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহ-বরাহ-হংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ ২৯৯ ॥

মৎস্য—মৎস্য অবতার; অশ্ব—হয়গ্রীব অবতার; কচ্ছপ—কূর্ম অবতার; নৃসিংহ—শ্রীনৃসিংহদেব; বরাহ—শ্রীবরাহদেব; হংস—হংস-অবতার; রাজন্য—শ্রীরামচন্দ্র; বিপ্র—পরশুরাম; বিবুধেষু—এবং বামনদেব; কৃত-অবতারঃ—অবতীর্ণ হন; ত্বম্—আপনি; পাসি—

রক্ষা করুন; নঃ—আমাদের; ত্রি-ভুবনম্ চ—এবং ত্রিভুবনকে; তথা—এমনই; অধুনা—এখন; ঈশ—হে ভগবান; ভারম্—ভার; ভুবঃ—ব্রহ্মাণ্ডের; হর—দয়া করে হরণ করুন; যদু-উত্তম—যদুকুলশ্রেষ্ঠ; বন্দনম্ তে—আমরা আপনাকে বন্দনা করি।

অনুবাদ

" 'হে ভগবান, আপনি মৎস্য, হয়গ্রীব, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রামচন্দ্র, পরশুরাম, বামনদেব ইত্যাদি রূপে বিবিধ অবতারে আমাদের ত্রিভুবনকে প্রতিপালিত করেন; হে যদুকুল শ্রেষ্ঠ, আপনাকে আমরা বন্দনা করি, এখন আপনি এই পৃথিবীর ভার গ্রহণ করুন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২/৪০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩০০

লীলাবতারের কৈলুঁ দিগ্দরশন ।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ ॥ ৩০০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি লীলাবতারদের দিগ্দর্শন করলাম; এখন আমি গুণাবতারদের কথা বর্ণনা করছি, তা শ্রবণ কর।

শ্লোক ৩০১

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—তিন গুণ-অবতার ।
ত্রিগুণ অঙ্গীকরি' করে সৃষ্ট্যাদি-ব্যবহার ॥ ৩০১ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই তিনজন হচ্ছেন গুণাবতার। তাঁরা প্রকৃতির তিনটি গুণ অঙ্গীকার করে সৃষ্টি আদি কার্য সাধন করেন।

শ্লোক ৩০২-৩০৩

ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম ।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁর মন ॥ ৩০২ ॥
গর্ভোদকশায়িদ্বারা শক্তি সঞ্চারি' ।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি' ॥ ৩০৩ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বকৃত ভক্তিমিশ্রিত পুণ্যকর্মের প্রভাবে পুণ্যবান কোন উত্তম জীবকে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু রজোগুণের দ্বারা বিভাবিত করে তার মধ্যে নিজ শক্তি সঞ্চার করেন এবং ব্রহ্মারূপে তার দ্বারা জগতের সৃষ্টিকার্য সাধন করেন।

তাৎপর্য

সেই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু পুরুষাবতার সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণকে আশ্রয় করে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই তিনটি গুণাবতাররূপে প্রকাশ করেন। কোন ভক্তিমান্ পুণ্যবান জীবোত্তমকে রজোগুণে বিভাবিত করে, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর দ্বারা তার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ৩০৪

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র ।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩০৪ ॥

ভাস্বান্—জ্যোতির্ময় সূর্য; যথা—যেমন; অশ্ম-সকলেষু—বিভিন্ন প্রকার মণিতে; নিজেষু—তাঁর নিজের; তেজঃ—তেজ; স্বীয়ম্—তাঁর নিজের; কিয়ৎ—কিছু পরিমাণে; প্রকটয়তি—প্রকাশ করে; অপি—ও; তদ্বৎ—সেইরূপে; অত্র—এখানে; ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; যঃ—যিনি; এষঃ—প্রভু; জগৎ-অণ্ড-বিধান-কর্তা—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা; গোবিন্দম্-আদি-পুরুষম্—আদি পুরুষ গোবিন্দকে; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

অনুবাদ

" 'সূর্য যেমন বিভিন্ন মণিতে তার তেজ কিয়ৎ পরিমাণে প্রকট করেন, তেমনই যে আদি পুরুষ গোবিন্দ কোন পুণ্যবান জীবের মধ্যে তাঁর শক্তি সঞ্চার করে ব্রহ্মারূপে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য সাধন করেন, তাঁকে আমি ভজনা করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৪৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩০৫

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায় ।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে 'ব্রহ্মা' হয় ॥ ৩০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন কল্পে ভগবান যদি ব্রহ্মা হওয়ার মতো উপযুক্ত জীব না পান, তাহলে তিনি নিজেই তাঁর অংশের দ্বারা ব্রহ্মারূপে প্রকাশিত হন।

তাৎপর্য

এক সহস্র চতুর্যুগে অথবা সৌর বৎসরের গণনায় চারশত বত্রিশ কোটি বছরে ব্রহ্মার একদিন এবং এই পরিমাপে তাঁর এক রাত্রি হয়। এরকম ৩৬০ দিনে ব্রহ্মার এক বছর এবং সেই রকম শত বৎসর তাঁর আয়ুষ্কাল।

শ্লোক ৩০৬

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত-তীর্থতীর্থম্ ।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥ ৩০৬ ॥

যস্য—যাঁর; অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ—শ্রীপাদপদ্ম; রজঃ—ধূলিকণা; অখিল-লোক—সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের; পালৈঃ—পালন কর্তাদের দ্বারা; মৌলি-উত্তমৈঃ—তাঁদের মস্তক অত্যন্ত মূল্যবান মুকুটে শোভিত; ধৃতম্—ধারণ করে; উপাসিত—উপাসিত; তীর্থ-তীর্থম্—তীর্থ সমূহের তীর্থ স্বরূপ; ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; ভবঃ—শিব; অহম্ অপি—আমিও; যস্য—যাঁর; কলাঃ—অংশ; কলায়াঃ—কলার; শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী; চ—এবং; উদ্বহেম—আমরা বহন করি; চিরম্—চিরকাল; অস্য—তাঁর; নৃপ-আসনম্—রাজ সিংহাসন; ক্ব—কোথায়।

অনুবাদ

" 'সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তারা সমস্ত তীর্থের তীর্থস্বরূপ যাঁর পদরজ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, আমি বলদেব ও লক্ষ্মী—আমরা কেউ অংশ, কেউ অংশের অংশরূপে যাঁর পদরজ চিরকাল মস্তকে ধারণ করি, তাঁর কাছে সামান্য রাজ-সিংহাসনের কি মাহাত্ম্য।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৬৮/৩৭) থেকে উদ্ধৃত। কৌরবেরা যখন বলরামকে দলে টানবার জন্য তোষামোদ করে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে, তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলদেব এই শ্লোকটি বলেন।

শ্লোক ৩০৭

নিজাংশ-কলায় কৃষ্ণ তমো-গুণ অঙ্গীকারে ।
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্র-রূপ ধরে ॥ ৩০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশের কলায় তমোগুণ অঙ্গীকার করে জড় জগতকে সংহার করার জন্য রুদ্ররূপ ধারণ করেন।

তাৎপর্য

এইটি শ্রীকৃষ্ণের আর একটি প্রকাশ, রুদ্ররূপের বর্ণনা। বিষ্ণুমূর্তিরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং কলার প্রকাশ। কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণের অংশ। তাঁর অংশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু তমোগুণ গ্রহণ করে জগৎ সংহারের জন্য গুণাবতার রুদ্ররূপ ধারণ

করেন। বিষ্ণুতে সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান স্বীকৃত হলেও মায়া অধীনতা সম্ভবপর নয়। যেখানে বিষ্ণুত্বের অভাব, সেখানে শিবত্ব বা ব্রহ্মত্ব; তাতে মায়ার সংযোগ আছে। শিবত্ব ও ব্রহ্মত্ব—বিষ্ণু মায়ার অধীন।

শ্লোক ৩০৮

মায়াসঙ্গ-বিকারী রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ ।
জীবতত্ত্ব নহে, নহে কৃষ্ণের 'স্বরূপ' ॥ ৩০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"রুদ্রের বিভিন্ন রূপ যা মায়ার সঙ্গ প্রভাবে বিকার প্রাপ্ত হয়েছে। রুদ্র জীবতত্ত্ব নন, আবার তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপও নন।

তাৎপর্য

রুদ্র বিষ্ণুর সঙ্গে ভেদাভেদ তত্ত্ব; মায়ার সঙ্গ প্রভাবে বিকার লাভ করায় বিষ্ণুর থেকে, 'ভিন্ন' এবং স্বয়ং বস্তুত বিষ্ণুর থেকে অভিন্ন। এই অবস্থাকে বলা হয় ভেদাভেদ তত্ত্ব, বা অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। একই সঙ্গে এক এবং ভিন্ন।

শ্লোক ৩০৯

দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে ।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে ॥ ৩০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"দুধ অম্লের সংযোগে দধিতে পরিণত হলেও দধি দুধ থেকে ভিন্ন বস্তু নয়। কিন্তু তা দুধ হতে পারে না।

তাৎপর্য

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্যের নিয়ন্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, এই তিনজনের মধ্যে বিষ্ণু কখনও পরমেশ্বর ভগবান আদি বিষ্ণু থেকে ভিন্ন নন। কিন্তু শিব এবং ব্রহ্মা মায়ার বশে বিষ্ণু থেকে ভিন্ন। বিষ্ণু কখনই বিকারী নন, সেখানেই ঈশ্বরত্বে মায়িক বিকার লক্ষিত হয়, তা বিষ্ণু থেকে ভিন্নরূপ গুণাবতার নামক শিব বা ব্রহ্মা। সুতরাং রুদ্র বিকার বিশিষ্ট ভেদাভেদ প্রকাশ জীবতত্ত্ব, স্বরূপত কৃষ্ণের স্বরূপ বিষ্ণুতত্ত্ব নন, উপরন্তু বৈষ্ণবতত্ত্ব। ঈশ্বররূপ দুগ্ধ মায়ারূপ অম্লযোগে দধিতে রূপান্তরিত হওয়ায়, দুগ্ধ থেকে জাত হলেও কখনই দুগ্ধ বলে পরিচয় প্রদান করতে সমর্থ হয় না।

শ্লোক ৩১০

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।

যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১০ ॥

ক্ষীরম্—দুধ; **যথা**—যেমন; **দধি**—দধি; **বিকার-বিশেষ**—বিশেষ বিকারের ফলে; **যোগাৎ**—মিশ্রণের দ্বারা; **সংজায়তে**—রূপান্তরিত হয়; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **ততঃ**—দুধ থেকে; **পৃথক্**—পৃথক্; **অস্তি**—হয়; **হেতোঃ**—কারণ; **যঃ**—যিনি; **শম্ভুতাম্**—রুদ্রত্ব; **অপি**—যদিও; **তথা**—তেমন; **সমুপৈতি**—গ্রহণ করেন; **কার্যাৎ**—কোন বিশেষ কার্য থেকে; **গোবিন্দম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দকে; **আদি-পুরুষম্**—আদি পুরুষ; **তম্**—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **ভজামি**—ভজনা করি।

অনুবাদ

" 'বিকার বিশেষ যোগে দুধ যেমন দধিতে পরিণত হয়, বিকার ব্যতীত তাতে আর কোন হেতু নেই, তেমনই যে আদি পুরুষ গোবিন্দ কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন করার জন্য শম্ভুতে পরিণত হন, তাঁকে আমি ভজনা করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৪৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩১১

'শিব'—মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ ।
মায়াতীত, গুণাতীত 'বিষ্ণু'—পরমেশ ॥ ৩১১ ॥

শ্লোকার্থ

"শিব মায়ার সঙ্গী, তাই, তিনি তমোগুণের দ্বারা আবিষ্ট। কিন্তু বিষ্ণু মায়ার অতীত এবং গুণের অতীত, তিনি পরমেশ্বর ভগবান।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু গুণাতীত এবং মায়ার অধীশ্বর স্বতন্ত্র পরমেশ্বর। সেই সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যও বলেছেন—*নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ (গীতাভাষ্য)*। শিব স্বরূপত হন ভগবদ্ভক্ত, কিন্তু মায়ার সঙ্গ প্রভাবে বিশেষ করে তমোগুণের সঙ্গ প্রভাবে তিনি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত নন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মায়ার সঙ্গে এই ধরনের কোন সংস্পর্শ নেই। শিব মায়াকে স্বীকার করেন, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর উপস্থিতিতে মায়া থাকতে পারে না। অতএব শিবকে মায়া-সম্ভূত বলে বিবেচনা করা হয়। শিব যখন মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত তখন তিনি মহাভাগবত—পরমেশ্বর ভগবানের মহান ভক্ত। তাই বলা হয় *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*।

শ্লোক ৩১২

শিবঃ শক্তিযুক্তঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৩১২ ॥

শিবঃ—শিব; **শক্তি-যুক্তঃ**—মায়াশক্তি সমন্বিত; **শশ্বৎ**—নিত্য; **ত্রি-লিঙ্গঃ**—তিনরূপে; **গুণ-সংবৃতঃ**—প্রকৃতির গুণের দ্বারা আবৃত; **বৈকারিকঃ**—বৈকারিক নামক; **তৈজসঃ চ**—এবং তৈজস নামক; **তামসঃ চ**—এবং তামস নামক; **ইতি**—এইভাবে; **অহম্**—অহঙ্কার; **ত্রি-ধা**—তিন প্রকার।

অনুবাদ

" 'বৈকারিক, তৈজস ও তামস—এই তিন প্রকার অহঙ্কার দ্বারা আবৃত এবং সর্বদা মায়া শক্তিযুক্ত তত্ত্বই 'শিব'।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮৮/৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩১৩

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৩১৩ ॥

হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীবিষ্ণু; **হি**—অবশ্যই; **নির্গুণঃ**—প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **পুরুষঃ**—পুরুষোত্তম; **প্রকৃতেঃ**—জড়া-প্রকৃতি; **পরঃ**—অতীত; **সঃ**—তিনি; **সর্ব-দৃক্**—সর্বদ্রষ্টা; **উপদ্রষ্টা**—সবকিছুর তত্ত্বাবধানকারী; **তম্**—তাঁকে; **ভজন্**—আরাধনা করার দ্বারা; **নির্গুণঃ**—জড় গুণের অতীত; **ভবেৎ**—হওয়া যায়।

অনুবাদ

" 'শ্রীহরি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ। তিনি সবকিছুর দ্রষ্টা এবং সকলের তত্ত্বাবধায়ক; তাঁকে ভজন করলে জীব নির্গুণ হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮৮/৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩১৪

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার ।
সত্ত্বগুণ দ্রষ্টা, তাতে গুণমায়া-পার ॥ ৩১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"জগৎ পালনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অংশ বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি সত্ত্বগুণের পরিচালক; তাই তিনি জড়া-প্রকৃতির গুণের অতীত।

শ্লোক ৩১৫

স্বরূপ—ঐশ্বর্যপূর্ণ, কৃষ্ণসম প্রায় ।
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ, বেদে হেন গায় ॥ ৩১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ প্রকাশ। তাঁর ঐশ্বর্য প্রায় শ্রীকৃষ্ণের অংশেরই মতো। বেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ অংশী এবং বিষ্ণু তাঁর অংশ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা শক্ত্যাবেশ হয়েও গুণাবতার। রুদ্র ভেদাভেদ হয়েও গুণাবতার। কিন্তু বিষ্ণু স্বাংশরূপে গুণাবতার হলেও সত্ত্বগুণের নিয়ন্তা বলে মায়ার গুণের অতীত। শ্রীবিষ্ণু কৃষ্ণের আদি পুরুষাবতার, এবং শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অবতারের অবতারী। বিষ্ণু—অংশ, কৃষ্ণ তার অংশী; অতএব কৃষ্ণের মতো বিষ্ণু ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ।

শ্লোক ৩১৬

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা ।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১৬ ॥

দীপ-অর্চিঃ—প্রদীপ শিখা; এব—যেমন; হি—অবশ্যই; দশা-অন্তরম্—অন্য দীপকে; অভ্যুপেত্য—বিস্তার করে; দীপায়তে—প্রজ্জ্বলিত করে; বিবৃত-হেতু—বিস্তারিত হওয়ার জন্য; সমান-ধর্মা—সমশক্তি সম্পন্ন; যঃ—যিনি; তাদৃক্—তেমনই; এব—অবশ্যই; হি—অবশ্যই; চ—ও; বিষ্ণুতয়া—বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত হওয়ার দ্বারা; বিভাতি—উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়; গোবিন্দম্—শ্রীকৃষ্ণকে; আদি-পুরুষম্—আদি পুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

অনুবাদ

" 'দীপশিখা যেমন ভিন্ন আধারে পৃথক দীপের মতো কার্য করে, অর্থাৎ, পূর্ব দীপের মতো সমান ধর্মা, তেমনই যে আদিপুরুষ গোবিন্দ 'বিষ্ণু' হয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন তাঁকে আমি ভজন করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৪৬) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩১৭

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার ।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥ ৩১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্মা এবং শিব ভগবানের আদেশ পালনকারী ভক্তাবতার। কিন্তু, পালনকর্তা শ্রীবিষ্ণু, তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ আকার।

শ্লোক ৩১৮

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩১৮ ॥

সৃজামি—সৃষ্টি করি; তৎ-নিযুক্তঃ—তার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে; অহম্—আমি; হরঃ—শিব; হরতি—সংহার করেন; তৎ-বশঃ—তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে; বিশ্বম্—সমস্ত জগৎ; পুরুষ-রূপেণ—শ্রীবিষ্ণুরূপে; পরিপাতি—পালন করেন; ত্রি-শক্তি-ধৃক্—জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণের নিয়ন্তা।

অনুবাদ

" 'ব্রহ্মা বললেন,—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির দ্বারা নিযুক্ত হয়ে আমি সৃষ্টি করি, এবং তাঁর আদেশ অনুসারে শিব সংহার করেন। ত্রিগুণময়ী মায়ার নিয়ন্তা শ্রীহরিই পুরুষরূপে বিশ্বকে পালন করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৬/৩২) থেকে উদ্ধৃত। দেবর্ষি নারদ তাঁর গুরুদেব ব্রহ্মার কাছে তাঁরও আরাধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব পরমাত্মা শ্রীহরির সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করায়, ব্রহ্মা তাঁকে ভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণনা করে অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুর পরমেশ্বরত্ব কীর্তন করেছেন।

শ্লোক ৩১৯

মন্বন্তরাবতার এবে শুন, সনাতন ।
অসংখ্য গণন তাঁর, শুনহ কারণ ॥ ৩১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সনাতন, এখন তুমি মন্বন্তর অবতারদের বর্ণনা শোন। তাঁদের সংখ্যা অগণিত। তাঁদের উৎস সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

শ্লোক ৩২০

ব্রহ্মার এক দিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর ।
চৌদ্দ অবতার তাঁহা করেন ঈশ্বর ॥ ৩২০ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দটি মন্বন্তর হয় এবং ভগবান তখন চৌদ্দরূপে অবতরণ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে এটি গণনা করা যায় যে, ব্রহ্মার জীবনের এক মাসে (৩০ দিনে) ৪২০ জন মন্বন্তর অবতার এবং তাঁর আয়ুষ্কালের এক বছরে (৩৬০ দিনে) ৫,০৪০ জন মন্বন্তর অবতার রয়েছেন। এভাবেই ব্রহ্মার জীবনের এক শত বছরে মোট ৫,০৪,০০০ মন্বন্তর অবতার রয়েছেন। তা ছাড়া, স্বয়ং মনুগণকে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-অবতার রূপে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ৩২১

চৌদ্দ এক দিনে, মাসে চারিশত বিশ ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহস্র চল্লিশ ॥ ৩২১ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্মার একদিনে ১৪ মন্বন্তর অবতার, একমাসে ৪২০ মন্বন্তর অবতার এবং এক বছরে ৫,০৪০ মন্বন্তর অবতার।

শ্লোক ৩২২

শতেক বৎসর হয় 'জীবন' ব্রহ্মার ।
পঞ্চলক্ষ চারিসহস্র মন্বন্তরাবতার ॥ ৩২২ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল একশত বৎসর, এবং তাঁর আয়ুষ্কালে পাঁচলক্ষ চার হাজার মন্বন্তর অবতার।

শ্লোক ৩২৩

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন ।
মহাবিষ্ণু একশ্বাসে ব্রহ্মার জীবন ॥ ৩২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে কেবল একটি ব্রহ্মাণ্ডের মন্বন্তর অবতারদের সংখ্যা গণনা করা হল। সুতরাং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে কত মন্বন্তর অবতার রয়েছেন তা কল্পনাও করা যায় না। আর ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাস।

শ্লোক ৩২৪

মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের নাহিক পর্যন্ত ।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখার অন্ত ॥ ৩২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের অন্ত নেই; সুতরাং, ভেবে দেখ এমনকি এক মন্বন্তর অবতারদের সম্বন্ধে বলে বা লিখে শেষ করা যায় না।

শ্লোক ৩২৫

স্বায়ম্ভুবে 'যজ্ঞ', স্বারোচিষে 'বিভু' নাম ।
ঔত্তমে 'সত্যসেন', তামসে 'হরি' অভিধান ॥ ৩২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অবতার হচ্ছেন যজ্ঞ। স্বারোচিষ মন্বন্তরে অবতার হচ্ছেন বিভু ও ঔত্তম মন্বন্তরে সত্যসেন, এবং তামস মন্বন্তরে হরি।

শ্লোক ৩২৬

রৈবতে 'বৈকুণ্ঠ', চাক্ষুষে 'অজিত', বৈবস্বতে 'বামন' ।
সাবর্ণ্যে 'সার্বভৌম', দক্ষসাবর্ণ্যে 'ঋষভ' গণন ॥ ৩২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"রৈবত মন্বন্তরে অবতারের নাম বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষ মন্বন্তরে অবতারের নাম অজিত, বৈবস্বত মন্বন্তরে বামন, সাবর্ণ্য মন্বন্তরে সার্বভৌম এবং দক্ষসাবর্ণ্য মন্বন্তরে ঋষভ।

শ্লোক ৩২৭

ব্রহ্মসাবর্ণ্যে 'বিষ্বক্‌সেন', 'ধর্মসেতু' ধর্মসাবর্ণ্যে ।
রুদ্রসাবর্ণ্যে 'সুধামা', 'যোগেশ্বর' দেবসাবর্ণ্যে ॥ ৩২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্মসাবর্ণ্য মন্বন্তরে অবতারের নাম বিষ্বক্‌সেন, ধর্মসাবর্ণ্যে অবতারের নাম ধর্মসেতু, রুদ্রসাবর্ণ্যে অবতারের নাম সুধামা এবং দেবসাবর্ণ্যে অবতারের নাম যোগেশ্বর।

শ্লোক ৩২৮

ইন্দ্রসাবর্ণ্যে 'বৃহদ্ভানু' অভিধান ।
এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ 'অবতার' নাম ॥ ৩২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ইন্দ্রসাবর্ণ্য মন্বন্তরে অবতারের নাম বৃহদ্ভানু। এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দজন অবতারের নাম।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* মনু এবং তাঁদের পিতাদের নামের তালিকা প্রদান করেছেন—(১) স্বায়ম্ভুব মনু, ব্রহ্মার পুত্র; (২) স্বারোচিষ মনু, স্বরোচি বা অগ্নির পুত্র; (৩) উত্তম, মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; (৪) তামস, উত্তমের ভাই; (৫) রৈবত, তামসের সহোদর; (৬) চাক্ষুস, চক্ষু নামক দেবতার পুত্র; (৭) বৈবস্বত, বিবস্বান্ সূর্যের পুত্র; (৮) সাবর্ণি, সূর্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভজাত পুত্র; (৯) দক্ষসাবর্ণি, বরুণের পুত্র; (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, উপশ্লোকের পুত্র (১১-১৪); রুদ্রসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি যথাক্রমে রুদ্র, রুচি, সত্যসহ এবং ভূতির পুত্র।

শ্লোক ৩২৯

যুগাবতার এবে শুন, সনাতন ।
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-যুগের গণন ॥ ৩২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সনাতন, এখন যুগাবতারদের কথা শোন। যুগ চারটি—সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ এবং কলিযুগ।

শ্লোক ৩৩০

শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ-পীত—ক্রমে চারি বর্ণ ।
চারি বর্ণ ধরি' কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম ॥ ৩৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"এই চারটি যুগে শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ এবং পীতবর্ণ ধারণ করে, যুগধর্ম স্থাপন করেন।

শ্লোক ৩৩১

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৩৩১ ॥

আসন্—ছিল; বর্ণাঃ—বর্ণসকল; ত্রয়ঃ—তিন; হি—অবশ্যই; অস্য—তোমার পুত্রের; গৃহ্নতঃ—গ্রহণ করে; অনুযুগম্—যুগ অনুসারে; তনূঃ—শরীর; শুক্লঃ—সাদা; রক্তঃ—লাল; তথা—তেমন; পীত—হলুদ; ইদানীম্—এখন; কৃষ্ণতাম্—কৃষ্ণত্ব; গতঃ—ধারণ করেছে।

অনুবাদ

"এই বালকটি (কৃষ্ণ) অন্য তিনটি যুগে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করে। এখন দ্বাপরে সে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮/১৩) নন্দ মহারাজের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ উৎসবের সময় গর্গমুনির উক্তি। পরবর্তী শ্লোক দুইটিও *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৫/২১, ২৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩৩২

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ ॥ ৩৩২ ॥

কৃতে—সত্যযুগে; শুক্লঃ—শুক্লবর্ণ এবং শুক্লনাম; চতুঃ-বাহুঃ—চতুর্ভুজ; জটিলঃ—জটাধারী;

বল্কল-অম্বরঃ—গাছের বল্কল পরিহিত; কৃষ্ণ-অজিন—কৃষ্ণসার মৃগচর্ম; উপবীত—যজ্ঞোপবীত; অক্ষান্—রুদ্রাক্ষের মালা; বিভ্রৎ—বহন করেন; দণ্ড-কমণ্ডলূ—দণ্ড এবং কমণ্ডলু।

অনুবাদ

"সত্যযুগের যুগাবতারের নাম শুক্ল। তাঁর বর্ণ শুক্ল, তিনি চতুর্ভুজ এবং জটাধারী। তাঁর পরণে বল্কল এবং কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম তার আসন। তিনি যজ্ঞোপবীত এবং রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করেছেন। হাতে তাঁর দণ্ড এবং কমণ্ডলু এবং তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী।'

শ্লোক ৩৩৩

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥ ৩৩৩ ॥

ত্রেতায়াম্—ত্রেতাযুগে; রক্ত-বর্ণঃ—রক্তবর্ণ; অসৌ—তিনি; চতুঃবাহুঃ—চতুর্ভুজ; ত্রি-মেখলঃ—তাঁর উদরে ত্রিবলীরেখা সমন্বিত; হিরণ্যকেশঃ—স্বর্ণাভ কেশ; ত্রয়ী-আত্মা—যাঁর রূপ বেদকে প্রকাশ করে; স্রুক্-স্রুব্-আদি-উপলক্ষণঃ—যজ্ঞের স্রুক্, স্রুব্ আদি লক্ষণযুক্ত।

অনুবাদ

"ত্রেতাযুগে, ভগবান রক্তবর্ণ ধারণ করে চতুর্ভুজরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁর উদরে ত্রিবলী রেখা সমন্বিত এবং তাঁর কেশ সুবর্ণবর্ণ। তাঁর রূপ সমস্ত বৈদিক জ্ঞান প্রকাশ করে এবং তিনি যজ্ঞের স্রুক্, স্রুব্ আদি লক্ষণ যুক্ত।'

শ্লোক ৩৩৪

সত্যযুগে ধর্ম-ধ্যান করায় 'শুক্ল'-মূর্তি ধরি' ।
কর্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি' ॥ ৩৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সত্যযুগে শুক্লমূর্তি ধারণ করে ভগবান সত্যযুগের যুগধর্ম ধ্যান শিক্ষা দেন। তিনি কৃপা করে কর্দম মুনিকে বরদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি হচ্ছেন প্রজাপতিদের অন্যতম। তিনি মনুকন্যা দেবহূতিকে বিবাহ করেন, এবং তাঁদের পুত্র হচ্ছেন কপিলদেব। কর্দম মুনির তপস্যায় প্রীত হয়ে ভগবান শুক্ল মূর্তিতে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন। তা হয়েছিল সত্যযুগে, যে যুগের যুগ-ধর্ম হচ্ছে ধ্যান।

শ্লোক ৩৩৫

কৃষ্ণ-'ধ্যান' করে লোক জ্ঞান-অধিকারী ।
ত্রেতার ধর্ম 'যজ্ঞ' করায় 'রক্ত'-বর্ণ ধরি' ॥ ৩৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সত্যযুগের মানুষেরা সাধারণত পারমার্থিক জ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন, এবং তাই তাঁরা অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতে পারতেন। ত্রেতা যুগের যুগধর্ম হচ্ছে যজ্ঞ; রক্তবর্ণ ধারণ করে ভগবান সেই যুগের মানুষদের যজ্ঞ করান।

শ্লোক ৩৩৬

'কৃষ্ণপদার্চন' হয় দ্বাপরের ধর্ম ।
'কৃষ্ণ'-বর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চন-কর্ম ॥ ৩৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"দ্বাপর যুগের মানুষদের ধর্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের অর্চন করা। তাই কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ মানুষদের অর্চন করতে অনুপ্রাণিত করেন।

শ্লোক ৩৩৭

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৩৩৭ ॥

দ্বাপরে—দ্বাপরযুগে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **শ্যামঃ**—শ্যামবর্ণ; **পীত-বাসাঃ**—পীত বসন পরিহিত; **নিজ**—নিজের; **আয়ুধঃ**—অস্ত্র-শস্ত্র সহ; **শ্রীবৎস-আদিভিঃ**—শ্রীবৎস আদির দ্বারা; **অঙ্কৈঃ**—দেহের চিহ্ন সকল; **চ**—এবং; **লক্ষণৈঃ**—কৌস্তভ মণি আদি লক্ষণের দ্বারা; **উপলক্ষিতঃ**—উপলক্ষিত।

অনুবাদ

" 'দ্বাপর যুগে পরমেশ্বর ভগবান শ্যামবর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। তিনি পীত বসন পরিহিত এবং তাঁর হাতে অস্ত্রশস্ত্র শোভা পায়। তিনি কৌস্তভ মণি ও শ্রীবৎসাদি চিহ্নসমূহের দ্বারা সজ্জিত। এইভাবে তাঁর লক্ষণগুলি বর্ণিত হয়েছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৫/২৭) থেকে উদ্ধৃত। শ্যামবর্ণ প্রকৃতপক্ষে কালো রং নয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই রংটিকে অতসী ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এমন নয় যে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি দ্বাপর যুগে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন। শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ববর্তী অন্যান্য দ্বাপর যুগে ভগবান সবুজ বর্ণ ধারণ করে অবতরণ করেন। সেই কথা *বিষ্ণু পুরাণে, হরিবংশ* ও *মহাভারতে* উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৩৮

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৩৩৮ ॥

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **বাসুদেবায়**—ভগবান বাসুদেব; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **সঙ্কর্ষণায় চ**—এবং শ্রীসঙ্কর্ষণকে; **প্রদ্যুম্নায়**—প্রদ্যুম্নকে; **অনিরুদ্ধায়**—অনিরুদ্ধকে; **তুভ্যম্**—আপনাদের; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

অনুবাদ

" 'পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/২৯) থেকে উদ্ধৃত। বিদেহ রাজ নিমি যখন নবযোগেন্দ্রের অন্যতম করভাজন মুনিকে জিজ্ঞাসা করেন,—ভগবান কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ ধারণ করে এবং কোন্ বিধি দ্বারা পূজিত হন। করভাজন মুনি কৃপা করে দ্বাপর যুগের অবতারের প্রণাম মন্ত্র বলেন।

শ্লোক ৩৩৯

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চন ।
'কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন'—কলিযুগের ধর্ম ॥ ৩৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই মন্ত্রের দ্বারা দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে হয়। কলিযুগের যুগধর্ম কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/৩/৫১) বর্ণনা করা হয়েছে—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

কলিযুগে—*হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*—এই মহামন্ত্রের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে হয়। এই আন্দোলন প্রবর্তন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৪০

'পীত'-বর্ণ ধরি' তবে কৈলা প্রবর্তন ।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ ॥ ৩৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"পীত বর্ণ ধারণ করে কলিযুগের যুগধর্ম সংকীর্তন প্রবর্তন করেছেন এবং তিনি তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে সকলকে প্রেমভক্তি দান করেছেন।

শ্লোক ৩৪১

ধর্ম প্রবর্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সংকীর্তন ॥ ৩৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই কলিযুগে যুগধর্ম প্রবর্তন করেছেন। তিনি স্বয়ং ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন হয়ে নৃত্য-কীর্তন করেছেন এবং তার ফলে সমস্ত জগৎবাসী হরিনাম সংকীর্তন করছে।

শ্লোক ৩৪২

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৩৪২ ॥

কৃষ্ণ-বর্ণম্—'কৃষ্' ও 'ণ' পদাংশ দুইটি বারবার উচ্চারণ করতে করতে; ত্বিষা—কান্তি; অকৃষ্ণম্—কৃষ্ণ বা কালো নয় (তপ্ত কাঞ্চনের মতো) স-অঙ্গ—সপার্ষদ; উপাঙ্গ—সেবকবৃন্দ; অস্ত্র—অস্ত্র; পার্ষদম্—অন্তরঙ্গ পার্ষদ; যজ্ঞৈঃ—যজ্ঞের দ্বারা; সংকীর্তন-প্রায়ৈঃ—প্রধানত সংকীর্তনের দ্বারা; যজন্তি—আরাধনা করেন; হি—অবশ্যই; সু-মেধসঃ—বুদ্ধিমান মানুষেরা।

অনুবাদ

" 'যে পরমেশ্বর ভগবান 'কৃষ্' ও 'ণ' পদাংশ দুইটি নিরন্তর উচ্চারণ করেন, কলিযুগের বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর উপাসনার নিমিত্ত সমবেতভাবে নাম-সংকীর্তন করে থাকেন। যদিও তাঁর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ নয়, তবুও তিনিই কৃষ্ণ। তিনি সর্বদা তাঁর পার্ষদ, সেবক, সংকীর্তনরূপ অস্ত্র ও ঘনিষ্ঠ সহচর পরিবৃত থাকেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৫/৩২) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটির বিশদ বিশ্লেষণ আদি লীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৫২ নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৩৪৩

আর তিনযুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয় ।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায় ॥ ৩৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"অন্য তিন যুগে—সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরে—যথাক্রমে ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চন করে যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে কেবল 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে সেই ফল লাভ হয়।

শ্লোক ৩৪৪

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৩৪৪ ॥

কলেঃ—কলিযুগের; দোষ-নিধে—দোষের সমুদ্র; রাজন্—হে রাজন; অস্তি—আছে; হি—অবশ্যই; একঃ—একটি; মহান্—মহান; গুণঃ—গুণ; কীর্তনাৎ—কীর্তন করার ফলে; এব—অবশ্যই; কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম; মুক্তবন্ধঃ—এই জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত; পরম্—চিন্ময় ভগবদ্ধাম; ব্রজেৎ—লাভ হয়।

অনুবাদ

" 'হে রাজন, দোষের নিধি এই কলিযুগের একটি মহৎ গুণ আছে। কলিযুগে ভগবানের নাম-কীর্তনের প্রভাবেই জীব জড়-জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১২/৩/৫১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩৪৫

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ ৩৪৫ ॥

কৃতে—সত্যযুগে; যৎ—যা; ধ্যায়তঃ—ধ্যান হতে; বিষ্ণুম্—শ্রীবিষ্ণুকে; ত্রেতায়াম্—ত্রেতাযুগে; যজতঃ—আরাধনা থেকে; মখৈঃ—যজ্ঞ সম্পাদনের দ্বারা; দ্বাপরে—দ্বাপরযুগে; পরিচর্যায়াম্—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম আরাধনা করার মাধ্যমে; কলৌ—কলিযুগে; তৎ—সেই একই ফল (লাভ হতে পারে); হরি-কীর্তনাৎ—কেবলমাত্র 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের দ্বারা।

অনুবাদ

" 'সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের মাধ্যমে যজন করে এবং দ্বাপরযুগে অর্চন আদি করে যে ফল লাভ হত, কলিকালে কেবলমাত্র 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে সেই সকল ফল লাভ হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১২/৩/৫২) থেকে উদ্ধৃত। বর্তমান কলিযুগে বহু কপট ধ্যানকারী রয়েছে যারা নানারকম কল্পিত রূপের ধ্যান করার চেষ্টা করে। ধ্যান করা আজকাল একটা ফ্যাশান্ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ধ্যানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেউই কিছু জানে না। তার বিশ্লেষণ এখানে করা হয়েছে—*যদ্ ধ্যায়তে বিষ্ণুম্।* বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করা উচিত। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ না করে, তথাকথিত ধ্যানকারীদের লক্ষ্য হচ্ছে নির্বিশেষ সমস্ত বস্তু। সেই প্রকার ধ্যানের পন্থা নিন্দা করে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১২/৫) বলেছেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

"যাদের চেতনা ভগবানের অব্যক্ত রূপের প্রতি আসক্ত, তারা কেবল অধিক থেকে অধিকতর ক্লেশ লাভ করে। দেহধারী জীবের পক্ষে এই মার্গে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর।"

কিভাবে ধ্যান করতে হয় তা না জেনে মূর্খ লোকেরা কেবল দুঃখ ভোগ করে এবং তার ফলে তাদের কোন পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হয় না। *বিষ্ণুপুরাণ* (৬/২/১৭), *পদ্মপুরাণ* উত্তর খণ্ড (৭২/২৫), *বৃহন্নারদীয় পুরাণ* (৩৮/৯৭) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪৬

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্ ॥ ৩৪৬ ॥

ধ্যায়ন্—ধ্যান করে; **কৃতে**—সত্যযুগে; **যজন্**—যজ্ঞেশ্বরের পরিতোষণ; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **ত্রেতায়াম্**—ত্রেতাযুগে; **দ্বাপরে**—দ্বাপর যুগে; **অর্চয়ন্**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্চনা করে; **যৎ**—যা; **আপ্নোতি**—লাভ হত; **তৎ**—তা; **আপ্নোতি**—লাভ হয়; **কলৌ**—কলিযুগে; **সঙ্কীর্ত্য**—কেবল সংকীর্তন করার ফলে; **কেশবম্**—শ্রীকৃষ্ণের।

অনুবাদ

" 'সত্য যুগে ধ্যান করে, ত্রেতা যুগে যজ্ঞের দ্বারা যজন করে এবং দ্বাপর যুগে অর্চনাদি করে যে ফল লাভ হত, কলিকালে হরিনাম সংকীর্তনের ফলে সেই সমস্ত ফল লাভ হয়।'

শ্লোক ৩৪৭

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।
যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ ৩৪৭ ॥

কলিম্—কলিযুগে; **সভাজয়ন্তি**—অর্চনা করা; **আর্যাঃ**—মহাত্মাগণ; **গুণজ্ঞাঃ**—কলিযুগে গুণ সম্বন্ধে অবগত; **সার-ভাগিনঃ**—সার গ্রহণকারী; **যত্র**—যেই যুগে; **সংকীর্তনেন**—কেবল মহামন্ত্র কীর্তনরূপ সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **এব**—অবশ্যই; **সর্ব-স্ব-অর্থঃ**—সর্ব পুরুষার্থ; **অভিলভ্যতে**—লাভ হয়।

অনুবাদ

" 'গুণজ্ঞ সারগ্রাহী মহাত্মারা কলিযুগকে এজন্য 'ধন্য' বলেন, কেননা কলিযুগে কেবল হরিনাম সংকীর্তনের ফলেই সর্ব স্বার্থ লাভ হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৫/৩৬) থেকে উদ্ধৃত। বিদেহ রাজ নিমি কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ ধারণ করে কি কি বিধির দ্বারা ভগবান পূজিত হন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় নবযোগেন্দ্রের অন্যতম করভাজন ঋষি কলিযুগে ভাবি অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করে কলিযুগের মাহাত্ম্য ও গুণ কীর্তন করেছেন।

শ্লোক ৩৪৮

পূর্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ ।
অসংখ্য সংখ্যা তাঁর, না হয় গণন ॥ ৩৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্বে গুণাবতারদের বর্ণনা করার সময় আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, ভগবানের অবতারদের গণনা করে শেষ করা যায় না।

শ্লোক ৩৪৯

চারিযুগাবতারে এই ত' গণন ।
শুনি' ভঙ্গি করি' তাঁরে পুছে সনাতন ॥ ৩৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"চারযুগে এই চার যুগাবতার।" এই কথা শুনে পরোক্ষভাবে সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৩৫০

রাজমন্ত্রী সনাতন—বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি ।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ-মতি ॥ ৩৫০ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী ছিলেন নবাব হোসেন শাহের মন্ত্রী এবং তার বুদ্ধিমত্তা ছিল দেবগুরু বৃহস্পতির মতো। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি নিঃসঙ্কোচে তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন।

শ্লোক ৩৫১

'অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ, নীচাচার ।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার?' ৩৫১ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্রজীব। আমি অত্যন্ত নীচ এবং

আমার আচরণ অত্যন্ত জঘন্য। কিভাবে আমি জানতে পারবো কলিযুগে কোন্ অবতার?"

তাৎপর্য

ভগবানের অবতার সম্বন্ধে এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে, ভারতবর্ষে, বহু পাষণ্ডীরা নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করে। এইভাবে তারা অজ্ঞান মানুষদের ধাপ্পা দেয় এবং বিভ্রান্ত করে। জনসাধারণের হয়ে সনাতন গোস্বামী নিজেকে মূর্খ, নীচকুলোদ্ভূত এবং নীচ আচারসম্পন্ন বলে ঘোষণা করেছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা। নিকৃষ্ট স্তরের মানুষেরা প্রকৃত ভগবানকে স্বীকার করে না, কিন্তু তারা প্রবঞ্চক ও ধাপ্পাবাজ নকল ভগবানদের মাথায় করে নাচতে খুব আগ্রহী। এই কলিযুগে তাই হচ্ছে। সেই সমস্ত মূর্খ মানুষদের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরবর্তী শ্লোকে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

শ্লোক ৩৫২

প্রভু কহে,—"অন্যাবতার শাস্ত্র-দ্বারে জানি ।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি ॥ ৩৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অন্যান্য অবতারদের জানা যায়। কলিযুগের অবতারকেও তেমনই শাস্ত্রের বাণীর মাধ্যমে চিনতে হবে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে অবতার চেনার এইটিই হচ্ছে পন্থা। নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—'সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য'। প্রকৃত প্রমাণ হচ্ছে শাস্ত্র। গুরুর উপদেশ যদি শাস্ত্র বাণী থেকে ভিন্ন হয় তাহলে তা গ্রহণ করা উচিত নয়। তেমনি, সাধুর উপদেশ যদি শাস্ত্র থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে তাকে সাধু বলে গ্রহণ করা যাবে না। শাস্ত্র সবকিছুর কেন্দ্র বিন্দু। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে মানুষেরা শাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে না; তাই তারা ভণ্ড-পাষণ্ডীদের ভগবানের অবতার বলে গ্রহণ করছে, এবং তার ফলে অবতার অনেক সস্তা হয়ে গেছে। যে সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসরণ করেন এবং সদ্‌গুরুর নির্দেশ পালন করেন, তারা কখনই এই ধরনের ভণ্ডদের অবতার বলে স্বীকার করবেন না। কলিযুগে ভগবানের একমাত্র অবতার হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ভণ্ড অবতারেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের সুযোগ নেয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচশ বছর আগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, নদীয়ার ব্রাহ্মণ-সন্তানরূপে লীলাবিলাস করেছিলেন এবং সংকীর্তন আন্দোলন প্রবর্তন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুকরণ করে এবং শাস্ত্রের অবজ্ঞা করে প্রবঞ্চক পাষণ্ডীরা নিজেদের অবতার বলে ঘোষণা করে মনগড়া ধর্মের পন্থা প্রবর্তন করে। কিন্তু শাস্ত্রে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে

ধর্ম কেবল ভগবানই প্রবর্তন করতে পারেন। *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত* আলোচনা করার মাধ্যমে বুঝতে পারি যে বিভিন্ন যুগে পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন ধর্মের পন্থা প্রবর্তন করেন। কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র অবতার হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং কলিযুগে তাঁর প্রবর্তিত যুগধর্ম হচ্ছে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র'—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**, সংকীর্তন।

শ্লোক ৩৫৩

সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য—শাস্ত্র-'পরমাণ' ।
আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা 'জ্ঞান' ॥ ৩৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সর্বজ্ঞ মহামুনি ব্যাসদেব রচিত বৈদিক শাস্ত্রই হচ্ছে একমাত্র প্রমাণ। আমাদের মতো বদ্ধ জীবেরা শাস্ত্র মাধ্যমেই কেবল যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

তাৎপর্য

মূর্খ মানুষেরা তাদের মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে জ্ঞান অর্জন করতে চায়। সেটি জ্ঞান অর্জনের যথার্থ পন্থা নয়। প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে শব্দ প্রমাণ—বৈদিক শাস্ত্রের প্রমাণ। শ্রীল ব্যাসদেবকে বলা হয় মহামুনি। তিনি বেদব্যাস নামেও পরিচিত, কেননা তিনি বহু শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। তিনি বেদকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন—*সাম, ঋক্‌, যজু এবং অথর্ব।* তিনি বেদকে আঠারটি পুরাণে বিস্তৃত করেছেন এবং বৈদিক জ্ঞানের সারাংশ *বেদান্ত-সূত্র* প্রদান করেছেন। তিনি *মহাভারত* রচনা করেছেন, যাকে বলা হয় *পঞ্চম বেদ*, *ভগবদ্‌গীতা* এই *মহাভারতের* অন্তর্ভুক্ত। তাই *ভগবদ্‌গীতাও* বৈদিক শাস্ত্র (*স্মৃতি*)। কোন কোন বৈদিক শাস্ত্রকে বলা হয় *শ্রুতি* এবং কোন কোন শাস্ত্রকে বলা হয় *স্মৃতি*। শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/১০১) নির্দেশ দিয়েছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্র নির্দেশিত বিধির অনুবর্তী না হলে, ঐকান্তিকী হরিভক্তিও সমাজে কেবল উৎপাতই সৃষ্টি করে। জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো রাজা বা সরকার নেই। সমাজে এক প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে পারমার্থিক বিষয়ে। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বহু ভণ্ড পাষণ্ডী, নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করছে। তার ফলে সমগ্র মানব সমাজ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, দ্যুত ক্রীড়া এবং আসব পানের পাপ কর্মে লিপ্ত হয়েছে। এই সমস্ত পাপ পরায়ণ মানুষদের মধ্যে থেকে তথাকথিত সমস্ত অবতার গজাচ্ছে। এই অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক, বিশেষ করে ভারতবর্ষে।

শ্লোক ৩৫৪

অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার' ।
মুনি সব জানি' করে লক্ষণ-বিচার ॥ ৩৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"অবতার কখনও, 'আমি অবতার' অথবা 'আমি ভগবান' বলেন না। মহামুনি ব্যাসদেব সবকিছু জেনে, শাস্ত্রে অবতারের সমস্ত লক্ষণ বিচার করেছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ভগবানের অবতার কখনও নিজেকে অবতার বলে ঘোষণা করেন না। শাস্ত্রে বর্ণিত লক্ষণ অনুসারে বোঝা যায় যে কে অবতার এবং কে অবতার নয়।

শ্লোক ৩৫৫

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ৩৫৫ ॥

যস্য—যাঁর; অবতারাঃ—অবতার সমূহ; জ্ঞায়ন্তে—জানতে পারা যায়; শরীরেষু—জীবেদের মধ্যে; অশরীরিণঃ—ভগবানের, যাঁর কোন জড় শরীর নেই; তৈঃ তৈঃ—তাঁদের সকলের; অতুল্য—অতুলনীয়; অতিশয়ৈঃ—অসাধারণ; বীর্যৈঃ—বৈভবের দ্বারা; দেহিষু—জীবদের মধ্যে; অসঙ্গতৈঃ—দুঃসাধ্য।

অনুবাদ

" 'প্রাকৃত শরীর হীন অপ্রাকৃত শরীর পরমেশ্বর ভগবানের অবতার তত্ত্ব জীবের পক্ষে জানা অসম্ভব। সেই অতুলনীয় এবং অলৌকিক বীর্যের দ্বারা তোমার সেই সমস্ত অবতারদের কদাচিৎ জানা যায়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১০/৩৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩৫৬

'স্বরূপ'-লক্ষণ, আর 'তটস্থ-লক্ষণ' ।
এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ ॥ ৩৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"স্বরূপ এবং তটস্থ এই দুই লক্ষণের দ্বারা মহান ঋষিরা কোন বস্তুর তত্ত্ব অবগত হন।

শ্লোক ৩৫৭

আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ,—স্বরূপ-লক্ষণ ।
কার্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥ ৩৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আকৃতি, প্রকৃতি এবং স্বরূপ,—এই তিনটি 'স্বরূপ' বা 'মুখ্য' লক্ষণ। কার্যের দ্বারা জ্ঞানই 'তটস্থ' বা 'গৌণ' লক্ষণ।

শ্লোক ৩৫৮

ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে ।
'পরমেশ্বর' নিরূপিল এই দুই লক্ষণে ॥ ৩৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে, মঙ্গলাচরণে শ্রীল ব্যাসদেব এই দুইটি লক্ষণের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব নিরূপণ করেছেন।

শ্লোক ৩৫৯

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৩৫৯ ॥

জন্ম-আদি—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়; অস্য—প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের; যতঃ—যার থেকে; অন্বয়াৎ—সরাসরিভাবে; ইতরতঃ—ব্যতিরেকভাবে; চ—এবং; অর্থেষু—সকল বিষয়ে; অভিজ্ঞঃ—সম্পূর্ণরূপে অবগত; স্ব-রাট্—সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; তেনে—প্রকাশ করেছিলেন; ব্রহ্ম—পরম তত্ত্ব; হৃদা—হৃদয়ে; য—যিনি; আদি-কবয়ে—ব্রহ্মাকে; মুহ্যন্তি—মোহাচ্ছন্ন হন; যৎ—যার সম্বন্ধে; সূরয়ঃ—মহান ঋষিরা এবং দেবতারা; তেজঃ—অগ্নি; বারি—জল; মৃদাম্—মাটি; যথা—যেভাবে; বিনিময়ঃ—পরস্পর মিশ্রণ; যত্র—যাঁর মধ্যে; ত্রি-সর্গঃ—প্রকৃতির তিনটি গুণ; অমৃষা—সত্যবৎ; ধাম্না—সমস্ত অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য সহ; স্বেন—স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে; সদা—সব সময়; নিরস্ত—নিবৃত্ত; কুহকম্—কুহক; সত্যম্—সত্য; পরম্—পরম; ধীমহি—আমি ধ্যান করি।

অনুবাদ

" 'হে বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি কেননা তিনি হচ্ছেন প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ। তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে

সবকিছু সম্বন্ধে অবগত, এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন কেন না তাঁর অতীত আর কোনও কারণ নেই। তিনিই আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাঁর দ্বারা মহান ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ঠিক যেভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আগুনে জল দর্শন হয়, অথবা জলে মাটি দর্শন হয়। তারই প্রভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মাধ্যমে জড় জগৎ সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা অলীক হলেও সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, যিনি জড় জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত এবং যিনি তাঁর ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন। আমি তাঁর ধ্যান করি কেননা তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য।'

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত (১/১/১) থেকে উদ্ধৃত এই *জন্মাদ্যস্য যতঃ* শ্লোকটি *বেদান্তসূত্রের* সঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবতের* সংযোগ সাধন করছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব জড় সৃষ্টির অতীত পরমতত্ত্ব। সেই কথা সমস্ত আচার্যেরা স্বীকার করেছেন। এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বিশেষবাদী শঙ্করাচার্য তাঁর ভগবদ্গীতার ভাষ্যের শুরুতেই বলেছেন *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ।* মহত্তত্ত্ব থেকে এই জড় জগতের প্রকাশ হওয়ার পূর্বে পূর্ববর্তী অবস্থাকে বলা হয় অব্যক্ত, এবং মহত্তত্ত্ব থেকে যখন তার প্রকাশ হয়, তখন তাকে বলা হয় ব্যক্ত। পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত। সেইটিই পরমেশ্বর ভগবানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে তাঁরা উভয়েই পূর্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করেছেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত কথা মনে আছে, কিন্তু অর্জুনের তা মনে নেই। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু জড় সৃষ্টির অতীত, তাই তিনি অতীতের সমস্ত ঘটনা মনে রাখতে পারেন। এই জড় জগতে সকলেরই জড় শরীর রয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু জড় সৃষ্টির অতীত তাই তাঁর দেহ নিত্য চিন্ময়। তিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞান দান করেছিলেন। যদিও ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের সব চাইতে মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর পূর্ব জীবনে কি করেছিলেন তা স্মরণ করতে পারেন নি। তার হৃদয় থেকে শ্রীকৃষ্ণকে তা মনে করিয়ে দিতে হয়েছিল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতীতের সবকিছু স্মরণ করা এবং ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্যে অনুপ্রাণিত করা স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৩৬০

এই শ্লোকে 'পরং'-শব্দে 'কৃষ্ণ'-নিরূপণ ।
'সত্যং' শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ ॥ ৩৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে, পরম্ শব্দে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বোঝান হয়েছে। সত্যম্ শব্দে তাঁর স্বরূপ লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৬১

বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল ।
অর্থাভিজ্ঞতা, স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥ ৩৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবান জগতের সৃষ্টি আদি কার্য সম্পাদন করলেন, এবং ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করলেন যাতে তিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারেন। সেখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবান প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে সবকিছু সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত। তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবকিছু জানেন এবং তাঁর স্বরূপ শক্তি মায়া থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ৩৬২

এই সব কার্য—তাঁর তটস্থ-লক্ষণ ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥ ৩৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত কার্য তাঁর তটস্থ লক্ষণ। মহান মুনি-ঋষিরা পরমেশ্বর ভগবানের অবতারদের চিনতে পারেন, এই স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণের মাধ্যমে। ভগবানের সমস্ত অবতারদের এইভাবেই জানা উচিত।

শ্লোক ৩৬৩

অবতার-কালে হয় জগতে গোচর ।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানয়ে ঈশ্বর ॥" ৩৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবান যখন অবতরণ করেন তখন সকলে তাঁকে দেখতে পান, এই দুইটি লক্ষণের দ্বারা তখন কেউ কেউ তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে চিনতে পারেন।"

শ্লোক ৩৬৪

সনাতন কহে,—"যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ ।
পীতবর্ণ, কার্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্তন ॥ ৩৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী তখন বললেন, "তাঁর লক্ষণ হচ্ছে তাঁর অঙ্গকান্তি পীতবর্ণ এবং তাঁর কার্য হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করা।

শ্লোক ৩৬৫

কলিকালে সেই 'কৃষ্ণাবতার' নিশ্চয় ।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥" ৩৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এই লক্ষণগুলির মাধ্যমে কলিকালের শ্রীকৃষ্ণের অবতারকে চেনা যাবে আপনি সুদৃঢ়ভাবে সেই কথা বলুন, যাতে আমার সমস্ত সংশয় দূর হয়।"

তাৎপর্য

সনাতন গোস্বামী সুদৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন এই যুগে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে কলিযুগে ভগবান সুবর্ণ বর্ণ, বা পীত বর্ণ ধারণ করে অবতরণ করবেন এবং সংকীর্তনের মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করবেন। শাস্ত্র এবং সাধুর বর্ণনা অনুসারে, এই লক্ষণগুলি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তাই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার। সেই কথা শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছিল এবং সাধুদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল। সনাতন গোস্বামীর যুক্তি এড়াতে না পেরে তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মৌন অবলম্বন করেছিলেন এবং এইভাবে পরোক্ষভাবে সনাতন গোস্বামীর যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। এ থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার।

শ্লোক ৩৬৬

প্রভু কহে,—চতুরালি ছাড়, সনাতন ।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥ ৩৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "সনাতন, তোমার চাতুরালী ছাড়। এখন আমি শক্ত্যাবেশ অবতারের বর্ণনা করছি তা শোন।

শ্লোক ৩৬৭

শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন ।
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৩৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য শক্ত্যাবেশাবতার; তাদের মুখ্য কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে তাদের দিগ্‌দরশন করছি।

শ্লোক ৩৬৮

শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—'মুখ্য', 'গৌণ' দেখি ।
সাক্ষাৎশক্ত্যে 'অবতার', আভাসে 'বিভূতি' লিখি ॥ ৩৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শক্ত্যাবেশাবতার দুই প্রকার—মুখ্য এবং গৌণ। যারা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট তাদের বলা হয় 'অবতার', এবং যাদের মধ্যে ভগবানের শক্তির আভাস দেখা যায় তাদের বলা হয় 'বিভূতি'।

শ্লোক ৩৬৯

'সনকাদি', 'নারদ', 'পৃথু', 'পরশুরাম' ।
জীবরূপ 'ব্রহ্মার' আবেশাবতার-নাম ॥ ৩৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"চতুঃসন, নারদ, পৃথু, পরশুরাম, জীবরূপ ব্রহ্মা ভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার।

শ্লোক ৩৭০

বৈকুণ্ঠে 'শেষ'—ধরা ধরয়ে 'অনন্ত' ।
এই মুখ্যাবেশাবতার—বিস্তারে নাহি অন্ত ॥ ৩৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"বৈকুণ্ঠে শেষ এবং জড় জগতে অনন্ত, মুখ্য শক্ত্যাবেশাবতার। বিস্তারিতভাবে বিচার করলে, তাঁদের গণনা করে শেষ করা যাবে না।

শ্লোক ৩৭১-৩৭২

সনকাদ্যে 'জ্ঞান'-শক্তি, নারদে শক্তি 'ভক্তি' ।
ব্রহ্মায় 'সৃষ্টি'-শক্তি, অনন্তে 'ভূ-ধারণ'-শক্তি ॥ ৩৭১ ॥
শেষে 'স্ব-সেবন'-শক্তি, পৃথুতে 'পালন' ।
পরশুরামে 'দুষ্টনাশক-বীর্যসঞ্চারণ' ॥ ৩৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"চতুঃসনে জ্ঞান শক্তি, নারদে ভক্তি, ব্রহ্মায় সৃষ্টি শক্তি, অনন্তে ভূ-ধারণ শক্তি, শেষে স্ব-সেবন শক্তি, পৃথুতে পালন শক্তি, পরশুরামে দুষ্টনাশক শক্তি তিনি সঞ্চার করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) বলেছেন—*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।* ভগবান কখনও কখনও পৃথু মহারাজের মতো রাজার মধ্যে প্রজাপালনে শক্তি সঞ্চার করেন, এবং পরশুরামের মতো অবতারে দুষ্ট নাশন শক্তি সঞ্চার করেন।

শ্লোক ৩৭৩

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ৩৭৩ ॥

জ্ঞান-শক্তি-আদি-কলয়া—জ্ঞান, ভক্তি, সৃষ্টি, সেবন, পালন, বিনাশন আদি তার শক্তির অংশের দ্বারা; যত্র—যেখানে; আবিষ্টঃ—আবিষ্ট; জনার্দনঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; তে—তাঁরা; আবেশাঃ—শক্তির দ্বারা আবিষ্ট; নিগদ্যন্তে—বলা হয়; জীবাঃ—জীবসকল; এব—যদিও; মহৎ-তমাঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তগণ।

অনুবাদ

" 'জ্ঞানশক্তি আদি কলার দ্বারা যেখানে ভগবানের শক্তির আবেশ, সেই সমস্ত মহত্তম জীবসকল আবেশ অবতার বলে গণিত হন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *লঘুভাগবতামৃতে* (১/১৮) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৩৭৪

'বিভূতি' কহিয়ে যৈছে গীতা-একাদশে ।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণশক্ত্যাভাসাবেশে ॥ ৩৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবদ্গীতায় একাদশ অধ্যায়ে সমগ্র জগতে যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির আভাসের আবেশের বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে বলা হয় 'বিভূতি'।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৭/৩৯) বিশেষ মায়াশক্তির বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৭৫

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৩৭৫ ॥

যৎ যৎ—যেখানে যেখানে; বিভূতিমৎ—অসাধারণ ঐশ্বর্য; সত্ত্বম্—জীব; শ্রীমৎ—ঐশ্বর্যপূর্ণ; উর্জিতম্—শক্তিমান; এব—অবশ্যই; বা—বা; তৎ তৎ—সেখানে; এব—অবশ্যই; অবগচ্ছ—অবগত হওয়া উচিত; ত্বম্—তুমি; মম—আমার; তেজঃ—শক্তি; অংশ—অংশ; সম্ভবম্—সম্ভূত।

অনুবাদ

" 'যে সমস্ত জীব—বিভূতিমান ও শ্রীমান তাদের আমার তেজাংশে সম্ভব বলে জেনো।'

শ্লোক ৩৭৬

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৩৭৬ ॥

অথবা—অথবা; বহুনা—বহু; এতেন—এর দ্বারা; কিম্—কি প্রয়োজন; জ্ঞাতেন—জানা হলে; তব—তোমার দ্বারা; অর্জুন—হে অর্জুন; বিষ্টভ্য—ব্যাপ্ত; অহম্—আমি; ইদম্—এই; কৃৎস্নম্—সমগ্র; এক-অংশেন—এক অংশের দ্বারা; স্থিতঃ—অবস্থিত; জগৎ—জগৎ।

অনুবাদ

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন—) " 'হে অর্জুন, এর থেকে বেশী আর কি বলব? আমি আমার প্রকাশের এক অংশের দ্বারা সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হয়ে বর্তমান থাকি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১০/৪২) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্লোক ৩৭৭

এই ত কহিলুঁ শক্ত্যাবেশ-অবতার ।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্মের শুনহ বিচার ॥ ৩৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে আমি শক্ত্যাবেশাবতারদের বর্ণনা করলাম। এখন আমি শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোরের ধর্ম বিচার করছি তা শ্রবণ কর।

শ্লোক ৩৭৮-৩৭৯

কিশোরশেখর-ধর্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ॥ ৩৭৮ ॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা-ভক্তগণে ।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক-লীলাক্রমে ॥ ৩৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কিশোরশেখর ধর্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন যখন এই জড়-জগতে তাঁর লীলা প্রকট করতে মনস্থ করেন, তখন প্রথমে তিনি তাঁর পিতা-মাতা আদি ভক্তদের প্রকট করিয়ে জন্মাদি লীলা প্রকাশ করে স্বয়ং প্রকট হন।

শ্লোক ৩৮০

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ ।
ধর্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলা-বিলাসবান্ ॥ ৩৮০ ॥

বয়সঃ—বয়সের; **বিবিধত্বে**—প্রকার ভেদে; **অপি**—যদিও; **সর্ব**—সর্ব প্রকার; **ভক্তি-রস-আশ্রয়ঃ**—ভক্তি রসের আশ্রয়; **ধর্মী**—যার ধর্ম; **কিশোরঃ**—কিশোর বয়স; **এব**—অবশ্যই; **অত্র**—এখানে; **নিত্য-লীলা**—নিত্য লীলা; **বিলাসবান্**—বিলাসকারী।

অনুবাদ

" 'নিত্যলীলা বিলাসকারী সর্বভক্তি-রসের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বয়স থাকলেও কিশোর বয়স শ্রেষ্ঠ।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (২/১/৬৩) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৩৮১

পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে ।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥ ৩৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ ক্রম অনুসারে ক্ষণে ক্ষণে পূতনা বধ আদি সমস্ত লীলা প্রকট করেন। তাঁর সকল লীলাই নিত্য।

শ্লোক ৩৮২

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন ।
কোন্ লীলা কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥ ৩৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"অসংখ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণ সম্বন্ধিনী লীলা প্রকট হয়ে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার সেই ক্ষণ সম্বন্ধিনী লীলার উদয় হয়।

শ্লোক ৩৮৩

এইমত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার ।
সে-সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৩৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"গঙ্গার ধারা যেমন নিরবচ্ছিন্ন, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের লীলাও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়।

শ্লোক ৩৮৪

ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা-প্রাপ্তি ।
রাস-আদি লীলা করে, কৈশোরে নিত্যস্থিতি ॥ ৩৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাল্যলীলা, পৌগণ্ডলীলা প্রদর্শন করে কৈশোরতা প্রাপ্ত হন। কৈশোরে তাঁর নিত্য স্থিতি। এই বয়সেই তিনি রাস আদি লীলাবিলাস করেন।

তাৎপর্য

এই দৃষ্টান্তটি খুব সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর বাল্যলীলা, পৌগণ্ডলীলা প্রদর্শন করেন, তবুও একজন সাধারণ মানুষের মতো তাঁর বৃদ্ধি হয় না। কৈশোরে পদার্পণ করার পর আর তাঁর বৃদ্ধি হয় না। তিনি কৈশোরে নিত্য অবস্থান করেন। তাই *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩) তাঁকে নবযৌবন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

এই নবযৌবন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য চিন্ময়রূপ। নবযৌবনের পর আর তাঁর বয়স বৃদ্ধি হয় না।

শ্লোক ৩৮৫

'নিত্যলীলা' কৃষ্ণের সর্বশাস্ত্রে কয় ।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে 'নিত্য' হয় ॥ ৩৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য। কিন্তু এই লীলা যে কিভাবে নিত্য হয়, সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৩৮৬

দৃষ্টান্ত দিয়া কহি তবে লোক যদি জানে ।
কৃষ্ণলীলা—নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে ॥ ৩৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"মানুষ যাতে বুঝতে পারে কৃষ্ণের লীলা কিভাবে নিত্য, তাই আমি দৃষ্টান্ত দিয়ে সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করছি। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে জ্যোতিশ্চক্রের প্রমাণ।

শ্লোক ৩৮৭

জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে ।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি' ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥ ৩৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য যেমন দিন-রাত ভ্রমণ করে সপ্তসিন্ধু ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে।

শ্লোক ৩৮৮

রাত্রি-দিনে হয় ষষ্টিদণ্ড-পরিমাণ ।
তিনসহস্র ছয়শত 'পল' তার মান ॥ ৩৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"বৈদিক গণনা অনুসারে রাত্র এবং দিনে ৬০ দণ্ড হয় এবং পুনরায় তা তিন হাজার ছয়শত পলে বিভক্ত হয়।

শ্লোক ৩৮৯

সূর্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল-ক্রমোদয় ।
সেই এক দণ্ড, অষ্ট দণ্ডে 'প্রহর' হয় ॥ ৩৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"৬০ পলে ক্রমে ক্রমে সূর্যের উদয় হয়। ৬০ পলে এক দণ্ড হয় এবং আট দণ্ডে এক প্রহর।

শ্লোক ৩৯০

এক-দুই-তিন-চারি প্রহরে অস্ত হয় ।
চারিপ্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্যোদয় ॥ ৩৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চার প্রহর, এবং রাত্রির দৈর্ঘ্যও চার প্রহর। এইভাবে দিন এবং রাত্রি বিভক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৩৯১

ঐছে কৃষ্ণের লীলা-মণ্ডল চৌদ্দমন্বন্তরে ।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি' ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥ ৩৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলা মণ্ডল চতুর্দশ মন্বন্তরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৩৯২

সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট-প্রকাশ ।
তাহা যৈছে ব্রজ-পুরে করিলা বিলাস ॥ ৩৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ একশত পঁচিশ বছর তাঁর লীলা প্রকট করেন এবং তিনি বৃন্দাবনে ও দ্বারকায় তাঁর লীলা আস্বাদন করেন।

শ্লোক ৩৯৩

অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে ।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥ ৩৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"অলাতচক্রের মতো সেই লীলাচক্র শ্রীকৃষ্ণ নিরবচ্ছিন্নভাবে এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে আর এক ব্রহ্মাণ্ডে উদয় করান।

শ্লোক ৩৯৪

জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর প্রকাশ ।
পূতনা-বধাদি করি' মৌষলান্ত বিলাস ॥ ৩৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর লীলাসমূহ প্রকাশ করে, পূতনা বধ আদি লীলাবিলাস করে অবশেষে মৌষল লীলায় যদু বংশ ধ্বংসের লীলা প্রকাশ করেন। এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে আর এক ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত লীলা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকট হয়।

শ্লোক ৩৯৫

কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান ।
তাতে লীলা 'নিত্য' কহে আগম-পুরাণ ॥ ৩৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রতিক্ষণ এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে আর এক ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর প্রকট হচ্ছে, তাই বেদ এবং পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে নিত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৯৬

গোলোক, গোকুল-ধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম ।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥ ৩৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"গোলোক ও গোকুলধাম শ্রীকৃষ্ণেরই মতো শক্তি এবং ঐশ্বর্য সমন্বিত। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে গোলোক এবং গোকুলের প্রকাশ হয়।

শ্লোক ৩৯৭

অতএব গোলোকস্থানে নিত্য বিহার ।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রাকট্য তাহার ॥ ৩৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাস নিত্য হচ্ছে এবং ব্রহ্মাণ্ড-সমূহে ক্রমে ক্রমে তার প্রকাশ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কৃষ্ণলীলার এই বর্ণনার বিশ্লেষণ করে বলেছেন—"শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য প্রকট। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কালে কালে ক্রমে ক্রমে নিত্যলীলা প্রকটিত হয়। এক ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা থেকে শুরু করে একশত পঁচিশ বর্ষকাল মৌষলান্ত লীলা পর্যন্ত প্রকটিত হয়ে সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট হয়। শ্রীকৃষ্ণের লীলার ক্ষণকাল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়ে প্রথম ক্ষণান্তে দ্বিতীয় ক্ষণ আরম্ভ হলে, প্রথম ক্ষণ সম্বন্ধিনী লীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইভাবে অসংখ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণ সম্বন্ধিনী লীলা প্রকট হয়ে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার সেইক্ষণ সম্বন্ধিনী লীলার উদয় হয়। তার উদাহরণে সূর্যের ভ্রমণ মার্গ অথবা জ্যোতিশ্চক্রের ভ্রমণ কথিত হয়েছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের অসংখ্য লীলা ক্রমে ক্রমে উদিত হয়ে অপ্রকটিত হচ্ছে। জীবজ্ঞানে সেই অনন্ত লীলার উপলব্ধির সম্ভাবনা নেই। গঙ্গার ধারা যেমন নিরবচ্ছিন্ন, অলাতচক্র ভ্রমণ যেমন নিরন্তর ও ব্যাপক, তেমনই কৃষ্ণলীলারও নিরবচ্ছিন্ন প্রাকট্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড লীলা নিত্যকালই সংঘটিত হচ্ছে। কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত জীবের কৃষ্ণলীলার নিত্য প্রাকট্য অনুভূত না হলেও তাঁর লীলার নিত্যতা আছে। সমস্ত লীলার এক কালে নিত্য প্রাকট্যের নামই 'নিত্যলীলা'; কিন্তু প্রপঞ্চে অনুক্রমে লীলার প্রাকট্য ঘটে। তখন অন্যান্য লীলা অপর ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে বলে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে এককালে নিত্যত্বের উদয় হয় না। বস্তুত লীলা—নিত্য; চৌদ্দ মন্বন্তর অথবা কল্পের নির্দিষ্ট কালে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণলীলা মণ্ডল পুনরাবর্তিত হয়; অতএব লীলা অনিত্য নয়। অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য লীলা পরিদৃষ্ট হয় না বলে এই ব্রহ্মাণ্ডের লোক নিত্যলীলা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় না। এজন্য বেদ-পুরাণাদি নিত্যলীলার কথাই বলেন। গোলোকের নিত্য বিহারস্থলী ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়।"

দুই প্রকার ভক্ত রয়েছেন—সাধক এবং সিদ্ধ। সিদ্ধ ভক্তদের সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*—"তাদের দেহত্যাগ করার পর, এই প্রকার ভক্তরা আমার কাছে ফিরে আসে।" তাদের জড়দেহ ত্যাগ করার পর, সিদ্ধভক্তরা যেখানে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস হচ্ছে সেখানে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তা এই ব্রহ্মাণ্ডে হতে পারে অথবা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে হতে পারে। সেই সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ

চক্রবর্তী ঠাকুর *উজ্জ্বল নীলমণির* টীকায় লিখেছেন। ভক্ত যখন সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলা হচ্ছে যে ব্রহ্মাণ্ডে সেখানে স্থানান্তরিত হন। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে তাঁর লীলাবিলাস করেন, সেখানে তাঁর নিত্য পার্ষদেরা যান। পূর্বে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর পিতা-মাতাদের প্রকট করিয়ে এবং তারপর তাঁর পার্ষদদের প্রকট করিয়ে, তারপর নিজে অবতরণ করেন। জড় দেহ ত্যাগ করার পর সিদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর পার্ষদদের সান্নিধ্য লাভ করেন।

শ্লোক ৩৯৮

ব্রজে কৃষ্ণ—সর্বৈশ্বর্যপ্রকাশে 'পূর্ণতম' ।
পুরীদ্বয়ে, পরব্যোমে—'পূর্ণতর', 'পূর্ণ' ॥ ৩৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে সর্বৈশ্বর্য প্রকাশ করেন, তাই ব্রজেন্দ্রনন্দন—'পূর্ণতম'। দ্বারকা ও মথুরা—পুরীদ্বয়ে কৃষ্ণ তাঁর থেকে অল্পভাবে সর্বৈশ্বর্য প্রকাশ করেন। সেজন্য সেখানে তিনি 'পূর্ণতর' এবং পরমব্যোম বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ পুরীদ্বয় অপেক্ষাও স্বল্পরূপে সর্বৈশ্বর্য প্রকাশ করেন, তাই সেখানে তিনি 'পূর্ণ'।

তাৎপর্য

এই তত্ত্ব *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (২/১/২২১-২২৩) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী তিনটি শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩৯৯

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা ।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিপঠ্যতে ॥ ৩৯৯ ॥

হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; পূর্ণতমঃ—পূর্ণতম; পূর্ণ-তরঃ—পূর্ণতর; পূর্ণঃ—পূর্ণ; ইতি—এইভাবে; ত্রি-ধা—তিন প্রকার; শ্রেষ্ঠঃ—শ্রেষ্ঠ; মধ্য-আদিভিঃ—মধ্য ইত্যাদি; শব্দৈঃ—শব্দের দ্বারা; নাট্যে—নাট্য শাস্ত্রে; যঃ—যিনি; পরিপঠ্যতে—পরিপঠিত হন।

অনুবাদ

" 'শ্রেষ্ঠ, মধ্য ও আদি শব্দের দ্বারা নাট্যশাস্ত্রে যিনি পরিপঠিত হন, সেই ভগবান হরি—পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম—এই তিন প্রকার।

শ্লোক ৪০০

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ ।
অসর্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥ ৪০০ ॥

প্রকাশিত-অখিল-গুণঃ—যাঁর সমস্ত অপ্রাকৃত গুণাবলী প্রকাশিত হয়েছে; স্মৃতঃ—উপলব্ধ হয়; পূর্ণ-তমঃ—পূর্ণতম; বুধৈঃ—পণ্ডিতেরা; অসর্ব-ব্যঞ্জকঃ—স্বল্প প্রকাশিত গুণাবলী; পূর্ণ-তরঃ—পূর্ণতর; পূর্ণঃ—পূর্ণ; অল্প-দর্শকঃ—আরও অল্প প্রকাশিত।

অনুবাদ

" 'অল্প গুণের প্রকাশক হরি—পূর্ণ; সর্বগুণের স্বল্প প্রকাশক হরি—পূর্ণতর, আর যাঁতে সমস্ত গুণ প্রকাশিত সেই হরি—পূর্ণতম; পণ্ডিতেরা এইভাবে কীর্তন করেন।

শ্লোক ৪০১

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্‌গোকুলান্তরে ।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু ॥ ৪০১ ॥

কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের; পূর্ণ-তমতা—পূর্ণতমতা; ব্যক্তা—প্রকাশিত; অভূৎ—হয়েছিল; গোকুল-অন্তরে—গোকুল বৃন্দাবনে; পূর্ণতা—পূর্ণতা; পূর্ণ-তরতা—পূর্ণতরতা; দ্বারকা—দ্বারকায়; মথুরা-আদিষু—এবং মথুরা ইত্যাদি স্থানে।

অনুবাদ

" 'গোকুলে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা, দ্বারকা-মথুরায় পূর্ণতরতা ও পরব্যোমে পূর্ণতা ব্যক্ত হয়েছিল।'

শ্লোক ৪০২

এই কৃষ্ণ—ব্রজে 'পূর্ণতম' ভগবান্ ।
আর সব স্বরূপ—'পূর্ণতর' 'পূর্ণ' নাম ॥ ৪০২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান। অন্যত্র তাঁর আর সব স্বরূপ পূর্ণতর অথবা পূর্ণ।

শ্লোক ৪০৩

সংক্ষেপে কহিলুঁ কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার ।
'অনন্ত' কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥ ৪০৩ ॥

শ্লোকার্থ

আমি সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্বরূপের বিচার করলাম। অনন্তদেবও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে পারেন না।

শ্লোক ৪০৪

অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন ।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন ॥ ৪০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্বরূপ অন্তহীন। কেউই তা গণনা করতে পারে না। আমি এখানে যা বিশ্লেষণ করলাম তা দিগ্‌দরশন মাত্র। তা গাছের শাখাকে ইঙ্গিত করে চাঁদ দেখানোর মতো।"

শ্লোক ৪০৫

ইহা যেই শুনে, পড়ে, সেই ভাগ্যবান্ ।
কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান ॥ ৪০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এই তত্ত্ব যিনি শোনেন, তিনিই ভাগ্যবান; এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বের সম্বন্ধে তাঁর কিছু জ্ঞান হয়।

শ্লোক ৪০৬

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৪০৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'বারাণসীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎকার এবং শিক্ষালাভ' শীর্ষক শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বিংশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য

একবিংশ পরিচ্ছেদের কথাসারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন—"এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণলোক তত্ত্ব, পরব্যোম তত্ত্ব, কারণবারি তত্ত্ব, মায়িক ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব বর্ণনা করে দ্বারকায় ব্রহ্মার দর্পহরণরূপ শ্রীকৃষ্ণের একটি লীলা বর্ণনা করেছেন। তারপর গ্রন্থকার মহাপ্রভুর বাক্য বলে কৃষ্ণরূপের সৌন্দর্য প্রকাশক কয়েকটি মধুর পদ্য লিখেছেন। এই পর্যন্ত সম্বন্ধ তত্ত্ব ব্যাখ্যা হল।"

শ্লোক ১

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্ ।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্যৈশ্বর্য-শীকরম্ ॥ ১ ॥

অগতি-এক-গতিম্—অগতির একমাত্র গতি; **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **হীন-অর্থ**—পারমার্থিক জ্ঞানে দরিদ্র বদ্ধ জীবদের প্রয়োজনের; **অধিক**—অধিক; **সাধকম্**—সাধন করেন; **শ্রী-চৈতন্যম্**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **লিখামি**—আমি লিখছি; **অস্য**—ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর; **মাধুর্য-ঐশ্বর্য**—মাধুর্য এবং ঐশ্বর্য; **শীকরম্**—এক কণিকা।

অনুবাদ

অগতির একমাত্র গতি এবং হীনজনের প্রতি অধিক অর্থদাতা বা উপকারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণাম করে আমি তাঁর ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের এক কণা বর্ণনা করছি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

সর্ব স্বরূপের ধাম—পরব্যোম-ধামে ।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ সব, নাহিক গণনে ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, "ভগবানের সমস্ত চিন্ময় স্বরূপ পরব্যোম ধামে, পৃথক পৃথক বৈকুণ্ঠে বিরাজ করেন। সেই সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যায় না।

শ্লোক ৪

শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, কোটী-যোজন ।
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এক একটি বৈকুণ্ঠলোকের পরিমাণ—শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-কোটি যোজন। অর্থাৎ, প্রতিটি বৈকুণ্ঠ লোকের আয়তন আমাদের পরিমাপ করার ক্ষমতার অতীত।

শ্লোক ৫

সব বৈকুণ্ঠ—ব্যাপক, আনন্দ-চিন্ময় ।
পারিষদ-ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণ সব হয় ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রতিটি বৈকুণ্ঠলোক অতি বিশাল এবং চিন্ময় আনন্দের দ্বারা রচিত। সেখানকার সমস্ত অধিবাসীরা ভগবানের পার্যদ এবং তারা সকলেই ভগবানের ষড়বিধ ঐশ্বর্যে পূর্ণ।

শ্লোক ৬

অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক এক দেশে যার ।
সেই পরব্যোম-ধামের কে করু বিস্তার ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

"অনন্ত বৈকুণ্ঠ যার এক এক স্থানে অবস্থিত, সেই পরব্যোম ধামের আয়তন কে মাপতে পারে?

শ্লোক ৭

অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম যার দলশ্রেণী ।
সর্বোপরি কৃষ্ণলোক 'কর্ণিকার' গণি ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

"চিন্ময় জগতকে পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেই পদ্মের উচ্চ (মধ্য) ভাগ 'কর্ণিকার'-রূপী কৃষ্ণলোকের চতুর্দিকে দলশ্রেণীরূপে অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোমে বিরাজমান।

শ্লোক ৮

এইমত ষড়ৈশ্বর্য, স্থান, অবতার ।
ব্রহ্মা, শিব অন্ত না পায়—জীব কোন্ ছার ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

"বৈকুণ্ঠলোকের ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ স্থান এবং ষড়ৈশ্বর্য বিশিষ্ট অবতারের সীমা মায়িক রাজ্যের ঈশ্বর ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদেরও অগোচর, সুতরাং বদ্ধ জীবদের তো কথাই নেই।

শ্লোক ৯

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্ ।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ ৯ ॥

কঃ—কে; বেত্তি—জানে; ভূমন্—সে বিরাট পুরুষ; ভগবন্—হে পরমেশ্বর ভগবান; পর-আত্মন্—হে পরমাত্মা; যোগ-ঈশ্বর—হে যোগেশ্বর; উতীঃ—লীলা; ভবতঃ—আপনার; ত্রি-লোক্যাম্—ত্রিভুবনে; ক্ব—কোথায়; বা—অথবা; কথম্—কিভাবে; বা—অথবা; কতি—কত; বা—অথবা; কদা—কখন; ইতি—এইভাবে; বিস্তারয়ন্—বিস্তার করে; ক্রীড়সি—তুমি ক্রীড়া কর; যোগ-মায়াম্—যোগমায়াকে।

অনুবাদ

" 'হে ভূমন! হে ভগবান! হে পরমাত্মন! হে যোগেশ্বর! এই ত্রিভুবনে তোমার লীলা কোথায়, কিভাবে, যোগমায়াকে বিস্তার করে কখন তুমি ক্রীড়া কর তা কে জানতে পারে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৪/২১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১০

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্‌গুণ অনন্ত ।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি না পায় যাঁর অন্ত ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলী অনন্ত, ব্রহ্মা-শিব-সনকাদিও তাঁর অন্ত খুঁজে পায় না।

শ্লোক ১১

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য ।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূ-পাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ১১ ॥

গুণ-আত্মনঃ—তিন গুণের তত্ত্বাবধায়ক; তে—আপনার; অপি—অবশ্যই; গুণান্—গুণ সমূহ; বিমাতুম্—গণনা করা; হিত-অবতীর্ণস্য—সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য যিনি অবতীর্ণ হয়েছেন; কে—কে; ঈশিরে—সমর্থ; অস্য—ব্রহ্মাণ্ডের; কালেন—যথা সময়ে; যৈঃ—

যার দ্বারা; বা—অথবা; বিমিতাঃ—বিশেষভাবে গণনা করে; সু-কল্পৈঃ—সুনিপুণ বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা; ভূ-পাংশবঃ—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু; খে—আকাশে; মিহিকাঃ—হিমকণা; দ্যু-ভাসঃ—গ্রহ-নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্ক সমূহ।

অনুবাদ

" 'সুনিপুণ বৈজ্ঞানিকেরা ভূমির রেণুকণা এবং আকাশের হিমকণা, নক্ষত্রাদি কালে গণনা করেছেন; তাঁদের মধ্যে জগতের কেইবা হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ এবং অনন্ত গুণ রূপ যে তুমি, তোমার গুণ সকল গণনা করতে সমর্থ হয়?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৪/৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১২

ব্রহ্মাদি রহু—সহস্রবদনে 'অনন্ত'।
নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গুণের অন্ত ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

"চতুর্মুখ ব্রহ্মা বা পঞ্চমুখ শিবের কি কথা, অনন্তদেব নিরন্তর সহস্র মুখে গান করেও তাঁর গুণের সীমা প্রাপ্ত হন না।

শ্লোক ১৩

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ১৩ ॥

ন-অন্তম্—অন্তহীন; বিদামি—জানে; অহম্—আমি; অমী—সেই সকল; মুনয়ঃ—মুনিগণ; অগ্রজাঃ—ভ্রাতাগণ; তে—আপনার; মায়া-বলস্য—মায়াবল সমন্বিত; পুরুষস্য—পরমেশ্বর ভগবানের; কুতঃ—কিভাবে; অবরাঃ—অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন; যে—যারা; গায়ন্—কীর্তন করেন; গুণান্—গুণাবলী; দশ-শত-আননঃ—সহস্র বদন; আদি-দেবঃ—ভগবান; শেষঃ—অনন্তশেষ; অধুনা অপি—এখনও পর্যন্ত; সমবস্যতি—প্রাপ্ত হওয়া; ন—না; অস্য—ভগবানের; পারম্—সীমা।

অনুবাদ

" 'আমি ব্রহ্মা এবং তোমার অগ্রজ সমস্ত মুনিরা মায়াধীশ পুরুষের অন্ত জানতে পারি না। অপরে কে জানবে? সহস্র বদন অনন্তদেবও তাঁর গুণাবলী কীর্তন করতে করতে আজ পর্যন্তও তাঁর সীমা খুঁজে পান নি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৭/৪১) দেবর্ষি নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি।

শ্লোক ১৪

তেঁহো রহু—সর্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজ-গুণের অন্ত না পাঞা হয়েন সতৃষ্ণ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"অনন্তদেব দূরে থাকুন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও তাঁর গুণের সীমা প্রাপ্ত না হয়ে সতৃষ্ণ হন।

শ্লোক ১৫

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥ ১৫ ॥

দ্যু-পতয়ঃ—ব্রহ্মা আদি স্বর্গের অধিপতি দেবতারা; এব—ও; তে—আপনার; ন—না; যযুঃ—পৌঁছতে পারা; অন্তম্—অপ্রাকৃত গুণের সীমা; অনন্ততয়া—অন্তহীন হওয়ার ফলে; ত্বম্ অপি—আপনিও; যৎ—যেহেতু; অন্তর—আপনার অন্তরে; অণ্ড-নিচয়াঃ—ব্রহ্মাণ্ড সমূহ; ননু—হে প্রভু; সাবরণাঃ—বিভিন্ন আবরণসহ; খে—আকাশে; ইব—সদৃশ; রজাংসি—পরমাণুসমূহ; বান্তি—পরিভ্রমণ করে; বয়সা—কালচক্রে; সহ—সহিত; যৎ—যা; শ্রুতয়ঃ—বেদজ্ঞ মহাত্মাগণ; ত্বয়ি—আপনাতে; হি—অবশ্যই; ফলন্তি—পর্যবসিত হয়; অতন্নিরসনেন—নিকৃষ্ট বস্তুকে পরিত্যাগ করে; ভবৎ-নিধনাঃ—আপনাকে সিদ্ধান্ত করে।

অনুবাদ

" 'আপনি—অনন্ত, সেইজন্য সেই দেবতারা আপনার অন্ত খুঁজে পাননি। আপনিও আপনার গুণের অন্ত পান না। সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড সমূহ আকাশে পরমাণুগণের মতো, কালচক্রে পরিভ্রমণ করছে। সেই কারণে শ্রুতি সমূহ আপনাকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে, যাকে লক্ষ্য করে তাই আপনি নন। এইভাবে অনুসন্ধান করতে করতে সবকিছুই আপনাতে পর্যবসিত হয়; এইভাবে স্থির করে আপনিই যে সবকিছুর আধার—এই সিদ্ধান্ত করে।'

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের (১০/৮৭/৪১) এই শ্লোকটি *ভগবদ্গীতায়ও* (৭/১৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তি, আমাকে সর্বকারণের পরম কারণ জেনে, আমার শরণাগত হয়। এই ধরনের মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে পরমতত্ত্বের অনুসন্ধান করেও বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন না। এইভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসেন।

পরমতত্ত্বের সম্বন্ধে যখন আলোচনা হয়, তখন বিভিন্নভাবে সেই সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক হয়। এই ধরনের তর্কের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এই ধরনের তর্ককে সাধারণত বলা হয় নেতি নেতি ("এটি নয়, ওটি নয়")। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ স্বাভাবিকভাবে মনে হবে যে, "এটি পরমতত্ত্ব নয়, ওটি পরমতত্ত্ব নয়"। প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হলে, শ্রীকৃষ্ণকে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানরূপে জানা যায়।

শ্লোক ১৬

সেহ রহু—ব্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার ।
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সমস্ত যুক্তি-তর্কের পন্থা দূরে থাকুক। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে অবতরণ করেছিলেন, তাঁর চরিত্র বিচার করা কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

শ্লোক ১৭

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈলা একক্ষণে ।
অশেষ-বৈকুণ্ঠাজাণ্ড স্বস্বনাথ-সনে ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ এক নিমেষে পরব্যোমনাথ সহ অসংখ্য অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ এবং বহু ব্রহ্মাদি সহ অসংখ্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত ।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধৃত ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এমন অদ্ভুত কথা আর কখনও অন্যত্র শোনা যায় নি। সেই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করার ফলে চিত্তের সমস্ত মল বিধৌত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন ভৌম বৃন্দাবনে লীলাবিলাস করছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে একজন সাধারণ গোপ বালক মনে করে তাঁর শক্তি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাই ব্রহ্মা গোবৎস

ও গোপসখাদের চুরি করে তার মায়া শক্তির প্রভাবে তাদের লুকিয়ে রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখেন ব্রহ্মা তাঁর গোবৎস এবং গোপসখাদের চুরি করেছেন, তখন তিনি ব্রহ্মার সমক্ষেই তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত অসংখ্য গ্রহলোক প্রকট করেছিলেন। তিনি মুহূর্তে অসংখ্য চিন্ময় গো, গোপবালক, গোবৎস ও অশেষ বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব যা তাঁর অন্তরঙ্গ শক্তি প্রকট করেছিলেন। সে সম্বন্ধে *ব্রহ্ম-সংহিতায়* বলা হয়েছে—*আনন্দ চিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ।* শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁর চিন্ময় শক্তি জাত বস্তুগুলিই সৃষ্টি করেননি, তিনি অগণিত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত এই সমস্ত লীলা চেতনাকে নির্মল করে। এইভাবে পরমতত্ত্বকে যথাযথভাবে জানা যায়। চিদাকাশে চিন্ময়লোককে বলা হয় বৈকুণ্ঠ, এবং প্রতিটি বৈকুণ্ঠে বিশেষ নাম সহ বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ রয়েছেন। তার মানে জড় জগতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের পতি হচ্ছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা ফিরে আসার আগে নিমেষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং বৈকুণ্ঠ সৃষ্টি করেছিলেন।

'অবধৃত' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, কম্পিত, আন্দোলিত, উদ্বেলিত, অভিভূত, পরাহত। কোন কোন *চৈতন্য-চরিতামৃতে* এই শ্লোকটি 'যাহার শ্রবণে চিত্তমল হয় ধৌত' পাঠ করা হয়। চিত্ত যখন ধৌত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়ও* (৭/২৮) বলা হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত ব্যক্তি এই জীবনে ও পূর্ববর্তী জীবনে পুণ্যকর্ম করেছেন এবং যারা তাদের পাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তারাই দৃঢ়নিষ্ঠা সহকারে আমার সেবায় যুক্ত হয়।"

পাপকর্ম থেকে মুক্ত না হলে শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না অথবা তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ১৯

"কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ"—শুকদেব-বাণী ।
কৃষ্ণ-সঙ্গে কত গোপ—সংখ্যা নাহি জানি ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস সমূহ এবং গোপবালক সমূহ অসংখ্যরূপে প্রকট হয়েছিল। তাদের সংখ্যা গণনা করা সম্ভব ছিল না।

শ্লোক ২০

এক এক গোপ করে যে বৎস চারণ ।
কোটি, অর্বুদ, শঙ্খ, পদ্ম, তাহার গণন ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

"এক এক গোপবালক যে গোবৎস চারণ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল কোটি, অর্বুদ, শঙ্খ, পদ্ম।

তাৎপর্য

বৈদিক গণনার হিসাব—একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত এবং কোটি। দশ কোটিতে অর্বুদ, দশ অর্বুদে বৃন্দ, দশ বৃন্দে খর্ব, দশ খর্বে নিখর্ব, দশ নিখর্বে শঙ্খ, এবং দশ শঙ্খে পদ্ম, দশ পদ্মে সাগর, দশ সাগরে অন্ত, দশ অন্তে মধ্য, এবং দশ মধ্যে পরার্ধ। এইভাবে বোঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্ট সে সমস্ত গোপবালকদের প্রত্যেকের কাছে কি অসংখ্য পরিমাণ গোবৎস ছিল।

শ্লোক ২১

বেত্র, বেণু, দল, শৃঙ্গ, বস্ত্র, অলঙ্কার ।
গোপগণের যত, তার নাহি লেখা-পার ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত গোপ বালকদের অসংখ্য গোবৎস ছিল। তেমনই তাদের বেত্র, বেণু, দল, শৃঙ্গ, বস্ত্র এবং অলঙ্কারও ছিল অসংখ্য।

শ্লোক ২২

সবে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি ।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সমস্ত গোপ বালকেরা তখন চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ হয়েছিলেন; এবং পৃথক পৃথক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মারা তাঁদের স্তুতি করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

এক কৃষ্ণদেহ হৈতে সবার প্রকাশে ।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এক কৃষ্ণে দেহ থেকে সকলেই প্রকাশ হয়েছিল এবং নিমেষের মধ্যে তাঁরা তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪-২৬

ইহা দেখি' ব্রহ্মা হৈলা মোহিত, বিস্মিত ।
স্তুতি করি' এই পাছে করিলা নিশ্চিত ॥ ২৪ ॥

"যে কহে—'কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ' ।
সে জানুক,—কায়মনে মুঞি এই মানোঁ ॥ ২৫ ॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু ।
মোর বাঙ্মনোগম্য নহে এক বিন্দু ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তা দেখে এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা মোহিত এবং বিস্মিত হয়েছিলেন। স্তুতি করে তিনি বলেছিলেন, "যে বলে, 'আমি কৃষ্ণের সমস্ত বৈভব জানি'—সে জানুক, কিন্তু কায়মনোবাক্যে আমি কেবল এইটুকুই মানি যে, তোমার অনন্ত বৈভবরূপ অমৃতের সিন্ধুর একবিন্দুও আমার বাক্ এবং মনের বোধগম্য নয়।

শ্লোক ২৭

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো ।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥" ২৭ ॥

জানন্তঃ—যারা মনে করে যে তারা তোমার অচিন্ত্য-শক্তি সম্বন্ধে অবগত; এব—অবশ্যই; জানন্তু—তারা সেইভাবে মনে করুক; কিম্—কি প্রয়োজন; বহু-উক্ত্যা—বেশী কিছু বলার; ন—না; মে—আমার; প্রভো—হে প্রভু; মনসঃ—মনের; বপুষঃ—দেহের; বাচঃ—বাক্যের; বৈভবম্—ঐশ্বর্য; তব—আপনার; গোচরঃ—গোচর।

অনুবাদ

" 'যারা বলেন, "আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি", তারা জানুন, কিন্তু আমি অধিক উক্তি করতে ইচ্ছা করি না। প্রভু, এইমাত্র বলি যে, তোমার বৈভব সকল আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৩৮) ব্রহ্মার উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস এবং গোপবালকদের হরণ করার পর, কৃষ্ণকে তাঁর অনন্ত বৈভব দ্বারা সেই সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকদের তাঁর নারায়ণ মূর্তি থেকে সৃষ্টি করতে দেখে, ব্রহ্মা এইভাবে স্তুতি করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

কৃষ্ণের মহিমা রহু—কেবা তার জ্ঞাতা ।
বৃন্দাবন-স্থানের দেখ আশ্চর্য বিভূতা ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা থাক! তা কেই বা জানতে পারে? তাঁর ধাম বৃন্দাবনের অপূর্ব ঐশ্বর্যের কথা বিচার করে দেখ।

শ্লোক ২৯

ষোলক্রোশ বৃন্দাবন,—শাস্ত্রের প্রকাশে ।
তার একদেশে বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণ ভাসে ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে বৃন্দাবনের আয়তন ষোল ক্রোশ (৩২ মাইল); কিন্তু তথাপি তাঁর এক কণায় সমস্ত বৈকুণ্ঠলোক এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসছে।

তাৎপর্য

ব্রজভূমি বিভিন্ন বনে বিভক্ত। সবশুদ্ধ বারটি বন রয়েছে, এবং সব মিলিয়ে তাদের আয়তন ৮৪ ক্রোশ। তার মধ্যে, বৃন্দাবন নামক বনটি বর্তমান বৃন্দাবন নগরের সীমা থেকে নন্দগ্রাম পর্যন্ত ১৬ ক্রোশ।

শ্লোক ৩০

অপার ঐশ্বর্য কৃষ্ণের—নাহিক গণন ।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অন্তহীন ঐশ্বর্য গণনা করা সম্ভব নয়। আমি শাখা দেখিয়ে চন্দ্র দেখাবার মতো তার ইঙ্গিত দিচ্ছি।"

তাৎপর্য

শিশুকে যেমন বৃক্ষের শাখা দেখিয়ে তারপর তার মধ্য দিয়ে চাঁদ দেখানো হয়। তাকে বলা হয় শাখা চন্দ্রের ন্যায়। অর্থাৎ প্রথমে সরল দৃষ্টান্ত দিয়ে, তারপর অধিকতর জটিল তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা।

শ্লোক ৩১

ঐশ্বর্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য-সাগর ।
মনেন্দ্রিয় ডুবিলা, প্রভু হইলা ফাঁপর ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনে ঐশ্বর্যের সমুদ্র স্ফুরিত হল। তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সেই ঐশ্বর্য সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। তখন তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন।

শ্লোক ৩২

ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে ।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন এবং তার অর্থ আস্বাদন করার জন্য তিনি তার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৩৩

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৩৩ ॥

স্বয়ম্—পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং; তু—কিন্তু; অসাম্য-অতিশয়ঃ—যাঁর সমান এবং যাঁর থেকে বড় আর কেউ নেই; ত্রি-অধীশঃ—গোলোক-বৈকুণ্ঠ-দেবীধাম, গোকুল-মথুরাদ্বারকাধাম বা মহাবিষ্ণু-গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু-ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর অথবা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-এর অধীশ্বর; স্বারাজ্য-লক্ষ্মী—তাঁর পরম চিদানন্দময় শক্তির দ্বারা; আপ্ত—প্রাপ্ত; সমস্ত-কামঃ—সমস্ত ঈপ্সিত বস্তু; বলিম্—নৈবেদ্য বা কর; হরদ্ভিঃ—সমর্পণ করে; চির-লোক-পালৈঃ—ব্রহ্মা-রুদ্রাদি লোকপালদের দ্বারা; কিরীট-কোটি—কোটি কোটি মুকুটের দ্বারা; ঈড়িত—বন্দিত; পাদ-পীঠঃ—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

" 'তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অধীশ্বর। অতএব তিনি অসোমর্দ্ধ্ব এবং তাঁর পরম চিদানন্দ স্বরূপ শক্তির দ্বারা তিনি তাঁর সমস্ত ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হয়েছেন। ব্রহ্মা, রুদ্র আদি লোকপালেরা তাঁর পূজা দিতে এসে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করতে গিয়ে, তাঁদের মস্তকে শোভিত কোটি কোটি মুকুট তাঁর শ্রীপাদপদ্মে স্পর্শ করছেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/২/২১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩৪

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং; তাই তাঁর থেকে বড় অথবা তাঁর সমান কেউই নন।

শ্লোক ৩৫

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ ৩৫ ॥

ঈশ্বরঃ—ঈশ্বর; পরমঃ—পরম; কৃষ্ণঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; সৎ—নিত্য স্থিতি; চিৎ—পরম

জ্ঞান; আনন্দ—পরম আনন্দ; বিগ্রহঃ—রূপ; অনাদিঃ—অনাদি; আদিঃ—আদি; গোবিন্দঃ—শ্রীগোবিন্দ; সর্ব-কারণ-কারণম্—সমস্ত কারণের পরম কারণ।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গোবিন্দ নামেও পরিচিত, তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর রূপ সচ্চিদানন্দময় (নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়)। তিনি হচ্ছেন সবকিছুর পরম উৎস। তাঁর কোন উৎস নেই, কেননা তিনি হচ্ছেন সমস্ত কারণের পরম কারণ।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্ম-সংহিতার* পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক।

শ্লোক ৩৬

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,—এই সৃষ্ট্যাদি-ঈশ্বর ।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ—অধীশ্বর ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ঈশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনজনেই শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। কৃষ্ণই একমাত্র অধীশ্বর।

শ্লোক ৩৭

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩৭ ॥

সৃজামি—সৃষ্টি করি; তৎ-নিযুক্তঃ—তার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে; অহম্—আমি; হরঃ—শিব; হরতি—সংহার করেন; তৎ-বশঃ—তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে; বিশ্বম্—সমস্ত জগৎ; পুরুষ-রূপেণ—শ্রীবিষ্ণুরূপে; পরিপাতি—পালন করেন; ত্রি-শক্তি-ধৃক্—জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণের নিয়ন্তা।

অনুবাদ

"ব্রহ্মা বললেন, "পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির দ্বারা নিযুক্ত হয়ে আমি সৃষ্টি করি এবং তার আদেশ অনুসারে শিব সংহার করেন। ত্রিগুণময়ী মায়ার নিয়ন্তা শ্রীহরিই পুরুষরূপে বিশ্বকে পালন করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৬/৩২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩৮

এ সামান্য, ত্র্যধীশ্বরের শুন অর্থ আর ।
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এটি ত্র্যধীশ্বর শব্দের সাধারণ অর্থ। ত্র্যধীশ্বর শব্দটির আর একটি অর্থ—তিন পুরুষাবতার হচ্ছেন জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ।

শ্লোক ৩৯

মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকস্বামী ।
এই তিন—স্থূল-সূক্ষ্ম-সর্ব-অন্তর্যামী ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন স্থূল ও সূক্ষ্ম সবকিছুর অন্তর্যামী।

তাৎপর্য

মহাবিষ্ণু অর্থাৎ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু সবকিছুর অন্তর্যামীরূপে পরিচিত। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, যাঁর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে, তাঁকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ, তিনি সমষ্টি বা সূক্ষ্ম অন্তর্যামী; আর ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন বিরাট রূপ এবং স্থূল অন্তর্যামী।

শ্লোক ৪০

এই তিন—সর্বাশ্রয়, জগৎ-ঈশ্বর ।
এহো সব কলা-অংশ, কৃষ্ণ—অধীশ্বর ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু যদিও সমগ্র জগতের আশ্রয় এবং নিয়ন্তা, তথাপি তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অংশ কলা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সকলেরও অধীশ্বর।

শ্লোক ৪১

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪১ ॥

যস্য—যাঁর; এক—এক; নিশ্বসিত—নিশ্বাসের; কালম্—কাল; অথ—এইভাবে; অবলম্ব্য—অবলম্বন করে; জীবন্তি—জীবন ধারণ করে; লোম-বিলজাঃ—লোমকূপ থেকে জাত; জগৎ-অণ্ড-নাথাঃ—ব্রহ্মাণ্ডের পতিগণ (ব্রহ্মাগণ); বিষ্ণুঃ-মহান্—মহাবিষ্ণু; সঃ—সেই; ইহ—এখানে; যস্য—যাঁর; কলা-বিশেষঃ—বিশেষ অংশ; গোবিন্দম্—ভগবান শ্রীগোবিন্দকে; আদি-পুরুষম্—আদি পুরুষকে; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

অনুবাদ

" 'ব্রহ্মাণ্ডের পতিগণ যাঁর লোমকূপ থেকে জন্মগ্রহণ করে তাঁর এক নিশ্বাস-কাল পর্যন্ত জীবিত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৪৮) থেকে উদ্ধৃত। আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৭১ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৪২

এই অর্থ—মধ্যম, শুন 'গূঢ়' অর্থ আর।
তিন আবাস-স্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"এইটি মধ্যম অর্থ। ত্র্যধীশ্বর শব্দটির আর একটি গূঢ় অর্থ রয়েছে, সেই অর্থ শোন। শ্রীকৃষ্ণের তিনটি আবাস-স্থল রয়েছে, যা শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের তিনটি আবাস স্থল—অন্তরাবাস (গোলোক বৃন্দাবন), মধ্যমাবাস (পরব্যোম), এবং বাহ্যাবাস (জড় জগৎ)।

শ্লোক ৪৩

'অন্তঃপুর'—গোলোক-শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতাপিতা-বন্ধুগণ ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর অন্তঃপুর গোলোক বৃন্দাবন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মাতা-পিতা, বন্ধু এবং পার্ষদেরা নিত্যকাল বিরাজ করেন।

শ্লোক ৪৪

মধুরৈশ্বর্য-মাধুর্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলা-সার ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের মধুর ঐশ্বর্য মাধুর্য এবং কৃপা আদির ভাণ্ডার। সেখানে যোগমায়া দাসী রূপে সমস্ত লীলার সারাতিসার রাস-নৃত্য আদি লীলা বিস্তার করেন।

শ্লোক ৪৫

করুণানিকুরম্বকোমলে মধুরৈশ্বর্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥ ৪৫ ॥

করুণা-নিকুরম্ব-কোমলে—করুণা সমূহের দ্বারা যার স্বভাব কোমল; মধুর-ঐশ্বর্য-বিশেষ শালিনি—যিনি মাধুর্য ঐশ্বর্যের দ্বারা বিচিত্র সম্পত্তিশালী; জয়তি—জয় হোক; ব্রজ-রাজ-নন্দনে—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের; ন—না; হি—অবশ্যই; চিন্তা—চিন্তার; কণিকা—কণিকা; অভ্যুদেতি—উদিত হয়; নঃ—আমাদের।

অনুবাদ

"করুণা সমূহের দ্বারা কোমল, মধুর ঐশ্বর্য যুক্ত নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হওয়ায় আমাদের চিন্তাকণিকারও উদয় হয় না।

শ্লোক ৪৬

তার তলে পরব্যোম—'বিষ্ণুলোক'-নাম।
নারায়ণ-আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবনের নীচে বিষ্ণুলোক নামক পরব্যোম। সেখানে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোকে নারায়ণ আদি শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপ বিরাজ করেন।

শ্লোক ৪৭

'মধ্যম-আবাস' কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য-ভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই মধ্যমাবাস শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্যের ভাণ্ডার, অসংখ্য স্বরূপে তিনি সেখানে লীলাবিলাস করেন।

শ্লোক ৪৮

অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা ভাণ্ডার-কোঠরি।
পারিষদগণে ষড়ৈশ্বর্যে আছে ভরি' ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"অনন্ত বৈকুণ্ঠ, যা ভাণ্ডারের কক্ষের মতো, সেগুলি সমস্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ, এবং সেখানে ভগবানের নিত্য পার্ষদেরাও ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ অবস্থায় বিরাজ করেন।"

শ্লোক ৪৯

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৯ ॥

গোলোক-নাম্নি নিজ-ধাম্নি—গোলোক বৃন্দাবন নামক ভগবানের স্বীয় ধামে; তলে—নীচে; চ—ও; তস্য—তার; দেবী—দুর্গাদেবীর; মহেশ—মহাদেবের; হরি—নারায়ণের; ধামসু—লোকে; তেষু তেষু—তাদের প্রতিটিতে; তে তে—সেই সকল নিজ নিজ; প্রভাব-নিচয়াঃ—ঐশ্বর্য সমূহ; বিহিতাঃ—স্থাপিত; চ—ও; যেন—যার দ্বারা; গোবিন্দম্—গোবিন্দকে; আদি-পুরুষম্—আদি পুরুষ; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজন করি।

অনুবাদ

" 'গোলোক নামক নিজ ধামের নিম্নে দেবী, মহেশ ও হরির ধাম সমূহে সেই সমস্ত প্রভাব সমূহ যিনি বিহিত করেছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৪৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৫০

প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী ।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥ ৫০ ॥

প্রধান-পরম-ব্যোম্নোঃ অন্তরে—জড় জগৎ এবং পরব্যোমের মাঝখানে; বিরজা নদী—বিরজা নামক নদী; বেদ-অঙ্গ—পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় দেহ; স্বেদ-জনিতৈঃ—ঘর্ম জল থেকে উৎপন্ন; তোয়ৈঃ—জলের দ্বারা; প্রস্রাবিতা—প্রবাহিতা; শুভা—সর্বমঙ্গলময়।

অনুবাদ

" 'মায়িক তত্ত্ব এবং পরব্যোম এই দুয়ের মাঝখানে বিরজা নদী। তা সর্ব মঙ্গলময়, বেদ যার অঙ্গ, সেই পরমেশ্বর ভগবানের ঘর্ম জনিত জলের দ্বারা প্রবাহিতা।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী শ্লোকটি *পদ্মপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৫১

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্‌ভূতং সনাতনম্ ।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ ৫১ ॥

তস্যাঃ পারে—বিরজা নদীর অপর পারে; পর-ব্যোম—চিদাকাশ; ত্রি-পাদ্-ভূতম্—ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতিসম্পন্ন; সনাতনম্—নিত্য; অমৃতম্—অক্ষয়; শাশ্বতম্—কালের নিয়ন্ত্রণের অতীত; নিত্যম্—নিত্য; অনন্তম্—অন্তহীন; পরমম্—পরম; পদম্—ধাম।

অনুবাদ

" 'সেই বিরজা নদীর অপর পারে অক্ষয়, নিত্য, সনাতন, অনন্ত, পরমপদ-স্বরূপ, ত্রিপাদ বিভূতি সম্পন্ন পরব্যোম নিত্য বর্তমান।'

তাৎপর্য

চিজ্জগতে অশোক, অভয় ও অমৃতরূপ ত্রিপাদ বিভূতি নিত্য বর্তমান। জড় জগৎ শ্রীকৃষ্ণের একপাদ বিভূতি মাত্র।

শ্লোক ৫২

তার তলে 'বাহ্যাবাস' বিরজার পার ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপার ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"তার তলায়, বিরজার অপর পারে, বাহ্য আবাস; সেখানে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অন্তহীন কক্ষের মতো বিরাজ করছে।

শ্লোক ৫৩

'দেবীধাম' নাম তার, জীব যার বাসী ।
জগল্লক্ষ্মী রাখে, রহে যাঁহা মায়া দাসী ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই বহির্জগতের নাম 'দেবীধাম', এবং বদ্ধ জীবেরা হচ্ছে সেখানকার অধিবাসী। এই দেবীধামে জগল্লক্ষ্মীর দাসী মায়াই অধিষ্ঠাত্রী।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব জড়-জগতকে ভোগ করতে চায়, তাই তাদের ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি দেবীধামে বাস করতে দেওয়া হয়, যেখানে দুর্গাদেবী পরমেশ্বর ভগবানের দাসীরূপে তাঁর আদেশ পালন করেন। জড় শক্তিকে বলা হয় জগল্লক্ষ্মী কেননা তিনি মোহাচ্ছন্ন বদ্ধ জীবদের রক্ষা করেন। দুর্গাদেবীকে তাই বলা হয় মাতা, এবং তাঁর পতি শিব হচ্ছেন পিতা। তাই শিব এবং দুর্গা হচ্ছেন জড় জগতের পিতা ও মাতা। দুর্গাদেবীর এই নামকরণের কারণ হচ্ছে, জড় জগতরূপী দুর্গে তিনি বদ্ধ জীবদের তত্ত্বাবধান করেন। জড় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য বদ্ধ জীবেরা দুর্গাদেবীর সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করে, এবং মা দুর্গা তাদের সবরকম জড় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। এই কারণে, বদ্ধ জীবেরা মোহিত হয়ে জড়-জগৎ ত্যাগ করতে ইচ্ছা করে না। তার ফলে নিরন্তর এখানে সুখে শান্তিতে বাস করার পরিকল্পনা করে। এইটিই হচ্ছে জড় জগতের ভ্রান্তি।

শ্লোক ৫৪

এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর ।
গোলোক-পরব্যোম—প্রকৃতির পর ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"গোলোক, পরব্যোম এবং দেবীধাম, এই তিনটি ধামের অধীশ্বর হচ্ছেন কৃষ্ণ। পরব্যোম ও গোলোকধাম দেবীধামের ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

তাৎপর্য

দেবীধাম থেকে মুক্তজীব পরব্যোমে হরিসেবা না পেলে মহেশধাম লাভ করেন, যা এই দুটি ধামের মধ্যবর্তী। মুক্ত আত্মারা সেখানে পরমেশ্বর ভগবানের সেবার সুযোগ পায় না; তাই এই মহেশধাম দেবীধামের উপরে শিবের ধাম হলেও, পরব্যোম নয়। পরব্যোম শুরু হয় হরিধাম বা বৈকুণ্ঠলোক থেকে।

শ্লোক ৫৫

চিচ্ছক্তিবিভূতি-ধাম—ত্রিপাদৈশ্বর্য-নাম ।
মায়িক বিভূতি—একপাদ অভিধান ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"চিজ্জগৎ পরমেশ্বর ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতি সম্পন্ন। আর জড় জগৎ একপাদ বিভূতি সম্পন্ন।

তাৎপর্য

হরিধাম (পরব্যোম) এবং গোলোক বৃন্দাবন জড়া-প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তি বিশিষ্ট ধাম, তা 'ত্রিপাদ ঐশ্বর্য' নামে খ্যাত। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা পরিচালিত জড় জগতকে বলা হয় দেবীধাম এবং তা 'একপাদ ঐশ্বর্য' নামে প্রসিদ্ধ।

শ্লোক ৫৬

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্‌ভূতং হি তৎ পদম্ ।
বিভূতির্মায়িকী সর্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥ ৫৬ ॥

ত্রি-পাদ্-বিভূতেঃ—ত্রিপাদ বিভূতির; ধামত্বাৎ—ধাম হওয়ার ফলে; ত্রি-পাদ-ভূতম্—ত্রিপাদ বিভূতি সম্পন্ন; হি—অবশ্যই; তৎ পদম্—সেই ধাম; বিভূতিঃ—শক্তি; মায়িকী—জড়; সর্বা—সমস্ত; প্রোক্তা—বলা হয়; পাদ-আত্মিকা—একপাদ; যতঃ—অতএব।

অনুবাদ

" 'ত্রিপাদবিভূতি ধাম বলে সেই পদকে ত্রিপাদভূত বলে, আর সমস্ত মায়িক বিভূতি একপাদ মাত্র।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *লঘুভাগবতামৃতে* (১/৫/৫৬৩) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৫৭

ত্রিপাদবিভূতি কৃষ্ণের—বাক্য-অগোচর ।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ-বিভূতি বর্ণনার অতীত; তাই একপাদ বিভূতির বিস্তৃত বর্ণনা শ্রবণ কর।

শ্লোক ৫৮

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ ।
চিরলোকপাল-শব্দে তাহার গণন ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত ব্রহ্মা এবং রুদ্র রয়েছেন তাঁদের বলা হয় চিরলোকপাল।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এবং রুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আধিকারিক চিরস্থায়ী কার্য করেন, তাই তাঁদের বলা হয় চিরলোকপাল। পরবর্তী সৃষ্টিতে পূর্বের জীবসকল নাও থাকতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব সৃষ্টির আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বর্তমান থাকেন। সেইজন্য তাঁদের বলা হয় চিরলোকপাল। লোকপাল শব্দে সাধারণত অষ্ট দিক্‌পাল—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, নৈর্ঋতি, বায়ু, কুবের ও শিব।

শ্লোক ৫৯

একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে ।
ব্রহ্মা আইলা,—দ্বারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় লীলাবিলাস করছিলেন, তখন একদিন ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, এবং দ্বারপাল তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার আগমনবার্তা শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন।

শ্লোক ৬০

কৃষ্ণ কহেন—'কোন্ ব্রহ্মা, কি নাম তাহার?'
দ্বারী আসি' ব্রহ্মারে পুছে আর বার ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন ব্রহ্মা, তার কি নাম?" দ্বারী তখন ব্রহ্মার কাছে ফিরে এসে তাঁকে সেকথা জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে ব্রহ্মা হচ্ছে একটি পদ, এবং যিনি সেই পদ অধিকার করে থাকেন তাঁর কোন বিশেষ নাম থাকে। *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে—*ইমং বিবস্বতে যোগম্*। বিবস্বান হচ্ছে বর্তমান সূর্যদেবের নাম। সাধারণত তাঁকে বলা হয় সূর্য, কিন্তু

তাঁর একটি নিজস্ব নামও রয়েছে। রাজ্যের কর্তাকে সাধারণত বলা হয় রাজ্যপাল, কিন্তু তাঁর নিজস্ব নামও রয়েছে। যেহেতু বিভিন্ন নাম সমন্বিত হাজার হাজার ব্রহ্মা রয়েছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ জানতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

শ্লোক ৬১

বিস্মিত হঞা ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা।
'কহ গিয়া সনক-পিতা চতুর্মুখ আইলা' ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"দ্বারী এসে ব্রহ্মাকে যখন সেই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন বিস্মিত হয়ে ব্রহ্মা বললেন—'আপনি গিয়ে বলুন যে সনকের পিতা চতুর্মুখ এসেছেন।'

শ্লোক ৬২

কৃষ্ণে জানাঞা দ্বারী ব্রহ্মারে লঞা গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণকে সেকথা জানিয়ে দ্বারী ব্রহ্মাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন, এবং ব্রহ্মা তখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৬৩

কৃষ্ণ মান্য-পূজা করি' তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
'কি লাগি' তোমার ইঁহা আগমন হৈল ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্মার দ্বারা পূজিত হয়ে, এবং কৃষ্ণও ব্রহ্মাকে সুমিষ্ট বাক্যের দ্বারা সন্তুষ্ট করে প্রশ্ন করলেন, 'কিজন্য তোমার এখানে আগমন হল?'

শ্লোক ৬৪

ব্রহ্মা কহে,—'তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয়, করহ ছেদন ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্মা তখন বললেন, 'সেই কথা আমি পরে বলব। প্রথমে আপনি আমার মনের সংশয় দূর করুন।

শ্লোক ৬৫

'কোন্ ব্রহ্মা?' পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে?
আমা বই জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে?' ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি কেন জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ ব্রহ্মা এসেছে? আমি ছাড়া কি জগতে আর কোন ব্রহ্মা রয়েছে?'

শ্লোক ৬৬

শুনি' হাসি' কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সেকথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হেসে ধ্যান করলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেখানে অসংখ্য ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ৬৭

দশ-বিশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-বদন।
কোট্যর্বুদ মুখ কারো, না যায় গণন ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সমস্ত ব্রহ্মাদের কারো দশ, বিশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ বদন; কারোর বা কোটি-অর্বুদ বদন তা গণনা পর্যন্ত করা যায় না।

শ্লোক ৬৮

রুদ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি-বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি-নয়ন ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"বহু রুদ্র এলেন যাদের লক্ষ কোটি মুখ, এবং অনেক ইন্দ্র এলেন যাদের লক্ষ কোটি নয়ন।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে ইন্দ্র অত্যন্ত কামুক। একবার সে ছলনা করে এক ঋষি-পত্নীকে ধর্ষণ করে এবং সেকথা যখন সেই ঋষি জানতে পারেন তখন তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন, যার ফলে ইন্দ্রের সারা শরীর যোনিময় হয়ে যায়। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ইন্দ্র তখন সেই মহর্ষির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, এবং কৃপা পরবশে সেই ঋষি ইন্দ্রের শরীরের যোনিগুলিকে চক্ষুতে পরিণত করেন। তাই ইন্দ্রের শরীরে শত সহস্র চক্ষু রয়েছে। ব্রহ্মা এবং শিবের যেমন বহু মুখ রয়েছে, দেবরাজ ইন্দ্রেরও তেমন বহু চক্ষু রয়েছে।

শ্লোক ৬৯

দেখি' চতুর্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা।
হস্তিগণ-মধ্যে যেন শশক রহিলা ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তা দেখে এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্মুখ ব্রহ্মা কাঁপতে পড়লেন, এবং নিজেকে হস্তীদের মাঝখানে একজন শশকের মতো মনে করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭০

আসি' সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ-পাদপীঠ-আগে ।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদপীঠে লাগে ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সমস্ত ব্রহ্মারা এসে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ করলেন, এবং তখন তাঁদের মুকুট শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করল।

শ্লোক ৭১

কৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তি লখিতে কেহ নারে ।
যত ব্রহ্মা, তত মূর্তি একই শরীরে ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি কেউই অনুমান করতে পারে না। সেখানে যত ব্রহ্মা এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই এক শ্রীকৃষ্ণের শরীরে বিশ্রাম করছিলেন।

শ্লোক ৭২

পাদপীট-মুকুটাগ্র-সংঘট্টে উঠে ধ্বনি ।
পাদপীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি' ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁদের সকলের মুকুট যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করল, তখন প্রবল শব্দ উত্থিত হয়েছিল, এবং মনে হয়েছিল যেন সেই মুকুটগুলি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের স্তুতি করছে।

শ্লোক ৭৩

যোড়-হাতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি করয়ে স্তবন ।
"বড় কৃপা করিলা প্রভু, দেখাইলা চরণ ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"যোড় হাতে ব্রহ্মা এবং রুদ্ররা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে বললেন, 'হে প্রভু, আপনি আমাদের আপনার শ্রীপাদপদ্মের দর্শন দান করে বহু কৃপা করলেন।'

শ্লোক ৭৪

ভাগ্য, মোরে বোলাইলা 'দাস' অঙ্গীকরি' ।
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি শিরে ধরি' ॥" ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি আপনার দাস বলে মনে করে আমাকে ডেকেছেন। আপনি আদেশ করুন যাতে আমি শিরোধার্য করতে পারি।'

শ্লোক ৭৫

কৃষ্ণ কহে,—'তোমা-সবা দেখিতে চিত্ত হৈল ।
তাহা লাগি' এক ঠাঞি সবা বোলাইল ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন, "তোমাদের সকলকে দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল, তাই তোমাদের সকলকে এক সঙ্গে ডেকেছি।

শ্লোক ৭৬

সুখী হও সবে, কিছু নাহি দৈত্য'-ভয়?
তারা কহে,—'তোমার প্রসাদে সর্বত্রই জয় ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'তোমরা সকলে সুখী হও। তোমাদের কোন দৈত্য ভয় নেই তো?' তাঁরা তখন উত্তর দিলেন, "আপনার কৃপায় আমাদের সর্বত্র জয় হয়েছে।

শ্লোক ৭৭

সম্প্রতি পৃথিবীতে যেবা হৈয়াছিল ভার ।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলা সংহার ॥' ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'সম্প্রতি পৃথিবীতে যে ভার হয়েছিল, তা আপনি অবতীর্ণ হয়ে সংহার করেছেন।'

শ্লোক ৭৮

দ্বারকাদি—বিভু, তার এই ত প্রমাণ ।
'আমারই ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ' সবার হৈল জ্ঞান ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এইটি দ্বারকার ঐশ্বর্যের প্রমাণ—সমস্ত ব্রহ্মারাই মনে করেছিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ এখন আমার ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছেন।'

শ্লোক ৭৯

কৃষ্ণ-সহ দ্বারকা-বৈভব অনুভব হৈল ।
একত্র মিলনে কেহ কাহো না দেখিল ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে তাঁরা সকলে কৃষ্ণসহ দ্বারকার ঐশ্বর্য অনুভব করলেন। যদিও সকলে তাঁরা একত্রে সেখানে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কেউই অন্য কাউকে দেখতে পেলেন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ এবং দ্বারকা ধামের অলৌকিক বিভূতি চতুর্মুখ ব্রহ্মা অনুভব করলেন। যদিও দশ-শত-সহস্র-অজুত-লক্ষ-কোটি-মুখযুক্ত ব্রহ্মা ও রুদ্রগণ একত্রে মিলিত হলেন; কিন্তু তাঁদের কেউই পরস্পরকে দেখতে পেলেন না। কেবল এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্মুখ ব্রহ্মাই তাঁদের সকলকে দেখতে পেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই তাঁরা পরস্পরকে দেখতে পেলেন না এবং পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলাপাদি করতে পারলেন না।

শ্লোক ৮০

তবে কৃষ্ণ সর্বব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা ।
দণ্ডবৎ হঞা সবে নিজ ঘরে গেলা ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রহ্মাদের বিদায় দিলেন, এবং তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ৮১

দেখি' চতুর্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার ।
কৃষ্ণের চরণে আসি' কৈলা নমস্কার ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"তা দেখে চতুর্মুখ ব্রহ্মা চমৎকৃত হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে এসে প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৮২

ব্রহ্মা বলে,—পূর্বে আমি যে নিশ্চয় করিলুঁ ।
তার উদাহরণ আমি আজি ত' দেখিলুঁ ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্মা তখন বললেন, 'পূর্বে আমি যে নিশ্চিতভাবে স্থির করেছিলাম, তার উদাহরণ সচক্ষে দর্শন করলাম।'

শ্লোক ৮৩

জানন্ত এব জানন্ত কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো ।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৮৩ ॥

জানন্তঃ—যারা মনে করে যে তারা তোমার অচিন্ত্য-শক্তি সম্বন্ধে অবগত; এব—অবশ্যই; জানন্ত—তারা সেইভাবে মনে করুক; কিম্—কি প্রয়োজন; বহু-উক্ত্যা—বেশী কিছু বলার; ন—না; মে—আমার; প্রভো—হে প্রভু; মনসঃ—মনের; বপুষঃ—দেহের; বাচঃ—বাক্যের; বৈভবম্—ঐশ্বর্য; তব—আপনার; গোচরঃ—গোচর।

অনুবাদ

" 'যারা বলে, 'আমরা কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি,' তারা জানুক, কিন্তু আমি অধিক উক্তি করতে ইচ্ছা করি না। প্রভু, এইমাত্র বলি যে, তোমার বৈভব সকল আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৩৮) ব্রহ্মার উক্তি।

শ্লোক ৮৪

কৃষ্ণ কহে, "এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ।
অতি ক্ষুদ্র, তাতে তোমার চারি বদন ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'তোমার এই ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন কেবল মাত্র পঞ্চাশ কোটি যোজন (৪০০কোটি মাইল); তা অতি ক্ষুদ্র, তাই তোমার কেবল চারটি মুখ।

তাৎপর্য

তখনকার দিনে সবচাইতে বড় জ্যোতির্বিদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস ১৮,৭১২,০৬৯,২০০,০০০,০০০×৮ মাইল। কারো কারো মতে এটি ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ।

শ্লোক ৮৫

কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি ।
কোন নিযুতকোটি, কোন কোটি-কোটি ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি যোজন, কোন ব্রহ্মাণ্ড লক্ষ কোটি যোজন, কোন ব্রহ্মাণ্ড নিযুত কোটি যোজন, এবং কোন ব্রহ্মাণ্ড কোটি কোটি যোজন।

তাৎপর্য

আট মাইলে এক যোজন হয়।

শ্লোক ৮৬

ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর-বদন ।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন অনুসারে ব্রহ্মার শরীর এবং মুখ। এইভাবে আমি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পালন করি।

শ্লোক ৮৭

'একপাদ বিভূতি' ইহার নাহি পরিমাণ।
'ত্রিপাদ বিভূতি'র কেবা করে পরিমাণ ॥" ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমার এই একপাদ বিভূতিরই পরিমাণ কেউ মাপতে পারে না, সুতরাং ত্রিপাদ বিভূতির পরিমাণ কে করবে?'

শ্লোক ৮৮

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্‌ভূতং সনাতনম্‌ ।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্‌ ॥ ৮৮ ॥

তস্যাঃ পারে—বিরজা নদীর অপর পারে; পর-ব্যোম—চিদাকাশ; ত্রি-পাদ্‌-ভূতম্‌—ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতি সম্পন্ন; সনাতনম্‌—নিত্য; অমৃতম্‌—অক্ষয়; শাশ্বতম্‌—কালের নিয়ন্ত্রণের অতীত; নিত্যম্‌—নিত্য; অনন্তম্‌—অন্তহীন; পরমম্‌—পরম; পদম্‌—ধাম।

অনুবাদ

" 'সেই বিরজা নদীর অপর পারে অক্ষয়, নিত্য, সনাতন, অনন্ত, পরমপদ-স্বরূপ, ত্রিপাদ বিভূতি সম্পন্ন পরব্যোম নিত্য বর্তমান।'

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এখানে *পদ্মপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৮৯

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ জানান না যায় ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তারপর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বিদায় দিলেন। এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির স্বরূপ জানা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৯০

'ত্র্যধীশ্বর'-শব্দের অর্থ 'গূঢ়' আর হয়।
'ত্রি'-শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কয় ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"ত্র্যধীশ্বর শব্দের আর একটি গূঢ় অর্থ হয়, তা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ তিনটি লোকের অধীশ্বর।

তাৎপর্য

ত্র্যধীশ্বর শব্দটির অর্থ হচ্ছে তিনটি জগতের ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) বলা হয়েছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীরা আমাকে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার পরম ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সর্বভূতের পরম সুহৃদরূপে জেনে যথার্থ শান্তি লাভ করে।"

সর্বলোক বলতে "ত্রিলোক" বোঝান হয়েছে, এবং *মহেশ্বর* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "পরম ঈশ্বর"। শ্রীকৃষ্ণ জড় ও চেতন জগতের অধীশ্বর। চিজ্জগৎ—গোলোক বৃন্দাবন ও বৈকুণ্ঠ, এই দুইভাগে বিভক্ত; এবং জড় জগৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সমন্বিত।

শ্লোক ৯১

গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"গোকুল (গোলোক), মথুরা এবং দ্বারকা, এই তিনটি লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে গোলোকের তিনটি প্রকোষ্ঠ—(১) গোকুল, (২) মথুরা, এবং (৩) দ্বারকা। কৃষ্ণলীলায় এই তিনটি প্রকোষ্ঠের মতো গৌরলীলাতেও অন্তরঙ্গ পূর্ণ ঐশ্বর্যময় তিনটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে—(১) নবদ্বীপ মণ্ডল, (২) শ্রীক্ষেত্র মণ্ডল, এবং (৩) ব্রজ মণ্ডল।

শ্লোক ৯২

অন্তরঙ্গ-পূর্ণৈশ্বর্যপূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই তিনটি ধাম অন্তরঙ্গপূর্ণ ঐশ্বর্যপূর্ণ, এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই তিনটি ধামের অধীশ্বর।

শ্লোক ৯৩-৯৪

পূর্ব-উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ, চিরলোকপাল ॥ ৯৩ ॥

তাঁ-সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে ।
দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিকপাল এবং চিরলোকপালেরা এসে যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করলেন, তখন তাঁদের মুকুট শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিল।

শ্লোক ৯৫

মণি-পীঠে ঠেকাঠেকি, উঠে ঝন্‌ঝনি ।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট—হেন অনুমানি ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সমস্ত ব্রহ্মার মুকুটের মণি-পীঠে ঠেকাঠেকি হওয়ায় ঝন্ ঝন্ শব্দ হয়েছিল, এবং তা শুনে মনে হচ্ছিল যেন মুকুটগুলি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের বন্দনা করছে।

শ্লোক ৯৬

নিজ-চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান ।
চিচ্ছক্তি-সম্পত্তির 'ষড়ৈশ্বর্য' নাম ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিচ্ছক্তিতে নিত্য বিরাজমান। ভগবানের চিচ্ছক্তি সম্পত্তিকে 'ষড়ৈশ্বর্য' বলে।

শ্লোক ৯৭

সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণ কাম ।
অতএব বেদে কহে 'স্বয়ং ভগবান্' ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই চিচ্ছক্তি তাঁর সমস্ত কামনা পূর্ণ করে, তাই বেদে শ্রীকৃষ্ণকে 'স্বয়ং ভগবান' বলা হয়েছে।

শ্লোক ৯৮

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য—অপার অমৃতের সিন্ধু ।
অবগাহিতে নারি, তার ছুইলঁ এক বিন্দু ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য এক অন্তহীন অমৃতের সমুদ্রের মতো; তাতে আমি অবগাহন করতে পারি না, আমি কেবল তার একবিন্দুমাত্র স্পর্শ করলাম।"

শ্লোক ৯৯

ঐশ্বর্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্তি হৈল ।
মাধুর্যে মজিল মন, এক শ্লোক পড়িল ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্তি হল, তাঁর মন, মাধুর্য-প্রেমে মগ্ন হল, এবং তিনি তখন শ্রীমদ্ভাগবত থেকে পরবর্তী শ্লোকটি পড়লেন।

শ্লোক ১০০

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥ ১০০ ॥

যৎ—যা; মর্ত্য-লীলা—জড় জগতের লীলা; ঔপয়িকম্—উপযুক্ত; স্ব—তাঁর; যোগ-মায়া—যোগমায়ার; বলম্—শক্তি; দর্শয়তা—দেখিয়ে; গৃহীতম্—গৃহীত; বিস্মাপনম্—বিস্ময় উৎপাদন করে; স্বস্য—তাঁর নিজের; চ—ও; সৌভগ-ঋদ্ধেঃ—অতিশয় সৌভাগ্য; পরম্—পরম; পদম্—পদ; ভূষণ—অলঙ্কারের; ভূষণ-অঙ্গম্—বিভূষিত অঙ্গ।

অনুবাদ

" 'সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্তি স্বীয় চিচ্ছক্তির বল প্রদর্শন করাবার জন্য মর্ত্য-লীলার উপযোগী তাঁর নিজেরও বিস্ময়কর এবং সমস্ত সৌভাগ্য বৃদ্ধির পরমপদ (পরাকাষ্ঠা) ও সমস্ত ভূষণকে ভূষিত করতে সমর্থ।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২/১২) শ্রীবিদুরের কাছে উদ্ধবের যোগমায়া কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব রূপ মাধুর্য বর্ণনা।

শ্লোক ১০১

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলার মধ্যে তাঁর নরলীলা সর্বোত্তম। তাঁর নরবপু তাঁর স্বরূপ। এই রূপে তিনি একজন গোপবালক। তাঁর হাতে বংশী, তিনি নবকিশোর ও নটবর, এই সবই তাঁর নরলীলার অনুরূপ।

শ্লোক ১০২

কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন, সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ১০২ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"সনাতন, শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপের কথা শোন। সেই রূপের এক কণা, সমগ্র ত্রিভুবনকে প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত করে, এবং সমস্ত প্রাণীদের আকর্ষণ করে।

শ্লোক ১০৩

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"যোগমায়া হচ্ছেন বিশুদ্ধ সত্ত্বের পরিণতিরূপা শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি। সেই যোগমায়ার অপূর্ব অসামান্য শক্তির কার্য দেখাবার জন্য ভগবানের নিতান্ত গোপনীয় এবং আদরণীয় রত্নস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ গোলোকে নিত্যলীলা থেকে প্রপঞ্চে প্রকট করলেন।

শ্লোক ১০৪

রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
'স্বসৌভাগ্য' যাঁর নাম, সৌন্দর্যাদি-গুণগ্রাম,
এইরূপ নিত্য তার ধাম ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের রূপ এমনই চমৎকার যে তা দেখে শ্রীকৃষ্ণেরই বিস্ময় উৎপন্ন হয় এবং তা আস্বাদন করার জন্য কৃষ্ণেরই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায়। সমগ্র সৌন্দর্য, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ ও বৈরাগ্য শ্রীকৃষ্ণের ছয়টি ঐশ্বর্য। তিনি নিত্যকাল তাঁর ঐশ্বর্যে বিরাজ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের বহু লীলা রয়েছে, তার মধ্যে তাঁর গোলোক বৃন্দাবন লীলা (গোকুল লীলা) সর্বোত্তম। তা ছাড়াও বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধরূপে বৈকুণ্ঠে তাঁর লীলা রয়েছে; কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতারের লীলা রয়েছে; মৎস্য-কূর্মাদি নৈমিত্তিক অবতার লীলা রয়েছে; ব্রহ্মা-শিব আদি গুণাবতার লীলা রয়েছে; পৃথু-ব্যাসাদি আবেশাবতার লীলা রয়েছে; সবিশেষ পরমাত্মাদি লীলা রয়েছে; নির্বিশেষ ব্রহ্ম-প্রভৃতি লীলা রয়েছে।

নিরপেক্ষভাবে সমস্ত লীলা বিচার করলে দেখা যায় যে তাঁর নরলীলাই সর্বশ্রেষ্ঠ—যেই লীলায় তিনি নরবপু, গোপবেশ, বেণুহস্ত, নবকিশোর ও নটবর। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—নরলীলা সদৃশ, কিন্তু তা কখনও জড়া-প্রকৃতির নিয়মের নিয়ন্ত্রাধীন নয়। শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সৌন্দর্য তাঁর পরম ধাম গোকুলে (গোলোক বৃন্দাবনে) প্রকাশিত। তার নীচে পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠলোক, এবং তার নীচে মায়িক জগৎ বা দেবীধাম। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যের এক কণা এই ত্রিভুবনকে ডুবিয়ে দিতে সমর্থ। সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য সকলকে অপ্রাকৃত আনন্দে নিমজ্জিত করে। পরব্যোমে বা বৈকুণ্ঠে চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ার অবস্থিতি নেই। তিনি কেবল পরমধাম গোলোক বৃন্দাবনেই কার্য করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর অগণিত ভক্তদের আনন্দ দান করার জন্য এই জগতে অবতরণ করেন তখন তিনি কৃষ্ণের কার্যকলাপ প্রকট করেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত লীলাবিলাস গোলোক বৃন্দাবনেরই অবিকল প্রতিরূপ ভৌম বৃন্দাবনে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ১০৫

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাঁহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্তন।
তেরছে নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ-মন ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"অলঙ্কার অঙ্গের ভূষণ, কিন্তু কৃষ্ণের অঙ্গের শোভা এমন অপরূপ যে তা যেন অলঙ্কারকে অলঙ্কৃত করে। তাই কৃষ্ণের অঙ্গকে ভূষণের ভূষণ বলা হয়েছে। তাঁর এই অঙ্গ শোভা সত্ত্বেও ললিত ত্রিভঙ্গে যেন অধিক পরিমাণ শোভা প্রকাশ পায়। তার থেকেও সুন্দর তাঁর চক্ষুর উপরিভাগের ধনুতুল্য ভ্রূযুগলের নৃত্য। সেই ভ্রূধনুতে তির্যগ্‌ভাবে অপাঙ্গ দৃষ্টিরূপ বাণ সংযোগ করে রাধা এবং তাঁর অনুগামী গোপীদের মনকে বিদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে দৃঢ়ভাবে সন্ধান করছে।

শ্লোক ১০৬

ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তাঁ-সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণের রূপ এমনই মনোহর যে, তা প্রাকৃত জগতের সমস্ত প্রাণী ও দেবতা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাণ্ডের উপরে পরব্যোমে নারায়ণ আদি শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের মনও বল-পূর্বক হরণ করে।

বেদে যে লক্ষ্মীদের একমাত্র 'পতিব্রতা শিরোমণি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরাও কৃষ্ণের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম অভিলাষ করেন।

শ্লোক ১০৭

চড়ি' গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে 'মদনমোহন' ।
জিনি' পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নবকন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপীদের মনরূপ রথে আরোহণ করে কৃষ্ণ তাঁদের সেবা স্বীকার করে, কন্দর্পের মনোমথন করে 'মদনমোহন'-নামে সংজ্ঞিত হন। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাত্মক পঞ্চবাণের অধীশ্বর মদনের অহঙ্কার পদদলিত করে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নব কন্দর্প (ব্রজে অপ্রাকৃত নবীন মদন) রূপে গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা বিলাস করেন।

শ্লোক ১০৮

নিজ-সম সখা-সঙ্গে, গোগণ-চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার ।
যাঁর বেণু-ধ্বনি শুনি', স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী,
পুলক, কম্প, অশ্রু বহে ধার ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর সমান সখাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মহারঙ্গে অগণিত গাভীদের চারণ করতে করতে বৃন্দাবনে স্বাচ্ছন্দ্যে বিহার করেন। তিনি যখন তাঁর বাঁশী বাজান, তখন সেই বাঁশীর শব্দ শুনে স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি প্রাণী আনন্দে আতিশয্যে পুলকিত হয়, কম্পিত হয় এবং তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে।

শ্লোক ১০৯

মুক্তাহার—বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু-পিঞ্ছ ততি,
পীতাম্বর—বিজলী-সঞ্চার ।
কৃষ্ণ নব-জলধর, জগৎ-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত-ধার ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে মুক্তামালার হার শুভ্র বকশ্রেণীর মতো শোভা পায়; কৃষ্ণের শিরোদেশে ময়ূর পুচ্ছ ইন্দ্রধনুর মতো শোভা পায় এবং শ্রীকৃষ্ণের পীত বসন বিদ্যুতের

মতো। শ্রীকৃষ্ণ যেন নব মেঘ সদৃশ আর গোপীরা যেন জগতের শস্য রাশির সদৃশ। সেই শস্য নিচয়ের উপর মেঘের বারিবর্ষণের মতো কৃষ্ণ তাঁর লীলামৃত ধারা বর্ষণ করেন।

শ্লোক ১১০

মাধুর্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন ।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,
তাহা শুনি' মাতে ভক্তগণ ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য সমন্বিত। তার মধ্যে সমগ্র সৌন্দর্যের নাম মাধুর্য; তাই ষড়বিধ ভগবত্তার সার ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সেই ব্রজলীলা বর্ণনা করেছেন; এবং সেই বর্ণনা শুনে ভক্তরা ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হন।"

শ্লোক ১১১

কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতন-হাত ধরি' ।
গোপী-ভাগ্য, কৃষ্ণ-গুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরা-নাগরী ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

"মথুরা বাসিনীরা ব্রজগোপীদের অসামান্য সৌভাগ্য এবং কৃষ্ণের অলৌকিক গুণ ভাবভরে যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'কৃষ্ণরস' বর্ণনা করতে গিয়ে প্রেমপূর্ণ হয়ে সনাতনের হাত ধরে প্রেমাবেশে শ্লোক পড়লেন।

শ্লোক ১১২

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্ ।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১১২ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; তপঃ—তপশ্চর্যা; কিম্—কি; অচরন্—আচরণ করেছিলেন; যৎ—যার থেকে; অমুষ্য—এমন একজনের (শ্রীকৃষ্ণের); রূপম্—রূপ; লাবণ্য-সারম্—মাধুর্যের নির্যাস; অসম-উর্ধ্বম্—যাঁর সমান বা যাঁর থেকে মহৎ আর কেউ নেই; অনন্য-সিদ্ধম্—

যিনি অন্য অলংকারাদির দ্বারা সিদ্ধ নন (স্বতঃসিদ্ধ); দৃগ্‌ভিঃ—চক্ষুর দ্বারা; পিবন্তি—পান করেন; অনুসব-অভিনবম্—চির নবীন; দুরাপম্—দুর্লভ; একান্ত-ধাম—একমাত্র ধাম; যশসঃ—যশের; শ্রিয়ঃ—সৌন্দর্যের; ঐশ্বরস্য—ঐশ্বর্যের।

অনুবাদ

" '(মথুরার পুরনারীরা বললেন) "আহা! ব্রজগোপিকারা কি তপস্যা করেছেন! শ্রী, ঐশ্বর্য ও যশ সমূহের একান্ত আশ্রয়; দুর্লভ, স্বতঃসিদ্ধ, অসমোর্ধ সমস্ত সৌন্দর্যের সারস্বরূপ, এই শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলের অমৃত তাঁরা তাঁদের নয়নদ্বারা নিরন্তর পান করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৪৪/১৪) রঙ্গমঞ্চে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে মথুরা বাসিনীদের উক্তি।

শ্লোক ১১৩

তারুণ্যামৃত—পারাবার, তরঙ্গ—লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত ভাবোদ্‌গম ।
বংশীধ্বনি—চক্রবাত, নারীর মন—তৃণপাত,
তাহা ডুবায়, না হয় উদ্‌গম ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের দেহের সৌন্দর্য তারুণ্যরূপ অমৃতের সমুদ্রের তরঙ্গের মতো। তাতে ভাবোদ্‌গম হচ্ছে ঘূর্ণি, এবং বংশীধ্বনি হচ্ছে ঘূর্ণিবায়ু; তাতে নারীর চিত্ত তৃণপাতের মতো পড়ে গেলে আর উঠতে পারে না।

শ্লোক ১১৪

সখি হে, কোন্ তপ কৈল গোপীগণ ।
কৃষ্ণরূপ-সুমাধুরী, পিবি' পিবি' নেত্র ভরি',
শ্লাঘ্য করে জন্ম-তনু-মন ॥ ১১৪ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"হে সখি, গোপীরা কি তপস্যা করেছে যার ফলে তারা তাদের চোখ ভরে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী পান করছে? এইভাবে তাঁরা তাঁদের জন্ম, দেহ এবং মনের প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ১১৫

যে মাধুরীর ঊর্ধ্ব আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে ।

যেঁহো সর্ব-অবতারী, পরব্যোম-অধিকারী,
এ মাধুর্য নাহি নারায়ণে ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণের যে রূপমাধুরী আস্বাদন করেছিলেন তা অতুলনীয়। তার সমান বা তার থেকে শ্রেয় আর কোন মাধুরী নেই। এমনকি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অবতারে এবং পরব্যোমের অধিকারী বৈকুণ্ঠের নারায়ণের পর্যন্ত এই মাধুর্য নেই।

শ্লোক ১১৬

তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা ।
তিঁহো যে মাধুর্যলোভে, ছাড়ি' সব কামভোগে,
ব্রত করি' করিলা তপস্যা ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তার সাক্ষী সমস্ত পতিব্রতাদের উপাস্যা নারায়ণের প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবী, যিনি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করার লোভে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে, ব্রত করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

শ্লোক ১১৭

সেই ত' মাধুর্য-সার, অন্য-সিদ্ধি নাহি তার,
তিঁহো—মাধুর্যাদি-গুণখনি ।
আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাঁহা যত প্রকাশে কার্য জানি ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই কৃষ্ণ-মাধুর্য অনন্য সিদ্ধ অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ, অন্য কোন গুণাদির দ্বারা সিদ্ধ নয়। সেই কৃষ্ণমূর্তি তাঁর অন্যান্য প্রকাশে, অর্থাৎ, নারায়ণ আদি মূর্তিতে স্বীয় প্রকাশের দ্বারা যে যে কার্য হবে, তদনুরূপ ঐশ্বর্য বীর্যাদি গুণ প্রকট করেন।

শ্লোক ১১৮

গোপীভাব-দরপণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য ।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে, মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপীগণ এবং কৃষ্ণ উভয়েই পূর্ণ। গোপিকাদের ভাব ঠিক একটি দর্পণের মতো এবং তাতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে প্রতিফলিত হয়। সেই প্রতিযোগিতা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে; এবং যেহেতু উভয় পক্ষ পরাজয় স্বীকার করতে চায় না, তাই তাঁদের লীলাসমূহ নবনবায়মান হয়ে তাদের প্রাচুর্য বৃদ্ধি করে।

শ্লোক ১১৯

কর্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধি-ভক্তি, জপ, ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য দুর্লভ ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণমাধুর্য সুলভ ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কর্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধি ভক্তি, জপ, ধ্যান ইত্যাদি থেকে মাধুর্য দুর্লভ। যিনি রাগমার্গে অনুরাগ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন তাঁর পক্ষেই কেবল কৃষ্ণমাধুর্য সুলভ হয়।

শ্লোক ১২০

সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য-মাধুর্যময়,
দিব্যগুণগণ-রত্নালয় ।
আনের বৈভব-সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ—সর্ব-অংশী, সর্বাশ্রয় ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপিকাদের মধ্যে এই মাধুর্যভাবের বিনিময় গোলোক বৃন্দাবনেই সম্ভব, যা মাধুর্যে ঐশ্বর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের রূপ সমস্ত অপ্রাকৃত গুণাবলীর উৎস। তা একটি রত্ন ভাণ্ডারের মতো। নারায়ণ আদি শ্রীকৃষ্ণের যে বৈভব সত্তা, তাদের ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণেরই দেওয়া। শ্রীকৃষ্ণ সকলের অংশী এবং সকলের আশ্রয়।

শ্লোক ১২১

শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্তি, ধৈর্য, বৈশারদী মতি,
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত ।
সুশীল, মৃদু, বদান্য, কৃষ্ণ-বিনা নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

"নারায়ণে শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্তি, ধৈর্য, বৈশারদী মতিরূপ যে সমস্ত গুণাবলী রয়েছে, তা সবই শ্রীকৃষ্ণে রয়েছে, কিন্তু সুশীল, মৃদু ও বদান্য এই গুণগুলি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন প্রকাশে দেখা যায় না। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ সারা জগতে হিতসাধন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, নারায়ণের মধ্যে যে শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্তি, ধৈর্য, বৈশারদী মতিরূপ যে সমস্ত গুণগণ প্রদীপ্ত, সে সমস্ত কৃষ্ণের দ্বারা তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সৌশীল্য, মৃদুতা, বদান্যতা, কৃষ্ণ বিনা অন্য কোন প্রকাশে দেখা যায় না।

শ্লোক ১২২

কৃষ্ণ দেখি' নানা জন, কৈল নিমিষে নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ ।
সেই সব শ্লোক পড়ি', মহাপ্রভু অর্থ করি',
সুখে মাধুর্য করে আস্বাদন ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণকে দেখে, নানাজন কিভাবে তাদের পলক পড়াকে নিন্দা করেছিলেন; বিশেষ করে বৃন্দাবনের গোপীরা কিভাবে সেজন্য বিধির নিন্দা করেছিলেন, সেই সমস্ত শ্লোক পড়ে, তার অর্থ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহাসুখে মাধুর্য আস্বাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১২৩

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্ ।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥ ১২৩ ॥

যস্য—শ্রীকৃষ্ণের; আননম্—মুখ; মকর-কুণ্ডল—মকর কুণ্ডল; চারু—সুন্দর; কর্ণ—কান; ভ্রাজৎ—শোভিত; কপোল—কপোল; সুভগম্—কমনীয়; স-বিলাস-হাসম্—আনন্দোজ্জ্বল হাস্য; নিত্য-উৎসবম্—চিরস্থায়ী আনন্দোৎসব; ন—না; ততৃপুঃ—তৃপ্ত; দৃশিভিঃ—চক্ষুর দ্বারা; পিবন্ত্যঃ—পান করে; নার্যঃ—নারীগণ; নরাঃ—পুরুষগণ; চ—এবং; মুদিতাঃ—অত্যন্ত আনন্দিত; কুপিতাঃ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; নিমেঃ—চক্ষুর নিমেষের প্রতি; চ—ও।

অনুবাদ

" 'যার (কৃষ্ণের) মুখচন্দ্র, মকরকুণ্ডল শোভিত কর্ণ, শোভমান কপোল, সৌন্দর্য, সবিলাস হাস্য—এই সমস্ত নিত্যোৎসব চক্ষুর দ্বারা পান করে নরনারীগণ আনন্দিত হতেন এবং তাঁদের দর্শনের বাধার সৃষ্টিকারী চক্ষুর নিমেষের প্রতি কুপিত হতেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৯/২৪/৬৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১২৪

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।

কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥ ১২৪ ॥

অটতি—গমন করে; যৎ—যখন; ভবান্—তোমার ভগবত্তা; অহ্নি—দিনের বেলা; কাননম্—বনে; ত্রুটিঃ—অর্ধ নিমেষ; যুগায়তে—এক যুগের মতো; ত্বাম্—তুমি; অপশ্যতাম্—যারা দেখতে পায় না তাদের; কুটিল কুন্তলম্—কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট; শ্রী-মুখম্—সুন্দর মুখমণ্ডল; চ—এবং; তে—তোমার; জড়ঃ—মূঢ়; উদীক্ষতাম্—অবলোকন করে; পক্ষ্ম-কৃৎ—দর্শনেন্দ্রিয়ের স্রষ্টা; দৃশাম্—নয়নের।

অনুবাদ

" 'হে কৃষ্ণ, দিনের বেলা তুমি যখন বনে গমন কর, তখন কুঞ্চিত কেশদাম শোভিত তোমার সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শনে বঞ্চিত হওয়ার অর্ধ নিমেষকে এক যুগ বলে মনে হয়, এবং তখন আমরা চোখের পলক সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মাকে মূঢ় বলে নিন্দা করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৩১/১৫) গোপীদের উক্তি।

শ্লোক ১২৫

কামগায়ত্রী-মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্ধ-চব্বিশ অক্ষর তার হয় ।
সে অক্ষর 'চন্দ্র' হয়, কৃষ্ণে করি' উদয়,
ত্রিজগৎ কৈলা কামময় ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"কামগায়ত্রী মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। কাম বীজকে অর্ধ অক্ষর ধরে তাতে সাড়ে চব্বিশ অক্ষর হয়। সেই অক্ষরগুলি চন্দ্ররূপে শ্রীকৃষ্ণে উদিত হয়ে ত্রিজগতকে কামময় করেছে।

শ্লোক ১২৬

সখি হে, কৃষ্ণমুখ—দ্বিজরাজ-রাজ ।
কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে, বসি' রাজ্য-শাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥ ১২৬ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"হে সখি, শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র রাজা হয়ে কৃষ্ণ-শরীররূপ সিংহাসনে বসে চন্দ্রের সমাজ নিয়ে মাধুর্য রাজ্য শাসন করছেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল চন্দ্রের রাজা, তার বামগণ্ড চন্দ্র, দক্ষিণ গণ্ড চন্দ্র, চন্দন বিন্দু চন্দ্র, করনখ চন্দ্র, পদনখ চন্দ্র, এবং ললাটের অর্ধ চন্দ্র। এইভাবে চন্দ্রের সমাজ নিয়ে কৃষ্ণমুখচন্দ্র রাজা হয়ে কৃষ্ণদেহরূপ সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছেন।

শ্লোক ১২৭

দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি' মণিসুদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি ।
ললাটে অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু,
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"মনের উজ্জ্বল লোকে পরাভবকারী শ্রীকৃষ্ণের সুচিক্কণ দুটি গাল দুটি পূর্ণচন্দ্র। ললাটে অষ্টমীর অর্ধচন্দ্র এবং তাতে চন্দন বিন্দু, সেও একটি পূর্ণচন্দ্র।

শ্লোক ১২৮

করনখ-চান্দের হাট, বংশী-উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান ।
পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর হাতের নখগুলি যেন চাঁদের হাট, এবং সেগুলি তার বাঁশীর উপর মুরলীর গীতির ছন্দে নৃত্য করে। তাঁর পদনখগুলিও চন্দ্রগণের মতো এবং তাঁরা নূপুরের ধ্বনির গানে নীচে নৃত্য করে।

শ্লোক ১২৯

নাচে মকর-কুণ্ডল, নেত্র—লীলা-কমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায় ।
ভ্রূ—ধনু, নেত্র—বাণ, ধনুর্গুণ—দুই কাণ,
নারীমন-লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণমুখচন্দ্র—বিলাসী রাজা; সেই মুখচন্দ্র মকর কুণ্ডল ও নেত্রপদ্মকে সর্বদা নৃত্য করান। ভ্রূ—ধনুসদৃশ, নেত্র—তার বাণ; কর্ণদ্বয়—ধনুকের গুণ; আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষুর দ্বারা কৃষ্ণ গোপনারীদের মনরূপ লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করে।

শ্লোক ১৩০

এই চান্দের বড় নাট, পসারি' চান্দের হাট,
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত ।
কাহোঁ স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাঁহারে অধরামৃতে,
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"এই মুখচন্দ্রের নাট্য সকলকেই অতিক্রম করে এবং চাঁদের হাট বিস্তার পূর্বক নিজামৃত বিনামূল্যে বিতরণ করে। কোন ক্রেতাকে অধরামৃত দ্বারা এবং অন্যান্য সকলকে অন্য প্রকারে আপ্যায়িত করেন।

শ্লোক ১৩১

বিপুলায়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন ।
লাবণ্যকেলি-সদন, জন-নেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের নেত্রদ্বয় অরুণবর্ণ এবং বিপুলায়ত। তারা দু'জন কন্দর্পের গর্ব খর্বকারী দুই মন্ত্রী। গোবিন্দের সেই সুখময় বদন সমস্ত লাবণ্যের খেলাঘর এবং তা সকলের নেত্রের আনন্দদায়ক।

শ্লোক ১৩২

যাঁর পুণ্যপুঞ্জফলে, সে-মুখ-দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পানে?
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে—মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তিজনিত সুকৃতির ফলে কারো ভাগ্যে যদি সেই মুখ দর্শন মেলে তাহলে তার দু'টি চোখ কতটুকু এই অমৃত-সমুদ্র পান করতে পারে? তার পান করার তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে সেই অমৃত পান করার অক্ষমতার ফলে তার মনে তখন ক্ষোভ হয় এবং দুঃখ করে তিনি তখন বিধির নিন্দা করেন।

শ্লোক ১৩৩

না দিলেক লক্ষ-কোটি, সবে দিলা আঁখি দুটি,
তাতে দিলা নিমিষ-আচ্ছাদন ।
বিধি—জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"অতৃপ্ত দ্রষ্টা তখন খেদসহকারে বলেন যে, আমার লক্ষ-কোটি চক্ষু নেই, কেবলমাত্র দু'টি আছে, তাও আবার পাতা দিয়ে ঢাকা, মাঝে মাঝে যখন স্বল্পক্ষণের জন্য পলক পড়ে, তখন আবার কৃষ্ণ দর্শনে ব্যাঘাত হয়। তাই এই শরীরের নির্মাণকর্তা বিধি—নিতান্ত নির্বোধ, এবং কৃষ্ণসেবা ছেড়ে উচ্চ তপস্যারত হওয়ায় তিনি আদৌ 'রসজ্ঞ' নন, সৃষ্টি আদি সূক্ষ্ম কার্যকারক মাত্র,—কোথায় কিভাবে বিধান করা উচিত সেই সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

শ্লোক ১৩৪

যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বি-নয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার ।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'গোপিকা বললেন, 'কৃষ্ণের মুখচন্দ্র যে দর্শন করবে, তাকে কেবল তিনি দু'টি আঁখি দিলেন, বিধি হয়ে তিনি এরকম অবিচার করলেন? তিনি যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করে তাকে কোটি আঁখি দিতেন, তাহলেই বুঝতাম যে তিনি সৃষ্টিকার্যের যোগ্য।

শ্লোক ১৩৫

কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য—সিন্ধু, সুমধুর মুখ—ইন্দু,
অতি-মধু স্মিত—সুকিরণে ।
এ-তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত-চালনে ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ মাধুর্যের সিন্ধু সদৃশ, তাঁর সুমধুর মুখ চন্দ্র সদৃশ, এবং তাঁর স্মিত হাস্য

মধুর থেকে মধুর উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণের মতো। এই তিনের সঙ্গে মনের সংযোগ হওয়ায়, তা আস্বাদন করার লোভে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হস্তচালন করে একটি শ্লোক পড়তে লাগলেন।

শ্লোক ১৩৬

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ১৩৬ ॥

মধুরম্—মধুর; মধুরম্—মধুর; বপুঃ—অপ্রাকৃত অঙ্গ; অস্য—তাঁর; বিভোঃ—ভগবানের; মধুরম্—মধুর; মধুরম্—মধুর; বদনম্—মুখ; মধুরম্—অধিকতর মধুর; মধু-গন্ধি—মধুর সুগন্ধযুক্ত; মৃদু-স্মিতম্—মৃদুহাস্য; এতৎ—এই; অহো—আহা; মধুরম্—মধুর; মধুরম্—মধুর; মধুরম্—মধুর; মধুরম্—অধিকতর মধুর।

অনুবাদ

" 'এই কৃষ্ণের বপু মধুর, তাঁর বদন তাঁর থেকেও অধিক মধুর, এবং তাঁর মধুগন্ধি হাস্য আরও মধুর; আহা! তার সবকিছুই মধুর।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত *কৃষ্ণকর্ণামৃত* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩৭

সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য—অমৃতের সিন্ধু ।
মোর মন—সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দৈব, বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু ॥ ১৩৭ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"হে সনাতন, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য অমৃতের সমুদ্রের মতো। আমার মন সন্নিপাতি রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাই সমগ্র সমুদ্রটি পান করতে চায়, কিন্তু বৈদ্য আমাকে তার এক বিন্দুও পান করতে দেয় না। এইটি আমার দুর্দৈব।

তাৎপর্য

কফ, পিত্ত এবং বায়ু শরীরের এই তিনটি ধাতুতে দোষ জন্মালে তাকে 'সন্নিপাত' বলে। কৃষ্ণের অঙ্গ মাধুর্য, মুখ মাধুর্য ও হাস্য মাধুর্য এই তিনের আঘাতে পীড়িত ব্রজগোপিকার মন-পীড়াকে সন্নিপাত রোগের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাদের মন সেই সেই সৌন্দর্য রস সমুদ্রের প্রতি পিপাসু হয়ে ধাবিত হচ্ছে। সাধারণ সন্নিপাত রোগের বৈদ্য যেমন রোগীকে একবিন্দুও জল পান করতে দেয় না, তেমনই এই রোগের বৈদ্য, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সৌন্দর্যামৃত সমুদ্রের একবিন্দুও তাদের পান করতে দিচ্ছেন না। এই দুঃখে অত্যন্ত কাতরতা অনুভব করছেন।

শ্লোক ১৩৮-১৩৯

কৃষ্ণাঙ্গ—লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে সেই মুখ সুধাকর ।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্না-ভর ॥ ১৩৮ ॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর ।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিক্, ব্যাপে যার পূর ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ মধুর থেকে সুমধুর লাবণ্যপূর, তাতে তাঁর মুখচন্দ্র তাঁর থেকেও মধুর, আর সেই মুখ চন্দ্রের জ্যোৎস্নারূপ স্মিত-হাস্য আরও অধিক মধুর। তার এক কণা ত্রিভুবনকে প্লাবিত করে। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দশদিকে ব্যাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের মন্দহাস্য গোপিকাদের আনন্দদায়িনী চাঁদের পূর্ণ আলোক।

শ্লোক ১৪০

স্মিত-কিরণ-সুকর্পূরে, পৈশে অধর-মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে ।
বংশীছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর স্মিত হাস্যের কিরণ কর্পূরের মতো মধুর অধরে প্রবেশ করে, এবং সেই মধু ত্রিভুবনকে মাতায়। বংশীর ছিদ্র থেকে নিঃসৃত সেই অধরামৃতের গুণ শব্দে প্রবেশ করে ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়।

শ্লোক ১৪১

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈশে জগতের কাণে ।
সবা মাতোয়াল করি', বলাৎকারে আনে ধরি,'
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের সেই বংশীধ্বনি চতুর্দিকে ধাবিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যদিও এই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর বাঁশী বাজান, তবুও তাঁর বাঁশীর শব্দ ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করে। সবলে তা সমস্ত জগদ্বাসীর কানে প্রবেশ করে। সকলকে উন্মত্ত করে তা জোর করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ধরে নিয়ে আসে, বিশেষ করে ব্রজযুবতীদের।

শ্লোক ১৪২

ধ্বনি—বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি-কোল হৈতে টানি' আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই বংশীধ্বনি বড় উদ্ধত, তা পতিব্রতাদের ব্রত ভঙ্গ করে তাদের পতিদের কোল থেকে টেনে আনে। তা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীদেরও আকর্ষণ করে, সুতরাং গোপীদের আর কি কথা।

শ্লোক ১৪৩

নীবি খসায় পতি-আগে, গৃহধর্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি' আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম, লজ্জা, ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই বংশীধ্বনি পতিদের সামনে সতীদের নীবিবন্ধ খসায়, তাদের গৃহধর্ম ত্যাগ করায় এবং জোর করে তাদের শ্রীকৃষ্ণের কাছে ধরে আনে। এই বংশীধ্বনি শ্রবণে নারীধর্ম, লোকধর্ম, লজ্জা, ভয় আদি সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হয়। এইভাবে সেই বংশীধ্বনি রমণীদের নাচায়।

শ্লোক ১৪৪

কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাঁহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বলিতে বোলয় আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই বংশীধ্বনি গোপিকাদের কানের ভিতর বাসা করে সর্বদা সেখানে বিরাজ করে এবং অন্য কোন শব্দ প্রবেশ করতে দেয় না। কান তখন আর কথা শুনতে পায় না এবং এক কথা বলতে আর এক কথা বলায়। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর এমনই আচরণ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি সর্বক্ষণ গোপীদের কানে লেগে থাকে। তাই তাঁরা আর অন্য কিছু শুনতে পান না। তাই আর অন্য কোন শব্দ তাঁদের কর্ণে প্রবেশ করে না। তাঁদের মন সর্বক্ষণ কৃষ্ণের বংশী ধ্বনিতে মগ্ন থাকায় আর অন্য কোন বিষয়ে বিচলিত হয় না। যে ভক্ত একবার শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করেছেন, তিনি আর অন্য কোন বিষয়ে স্মরণ করতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র'। নিষ্ঠাবান ভগবদ্ভক্ত, যিনি এই অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি তাঁর প্রতি এতই আসক্ত হন যে মহা আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ-বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আর তিনি মনোনিবেশ করতে পারেন না।

শ্লোক ১৪৫

পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহিলুঁ আনে,
কৃষ্ণ-কৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্ত-ভ্রম করি', নিজৈশ্বর্য-মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

বাহ্য চেতনা লাভ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বললেন, "আমি এক কথা বলতে আর এক কথা বলে ফেললাম। তোমার উপরে শ্রীকৃষ্ণের অশেষ কৃপা। আমার চিত্তকে বিভ্রান্ত করে তিনি তাঁর ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য আমার মুখ দিয়ে তোমাকে শোনালেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে বলছেন যে তিনি উন্মত্তের মত কথা বলছিলেন, যা বাহ্য চেতনা সমন্বিত মানুষদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ, চরিত্র এবং বংশীর এই বর্ণনা বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে পাগলের প্রলাপের মতো মনে হবে। সনাতন গোস্বামীর প্রতি বিশেষ কৃপা করে শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন, সেকথা সত্যি। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, 'আমি একবিষয় বলতে অন্যবিষয় বলেছি; শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে আমার চিত্তভ্রম জন্মিয়ে তাঁর নিজের ঐশ্বর্য মাধুরী তোমাকে শোনালেন।

শ্লোক ১৪৬

আমি ত' বাউল, আন কহিতে আন কহি ।
কৃষ্ণের মাধুর্যামৃতস্রোতে যাই বহি' ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি ত পাগল, এককথা বলতে অন্য কথা বলে ফেলি, কেননা আমি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যামৃত স্রোতে ভেসে যাচ্ছি।"

শ্লোক ১৪৭

তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক মৌন করি' রহে ।
মনে এক করি' পুনঃ সনাতনে কহে ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিছুক্ষণ মৌন অবলম্বন করেন। অবশেষে মনের উদ্‌যোগী করে, পুনরায় সনাতন গোস্বামীকে বললেন।

শ্লোক ১৪৮

কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে ।
ইহা যেই শুনে, সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে যিনি কৃষ্ণের মাধুরী শ্রবণ করেন, তিনি ভগবৎ-প্রেমের আনন্দ প্রবাহে ভেসে যান।

শ্লোক ১৪৯

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য্য' নামক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার একবিংশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অভিধেয় তত্ত্ব

এই দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তির পন্থা বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি জীবতত্ত্ব এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি জ্ঞান, যোগ আদির অকর্মণ্যতা, সর্ব জীবের ভক্তি বিষয়ক কর্তব্যতা ব্যাখ্যা করেছেন এবং জ্ঞানীদের মুক্তাভিমান যে বৃথা, তাও দেখিয়েছেন। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কাম পরিত্যাগ করে শুদ্ধভক্তিযোগে অভীষ্ট লাভ হয় এবং সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। যদিও কোন ব্যক্তির ভজনকালে সেই সমস্ত কাম অজ্ঞতাবশত কিছু অনুস্যূত থাকে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ তা দূর করে তাকে শুদ্ধ ভক্তি দান করেন। মহৎ কৃপা ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না। এইজন্য সাধুসঙ্গ অবশ্যই কর্তব্য। শ্রদ্ধাই অনন্য ভক্তির অধিকার দেয়।

এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনন্যভক্তদের প্রকার ভেদ এবং বৈষ্ণবদের স্বভাব সমূহ বর্ণনা করলেন। ভগবদ্ভক্তের সবচাইতে বড় শত্রু ভোগবাসনা নিয়ে স্ত্রীসঙ্গ করা। অভক্ত সঙ্গও অসৎ সঙ্গ, কেননা তা ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করার পথের এক মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। স্ত্রীসঙ্গ এবং অভক্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া উচিত।

এই পরিচ্ছেদে শরণাগতির ছয়টি লক্ষণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধনভক্তি—বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। বৈধী ভক্তির চৌষট্টিটি অঙ্গই প্রধান; তার মধ্যে শেষ পঞ্চাঙ্গ অত্যন্ত বলবান। ভক্তির এক অঙ্গ বা বহু অঙ্গ সাধনেও ফল হয়। জ্ঞান-বৈরাগ্য-যোগ আদি কখনও ভক্তির অঙ্গ নয়। অহিংসা, যম, নিয়মাদির জন্য কোন পৃথক চেষ্টা করতে হয় না; তারা ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। রাগানুগা ভক্তি—রাগাত্মিকা ভক্তিরই অনুগামিনী। ব্রজবাসীদের রাগাত্মিকা ভক্তিই মুখ্য। রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণ বলে মহাপ্রভু তারপর রাগানুরাগ ভক্তির সাধন লক্ষণ বললেন।

শ্লোক ১

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্ ।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥ ১ ॥

বন্দে—বন্দনা করি; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবম্—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে; তম্—তাঁকে; করুণা-অর্ণবম্—যিনি একটি করুণার সমুদ্রের মতো; কলৌ—এই কলিযুগে; অপি—এমন কি; অতি—অত্যন্ত; গূঢ়—গোপনীয়; ইয়ম্—এই; ভক্তিঃ—ভগবদ্ভক্তি; যেন—যাঁর দ্বারা; প্রকাশিতা—প্রকাশিত।

অনুবাদ

যাঁর দ্বারা কলিকালেও অতিগূঢ় ভক্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেই করুণার্ণব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

এইত কহিলুঁ সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার ।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে, কৃষ্ণ—এক সার ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আমি এতক্ষণ সম্বন্ধ তত্ত্বের বিচার করলাম। বৈদিক শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কার্যকলাপের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু।

শ্লোক ৪

এবে কহি, শুন, অভিধেয়-লক্ষণ ।
যাহা হৈতে পাই—কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন আমি অভিধেয় লক্ষণ বর্ণনা করছি, যা থেকে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় এবং কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহাসম্পদ লাভ হয়।

শ্লোক ৫

কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয়, সর্বশাস্ত্রে কয় ।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষের সমস্ত কার্যকলাপের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। সমস্ত মুনি-ঋষিরাও এই তত্ত্ব নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ৬

শ্রুতির্মাতা-পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী ।

পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥ ৬ ॥

শ্রুতিঃ—বৈদিক জ্ঞান; **মাতা**—সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণ মাতার মতো; **পৃষ্টা**—যখন প্রশ্ন করা হয়; **দিশতি**—ঈঙ্গিত করেন; **ভবৎ**—আপনার; **আরাধন**—আরাধনা; **বিধিম্**—পন্থা; **যথা**—যেমন; **মাতুঃবাণী**—মায়ের উপদেশ; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি শাস্ত্র, যা বৈদিক শাস্ত্র সমূহের বিশ্লেষণ করে; **অপি**—ও; **তথা**—তেমনই; **বক্তি**—প্রকাশ করে; **ভগিনী**—ভগিনীর মতো; **পুরাণ-আদ্যাঃ**—পুরাণাদি শাস্ত্র; **যে**—যা; **বা**—অথবা; **সহজ-নিবহাঃ**—ভায়েদের মতো; **তে**—তারা; **তৎ**—মায়ের; **অনুগাঃ**—অনুগামীগণ; **অতঃ**—অতএব; **সত্যম্**—সত্য; **জ্ঞাতম্**—জানা হয়; **মুর-হর**—মুরহন্তা; **ভবান্**—আপনার; **এব**—একমাত্র; **শরণম্**—আশ্রয়।

অনুবাদ

" 'মাতৃ স্বরূপ শ্রুতিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আপনার আরাধনার বিধি উপদেশ করেন। ভগিনী স্বরূপ স্মৃতিও সেই উপদেশই দান করেন; ভ্রাতা স্বরূপ পুরাণাদিও শ্রুতিমাতার অনুগত হয়ে সেই কথাই বলছেন। অতএব হে মুরহর! আপনি যে একমাত্র শরণ, আমি সত্যরূপে জানতে পারলাম।'

তাৎপর্য

এইটি *বেদে* মহর্ষিদের বাক্য।

শ্লোক ৭

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ।
'স্বরূপ-শক্তি'রূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান। যদিও তিনি এক, তথাপি তাঁর লীলাবিলাসের জন্য তাঁর স্বরূপ শক্তিতে তিনি বহুরূপে প্রকাশিত হন।

তাৎপর্য

ভগবানের অনন্ত শক্তি, এবং তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি থেকে অভিন্ন। শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ মতে, তারা অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত শক্তির উৎসরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি জড়া-প্রকৃতি থেকেও অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি বা চিচ্ছক্তি রয়েছে যা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত। তাঁর স্বরূপ শক্তি মায়া শক্তি থেকে ভিন্ন। তাঁর স্বরূপ শক্তি এবং স্বরূপ শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নভাবে অবস্থিত।

শ্লোক ৮

স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হঞা বিস্তার ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। তাদের কেউ তার স্বাংশ বিস্তার, এবং কেউ তার বিভিন্নাংশ বিস্তার। এইভাবে তিনি অনন্ত বৈকুণ্ঠে এবং ব্রহ্মাণ্ডে লীলাবিলাস করেন। চিদাকাশে ভগবদ্ধামকে বলা হয় বৈকুণ্ঠ এবং জড় আকাশে ব্রহ্মা কর্তৃক বিশাল গোলোককে বলা হয় ব্রহ্মাণ্ড।

শ্লোক ৯

স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর স্বাংশ বিস্তার হচ্ছেন চতুর্ব্যূহ ও অবতারগণ, এবং তাঁর বিভিন্নাংশ হচ্ছে জীব। জীব যদিও শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার, কিন্তু তবুও তাদের শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপে গণনা করা হয়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বিস্তারদের বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব এবং বিভিন্নাংশ বিস্তারদের বলা হয় জীবতত্ত্ব। জীব যদিও পরমেশ্বরের বিভিন্ন অংশ, তবুও তাদের ভগবানের শক্তিরূপেই গণনা করা হয়। সেকথা বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) বলা হয়েছে—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"হে অর্জুন, এই নিকৃষ্ট প্রকৃতির ঊর্ধ্বে আমার একটি উৎকৃষ্ট প্রকৃতি রয়েছে। জীবেরা সেই উৎকৃষ্ট প্রকৃতি সম্ভূত। তারা এই জড় জগতকে ধারণ করছে।"

জীব যদিও শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু তবুও তারা প্রকৃতি, পুরুষ নয়। প্রকৃতি (জীব) কখনও কখনও পুরুষের কার্যকলাপের অনুকরণ করার চেষ্টা করে। জীব তার অজ্ঞানতাবশত ভগবান সাজতে গিয়ে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এইভাবে তারা মোহাচ্ছন্ন হয়। জীব কখনও বিষ্ণুতত্ত্ব বা পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। তাই কোন জীবের ভগবান হওয়ার দাবী করা নিতান্তই হাস্যকর। মহাত্মারা কখনও এই ধরনের দাবী বরদাস্ত করেন না। মূর্খ জনসাধারণদের প্রতারণা করার জন্য প্রবঞ্চকেরা এই ধরনের দাবী করে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সেই সমস্ত কপট অবতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই সমস্ত প্রবঞ্চক পাষণ্ডীরা ভগবান সেজে সারা পৃথিবীর ভগবৎ চেতনা ধ্বংস করছে। যে সমস্ত পাষণ্ডী আজ সারা পৃথিবীকে বিভ্রান্ত করছে তাদের মুখোশ খুলে দিতে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিটি সদস্যের অত্যন্ত সচেতন থাকা উচিত। পৌণ্ড্রক নামক এইরকম এক পাষণ্ডী শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে নিজেকে

ভগবান বলে ঘোষণা করে, এবং শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাকে সংহার করেন। কৃষ্ণের সেবকেরা অবশ্য এই ধরনের ভণ্ড ভগবানদের হত্যা করতে পারে না। কিন্তু তাদের অন্তত শাস্ত্র প্রমাণের মাধ্যমে, পরম্পরার ধারায় লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে পরাস্ত করা উচিত।

শ্লোক ১০

সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার ।
এক—'নিত্যমুক্ত,' এক—'নিত্য-সংসার' ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের বিভিন্নাংশ জীব দুই প্রকার—নিত্য মুক্ত এবং নিত্য বদ্ধ।

শ্লোক ১১

'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

"যাঁরা নিত্য মুক্ত তাঁরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি উন্মুখ। তাঁদের বলা হয় 'কৃষ্ণ-পারিষদ', এবং তাঁরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবা সুখ আস্বাদন করেন।

শ্লোক ১২

'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্মুখ ।
'নিত্যসংসার', ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

"আর যে সমস্ত জীব নিত্যবদ্ধ, তারা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের থেকে বহির্মুখ। তারা চিরকাল সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ এবং তারা নিরন্তর নরকাদি দুঃখ ভোগ করে।

শ্লোক ১৩

সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে ।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হওয়ার ফলে মায়া পিশাচী বদ্ধ জীবদের দণ্ডদান করে, এবং আধ্যাত্মিক আদি ত্রিতাপ দুঃখ প্রদান করে।

শ্লোক ১৪-১৫

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায় ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায় ॥ ১৪ ॥

তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায় ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"কাম-ক্রোধের দাস হয়ে বদ্ধ জীবেরা তার লাথি খায়। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে করতে যদি সে সৌভাগ্যক্রমে কোন সাধুরূপ বৈদ্যকে পায়, তাহলে তাঁর উপদিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করার ফলে সেই পিশাচী পালায়। সেই মন্ত্রের আশ্রয় অবলম্বন করার ফলে সে কৃষ্ণভক্তি লাভ করে এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* আট থেকে পনের শ্লোকের বিশ্লেষণ করেছেন। ভগবান চতুর্ব্যূহরূপে এবং অবতাররূপে সর্বত্র নিজেকে বিস্তার করেছেন। স্বাংশ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের স্ব-স্বরূপত্ব সর্বত্র লক্ষিত হয়। জীব তাঁর বিভিন্নাংশ রূপ। জীবও কৃষ্ণের শক্তির মধ্যে পরিগণিত। জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। নিত্যবদ্ধ জীবেরা সর্বদা বহিরঙ্গা মায়া শক্তির দ্বারা কবলিত। সে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বর্ণিত হয়েছে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।

"ত্রিগুণাত্মিকা এই দৈবী মায়া আমার এবং এই মায়াশক্তিকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন।"

নিত্যমুক্ত জীবেরা কখনই মায়া-সম্বন্ধ আস্বাদন করেননি। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় ধামে শ্রীকৃষ্ণের চরণোন্মুখ থেকে 'কৃষ্ণপারিষদ' নামে পরিচিত এবং কৃষ্ণসেবোন্মুখই তাঁদের ভোগ। নিত্যবদ্ধ জীবেরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে নিত্য বহির্মুখ হয়ে সংসারে স্বর্গ-নরকাদি সুখ-দুঃখ ভোগ করে; কৃষ্ণ-বহির্মুখতা দোষের জন্য মায়া পিশাচী তাদের স্থূল ও লিঙ্গ আবরণে বদ্ধ করে দণ্ড প্রদান করে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আদি তাপত্রয় তাদের জর্জরিত করে। তারা কাম, ক্রোধ আদি ষড়রিপুর বশীভূত হয়ে মায়া পিশাচীর লাথি খেতে থাকে,—এইটিই জীবের রোগ। সংসারে *উপর্যধঃ* ভ্রমণ করতে করতে যদি কখনও সাধু-বৈদ্য লাভ করে, তবে তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে মায়া-পিশাচী পালায় এবং জীবও কৃষ্ণভক্তি লাভ করে কৃষ্ণের কাছে ফিরে যায়।

শ্লোক ১৬

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥ ১৬ ॥

কাম-আদীনাম্—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য; **কতি**—কত; **ন**—না; **কতিধা**—কত প্রকারে; **পালিতাঃ**—পালন করে; **দুর্নিদেশাঃ**—দুষ্ট আদেশ; **তেষাম্**—তাদের; **জাতা**—উৎপন্ন হয়ে; **ময়ি**—আমাকে; **ন**—না; **করুণা**—কৃপা; **ন**—না; **ত্রপা**—লজ্জা; **ন**—না; **উপশান্তিঃ**—বিরত হওয়ার ইচ্ছা; **উৎসৃজ্য**—ত্যাগ করে; **এতান্**—এরা সকলে; **অথ**—অনন্তর; **যদু-পতে**—হে যদুকুল শ্রেষ্ঠ; **সাম্প্রতম্**—ইদানীং; **লব্ধ-বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধিলাভ করে; **ত্বাম্**—আপনি; **আয়াতঃ**—প্রাপ্ত; **শরণম্**—শরণ; **অভয়ম্**—অভয়; **মাম্**—আমাকে; **নিযুঙ্ক্ষ্ব**—নিয়োগ কর; **আত্ম-দাস্যে**—তোমার দাসত্বে।

অনুবাদ

" 'হে ভগবান, কাম, ক্রোধ আদির কত প্রকার দুষ্ট আদেশই আমি পালন করেছি, তথাপি আমার প্রতি তাদের করুণা হয়নি এবং আমার লজ্জারও উপশম হল না। হে যদুপতে, আপাতত আমি তাদের পরিত্যাগ করে সদ্বুদ্ধি লাভ করে তোমার অভয় চরণে শরণাগত হলাম, তুমি এখন আমাকে তোমার দাসত্বে নিযুক্ত কর।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু* (৩/২/৩৫) থেকে উদ্ধৃত। আমরা যখন 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করি তখন আমরা বলি—"হরে! হে ভগবানের শক্তি! হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ!" এইভাবে ভগবান এবং চিন্ময় শক্তি—রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম বা লক্ষ্মীনারায়ণকে সম্বোধন করি। ভক্তেরা সর্বদা ভগবান এবং তার অন্তরঙ্গা শক্তির কাছে এইভাবে প্রার্থনা করেন যাতে তিনি তাঁদের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারেন। বদ্ধ জীব যখন চিন্ময় স্বরূপ লাভ করে সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হন, তখন তিনি ভগবানের সেবায় নিরন্তর যুক্ত হতে চেষ্টা করেন। সেইটিই হচ্ছে জীবের যথার্থ স্বরূপ।

শ্লোক ১৭

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান ।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবদ্ভক্তি জীবের মুখ্য বৃত্তি। কর্ম, জ্ঞান, যোগ আদি মুক্তির বিভিন্ন পন্থা রয়েছে, কিন্তু তারা সকলেই ভক্তির উপর নির্ভরশীল।

শ্লোক ১৮

এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল ।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত পন্থার সাধনের বল অত্যন্ত তুচ্ছ, কৃষ্ণভক্তি বিনা তারা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করতে পারে না।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে অনেক জায়গায় কর্মকে, অনেক জায়গায় যোগকে, এবং অনেক জায়গায় জ্ঞানকে 'অভিধেয়' বলে নির্দেশ করা হয়েছে; তথাপি সর্বত্র ভক্তিকে সর্ব প্রধান 'নিত্য অভিধেয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ যদিও কর্ম, জ্ঞান ও যোগ ইত্যাদি পন্থার প্রতি আসক্ত, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত এই সমস্ত পন্থা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করতে পারে না। অর্থাৎ, কৃষ্ণভক্তির ফলেই কেবল পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৬) বলা হয়েছে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ ভগবদ্ভক্তি দান করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করাই জীবনের পরম কর্তব্য এবং ভগবদ্ভক্তির প্রতি আসক্তির মাত্রা অনুসারে জীব জড়-জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। ধ্রুব মহারাজ ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করার জন্য অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলন করেছিলেন কিন্তু ভগবদ্ভক্তির প্রতি আসক্ত হওয়ার পর তিনি কর্ম, জ্ঞান এবং যোগের নিরর্থকতা উপলব্ধি করতে পারেন।

শ্লোক ১৯

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ ।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ১৯ ॥

নৈষ্কর্ম্যম্—ফলভোগ রাহিত্য; **অপি**—যদিও; **অচ্যুত-ভাব**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি; **বর্জিতম্**—বর্জিত; **ন**—না; **শোভতে**—শোভা পায়; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **অলম্**—অত্যন্ত; **নিরঞ্জনম্**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **কুতঃ**—কিভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **শশ্বৎ**—সর্বদা (সাধন কালে এবং প্রাপ্তিকালে); **অভদ্রম্**—অমঙ্গলজনক; **ঈশ্বরে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ন**—না; **চ**—ও; **অর্পিতম্**—নিবেদিত; **কর্ম**—কর্ম; **যৎ**—যা; **অপি**—যদিও; **অকারণম্**—অকারণ।

অনুবাদ

" 'নৈষ্কর্মরূপ নির্মল জ্ঞানই যখন ভগবদ্ভক্তি বর্জিত হলে শোভা পায় না, তখন জড় কলুষযুক্ত কর্ম, নিষ্কাম হলেও যদি তা ভগবানে অর্পিত না হয় তাহলে তা কিভাবে শোভা পাবে?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/৫/১২) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীল ব্যাসদেব বহু তপস্যা অনুষ্ঠান

ও সর্বশাস্ত্র প্রণয়ন করা সত্ত্বেও আত্মপ্রসাদ লাভে বঞ্চিত হয়ে অপ্রসন্ন চিত্তে মনে মনে নানা তর্ক-বিতর্ক ও অনুতাপ করছিলেন। তখন অন্তর্যামী গুরুদেব শ্রীনারদ মুনি সেখানে এসে উপস্থিত হন, এবং তাঁকে বলেন পরমেশ্বর ভগবানের নির্মল কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমেই কেবল তিনি যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করতে পারবেন। এইভাবে নারদমুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করে উপাসনা কাণ্ডের প্রাধান্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তখন শ্রীল ব্যাসদেব *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করতে শুরু করেন।

শ্লোক ২০

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ২০ ॥

তপস্বিনঃ—তপস্বিগণ; **দান-পরাঃ**—দাতাগণ; **যশস্বিনঃ**—যশস্বিগণ; **মনস্বিনঃ**—মনস্বিগণ; **মন্ত্র-বিদঃ**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শী ব্যক্তিগণ; **সু-মঙ্গলাঃ**—সদাচারী ব্যক্তিগণ; **ক্ষেমম্**—কল্যাণ; **ন**—কখনই নয়; **বিন্দন্তি**—লাভ করে; **বিনা**—ব্যতীত; **যদ্-অর্পণম্**—যাঁকে (পরমেশ্বর ভগবানকে) অর্পণ করা; **তস্মৈ**—সেই পরমেশ্বর ভগবানকে; **সু-ভদ্র-শ্রবসে**—যার মহিমা অত্যন্ত মঙ্গলময়; **নমঃ নমঃ**—আমি তাঁকে পুনঃ পুনঃ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

" 'তপস্বিগণ, দানপর ব্যক্তিগণ, যশস্বিগণ, মনস্বিগণ ও বেদমন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, তাঁদের সেই সেই কর্ম সুমঙ্গল হলেও যাঁকে অর্পণ না করলে কিছুতেই মঙ্গল লাভ করতে পারেন না, সেই মঙ্গলকীর্তি ভগবানকে আমি বার বার নমস্কার করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৪/১৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২১

কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনে ।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না, কিন্তু কৃষ্ণোন্মুখ হলে জ্ঞান বিনা সেই মুক্তি লাভ হয়।

তাৎপর্য

কেবল জ্ঞান কখনও জীবকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না। জড় এবং ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সমর্থ হলেও, কেউ যদি ভ্রান্তিবশত মনে করে যে জীব এবং ভগবান একই পর্যায়ের, তার পক্ষে কখনই মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, নিজেকে ভগবানের সমকক্ষ বলে মনে করার ফলে সে পুনরায় জড় জগতের আবর্তে পতিত হয়। কিন্তু সেই ধরনের ব্যক্তি যদি সৌভাগ্যক্রমে শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করেন, তাহলে তিনি জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। এই সম্পর্কে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের একটি প্রার্থনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥

"হে ভগবান, কেউ যদি নিষ্ঠাসহকারে আপনার শুদ্ধভক্তিতে যুক্ত হন তাহলে আপনি আপনার দিব্যকিশোর মূর্তিতে তার সামনে প্রকাশিত হন। মুক্তি স্বয়ং তার সামনে হাতজোড় করে সেবালাভের প্রতীক্ষা করেন। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন হলে, অন্য কোন রকম প্রচেষ্টা ব্যতীত ধর্ম-অর্থ-কাম এবং মোক্ষ আপনা থেকেই লাভ হয়ে যায়।"

শ্লোক ২২

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ২২ ॥

শ্রেয়ঃ-সৃতিম্—মুক্তির মঙ্গলময় পথ; **ভক্তিম্**—ভগবদ্ভক্তি; **উদস্য**—পরিত্যাগ করে; **তে**—আপনার; **বিভো**—হে ভগবান; **ক্লিশ্যন্তি**—অত্যধিক ক্লেশ গ্রহণ; **যে**—যে সমস্ত ব্যক্তি; **কেবল**—কেবল; **বোধ-লব্ধয়ে**—জ্ঞান লাভের জন্য; **তেষাম্**—তাদের; **অসৌ**—ঐ; **ক্লেশঃ**—ক্লেশ; **এব**—কেবল; **শিষ্যতে**—অবশিষ্ট থাকে; **ন**—না; **অন্যৎ**—অন্যকিছু; **যথা**—যতটুকু; **স্থূল**—স্থূল; **তুষ**—ধানের তুষ; **অবঘাতিনাম্**—আঘাত করে।

অনুবাদ

" 'হে ভগবান, তোমাকে ভক্তি করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ, তা পরিত্যাগ করে যারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য অর্থাৎ 'আমি-ব্রহ্ম' এইটিই জানবার জন্য নানাপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করে, স্থূল তুষকে পেষণ করে যেমন চাল পাওয়া যায় না তেমনই তাদের পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৪/৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ২৩ ॥

দৈবী—পরমেশ্বর ভগবানের; **হি**—অবশ্যই; **এষা**—এই; **গুণ-ময়ী**—সত্ত্ব, রজ ও তম গুণজাত; **মম**—আমার; **মায়া**—বহিরঙ্গা-শক্তি; **দুরত্যয়া**—দুরতিক্রমা; **মাম্**—আমাতে; **এব**—অবশ্যই; **যে**—যারা; **প্রপদ্যন্তে**—সর্বতোভাবে শরণাগত হয়; **মায়াম্**—জীব-বিমোহিনী শক্তি; **এতাম্**—এই; **তরন্তি**—অতিক্রম করে; **তে**—তারা।

অনুবাদ

" 'আমার এই ত্রিগুণময়ী মায়াশক্তিকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যারা সর্বতোভাবে আমাতে প্রপত্তি করে, তারা অতি সহজেই এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভগবদ্গীতা* (৭/১৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৪

'কৃষ্ণ-নিত্যদাস'—জীব তাহা ভুলি' গেল ।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই সত্য বিস্মৃত হওয়াতেই মায়া জীবকে নানাপ্রকারে প্রলুব্ধ ও বিমোহিত করে ত্রিগুণ শৃঙ্খলে গলদেশে আবদ্ধ করলেন।

শ্লোক ২৫

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন ।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"বদ্ধ জীব যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হয় এবং গুরুদেবের সেবা করে, তাহলে তিনি মায়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করে।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। মায়ার প্রভাবে, জড় সুখের প্রতি লালায়িত হওয়ার ফলে, জীব সে কথা বিস্মৃত হয়। মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব মনে করে যে জড়

সুখই একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু। এই জড় চেতনা বদ্ধ জীবের গলার একটি শৃঙ্খলের মতো। যতক্ষণ সে ধারণার দ্বারা আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ সে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যদি তিনি সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে, এবং তার সেবা করে তাঁর আদেশ পালন করে, এবং এইভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তাহলে সে অচিরেই মুক্তি লাভ করে শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় লাভ করে।

শ্লোক ২৬

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীরা যদি শ্রীকৃষ্ণের ভজন না করে, তাহলে তারা তাদের স্বকর্মের ফলে রৌরব নামক নরকে নিমজ্জিত হয়।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যদি তাদের স্ব-স্ব-বর্ণধর্ম সুষ্ঠভাবে পালন করেও, অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী যদি তাদের নিজ নিজ ধর্ম সর্বতোভাবে পালন করেও, কৃষ্ণভজন না করে তাহলে তারা প্রাকৃত অভিমান বশে উচ্চতা লাভ করেও অবশেষে পুণ্যক্ষয়ে অবশ্যই রৌরবে পতিত হয়। অপ্রাকৃত ভক্তির অনুশীলন ব্যতীত বিষয়ী বর্ণাশ্রমের কোনই মঙ্গল হয় না। সেকথা *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৫/২-৩) থেকে উদ্ধৃত। পরবর্তী শ্লোক দুটিতে তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ২৭

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ২৭ ॥

মুখ—মুখ; বাহু—হস্ত; উরু—উরু; পাদেভ্যঃ—পা থেকে; পুরুষস্য—পরম পুরুষের; আশ্রমৈঃ—বিভিন্ন আশ্রম; সহ—সহ; চত্বারঃ—চার; জজ্ঞিরে—উদ্ভূত হয়েছে; বর্ণাঃ—চার বর্ণ; গুণৈঃ—বিশেষ গুণাবলী সহ; বিপ্র-আদয়ঃ—ব্রাহ্মণ আদি; পৃথক্—পৃথকভাবে।

অনুবাদ

" 'ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র,—এই চারটি বর্ণ পৃথক পৃথক আশ্রমসহ এবং স্বীয় বর্ণগত গুণসহ উদ্ভূত হয়েছে।

শ্লোক ২৮

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ২৮ ॥

যে—যিনি; এষাম্—এই বর্ণ ও আশ্রমের; পুরুষম্—পরমেশ্বর ভগবান; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ; আত্ম-প্রভবম্—সকলের উৎস; ঈশ্বরম্—পরম ঈশ্বর; ন—না; ভজন্তি—ভজন করা; অবজানন্তি—অবজ্ঞা করে; স্থানাৎ—যথাস্থান থেকে; ভ্রষ্টাঃ—ভ্রষ্টা হয়ে; পতন্তি—পতিত হয়; অধঃ—নিম্নাভিমুখে নারকীয় অবস্থায়।

অনুবাদ

" 'এই চার বর্ণাশ্রমের মধ্যে যারা তাদের প্রভু ভগবান বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ভজন না করে নিজের নিজের বর্ণ এবং আশ্রমের অহঙ্কারে তাঁর ভজনে অবজ্ঞা করে, তারা সস্থান ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।'

শ্লোক ২৯

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"মায়াবাদ প্রভৃতি মতাবলম্বী ব্যক্তিরা নিজেদের জ্ঞানী বলে মনে করে, এবং তারা মনে করে যে তারা জীবন্মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত বুদ্ধি কখনও শুদ্ধ হয় না।

শ্লোক ৩০

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৩০ ॥

যে—যারা; অন্যে—অভক্তরা; অরবিন্দ-অক্ষ—হে পদ্মপলাশলোচন; বিমুক্ত-মানিনঃ—যারা নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে; ত্বয়ি—আপনাকে; অস্ত-ভাবাৎ—ভক্তিহীন; অবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ—যাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ; আরুহ্য—আরোহণ করে; কৃচ্ছ্রেণ—কঠোর তপস্যার দ্বারা; পরম্ পদম্—পরমপদ; ততঃ—সেখান থেকে; পতন্তি—পতিত হয়; অধঃ—নিম্নে; অনাদৃত—অনাদর করে; যুষ্মৎ—আপনার; অঙ্ঘ্রয়ঃ—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

" 'হে অরবিন্দাক্ষ, যারা 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়ায় তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। তারা বহু কৃচ্ছ্রসাধন করে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্যন্ত আরোহণ করে ভগবদ্ভক্তির অনাদর করার ফলে অধঃপতিত হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২/৩২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩১

কৃষ্ণ—সূর্যসম; মায়া হয় অন্ধকার ।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং মায়াকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্যকিরণের প্রকাশ হলে যেমন আর সেখানে অন্ধকার থাকতে পারে না, তেমনই কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন মায়ার অন্ধকার তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে দূর হয়ে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৯/৩৪) বলা হয়েছে—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥

"আলোক থাকলে যেমন অন্ধকার থাকে না, তেমনই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হলে মায়িক বাসনার হাত থেকে মুক্ত হয়। কাম ও লোভ রজো এবং তমোগুণের সঙ্গে সম্পর্কিত। কেউ যখন কৃষ্ণোন্মুখ হন, তৎক্ষণাৎ রজো ও তমোগুণ দূর হয়ে যায় এবং কেবল সত্ত্বগুণের প্রভাব থাকে। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হলে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা যায় এবং স্পষ্টভাবে বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান হয়। সকলের পক্ষে এই স্তরে স্থিত হওয়া সম্ভব নয়। কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তিনি নিরন্তর কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, কৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, কৃষ্ণের আরাধনা করেন এবং ভক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। এইভাবে কৃষ্ণোন্মুখ হলে মায়া অন্ধকার কখনও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

শ্লোক ৩২

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া ।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥ ৩২ ॥

বিলজ্জমানয়া—লজ্জিত হয়ে; যস্য—যার; স্থাতুম্—থাকা; ঈক্ষাপথে—দৃষ্টিপথে; অমুয়া—মায়ার দ্বারা; বিমোহিতাঃ—মুগ্ধ; বিকত্থন্তে—দম্ভ করে; মম—আমার; অহম্—আমি; ইতি—এই প্রকার; দুর্ধিয়ঃ—দুর্বুদ্ধি।

অনুবাদ

" 'অন্ধকার যেমন সূর্যকিরণের মুখে থাকতে লজ্জাবোধ করে, তেমনই কৃষ্ণের দর্শন পথে থাকতে মায়া বিলজ্জমানা হয়; সেই মায়া কর্তৃক বিমোহিত হয়ে দুর্বুদ্ধি মানুষেরা 'আমি', 'আমার' এই প্রকার বহুবিধ বাগ্‌জাল প্রকাশ করে।'

তাৎপর্য

সারা জগৎ মোহাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে কেননা মানুষেরা মনে করছে, "এটি আমার জমি", "আমেরিকা আমার", "এই ভারতবর্ষ আমার"। জীবনের প্রকৃত মূল্য না জেনে মানুষ মনে করে যে এই জড় দেহ এবং যে স্থানে এই দেহটি তৈরি হয়েছে তা-ই সব। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদির ভিত্তি হচ্ছে এটি। এই ধরনের চিন্তাধারা, যা মানুষকে কেবল বিভ্রান্ত করে তা মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু নয়। এটি মায়ার প্রভাব, কিন্তু জীব যখন কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তৎক্ষণাৎ সে এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হয়। এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৫/১৩) থেকে উদ্ধৃত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৭/৪৭) আর একটি উপযুক্ত শ্লোক রয়েছে—

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্ ।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ।
তদ্বৈপদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্ বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্ ॥

"বৃহৎ নির্বিকল্প ব্রহ্ম বলে মুনিরা যে বস্তুকে জানেন, তাই পরম পুরুষ ভগবানের প্রথম প্রতীতি স্বরূপ ঐ ব্রহ্ম অজস্র সুখ বিশিষ্ট বিশোক, নিত্য প্রশান্ত, ভেদ শূন্য, অভয়, জ্ঞানৈক রস, শুদ্ধ, বিষয় করণ সঙ্গশূন্য, পরমাত্মতত্ত্ব, উৎপত্তি আদি চতুর্বিধ ক্রিয়া ফল প্রকাশক। কর্মকাণ্ডীয় শব্দ ব্যাপার তাঁর বোধক হতে পারে না এবং মায়া তাঁর সম্মুখীন হতে লজ্জা পেয়ে পলায়ন করে।"

দেবর্ষি নারদ পিতামহ ব্রহ্মাকে তপস্যায় প্রবৃত্ত দেখে তিনি ছাড়াও যে একজন স্বতন্ত্র সর্বেশ্বরেশ্বর নিয়ন্তা আছেন, তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় ব্রহ্মা সেই পরমাত্মা শ্রীহরির লীলা ও মায়ার দ্বারা সৃষ্টি আদির বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার ।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যদি একবার অন্তত ঐকান্তিকভাবে বলেন, "হে কৃষ্ণ, যদিও বহুকাল আমি এই জড় জগতে তোমাকে ভুলে ছিলাম, কিন্তু আজ আমি তোমার শরণাগত হচ্ছি। আমি তোমার হলাম, এখন তুমি আমাকে তোমার সেবায় নিযুক্ত কর।" তাহলে কৃষ্ণ তখন তাকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন।

শ্লোক ৩৪

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে ।
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম ॥ ৩৪ ॥

সকৃৎ—কেবল একবার; এব—অবশ্যই; প্রপন্নঃ—শরণাগত; যঃ—যে কেউ; তব—আপনার; অস্মি—আমি হই; ইতি—এইভাবে; চ—ও; যাচতে—প্রার্থনা করে; অভয়ম্—অভয়; সর্বদা—সর্বক্ষণ; তস্মৈ—তাকে; দদামি—আমি দান করি; এতৎ—এই; ব্রতম্—প্রতিজ্ঞা; মম—আমার।

অনুবাদ

" 'আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, যদি কেউ প্রকৃত প্রস্তাবে আমার শরণাগত হয়ে একবারও 'তোমার আমি' এই কথা বলে আমার অভয় প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তাকে তা সর্বদা দান করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *রামায়ণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩৫

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী 'সুবুদ্ধি' যদি হয় ।
গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"অসৎ সঙ্গের প্রভাবে, জীব জড়ভোগ, মুক্তি বা ব্রহ্ম সাযুজ্য, অথবা যোগ সিদ্ধি কামনা করে। যদি কোন সৎসঙ্গে তার সুবুদ্ধির উদয় হয়, তবে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-পিপাসা পরিত্যাগ করে সে গাঢ় শুদ্ধভক্তি সহকারে কৃষ্ণকে ভজন করে।

শ্লোক ৩৬

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ৩৬ ॥

অকামঃ—জড় সুখভোগ বাসনা রহিত শুদ্ধ ভক্ত; সর্বকামঃ—অন্তহীন জড় ভোগ বাসনা সমন্বিত; বা—অথবা; মোক্ষ-কামঃ—মুক্তিকামী; উদারধীঃ—অত্যন্ত বুদ্ধিমান; তীব্রেণ—দৃঢ়; ভক্তি-যোগেন—ভক্তিযোগের দ্বারা; যজেত—আরাধনা করা উচিত; পুরুষম্—পুরুষোত্তমকে; পরম্—পরম।

অনুবাদ

" 'সর্বপ্রকার কামনা যুক্ত হোন অথবা সম্পূর্ণ নিষ্কাম হোন, অথবা মুক্তিকামীই হোন উদারবুদ্ধি হওয়া মাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধভক্তি যোগে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করবেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৩/১০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩৭

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন ।
না মাগিতেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধিকামীরা শুদ্ধভক্তিকামী নন; তারা কোন ভাগ্যক্রমে শুদ্ধ কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হলে, সাধন ভক্তির যে ফল প্রেম, তা যদিও তাদের উদ্দেশ্য না থাকে, তথাপি কৃষ্ণ কৃপা করে তা তাদের দেন।

শ্লোক ৩৮

কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণ বলেন, 'আমার ভজনা করা সত্ত্বেও কেউ যদি বিষয় সুখ বাসনা করে, সে বড়ই মূর্খ; প্রকৃতপক্ষে সে অমৃত ছেড়ে বিষ পান করতে চায়।

শ্লোক ৩৯

আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কিন্তু আমি বিজ্ঞ, তাই আমি সেই মূর্খ লোকটিকে কেন বিষয়রূপ বিষ দেব? আমি তাকে আমার চরণামৃত দিয়ে তার বিষয় বিষ পিপাসা ভুলিয়ে দেব।'

তাৎপর্য

যারা জড় সুখভোগ বাসনা করে তাদের বলা হয় ভুক্তিকামী; যারা ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায় তাদের বলা হয় মুক্তিকামী এবং যারা যোগসিদ্ধি লাভ করতে চায় তাদের বলা হয় সিদ্ধিকামী। এরা শুদ্ধভক্ত নয়। শুদ্ধ ভক্তের এই ধরনের কোন বাসনা থাকে না। কিন্তু, কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগী যদি কোন ভাগ্যক্রমে শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করার ফলে ভগবৎ সেবায় প্রবৃত্ত হন, তাহলে কৃষ্ণ তাকে সাধন ভক্তির ফল যে প্রেম, তা যদিও তখন তার উদ্দেশ্য না থাকে, তথাপি কৃপা করে তাকে তা দেন। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে জড় সুখভোগ বাসনা করেন; শ্রীকৃষ্ণ সেই জড় বাসনার নিন্দা করেছেন। ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে জড় ভোগ বাসনা করা নিতান্তই মূর্খতা। সেই

লোকেরা মূর্খ হতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বিজ্ঞ, তাই তিনি তাকে এমনভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত করেন যে, ভগবদ্ভক্তির অমৃতময় স্বাদ আস্বাদন করে তার আর জড় ভোগ বাসনা থাকে না। আমরা যদি প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হই, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করাই আমাদের একমাত্র বাসনা হওয়া উচিত। সেইটিই শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্তি। শরণাগতি মানে ভগবানের কাছ থেকে দাবী করা নয়, পক্ষান্তরে সর্বতোভাবে তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করা।

শ্লোক ৪০

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ৪০ ॥

সত্যম্—সত্য; **দিশতি**—দান করেন; **অর্থিতম্**—অভীষ্ট বস্তু; **অর্থিতঃ**—প্রার্থীত; **নৃণাম্**—মানুষদের দ্বারা; **ন**—না; **এব**—অবশ্যই; **অর্থ-দঃ**—পারমার্থ-প্রদ; **যৎ**—যা; **পুনঃ**—পুনরায়; **অর্থিতা**—কাম পূরণ প্রার্থনা; **যতঃ**—যা থেকে; **স্বয়ম্**—তিনি নিজে; **বিধত্তে**—দান করেন; **ভজতাম্**—সেবকদের; **অনিচ্ছতাম্**—তারা ইচ্ছা না করলেও; **ইচ্ছাপিধানম্**—সর্বকাম পরিপূরক; **নিজ-পাদ-পল্লবম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়।

অনুবাদ

" 'কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন, সে কথা সত্য; কিন্তু যা থেকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয় সেই প্রকার বস্তু তিনি দান করেন না। অন্য কামনা যুক্ত হয়ে কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, কৃষ্ণ স্বয়ংই তাদের অন্য কামনা শান্তিকারী তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় দান করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৫/১৯/২৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৪১

কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"জড় কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কেউ কৃষ্ণ ভজন করেন, তাহলে তার সেই কাম দূর হয়ে যায় এবং তিনি কৃষ্ণরস প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ ভজন এমনই পবিত্র বস্তু যে তা অনুশীলন করার ফলে, অচিরে সমস্ত কাম থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণের দাস হওয়ার অভিলাষ হয়।

শ্লোক ৪২

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥ ৪২ ॥

স্থান-অভিলাষী—জড় জগতে উচ্চপদ অভিলাষী; **তপসি**—তপস্যায়; **স্থিতঃ**—স্থিত; **অহম্**—আমি; **ত্বাম্**—আপনাকে; **প্রাপ্তবান্**—প্রাপ্ত হয়েছি; **দেব-মুনি-ইন্দ্র-গুহ্যম্**—দেবতা এবং মুনীন্দ্রেরও দুর্লভ; **কাচম্**—কাঁচ; **বিচিন্বন্**—অন্বেষণ করতে করতে; **অপি**—যদিও; **দিব্য-রত্নম্**—দিব্যরত্ন; **স্বামিন্**—হে প্রভু; **কৃত-অর্থঃ অস্মি**—আমি সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ হয়েছি; **বরম্**—বর; **ন যাচে**—প্রার্থনা করি না।

অনুবাদ

(ধ্রুব মহারাজকে কৃষ্ণ বর দিতে ইচ্ছা করলে ধ্রুব মহারাজ বললেন)—'হে প্রভু, আমি এই জড় জগতে উচ্চপদ লাভ করার বাসনায় তোমার তপস্যায় রত হয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেবতা ও মুনীন্দ্রেরও দুর্লভ তোমাকে প্রাপ্ত হয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি—সামান্য কাঁচ অন্বেষণ করতে করতে আমি দিব্য রত্ন পেয়েছি! আমি আর অন্য বর প্রার্থনা করি না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *হরিভক্তিসুধোদয়* (৭/২৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৪৩

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"অসংখ্য বদ্ধ জীব রয়েছে যারা কৃষ্ণভক্তি বিহীন। কিভাবে ভবসমুদ্র পার হতে হয় তা না জেনে তারা সেই সমুদ্রের জোয়ার-ভাটায় নিরন্তর বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করার ফলে জীব এই সংসার সমুদ্র থেকে উদ্ধার পায়, ঠিক যেমন নদীর প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে কোন এক কাষ্ঠ খণ্ড কূলে এসে উপস্থিত হয়।

শ্লোক ৪৪

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন ॥ ৪৪ ॥

মা—না; এবম্—এইভাবে; মম—আমার; অধমস্য—অধম; অপি—যদিও; স্যাৎ—হওয়া সত্ত্বেও; এব—অবশ্যই; অচ্যুত-দর্শনম্—পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে; ম্রিয়মাণঃ—বাহিত; কাল-নদ্যা—কালরূপ নদীর দ্বারা; ক্বচিৎ—কখনও কখনও; তরতি—পার হয়; কশ্চন—কেউ।

অনুবাদ

" 'আমি অত্যন্ত অধম বলে ভগবানের দর্শন পাব না—আমার এ রকম আশঙ্কা মিথ্যা। কাল-নদীর বেগে বাহিত হয়ে কখনও কখনও কেউ কেউ নদী পারও হয়ে যান।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩৮/৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৪৫

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"ভাগ্যক্রমে কেউ যদি সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং এইভাবে তার ভববন্ধন ক্ষয় উন্মুখ হয়, তাহলে সাধুসঙ্গের প্রভাবে তার কৃষ্ণের প্রতি আসক্তির উদয় হয়।

তাৎপর্য

এই বিষয়টির বিশ্লেষণ করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন—এই স্থলে 'ভাগ্য' শব্দের অর্থ কি কেবল ঘটনা মাত্র, না আর কিছু? ভক্তিশাস্ত্র সুকৃতিকেই 'ভাগ্য' বলেন। সুকৃতি তিন প্রকার—ভক্তি উন্মুখী সুকৃতি, ভোগ উন্মুখী সুকৃতি এবং মোক্ষ উন্মুখী সুকৃতি। যে সমস্ত কার্য সংসারে শুদ্ধভক্তি-জনক বলে স্থির আছে, সেই সমস্ত কার্য ভক্তি উন্মুখী সুকৃতিকে উৎপন্ন করে, যে সমস্ত কার্যের ফল—বিষয় ভোগ, সেই সমস্ত কার্যই ভোগ উন্মুখী সুকৃতিপ্রদ; যে সমস্ত কার্যের ফল—মোক্ষ, সেই সমস্ত কার্যই মোক্ষ উন্মুখী সুকৃতি-জনক। সংসার ক্ষয় পূর্বক স্বরূপ ধর্ম কৃষ্ণভক্তির উদ্বোধিনী সুকৃতি যখন পুষ্ট হয়ে ফলোন্মুখ হয়, তখনই ভক্ত সাধুসঙ্গে সংসার থেকে উদ্ধার পান এবং কৃষ্ণে তাঁর রতি উৎপন্ন হয়।"

শ্লোক ৪৬

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৪৬ ॥

ভব-অপবর্গঃ—জড় জগতের অজ্ঞান অন্ধকার থেকে মুক্তি; ভ্রমতঃ—ভ্রমণ করতে করতে; যদা—যখন; ভবেৎ—হওয়া উচিত; জনস্য—মানুষের; তর্হি—সেই সময়; অচ্যুত—হে পরমেশ্বর ভগবান; সৎ-সমাগমঃ—ভক্তসঙ্গ; সৎ-সঙ্গমঃ—সাধুসঙ্গ; যর্হি—যখন; তদা—সেই সময়; এব—কেবল; সৎ-গতৌ—জীবনের পরম প্রাপ্তি; পরাবরেশে—জগতের ঈশ্বর; ত্বয়ি—আপনাকে; জায়তে—জন্মায়; রতিঃ—ভক্তি।

অনুবাদ

" 'হে অচ্যুত! সংসারে ভ্রমণ করতে করতে কেউ যদি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন, তাহলে তিনি ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গলাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সেই সাধুসঙ্গের প্রভাবে, সমস্ত জগতের ঈশ্বর এবং ভক্তদের পরম গতি, আপনার প্রতি তার ভক্তির উদয় হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৫১/৫৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৪৭

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'চৈত্যগুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি যখন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে কৃপা করেন, যেন তিনি স্বয়ং তাকে, বাহিরে গুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দান করেন।

শ্লোক ৪৮

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৪৮ ॥

ন এব—কখনই নয়; উপযন্তি—প্রকাশ করতে সমর্থ; অপচিতিম্—তাঁদের কৃতজ্ঞতা; কবয়ঃ—অভিজ্ঞ ভক্ত; তব—আপনার; ঈশ—হে ভগবান; ব্রহ্ম-আয়ুষা—ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ুসম্পন্ন; অপি—তা সত্ত্বেও; কৃতম্—উদার কার্যকলাপ; ঋদ্ধ—বর্ধিত; মুদঃ—আনন্দ; স্মরন্তঃ—স্মরণ করে; যঃ—যিনি; অন্তঃ—অন্তরে; বহিঃ—বাহিরে; তনু-ভৃতাম্—দেহধারী; অশুভম্—অশুভ; বিধুন্বন্—বিদূরিত করে; আচার্য—আচার্যের; চৈত্ত্য—পরমাত্মার; বপুষা—বপুর দ্বারা; স্ব—স্বীয়; গতিম্—গতি; ব্যনক্তি—প্রদর্শন করেন।

অনুবাদ

" 'হে ভগবান! পরমার্থ-বিজ্ঞানের কবি ও গুণীজনেরা ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়েও আপনার কাছে তাঁরা যে কত ঋণী তা পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে পারেন না। কেননা আপনি বাইরে আচার্যরূপে এবং অন্তরে পরমাত্মারূপে নিজেকে প্রকাশ করে বদ্ধ জীবদের অশুভ বিদূরিত করে তাদের আপনার কাছে যাওয়ার পথ প্রদর্শন করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২৯/৬) শ্রীকৃষ্ণের কাছে যোগ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করার পর উদ্ধবের উক্তি।

শ্লোক ৪৯

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সাধুসঙ্গের প্রভাবে যদি কৃষ্ণভক্তির প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহলে তার ভক্তির ফল স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়, এবং তার সংসার-বন্ধন ক্ষয় হয়ে যায়।

শ্লোক ৫০

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ৫০ ॥

যদৃচ্ছয়া—সৌভাগ্যক্রমে; মৎ-কথা-আদৌ—আমার কথায়; জাত-শ্রদ্ধঃ—শ্রদ্ধাবান; তু—কিন্তু; যঃ পুমান্—যে ব্যক্তি; ন নির্বিণ্ণঃ—কপট বৈরাগ্য পরায়ণ নয়; ন অতিসক্তঃ—জড় বিষয়ের প্রতি অতিশয় আসক্ত নয়; ভক্তি-যোগঃ—ভগবদ্ভক্তির পন্থা; অস্য—এই প্রকার ব্যক্তির; সিদ্ধি-দঃ—সিদ্ধি প্রদানকারী।

অনুবাদ

" 'সৌভাগ্যক্রমে যে ব্যক্তি—আমার কথাতে শ্রদ্ধাবান, যিনি বিষয়ের প্রতি অতি বিরক্তও নন এবং অতিশয় আসক্তও নন, তার পক্ষে ভক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমেই প্রেমভক্তি লাভ করা সম্ভব।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২০/৮) এই জড় জগৎ থেকে অপ্রকট হওয়ার ঠিক পূর্বে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।

শ্লোক ৫১

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"শুদ্ধ ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। কৃষ্ণভক্তি ত দূরের কথা, তার সংসার বন্ধনও মোচন হয় না।

তাৎপর্য

পুণ্যকর্মের ফলে জড় ঐশ্বর্য লাভ হয়, কিন্তু শত পুণ্যের ফলেও—দান-ধ্যান বা হাসপাতাল আদি প্রতিষ্ঠা করেও, অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। একমাত্র শুদ্ধ ভক্তের কৃপার প্রভাবে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। শুদ্ধ ভক্তের কৃপা ব্যতীত জড় জগতের বন্ধন থেকেও মুক্ত হওয়া যায় না। এই শ্লোকে মহৎ শব্দে 'শুদ্ধ ভক্তকে' বোঝান হয়েছে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৩) বলা হয়েছে—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ, যারা আমার দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত, এবং আমাকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জেনে অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন, তাঁরাই মহাত্মা।"

শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত সৃষ্টির পরম উৎসরূপে গ্রহণ করেছেন সেই ধরনের মহাত্মাদেরও সঙ্গ করা উচিত। মহাত্মা না হলে কৃষ্ণের পরমপদ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মহাত্মা সুদুর্লভ এবং প্রাকৃত জগতের অতীত। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত। মূর্খ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে এবং কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তদেরও সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তাকে অবশ্যই শুদ্ধ ভক্ত মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, এবং তাঁকে সমগ্র সমাজের পরম হিতৈষী বলে জানতে হয়। এই প্রকার মহাত্মার চরণাশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করতে হয়। তাঁর আশীর্বাদের ফলেই কেবল জড় বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এইভাবে জড় বিষয় আসক্তি থেকে মুক্ত হলে, মহাত্মার কৃপায় ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৫২

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥ ৫২ ॥

রহূগণ—এই মহারাজ রহূগণ; এতৎ—এই; তপসা—কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা; ন যাতি—লাভ করা যায় না; ন—না; চ—ও; ইজ্যয়া—সাড়ম্বরে পূজা করার মাধ্যমে; নির্বপণাৎ—সন্ন্যাস আশ্রমের মাধ্যমে; গৃহাৎ—গৃহস্থ আশ্রম পালন করার মাধ্যমে; বা—অথবা; ন ছন্দসা—বেদ পাঠ দ্বারাও নয়; ন—না; এব—অবশ্যই; জল-অগ্নি-সূর্যৈঃ—জল, অগ্নি ও

সূর্যদেবের পূজার দ্বারা; **বিনা**—ব্যতীত; **মহৎ-পাদ-রজঃ**—মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা; **অভিষেকম্**—অভিষেক।

অনুবাদ

" 'হে রহূগণ, মহাজনের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার দ্বারা অভিষিক্ত না হলে তপস্যার দ্বারা, বৈদিক অর্চনাদির দ্বারা, সন্ন্যাস পালন দ্বারা, গার্হস্থ্য ধর্ম পালন দ্বারা, বেদ পাঠ দ্বারা অথবা জল-অগ্নি-সূর্যের দ্বারা কখনই ভগবদ্ভক্তি লব্ধ হয় না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৫/১২/১২) থেকে উদ্ধৃত। এখানে জড়ভরত মহারাজ রহূগণকে বলছেন কিভাবে পরমহংস স্তর লাভ করা যায়। সিন্ধুসৌবীরের রাজা মহারাজ রহূগণ জড়ভরতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিভাবে তিনি পরমহংস স্তর লাভ করেছেন। মহারাজ রহূগণ জড়ভরতকে দিয়ে তার পাল্কী বহান, কিন্তু যখন তিনি সেই পরমহংস জড়ভরতের কাছ থেকে পরমতত্ত্ব-জ্ঞান শ্রবণ করেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কিভাবে এই মহৎপদ লাভ করেছেন। তখন জড়ভরত মহারাজকে বলেন—কিভাবে তিনি জড় বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৩

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ৫৩ ॥

ন—না; **এষাম্**—গৃহব্রতদের; **মতিঃ**—প্রবৃত্তি; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **উরুক্রম-অঙ্ঘ্রিম্**—অসাধারণ কার্য সম্পাদনে সক্ষম পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **স্পৃশতি**—স্পর্শ করে; **অনর্থ**—অনর্থ; **অপগমঃ**—বিনাশ; **যৎ**—যার; **অর্থঃ**—অর্থ; **মহীয়সাম্**—মহান ভগবদ্ভক্তদের; **পাদ-রজঃ**—শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা; **অভিষেকম্**—অভিষেক; **নিষ্কিঞ্চনানাম্**—সম্পূর্ণরূপে জড় আসক্তি থেকে মুক্ত; **ন বৃণীত**—করেন না; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত।

অনুবাদ

" 'মানুষের মতি যতক্ষণ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করতে পারে না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৭/৫/৩২) থেকে উদ্ধৃত। দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রহ্লাদ মহারাজের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। মহাভাগবত প্রহ্লাদ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর

প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণুর নববিধা ভক্তিকে একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য ও শিক্ষারূপে বর্ণনা করেছিলেন। যিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন তিনি নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। হিরণ্যকশিপু তার পুত্রের মুখে ভগবদ্ভক্তির মহিমার এই বর্ণনা শুনে অত্যন্ত কুপিত হয়ে গুরুপুত্র ষণ্ডামর্ককে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেন। প্রহ্লাদের শিক্ষক ষণ্ডামর্ক তখন বলেন যে তিনি প্রহ্লাদকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই দেন নি, পক্ষান্তরে প্রহ্লাদ স্বাভাবিকভাবেই ভক্তিপরায়ণ। তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে তার বিষ্ণুভক্তির কারণ জিজ্ঞাসা করে। তার উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ তাকে জানান যে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কৃপাই ভগবদ্ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়।

শ্লোক ৫৪

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয় ।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে এক নিমেষের জন্য শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভ হলে সর্বসিদ্ধি হয়।

তাৎপর্য

এক সেকেণ্ডের এগার ভাগের এক ভাগে এক লব হয়।

শ্লোক ৫৫

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৫৫ ॥

তুলয়াম—তুল্য; **লবেন**—অতি অল্পক্ষণ; **অপি**—এমনকি; **ন**—না; **স্বর্গম্**—স্বর্গ; **ন**—না; **অপুনঃ-ভবম্**—সাযুজ্য মুক্তি; **ভগবৎ-সঙ্গি-সঙ্গস্য**—ভগবৎ-সঙ্গির সঙ্গ প্রভাবে; **মর্ত্যানাম্**—মরণশীল ব্যক্তিদের; **কিম্-উত**—কি; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ।

অনুবাদ

" 'ভগবৎ সঙ্গির সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তার সঙ্গে স্বর্গসুখ ভোগের বা মুক্তিলাভের কিছুমাত্র তুলনা করা যায় না, রাজ্য আদি প্রাপ্তির কথা তো দূরে থাকুক।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/১৮/১৩) থেকে উদ্ধৃত। নৈমিষারণ্যে শৌনক আদি ঋষিরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রভৃতি তুচ্ছ কর্মকাণ্ডে তাদের ব্যর্থ পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করে মহাভাগবত হরিকথা কীর্তনকারী সূত গোস্বামীর সঙ্গ মাহাত্ম্য এইভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৫৬

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া ।
জগতেরে রাখিয়াছেন উপদেশ দিয়া ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ এতই কৃপালু যে তিনি অর্জুনকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিয়ে সারা জগতকে রক্ষা করেছেন।

শ্লোক ৫৭-৫৮

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৫৭ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৫৮ ॥

সর্ব-গুহ্য-তমম্—সবচাইতে গোপনীয়; ভূয়ঃ—পুনরায়; শৃণু—শ্রবণ কর; মে—আমার; পরমম্ বচঃ—পরম উপদেশ; ইষ্টঃ—প্রিয়তম; অসি—তুমি হও; মে—আমার; দৃঢ়ম্ ইতি—অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে; ততঃ—অতএব; বক্ষ্যামি—আমি বলব; তে—তোমাকে; হিতম্—মঙ্গল; মৎ-মনাঃ—যার মন সর্বদা আমাতে নিবদ্ধ; ভব—হও; মৎ-ভক্তঃ—আমার ভক্ত; মৎ-যাজী—আমার পূজা; মাম্—আমাকে; নমস্কুরু—নমস্কার কর; মাম্ এব—আমাকেই কেবল; এষ্যসি—তুমি আসবে; সত্যম্—সত্য; তে—তোমাকে; প্রতিজানে—আমি প্রতিজ্ঞা করছি; প্রিয়ঃ-অসি—প্রিয় হও; মে—আমার।

অনুবাদ

" 'যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় সখা, তাই আমি তোমার মঙ্গলের জন্য সর্বগুহ্যতম এই সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিচ্ছি—সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমার শরণাগত হও, তাহলে, তুমি নিশ্চিতভাবে আমার কাছে ফিরে আসবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই আমার এই প্রতিজ্ঞা বাক্য তোমাকে বললাম।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* (১৮/৬৪-৬৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৫৯

পূর্ব আজ্ঞা,—বেদ-ধর্ম, কর্ম, যোগ, জ্ঞান ।
সব সাধি' শেষে এই আজ্ঞা—বলবান্ ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্বে বেদধর্ম, কর্ম, যোগ, জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে সবশেষে যে উপদেশ দিয়েছেন তা সবচাইতে বলবান।

শ্লোক ৬০

এই আজ্ঞাবলে ভক্তের 'শ্রদ্ধা' যদি হয় ।
সর্বকর্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণ ভজয় ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"এই আজ্ঞা বলে যদি ভক্তের শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহলে তিনি অন্য সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন।

শ্লোক ৬১

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ৬১ ॥

তাবৎ—ততক্ষণ পর্যন্ত; কর্মাণি—সকাম কর্ম সমূহ; কুর্বীত—করা উচিত; ন নির্বিদ্যেত—পরিতৃপ্ত না হয়; যাবতা—যতক্ষণ পর্যন্ত; মৎ-কথা—আমার সম্বন্ধে আলোচনা; শ্রবণা-আদৌ—শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি বিষয়ে; বা—অথবা; শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা; যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; ন—না; জায়তে—জন্মায়।

অনুবাদ

" 'যে পর্যন্ত কর্মমার্গে নির্বেদ উদিত না হয় অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মায়, সেই পর্যন্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম আদি কৃত হোক।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২০/৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৬২

'শ্রদ্ধা'শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণভক্তি সম্পাদিত হলে অন্য সমস্ত কর্ম আপনা থেকে করা হয়ে যায়; এই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয় শ্রদ্ধা।

তাৎপর্য

সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকে 'শ্রদ্ধা' বলা হয়। কৃষ্ণের সেবা করলে জড় জগতের সমস্ত কর্তব্য সম্পাদিত হয়ে যায়। তখন আর পৃথকভাবে পিতৃপুরুষদের, অন্যান্য জীবেদের এবং দেবতাদের ঋণ শোধ করা ইত্যাদি কর্তব্য অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। তা আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়ে যায়। কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করা। কিন্তু কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ হলে, পৃথকভাবে আর পুণ্যকর্ম করতে হয় না। কর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল বৈরাগ্য; এই বৈরাগ্য ভক্তের মধ্যে আনুষঙ্গিকভাবে সর্বদাই অবস্থিত।

শ্লোক ৬৩

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ৬৩ ॥

যথা—যেমন; তরোঃ—বৃক্ষের; মূল—মূল; নিষেচনেন—জল সিঞ্চন করার দ্বারা; তৃপ্যন্তি—তৃপ্ত হয়; তৎ—সেই বৃক্ষের; স্কন্ধ—স্কন্ধ; ভুজ—ডালপালা; উপশাখাঃ—উপশাখা; প্রাণ—প্রাণের; উপহারাৎ—উপহার; চ—ও; যথা—যেমন; ইন্দ্রিয়াণাম্—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; তথা—তেমনই; এব—অবশ্যই; সর্ব—সমস্ত; অর্হণম্—পূজা; অচ্যুত—পরমেশ্বর ভগবানের; ইজ্যা—পূজা।

অনুবাদ

" 'গাছের মূলে জল সেচন করলে যেমন সেই গাছের কাণ্ড, ডাল, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তিলাভ করে, এবং প্রাণের তৃপ্তিতেই যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলে সমস্ত দেবতাদের পূজা হয়ে যায়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৪/৩১/১৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৬৪

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই ভগবদ্ভক্তি লাভের যোগ্য। শ্রদ্ধার মাত্রা অনুসারে উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ—এই তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রদ্ধাবান অর্থাৎ বাস্তব বস্তু নিত্য সত্য পরমার্থ কৃষ্ণে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস বিশিষ্ট ব্যক্তিই কেবল ভক্তির অধিকারী। ভক্তির মাত্রা অনুসারে উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ এই তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন।

শ্লোক ৬৫

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে অত্যন্ত পারদর্শী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা যাঁর অত্যন্ত দৃঢ় তিনিই উত্তম অধিকারী। তিনি সারা জগৎ উদ্ধার করতে পারেন।

শ্লোক ৬৬

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥ ৬৬ ॥

শাস্ত্রে—শাস্ত্রে; যুক্তৌ—যুক্তিতে; চ—ও; নিপুণঃ—দক্ষ; সর্বথা—সর্বতোভাবে; দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ—দৃঢ়ভাবে যার প্রত্যয় উৎপাদন হয়েছে; প্রৌঢ়—গভীর; শ্রদ্ধঃ—শ্রদ্ধা; অধিকারী—যোগ্য; যঃ—যিনি; সঃ—তিনি; ভক্তৌ—ভগবদ্ভক্তিতে; উত্তমঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ; মতঃ—বিবেচনা করা হয়।

অনুবাদ

" 'যিনি ভক্তিশাস্ত্রে দক্ষ এবং বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিরসনে দৃঢ় যুক্তিপটু,—এইপ্রকার গভীর শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই ভক্তের মধ্যে 'উত্তম অধিকারী'।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু* (১/২/১৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৬৭

শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম-অধিকারী' সেই মহা-ভাগ্যবান্ ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"যিনি শাস্ত্রের ভিত্তিতে যুক্তি প্রদর্শনে দক্ষ নন অথচ দৃঢ় শ্রদ্ধাবান, তিনি মধ্যম অধিকারী।" তিনি মহাভাগ্যবান।

শ্লোক ৬৮

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ ॥ ৬৮ ॥

যঃ—যিনি; শাস্ত্র-আদিষু—শাস্ত্র আদিতে; অনিপুণঃ—নিপুণ নন; শ্রদ্ধাবান্—শ্রদ্ধাবান; সঃ—তিনি; তু—অবশ্যই; মধ্যমঃ—মধ্যম অধিকারী ভক্ত।

অনুবাদ

" 'যিনি শাস্ত্রের ভিত্তিতে যুক্তি প্রদর্শন করতে পারদর্শী নন, কিন্তু দৃঢ় শ্রদ্ধাবান, তিনি মধ্যম অধিকারী ভক্ত।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/২/১৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৬৯

যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন ।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম' ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"যার শ্রদ্ধা কোমল, তাকে বলা হয় কনিষ্ঠ অধিকারী, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করার ফলে তিনি ধীরে ধীরে উত্তম অধিকারী ভক্তে পরিণত হবেন।

শ্লোক ৭০

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে ॥ ৭০ ॥

যঃ—যিনি; ভবেৎ—হতে পারে; কোমল—কোমল; শ্রদ্ধঃ—শ্রদ্ধা বিশিষ্ট; সঃ—তিনি; কনিষ্ঠঃ—কনিষ্ঠ ভক্ত; নিগদ্যতে—বলা হয়।

অনুবাদ

" 'যিনি কোমল শ্রদ্ধ, তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/২/১৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭১

রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্ত—তর-তম ।
একাদশ স্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"রতি এবং প্রেমের তারতম্য অনুসারে ভক্তের তারতম্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে তার লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* লিখেছেন—'পূর্বোক্ত মতে যার হৃদয়ে শ্রদ্ধা হয়েছে, তিনিই ভক্তির অধিকারী। সেই শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরা 'উত্তম', 'মধ্যম' ও 'কনিষ্ঠ' ভেদে ত্রিবিধ। যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান হয়েছেন, তিনি—'উত্তম অধিকারী'; যিনি দৃঢ় শাস্ত্র যুক্তি জানেন না, অথচ শ্রদ্ধাবান, তিনি—'মধ্যম অধিকারী'; যার দৃঢ় শ্রদ্ধা হয়নি, তিনি—'কনিষ্ঠ অধিকারী'।

এই ত্রিবিধ বিভাগের দ্বারা ভক্তদের বিভাগ হলেও, কেবল এমন নয়, শুদ্ধ ভক্তির অধিকারী ব্যক্তিরও বিভাগ হল। 'কনিষ্ঠ শ্রদ্ধ' কেবল 'কৃষ্ণভক্তি ভাল'—এইটুকুই বিশ্বাস করেন; কিন্তু শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি যে কি, এবং ভক্তির তটস্থ লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ প্রক্রিয়া যে কি, তা জানেন না। এইজন্য কোমল শ্রদ্ধদের হৃদয়ে জ্ঞানকর্মের মিশ্রভাব পাওয়া যায়; সেইটুকু তিরোহিত হলেই সাধক 'মধ্যমাধিকারী' হন। আবার সে মধ্যমাধিকারগত শ্রদ্ধা শাস্ত্র যুক্তির দ্বারা যখন দৃঢ়ীকৃত হয়, তখন তিনি 'উত্তমাধিকারী' হবেন। এই পর্যন্ত ভক্তির অধিকার নির্ণীত হল; এখন ভক্তদের বিভাগ করা হয়েছে রতি ও প্রেমের তারতম্য অনুসারে 'ভক্ত', 'ভক্ততর', 'ভক্ততম'—এইভাবে তিনটি ভাগ করা হল।'

কনিষ্ঠ অধিকারী অভক্তদের সঙ্গক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্মে কোমল শ্রদ্ধা থেকে বিচ্যুত হতে পারেন। মধ্যম অধিকারী শাস্ত্রাদির তাৎপর্যের দ্বারা অভক্ত সঙ্গের কুফল থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হতে না পারলেও শাস্ত্রাদি ও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে দৃঢ়তা লাভ করেন। অভক্ত-সঙ্গ কিছুতেই উত্তমাধিকারীর শ্রদ্ধা হানি করতে পারে না। শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের অধিকার উন্নত হয়।

শ্লোক ৭২

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৭২ ॥

সর্ব-ভূতেষু—চেতন এবং অচেতন সমস্ত বস্তুতে; যঃ—যিনি; পশ্যেৎ—দর্শন করেন; ভগবৎ-ভাবম্—ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার যোগ্যতা; আত্মনঃ—জড়াতীত অপ্রাকৃত তত্ত্ব; ভূতানি—সমস্ত জীব; ভগবতি—নিজের সিদ্ধরূপ দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্য সেবা-পরায়ণ; আত্মনি—সমস্ত অস্তিত্বের মূলতত্ত্ব; এষঃ—এই; ভাগবত-উত্তমঃ—উত্তম ভাগবত।

অনুবাদ

" 'যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্বভূতে আত্মার আত্ম স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই দেখেন এবং আত্মার আত্মারূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত জীবকে দেখেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২/৪৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭৩

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৭৩ ॥

ঈশ্বরে—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; তৎ-অধীনেষু—ভগবানের ভক্তদের; বালিশেষু—ভগবদ্ভক্তির সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের; দ্বিষৎসু—ভগবান এবং ভগবানের ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ ব্যক্তির; প্রেম—প্রেম; মৈত্রী—সখ্য; কৃপা—কৃপা; উপেক্ষা—উপেক্ষা; যঃ—যিনি; করোতি—করেন; সঃ—তিনি; মধ্যমঃ—মধ্যম অধিকারী ভক্ত।

অনুবাদ

" 'যে ভক্ত ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞান ব্যক্তিদের প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষীদের প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি 'মধ্যম ভক্ত'।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২/৪৬) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীনারদ মুনি বসুদেবের কাছে ভাগবত ধর্ম কীর্তন প্রসঙ্গে বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্রের আলোচনার এই উদ্ধৃতিটি দেন।

শ্লোক ৭৪

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৪ ॥

অর্চায়াম্—মন্দিরে ভগবানের অর্চনা; **এব**—অবশ্যই; **হরয়ে**—পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য; **পূজাম্**—পূজা; **যঃ**—যিনি; **শ্রদ্ধয়া**—বিশ্বাস এবং প্রীতি সহকারে; **ঈহতে**—অনুষ্ঠান করেন; **ন**—না; **তৎ-ভক্তেষু**—ভগবানের ভক্তদের; **চ অন্যেষু**—এবং অন্যদের; **সঃ**—তিনি; **ভক্তঃ**—ভক্ত; **প্রাকৃতঃ**—প্রাকৃত; **স্মৃতঃ**—বিবেচনা করা হয়।

অনুবাদ

" 'যিনি লৌকিক ও পারিবারিক প্রথাক্রমে পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চা মূর্তিতে হরিকে পূজা করেন, অথচ শাস্ত্র অনুশীলনের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব অবগত না হওয়ায় হরিভক্তদের পূজা করেন না। তিনি—'প্রাকৃত ভক্ত' অর্থাৎ ভক্তিপর্ব আরম্ভ করেছেন মাত্র। তাকে 'ভক্তপ্রায়' বা 'বৈষ্ণবাভাস' বলা হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২/৪৭) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, ভক্ত যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভক্তের প্রতি মৈত্রী, ভগবৎ বিষয়ে অজ্ঞ মানুষদের প্রতি কৃপা এবং ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভগবদ্ভক্ত-বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি শুদ্ধ ভক্তরূপে 'মধ্যম ভক্তে' পরিগণিত হন। পরে ভজন করতে করতে যখন প্রতিটি জীবকে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করে, সকলের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক অনুভব করেন, তখন তিনি উত্তম ভক্তে পরিণত হন।

শ্লোক ৭৫

সর্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে ।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"বৈষ্ণবের শরীরে সমস্ত দিব্য গুণগুলি প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কৃষ্ণের সমস্তগুণ কৃষ্ণভক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

শ্লোক ৭৬

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৭৬ ॥

যস্য—যার; **অস্তি**—আছে; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **অকিঞ্চনা**—কোনরকম উদ্দেশ্যরহিত; **সর্বৈঃ**—সমস্ত; **গুণৈঃ**—গুণাবলী; **তত্র**—সেখানে; **সমাসতে**—প্রকাশিত হয়; **সুরাঃ**—সমস্ত দেবতা সহ; **হরৌ**—শ্রীহরির প্রতি; **অভক্তস্য**—যে ভগবদ্ভক্ত নয়; **কুতঃ**—কোথায়; **মহৎ-গুণাঃ**—মহৎ গুণাবলী; **মনঃ-রথেন**—মনোরথের দ্বারা; **অসতি**—অস্থায়ী জড় সুখের প্রতি; **ধাবতঃ**—ধাবিত হয়; **বহিঃ**—বহির্মুখী।

অনুবাদ

" 'যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভক্তিসম্পদ, তাঁর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত দেবতাদের সদ্-গুণগুলি প্রকাশিত হয়। কিন্তু যিনি হরিভক্তিবিহীন তার মধ্যে কোন সদ্গুণই নেই, কেননা তিনি মনোরথের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি জড় জগতের প্রতি নিরন্তর ধাবিত হচ্ছেন।'

তাৎপর্য

এটি ভদ্রশ্রবা এবং তার অনুগামীদের নৃসিংহদেবের প্রতি স্তুতি (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২)।

শ্লোক ৭৭

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্দরশন ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত গুণগুলি শুদ্ধ বৈষ্ণবের লক্ষণ, এবং তা পূর্ণরূপে বর্ণনা করা যায় না, আমি কেবল তার দিগ্দর্শন করার চেষ্টা করছি।

শ্লোক ৭৮-৮০

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম ।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥ ৭৮ ॥
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ ।
অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ ॥ ৭৯ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী ।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই কৃপালু, বিনীত, সত্যবাদী, সমদর্শী, নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সকলের উপকারক, শান্ত, কেবল কৃষ্ণের শরণাগত, নিষ্কাম, অনীহ, স্থির, বিজিত ষড়্‌গুণ, মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ এবং মৌনী।

শ্লোক ৮১

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্‌ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ৮১ ॥

তিতিক্ষবঃ—অত্যন্ত সহিষ্ণু; কারুণিকাঃ—দয়ার্দ্র চিত্ত; সুহৃদঃ—বন্ধু; সর্ব-দেহিনাম্‌—সমস্ত জীবের; অজাত-শত্রবঃ—অজাত শত্রু; শান্তাঃ—শান্ত; সাধবঃ—শাস্ত্রের অনুগামী; সাধুভূষণাঃ—সৎ গুণাবলীতে ভূষিত।

অনুবাদ

" 'ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই সহিষ্ণু, অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ, সর্বজীবের সুহৃদ, শাস্ত্রানুগ, অজাতশত্রু, শান্ত—এই সকল গুণাবলী সাধুর ভূষণস্বরূপ।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/২৫/২১) থেকে উদ্ধৃত। শৌনকাদি ঋষিরা ভগবান কপিলদেবের লীলাবিলাসের কথা জিজ্ঞাসা করায় মহাভাগবত সূত গোস্বামী তাঁদের ব্যাস সখা ভগবান মৈত্রেয় কর্তৃক পূর্বকালে বিদুরের কাছে বর্ণিত ঐ আত্মতত্ত্ব এবং ভগবান কপিল ও দেবহূতি সংবাদ প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। কপিলদেব জড় বস্তুর প্রতি আসক্তিকেই জীবের বন্ধনের কারণ এবং অপ্রাকৃত বস্তুতে আসক্তি জড় জগতের বন্ধন মুক্ত হওয়ার কারণরূপে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৮২

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্‌ ।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ ৮২ ॥

মহৎ-সেবাম্‌—শুদ্ধ ভক্ত এবং গুরুদেবের সেবা; দ্বারম্‌—দ্বার; আহুঃ—বলা হয়; বিমুক্তেঃ—সংসার বন্ধন মোচনের; তমঃ-দ্বারম্‌—সংসাররূপ নরকের দ্বার; যোষিতাম্‌—স্ত্রীলোক এবং ধন সম্পদের; সঙ্গি-সঙ্গম্‌—সঙ্গির সঙ্গ; মহান্তঃ—মহাত্মা; তে—তাঁরা; সম-চিত্তাঃ—সকলের প্রতি সমদর্শী; প্রশান্তাঃ—অত্যন্ত শান্ত; বিমন্যবঃ—ক্রোধ রহিত; সুহৃদঃ—সকলের সুহৃদ; সাধবঃ—সমস্ত সৎগুণ সমন্বিত, বা যিনি অপরের দোষ দর্শন করেন না; যে—যাঁরা।

অনুবাদ

" 'পণ্ডিতেরা শুদ্ধভক্ত ও গুরুদেবের সেবাকেই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার দ্বারস্বরূপ এবং স্ত্রীসঙ্গিদের সঙ্গকেই নরকের দ্বার বলেছেন। যাঁরা সাধু, তাঁরা মহাত্মা, সমচিত্ত, প্রশান্ত, অক্রোধ এবং সকলের সুহৃদ।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৫/৫/২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৮৩

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ' ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণভক্তির মূল কারণ সাধুসঙ্গ। এমন কি যখন সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়, তখন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ অত্যন্ত প্রয়োজন।

শ্লোক ৮৪

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৮৪ ॥

ভব-অপবর্গঃ—জড় জগতের অজ্ঞান অন্ধকার থেকে মুক্তি; ভ্রমতঃ—ভ্রমণ করতে করতে; যদা—যখন; ভবেৎ—হওয়া উচিত; জনস্য—মানুষের; তর্হি—সেই সময়; অচ্যুত—হে পরমেশ্বর ভগবান; সৎ-সমাগমঃ—ভক্তসঙ্গ; সৎ-সঙ্গমঃ—সাধুসঙ্গ; যর্হি—যখন; তদা—সেই সময়; এব—কেবল; সৎ-গতৌ—জীবনের পরম প্রাপ্তি; পরাবরেশে—জগতের ঈশ্বর; ত্বয়ি—আপনাকে; জায়তে—জন্মায়; রতিঃ—ভক্তি।

অনুবাদ

" 'হে অচ্যুত! সংসারে ভ্রমণ করতে করতে কেউ যদি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন, তাহলে তিনি ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গলাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সেই সাধুসঙ্গের প্রভাবে, সমস্ত জগতের ঈশ্বর এবং ভক্তদের পরমগতি, আপনার প্রতি তাঁর ভক্তির উদয় হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৫১/৫৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৮৫

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥ ৮৫ ॥

অতঃ—অতএব (ভগবান এবং ভগবদ্ভক্তের দর্শন লাভের দুর্লভতা হেতু); আত্যন্তিকম্—অত্যন্ত; ক্ষেমম্—কল্যাণ; পৃচ্ছামঃ—আমরা জিজ্ঞাসা করছি; ভবতঃ—আপনাকে; অনঘাঃ—হে নিষ্পাপ; সংসারে—জড় জগতে; অস্মিন্—এই; ক্ষণ-অর্ধঃ—অতি অল্পক্ষণ; অপি—এমনকি; সৎ-সঙ্গঃ—ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ; সেবধিঃ—রত্নাগার; নৃণাম্—মানুষদের কাছে।

অনুবাদ

"হে নিষ্পাপ ভক্তগণ! আমি আপনাদের কাছে জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করছি। এই সংসারে ক্ষণার্ধ পরিমাণ সাধুসঙ্গও জীবের পক্ষে অমূল্য-রত্ননিধি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২/৩০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৮৬

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৮৬ ॥

সতাম্—ভগবদ্ভক্তদের; প্রসঙ্গাৎ—ঘনিষ্ঠ সঙ্গের প্রভাবে; মম—আমার; বীর্য-সম্বিদঃ—জ্ঞানপূর্ণ আলোচনা; ভবন্তি—আবির্ভূত হন; হৃৎ—হৃদয়ের; কর্ণ—এবং কর্ণের; রস-আয়নাঃ—তৃপ্তিজনক; কথাঃ—কথা; তৎ-জোষণাৎ—সেই কথার আস্বাদন থেকে; আশু—শীঘ্র; অপবর্গ—অপবর্গের বা মুক্তির; বর্ত্মনি—উপায়স্বরূপ ভগবানের; শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা; রতিঃ—অনুরাগ; ভক্তিঃ—প্রেমভক্তি; অনুক্রমিষ্যতি—ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়।

অনুবাদ

"পারমার্থিক মহিমামণ্ডিত ভগবানের কথা ভক্তসঙ্গেই কেবল যথাযথভাবে আলোচনা করা যায় এবং সেই কথা শ্রবণে হৃদয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। ভক্তসঙ্গে সেই বাণী প্রীতিপূর্বক শ্রবণ করতে করতে শীঘ্র মুক্তির বর্ত্মস্বরূপ আমার প্রতি প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি এবং অবশেষে প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উদিত হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/২৫/২৫) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটির বিশেষ বিশ্লেষণ আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ষাট শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৮৭

অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার ।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"অবৈষ্ণব সঙ্গ পরিত্যাগীই বৈষ্ণবের একমাত্র সদাচার। অবৈষ্ণব বলতে স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত—এই দুই শ্রেণীর লোককে বোঝায়।

শ্লোক ৮৮-৯০

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা ।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৮৮ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু ।
সঙ্গং ন কুর্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥ ৮৯ ॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ৯০ ॥

সত্যম্—সত্য; শৌচম্—শৌচ; দয়া—দয়া; মৌনম্—মৌন; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; হ্রীঃ—লজ্জা; শ্রীঃ—সৌন্দর্য; যশঃ—যশ; ক্ষমা—ক্ষমা; শমঃ—মন সংযম; দমঃ—ইন্দ্রিয় সংযম; ভগঃ—ঐশ্বর্য; চ—এবং; ইতি—এইভাবে; যৎ—যার; সঙ্গাৎ—সঙ্গ প্রভাবে; যাতি—যায়; সংক্ষয়ম্—সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়; তেষু—তাদের মধ্যে; অশান্তেষু—যারা অশান্ত; মূঢ়েষু—মূর্খদের মধ্যে; খণ্ডিত-আত্মসু—যাদের আত্মজ্ঞান ভ্রষ্ট হয়েছে; অসাধুষু—অসাধুদের; সঙ্গম—সঙ্গ; ন—না; কুর্যাৎ—করা উচিত; শোচ্যেষু—অনুশোচনায় পূর্ণ; যোষিৎ—স্ত্রীলোকদের; ক্রীড়া-মৃগেষু—ক্রীড়া মৃগের মতো অত্যন্ত বশীভূত; চ—ও; ন—না; তথা—ততখানি; অস্য—তার; ভবেৎ—হতে পারে; মোহঃ—মোহ; বন্ধঃ—বন্ধন; চ—এবং; অন্য—অন্যপ্রকার; প্রসঙ্গতঃ—সঙ্গ থেকে; যোষিৎ-সঙ্গাৎ—স্ত্রী সঙ্গের দ্বারা; যথা—যেমন; পুংসঃ—মানুষের; যথা—এমনকি; তৎ-সঙ্গি-সঙ্গতঃ—স্ত্রীলোকেদের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ প্রভাবে।

অনুবাদ

" 'সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম, ও ঐশ্বর্য ইত্যাদি সমস্তই যার সঙ্গ ক্রমে ক্ষয় হয়ে যায়, সেই শোক প্রদানকারী আত্মবিনাশকারী অশান্ত মূঢ় যোষিৎ ক্রীড়া মৃগ অসাধু সঙ্গ কখনই করা উচিত নয়। অন্য প্রসঙ্গে জীবের সেরকম মোহবন্ধ হয় না, যেমন স্ত্রী সঙ্গে এবং স্ত্রী-সঙ্গী সঙ্গে হয়।'

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত (৩/৩১/৩৩-৩৫) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকগুলি ভগবতাবতার শ্রীকপিলদেব তাঁর মা দেবহূতিকে বলেছিলেন। এখানে কপিলদেব পাপ-পুণ্যবশে জীব কিভাবে কৃষ্ণ-

বিমুখ হয়ে স্বরূপ বিস্মৃত হয় সেই কথা বর্ণনা করেছেন। জন্মলাভের পূর্বে মাতৃজঠরে গর্ভবাসের যন্ত্রণার কথা অধিকাংশ মানুষই মানে না। অসৎ সঙ্গের প্রভাবে জীব ধীরে ধীরে অধঃপতিত হয়। এই সম্পর্কে স্ত্রীসঙ্গের উপরে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। কেউ যখন স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গের প্রতি আসক্ত হয়, তখন সে অধঃপতিত হয়।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥

(*ভগবদ্‌গীতা*—১৩/২২)

"জড়া-প্রকৃতির সঙ্গ প্রভাবে জীব প্রকৃতির গুণগুলির অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে; এবং গুণের সঙ্গ প্রভাবে সৎ এবং অসৎ যোনি লাভ করে।"

বৈদিক সভ্যতায় স্ত্রীসঙ্গ অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। পারমার্থিক জীবনে চারটি আশ্রম রয়েছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। গৃহস্থরাই কেবল অত্যন্ত কঠোর নিয়মের অধীনে স্ত্রীসঙ্গ করতে পারে—অর্থাৎ, কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই তাদের স্ত্রীসঙ্গ। অন্য আর কোন উদ্দেশ্যে স্ত্রীসঙ্গ নিষিদ্ধ।

শ্লোক ৯১

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসংবাসবৈশসম্ ॥ ৯১ ॥

বরম্—শ্রেয়; **হুত-বহ**—প্রজ্বলিত অগ্নি; **জ্বালা**—শিখা; **পঞ্জর-অন্তঃ**—পিঞ্জরের মধ্যে; **ব্যবস্থিতিঃ**—বাস করা; **ন**—না; **শৌরি-চিন্তা**—কৃষ্ণভক্তের বা কৃষ্ণের চিন্তা; **বিমুখ**—বিমুখ; **জন**—ব্যক্তির; **সংবাস**—সঙ্গের; **বৈশসম্**—বিপদ।

অনুবাদ

" 'জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে খাঁচায় বন্ধ হয়ে থাকার যে ক্লেশ তা বরং ভাল, তথাপি কৃষ্ণচিন্তা বহির্মুখ মানুষের কষ্টকর সঙ্গ কখনই করা উচিত নয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *কাত্যায়ন-সংহিতা* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৯২

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি ।
ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্ ॥ ৯২ ॥

মা—কর না; **দ্রাক্ষীঃ**—দর্শন; **ক্ষীণ-পুণ্যান্**—পুণ্যহীন; **কচিৎ-অপি**—কখনই; **ভগবৎ-ভক্তি-হীনান্**—ভগবদ্ভক্তি বিহীন; **মনুষ্যান্**—মানুষদের।

অনুবাদ

"পুণ্যহীন ভগবদ্ভক্তিহীন মানুষদের কখনও দেখো না।

শ্লোক ৯৩

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম ।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এইসব ছেড়ে, এমনকি বর্ণাশ্রম ধর্ম পর্যন্ত পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ সবরকম জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৯৪

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৯৪ ॥

সর্ব-ধর্মান্—জাগতিক সমস্ত ধর্ম; **পরিত্যজ্য**—পরিত্যাগ করে; **মাম্ একম্**—কেবল আমার; **শরণম্**—শরণ; **ব্রজ**—যাও; **অহম্**—আমি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **সর্ব-পাপেভ্যঃ**—সমস্ত পাপ থেকে; **মোক্ষয়িষ্যামি**—মুক্তিদান করব; **মা শুচঃ**—শোক করো না।

অনুবাদ

" 'সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। তাহলে আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি সে জন্য শোক করো না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* (১৮/৬৬) থেকে শ্রীকৃষ্ণের উক্তির উদ্ধৃতি। এর বিশেষ বিশ্লেষণ মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের ৬৩ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৯৫

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য ।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ এবং বদান্য; এমন কৃষ্ণকে ছেড়ে পণ্ডিতেরা অন্য কারোর ভজনা করেন না।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমান মানুষেরা স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। সবরকম জড় আসক্তি ত্যাগ করে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ, তাই তাঁর নাম ভক্তবৎসল। তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ,

এবং তাঁর প্রতি ভক্তের সেবার কথা তিনি কখনও ভুলে যান না। তিনি অত্যন্ত উদার এবং সর্বশক্তিমান। তাই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় ছেড়ে দেব-দেবীদের শরণ গ্রহণ করার কি প্রয়োজন? কেউ যদি দেব-দেবীদের পূজা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করেন, তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি সবচাইতে বড় মূর্খ।

শ্লোক ৯৬

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ ।
সর্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ৯৬ ॥

কঃ—কি; পণ্ডিতঃ—পণ্ডিত; ত্বৎ-অপরম্—আপনি ছাড়া অন্য কেউ; শরণম্—আশ্রয়; সমীয়াৎ—গ্রহণ করবে; ভক্ত-প্রিয়াৎ—যারা আপনার ভক্তদের প্রিয়; ঋত-গিরঃ—সত্যবাদী; সুহৃদঃ—যারা ভক্তদের বন্ধু; কৃত-জ্ঞাৎ—যারা ভক্তদের কাছে কৃতজ্ঞ; সর্বান্—সমস্ত; দদাতি—দান করেন; সুহৃদঃ—আপনার সুহৃদদের; ভজতঃ—ভক্তিযোগে যারা আপনার ভজনা করেন; অভিকামান্—সমস্ত কাম; আত্মানম্—আপনাকে; অপি—এমন কি; উপচয়—বৃদ্ধি; অপচয়ৌ—এবং হ্রাস; ন—না; যস্য—যার।

অনুবাদ

" 'হে প্রভু, আপনি আপনার ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ-পরায়ণ। আপনি সত্যবাক্, সুহৃদ এবং কৃতজ্ঞ। কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি আপনাকে ছেড়ে অন্য কারোর শরণাগত হবে? আপনি আপনার ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন, এমনকি কখনও কখনও আপনি নিজেকেও পর্যন্ত তাদের দিয়ে দেন। তবুও, আপনার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৪৮/২৬) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৯৭

বিজ্ঞ-জনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান ।
অন্য-ত্যজি' ভজে, তাতে উদ্ধব—প্রমাণ ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি কৃষ্ণের গুণ সম্বন্ধে অবগত হন, তাহলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের ত্যাগ করে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই ভজনা করেন। উদ্ধব তার প্রমাণ।

শ্লোক ৯৮

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ।

লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৯৮ ॥

অহো—আহা; বকী—বকাসুরের ভগ্নী পূতনা; যম্—যাকে; স্তন—স্তন; কাল-কূটম্—কালকূট বিষ; জিঘাংসয়া—হত্যা করার বাসনায়; অপায়য়ৎ—জোর করে পান করিয়েছিল; অপি—যদিও; অসাধ্বী—ভয়ঙ্করভাবে কৃষ্ণের বিরোধী; লেভে—লাভ করেছিল; গতিম্—গতি; ধাত্রী—ধাত্রী; উচিতাম্—উপযুক্ত; ততঃ—শ্রীকৃষ্ণের থেকে; অন্যম্—অন্য; কম্—কাকে; বা—অথবা; দয়ালুম্—দয়ালু; শরণম্—আশ্রয়; ব্রজেম—গ্রহণ করব।

অনুবাদ

" 'আহা, কি আশ্চর্য! বকাসুরের ভগ্নী পূতনা, কৃষ্ণকে বধ করার জন্য তার স্তনে কালকূট মাখিয়ে তা কৃষ্ণকে পান করিয়েছিল। কিন্তু তবুও, কৃষ্ণ তাকে তাঁর মাতারূপে গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাকে মাতার উপযুক্ত গতি দান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আমি আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হতে পারি?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/২/২৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৯৯

শরণাগতের, অকিঞ্চনের—একই লক্ষণ ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে 'আত্মসমর্পণ' ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"অকিঞ্চন ভক্ত ও শরণাগত ভক্ত এ দুয়ের একই লক্ষণ। তাদের মধ্যে শরণাগতের আত্মসমর্পণরূপ একটি অধিক লক্ষণ রয়েছে।

শ্লোক ১০০

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্ ।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥ ১০০ ॥

আনুকূল্যস্য—কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয়ের; সঙ্কল্পঃ—গ্রহণ; প্রাতিকূল্যস্য—কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল বিষয়ের; বর্জনম্—বর্জন; রক্ষিষ্যতি—তিনি রক্ষা করবেন; ইতি—এই প্রকার; বিশ্বাসঃ—দৃঢ় বিশ্বাস; গোপ্তৃত্বে—পিতা, পতি বা প্রভুরূপে; বরণম্—বরণ; তথা—তদুপরি; আত্ম-নিক্ষেপ—সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন; কার্পণ্যে—দৈন্য; ষট্-বিধা—ছয় প্রকার; শরণ-আগতিঃ—শরণাগত হওয়ার পন্থা।

অনুবাদ

" 'শরণাগতির ছয় প্রকার লক্ষণ—কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যা গ্রহণ করা; কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল বিষয় বর্জন করা; কৃষ্ণ সবসময়ই রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস; শ্রীকৃষ্ণকে প্রভুরূপে গ্রহণ করা; সর্বতোভাবে শরণাগত হওয়া এবং দৈন্য।

তাৎপর্য

শরণাগতির ছয়টি লক্ষণ—(১) কৃষ্ণভক্তির যা অনুকূল, কেবল তাই গ্রহণ করার সঙ্কল্প। (২) কৃষ্ণভক্তির যা প্রতিকূল তা বর্জন। একেই বলা হয় বৈরাগ্য। (৩) কৃষ্ণ ব্যতীত আমার কোন রক্ষাকর্তা নেই—এই বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ ছাড়া কেউই রক্ষা করতে পারেন না, এবং সেই সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় হওয়ার নামই বিশ্বাস। 'নির্বিশেষ ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করে আমি মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে পারি'—এই প্রকার বিশ্বাস নয়, কৃষ্ণ কৃপা করে আমাকে রক্ষা করবেন'—এইরূপ বিশ্বাস। ভক্ত সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত থাকতে চান। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই ভক্তবৎসল, এবং তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন। (৪) ভক্তের উচিত সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে 'গোপ্তা' বা 'পালয়িতা' বলে বরণ করা। তার কখনও মনে করা উচিত নয় যে দেব-দেবীরা তাকে পালন করবেন। শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র পালনকর্তা জেনে কেবলমাত্র তাঁর উপর নির্ভর করা উচিত। ভক্তের পক্ষে সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে এটি জানা কর্তব্য যে ত্রিলোকে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কোন পালনকর্তা নেই। (৫) আত্ম-সমর্পণের অর্থ হচ্ছে, সর্বদা মনে রাখা যে আমাদের ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয়, তা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার পরতন্ত্র। (৬) ভক্ত সর্বদাই দীন এবং বিনীত। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥

"আমি সকলেরই হৃদয়ে বসে আছি এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে। সমস্ত বেদে কেবল আমি একমাত্র জ্ঞাতব্য; আমি বেদান্তের প্রণেতা এবং বেদবেত্তা।"

সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করে শ্রীকৃষ্ণ জীবের অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করেন। জীব মায়াশক্তির অধীনে থাকতে পারে অথবা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে থাকতে পারে। কেউ যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত হন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাকে বুদ্ধিযোগ দান করেন, যার ফলে তিনি পারমার্থিক মার্গে উন্নতিসাধন করতে পারেন। কিন্তু অভক্তরা মায়ার অধীনে থাকার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে যায়। কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করা হয়, শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে জীবকে ভুলিয়ে রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের জড় কার্যকলাপ সম্বন্ধে ভুলিয়ে রাখেন, এবং মায়ার দ্বারা তিনি অভক্তদের ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে ভুলিয়ে রাখেন। একে বলা হয় 'অপোহন'।

শ্লোক ১০১

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্ ।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥ ১০১ ॥

তব—তাঁর; অস্মি—আমি হই; ইতি—এইভাবে; বদন্—বলে; বাচা—বাক্যের দ্বারা; তথা—তেমনই; এব—অবশ্যই; মনসা—মনের দ্বারা; বিদন্—জেনে; তৎ-স্থানম্—তাঁর স্থান; আশ্রিতঃ—আশ্রিত; তন্বা—দেহের দ্বারা; মোদতে—উপভোগ করেন; শরণ-আগতঃ—সর্বতোভাবে আত্ম সমর্পিত।

অনুবাদ

" 'শরণাগত ব্যক্তি ভগবানের লীলাস্থান শরীরদ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করে, "হে ভগবান, আমি তোমার" এই কথা মুখে বলে এবং মনে জেনে আনন্দ লাভ করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোক দুইটি *হরিভক্তিবিলাসে* (১১/৪১৭-৪১৮) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১০২

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্ত যখন সর্বতোভাবে কৃষ্ণের শরণাগত হন, শ্রীকৃষ্ণ তাকে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে গ্রহণ করেন।

শ্লোক ১০৩

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ১০৩ ॥

মর্ত্যঃ—মরণশীল জীব; যদা—যখন; ত্যক্ত—পরিত্যাগ করে; সমস্ত—সর্ব; কর্মা—সকাম কর্ম; নিবেদিত-আত্মা—সর্বতোভাবে শরণাগত আত্মা; বিচিকীর্ষিতঃ—বিশেষভাবে কর্ম করতে অভিলাষী হয়; মে—আমার দ্বারা; তদা—সেই সময়ে; অমৃতত্বম্—অমৃতত্ব; প্রতিপদ্যমানঃ—লাভ করে; ময়া—আমার সঙ্গে; আত্ম-ভূয়ায়—একই প্রকৃতিগত হওয়ার; চ—ও; কল্পতে—যোগ্য হয়; বৈ—অবশ্যই।

অনুবাদ

" 'মরণশীল জীব যখন সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করে আমার (ভগবানের) প্রতি সম্পূর্ণরূপে

নিজেকে নিবেদন করে আমার ইচ্ছানুসারে কার্য করতে থাকেন, তখন তিনি অমৃতত্ব লাভ করে আমার সঙ্গে চিৎস্বরূপ রসভোগ করার যোগ্য হন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২৯/৩৪) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রিয় ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন সম্বন্ধে বর্ণনা করে সবশেষে ঐকান্তিকভাবে আত্মসমর্পিত শুদ্ধ ভক্তের গতি বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১০৪

এবে সাধনভক্তি-লক্ষণ শুন, সনাতন ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম-মহাধন ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সনাতন, এখন তুমি সাধন ভক্তির লক্ষণ শ্রবণ কর, যা থেকে কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহাধন লাভ হয়।

শ্লোক ১০৫

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা ।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ ১০৫ ॥

কৃতি-সাধ্যা—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা সাধিত হয়; **ভবেৎ**—হওয়া উচিত; **সাধ্য-ভাবা**—যা থেকে ভগবৎ-প্রেম লাভ হয়; **সা**—তাকে; **সাধন-অভিধা**—সাধন ভক্তি বলা হয়; **নিত্য-সিদ্ধস্য**—যা নিত্য বর্তমান; **ভাবস্য**—ভগবৎ প্রেমের; **প্রাকট্যম্**—উদয়; **হৃদি**—হৃদয়ে; **সাধ্যতা**—সাধন যোগ্যতা।

অনুবাদ

" 'কৃষ্ণপ্রেম প্রদানকারী অপ্রাকৃত ভক্তি যখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাকে বলা হয় সাধন ভক্তি। ভক্তি জীবের নিত্য সিদ্ধভাব, তাকে হৃদয়ে প্রকাশ করার নামই সাধ্যতা।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/২/২) পাওয়া যায়। জীব যেহেতু ভগবানের অণুসদৃশ বিভিন্ন অংশ, তাই সুপ্ত অবস্থায় ভগবদ্ভক্তি তার মধ্যে বর্তমান। ভগবদ্ভক্তি শুরু হয় শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে। শব্দের দ্বারা ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো যায়; তাই প্রতিটি বদ্ধ জীবকে শুদ্ধ বৈষ্ণবের মুখে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন শোনার সুযোগ দেওয়া উচিত। এইভাবে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন শ্রবণ করার ফলে কৃষ্ণভক্তির বা কৃষ্ণভাবনার জাগরণ হয়। এইভাবে মন ধীরে ধীরে নির্মল হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*চেতোদর্পণ-মার্জনম্*। মন নির্মল হলে, ইন্দ্রিয়ও নির্মল হয়। ইন্দ্রিয়-সুখ

ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার না করে জাগ্রত ভক্ত তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় নিয়োগ করেন। সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত করার এটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ১০৬

শ্রবণাদি-ক্রিয়া—তার 'স্বরূপ'-লক্ষণ ।
'তটস্থ'-লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদি চিন্ময় ক্রিয়া ভগবদ্ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ হচ্ছে তা যা শুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম জাগরিত করে।

শ্লোক ১০৭

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয় ।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তা কখনও (শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য কোন অভিধেয়ের) সাধ্য নয়। কেবলমাত্র শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত চিত্তে তার উদয় সম্ভব।

শ্লোক ১০৮

এই ত সাধনভক্তি—দুই ত' প্রকার ।
এক 'বৈধী ভক্তি', 'রাগানুগা ভক্তি' আর ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"সাধন ভক্তি দুই প্রকার—বৈধী ভক্তি এবং রাগানুগা ভক্তি।

শ্লোক ১০৯

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায় ।
'বৈধী ভক্তি' বলি' তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"যাদের হৃদয়ে রাগের উদয় হয়নি, তারা সদ্গুরুর পরিচালনায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে ভজনে প্রবৃত্ত হয়, তাকে শাস্ত্রে বৈধী ভক্তি বলা হয়।

তাৎপর্য

প্রথমে সদ্গুরুর কাছে থেকে শ্রবণ করতে হয়। তা ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নতি সাধনের সহায়ক। এই পন্থা অনুসারে, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন এবং গুরুদেবের নির্দেশ অনুসরণ করা হয়। ভগবদ্ভক্তির মার্গে এগুলি প্রাথমিক কর্তব্য। কোন জড় উদ্দেশ্য সাধনের

জন্য ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করা উচিত নয়। এমনকি ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনাও করা উচিত নয়। কেবলমাত্র প্রেমের বশবর্তী হয়ে ভগবানের সেবা করা উচিত। এই সেবাকে বলা হয় অহৈতুকী অপ্রতিহতা। ভগবদ্ভক্তি সাধনে, কৃষ্ণের প্রতি নিষ্কাম প্রেম ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই, এবং কোন জড় অবস্থা তা প্রতিহত করতে পারে না। বৈধী ভক্তির অনুশীলনের ফলে ধীরে ধীরে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। শিশুকে শিক্ষালাভের জন্য জোর করে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়, কিন্তু তার বয়স বাড়লে সে যখন শিক্ষালাভের স্বাদ পায়, তখন সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং পণ্ডিতে পরিণত হয়। জোর করে কাউকে পণ্ডিত বানানো যায় না। কিন্তু প্রথমে অনেক সময় জোর করতে হয়। শিশুকে জোর করে স্কুলে পাঠানো হয় এবং শিক্ষকের নির্দেশনায় লেখাপড়া করতে হয়। এইটিই বৈধী-ভক্তি এবং রাগানুগা ভক্তির পার্থক্য। সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম সকলেরই হৃদয়ে রয়েছে, তা কেবল ভগবদ্ভক্তির বিধি অনুসরণ করার মাধ্যমে জাগরিত করতে হয়। টাইপ শেখার বই-এর নির্দেশিত বিধি অনুসরণ করার মাধ্যমে টাইপ করতে শিখতে হয়। বিশেষভাবে চাবির উপর আঙুল রেখে অভ্যাস করতে হয়, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে তখন চাবির দিকে না তাকিয়েই দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে টাইপ করা যায়। তেমনই সদ্গুরুর নির্দেশানুসারে ভগবদ্ভক্তির বিধি অনুসরণ করতে হয়; তার ফলে স্বতঃস্ফূর্ত রাগের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। ভগবদ্-প্রেম প্রতিটি জীবের হৃদয়েই রয়েছে (নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম)।

স্বতঃস্ফূর্ত সেবা কৃত্রিম নয়। কেবল বৈধী ভক্তির অনুশীলন করার মাধ্যমে সেই স্তরে উন্নীত হতে হয়। এইভাবে শ্রবণ এবং কীর্তন অনুশীলন, মন্দির মার্জন, নিজেকে পরিষ্কার রাখা, খুব সকালে ঘুম থেকে উঠা এবং মঙ্গল আরতিতে যোগদান করা ইত্যাদি বিধির অনুশীলন করতে হয়। কেউ যদি প্রথম থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত সেবার স্তরে না এসে থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই সদ্গুরুর নির্দেশ অনুসারে বৈধী ভক্তির অনুশীলন করতে হবে।

শ্লোক ১১০

তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ১১০ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ভারত**—হে ভরত বংশীয়; **সর্ব-আত্মা**—সকলের অন্তর্যামী, সর্বব্যাপ্ত ভগবান; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি, যিনি জীবের সংসার দুঃখ হরণ করেন; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **শ্রোতব্যঃ**—শ্রবণ করা উচিত (সদ্গুরুর কাছ থেকে); **কীর্তিতব্যঃ**—মহিমা কীর্তন করা উচিত (যেভাবে শোনা হয়েছে); **চ**—ও; **স্মর্তব্যঃ**—স্মরণ করা উচিত; **চ**—এবং; **ইচ্ছতা**—ইচ্ছুক ব্যক্তির; **অভয়ম্**—সংসার জীবনের ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি।

অনুবাদ

" 'হে ভারত! হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যাঁরা জড় জগতের ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে মুক্ত হতে চান, তাঁদের পক্ষে সর্বদাই সকলের অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির মহিমা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করা উচিত।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/১/৫) থেকে উদ্ধৃত। শ্রবণ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা সকলেরই কর্তব্য। একে বলা হয় *শ্রোতব্যঃ*। কেউ যদি যথাযথভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, তখন তার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেই মহিমা কীর্তন করা। তাকে বলা হয় *কীর্তিতব্যঃ*। কেউ যখন ভগবানের কথা শ্রবণ করেন এবং ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে তাঁর কথা স্মরণ করেন। একে বলা হয় *স্মর্তব্যঃ*। কেউ যদি ভয় থেকে মুক্ত হতে চান তাহলে তাঁকে এইগুলি অবশ্য করতে হবে।

শ্লোক ১১১

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ১১১ ॥

মুখ—মুখ; **বাহু**—হস্ত; **উরু**—উরু; **পাদেভ্যঃ**—পা থেকে; **পুরুষস্য**—পরম পুরুষের; **আশ্রমৈঃ**—বিভিন্ন আশ্রম; **সহ**—সহ; **চত্বারঃ**—চার; **জজ্ঞিরে**—উদ্ভূত হয়েছে; **বর্ণাঃ**—চার বর্ণ; **গুণৈঃ**—বিশেষ গুণাবলী সহ; **বিপ্র-আদয়ঃ**—ব্রাহ্মণ আদি; **পৃথক্**—পৃথকভাবে।

অনুবাদ

" 'ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র,—এই চারটি বর্ণ পৃথক পৃথক আশ্রমসহ এবং স্বীয় বর্ণগত গুণসহ উদ্ভূত হয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৫/২-৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১১২

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১১২ ॥

য—যিনি; **এষাম্**—এই বর্ণ ও আশ্রমের; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **আত্ম-প্রভবম্**—সকলের উৎস; **ঈশ্বরম্**—পরম ঈশ্বর; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **আত্ম-প্রভবম্**—সকলের উৎস; **ঈশ্বরম্**—পরম ঈশ্বর; **ন**—না; **ভজন্তি**—ভজনা করা; **অবজানন্তি**—অবজ্ঞা করে; **স্থানাৎ**—যথাস্থান থেকে; **ভ্রষ্টাঃ**—ভ্রষ্ট হয়ে; **পতন্তি**—পতিত হয়; **অধঃ**—নিম্নাভিমুখে নারকীয় অবস্থায়।

অনুবাদ

" 'এই চার বর্ণাশ্রমের মধ্যে যারা তাদের প্রভু ভগবান বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ভজন না করে, নিজের নিজের বর্ণ ও আশ্রমের অহঙ্কারে তাঁর ভজনে অবজ্ঞা করে, তারা স্থান ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।'

শ্লোক ১১৩

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ১১৩ ॥

স্মর্তব্যঃ—স্মরণ করা উচিত; সততম্—সর্বদা; বিষ্ণুঃ—শ্রীবিষ্ণু; বিস্মর্তব্যঃ—ভুলে যাওয়া; ন—না; জাতুচিৎ—কখনও; সর্বে—সমস্ত; বিধি-নিষেধাঃ—সদ্‌গুরু অথবা শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি-নিষেধ; স্যুঃ—উচিত; এতয়োঃ—এই দুটি বিধি-নিষেধের, (সর্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করা এবং কখনও তাঁকে ভুলে না যাওয়া); এব—অবশ্যই; কিঙ্করাঃ—অনুগত ভৃত্যগণ।

অনুবাদ

" 'সর্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করা উচিত এবং কখনই তাঁকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়, সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইটি কথার অনুগত।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পদ্ম-পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত। শাস্ত্রে বহু বিধি-নিষেধ রয়েছে এবং গুরুদেবও বহু বিধি-নিষেধের নির্দেশ দেন। সেই সমস্ত বিধি-নিষেধই 'সর্বদা বিষ্ণুকে মনে রাখা উচিত এবং কখনই তাঁকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়' এই দুইটি মুখ্য বিধির অনুগত। কেউ যখন 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করেন তখনই কেবল তা সম্ভব। তাই নিষ্ঠা সহকারে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা উচিত। গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে অন্যান্য কর্তব্য থাকতে পারে, তবে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম জপ করা। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে, আমরা নির্দেশ দিয়েছি, নবীন ভক্তেরা অন্ততপক্ষে প্রতিদিন ১৬ মালা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করেন। কৃষ্ণকে মনে রাখা এবং তাঁকে ভুলে না যাওয়ার ব্যাপারে এই ১৬ মালা জপ অবশ্য কর্তব্য। সমস্ত বিধির মধ্যে, গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে অন্ততপক্ষে ১৬ মালা জপ করা কর্তব্য।

কেউ গ্রন্থ বিতরণ করতে পারে অথবা আজীবন সদস্য বানাতে পারে অথবা অন্য কোন সেবা করতে পারে, কিন্তু সেগুলি হচ্ছে সাধারণ কর্তব্য। এই কর্তব্যগুলি শ্রীকৃষ্ণকে মনে রাখার অনুকূল। কেউ যখন সংকীর্তন করতে যায় অথবা গ্রন্থ বিতরণ করতে যায়, তখন সে স্বাভাবিকভাবে মনে রাখে যে সে শ্রীকৃষ্ণের গ্রন্থ বিতরণ করছে। এইভাবে সে শ্রীকৃষ্ণকে মনে রাখে। কেউ যখন আজীবন সদস্য বানাতে যায়, তখন সে কৃষ্ণের কথা বলে এবং তার ফলে শ্রীকৃষ্ণকে মনে রাখে। *স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ*। এমনভাবে আচরণ করা উচিত যাতে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে মনে থাকে, এবং কখনই কৃষ্ণকে ভুলে না যায়। এই দুইটি বিধি-নিষেধই কৃষ্ণভাবনামৃতের মূল ভিত্তি।

শ্লোক ১১৪

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তির বহুত বিস্তার ।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ-সার ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সাধন ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গের বহু বিস্তার। আমি সংক্ষেপে সাধনাঙ্গের সার সম্বন্ধে কিছু বলব।

শ্লোক ১১৫

গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন ।
সদ্ধর্মশিক্ষা-পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"বৈধী ভক্তিতে নিম্নলিখিত আচরণগুলি অবশ্য কর্তব্য—(১) সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ, (২) তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ, (৩) তাঁর সেবা করা, (৪) তাঁর কাছে সদ্ধর্ম শিক্ষালাভ করা এবং ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে জানবার জন্য প্রশ্ন করা, (৫) পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং সদ্‌গুরুর নির্দেশ পালন করা।

শ্লোক ১১৬

কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস ।
যাবন্নির্বাহ-প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তার পরবর্তী আচরণগুলি হচ্ছে—(৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকা; এবং তাঁর প্রীতি সম্পাদনের জন্য সবকিছু গ্রহণ করা। (৭) বৃন্দাবন, মথুরা অথবা কৃষ্ণমন্দিরে যেখানে কৃষ্ণ বর্তমান, সেই স্থানে বাস করা উচিত। (৮) যা মাত্র পেলে জীবন নির্বাহ হয়, সেই পরিমাণে প্রতিগ্রহ। (৯) একাদশীর দিন উপবাস করা উচিত।

শ্লোক ১১৭

ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন ।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জন ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"(১০) ধাত্রী বৃক্ষ, অশ্বত্থ বৃক্ষ, গাভী ও বৈষ্ণবদের পূজা করা উচিত; এবং (১১) সেবাপরাধ, নামাপরাধ আদি অপরাধ দূরে বর্জন করা উচিত।

তাৎপর্য

ধাত্রী, অশ্বত্থ, গো, বিপ্র এবং বৈষ্ণবদের সম্মান করা পর্যন্ত এই দশটি অঙ্গই ভজনের প্রারম্ভরূপ; এবং একাদশ অঙ্গ হচ্ছে সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্জন করা।

শ্লোক ১১৮

অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব ।
বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখ্যান বর্জিব ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"(১২) অবৈষ্ণবদের সঙ্গ ত্যাগ। (১৩) বহু শিষ্য গ্রহণ না করা। (১৪) বহু গ্রন্থের আংশিক অভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ ত্যাগ।

তাৎপর্য

যিনি প্রচার করেন না তাঁর পক্ষে বহু শিষ্য করা অত্যন্ত বিপদজনক। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবধারা প্রচার করার জন্য প্রচারকদের শিষ্য গ্রহণ করতে হবে। সেটি একটি বিপদজনক কাজ। কেননা গুরু যখন শিষ্য গ্রহণ করেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই শিষ্যের পাপ গ্রহণ করেন। অত্যন্ত শক্তিশালী না হলে শিষ্যের পাপ হজম করা যায় না। তাই তিনি যদি শক্তিশালী না হন, তাহলে তাঁকে সেই পাপের পরিণাম ভোগ করতে হবে, কেননা বহু শিষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য বহু গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ পাঠ করা উচিত নয়। তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে আমরা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে *ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* এবং *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* সীমাবদ্ধ করেছি। সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের বাণী প্রচার করার জন্য এই চারটি গ্রন্থের মাধ্যমে ভগবত্তত্ত্ব দর্শন লাভ করাই যথেষ্ট। কেউ যদি কোন বিশেষ গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহলে তাঁকে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করতে হবে। সেইটিই রীতি। সীমিত গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করলে তত্ত্বদর্শন হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ১১৯

হানি-লাভে সম, শোকাদির বশ না হইব ।
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"(১৫) হানিতে এবং লাভে সমবুদ্ধি। (১৬) শোকাদির বশ না হওয়া। (১৭) ভগবদ্ভক্ত অন্য দেবতাদের নিন্দা করেন না। তেমনই, তিনি অন্য-শাস্ত্র পাঠ করেন না বা তার নিন্দা করেন না।

শ্লোক ১২০

বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্তা না শুনিব ।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

"(১৮) ভগবদ্ভক্তের, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের নিন্দা শোনা উচিত নয়। (১৯) স্ত্রী-পুরুষের প্রেম সমন্বিত এবং ইন্দ্রিয়-সুখদায়ক বিষয় সমন্বিত পত্র-পত্রিকা পাঠ করা বা শ্রবণ করা উচিত নয়। (২০) ভগবদ্ভক্ত মনে বা বাক্যের দ্বারা কোন প্রাণীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেন না।

তাৎপর্য

এই নির্দেশগুলির প্রথম দশটি ভক্তের কর্তব্য কর্ম, এবং শেষ দশটি নিষেধ লক্ষণ। এইভাবে, প্রথম দশটি প্রত্যক্ষভাবে আচরণীয়, এবং পরবর্তী দশটি পরোক্ষভাবে আচরণীয়।

শ্লোক ১২১

শ্রবণ, কীর্তন স্মরণ, পূজন, বন্দন ।
পরিচর্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবদ্ভক্তির মার্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কর্তব্য হচ্ছে—(১) শ্রবণ, (২) কীর্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পূজন, (৫) বন্দন, (৬) পরিচর্যা, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য, এবং (৯) আত্মনিবেদন।

শ্লোক ১২২

অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবন্নতি ।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

"অধিকন্তু (১০) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য, (১১) গীত, (১২) শ্রীবিগ্রহকে মন খুলে সবকিছু বলা, (১৩) দণ্ডবৎ প্রণাম, (১৪) ভগবান বা ভক্ত আসছেন দেখে উঠে দাঁড়ানো, (১৫) ভক্ত বা ভগবান যাত্রা করলে তাঁদের পিছনে পিছনে যাওয়া, (১৬) তীর্থে এবং ভগবৎ মন্দিরে গমন করা।

শ্লোক ১২৩

পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্তন ।
ধূপ-মাল্য-গন্ধ-মহাপ্রসাদ-ভোজন ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"(১৭) মন্দির পরিক্রমা, (১৮) স্তব পাঠ, (১৯) জপ, (২০) সংকীর্তন, (২১) ভগবানের প্রসাদী ধূপ ও মালার গন্ধ গ্রহণ, (২২) মহাপ্রসাদ সেবন ।

শ্লোক ১২৪

আরাত্রিক-মহোৎসব-শ্রীমূর্তি-দর্শন ।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"(২৩) আরতি ও মহোৎসব দর্শন, (২৪) শ্রীমূর্তি দর্শন, (২৫) নিজের প্রিয়বস্তু ভগবানকে অর্পণ, (২৬) ধ্যান, এবং (২৭) ভগবানের সঙ্গে যারা সম্পর্কিত তাদের সেবা করা।

শ্লোক ১২৫

'তদীয়'—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত ।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"(২৮-৩০) ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত বা 'তদীয়' বলতে তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা এবং ভাগবত। শ্রীকৃষ্ণ চান যে তাঁর ভক্তরা যেন এই চারের সেবা করেন।

তাৎপর্য

ষড়্‌বিংশতি অঙ্গ (ধ্যান)-এর পর, সপ্তবিংশতি অঙ্গ হচ্ছে তুলসী সেবা, অষ্টবিংশতি অঙ্গ বৈষ্ণব সেবা, ঊনত্রিংশতি অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরায় বাস, এবং ত্রিংশতি অঙ্গ নিয়মিতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ।

শ্লোক ১২৬

কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন ।
জন্ম-দিনাদি-মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"একত্রিংশতি অঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের জন্যই সবকিছু করা। (৩২) তাঁর কৃপার প্রতীক্ষা করা, (৩৩) ভক্তগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন অথবা রামচন্দ্রের জন্মদিন আদির মহোৎসব করা।

শ্লোক ১২৭

সর্বথা শরণাপত্তি, কার্তিকাদি-ব্রত ।
'চতুঃষষ্টি অঙ্গ' এই পরম-মহত্ত্ব ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"(৩৪) সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। (৩৫) কার্তিকব্রত আদি পালন করা। এইগুলি ৬৪টি পরম-মহত্ত্বপূর্ণ ভক্ত্যাঙ্গের কয়েকটি অঙ্গ।

শ্লোক ১২৮-১২৯

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥ ১২৮ ॥
সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তদের সঙ্গ করা, ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা, মথুরায় বাস করা এবং শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের শ্রীমূর্তির সেবা করা, এই পাঁচটি অঙ্গ সবকটি সাধনাঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই পাঁচের অল্প সংখ্যক প্রভাবেই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* লিখেছেন—কার্তিকাদি ব্রত, —এই পঁয়ত্রিশটি অঙ্গে আর চারটি অঙ্গ যোগ করতে হবে, অর্থাৎ দেহে ১) বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ, ২) হরিনামাক্ষর ধারণ, ৩) নির্মাল্য ধারণ ও ৪) চরণামৃত পান,—এই চারটি অঙ্গ অর্চনাদির অন্তর্গত বলেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মনে করে নিয়েছেন। এই চারটি যোগ করার ফলেই ঊনচল্লিশটি অঙ্গ হয়। তাতে ১) সাধুসঙ্গ, ২) নাম কীর্তন, ৩) ভাগবত শ্রবণ, ৪) মথুরা বাস, ৫) শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমূর্তির সেবারূপ এই পাঁচটি অঙ্গ পুনরায় যোগ করতে হবে। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (পূর্ববিভাগ, ২য় লহরী) ৬৪টি বৈধী ভক্তির বর্ণনার পর শ্রীল রূপ গোস্বামী লিখেছেন—

অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্ববিলিখিতস্য চ ।
নিখিলশ্রৈষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র শংসনম্ ॥

"এই পাঁচটি অঙ্গের (ভক্ত সঙ্গ, নামকীর্তন ইত্যাদি) পূর্ণ মাহাত্ম্য বোঝাবার জন্য সেগুলি পুনরায় যোগ করা হয়েছে।"

এই ৬৪টি ভক্ত্যাঙ্গই শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা পৃথক পৃথক যজন বা উপাসনা। এইভাবে এই ৬৪প্রকার ভক্ত্যাঙ্গ একজনকে সর্বতোভাবে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করে রাখে।

শ্লোক ১৩০

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে ॥ ১৩০ ॥

শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা; বিশেষতঃ—বিশেষভাবে; প্রীতিঃ—প্রীতি; শ্রী-মূর্তেঃ—ভগবানের শ্রীবিগ্রহ; অঙ্ঘ্রি-সেবনে—শ্রীপাদপদ্মের সেবায়।

অনুবাদ

" 'ভগবানের শ্রীবিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় বিশেষভাবে শ্রদ্ধা এবং প্রীতি-পরায়ণ হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী শ্লোক দুটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/২/৯০-৯২) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৩১

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ।
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে ॥ ১৩১ ॥

শ্রীমদ্-ভাগবত—শ্রীমদ্ভাগবতের; **অর্থানাম্**—অর্থের সঙ্গে; **আস্বাদঃ**—রস আস্বাদন; **রসিকৈঃ সহ**—ভক্তদের সঙ্গে; **স-জাতীয়**—সজাতীয়; **আশয়ে**—বাসনা বিশিষ্ট; **স্নিগ্ধে**—গাঢ় ভক্তিভাবসম্পন্ন; **সাধৌ**—ভক্তের সঙ্গে; **সঙ্গঃ**—সঙ্গ; **স্বতঃ**—নিজের থেকে; **বরে**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

" 'শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করা উচিত এবং একই বাসনার দ্বারা স্নিগ্ধ অথচ নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করা উচিত।

তাৎপর্য

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে—কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কখনও পেশাদারী ভাগবত পাঠকদের সঙ্গ করা উচিত নয়। পেশাদারী পাঠক সদ্গুরুর কাছ থেকে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত হয়নি অথবা ভগবদ্ভক্তির রস আস্বাদন করেনি। কেবল ব্যাকরণের জ্ঞান এবং বাক্-চাতুরীর দ্বারা *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণ করে। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের নিন্দাকারী যে সমস্ত মায়াবাদী কেবল বৈষ্ণব বা তথাকথিত বৈষ্ণব বা তথাকথিত গোস্বামীদের মতো পোষাক পরে মন্ত্র বিক্রি করে এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করে পরিবার প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জন করে, তাদের সঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। এই ধরনের জড়বাদীদের কাছ থেকে কখনও *শ্রীমদ্ভাগবত* বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে—*যস্য দেবে পরাভক্তিঃ*—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত এবং সদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্মে ঐকান্তিক ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিই কেবল *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করতে পারেন। সদ্গুরুর কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।* ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে এবং শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখ থেকে কেবল *শ্রীমদ্ভাগবত* হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এইগুলি বৈদিক শাস্ত্র—শ্রুতি এবং স্মৃতির নির্দেশ। যারা পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত নন এবং যারা শুদ্ধ ভক্ত নন তারা *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতার* গূঢ় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

শ্লোক ১৩২

নামসংকীর্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥ ১৩২ ॥

নাম-সংকীর্তনম্—সমবেতভাবে 'হরেকৃষ্ণ-মহামন্ত্র' কীর্তন; **শ্রীমন্-মথুরা-মণ্ডলে**—শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরায়; **স্থিতিঃ**—বাস।

অনুবাদ

" 'সমবেতভাবে ভগবানের দিব্য-নাম-কীর্তন করা উচিত এবং মথুরা মণ্ডলে বাস করা উচিত।'

তাৎপর্য

নবদ্বীপ ধাম, জগন্নাথপুরী ধাম এবং বৃন্দাবন ধাম অভিন্ন বলে বিবেচনা করা হয়। কেউ যদি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বা জীবিকা নির্বাহের জন্য মথুরা মণ্ডলে যায় তাহলে তার অপরাধ হয় এবং তার সর্বনাশ হয়। যে তা করে, সে পরবর্তী জীবনে বৃন্দাবনে শূকর অথবা বাঁদর হয়ে জন্মগ্রহণ করে শাস্তি ভোগ করে। এই ধরনের দেহ প্রাপ্ত হয়ে দণ্ডভোগ করার পর, পরবর্তী জীবনে তারা মুক্তি লাভ করে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য বৃন্দাবনে বাসকারী তথাকথিত ভক্ত অবশ্যই অধঃগতি প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৩৩

দুরূহাদ্ভুতবীর্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে ।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ১৩৩ ॥

দুরূহ—দুঃসাধ্য; **অদ্ভুত**—অপূর্ব; **বীর্যে**—বীর্যসম্পন্ন; **অস্মিন্**—এই; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **দূরে**—দূরে; **অস্তু**—থাকুক; **পঞ্চকে**—পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি অঙ্গে; **যত্র**—যাতে; **স্বল্পঃ**—অল্প; **অপি**—এমনকি; **সম্বন্ধঃ**—যোগাযোগ; **সৎ-ধিয়াম্**—যারা বুদ্ধিমান এবং অপরাধশূন্য; **ভাব-জন্মনে**—শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত করার জন্য।

অনুবাদ

" 'শেষোক্ত এই পাঁচটি অঙ্গের প্রভাব এমনই অদ্ভুত এবং দুরূহ যে তার প্রতি শ্রদ্ধা তো দূরে থাকুক, স্বল্প সম্বন্ধ জন্মালেও, তা নিরাপরাধ ব্যক্তির সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত করে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/২/২৩৮) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৩৪

'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ ।
'নিষ্ঠা' হৈলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে দৃঢ় নিষ্ঠা পরায়ণ হন, তখন তিনি ভগবদ্ভক্তির একটি অঙ্গ অনুশীলন করুন অথবা বহু অঙ্গ অনুশীলন করুন, তখন হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমের তরঙ্গ উদিত হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গগুলি হচ্ছে—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

শ্লোক ১৩৫

'এক' অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ ।
অম্বরীষাদি ভক্তের 'বহু' অঙ্গ-সাধন ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"বহু ভক্ত এই নয়টি অঙ্গের কেবল একটি অঙ্গ অনুশীলন করার ফলে সিদ্ধিলাভ করেছেন। আবার মহারাজ অম্বরীষ আদি ভক্তগণ নয়টি অঙ্গই সাধন করেছেন।

শ্লোক ১৩৬

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে ।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরা ॥ ১৩৬ ॥

শ্রী-বিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; **শ্রবণে**—শ্রবণে; **পরীক্ষিৎ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ, শ্রীবিষ্ণু তাকে রক্ষা করেছিলেন, তার আর একটি নাম বিষ্ণুরাত; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **বৈয়াসকিঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **কীর্তনে**—শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তনে; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **স্মরণে**—স্মরণে; **তৎ-অঙ্ঘ্রি**—শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম; **ভজনে**—সেবায়; **লক্ষ্মীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **পৃথুঃ**—মহারাজ পৃথু; **পূজনে**—ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজায়; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **তু**—কিন্তু; **অভিবন্দনে**—বন্দনায়; **কপি-পতিঃ**—হনুমানজী বা বজ্রাঙ্গজী; **দাস্যে**—শ্রীরামচন্দ্রের সেবায়; **অথ**—উপরন্তু; **সখ্যে**—সখ্যে; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **সর্বস্ব-আত্ম-নিবেদনে**—তার যথাসর্বস্ব এমনকি নিজেকে পর্যন্ত নিবেদন করে; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **কৃষ্ণ-আপ্তিঃ**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভে; **এষাম্**—তাদের মধ্যে; **পরা**—অপ্রাকৃত।

অনুবাদ

" 'শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কীর্তনে শুকদেব গোস্বামী, স্মরণে প্রহ্লাদ মহারাজ, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় লক্ষ্মীদেবী, তাঁর পূজনে পৃথু মহারাজ, তাঁর

অভিবন্দনে অক্রূর, তাঁর দাস্যে কপিপতি হনুমান, তাঁর সখ্যে অর্জুন, তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করার মাধ্যমে বলি মহারাজ, এইভাবে এঁরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেছিলেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পদ্যাবলীতে* (৫৩) এবং *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/২৬৫) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৩৭-১৩৯

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে ॥ ১৩৭ ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পরশেঽঙ্গসঙ্গমম্ ।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥ ১৩৮ ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে ।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ১৩৯ ॥

সঃ—তিনি (মহারাজ অম্বরীষ); **বৈ**—অবশ্যই; **মনঃ**—মন; **কৃষ্ণ-পদ-অরবিন্দয়োঃ**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম যুগল; **বচাংসি**—বাক্য; **বৈকুণ্ঠ-গুণ-অনুবর্ণনে**—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণ-বর্ণনায়; **করৌ**—হস্তযুগল; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর; **মন্দির-মার্জন-আদিষু**—শ্রীহরির মন্দির মার্জন ইত্যাদি করে; **শ্রুতিম্**—কর্ণদ্বয়; **চকার**—যুক্ত; **অচ্যুত**—ভগবানের; **সৎ-কথা-উদয়ে**—অপ্রাকৃত বিষয় আলোচনায়; **মুকুন্দ-লিঙ্গ**—ভগবানের শ্রীবিগ্রহ; **আলয়**—মন্দির; **দর্শনে**—দর্শনে; **দৃশৌ**—চক্ষুদ্বয়; **তৎ-ভৃত্য**—ভগবানের ভৃত্যের; **গাত্র**—দেহ; **স্পর্শে**—স্পর্শ করায়; **অঙ্গ-সঙ্গমম্**—অঙ্গের সংযোগ, যেমন আলিঙ্গন অথবা শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ; **ঘ্রাণম্**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **চ**—এবং; **তৎ-পাদ-সরোজ**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের; **সৌরভে**—ঘ্রাণ গ্রহণে; **শ্রীমৎ**—সবচাইতে মঙ্গলজনক; **তুলস্যাঃ**—তুলসী পত্রের; **রসনাম্**—জিহ্বা; **তৎ-অর্পিতে**—ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদে; **পাদৌ**—পদযুগল; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **ক্ষেত্র**—তীর্থক্ষেত্র; **পদ-অনুসর্পণে**—পদব্রজে ভ্রমণ করায়; **শিরঃ**—মস্তক; **হৃষীকেশ**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবানের; **পদ-অভিবন্দনে**—শ্রীপাদপদ্মের প্রার্থনা নিবেদন

করায়; **কামম্**—সমস্ত বাসনা; **দাস্যে**—ভগবানের সেবায়; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **কাম-কাময়া**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা সহকারে; **যথা**—যতখানি; **উত্তমঃ-শ্লোক**—উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবানের; **জন**—ভগবদ্ভক্তে; **আশ্রয়া**—আশ্রয় লাভ করে; **রতিঃ**—অভিরুচি।

অনুবাদ

" 'মহারাজ অম্বরীষ সর্বদা তাঁর মনকে কৃষ্ণের পাদপদ্মে, তাঁর বাক্যকে পরমেশ্বর ভগবানের গুণ বর্ণনায়, তাঁর হস্তাদির দ্বারা হরিমন্দির মার্জনাদিতে, তাঁর কর্ণকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণে, তাঁর চক্ষুদ্বয়কে মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শনে, তাঁর দেহকে বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদ্মে স্পর্শ করায় এবং আলিঙ্গন করায়, তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণে, তার জিহ্বাকে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত প্রসাদ আস্বাদনে, তাঁর পদদ্বয়কে ভগবানের লীলাভূমি বৃন্দাবন, মথুরা আদি তীর্থে অথবা ভগবানের মন্দিরে যাওয়ায়, তাঁর মস্তককে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করে, কামরহিতদাস্যে 'কাম' এমনভাবে নিযুক্ত করেছিলেন যে, তাঁর হৃদয়ে তাঁর শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি জাগরিত হয়েছিল।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৯/৪/১৮-২০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪০

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি' ।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

'সমস্ত জড় কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে যখন শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তখন তিনি আর দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ আদি কারোর কাছে ঋণী থাকেন না।

তাৎপর্য

জন্মের পর মানুষ নানাভাবে নানাজনের কাছে ঋণী হয়। আলো, বাতাস, জল ইত্যাদি প্রয়োজন সরবরাহের জন্য সে দেবতাদের কাছে ঋণী। বৈদিক শাস্ত্র নিহিত জ্ঞানলাভের জন্য সে ব্যাসদেব, নারদ, দেবল, অসিত আদি ঋষিদের কাছে ঋণী। কোন বিশেষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে সে তাঁর পিতৃপুরুষের কাছে ঋণী। গাভীর কাছ থেকে দুধ পাওয়ার ফলে আমরা গাভীদের কাছে ঋণী। কিন্তু কেউ যখন সমস্ত কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত হন, তখন তার এই সমস্ত ঋণগুলি আপনা থেকেই পরিশোধ হয়ে যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৪১) উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকে সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১৪১

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥ ১৪১ ॥

দেব—দেবতাদের; **ঋষি**—ঋষিদের; **ভূত**—সাধারণ জীবদের; **আপ্ত**—বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের; **নৃণাম্**—সাধারণ মানুষদের; **পিতৃনাম্**—পিতৃ-পুরুষদের; **ন**—না; **কিঙ্করঃ**—ভৃত্য; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **ঋণী**—ঋণী; **চ**—ও; **রাজন্**—হে রাজন্; **সর্ব-আত্মনা**—সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে; **যঃ**—যিনি; **শরণম্**—শরণ; **শরণ্যম্**—সকলকে আশ্রয়দানকারী পরমেশ্বর ভগবান; **গতঃ**—অনুগত হয়েছেন; **মুকুন্দম্**—মুকুন্দ; **পরিহৃত্য**—পরিত্যাগ করে; **কর্তম্**—কর্তব্য সকল।

অনুবাদ

" 'যিনি সমস্ত জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করে, সকলের আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, তখন আর তার দেবতাদের কাছে, ঋষিদের কাছে, অন্য প্রাণীদের কাছে, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে, সাধারণ মানুষদের কাছে এবং পিতৃপুরুষদের কাছে ঋণী থাকেন না।'

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্ ।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥

"অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে হোমের দ্বারা দেবতাদের যজ্ঞ, অধ্যাপনের দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ, তর্পণের দ্বারা পিতৃযজ্ঞ, বলির দ্বারা ভূতযজ্ঞ ও অতিথি পূজার দ্বারা নৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়।" এইভাবে পঞ্চ যজ্ঞের দ্বারা পঞ্চঋণ পরিশোধ হয়; তাই এই পাঁচ প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। কিন্তু কেউ যখন সংকীর্তন যজ্ঞ করেন তখন আর তাকে অন্য কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয় না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* নারদ মুনি বসুদেবের কাছে ভাগবত ধর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে বিধেয়রাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্র সংবাদ কীর্তন করেছিলেন। পূর্বে অষ্টযোগেন্দ্র যথাক্রমে নিমির প্রশ্নোত্তর প্রদান করলে তাঁদের অন্যতম করভাজন ঋষি নিমির কাছে ভগবান বিষ্ণুর চার যুগাবতারের বর্ণনা করার পর, এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের মহিমা এইভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৪২

বিধি-ধর্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"শুদ্ধ ভক্ত বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধি-নিষেধগুলি ত্যাগ করে কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ভজনা করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই কোনরকম নিষিদ্ধ পাপ আচরণে তার স্পৃহা থাকে না।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম প্রথা এমনভাবে আয়োজন করা হয়েছে যাতে কেউ কোনরকম পাপকর্ম না করে। পাপের ফলেই জীবের ভববন্ধন হয়। কেউ যদি এই জীবনে পাপকর্ম করে, তাহলে সে তার পরবর্তী জীবনে দণ্ডভোগ করার জন্য উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। কেউ যখন পুনরায় পাপকর্ম করে, তখন সে আর একটি জড়দেহ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে জীব নিরন্তর জড়া-প্রকৃতির প্রভাবাধীন।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥

(ভগবদ্গীতা ১৩/২২)

"যাঁরা প্রকৃতিতে আবদ্ধ জীব প্রকৃতির গুণের প্রভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে সে সৎ এবং অসৎ যোনি প্রাপ্ত হয়।"

প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে, আমরা সৎ এবং অসৎ বিভিন্ন প্রকার দেহ প্রাপ্ত হই। সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীব জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই, সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা। সর্বতোভাবে পাপ থেকে মুক্ত না হলে কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা যায় না। যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করেছেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত। ভগবদ্ভক্তেরা পাপকর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। আইনের দ্বারা জোর করে জীবকে পাপকর্ম থেকে বিরত করা যায় না। কিন্তু, কেউ যদি কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করেন, তাহলে তিনি অনায়াসে সমস্ত পাপকর্ম পরিত্যাগ করতে পারেন। সেকথা পরবর্তী শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১৪৩

অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত ।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু, ভক্ত যদি অজ্ঞানতাবশত কোন পাপকর্ম করে থাকেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে সেই পাপ থেকে মুক্ত করেন। ভগবান ভক্তকে পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করান না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে চৈত্য-গুরুরূপে শরণাগত জীবকে পবিত্র করেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৫/৪২) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪৪

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ১৪৪ ॥

স্ব-পাদ-মূলম্—ভক্তের একমাত্র আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে; **ভজতঃ**—যিনি ভগবানের আরাধনায় যুক্ত; **প্রিয়স্য**—যিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়; **ত্যক্ত**—পরিত্যাগ করে; **অন্য**—অন্য; **ভাবস্য**—ভাবের; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পর-ঈশঃ**—পরম ঈশ্বর; **বিকর্ম**—পাপকর্ম; **যৎ**—যা কিছু; **চ**—এবং; **উৎপতিতম্**—দুর্দৈবের ফলে অনুষ্ঠিত; **কথঞ্চিৎ**—কোনভাবে; **ধুনোতি**—বিনাশ করে; **সর্বম্**—সমস্ত; **হৃদি**—হৃদয়ে; **সন্নিবিষ্টঃ**—অবস্থান করে।

অনুবাদ

" 'যিনি অন্যভাব পরিত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। তিনি যদি ঘটনাচক্রে কোন পাপ করেও ফেলেন, পরমেশ্বর হৃদয়ে প্রবিষ্ট থেকে তাঁর পাপ বিনষ্ট করে দেন।'

শ্লোক ১৪৫

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ' ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি কখনই ভক্তির অঙ্গ নয়; অহিংসা, ইন্দ্রিয় সংযম, মন সংযম ইত্যাদি সৎ গুণগুলি সর্বদাই কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে থাকে।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষ অথবা নবীন ভক্তরা অনেক সময় মনে করে যে জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপশ্চর্যা ইত্যাদির মাধ্যমে কেবল ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। শুদ্ধ আত্মার সঙ্গে জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্যের সম্পর্ক নেই। কেউ যখন সাময়িকভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তখন এই সমস্ত পন্থাগুলি তাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সেগুলির কোন প্রয়োজন হয় না। জড় জগতে এই ধরনের কার্যকলাপগুলি পরিণামে জড়ভোগ অথবা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ায় পর্যবসিত হয়। ভগবানের নিত্য প্রেমময়ী সেবায় তাদের কোন অবদান নেই। কেউ যখন জ্ঞান, কর্ম, ইত্যাদি পরিত্যাগ করে কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি সর্বতোভাবে সিদ্ধিলাভ করেন। তাই ভক্তের জ্ঞান, অন্য কর্ম বা অষ্টাঙ্গ যোগের কোন প্রয়োজন হয় না। ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় এগুলি আপনা থেকেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

শ্লোক ১৪৬

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ১৪৬ ॥

তস্মাৎ—অতএব; মৎ-ভক্তি—আমার ভক্তিতে; যুক্তস্য—যিনি যুক্ত; যোগিনঃ—সর্বোত্তম যোগী; বৈ—অবশ্যই; মৎ-আত্মনঃ—যাঁর মন সর্বদা আমাতে যুক্ত; ন—না; জ্ঞানম্—মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞান; ন—না; চ—ও; বৈরাগ্যম্—শুষ্ক বৈরাগ্য; প্রায়ঃ—অধিকাংশ ক্ষেত্রে; শ্রেয়ঃ—মঙ্গলময়; ভবেৎ—হয়; ইহ—এই জগতে।

অনুবাদ

" 'যিনি সর্বতোভাবে আমার সেবায় যুক্ত, যাঁর মন ভক্তিযোগে আমাতে নিবদ্ধ, তাঁর পক্ষে জ্ঞান চেষ্টা ও বৈরাগ্য চেষ্টা প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না।'

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির পন্থা সর্বদাই অন্য সমস্ত কার্যকলাপ থেকে স্বতন্ত্র। প্রাথমিক স্তরে মনোধর্মী জ্ঞানের পন্থা অথবা অষ্টাঙ্গ যোগের পন্থা কিছুটা লাভ হতে পারে, কিন্তু তা কখনই ভগবদ্ভক্তির অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২০/৩১) এই জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার ঠিক পূর্বে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। এগুলি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। শ্রীউদ্ধব ভগবানকে বেদের দুই প্রকার নির্দেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। বেদের একটি নির্দেশকে বলা হয় প্রবৃত্তি মার্গ, এবং অপরটিকে বলা হয় নিবৃত্তি মার্গ। এগুলি যথাক্রমে বৈধী ভক্তি অনুসারে এ জগতকে ভোগ করার নির্দেশ এবং উচ্চতর পারমার্থিক উপলব্ধির উদ্দেশ্যে জড়ভোগ ত্যাগ করার নির্দেশ। কখনও কখনও মানুষ বুঝতে পারে না যে পারমার্থিক উন্নতির জন্য জ্ঞানের পন্থা অবলম্বন করা উচিত, না যোগের পন্থা অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের কাছে বিশ্লেষণ করেন যে ভগবদ্ভক্তি মার্গে উন্নতিসাধনের জন্য জ্ঞান ও যোগের কৃত্রিম পন্থার প্রয়োজন হয় না। ভগবদ্ভক্তি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; তার সঙ্গে জড় কার্যকলাপের কোন সম্পর্ক নেই। ভক্ত সঙ্গে শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়। ভগবদ্ভক্তি যেহেতু সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত, তাই কোন জড় কার্যকলাপের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ১৪৭

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥ ১৪৭ ॥

এতে—এই সমস্ত; ন—না; হি—অবশ্যই; অদ্ভুতাঃ—আশ্চর্যজনক; ব্যাধ—হে ব্যাধ; তব—তোমার; অহিংসা-আদয়ঃ—অহিংসা আদি; গুণাঃ—গুণাবলী; হরি-ভক্তৌ—ভগবদ্ভক্তিতে; প্রবৃত্তাঃ—নিযুক্ত হওয়ায়; যে—যারা; ন—না; তে—তারা; স্যুঃ—হয়; পরতাপিনঃ—অন্য জীবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ।

অনুবাদ

" 'হে ব্যাধ, তোমার মধ্যে যে অহিংসা আদি গুণাবলীর বিকাশ হয়েছে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কেননা যারা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তারা কখনও অন্য জীবকে মাৎসর্যবশে ক্লেশ প্রদান করে না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *স্কন্দ-পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪৮

বৈধীভক্তি-সাধনের কহিলুঁ বিবরণ ।
রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ শুন, সনাতন ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হে সনাতন, আমি বৈধী ভক্তি সাধনের কথা বর্ণনা করলাম। এখন আমি রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করছি।

শ্লোক ১৪৯

রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসি-জনে ।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজবাসীরা স্বতঃস্ফূর্ত রাগাত্মিকা ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিপরায়ণ। এই প্রকার ভক্তির সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয় না। ভক্ত যখন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই ভক্তি অনুশীলন করে, তখন তাকে বলা হয় রাগানুগা ভক্তি।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ভক্তি-সন্দর্ভে* লিখেছেন—

তদেবং তত্তদভিমান-লক্ষণ-ভাব-বিশেষেণ স্বাভাবিক-রাগস্য বৈশিষ্ট্যে সতি তত্তদ্-রাগ-প্রযুক্তা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবন-বন্দনাত্ম-নিবেদন-প্রায়াভক্তিস্তেষাং রাগাত্মিকা ভক্তিরিত্যুচ্যতে .....তত্তত্তদীয়ং রাগং রুচ্যানুগচ্ছন্তি সা রাগানুগা।

শুদ্ধ ভক্ত যখন ব্রজজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তখন তিনি রাগানুগা ভক্তিতে অধিষ্ঠিত থাকেন।

শ্লোক ১৫০

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ ১৫০ ॥

ইষ্টে—জীবনের ঈপ্সিত বস্তুতে; স্বারসিকী—স্বীয় স্বাভাবিক রস অনুসারে; রাগঃ—অনুরাগ; পরম-আবিষ্টতাঃ—ভগবানের সেবায় মগ্ন হওয়া; ভবেৎ—হয়; তৎ-ময়ী—অপ্রাকৃত অনুরাগ সহকারে; যা—যা; ভবেৎ—হয়; ভক্তিঃ—ভক্তি; সা—তা; অত্র—এখানে; রাগাত্মিকা-উদিতা—রাগাত্মিকা বা স্বতঃস্ফূর্ত ভগবদ্ভক্তি বলা হয়।

অনুবাদ

" ইষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরম আবিষ্টতাময়ী যে সেবা প্রবৃত্তি, তার নাম 'রাগ'। কৃষ্ণভক্তি তেমন রাগময়ী হলে 'রাগাত্মিকা' নামে পরিচিত হন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/২৭২) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৫১

ইষ্টে 'গাঢ়-তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ ।
ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"রাগের স্বরূপ লক্ষণ ইষ্টবস্তুতে গাঢ় তৃষ্ণা, এবং তাঁর তটস্থ লক্ষণ ইষ্টে আবিষ্টতা।

শ্লোক ১৫২

রাগময়ী-ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম ।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"রাগময়ী ভক্তির নাম 'রাগাত্মিকা' কোন কোন মহাভাগ্যবান ব্যক্তিই কেবল এই প্রকার ভক্তির প্রতি লোলুপ হন।

শ্লোক ১৫৩

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি ।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—রাগানুগার প্রকৃতি ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"রাগানুগা ভক্তির প্রকৃতি হচ্ছে লোভে ব্রজবাসীর ভাবের অনুগমন করা; এবং এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে ভক্ত শাস্ত্রযুক্তি মানে না।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, ব্রজবাসীদের ভাবে লুব্ধ হয়ে, অর্থাৎ গোপ, নন্দ মহারাজ, মা যশোদা, রাধারাণী, গোপিকা, এবং গাভী ও গোবৎস এদের ভাবে লুব্ধ হয়ে তাদের ভাবে অনুগমন রাগানুগা ভক্তদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। উন্নত স্তরের ভক্ত

স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের নিত্য পার্ষদের সেবার প্রতি আসক্ত। এই আসক্তিকে বলা হয় রাগানুগা ভক্তি। একে বলা হয় স্বরূপ উপলব্ধি। প্রাথমিক স্তরে এই অবস্থা লাভ করা যায় না। প্রাথমিক স্তরে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ এবং গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে বৈধী ভক্তি অনুশীলন করতে হয়। বৈধী ভক্তি অনুসারে নিরন্তর ভগবানের সেবা করার ফলে জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। তাকেই বলা হয় স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ বা রাগানুগা ভক্তি।

জাতরুচি ভক্তরা স্বভাবক্রমে শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, তাদের নিত্যসিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্য ব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করতে এলে তাঁরা তা স্বীকার করেন না। এই ধরনের উন্নত স্তরের ভক্তের সহজিয়াদের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক থাকে না। সহজিয়া হচ্ছে তারা, যারা নিজের মনগড়া পন্থা তৈরি করে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করে, নেশা করে, জুয়া খেলে পাপ কর্মে লিপ্ত হয়। সহজিয়ারা কখনও কখনও উন্নত ভক্তদের অনুকরণ করে এবং শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ না মেনে খেয়াল খুশিমতো জীবন যাপন করে। শ্রীল রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অনুসরণ না করলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যথার্থ রাগানুগা ভক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি ।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি ॥

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধে সহজিয়াদের ধারণা যথাযথ নয়। কেননা তারা ষড়গোস্বামীর নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করে না। রূপ গোস্বামীর বেশের অনুকরণ করে তারা যে অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ করে তার ফলে তারা নরকের নিম্নতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হবে। এই সমস্ত সহজিয়ারা বঞ্চিত এবং দুর্ভাগা। বাইরে তারা পরমহংসের মতো আচরণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে লম্পট।

শ্লোক ১৫৪

বিরাজন্তীমভিব্যক্তাং ব্রজবাসিজনাদিষু ।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ১৫৪ ॥

বিরাজন্তীম্—অত্যন্ত উজ্জ্বল; অভিব্যক্তাম্—পূর্ণরূপে প্রকাশিত; ব্রজ-বাসি-জন-আদিষু—ব্রজের নিত্য অধিবাসীদের মধ্যে; রাগাত্মিকাম্—স্বতঃস্ফূর্ত ভগবৎ-প্রেম সমন্বিত; অনুসৃতা—অনুসরণ করে; যা—যা; সা—তা; রাগানুগা—রাগানুগা ভক্তি; উচ্যতে—বলা হয়।

অনুবাদ

" 'ব্রজবাসীদের অভিব্যক্তরূপে রাগাত্মিকা-ভক্তি বিরাজমানা। সেই ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাই 'রাগানুগা' ভক্তি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/২৭০) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৫৫

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে ।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥ ১৫৫ ॥

তৎ-তৎ—সেই সেই; ভাব-আদি-মাধুর্যে—ব্রজবাসীদের ভাব আদি মাধুর্যে (যথা শান্ত রস, দাস্য রস, সখ্য রস, বাৎসল্য রস এবং মাধুর্য রস); শ্রুতে—শ্রবণে; ধীঃ—বুদ্ধি; যৎ—যা; অপেক্ষতে—নির্ভর করে; ন—না; অত্র—এখানে; শাস্ত্রম্—শাস্ত্র; ন—না; যুক্তিম্—যুক্তি-তর্ক; চ—ও; তৎ—তা; লোভ—পদাঙ্ক অনুসরণ করার লোভ; উৎপত্তি-লক্ষণম্—উৎপত্তির লক্ষণ।'

অনুবাদ

" 'ব্রজবাসীদের ভাবাদি মাধুর্য শ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে, তাই রাগানুগা ভক্তির অধিকার দেয়। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তি লক্ষণ নয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/২৯২) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৫৬-১৫৭

বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুইত' সাধন ।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্তন ॥ ১৫৬ ॥
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন ।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"দুইভাবে এই রাগানুগা ভক্তি সাধন করা যায়,—বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ। স্বরূপ উপলব্ধি সত্ত্বেও উন্নত ভক্ত বাহ্যে নবীন ভক্তের মতো সমস্ত শাস্ত্রবিধি অনুশীলন করেন, বিশেষ করে শ্রবণ এবং কীর্তন। কিন্তু, অন্তরে তার সিদ্ধদেহে তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে রাত্রি-দিন ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

শ্লোক ১৫৮

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি ।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ ১৫৮ ॥

সেবা—সেবা; সাধক-রূপেণ—বাহ্যদেহে বৈধীভক্তি অনুশীলনকারী ভক্তরূপে; সিদ্ধ-রূপেণ—সিদ্ধ রূপে; চ—ও; অত্র—এই বিষয়ে; হি—অবশ্যই; তৎ—তার; ভাব—ভাব; লিপ্সুনা—লাভ করতে আকাঙ্ক্ষী; কার্যা—করণীয়; ব্রজ-লোক—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ সেবকের; অনুসারতঃ—পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

অনুবাদ

" 'রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাদের লোভ হয়, তারা ব্রজবাসীদের কার্য অনুসারে বাইরে সাধকরূপে এবং অন্তরে সিদ্ধরূপে সেবা করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/২৯৫) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৫৯

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া ।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজবাসী ভক্তরাই শ্রীকৃষ্ণের সবচাইতে প্রিয়। কেউ যদি রাগানুগা ভক্তিতে সেবা করতে চান, তাহলে তাঁকে অবশ্যই ব্রজভক্তের অনুগমন করে অন্তরমনা হয়ে নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করতে হবে।

শ্লোক ১৬০

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্ ।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥ ১৬০ ॥

কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ; স্মরন্—স্মরণ করে; জনম্—ভক্ত; চ—এবং; অস্য—তার; প্রেষ্ঠম্—অত্যন্ত প্রিয়; নিজ-সমীহিতম্—নিজের অভীষ্ট; তৎ-তৎ-কথা—সেই সেই রস অনুসারে; রতঃ—অনুরক্ত; চ—এবং; অসৌ—তা; কুর্যাৎ—করা উচিত; বাসম্—বাস করে; ব্রজে—বৃন্দাবনে; সদা—সর্বদা।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর কোন প্রিয় ভক্তকে সর্বদা স্মরণ করে সেই সেই কথায় রত হয়ে সর্বদা ব্রজে বাস করা উচিত। শরীরে ব্রজবাস করতে অক্ষম হলে, মনে মনেও ব্রজবাস করা উচিত।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/২৯৪) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৬১

দাস-সখা-পিত্রাদি-প্রেয়সীর গণ ।
রাগমার্গে নিজ-নিজ-ভাবের গণন ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার ভক্ত রয়েছেন—তাঁদের কেউ তাঁর দাস, কেউ সখা, কেউ পিতা-মাতা এবং কেউ প্রেয়সী। যারা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে এই ভাব সমূহের কোন একটিতে অধিষ্ঠিত, তাদের রাগমার্গে অধিষ্ঠিত বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ১৬২

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ১৬২ ॥

ন—না; কর্হিচিৎ—কোন সময়ে; মৎ-পরাঃ—আমার ভক্তগণ; শান্ত-রূপে—শান্তির প্রতিমূর্তিরূপে; নঙ্ক্ষ্যন্তি—বিনাশ প্রাপ্ত হবে; নো—না; মে—আমার; অনিমিষঃ—কাল; লেঢ়ি—গ্রাস করা; হেতিঃ—অস্ত্র; যেষাম্—যার; অহম্—আমি; প্রিয়ঃ—প্রিয়; আত্মা—পরমাত্মা; সুতঃ—পুত্র; চ—এবং; সখা—সখা; গুরুঃ—গুরু; সুহৃদঃ—শুভাকাঙ্ক্ষী; দৈবম্—পূজ্য; ইষ্টম্—ইষ্ট।

অনুবাদ

" 'মাত! হে শান্তিরূপা! আমি যাদের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃৎ, দৈব ও ইষ্ট তারা সর্বদাই আমাতে আসক্ত। আমার কালচক্র তাদের কখনও নাশ করে না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/৩৮) মাতা দেবহূতির প্রতি কপিলদেবের উক্তি। কপিলদেব তাঁর মাতাকে সাংখ্যযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দেন। কিন্তু এখানে ভক্তিযোগের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে নাস্তিকেরা সাংখ্য যোগের অনুকরণ করে, যা অন্য আর এক কপিলদেব, ঋষি কপিলদেব, কর্তৃক প্রণীত হয়েছে।

শ্লোক ১৬৩

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্ ।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥ ১৬৩ ॥

পতি—পতি; পুত্র—পুত্র; সুহৃৎ—বন্ধু; ভ্রাতৃ—ভাই; পিতৃ-বৎ—পিতার মতো; মিত্র-বৎ—বন্ধুর মতো; হরিম্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে; যে—যারা; ধ্যায়ন্তি—ধ্যান করে; সদা—সর্বদা; উদ্যুক্তাঃ—উদ্যোগী হয়ে; তেভ্যঃ—তাদেরকে; অপি—ও; ইহ—এখানে; নমঃ নমঃ—পুনঃ পুনঃ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

" 'পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা, মিত্র ইত্যাদি রূপে হরিকে সর্বদা উদ্যোগী হয়ে যারা ধ্যান করেন, তাঁদের আমি বার বার প্রণতি নিবেদন করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/৩০৮) উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬৪

এই মত করে যেবা রাগানুগা-ভক্তি ।
কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজয় 'প্রীতি' ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে যিনি রাগানুগা ভক্তি অনুশীলন করেন, ধীরে ধীরে তাঁর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রীতির উদয় হয়।

শ্লোক ১৬৫

প্রীত্যঙ্কুরে 'রতি', 'ভাব'—হয় দুই নাম ।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্ ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রেমের বা প্রীতির অঙ্কুরের দুটি নাম—'রতি' ও 'ভাব'। তার প্রভাবে ভগবান বশ হন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্বন্ধে তাঁর *অনুভাষ্যে* লিখেছেন—যিনি এইভাবে, অর্থাৎ বাহিরে সাধকদেহে হরিকথা কীর্তন করে সেবা করেন এবং মনে কৃষ্ণসেবার উপযোগী স্বীয় রস অনুসারে সিদ্ধদেহে সর্বদা ব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি শাস্ত্র বা গুরুশাসন বলে বৈধী ভক্তির পরিবর্তে নিজের স্বাভাবিক জাতরুচির প্রভাবে রাগানুগা পথে চলতে চলতে শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রগাঢ় প্রীতি লাভ করেন। রাগানুগা মার্গেই রতি বা ভাব প্রভাবে কৃষ্ণ বশীভূত হন এবং তখনই কৃষ্ণপ্রেমসেবা প্রাপ্তি ঘটে।

শ্লোক ১৬৬

যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেম-সেবন ।
এইত' কহিলুঁ 'অভিধেয়'-বিবরণ ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"যার থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সেবা লাভ হয়, তাই হচ্ছে 'অভিধেয়', এবং আমি এখানে তা বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ১৬৭

অভিধেয়, সাধন-ভক্তি এবে কহিলুঁ সনাতন ।
সংক্ষেপে কহিলুঁ, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"হে সনাতন, আমি সংক্ষেপে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির উপায়, সাধন ভক্তি বর্ণনা করলাম; তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা যায় না।"

শ্লোক ১৬৮

অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন ।
অচিরাৎ পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

অভিধেয় সাধন ভক্তি সম্বন্ধে যিনি শোনেন, তিনি অচিরেই কৃষ্ণপ্রেম ধন লাভ করেন।

শ্লোক ১৬৯

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'অভিধেয় তত্ত্ব' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ভগবৎ-প্রেমরূপ প্রয়োজন তত্ত্ব

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের কথাসারে লিখেছেন—"প্রভু অতঃপর ভাবের লক্ষণ, প্রেমের ও প্রেম প্রাদুর্ভাবের লক্ষণ এবং উদিতভাব ব্যক্তিদের ব্যবহার লক্ষণ বর্ণনা করে প্রেম যে ক্রমে 'মহাভাব' হয়, তার এবং পঞ্চ প্রকার রতির ব্যাখ্যায় সেই সেই রসের ব্যাখ্যা, রসের স্থিতি ও শৃঙ্গার-রসের সর্বোৎকর্ষ সংস্থাপন এবং তার স্বকীয়-পরকীয় ভেদে বিবিধত্ব বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণের চৌষট্টিটি গুণের ব্যাখ্যা, রাধিকার পঁচিশটি গুণের ব্যাখ্যা করেছেন।

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তি রসের অধিকারী স্বরূপ ও অষ্টাঙ্গ লক্ষণ বর্ণনা করলেন। প্রভু সনাতনকে ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্ত, *হরিবংশ* লিখিত গোলোকের নিত্যলীলা, কেশাবতারের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা ও শুদ্ধ ব্যাখ্যা করলেন।

এই সমস্ত শিক্ষাদান করে সনাতনের মস্তকে তাঁর করকমল স্থাপন করলেন। এইভাবে সনাতন গোস্বামী *হরিভক্তিবিলাস* আদি গ্রন্থে সকলের বিষয় বস্তু বর্ণনা করার শক্তি লাভ করলেন।

শ্লোক ১

চিরাদদত্তং নিজ-গুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

চিরাৎ—দীর্ঘকাল; অদত্তম্—অনর্পিত; নিজ-গুপ্ত-বিত্তম্—তার গূঢ় রহস্যাত্মক ধন; স্ব-প্রেম—তাঁর প্রেমের; নাম—দিব্য নামের; অমৃতম্—অমৃত; অতি-উদারঃ—সব চাইতে উদার; আ-পামরম্—সবচাইতে নিম্নস্তরের মানুষকে পর্যন্ত; যঃ—যিনি; বিততার—বিতরণ করেছিলেন; গৌরঃ—সেই গৌরসুন্দর; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং; জনেভ্যঃ—জনসাধারণকে; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; প্রপদ্যে—প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

তাঁর প্রেম-নাম-অমৃত-রূপ গুপ্ত বিত্ত, যা এর আগে আর কাউকে দেওয়া হয়নি, তা-ই অতি উদার স্বভাব যে গৌরসুন্দর সবচাইতে নিম্নস্তরের মানুষদের পর্যন্ত বিতরণ করেছিলেন, তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

এবে শুন ভক্তিফল 'প্রেম'-প্রয়োজন ।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস-জ্ঞান ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "সনাতন, এখন ভগবদ্ভক্তির ফল, জীবনের পরম প্রয়োজন যে কৃষ্ণপ্রেম, সেই সম্বন্ধে শ্রবণ কর। তা শ্রবণ করার ফলে ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত রস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়।

শ্লোক ৪

কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে 'প্রেম'-অভিধান ।
কৃষ্ণভক্তি-রসের এই 'স্থায়িভাব'-নাম ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতি গাঢ় হলে, তাকে বলা হয় 'প্রেম'। এই কৃষ্ণভক্তির রসের নাম 'স্থায়ীভাব'।

শ্লোক ৫

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেম-সূর্যাংশু-সাম্যভাক্ ।
রুচিভিশ্চিত্তম-সৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ ৫ ॥

শুদ্ধ-সত্ত্ব—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ; বিশেষ—বিশেষ; আত্মা—যার প্রকৃতি; প্রেম—ভগবৎ-প্রেমের; সূর্য—সূর্যের মতো; অংশু—কিরণ; সাম্য-ভাক্—সদৃশ; রুচিভিঃ—বিভিন্ন রুচির দ্বারা; চিত্ত—হৃদয়ের; মসৃণ্য—মসৃণ; কৃৎ—করে; অসৌ—তাকে; ভাবঃ—ভাব; উচ্যতে—বলা হয়।

অনুবাদ

" 'ভগবদ্ভক্তি যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রাকৃত স্তর প্রাপ্ত হয়, তখন ঠিক সূর্যের কিরণের মতো। তখন ভগবদ্ভক্তি বিভিন্ন রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে, এবং তাকেই বলা হয় ভাব।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/৩/১) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৬

এই দুই,—ভাবের 'স্বরূপ', 'তটস্থ' লক্ষণ ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন, সনাতন ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ভাবের দুটি লক্ষণ—স্বরূপ লক্ষণ এবং তটস্থ লক্ষণ। হে সনাতন, এখন প্রেমের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা কথাটির অর্থ হচ্ছে—'শুদ্ধসত্ত্বের অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া'। এইভাবে আত্মা সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, এবং সেই অবস্থাকে বলা হয় স্বরূপ লক্ষণ। বিভিন্ন রুচির দ্বারা হৃদয় কোমল হয় এবং তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবা করার প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, তাকে বলা হয় তটস্থ লক্ষণ।

শ্লোক ৭

সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥ ৭ ॥

সম্যক্—সম্পূর্ণরূপে; মসৃণিত-স্বান্তঃ—যা হৃদয়কে কোমল করে; মমত্ব—মমতার অনুভূতি; অতিশয়-অঙ্কিতঃ—আতিশয্যযুক্ত; ভাবঃ—ভাব; সঃ—তা; এব—অবশ্যই; সান্দ্র-আত্মা—ঘনীভূত স্বরূপ; বুধৈঃ—তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তিদের দ্বারা; প্রেমা—ভগবৎ প্রেম; নিগদ্যতে—বর্ণনা করা হয়।

অনুবাদ

" 'যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে কোমল করে অত্যন্ত মমতার দ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ় স্বরূপ হয়, তখন তাকে পণ্ডিতেরা 'প্রেম' বলে বর্ণনা করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/৪/১) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৮

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা ।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ ৮ ॥

অনন্য-মমতা—ঐকান্তিকী সম্বন্ধময়ী; বিষ্ণৌ—শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণে; মমতা—প্রীতি; প্রেম-সঙ্গতা—প্রেম যুক্তা; ভক্তিঃ—ভগবদ্ভক্তি; ইতি—এইভাবে; উচ্যতে—বলা হয়; ভীষ্ম—ভীষ্মদেবের দ্বারা; প্রহ্লাদ—প্রহ্লাদ মহারাজের দ্বারা; উদ্ধব—উদ্ধবের দ্বারা; নারদৈঃ—এবং নারদ মুনির দ্বারা।

অনুবাদ

" 'বিষ্ণুতে অনন্য মমতা অর্থাৎ বিষ্ণু একমাত্র মমতার পাত্র, আর কেউই নয়। এইরূপ প্রেম-সংযত মমতাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণবেরা (প্রেম) 'ভক্তি' বলে বর্ণনা করেছেন।'

তাৎপর্য

নারদ পঞ্চরাত্র থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/৪/২) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৯

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' যে করয় ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন ভক্তি-উন্মুখী সুকৃতির বলে কোন জীবের যদি অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায়, তাহলে সেই জীব শুদ্ধভক্তরূপ সাধুর সঙ্গ করেন।

শ্লোক ১০

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্বানর্থনিবর্তন' ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সাধুসঙ্গ থেকে শ্রবণ-কীর্তন হয়। শ্রবণ ও কীর্তন যে পরিমাণে হতে থাকে, সাধন ভক্তিতে সেই পরিমাণে অনর্থসমূহ নিবৃত্ত হতে থাকে।

শ্লোক ১১

অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্ত্যে 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥ ১১ ॥,

শ্লোকার্থ

"অনর্থ নিবৃত্তি হলে ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ঠা হয়, এবং সেই নিষ্ঠা থেকে শ্রবণ-কীর্তন আদির মাধ্যমে রুচির উদয় হয়।

শ্লোক ১২

রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

"রুচির উদয় হলে ভগবদ্ভক্তিতে প্রচুর আসক্তির উদয় হয়, এবং সেই আসক্তি থেকে চিত্তে কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুর বিকশিত হয়।

শ্লোক ১৩

সেই 'ভাব' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্বানন্দ-ধাম ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই রতি গাঢ় হলেই 'প্রেম' নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রেমই সমস্ত আনন্দের ধাম স্বরূপ 'প্রয়োজন' তত্ত্ব।

তাৎপর্য

ভগবৎ-প্রেমের ক্রমবিকাশের বর্ণনা করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—"কোন ভক্তি উন্মুখী সুকৃতির বলে কোন জীবের যদি অনন্য ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায়, তাহলে সেই জীব শুদ্ধভক্তরূপ সাধুর সঙ্গ করেন। সেই সাধুসঙ্গের থেকে শ্রবণ কীর্তন হয়। শ্রবণ ও কীর্তন যে পরিমাণে হতে থাকে, সাধন ভক্তিতে সেই পরিমাণে অনর্থসমূহ নিবৃত্ত হতে থাকে। শ্রদ্ধোদয়কাল থেকে শ্রবণ ও কীর্তন দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম অনর্থ নিবৃত্ত হলে শ্রদ্ধাই অনন্য ভক্তির প্রতি নিষ্ঠারূপে উদিত হয়। নিষ্ঠাই ক্রমে 'রুচি' হয়ে পড়ে। সেই রুচি থেকে পরে 'আসক্তি' জন্মায়। আসক্তি নির্মল হলে কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুর স্বরূপ 'ভাব' বা 'রতি' হয়। সেই রতি গাঢ় হলে 'প্রেম' নাম প্রাপ্ত হয়, সেই প্রেমই সর্বানন্দধাম স্বরূপ 'প্রয়োজন'-তত্ত্ব।

ভগবদ্ভক্তির দুটিই স্তর—সাধন ভক্তি এবং ভাব ভক্তি। সাধন ভক্তি—প্রথমে সাধকের শ্রদ্ধা, তার ফলে সাধুসঙ্গ বা গুরু পাদাশ্রয়। সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হয়। তার ফলে নিষ্ঠার উদয় হয় এবং সেই নিষ্ঠা থেকে রুচি জন্মায়। রুচি যত গাঢ় হয়, ভগবানের সেবা করার বাসনা ততই বৃদ্ধি পায়। তাকে বলা হয় আসক্তি। এই আসক্তির ফলে যে রতির উদয় হয়, তাই 'ভাব'—নামে কথিত। ভাব ভক্তি শুদ্ধসত্ত্বের স্তর। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রভাবে ভক্তের হৃদয় দ্রবীভূত হয়। ভাব ভক্তি ভগবৎ-প্রেমের প্রথম অঙ্কুর। প্রেমের পূর্ব অবস্থাকে বলা হয় 'ভাব', এবং তা পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হলে 'প্রেমভক্তি' নামে অভিহিত হয়। ভগবদ্ভক্তির এই ক্রমবিকাশ *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* থেকে উদ্ধৃত (১/৪/১৫-১৬) পরবর্তী শ্লোক দুটিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪-১৫

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ ১৪ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ১৫ ॥

আদৌ—প্রথমে; শ্রদ্ধা—সুদৃঢ় বিশ্বাস, অথবা জড় বিষয়ে অনাসক্তি এবং পারমার্থিক বিষয়ে আসক্তি; ততঃ—তারপর; সাধু-সঙ্গঃ—শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ; অথ—তারপর; ভজন-ক্রিয়া—কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন (সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয় এবং ভক্তসঙ্গে অনুপ্রাণিত হয়ে দীক্ষা গ্রহণ); ততঃ—তারপর; অনর্থ-নিবৃত্তিঃ—সর্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তি; স্যাৎ—হওয়া উচিত; ততঃ—তারপর; নিষ্ঠা—নিষ্ঠা; রুচিঃ—অনুরাগ; ততঃ—তারপর; অথ—তারপর; আসক্তিঃ—আসক্তি; ততঃ—তারপর; ভাবঃ—ভাব; ততঃ—তারপর; প্রেম—ভগবৎ-প্রেম; অভ্যুদঞ্চতি—উদয় হয়; সাধকানাম্—কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকারী সাধকদের; অয়ম্—এই; প্রেম্ণঃ—ভগবৎ-প্রেমের; প্রাদুর্ভাবে—উদয়ে; ভবেৎ—হয়; ক্রমঃ—ক্রম অনুসারে।

অনুবাদ

" 'প্রথমে শ্রদ্ধা, তা থেকে সাধুসঙ্গ, তা থেকে ভজনক্রিয়া, তা থেকে অনর্থ নিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, তা থেকে রুচি ও আসক্তি,—এই পর্যন্ত সাধন ভক্তি, তা থেকে ক্রমশ ভাব, এবং অবশেষে প্রেম উদিত হয়। সাধকদের প্রেমোদয়ের এইটি ক্রম।'

শ্লোক ১৬

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

সতাম্—ভগবদ্ভক্তদের; প্রসঙ্গাৎ—ঘনিষ্ঠ সঙ্গের প্রভাবে; মম—আমার; বীর্য-সংবিদঃ—জ্ঞানপূর্ণ আলোচনা; ভবন্তি—আবির্ভূত হন; হৃৎ—হৃদয়ের; কর্ণ—এবং কর্ণের; রস-আয়নাঃ—তৃপ্তিজনক; কথাঃ—কথা; তৎ-জোষণাৎ—সেই কথার আস্বাদন থেকে; আশু—শীঘ্র; অপবর্গ—অপবর্গের বা মুক্তির; বর্ত্মনি—উপায় স্বরূপ; শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা; রতিঃ—অনুরাগ; ভক্তিঃ—প্রেমভক্তি; অনুক্রমিষ্যতি—ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়।

অনুবাদ

" 'পারমার্থিক মহিমামণ্ডিত ভগবানের কথা ভক্তসঙ্গেই কেবল যথাযথভাবে আলোচনা করা যায় এবং সেই কথা শ্রবণে হৃদয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। ভক্তসঙ্গে সেই বাণী প্রীতিপূর্বক শ্রবণ করতে করতে শীঘ্র মুক্তির বর্ত্মস্বরূপ আমার প্রতি প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি এবং অবশেষে প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উদিত হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/২৫/২৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৭

যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয় ।
তাঁহাতে এতেক চিহ্ন সর্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"কারো হৃদয়ে যদি সত্য সত্যই এই অপ্রাকৃত ভাবের অঙ্কুর উদ্‌গম হয়, তাহলে এই সমস্ত লক্ষণগুলি তার কার্যকলাপে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। সমস্ত শাস্ত্রে সেই কথা বলা হয়েছে।

শ্লোক ১৮-১৯

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা ।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥ ১৮ ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে ।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যু-র্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ ১৯ ॥

ক্ষান্তিঃ—ক্ষমা; অব্যর্থ-কালত্বম্—সময় যাতে বৃথা নষ্ট না হয় সেই চেষ্টা; বিরক্তিঃ—অনাসক্তি; মান-শূন্যতা—মানশূন্য; আশা-বন্ধঃ—আশা; সমুৎকণ্ঠা—তীব্র উৎকণ্ঠা; নাম-গানে—ভগবানের নাম কীর্তনে; সদা—সর্বদা; রুচিঃ—রুচি; আসক্তিঃ—আসক্তি; তৎ—শ্রীকৃষ্ণের; গুণ-আখ্যানে—অপ্রাকৃত গুণাবলী বর্ণনায়; প্রীতিঃ—অনুরাগ; তৎ—তাঁর; বসতিস্থলে—বসতিস্থলে (মন্দির অথবা তীর্থস্থানে); ইতি—এইভাবে; আদয়ঃ—আদি; অনুভাবাঃ—লক্ষণসমূহ; স্যুঃ—হয়; জাত—বিকশিত; ভাব-অঙ্কুরে—ভগবদ্ভক্তি ভাবের অঙ্কুর সমন্বিত; জনে—ব্যক্তিতে।

অনুবাদ

"ভক্তের হৃদয়ে যখন কৃষ্ণভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয় তখন তার আচরণে নিম্নলিখিত নয়টি লক্ষণ দৃষ্ট হয়—ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা, সময় যাতে নষ্ট না হয় সেই চেষ্টা, কৃষ্ণ সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, মান শূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, সর্বদা কৃষ্ণনাম গানে রুচি; কৃষ্ণগুণ আখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি।

তাৎপর্য

এই শ্লোক দুটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/৩/২৫-২৬) পাওয়া যায়।

শ্লোক ২০

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যাঁর চিত্তে হয় ।
প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁর ক্ষোভ নাহি হয় ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

"এই নটি প্রীতি-অঙ্কুর যার চিত্তে উদিত হয়, কোন প্রাকৃত ক্ষোভে তিনি ক্ষুব্ধ হন না।

শ্লোক ২১

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে ।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ২১ ॥

তম্—তাকে; মা—আমাকে; উপযাতম্—শরণাগত; প্রতিযন্তু—আপনারা জানুন; বিপ্রাঃ—হে ব্রাহ্মণগণ; গঙ্গা—মা গঙ্গা; চ—এবং; দেবী—দেবী; ধৃত—অর্পিত; চিত্তম্—চিত্ত; ঈশে—পরমেশ্বর ভগবানে; দ্বিজ-উপসৃষ্টঃ—ব্রাহ্মণ প্রেরিত; কুহকঃ—কুহক; তক্ষকঃ—তক্ষক; বা—অথবা; দশতু—দংশন করুক; অলম্—বিচলিত না হয়ে; গায়ত—কীর্তন করুন; বিষ্ণু-গাথাঃ—শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র নাম।

অনুবাদ

" 'হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা আমাকে আপনাদের কাছে সমর্পিত আত্মা বলে জানুন, এবং ভগবানের প্রতিনিধি, মা গঙ্গাও আমাকে সেইভাবে গ্রহণ করুন, কেননা আমি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আমার হৃদয়ে ধারণ করেছি। এখন ব্রাহ্মণ প্রেরিত কুহকই হোক বা তক্ষকই হোক, আমাকে দংশন করুক; আপনারা কৃষ্ণকথা গান করতে থাকুন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/১৯/১৫) থেকে উদ্ধৃত। শমীক ঋষির পুত্র শৃঙ্গির শাপ শ্রবণ করে পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশনে কৃত সঙ্কল্প হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হলেন, তখন তাঁর কাছে বহু মুনি-ঋষি এসে উপস্থিত হন। তিনি তাঁদের যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন করে ব্রাহ্মণের শাপকে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ প্রদানকারী মঙ্গলময় বররূপে বর্ণনা করে ঋষিদের সর্বক্ষণ হরিকথা কীর্তন করতে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ২২

কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায় ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

"এক মুহূর্ত বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়। কৃষ্ণসেবায় প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজ বাসনা করেছিলেন, "আমার ভবিতব্য অনুসারে যা হয় হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা যেন ক্ষণকালও ব্যর্থ না হয়।" কৃষ্ণভক্তির পথে সমস্ত বাধা-বিপত্তিগুলি অতিক্রম করতে হয়, এবং সর্বক্ষণ সচেতন থাকতে হয় যেন কৃষ্ণসেবা বিনা এক মুহূর্তকালও নষ্ট না হয়।

শ্লোক ২৩

বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্তস্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥ ২৩ ॥

বাগ্‌ভিঃ—বাক্যের দ্বারা; স্তুবন্তঃ—পরমেশ্বর ভগবানের স্তব; মনসা—মনের দ্বারা; স্মরন্তঃ—স্মরণ করেন; তন্বা—দেহের দ্বারা; নমন্তঃ—প্রণতি নিবেদন করে; অপি—যদিও; অনিশম্—সর্বক্ষণ; ন তৃপ্তাঃ—তৃপ্ত না হয়ে; ভক্তাঃ—ভক্তরা; স্রবৎ—বর্ষণ করে; নেত্র-জলাঃ—অশ্রু; সমগ্রম্—সমগ্র; আয়ুঃ—জীবন; হরেঃ—শ্রীকৃষ্ণকে; এব—কেবল; সমর্পয়ন্তি—সমর্পণ করেন।

অনুবাদ

" 'ভক্তরা নেত্রে অশ্রুধারার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের দ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ এবং শরীরের দ্বারা নমস্কার করেও তৃপ্ত হতে পারেন না। এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা তাঁরা তাঁদের সমস্ত আয়ু ভগবানের সেবায় সমর্পণ করেন।'

তাৎপর্য

হরিভক্তিসুধোদয় থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/৩/২৯) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

শ্লোক ২৪

ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"জড় জগতের মানুষ নানা প্রকার জড়ভোগ এবং যোগ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু, ভগবদ্ভক্ত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য কোনরকম জড়ভোগ বা যোগ সিদ্ধির প্রতি লালায়িত হন না।

শ্লোক ২৫

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥ ২৫ ॥

যঃ—যিনি (ভরত মহারাজ); দুস্ত্যজান্—পরিত্যাগ করা দুষ্কর; দার-সুতান্—স্ত্রী-পুত্র; সুহৃৎ—বন্ধু-বান্ধব; রাজ্যম্—রাজ্য; হৃদি স্পৃশঃ—মনজ্ঞ; জহৌ—পরিত্যাগ করেছিলেন; যুবা এব—যৌবন কালে; মলবৎ—মলবৎ; উত্তমঃ-শ্লোক-লালসঃ—পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলীর লীলা ও তাঁর দিব্য সঙ্গের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে।

অনুবাদ

" 'ভরত মহারাজ উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণকে পাওয়ার লালসায় যৌবনকালেই হৃদয়গ্রাহিণী পত্নী, পুত্র, সুহৃদ ও রাজাদি মলবৎ পরিত্যাগ করেছিলেন।'

তাৎপর্য

এটিই জাতরতি পুরুষের বিরক্তের লক্ষণ। এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৫/১৪/৪৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৬

'সর্বোত্তম' আপনাকে 'হীন' করি' মানে ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শুদ্ধভক্ত সর্বোত্তম হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে অত্যন্ত ছোট বলে মনে করেন।

শ্লোক ২৭

হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥ ২৭ ॥

হরৌ—হরিতে; রতিম্—রতিযুক্ত; বহন্—বহন করেন; এষঃ—এই; নর-ইন্দ্রাণাম্—সমস্ত রাজাদের; শিখা-মণিঃ—শিরোমণি; ভিক্ষাম্—ভিক্ষা করে; অটন্—ভ্রমণ করছেন; অরি-পুরে—শত্রুর রাজ্যে; শ্ব-পাকম্-অপি—চণ্ডালকে পর্যন্ত; বন্দতে—বন্দনা করছেন।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণে প্রেম-পরায়ণ হয়ে এই রাজশিরোমণি তাঁর শত্রুর রাজ্য ভিক্ষা করে ভ্রমণ করছেন এবং চণ্ডালকেও বন্দনা করছেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পদ্মপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৮

'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি' জানে ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"সর্বতোভাবে শরণাগত ভক্ত সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কৃপা করবেন।

শ্লোক ২৯

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা ।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্ ॥ ২৯ ॥

ন—না; প্রেমা—ভগবৎ-প্রেম; শ্রবণ-আদি—শ্রবণ-কীর্তন আদি ভক্তির অঙ্গ; ভক্তিঃ—ভগবদ্ভক্তি; অপি—ও; বা—অথবা; যোগঃ—শুদ্ধ ভক্তিযোগ; অথবা—অথবা; বৈষ্ণবঃ—বৈষ্ণবোচিত; জ্ঞানম্—জ্ঞান; বা—অথবা; শুভ-কর্ম—পুণ্যকর্ম; বা—অথবা; কিয়ৎ—স্বল্প পরিমাণে; অহো—হে প্রভু; সৎ-জাতিঃ—উচ্চকুলে জন্ম; অপি—এমনকি; অস্তি—হয়; বা—অথবা; হীন-অর্থ-অধিক-সাধকে—অধঃপতিত এবং যোগ্যতাহীন ব্যক্তিকে অধিক

ফল প্রদানকারী; ত্বয়ি—আপনাকে; তথাপি—তবুও; অচ্ছেদ্য-মূলা—যার মূল ছেদন করা যায় না; সতী—হয়ে; হে—হে; গোপী-জন-বল্লভ—ব্রজগোপিকাদের প্রিয়তম বন্ধু; ব্যথয়তে—ব্যথা দেয়; হা হা—হায়; মৎ—আমার; আশা—আশা; এব—অবশ্যই; মাম্—আমাকে।

অনুবাদ

" 'হে প্রভু, তোমার প্রতি আমি প্রেম পরায়ণ হতে পারিনি, আমি শ্রবণ-কীর্তন আদি ভক্তির অনুশীলনও করিনি, বৈষ্ণবোচিত শুদ্ধ ভক্তিযোগ আমার নেই। আমার জ্ঞান বা শুভ কর্ম অথবা উচ্চকুলে জন্ম, কিছুই নেই। হে গোপীজনবল্লভ, অকিঞ্চনের অর্থ-সাধকরূপ তোমাতে এক প্রকার অচ্ছেদ্য মূল যে বিশুদ্ধ আশা আমার হৃদয়ে রয়েছে, তা আমাকে ব্যথিত করছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/৩/৩৫) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৩০

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের সঙ্গ লাভের লালসার মাধ্যমে এই সমুৎকণ্ঠা প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৩১

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্ ।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ৩১ ॥

ত্বৎ—তোমার; শৈশবম্—শৈশব; ত্রি-ভুবন—ত্রিভুবনে; অদ্ভুতম্—অদ্ভুত; ইতি—এইভাবে; অবেহি—অবগত হয়ে; মৎ-চাপলম্—আমার চাপল্য; চ—এবং ; তব—তোমার; বা—অথবা; মম—আমার; বা—অথবা; অধিগম্যম্—বোধগম্য; তৎ—তা; কিম্—কি; করোমি—করব; বিরলম্—নির্জনে; মুরলী-বিলাসি—হে মুরলী-বিলাসী; মুগ্ধম্—মনোমুগ্ধকর; মুখ-অম্বুজম্—মুখপদ্ম; উদীক্ষিতুম্—যথেষ্টভাবে দর্শন করা; ঈক্ষণাভ্যাম্—নেত্রের দ্বারা।

অনুবাদ

" 'হে বংশীবিলাসি কৃষ্ণ, তোমার শৈশব-মাধুর্য ত্রিভুবনের মধ্যে অদ্ভুত। তোমার চাপল্য তুমিই জান এবং আমি জানি, আর কেউ জানে না। এই নয়ন দিয়ে নির্জনে তোমার মুখ-কমল দর্শন করার জন্য এখন আমি কি করব?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *কৃষ্ণকর্ণামৃত* (৩২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩২

নাম-গানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্ত ভগবানের নাম কীর্তনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাই তিনি নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করেন।

শ্লোক ৩৩

রোদনবিন্দুমরন্দ-স্যন্দি-দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা ॥ ৩৩ ॥

রোদন-বিন্দু—অশ্রুবিন্দু; মরন্দ—ফুলের রস বা অমৃত; স্যন্দি—বর্ষণ করছে; দৃক্-ইন্দীবরা—কমল নয়না; আদ্য—আজ; গোবিন্দ—হে গোবিন্দ; তব—তোমার; মধুর-স্বর-কণ্ঠী—যার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর; গায়তি—গান করছে; নাম-আবলীম্—দিব্যনাম; বালা—স্বল্প বয়স্কা বালিকা (রাধিকা)।

শ্লোকার্থ

" 'হে গোবিন্দ, এই স্বল্প বয়স্কা রাধিকা আজ তাঁর নয়নকমলে অশ্রু-বিন্দুর সঙ্গে মধুর কণ্ঠে তোমার নামাবলী গান করছেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/৩/৩৮) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৩৪

কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্বদা আসক্তি ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এই ভাবের স্তরে, ভক্তে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্তনে আসক্তি পরায়ণ।

শ্লোক ৩৫

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ৩৫ ॥

মধুরম্—মধুর; মধুরম্—মধুর; বপুঃ—অপ্রাকৃত অঙ্গ; অস্য—তাঁর; বিভোঃ—ভগবানের; মধুরম্—মধুর; মধুরম্—মধুর; বদনম্—মুখ; মধুরম্—অধিকতর মধুর; মধু-গন্ধি—মধুর

সুগন্ধযুক্ত; মৃদু-স্মিতম্—মৃদু হাস্য; এতৎ—এই; অহো—আহা; মধুরম্—মধুর; মধুরম্—মধুর; মধুরম্—মধুর; মধুরম্—অধিকতর মধুর।

অনুবাদ

" 'এই কৃষ্ণের বপু মধুর, তাঁর বদন তার থেকেও অধিক মধুর, এবং তাঁর মধুগন্ধি হাস্য আরও মধুর; আহা! তাঁর সবকিছুই মধুর।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত *কৃষ্ণকর্ণামৃত* (৯২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩৬

কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্বদা বসতি ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হয়ে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ যেখানে লীলা-বিলাস করেছেন সেই সমস্ত স্থানে সর্বদা বাস করেন।

শ্লোক ৩৭

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥ ৩৭ ॥

কদা—কবে; অহম্—আমি; যমুনা-তীরে—যমুনার তীরে; নামানি—নামাবলী; তব—তোমার; কীর্তয়ন্—কীর্তন করে; উদ্বাষ্পঃ—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; পুণ্ডরীকাক্ষ—হে পুণ্ডরীকাক্ষ; রচয়িষ্যামি—করব; তাণ্ডবম্—নৃত্য।

শ্লোকার্থ

" 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ, আমি কবে তোমার নাম কীর্তন করতে করতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে যমুনার তীরে নৃত্য করতে থাকব?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/২/১৫৬) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩৮

কৃষ্ণে 'রতির' চিহ্ন এই কৈলুঁ বিবরণ।
'কৃষ্ণপ্রেমের' চিহ্ন এবে শুন সনাতন ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের এই সমস্ত চিহ্ন আমি বর্ণনা করলাম, এখন আমি কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন বর্ণনা করছি, সনাতন তুমি তা শ্রবণ কর।

শ্লোক ৩৯

যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয় ।
তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয় ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, তার কথা-বার্তা, কার্যকলাপ এবং আচার-আচরণ বিজ্ঞেরাও বুঝতে পারেন না।

শ্লোক ৪০

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি ।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ৪০ ॥

ধন্যস্য—ধন্য ব্যক্তি; অয়ম্—এই; নবঃ—নূতন; প্রেমা—ভগবৎ-প্রেম; যস্য—যাঁর; উন্মীলতি—উদিত হয়; চেতসি—হৃদয়ে; অন্তর্বাণিভিঃ—শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা; অপি—ও; অস্য—তার; মুদ্রা—লক্ষণসমূহ; সুষ্ঠু—সুষ্ঠুভাবে; সুদুর্গমা—বোঝা কঠিন।

অনুবাদ

" 'যে ধন্য ব্যক্তির হৃদয়ে নব প্রেম উদিত হয়, তার ক্রিয়া ও মুদ্রা সকল অর্থাৎ চিহ্ন সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাও যথাযথ বুঝতে পারেন না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/৪/১৭) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৪১

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৪১ ॥

এবংব্রতঃ—এইভাবে যখন কেউ নৃত্য-কীর্তনে ব্রতপরায়ণ হন; স্ব—নিজে; প্রিয়—অত্যন্ত প্রিয়; নাম—ভগবানের দিব্যনাম; কীর্ত্যা—কীর্তন করে; জাত—এইভাবে বিকশিত হয়; অনুরাগঃ—অনুরাগ; দ্রুত-চিত্তঃ—অত্যন্ত আগ্রহভরে; উচ্চৈঃ—জোরে জোরে; হসতি—হাসে; অথো—ও; রোদিতি—ক্রন্দন করে; রৌতি—উত্তেজিত হয়; গায়তি—গান করে; উন্মাদ-বৎ—উন্মাদের মতো; নৃত্যতি—নৃত্য করে; লোক-বাহ্যঃ—কে কি বলে তার অপেক্ষা না করে।

অনুবাদ

" 'কেউ যখন ভক্তিমার্গে যথার্থ উন্নতি সাধন করে এবং তার অতি প্রিয় ভগবানের

দিব্যনাম কীর্তন করে আনন্দে মগ্ন হন, তখন তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করেন। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন এবং কখনও উন্মাদের মতো নৃত্য করেন। বাইরের লোকেরা কে কি বলে সেই সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান থাকে না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২/৪০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৪২

প্রেমা ক্রমে বাড়ি' হয়—স্নেহ, মান, প্রণয় ।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবৎ-প্রেম ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়ে যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাব হয়।

শ্লোক ৪৩

বীজ, ইক্ষু, রস, গুড় তবে খণ্ডসার ।
শর্করা, সিতা-মিছরি, শুদ্ধমিছরি আর ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এই ক্রমবিকাশকে যথাক্রমে আখের বীজ, আখ, আখের রস, গুড়, খণ্ডসার, শর্করা, সিতা-মিছরি এবং শুদ্ধ-মিছরির সঙ্গে তুলনা করা যায়।

শ্লোক ৪৪

ইহা যৈছে ক্রমে নির্মল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ ।
রতি-প্রেমাদির তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ক্রমে ক্রমে নির্মল হওয়ার ফলে যেমন শর্করার স্বাদ বৃদ্ধি পায়, তেমনই নির্মলতা ক্রমে রতি-প্রেম আদির স্বাদ বৃদ্ধি পায়।

শ্লোক ৪৫

অধিকারি-ভেদে রতি—পঞ্চ পরকার ।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"অধিকারী ভেদে রতি পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে রতির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ব্যক্তং মসৃণিতেবান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণম্ ।
মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি ॥
কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া ।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

অন্তরে মসৃণতা বা আর্দ্রতা রতির লক্ষণ, কিন্তু মুক্তিকামী বা ভুক্তিকামীদের মধ্যে লক্ষিত হলে তা কখনও রতি পদবাচ্য নয়। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর অভিসন্ধিমূলক ঐ রতির চিহ্ন দেখে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা চমৎকৃত হয়। কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের 'রতির আভাস' বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪৬

এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব হয় পঞ্চ 'রস' ।
যে-রসে ভক্ত 'সুখী', কৃষ্ণ হয় 'বশ' ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এই পাঁচটি রস পাঁচটি স্থায়ীভাব। ভক্ত এই পাঁচটি রসের যে কোন একটি রসের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন এবং তার ফলে তিনি সুখী হন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বশীভূত হন।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে স্থায়ীভাবের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভগবান্ যো বশতাং নয়ন্ ।
সু-রাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে ॥
স্থায়ী ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ ।

হাস্য আদি অবিরুদ্ধভাব এবং ক্রোধ আদি বিরুদ্ধভাবসমূহকে যে ভাব বশীভূত করে উত্তম রাজার মতো বিরাজ করে তাই স্থায়ীভাব। এখানে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া রতিকে স্থায়ীভাব বলা হয়।

শ্লোক ৪৭

প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রী-মিলনে ।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"স্থায়ীভাব (শান্ত, দাস্য ইত্যাদি) যখন প্রেম আদির সঙ্গে মিলিত হয় তখন তা কৃষ্ণভক্তি রসে পরিণত হয়।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

অথাস্যাঃ কেশবরতের্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে ।
সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা ॥
বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ ।
স্বাদ্যত্বং হৃদিভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥

পূর্ববর্তী বর্ণনা অনুসারে কৃষ্ণ বা কেশবের প্রতি রতি যখন পরম রসরূপতা প্রাপ্ত হয় তখন তা সম্পূর্ণরূপে পরিপুষ্ট হয়। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, এবং ব্যভিচারী ভাবসমূহের দ্বারা ভক্ত হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বা স্থায়ীভাব ভক্তিরসে পরিণত হয়।

শ্লোক ৪৮

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ।
স্থায়ীভাব 'রস' হয় এই চারি মিলি' ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি, এই চারের মিলনে স্থায়ীভাব অধিক থেকে অধিকতর আস্বাদনীয় হয়।

শ্লোক ৪৯

দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে ।
'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্বাস্বাদনে ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"মিশ্রি, মরিচ এবং কর্পূরের মিলনে দই যেমন অপূর্ব স্বাদ প্রাপ্ত হয়, তেমনই স্থায়ীভাব যখন অন্যান্য ভাবের সহিত মিলিত হয় তখন তা অপূর্বভাবে আস্বাদনীয় হয়।

শ্লোক ৫০

দ্বিবিধ 'বিভাব',—আলম্বন, উদ্দীপন ।
বংশীস্বরাদি—'উদ্দীপন,' কৃষ্ণাদি—'আলম্বন' ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনি আদি—উদ্দীপন এবং শ্রীকৃষ্ণ—আলম্বন।

শ্লোক ৫১

'অনুভাব'—স্মিত, নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর ।
স্তম্ভাদি—'সাত্ত্বিক' অনুভাবের ভিতর ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"স্মিতহাস্য, নৃত্য, গীত এবং উদ্ভাস্বর ইত্যাদি অনুভাব; এবং স্তম্ভ আদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর গণনা করা হয়।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বিভাবের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদন-হেতবঃ ।
তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে ॥

"কৃষ্ণ রতির আস্বাদনের কারণকে বিভাব বলে। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন।"

অগ্নিপুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে—

বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে ।
বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ ॥

"যাতে এবং যার দ্বারা রতি আদি বিভাবাদি হয়, তাকে বিভাব বলা হয়। বিভাবের দুটি ভাব—আলম্বন এবং উদ্দীপন।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে আলম্বনের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ ।
রত্যাদের্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ ॥

"রতি ইত্যাদি বিষয়রূপে 'কৃষ্ণ' এবং আধার স্বরূপে 'ভক্ত'—এই দুইকে পণ্ডিতেরা 'আলম্বন' বলেন।

তেমনই, উদ্দীপনের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে ।
তে তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য গুণাশ্চেষ্টাঃ প্রসাধনম্ ॥
স্মিতাঙ্গ-সৌরভে বংশশৃঙ্গনূপুরকম্ববঃ ।
পদাঙ্ক-ক্ষেত্র-তুলসী-ভক্ত-তদ্বাসরাদয়ঃ ॥

"যারা ভাব প্রকাশ করে, তারাই 'উদ্দীপন' যথা, শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, মৃদুহাস্য, অঙ্গগন্ধ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদচিহ্ন, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত, হরিবাসর আদি একাদশী ব্রত।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (২/২/১) অনুভাবের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ ।
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া ॥

চিত্তস্থ ভাব সমূহের প্রকাশক বাহ্য বিকার প্রায় হয়ে যারা 'উদ্ভাস্বর' নামে পরিচিত তারাই 'অনুভাব'। নৃত্য, ভূমিতে গড়াগড়ি, দান, উচ্চরব, গাত্র মোড়ন, হুঙ্কার, দীর্ঘনিশ্বাস, লোকাপেক্ষা ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা, ও হিক্কা ইত্যাদি এগুলি 'শীত এবং ক্ষেপণ'—এই দুই নামে কথিত। তাদের মধ্যে গীত ও জৃম্ভণাদিকে 'শীত' ও নৃত্যাদিকে 'ক্ষেপণ' বলে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উদ্ভাস্বরের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ ।
নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্লস্রংসনং গাত্রমোটনম্ ।
জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চতে মতাঃ ॥

ভাবযুক্ত ব্যক্তির শরীরে যা যা প্রকাশিত হয় পণ্ডিতেরা তাকে 'উদ্ভাস্বর' বলেন। নিবি, উত্তরীয়-বসন ও খোঁপা খুলে পড়া, গাত্রমোড়া জৃম্ভণ, নাসিকার প্রফুল্লতা, বিশ্বাস, বিলুণ্ঠন এবং হিক্কাদি পূর্বলিখিত বাহ্য বিকার সমূহ।

শ্লোক ৫২

নির্বেদ-হর্ষাদি—তেত্রিশ 'ব্যভিচারী' ।
সব মিলি' 'রস' হয় চমৎকারকারী ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"নির্বেদ, হর্ষ ইত্যাদি তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব। এই সবের মিলনে রস অত্যন্ত চমৎকার হয়।

তাৎপর্য

নির্বেদ, হর্ষ এবং অন্যান্য লক্ষণ মধ্যলীলায় (১৪/১৬৭) বর্ণনা করা হয়েছে। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে ব্যভিচারী ভাবের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবাঃ যে ব্যভিচারিণঃ ।
বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি ॥
বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে ॥
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ ।
ঊর্মিবদ্বর্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে ॥

ব্যভিচারী ভাব সমূহ—তেত্রিশ। সেগুলি বিশেষত প্রাধান্যরূপে স্থায়ীভাবে বিচরণ করে। বাক্য, অঙ্গ এবং হৃদয়ের ভাব দ্বারা ব্যভিচারী ভাবসমূহ ভাবের গতি সঞ্চার করে বলে তাকে 'সঞ্চারী' বলা হয়। এগুলি স্থায়ী ভাবরূপ অমৃত সমুদ্রে মগ্ন হয়ে তরঙ্গের মতো তাকে বর্ধন করে।

শ্লোক ৫৩

পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ।
মধুর-নাম শৃঙ্গাররস—সবাতে প্রাবল্য ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"রস পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য সখ্য, বাৎসল্য এবং শৃঙ্গার রস। শৃঙ্গাররস মধুর নামে পরিচিত, এবং এই রসটি সর্বোত্তম।

শ্লোক ৫৪

শান্তরসে শান্তি-রতি 'প্রেম' পর্যন্ত হয় ।
দাস্য-রতি 'রাগ' পর্যন্ত ক্রমেত বাড়য় ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শান্তরসে শান্তি-রতি প্রেম পর্যন্ত বর্ধিত হয়; এবং দাস্য-রতি রাগ পর্যন্ত বর্ধিত হয়।

শ্লোক ৫৫

সখ্য-বাৎসল্য-রতি পায় 'অনুরাগ'-সীমা ।
সুবলাদ্যের 'ভাব' পর্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সখ্য রতি এবং বাৎসল্য রতির সীমা অনুরাগ পর্যন্ত। সুবল আদি সখার প্রেমের মহিমা ভাব পর্যন্ত প্রসারিত।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্যে এই সম্পর্কে বলেছেন—শান্তরসে 'রতি' বৃদ্ধি পেয়ে 'প্রেম' পর্যন্ত সীমা লাভ করে। দাস্যরসে 'দাস্য রতি' স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে। সখ্যরসে 'সখ্য রতি' স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্যন্ত বাড়ে। বাৎসল্য রসে 'বাৎসল্য রতি' স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিশেষত্ব এই যে, সখ্য রসাশ্রিত হলেও সুবল প্রভৃতির সখ্যরতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব পর্যন্ত বর্ধিত হয়।

শ্লোক ৫৬

শান্তাদি রসের 'যোগ', 'বিয়োগ'—দুই ভেদ ।
সখ্য-বাৎসল্যে যোগাদির অনেক বিভেদ ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শান্ত আদি রসের 'যোগ' ও 'বিয়োগ' এই দুটি ভেদ রয়েছে। সখ্য ও বাৎসল্য রসে এই যোগ এবং বিয়োগে বহু বিভাগ রয়েছে।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এই বিভাগের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

অযোগযোগাবেতস্য প্রভেদৌ কথিতাবুভৌ ।

ভগবদ্ভক্তিতে রসের অযোগ এবং যোগ নামক দুটি ভেদ রয়েছে। অযোগের বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বলা হয়েছে—

সঙ্গাভাবো হরের্ধীরৈরযোগ ইতি কথ্যতে ।
অযোগে ত্বন্মনস্কত্বং তদ্‌গুণাদ্যনুসন্ধয়ঃ ॥
তৎপ্রাপ্ত্যুপায়চিন্তাদ্যাঃ সর্বেষাং কথিতাঃ ক্রিয়াঃ ॥

পণ্ডিতেরা ভগবানের সঙ্গের অভাবকে অযোগ বলেন। অযোগে শ্রীকৃষ্ণে মন সমর্পণ এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণ আদির অনুসন্ধান করা হয়। দাস আদি ভক্তের সকলেরই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ভাবনার প্রভৃতিকে ক্রিয়া বলা হয়।

যোগের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণেন সঙ্গমো যস্তু স যোগ ইতি কীর্ত্যতে ।

"শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন মিলন হয়, তাকে বলা হয় যোগ।"

শান্ত এবং দাস্যরসে যোগ ও বিয়োগ এই দুই প্রকার ভেদ; তাতে যোগ ও অযোগের কোন ভেদ নাই। পাঁচ প্রকার রসেই যোগ ও অযোগের ভেদ আছে বটে, কিন্তু সখ্য ও বাৎসল্যে অনেক বিভেদ আছে। যোগের বিভেদের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

যোগোঽপি কথিতঃ সিদ্ধিস্তুষ্টিঃ স্থিতিরিতি ত্রিধা ।

অর্থাৎ, যোগের ত্রিবিধ ভেদ—সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি।

অযোগের বিভেদ বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

উৎকণ্ঠিতং বিয়োগশ্চেত্যযোগোঽপি দ্বিধোচ্যতে ।

অর্থাৎ, অযোগ দুই প্রকার উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগ।

শ্লোক ৫৭

'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' ভাব—কেবল 'মধুরে' ।
মহিষীগণের 'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' গোপিকা-নিকরে ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"রূঢ় ও অধিরূঢ়ের মহাভাব কেবলমাত্র মধুর রসে বর্তমান। দ্বারকার মহিষীদের রূঢ় এবং ব্রজগোপিকাদের অধিরূঢ় ভাব।

তাৎপর্য

অধিরূঢ় ভাবের বিশ্লেষণ করে *উজ্জ্বল নীলমণি* গ্রন্থে (স্থায়িভাব-প্রকরণ ১৭০) বলা হয়েছে—

রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্ ।
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে ॥

মধুর রসে মধুর রতি, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব কেবল মধুর রসেই বর্তমান। দ্বারকায় রূঢ় এবং গোকুলে কেবল অধিরূঢ় ভাব দৃষ্ট হয়।

শ্লোক ৫৮

অধিরূঢ়-মহাভাব—দুই ত' প্রকার ।
সম্ভোগে 'মাদন', বিরহে 'মোহন' নাম তার ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"অধিরূঢ় মহাভাব দুই প্রকার—মাদন এবং মোহন। পরস্পরের মিলনকে বলা হয় মাদন এবং বিরহকে বলা হয় মোহন।

শ্লোক ৫৯

'মাদনে'—চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ ।
'উদ্ঘূর্ণা', 'চিত্রজল্প'—'মোহনে' দুই ভেদ ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"মাদনে চুম্বন আদি অনন্ত বিভেদ রয়েছে; আর মোহনে উদ্ঘূর্ণা এবং চিত্রজল্প এই দুইটি বিভেদ।

তাৎপর্য

এর বিশেষ বিশ্লেষণ মধ্যলীলায় (১/৮৭) দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৬০

চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ—প্রজল্পাদি-নাম ।
'ভ্রমর-গীতা'র দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

'চিত্রজল্পের প্রজল্প আদি দশটি অঙ্গ। ভ্রমর-গীতায় শ্রীমতী রাধারাণী যে দশটি শ্লোক বলেছেন সেগুলি তার প্রমাণ।'

তাৎপর্য

চিত্রজল্পে উন্মাদের মতো প্রলাপ দশ প্রকার—প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প।

শ্লোক ৬১

উদ্ঘূর্ণা, বিবশ-চেষ্টা—দিব্যোন্মাদ-নাম ।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্তি, আপনাকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"উদ্ঘূর্ণা এবং বিবশ-চেষ্টা দিব্য উন্মাদনার দুটি অঙ্গ। ভক্ত কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণস্ফূর্তি এবং নিজেকে কৃষ্ণ বলে মনে করে।

শ্লোক ৬২

'সম্ভোগ'-'বিপ্রলম্ভ'-ভেদে দ্বিবিধ শৃঙ্গার ।
সম্ভোগের অনন্ত অঙ্গ, নাহি অন্ত তার ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"শৃঙ্গার রসে সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ, এই দুটি ভেদ রয়েছে। সম্ভোগের অনন্ত অঙ্গ।

তাৎপর্য

বিপ্রলম্ভের বর্ণনা করে *উজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থে (বিপ্রলম্ভ-প্রকরণ ৩-৪) বলা হয়েছে—

যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে ॥
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ ।
ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে ॥

নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনের পূর্বে অযুক্ত এবং মিলনের পর যুক্ত,—এই দুটি সময়ে পরস্পর অভীষ্ট আলিঙ্গন আদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব হয় তাকে বিপ্রলম্ভ বলে; তা সম্ভোগের পুষ্টিকারক।

একইভাবে সম্ভোগের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া ।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্যতে ॥

"দর্শন ও আলিঙ্গন আদির দ্বারা পরস্পর সুখ আস্বাদন করে নায়ক ও নায়িকার যে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ভাব উদিত হয় তাকে বলা হয় সম্ভোগ। মুখ্য সম্ভোগ চার প্রকার—১) পূর্বরাগ অনন্তর (সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বে যে আসক্তি); তাকে সংক্ষিপ্তও বলা হয়; ২) মান অনন্তর (মানের পরবর্তী অবস্থা) এই স্তরের সম্ভোগকে বলা হয় সঙ্কীর্ণ; ৩) কিঞ্চিৎ দূরে প্রবাস অনন্তর—কিছুকাল কিছুদূরে থাকার পর; এই স্তরের সম্ভোগকে বলা হয় সম্পন্ন; ৪) সুদূর প্রবাস অনন্তর—বহুকাল দূরে থাকার পর মিলন। এই স্তরের সম্ভোগকে বলা হয় সমৃদ্ধিমান। স্বপ্নাবস্থায় গৌণ সম্ভোগও পূর্বের মতো চার প্রকার।

শ্লোক ৬৩

'বিপ্রলম্ভ' চতুর্বিধ—পূর্বরাগ, মান ।
প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য-আখ্যান ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"বিপ্রলম্ভ চার প্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রবাস এবং প্রেমবৈচিত্ত্য।

তাৎপর্য

পূর্বরাগের বর্ণনা করে *উজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থে (বিপ্রলম্ভ-প্রকরণ-৫) বলা হয়েছে—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা ।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ॥

"নায়ক-নায়িকার যে রতি সঙ্গমের পূর্বে দর্শন-শ্রবণ ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন হয়ে বিভাব-অনুভাব আদি চারটি উপাদানের মিশ্রণে আস্বাদময়ী হয়, তাকে বলা হয় 'পূর্বরাগ'।"

মানের বর্ণনা করে *উজ্জ্বল-নীলমণি* (বিপ্রলম্ভ-প্রকরণ-৬৮) বলা হয়েছে—

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে ॥

"পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত একত্রে অবস্থিত বা ভিন্ন স্থানে স্থিত নায়ক ও নায়িকার দর্শন ও আলিঙ্গন আদির বাসনাকে যে ভাব বাধা দেয় তাকে বলা হয় 'মান'।"

প্রবাসের বিশ্লেষণ করে (১৩৯) বলা হয়েছে—

পূর্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ ।
ব্যবধানন্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্যতে ॥

"পূর্ব-সঙ্গম-বিশিষ্ট নায়ক নায়িকার দেশান্তর আদির ব্যবধানকে পণ্ডিতেরা 'প্রবাস' বলেন।"

তেমনই প্রেম বৈচিত্ত্যের বিশ্লেষণ করে (১৩৪) বলা হয়েছে—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষে স্বভাবতঃ ।
যা বিশেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥

"প্রেমের উৎকর্ষতার ফলে প্রিয়সন্নিধানে অবস্থান করেও, বিরহের ভয়ে যে আর্তি উপস্থিত হয়, তাকেই বলা হয় 'প্রেম বৈচিত্ত্য'।"

শ্লোক ৬৪

রাধিকাদ্যে 'পূর্বরাগ' প্রসিদ্ধ 'প্রবাস', 'মানে' ।
'প্রেমবৈচিত্ত্য' শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"চার প্রকার বিপ্রলম্ভের মধ্যে পূর্বরাগ, প্রবাস এবং মান, এই তিনটি শ্রীমতী রাধারাণী ও গোপিকাদের মধ্যে প্রকাশিত হতে দেখা যায়; এবং প্রেমবৈচিত্ত্য দ্বারকার মহিষীদের মধ্যে দেখা যায়। তা শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৬৫

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্‌গাঢ়নির্বিদ্ধচেতা
নলিন-নয়ন-হাসোদার-লীলেক্ষিতেন ॥ ৬৫ ॥

কুররি—হে কুররি পক্ষী; বিলপসি—বিলাপ করছ; ত্বম্—তুমি; বীত-নিদ্রা—বিনিদ্র; ন—না; শেষে—বিশ্রাম; স্বপিতি—নিদ্রা; জগতি—জগতে; রাত্র্যাম্—রাত্রে; ঈশ্বরঃ—শ্রীকৃষ্ণ; গুপ্ত-বোধঃ—সুপ্ত চেতনা; বয়ম্—আমরা; ইব—মতন; সখি—হে সখি; কচ্চিৎ—কিনা; গাঢ়—গভীর; নির্বিদ্ধ-চেতা—আকৃষ্ট চিত্ত; নলিন-নয়ন—কমল নয়ন শ্রীভগবানের; হাস—হাস্য; উদার—উদার; লীলা-ঈক্ষিতেন—লীলাপরায়ণরত দৃষ্টিপাতের দ্বারা।

অনুবাদ

" 'হে সখি কুররি, এখন গভীর রাত্রি এবং শ্রীকৃষ্ণ অচেতন হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন, আর তোমার নিদ্রা না থাকায় তুমি না ঘুমিয়ে কেবল বিলাপ করছ। তাহলে তুমি কি আমাদের মতো পদ্মনয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্য ও উদার লীলা দর্শন করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে এইভাবে আচরণ করছ?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৯০/১৫) থেকে উদ্ধৃত। দ্বারকার মহিষীরা শ্রীকৃষ্ণের অতি কাছে থেকেও সবসময় শ্রীকৃষ্ণকে হারাবার ভয়ে শঙ্কিত হতেন।

শ্লোক ৬৬

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি ।
নায়িকার শিরোমণি—রাধা-ঠাকুরাণী ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি। তেমনই শ্রীমতী রাধারাণী নায়িকার শিরোমণি।

শ্লোক ৬৭

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
যত্র নিত্যতয়া সর্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥ ৬৭ ॥

নায়কানাম্—নায়কদের মধ্যে; শিরঃ-রত্নম্—মুকুটের মণি; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; তু—কিন্তু;

ভগবান্ স্বয়ম্—স্বয়ং ভগবান; যত্র—যাঁর মধ্যে; নিত্যতয়া—নিত্য; সর্বে—সমস্ত; বিরাজন্তে—বিরাজ করে; মহা-গুণাঃ—মহৎ গুণসমূহ।

অনুবাদ

" 'স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত নায়কদের শিরোমণি; সেই শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত মহৎ গুণাবলী নিত্যরূপে বিরাজ করে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (২/১/১৭) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৬৮

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ৬৮ ॥

দেবী—জ্যোতির্ময়ী; কৃষ্ণ-ময়ী—শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন; প্রোক্তা—বলা হয়; রাধিকা—শ্রীমতী রাধারাণী; পর-দেবতা—পরম আরাধ্যা; সর্ব-লক্ষ্মী-ময়ী—সমস্ত লক্ষ্মীগণের অধিষ্ঠাত্রী; সর্ব-কান্তিঃ—সমস্ত কান্তি বা শোভা যাঁর মধ্যে রয়েছে, তিনি; সম্মোহিনী—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত মোহিত করেন; পরা—চিৎ-শক্তি।

অনুবাদ

" 'পরদেবতা শ্রীমতী রাধারাণী সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণময়ী', সর্ব লক্ষ্মীময়ী 'সর্বকান্তি', 'কৃষ্ণ-সম্মোহিনী' ও 'পরাশক্তি' বলে কথিত হয়েছেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্রে* পাওয়া যায়। বিশদ বিবরণের জন্য আদিলীলা ৪/৮৩-৯৫ দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৬৯

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, চৌষট্টি—প্রধান ।
এক এক গুণ শুনি' জুড়ায় ভক্ত-কাণ ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণ, তার মধ্যে চৌষট্টি গুণ প্রধান। তার এক-একটি শ্রবণ করে ভক্তের কান জুড়ায়।

শ্লোক ৭০

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্বসল্লক্ষণান্বিতঃ ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥ ৭০ ॥

অয়ম্—এই (কৃষ্ণ); নেতা—নায়ক; সুরম্য-অঙ্গঃ—পরম রমণীয় অঙ্গ বিশিষ্ট; সর্ব-সৎ-

লক্ষণ-অন্বিতঃ—সবকটি সুলক্ষণযুক্ত; রুচিরঃ—নয়নের আনন্দ বিধানকারী সৌন্দর্য বিশিষ্ট; তেজসা—তেজস্বী; যুক্তঃ—যুক্ত; বলীয়ান্—অত্যন্ত বলবান; বয়সান্বিতঃ—নিত্য কিশোর বয়স্ক।

অনুবাদ

" 'পরম নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, পরম রমণীয় অঙ্গ বিশিষ্ট, সর্ব সুলক্ষণ যুক্ত নয়নের আনন্দ বিধানকারী সৌন্দর্য বিশিষ্ট, তেজস্বী, বলবান এবং নিত্য কিশোর বয়স্ক।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী ছয়টি শ্লোক *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (২/১/২৩-২৯) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৭১

বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥ ৭১ ॥

বিবিধ—বিভিন্ন; অদ্ভুত—অপূর্ব; ভাষা-বিৎ—ভাষা জানেন; সত্য-বাক্যঃ—সত্যবাদী; প্রিয়ম্ বদঃ—প্রিয়ভাষী; বাবদূকঃ—শ্রুতিমধুর বক্তা; সু-পাণ্ডিত্যঃ—অত্যন্ত পণ্ডিত; বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিমান; প্রতিভা-অন্বিতঃ—প্রতিভাশালী।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অদ্ভুত ভাষা জানেন, তিনি সত্যবাদী, প্রিয়ভাষী, মধুর বক্তা, অত্যন্ত পণ্ডিত, বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাশালী।

শ্লোক ৭২

বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী ॥ ৭২ ॥

বিদগ্ধঃ—কলাবিলাস নিপুণ; চতুরঃ—চতুর; দক্ষঃ—নিপুণ; কৃত-জ্ঞঃ—কৃতজ্ঞ; সুদৃঢ়-ব্রতঃ—সুদৃঢ়রূপে সঙ্কল্প; দেশ-কাল-সুপাত্র-জ্ঞঃ—স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ; শাস্ত্র-চক্ষুঃ—শাস্ত্র নিপুণ; শুচিঃ—অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; বশী—আত্মবশ।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণ বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, শাস্ত্রদৃষ্টি যুক্ত, শুচি এবং বশী।

শ্লোক ৭৩

স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ ।
বদান্যো ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥ ৭৩ ॥

স্থিরঃ—অচঞ্চল; দান্তঃ—সহিষ্ণু; ক্ষমা-শীলঃ—পরের অপরাধ সহিষ্ণু; গম্ভীরঃ—গাম্ভীর্যপূর্ণ; ধৃতিমান্—শান্ত এবং জিতেন্দ্রিয়; সমঃ—রাগদ্বেষ-ক্ষীণ; বদান্যঃ—উদার; ধার্মিকঃ—ধার্মিক; শূরঃ—সমরে উৎসাহান্বিত; করুণঃ—দয়ালু; মান্য-মানকৃৎ—মাননীয় ব্যক্তিদের পূজক।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণ স্থির, ক্লেশ সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান, রাগ-দ্বেষ বিহীন, উদার, ধার্মিক, শূর, দয়ালু এবং মাননীয় ব্যক্তিদের পূজক।

শ্লোক ৭৪

দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্বশুভঙ্করঃ ॥ ৭৪ ॥

দক্ষিণঃ—সরল এবং উদার; বিনয়ী—অমানী; হ্রীমান্—আত্ম-প্রশংসায় লজ্জাশীল; শরণাগত-পালকঃ—শরণাগতদের রক্ষক; সুখী—সর্বদা সুখী; ভক্ত-সুহৃৎ—ভক্তদের বন্ধু; প্রেম-বশ্যঃ—প্রেমের বশীভূত; সর্ব-শুভঙ্করঃ—সকলের হিতকারী।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণ সরল এবং উদার, বিনয়ী, আত্ম প্রশংসায় লজ্জাশীল, শরণাগতদের পালক, সুখী, ভক্তদের সুহৃদ, প্রেমের বশীভূত এবং সকলের হিতকারী।

শ্লোক ৭৫

প্রতাপী কীর্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ ।
নারীগণ-মনোহারী সর্বরাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥ ৭৫ ॥

প্রতাপী—প্রভাবশালী; কীর্তিমান্—কীর্তিমান; রক্ত-লোকঃ—সকলে যার প্রতি অনুরক্ত; সাধু-সম-আশ্রয়ঃ—সৎ ও ধার্মিকদের আশ্রয়; নারী-গণ-মনোহারী—রমণীদের মনোমোহন; সর্ব-আরাধ্যঃ—সকলের আরাধ্য; সমৃদ্ধি-মান্—বৈভবশালী।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণ প্রভাবশালী, কীর্তিমান, লোকানুরক্ত, সাধুদের সমাশ্রয়, নারী মনোহারী, সর্বারাধ্য এবং সমৃদ্ধিমান।

শ্লোক ৭৬

বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্তিতাঃ ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হরেরমী ॥ ৭৬ ॥

বরীয়ান্—সর্বশ্রেষ্ঠ; ঈশ্বরঃ—পরম নিয়ন্তা; চ—এবং; ইতি—এইভাবে; গুণাঃ—অপ্রাকৃত গুণাবলী; তস্য—তাঁর; অনুকীর্তিতাঃ—বর্ণিত হয়েছে; সমুদ্রাঃ—সমুদ্রগুলি; ইব—মতো;

পঞ্চাশৎ—পঞ্চাশটি; দুর্বিগাহাঃ—সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; অমী—এই সমস্ত।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরমেশ্বর। তিনি পঞ্চাশটি দুর্বোধ্য গুণযুক্ত। তা সমুদ্রের মতো গভীর এবং উপলব্ধির অগম্য।

শ্লোক ৭৭

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥ ৭৭ ॥

জীবেষু—সমস্ত জীবের মধ্যে; এতে—এই সমস্ত; বসন্তঃ—বর্তমান; অপি—যদিও; বিন্দু-বিন্দুতয়া—বিন্দু বিন্দুরূপে; ক্বচিৎ—কখনও কখনও; পরিপূর্ণতয়া—সম্পূর্ণরূপে; ভান্তি—প্রকাশিত; তত্র—তাঁর মধ্যে; এব—অবশ্যই; পুরুষ-উত্তমে—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

" 'এই সমস্ত গুণগুলি বিন্দু বিন্দুরূপে সমস্ত জীবে রয়েছে, কিন্তু পরিপূর্ণ সমুদ্ররূপে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে বর্তমান।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (২/১/৩০) পাওয়া যায়। জীব পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) বলা হয়েছে—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে সমস্ত জীব আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, তারা মনসহ তাদের ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিকে ভোগ করার চেষ্টায় কঠোরভাবে পরিশ্রম করে চলেছে।"

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গুণাবলী জীবের মধ্যেও অতি অল্প পরিমাণ বর্তমান। সোনার একটি ক্ষুদ্র অংশও সোনা, কিন্তু তা বলে তা স্বর্ণখনি নয়। তেমনই, জীবের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত গুণাবলী অতি অল্প মাত্রায় রয়েছে, কিন্তু তা বলে জীব পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ নয়। ভগবানকে তাই পুরুষোত্তম বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং জীব হচ্ছে সেই পুরুষোত্তমের এক অতি নগণ্য অংশ। ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ, পরম আত্মা—*একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*। মায়াবাদীরা মনে করে যে সকলেই ভগবান, কিন্তু যথার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, কেউই ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। মূর্খ মানুষরাই কেবল মনে করে যে সকলেই ভগবানের সমকক্ষ বা সকলেই ভগবান।

শ্লোক ৭৮-৮১

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু ॥ ৭৮ ॥
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ ।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ ৭৯ ॥
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদি-বর্তিনঃ ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ॥ ৮০ ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ॥ ৮১ ॥

অথ—উপরন্তু; পঞ্চ-গুণাঃ—পাঁচটি গুণ; যে—যা; স্যুঃ—থাকতে পারে; অংশেন—আংশিকভাবে; গিরিশ-আদিষু—শিব আদি দেবতা; সদা—সর্বদা; স্বরূপ-সংপ্রাপ্তঃ—নিত্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত; সর্বজ্ঞঃ—সর্বজ্ঞ-ত্রিকালজ্ঞ; নিত্য-নূতনঃ—নব নবায়মান; সৎ-চিৎ-আনন্দ-সান্দ্র-অঙ্গ—সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ; সর্ব-সিদ্ধি-নিষেবিতঃ—সর্ব সিদ্ধির দ্বারা সেবিত; অথ—এখন; উচ্যন্তে—বলা হয়; গুণাঃ—গুণাবলী; পঞ্চ—পাঁচ; যে—যাঁর; লক্ষ্মী-ঈশ—লক্ষ্মীপতি নারায়ণ; আদি—ইত্যাদি; বর্তিনঃ—বর্তমান; অবিচিন্ত্য—অচিন্ত্য; মহা-শক্তিঃ—মহাশক্তিশালী; কোটি-ব্রহ্মাণ্ড—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সমন্বিত; বিগ্রহঃ—রূপ সমন্বিত; অবতার আবলী—অবতারদের; বীজম্—উৎস; হত-অরি—তার দ্বারা নিহত শত্রুদের; গতি-দায়কঃ—মুক্তিদায়ক; আত্মা-রাম-গণঃ—ব্রহ্মভূত মুক্ত পুরুষদের; আকর্ষী—আকর্ষক; ইতি—এইভাবে; অমী—এই সমস্ত; কৃষ্ণে—শ্রীকৃষ্ণে; কিল—অবশ্যই; অদ্ভুতাঃ—অতি আশ্চর্যজনক।

অনুবাদ

" 'এই পঞ্চাশটি গুণের অতিরিক্ত আর পাঁচটি গুণ আংশিকভাবে শিব আদি দেবতাদের মধ্যে দেখা যায়। এই পঞ্চাশের উপর আরও পাঁচটি মহাগুণ পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণে এবং আংশিকরূপে শিব আদি দেবতায় বর্তমান—(১) সর্বদা তার নিত্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত, (২) সর্বজ্ঞ, (৩) নিত্য নূতন, (৪) সচ্চিদানন্দ ঘন স্বরূপ, (৫) অখিল বশকারী অতএব সর্বসিদ্ধির দ্বারা সেবিত।

এছাড়া আরও পাঁচটি গুণ লক্ষিত হয়ে নারায়ণে বর্তমান। সেই গুণগুলিও শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিব আদি দেবতা অথবা কোন জীবে নেই—(১) অবিচিন্ত্য মহাশক্তিত্ব, (২) কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহত্ব, (৩) সকল অবতারদের আদি উৎস, (৪) হত শত্রুদের মুক্তিদায়কত্ব, (৫) আত্মারামদের আকর্ষণত্ব. এই পাঁচটি গুণ নারায়ণ আদিতে থাকলেও শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্তমান।

তাৎপর্য

এই শ্লোককয়টি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (২/১/৩৭-৪৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৮২-৮৩

সর্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলাকল্লোলবারিধিঃ ।
অতুল্যমধুরপ্রেম-মণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ॥ ৮২ ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ ।
অসমানোর্ধ্বরূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ ॥ ৮৩ ॥

সর্ব-অদ্ভুত-চমৎকার—সর্বলোকের চমৎকারিণী; লীলা—লীলা; কল্লোল—তরঙ্গের; বারিধিঃ—সমুদ্র; অতুল্য-মধুর-প্রেম—শৃঙ্গার রসের অতুল্য প্রেম দ্বারা; মণ্ডিত—অলঙ্কৃত; প্রিয়-মণ্ডলঃ—প্রিয়জন পরিবৃত; ত্রি-জগৎ—ত্রিজগতের; মানস-আকর্ষি—চিত্ত আকর্ষণকারী; মুরলী—বংশী; কল-কূজিতঃ—মধুর ধ্বনি; অসমান-উর্ধ্ব—অসম এবং অনূর্ধ্ব; রূপ—সৌন্দর্য; শ্রী—ঐশ্বর্য; বিস্মাপিত-চর-অচরঃ—যা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করেছে।

অনুবাদ

" 'এই ষাটটি গুণের অতিরিক্ত আরও চারটি গুণ শ্রীকৃষ্ণে বর্তমান; তা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় না। সেগুলি হচ্ছে—(১) সর্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোল সমুদ্র, (২) শৃঙ্গার রসের অতুল্য প্রেম দ্বারা শোভা বিশিষ্ট প্রিয়জন পরিবৃত, (৩) ত্রিজগতের চিত্ত আকর্ষণকারী মুরলী গীত গানকারী, (৪) যাঁর সমান ও শ্রেষ্ঠ নেই এবং যা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করেছে, সেইপ্রকার সৌন্দর্যশালী। তাঁর এই সর্বাকর্ষণকারী সৌন্দর্যের জন্য তাঁর নাম কৃষ্ণ।

তাৎপর্য

অজ্ঞ মায়াবাদীরা উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে মনে করে যে কৃষ্ণ মানে কালো। শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকার ফলে, এই সমস্ত মূর্খ নাস্তিকেরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করে না। যদিও সমস্ত ঋষি, মহাত্মা এবং আচার্যেরা ভগবানের বর্ণনা করে গেছেন এবং ভগবানকে স্বীকার করে গেছেন, কিন্তু তবুও মায়াবাদীরা তাঁকে স্বীকার করে না। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে মানব-সমাজ এত অধঃপতিত হয়েছে যে মানুষ তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি পর্যন্ত মেটাতে পারছে না, কিন্তু তবুও তারা মায়াবাদীদের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে বিপদগামী হচ্ছে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে জানার মাধ্যমে জীব জন্ম-মৃত্যুর থেকে মুক্ত হতে পারে। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।* দুর্ভাগ্যবশত কৃষ্ণভক্তির এই মহান বিজ্ঞান কৃষ্ণ-বিদ্বেষী মায়াবাদীদের দ্বারা প্রতিহত হয়েছে। যারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করছে, তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে যে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর* বর্ণনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করা।

শ্লোক ৮৪-৮৫

লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্যং বেণুরূপয়োঃ ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥ ৮৪ ॥
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥ ৮৫ ॥

লীলা—লীলাবিলাস; প্রেম্ণা—অপ্রাকৃত প্রেম সমন্বিত; প্রিয়-আধিক্যম্—অতি উৎকৃষ্ট প্রিয়াসঙ্গ; মাধুর্যম্—মাধুর্য; বেণু-রূপয়োঃ—শ্রীকৃষ্ণের বংশী এবং রূপের; ইতি—এইভাবে; অসাধারণম্—অসাধারণ; প্রোক্তম্—বলা হয়; গোবিন্দস্য—শ্রীকৃষ্ণের; চতুষ্টয়ম্—চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য; এবম্—এইভাবে; গুণাঃ—অপ্রাকৃত গুণাবলী; চতুঃ-ভেদাঃ—চতুর্বিধ; চতুঃ-ষষ্টিঃ—চৌষট্টি; উদাহৃতাঃ—বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুবাদ

" 'নারায়ণের (ষাটটি গুণের) অতিরিক্ত শ্রীকৃষ্ণে আরও চারটি বিশেষ গুণ রয়েছে—তার অপূর্ব প্রেমময়ী লীলা, অতি উৎকৃষ্ট প্রিয়াসঙ্গ (গোপিকাদের সঙ্গ), রূপ মাধুরী এবং বেণু মাধুরী। এই চারটি অসাধারণ গুণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মহাদেব আদি দেবতা এবং নারায়ণ আদি পরমেশ্বর থেকেও শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে চৌষট্টিটি অপ্রাকৃত গুণ পূর্ণরূপে বিরাজমান।'

শ্লোক ৮৬

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ—প্রধান ।
যেই গুণের 'বশ' হয় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তেমনই, শ্রীমতী রাধারাণীর অনন্তগুণের মধ্যে পঁচিশটি গুণ প্রধান। শ্রীকৃষ্ণ সেই গুণের বশীভূত।

শ্লোক ৮৭-৯১

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ কীর্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ ।
মধুরেয়ং নব-বয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥ ৮৭ ॥
চারু-সৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা ।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ নর্মপণ্ডিতা ॥ ৮৮ ॥
বিনীতা করুণা-পূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা ।
লজ্জাশীলা সুমর্যাদা ধৈর্য-গাম্ভীর্যশালিনী ॥ ৮৯ ॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী ।
গোকুল-প্রেমবসতির্জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ ॥ ৯০ ॥

গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা ।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রব-কেশবা ।
বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥ ৯১ ॥

অথ—এখন; বৃন্দাবন-ঈশ্বর্যাঃ—বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর; কীর্ত্যন্তে—কীর্তিত; প্রবরাঃ—মুখ্য; গুণাঃ—গুণাবলী; মধুরা—মধুর; ইয়ম্—এই (রাধিকা); নব-বয়াঃ—কিশোরী; চল-অপাঙ্গ—চঞ্চল নেত্র বিশিষ্ট; উজ্জ্বল-স্মিতা—উজ্জ্বল হাস্য সমন্বিতা; চারু-সৌভাগ্য-রেখাঢ্যা—সুন্দর সৌভাগ্য রেখাযুক্ত; গন্ধা—অপূর্ব সুন্দর অঙ্গ গন্ধের দ্বারা; উন্মাদিত-মাধবা—শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদকারিণী; সঙ্গীত—সঙ্গীতের; প্রসর-অভিজ্ঞা—বিস্তারে পারদর্শিনী; রম্য-বাক্—রমণীয় বাক্ বিশিষ্টা; নর্ম-পণ্ডিতা—পরিহাস পটু; বিনীতা—বিনীতা; করুণা-পূর্ণা—পরম দয়াময়ী; বিদগ্ধা—চতুরা; পাটব-অন্বিতা—কর্তব্য কুশলা; লজ্জাশীলা—লজ্জাশীলা; সু-মর্যাদা—মর্যাদাসম্পন্ন; ধৈর্য—ধৈর্যযুক্তা; গাম্ভীর্য-শালিনী—গাম্ভীর্যময়ী; সু-বিলাসা—লীলাময়ী; মহাভাব—মহাভাব সমন্বিতা; পরম-উৎকর্ষ—পরম উৎকৃষ্ট; তর্ষিণী—তৃষ্ণান্বিতা; গোকুল-প্রেম বসতিঃ—গোকুল বাসীদের প্রেমাস্পদ; জগৎ-শ্রেণী—কৃষ্ণ প্রেমের আশ্রয়স্বরূপ শরণাগত ভক্তদের; লসৎ—উজ্জ্বল; যশাঃ—যশ যুক্তা; গুরু-অর্পিত-গুরু-স্নেহা—গুরুজনদের অতি স্নেহের পাত্রী; সখী-প্রণয়িতা-বশা—সখীদের প্রণয়ের বশীভূতা; কৃষ্ণ-প্রিয়-আবলী—শ্রীকৃষ্ণের যারা প্রিয়; মুখ্যা—প্রধানা; সন্তত—সর্বদা; আশ্রব-কেশবাঃ—কেশবকে স্বীয় অধীনকারিণী; বহুনা কিম্—সংক্ষেপে; গুণাঃ—গুণাবলী; তস্যাঃ—তাঁর; সংখ্যাতীতাঃ—অসংখ্য; হরেঃ—শ্রীকৃষ্ণের; ইব—মতন।

অনুবাদ

" 'শ্রীমতী রাধারাণীর পঁচিশটি প্রধান গুণ—(১) তিনি অত্যন্ত মধুরা, (২) তিনি নবীন বয়স যুক্তা, (৩) চঞ্চল নেত্রা, (৪) উজ্জ্বল হাস্যযুক্তা, (৫) সুন্দর সৌভাগ্য রেখা যুক্তা, (৬) সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, (৭) সঙ্গীত প্রসারজ্ঞা, (৮) রমণীয় বাক্ বিশিষ্টা, (৯) নর্মগুণে পণ্ডিতা; (১০) বিনীতা, (১১) পরম দয়াময়ী, (১২) চতুরা, (১৩) কর্তব্য কুশলা, (১৪) লজ্জাশীলা, (১৫) সুমর্যাদা, (১৬) ধৈর্যযুক্তা, (১৭) গাম্ভীর্যময়ী, (১৮) সুবিলাসযুক্তা, (১৯) পরম উৎকর্ষে মহাভাবময়ী, (২০) গোকুল প্রেমের বসতি, (২১) আশ্রয় জগৎ শ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপ্ত যশযুক্তা, (২২) গুরুজনদের অধিক স্নেহের পাত্রী, (২৩) সখীদের প্রণয়ের বশীভূতা, (২৪) কৃষ্ণপ্রেমা রমণীদের মধ্যে প্রধানা, (২৫) শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁর বশংবদ।

তাৎপর্য

এই শ্লোক কয়টি *উজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থে শ্রীরাধা প্রকরণে (১১-১৫) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৯২

নায়ক, নায়িকা,—দুই রসের 'আলম্বন' ।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ,—রাধা, ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"নায়ক এবং নায়িকা হচ্ছেন রসের আলম্বন, আর তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতী রাধারাণী।

শ্লোক ৯৩

এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ ।
বাৎসল্যে মাতা পিতা আশ্রয়ালম্বন ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতী রাধারাণী যেমন মধুর রসে শ্রেষ্ঠ আলম্বনদ্বয়, তেমনই দাস্যরসের ব্রজেন্দ্রনন্দন ও চিত্রক, রক্তক, পত্রক প্রভৃতি; এবং সখ্যরসের ব্রজেন্দ্রনন্দন ও শ্রীদাম, সুদাম, সুবল আদি সখা; এবং বাৎসল্য রসে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও নন্দ-যশোদা আদিই শ্রেষ্ঠ 'আলম্বন'।

শ্লোক ৯৪

এই রস অনুভবে যৈছে ভক্তগণ ।
যৈছে রস হয়, শুন তাহার লক্ষণ ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"বিভিন্ন স্তরের ভক্তরা কিভাবে বিভিন্ন রস অনুভব করেন তার লক্ষণ এখন শ্রবণ কর।

শ্লোক ৯৫-৯৮

ভক্তিনির্ধূত-দোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্ ।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥ ৯৫ ॥
জীবনীভূত-গোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্ ।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্ ॥ ৯৬ ॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা ।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্ ॥ ৯৭ ॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি ।
প্রৌঢ়ানন্দশ্চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥ ৯৮ ॥

ভক্তি—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; নির্ধূত-দোষাণাম্—যাদের জড় কলুষ বিধৌত হয়েছে; প্রসন্ন-উজ্জ্বল-চেতসাম্—যাদের চেতনা প্রসন্ন এবং উজ্জ্বল; শ্রী-ভাগবত-রক্তানাম্—শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদনে যারা অনুরক্ত; রসিক-আসঙ্গ-রঙ্গিণাম্—রসিক ভক্তদের সঙ্গে যারা রস আস্বাদন করেন; জীবনী-ভূত—জীবন স্বরূপ; গোবিন্দ-পাদ—গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের; ভক্তি-সুখ-শ্রিয়াম্—ভক্তি সুখ যাদের ঐশ্বর্য; প্রেম-অন্তরঙ্গ-ভূতানি—প্রেমের অন্তরঙ্গ ভূত;

কৃত্যানি—অনুষ্ঠান আদির; এব—অবশ্যই; অনুষ্ঠিতাম্—অনুষ্ঠানকারী; ভক্তানাম্—ভক্তদের; হৃদি—হৃদয়ে; রাজন্তী—বিরাজ করে; সংস্কার-যুগল—পূর্ববর্তী এবং বর্তমান সংস্কারের পন্থার দ্বারা; উজ্জ্বলা—উজ্জ্বল; রতিঃ—রতি; আনন্দ-রূপা—আনন্দরূপা; এব—অবশ্যই; নীয়মানা—আনীত হয়ে; তু—কিন্তু; রস্যতাম্—রসত্ব; কৃষ্ণ-আদিভিঃ—শ্রীকৃষ্ণ আদির দ্বারা; বিভাব-আদ্যৈঃ—বিভাবাদির দ্বারা; গতৈঃ—গত; অনুভাব-অধ্বনি—অনুভব মার্গে; প্রৌঢ়-আনন্দঃ—পূর্ণ আনন্দ; চমৎকার-কাষ্ঠাম্—চমৎকার পরাকাষ্ঠা; আপদ্যতে—উপনীত হয়; পরাম্—পরম।

অনুবাদ

" 'যাঁরা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়েছেন, যাঁরা প্রসন্ন ও উজ্জ্বল চিত্ত, শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরক্ত, রসিকদের সঙ্গে রস আস্বাদনকারী, গোবিন্দের চরণে ভক্তি-সুখশ্রী যাদের জীবনস্বরূপ, প্রেমের অন্তরঙ্গভূত কৃত্য সমূহের অনুষ্ঠানকারী, সেই ভক্তদের হৃদয়ে পুরাতন ও আধুনিক সংস্কার দ্বারা উজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতি রসত্ব লাভ করে বিরাজমানা হন। তা কৃষ্ণাদি বিভাব আদির দ্বারা অনুভব পথে পূর্ণ আনন্দ চমৎকার রূপ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকগুলি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (২/১/৭-১০) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৯৯

এই রস-আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে ।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"অভক্তেরা এই রস আস্বাদন করতে পারে না, কৃষ্ণভক্তরাই কেবল এই রস আস্বাদন করেন।

শ্লোক ১০০

সর্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ ।
তৎপাদাম্বুজসর্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥ ১০০ ॥

সর্বথা—সর্বতোভাবে; এব—অবশ্যই; দুরূহঃ—দুর্বোধ্য; অয়ম্—এই; অভক্তৈঃ—অভক্তদের দ্বারা; ভগবৎ-রসঃ—ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত রস; তৎ—তা; পাদ-অম্বুজ-সর্বস্বৈঃ—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম যাদের সর্বস্ব; ভক্তৈঃ—ভক্তদের দ্বারা; এব—অবশ্যই; অনুরস্যতে—আস্বাদ্য।

অনুবাদ

" 'অভক্তদের পক্ষে এই ভগবৎ-রস সর্ব প্রকারে দুর্বোধ্য; কৃষ্ণপাদপদ্মই যাদের সর্বস্ব, ভক্তিরস কেবল তাদেরই লভ্য।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (২/৫/১৩১) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১০১

সংক্ষেপে কহিলুঁ এই 'প্রয়োজন'-বিবরণ ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ—এই 'কৃষ্ণপ্রেম'-ধন ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

"সংক্ষেপে আমি প্রয়োজন তত্ত্বের বর্ণনা করলাম। এই কৃষ্ণপ্রেমরূপ সম্পদ পঞ্চম পুরুষার্থ।

শ্লোক ১০২

পূর্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে ।
তোমার ভাই রূপে কৈলুঁ শক্তি-সঞ্চারে ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্বে আমি প্রয়াগে তোমার ভাই রূপকে শক্তি সঞ্চার করে এই রসতত্ত্বের বিচার সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলাম।

শ্লোক ১০৩

তুমিহ করিহ ভক্তি-শাস্ত্রের প্রচার ।
মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"হে সনাতন, তুমিও ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার কর এবং মথুরায় লুপ্ততীর্থের উদ্ধার কর।

শ্লোক ১০৪

বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-আচার ।
ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করিহ প্রচার ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তি ও স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করে বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা এবং বৈষ্ণব আচার কর।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—১) শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র প্রচার করতে এবং ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে, ২) বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড আদি লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করতে, ৩) মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা প্রতিষ্ঠা (শ্রীল সনাতন গোস্বামী মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী গোবিন্দজী মন্দির

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন) এবং ৪) বৈষ্ণব-সদাচার প্রবর্তন ও প্রচার (যা শ্রীল সনাতন গোস্বামী *হরিভক্তিবিলাসে* করেছিলেন)। এইভাবে সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়েছিলেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীনিবাস আচার্য লিখেছেন—

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥

"আমি শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, এই ছয় গোস্বামীকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁরা সকলের মঙ্গল সাধনের জন্য নানাশাস্ত্র বিচার করে সদ্ধর্ম সংস্থাপন করেছেন। তাই তাঁরা ত্রিভুবনে মান্য এবং শরণ্য। তাঁরা ব্রজগোপিকাদের ভাবে মগ্ন হয়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবার আনন্দে মগ্ন, তাই তাঁদের চরণ আশ্রয় অবলম্বন পরম মঙ্গল সাধনের পন্থা।"

এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ষড় গোস্বামীর ভাবধারাতে প্রতিষ্ঠিত, বিশেষ করে শ্রীল সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীল রূপ গোস্বামীর ভাবধারাতে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের নিষ্ঠাবান অনুগামীদের কর্তব্য বৃন্দাবনের ভাব অবলম্বনে এই ভগবদ্ভক্তির বাণী সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করার মহান দায়িত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া। এখন বৃন্দাবনে আমাদের একটি সুন্দর মন্দির রয়েছে, এবং নিষ্ঠাবান ভক্তদের সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। আমি আশা রাখি যে আমাদের কিছু ভক্ত এই দায়িত্বভার গ্রহণ করে, মানুষকে কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করে মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা সম্পাদন করবে।

শ্লোক ১০৫

যুক্তবৈরাগ্য-স্থিতি সব শিখাইল ।
শুষ্কবৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে যুক্ত বৈরাগ্যে স্থিত হওয়ার শিক্ষা দান করলেন, এবং শুষ্ক বৈরাগ্য ও জ্ঞান সম্বন্ধে সর্বতোভাবে নিষেধ করলেন।

তাৎপর্য

শুষ্ক বৈরাগ্য এবং যুক্ত বৈরাগ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার এইটিই পন্থা। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৬/১৭) বলা হয়েছে—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥

"যিনি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে আহার, বিহার, নিদ্রা এবং কর্ম করেন, তিনি এই যোগের পন্থা

অবলম্বন করার মাধ্যমে সমস্ত জড় জগতের দুঃখের সাধন নিবৃত্ত করেন।" কৃষ্ণভক্তির পন্থা প্রচার করার জন্য দেশ, কাল এবং পাত্র অনুসারে বৈরাগ্য অনুশীলনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে দীক্ষালাভ করতে হবে। পাশ্চাত্য দেশের সাধকদের একভাবে জড়ভোগ ত্যাগ করার শিক্ষা দিতে হবে, আবার ভারতবর্ষে সাধকদের অন্যভাবে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষককে (আচার্যকে) দেশ, কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে বিবেচনা করা কর্তব্য। তাকে অবশ্যই নিয়মাগ্রহ বর্জন করতে হবে—অর্থাৎ, তিনি যেন কখনও অসাধ্যসাধন করার চেষ্টা না করেন। এক দেশে যা সম্ভব অন্যদেশে তা সম্ভব না হতে পারে। আচার্যের কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির সার গ্রহণ করা। যুক্ত বৈরাগ্যের অনুশীলনের ব্যাপারে একটু-আধটু পরিবর্তন করা যেতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শুষ্ক বৈরাগ্য বর্জন করেছেন, এবং আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গোস্বামী মহারাজের কাছ থেকেও আমরা সেই শিক্ষা পেয়েছি। ভগবদ্ভক্তির সার বস্তুটি গ্রহণ করা উচিত, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানগুলি কেবল নয়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই বৈষ্ণব-স্মৃতি, *হরিভক্তিবিলাস* রচনা করেছেন, যা বিশেষ করে ভারতবর্ষের জন্য। তখনকার দিনে ভারতবর্ষে স্মার্ত বিধি অনুশীলন করা হত। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সনাতন গোস্বামীকে *হরিভক্তিবিলাস* প্রণয়ন করতে হয়েছিল। স্মার্ত ব্রাহ্মণদের মতে, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম না হলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামী *হরিভক্তিবিলাসে* (২/১২) বলেছেন যে, দীক্ষা বিধির মাধ্যমে যে কেউ ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত হতে পারেন।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

স্মার্ত-পন্থা এবং গোস্বামীর পন্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। স্মার্ত মতে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম না হলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। কিন্তু গোস্বামী মতে, *হরিভক্তিবিলাস* এবং *নারদ পঞ্চরাত্রের* মতে, সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে যে কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারেন। সেটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৪/১৮) শ্রীল শুকদেব গোস্বামীরও মত—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ ।
যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

বৈষ্ণব যদি সদ্‌গুরুর প্রদত্ত বিধি-নিষেধ অনুশীলন করেন তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ পবিত্র হন। এমন নয় যে ভারতবর্ষে যে সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি পালন করা হচ্ছে, সেগুলি ঠিক সেইভাবে ইউরোপ, আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশগুলিতেও পালন করতে হবে। নিষ্ফল অনুকরণকে বলা হয় নিয়মাগ্রহ। বিধি-নিষেধগুলির অনুসরণ না করে অসংযতভাবে জীবন-যাপন করাকেও নিয়মাগ্রহ বলা হয়। নিয়মাগ্রহ কথাটির দুটি অর্থ—কেবল নিয়মের প্রতি আগ্রহ; এবং নিয়মের অগ্রহ বা 'স্বীকার না করা'। নিষ্ফলভাবে বিধিনিষেধগুলি অনুসরণ করা উচিত নয়, আবার বিধিনিষেধের অনুশীলনে উদাসীন হওয়াও

উচিত নয়। যেটা প্রয়োজন, তা হচ্ছে দেশ, কাল এবং পাত্র অনুসারে বিশেষ পন্থা অনুশীলন করা। সদ্‌গুরুর অনুমোদন ব্যতীত কেবল অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। এই শ্লোকে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"শুষ্কবৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল।" এইটি ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদার উদাহরণ। সদ্‌গুরুর অনুমোদন ব্যতীত খেয়াল খুশীমতো কোন কিছু প্রবর্তন করা উচিত নয়। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর* (১/২/২৫৫-২৫৬) দুটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

"কেউ যদি অনাসক্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সবকিছু গ্রহণ করেন, তাহলে তা যথাযথ। কিন্তু পক্ষান্তরে, কেউ যদি কৃষ্ণসেবার বস্তুকেও জড় বিষয় বলে, মুক্তি লাভের আশায় সেগুলি ত্যাগ করে, তাহলে যথার্থ বৈরাগ্য নয়।" ভগবদ্ভক্তির পন্থা প্রচার করতে এই শ্লোক দুটি গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত।

শ্লোক ১০৬-১০৭

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১০৬ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১০৭ ॥

অদ্বেষ্টা—হিংসা রহিত; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের প্রতি; **মৈত্রঃ**—বন্ধুভাবাপন্ন; **করুণঃ**—কৃপা-পরায়ণ; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং; **নির্মমঃ**—উদাসীন; **নিরহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার শূন্য (নিজেকে মস্ত বড় প্রচারক বলে মনে না করা); **সম-দুঃখ-সুখঃ**—সুখ এবং দুঃখে সমভাবাপন্ন; **ক্ষমী**—অপরাধ সহনশীল; **সন্তুষ্টঃ**—সুপ্রসন্ন চিত্ত; **সততম্**—সর্বদা; **যোগী**—ভক্তিযোগে যুক্ত; **যত-আত্মা**—সংযত স্বভাব; **দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ**—দৃঢ় বিশ্বাস এবং সঙ্কল্প পরায়ণ; **ময়ি**—আমাতে; **অর্পিত**—অর্পিত; **মনঃ-বুদ্ধিঃ**—মন এবং বুদ্ধি; **যঃ**—যিনি; **মৎ-ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **মে**—আমার; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

অনুবাদ

" 'যে ভক্ত সমস্ত জীবের প্রতি হিংসারহিত, বন্ধুভাবাপন্ন, কৃপাপরায়ণ, মমতা রহিত, নিরহঙ্কার, সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, অপরাধ সহনশীল, সর্বদা সুপ্রসন্ন চিত্ত, সংযত স্বভাব, দৃঢ়নিশ্চয়, ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ এবং আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পিত, তিনি আমার প্রিয়।

তাৎপর্য

অন্য বর্ণের অথবা অন্য দেশের সদস্যদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়। এমন নয় যে কেবল ভারতীয়রাই অথবা ব্রাহ্মণেরাই বৈষ্ণব হতে পারে। যে কেউই বৈষ্ণব হতে পারেন। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে সারা পৃথিবী জুড়ে এই ভগবদ্ভক্তির পন্থা প্রচার করতে হবে। তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত অদ্বেষ্টা। অধিকন্তু 'মৈত্রঃ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যিনি সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবদ্ভক্তির বাণী প্রচার করবেন তাকে অবশ্যই সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে। এই দুটি শ্লোক এবং পরবর্তী ছটি শ্লোক *ভগবদ্গীতার* (১২/১৩-২০) শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী।

শ্লোক ১০৮

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে তু যঃ ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১০৮ ॥

যস্মাৎ—যার থেকে; **ন**—না; **উদ্বিজতে**—ভয় বা ক্ষোভের আশঙ্কা; **লোকঃ**—জনসাধারণ; **লোকাৎ**—মানুষের থেকে; **ন**—না; **উদ্বিজতে**—ক্ষোভ হয়; **তু**—কিন্তু; **যঃ**—যিনি; **হর্ষ**—হর্ষ; **অমর্ষ**—ক্রোধ; **ভয়**—ভয়; **উদ্বেগৈঃ**—এবং উদ্বেগ থেকে; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **যঃ**—যিনি; **সঃ**—তিনি; **চ**—ও; **মে প্রিয়ঃ**—আমার প্রিয় ভক্ত।

অনুবাদ

" 'যাঁর থেকে লোক উদ্বেগ পায় না, যিনি লোককে উদ্বেগ দেন না, এবং হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনিও আমার প্রিয়।

শ্লোক ১০৯

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১০৯ ॥

অনপেক্ষঃ—অন্যের অপেক্ষা রহিত; **শুচিঃ**—শুচি; **দক্ষঃ**—ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে সুদক্ষ; **উদাসীনঃ**—জড় বিষয়ে উদাসীন; **গত-ব্যথঃ**—সর্বপ্রকার জড় দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত; **সর্ব-আরম্ভ**—সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা; **পরিত্যাগী**—সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে; **যঃ**—যিনি; **মে**—আমার; **ভক্তঃ**—ভক্ত; **সঃ**—তিনি; **মে প্রিয়ঃ**—আমার অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

" 'আমার যে ভক্ত—অপেক্ষা রহিত, পবিত্র, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথা রহিত, সবরকম জড় প্রচেষ্টা পরিত্যাগী, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

'অনপেক্ষঃ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিষয়ীদের উপর নির্ভর না করা। কেবল পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভর করা উচিত এবং সবরকম জড়-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। অন্তরে এবং বাহিরে শুচি হওয়া উচিত। বাহিরে শুচি হওয়ার জন্য নিয়মিতভাবে তেল ও সাবান দিয়ে স্নান করা উচিত, এবং অন্তরে পবিত্র হওয়ার জন্য সর্বদা কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন হওয়া উচিত। 'সর্বারম্ভ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে তথাকথিত স্মার্ত বিধি অনুসরণকারী পাপ কর্ম ও পুণ্য কর্ম বিষয়ে উৎসাহী না হওয়া।

শ্লোক ১১০

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১১০ ॥

যঃ—যিনি; **ন হৃষ্যতি**—হরষিত না হওয়া (অনুকূল বস্তুর প্রাপ্তিতে); **ন দ্বেষ্টি**—দ্বেষযুক্ত হন না (প্রতিকূল বিষয়ের দ্বারা কৃত্রিমভাবে প্রভাবিত হওয়ার ফলে); **ন**—না; **শোচতি**—শোক করে; **ন**—না; **কাঙ্ক্ষতি**—আকাঙ্ক্ষা করেন; **শুভ-অশুভ**—জড় জাগতিক শুভ এবং অশুভ বিষয়ে; **পরিত্যাগী**—সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে; **ভক্তিমান্**—ভক্তিমান; **যঃ**—যিনি; **সঃ**—তিনি; **মে প্রিয়ঃ**—আমার অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

" 'যিনি—হর্ষ, দ্বেষ, শোক ও আকাঙ্ক্ষা রহিত, এবং যিনি শুভাশুভ ফলত্যাগী ও ভক্তিমান, তিনিই আমার প্রিয়।

শ্লোক ১১১-১১২

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১১১ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১১২ ॥

সমঃ—সমবুদ্ধি; **শত্রৌ**—শত্রুর প্রতি; **চ**—ও; **মিত্রে**—বন্ধুর প্রতি; **চ**—এবং; **তথা**—তেমনই; **মান-অপমানয়োঃ**—মান এবং অপমানে; **শীত**—শীতে; **উষ্ণ**—এবং প্রচণ্ড গরমে; **সুখ**—সুখে; **দুঃখেষু**—এবং দুঃখে; **সমঃ**—সমভাবাপন্ন; **সঙ্গ-বিবর্জিতঃ**—আসক্তিরহিত; **তুল্য**—সম; **নিন্দা**—নিন্দা; **স্তুতিঃ**—এবং প্রশংসা; **মৌনী**—গম্ভীর; **সন্তুষ্টঃ**—সর্বদা পরিতৃপ্ত; **যেন কেনচিৎ**—যথা লাভে; **অনিকেতঃ**—গৃহবর্জিত; **স্থির**—স্থির; **মতিঃ**—মতি; **ভক্তিমান্**—ভক্তিমান; **মে**—আমার; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **নরঃ**—ব্যক্তি।

অনুবাদ

" 'শত্রু-মিত্রে ও মান-অপমানে সমবুদ্ধি, শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখে সমবুদ্ধি, আসক্তিরহিত, নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যবুদ্ধি, মৌনী, সর্বদাই সন্তুষ্ট, গৃহরহিত, স্থিরমতি ভক্তিমান ব্যক্তি—আমার প্রিয়।

শ্লোক ১১৩

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে ।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১১৩ ॥

যে—যে ভক্ত; তু—কিন্তু; ধর্ম-অমৃতম্—কৃষ্ণভক্তিরূপ নিত্যধর্ম; ইদম্—এই; যথা-উক্তম্—যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; পর্যুপাসতে—উপাসনা করে; শ্রদ্দধানাঃ—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি-পরায়ণ; মৎ-পরমাঃ—আমাকে পরমেশ্বর ভগবান অথবা জীবনের পরম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করে; ভক্তাঃ—এই প্রকার ভক্তগণ; তে—তারা; অতীব—অত্যন্ত; মে—আমার; প্রিয়াঃ—প্রিয়।

অনুবাদ

" 'যারা আমাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে জেনে, শ্রদ্ধাসহকারে এই কৃষ্ণভাবনার অমৃতময় ধর্ম অনুসরণ করে, তারা আমার ভক্ত এবং আমার অত্যন্ত প্রিয়।'

শ্লোক ১১৪

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্ ।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্ ॥ ১১৪ ॥

চীরাণি—ছিন্নবস্ত্র খণ্ড; কিম্—কি; পথি—পথে; ন—না; সন্তি—হয়; দিশন্তি—দেওয়া; ভিক্ষাম্—ভিক্ষা; ন—না; এব—অবশ্যই; অঙ্ঘ্রি-পাঃ—বৃক্ষ সকল; পরভৃতঃ—অপরকে পালনকারী; সরিতঃ—নদী সকল; অপি—ও; অশুষ্যন্—শুকিয়ে গেছে; রুদ্ধাঃ—রুদ্ধ হয়েছে; গুহাঃ—গুহা সকল; কিম্—কি; অজিতঃ—অপরাজেয় পরমেশ্বর ভগবান; অবতি—রক্ষা করেন; ন—না; উপসন্নান্—শরণাগতদের; কস্মাৎ—কিজন্য, অতএব; ভজন্তি—তোষামোদ করা; কবয়ঃ—ভক্তগণ; ধন-দুর্মদ-অন্ধান্—জড় ঐশ্বর্যে গর্বিত অন্ধ ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

" 'পথে কি জীর্ণ কাপড় পড়ে থাকে না? পরপালক বৃক্ষরা কি ভিক্ষা দান করে না? নদীগুলি কি সব শুকিয়ে গেছে, যে তারা আর তৃষ্ণার্তকে জল দান করছে না? পর্বতের গুহাগুলি কি রুদ্ধ হয়ে গেছে? পরমেশ্বর ভগবান কি শরণাগত ব্যক্তিদের পালন করছেন না? যদি তাই হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ভক্তরা কেন ঐশ্বর্যে গর্বিত অন্ধ বিষয়ীদের তোষামোদ করবে?' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/২/৫) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে উপদেশ দিয়েছেন যে, কৃষ্ণভক্তের পরমুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নয়। এই শ্লোকের নির্দেশ অনুসারে অনায়াসে দেহ ধারণ করা যায়। দেহ ধারণের জন্য আহার, আশ্রয় এবং বসনের প্রয়োজন, কিন্তু ধনমদে মত্ত বিষয়ীদের শরণাপন্ন না হয়েই অনায়াসে এই সমস্ত প্রয়োজনগুলি মেটানো যায়। পরার জন্য পরিত্যক্ত কাপড় পাওয়া যায়; গাছের ফল খেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করা যায়, নদীর জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করা যায়, এবং পর্বতের গুহায় বাস করা যায়। পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত ভক্তদের আহার, বাসস্থান এবং বসনের সমস্ত আয়োজন প্রকৃতি করে রেখেছেন। এই ধরনের ভক্তদের ধনমদমত্ত বিষয়ীদের কাছে হাত পাততে হয় না। অর্থাৎ, ভক্ত যে কোন অবস্থাতেই ভগবানের সেবা করে যেতে পারেন। সেটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/২/৬) নির্দেশ—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

"সমগ্র মানব-সমাজের পরম ধর্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রেমময়ী ভক্তিসহকারে সেবা করা। সেই প্রকার ভগবদ্ভক্তি সর্ব অবস্থাতেই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অবশ্যই অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা হওয়া উচিত।" এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যে কোন প্রকার জাগতিক অবস্থা এই ভক্তিকে প্রতিহত করতে পারে না।

শ্লোক ১১৫

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা ।
ভাগবত-সিদ্ধান্ত গূঢ় সকলি কহিলা ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভগবদ্ভক্তির সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় তত্ত্বসমূহ তাঁকে বললেন।

শ্লোক ১১৬

হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকে নিত্যস্থিতি ।
ইন্দ্র আসি' করিল যবে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

***হরিবংশ* নামক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধাম গোলোক বৃন্দাবনের বর্ণনা করা হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে সেই তত্ত্ব প্রদান করেছেন।**

তাৎপর্য

হরিবংশ নামক বৈদিক শাস্ত্রে (বিষ্ণু পর্ব, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ), গোলোক বৃন্দাবনের এই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—

মনুষ্যলোকাদূর্ধ্বং তু খগানাং গতিরুচ্যতে ।
আকাশস্যোপরি রবির্দ্বারং স্বর্গস্য ভানুমান্ ॥
স্বর্গাদূর্ধ্বং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ ।
তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥
তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি ।
স হি সর্বগতঃ কৃষ্ণঃ মহাকাশগতো মহান্ ॥
উপর্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী ।
যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্ ॥
গতিঃ শম-দমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃত-কর্মণাম্ ।
ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ ॥
গবামেব তু গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ ॥
সঃ তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা ।
ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবাম্ ॥

অর্থাৎ, গোবর্ধন ধারণের পর ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে স্তব করেছিলেন,—"মনুষ্য লোকের ঊর্ধ্বভাগে পক্ষীদের গতি। আকাশের উপর প্রকাশমান স্বর্গেরদ্বার সূর্য এবং স্বর্গের ঊর্ধ্বদেশে ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত ব্রহ্মলোক। দেবীধামের উপরে সেই ধামে উমার সঙ্গে শিব বর্তমান; তা তেজোসম্পন্ন ব্রহ্মাদি মুক্তপুরুষদের আবাসস্থল। বৈকুণ্ঠের উপরে গোলোক, তা শ্রীমতী রাধারাণী প্রমুখ গোপীগণ এবং নন্দ-যশোদা আদি সাধ্যগণ পালন করেন। বৈকুণ্ঠ আদি ধাম গোলোকের তুলনায় স্বল্প আকাশ মাত্র; গোলোকই মহাকাশ। আমরা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেও আপনার তপোময়ী গতিরূপা সর্বোপরি গোলোক গতির উপলব্ধি করতে পারিনি। শম-দম আদি সম্পদযুক্ত সুকৃতিশালী কর্মীরা স্বর্গে গমন করেন। নারায়ণের দাস্যে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়; কিন্তু গাভীদের লোক সেই গোলোক—অত্যন্ত দুরারোহ। হে কৃষ্ণ, সেই গোলোকের সঙ্গে তুমি এখানে অবতীর্ণ হয়েছ এবং আমি যে উপদ্রব করেছি, তা যে আমার মূঢ়তা প্রসূত, তাই আমি আমার স্তবের দ্বারা জানাচ্ছি।" *ব্রহ্মসংহিতাতেও* বলা হয়েছে—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য ।
দেবী-মহেশ-হরি-ধামসু তেষু তেষু ।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

গোলোক বৃন্দাবন ধাম বৈকুণ্ঠেরও উপরে অবস্থিত। গোলোকের তুলনায় সমস্ত বৈকুণ্ঠলোক ধারণকারী পরব্যোম বা চিদাকাশ অতি ক্ষুদ্র। গোলোক বৃন্দাবনই মহাকাশ, বা 'সর্ব বৃহত্তম আকাশ।' দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, "আমরা প্রভু ব্রহ্মাকে তাঁর নিত্যধাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু আমরা তা উপলব্ধি করতে পারছিলাম না। যে সকল

সকাম-কর্মী পুণ্যকর্মের দ্বারা তাদের ইন্দ্রিয় সকল ও মনকে সংযত করেছেন, তারা স্বর্গলোক পর্যন্ত উন্নীত হতে পারেন। শুদ্ধ ভক্তগণ যাঁরা সর্বদাই ভগবান নারায়ণের সেবায় যুক্ত, তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন। যাই হোক না কেন, হে ভগবান কৃষ্ণ, আপনার গোলোক বৃন্দাবন ধাম লাভ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তবুও আপনার পরমধাম সহ আপনি পৃথিবীর এইস্থানে অবতীর্ণ হয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত আমি আমার অন্যায় কার্যের দ্বারা আপনাকে বিড়ম্বনা প্রদান করেছি, এবং সেটি ছিল আমার বোকামী। সুতরাং আমি আমার প্রার্থনার মাধ্যমে আপনাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করছি।"

শ্রীনীলকণ্ঠ *ঋক-সংহিতা* উদ্ধৃতি দিয়ে (ঋকবেদ ১/১৫৪/৬) গোলোক বৃন্দাবনের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেছেন—

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য কৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥

"আমরা আপনাদের (শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণের) সুন্দর গৃহে যেতে চাই, যার চারপাশে অপূর্ব সুন্দর এবং অতি বৃহৎ শৃঙ্গযুক্ত গাভীরা গোচারণ করে। হে উরুগায় কৃষ্ণ, (যিনি প্রচুরভাবে বন্দিত হন), পরম আনন্দ বর্ষণকারী আপনার সেই পরমধাম এই পৃথিবীতে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে।"

শ্লোক ১১৭-১১৮

মৌষল-লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্ধান ।
কেশাবতার, আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥ ১১৭ ॥
মহিষী-হরণ আদি, সব—মায়াময় ।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয় ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ সমস্ত কাহিনী, যথা—যদুবংশের বিনাশ, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, ক্ষীরোদক বিষ্ণুর কালো ও সাদা কেশ থেকে কৃষ্ণ-বলরামের আবির্ভাবের কাহিনী, মহিষী হরণ ইত্যাদি লীলা মায়াময় বলে বিশ্লেষণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে এই সমস্ত লীলার প্রকৃত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ঈর্ষাপরায়ণ অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণকে একটি কালো কাক অথবা একটি কেশের অবতার বলে বর্ণনা করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কিভাবে এই সমস্ত আসুরিক মতবাদ নিরস্ত করতে হয়। অসুরেরা কেশ শব্দের প্রকৃত অর্থ না জেনে শ্রীকৃষ্ণকে একটি চুলের অবতার, বা কাকের অবতার, বা একটি শূদ্রের অবতার বলে বর্ণনা করে। কেশ শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ক-ঈশ, এবং ক হচ্ছেন ব্রহ্মা এবং ঈশ হচ্ছেন ঈশ্বর। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মার ঈশ্বর।

মহাভারতে মৌষল-লীলা, জরা ব্যাধের শরের আঘাতে কৃষ্ণের অন্তর্ধান, শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতার, মহিষী-হরণ আদি লীলার বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়, যে সমস্ত অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তাদের বিমোহনের জন্য এই সমস্ত বর্ণনা। এগুলি মিথ্যা কেননা এই সমস্ত লীলা নিত্য নয়, অথবা অপ্রাকৃত বা চিন্ময় নয়। বহু মানুষ স্বাভাবিকভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর পরম ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে বিদ্বেষভাবাপন্ন। তাদের বলা হয় অসুর। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে তাদের নানারকম ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে জন্ম-জন্মান্তরে কৃষ্ণকে ভুলে থাকার জন্য অসুরদের সুযোগ দেওয়া হয়। তাই তারা অসুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং কৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ থেকে কৃষ্ণবিদ্বেষের পন্থা পোষণ করতে থাকে। সন্ন্যাসীর বেশে এই সমস্ত অসুরেরা তাদের কল্পনা অনুসারে *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* বিশ্লেষণ পর্যন্ত চেষ্টা করে। এইভাবে তারা জন্ম-জন্মান্তরে অসুরই থেকে যায়।

কেশাবতার সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৭/২৬) উল্লেখ করা হয়েছে। *বিষ্ণু পুরাণেও* উল্লেখ করা হয়েছে—*উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহাবল।*

তেমনই *মহাভারতেও* বলা হয়েছে—

স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্ ।
তৌ চাপি কেশবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ ॥
তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশঃ যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ ॥

এইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ* এবং *মহাভারতে* কেশাবতারের উল্লেখ আছে—'শ্রীহরি তাঁর মস্তক থেকে শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ কেশদ্বয় উৎপাটন করেছিলেন। কেশদ্বয় যদুকুলস্ত্রী রোহিণী ও দেবকীতে প্রবিষ্ট হলে প্রথম শ্বেত-কেশ থেকে বর্ণানুসারে 'বলদেব' ও দ্বিতীয় কৃষ্ণ-কেশ থেকে, 'কৃষ্ণ' উৎপন্ন হলেন বলে কথিত হয়েছে। দেবতাদের শত্রু অসুরদের দ্বারা লাঞ্ছিতা ধরার ক্লেশ নাশের জন্য যিনি অংশদ্বারা শুক্ল-কৃষ্ণ হন, সেই হরি অবতীর্ণ হয়ে নিজ মহত্ত্ব সূচক কর্ম করবেন।" এই সম্পর্কে *লঘুভাগবতামৃতে* কৃষ্ণামৃত নামক পূর্ব খণ্ডে ১৫৬-১৬৪ শ্লোকে 'শ্রীকৃষ্ণ—ক্ষীরোদকশায়ীর কেশের অবতার' এই পূর্ব পক্ষের খণ্ডন করে শ্রীরূপ গোস্বামী ও তাঁর টীকাকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিচার এবং ষট্‌ সন্দর্ভের অন্তর্গত *কৃষ্ণ সন্দর্ভের* (২৯) শ্লোকে ও *সর্ব-সংবাদিনীতে* শ্রীজীব গোস্বামীর বিচার আলোচ্য।

শ্লোক ১১৯

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
নিবেদন করে দন্তে তৃণ-গুচ্ছ লঞা ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী তখন তৃণের থেকেও দীনতর অবস্থা অবলম্বন করে, দন্তে তৃণ ধারণ করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম ধরে বললেন।

শ্লোক ১২০

"নীচজাতি, নীচসেবী, মুঞি—সুপামর ।
সিদ্ধান্ত শিখাইলা,—যেই ব্রহ্মার অগোচর ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী বললেন, "হে প্রভু, আমি অত্যন্ত পামর। আমার নীচকুলে জন্ম হয়েছে এবং আমি নীচ ব্যক্তিদের সেবা করেছি। কিন্তু আপনি কৃপা করে আমাকে ব্রহ্মার অগোচর যে সমস্ত সিদ্ধান্ত তা শেখালেন।

শ্লোক ১২১

তুমি যে কহিলা, এই সিদ্ধান্তামৃত-সিন্ধু ।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার একবিন্দু ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি যা বললেন তা এই সিদ্ধান্তরূপ অমৃতের সমুদ্র সদৃশ। আমার মন তার একবিন্দুও স্পর্শ করতে পারে না।

শ্লোক ১২২-১২৩

পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন ।
বর দেহ' মোর মাথে ধরিয়া চরণ ॥ ১২২ ॥
'মুঞি যে শিখালুঁ তোরে স্ফুরুক সকল' ।
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল ॥" ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি যদি আমার মতো একজন পঙ্গুকে নাচাতে চান তাহলে দয়া করে আমার মাথায় আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করে আমাকে এই বর দিন—"আমি তোকে যা শেখালাম তা সব তোর মধ্যে প্রকাশিত হোক।" তুমি যদি আমাকে এই বর দাও তাহলে আমার তা বর্ণনা করার শক্তি লাভ হবে।"

শ্লোক ১২৪

তবে মহাপ্রভু তাঁর শিরে ধরি' করে ।
বর দিলা—'এই সব স্ফুরুক তোমারে' ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার মস্তকে তাঁর শ্রীহস্তপদ্ম স্থাপন করে বর দিলেন—"এই সমস্ত তত্ত্ব তোমার মধ্যে প্রকাশিত হোক।"

শ্লোক ১২৫

সংক্ষেপে কহিলুঁ—'প্রেম'-প্রয়োজন-সংবাদ ।
বিস্তারি' কহন না যায় প্রভুর প্রসাদ ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

আমি সংক্ষেপে প্রয়োজন তত্ত্ব 'কৃষ্ণপ্রেম' বর্ণনা করলাম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা যায় না।

শ্লোক ১২৬

প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন ।
অচিরাৎ মিলয়ে তাঁরে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশামৃত যিনি শ্রবণ করেন, অচিরেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমরূপ সম্পদ প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ১২৭

শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'ভগবৎ-প্রেমরূপ প্রয়োজন তত্ত্ব' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং সনাতনকে কৃপা

এই পরিচ্ছেদের সারার্থ বিশ্লেষণ করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* লিখেছেন—সনাতনের প্রার্থনা মতে মহাপ্রভু *আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ* এই শ্লোকের একষষ্ঠি প্রকার অর্থ করলেন। পৃথক পৃথক পদ ব্যাখ্যা করে 'চ' ও 'অপি' শব্দদ্বয়ের অর্থ সংযোগে ঐ সকল অর্থ নিষ্পন্ন করলেন। অবশেষে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জ্ঞান, কর্মী ও যোগী সকলেই যে নিজ-নিজ দোষ পরিত্যাগ করে সেই সঙ্গে কৃষ্ণভজন করেন, তা নিশ্চয়ার্থ স্থির করে দিলেন। ব্যাখ্যার মধ্যে নারদ ও ব্যাধের একটি সংবাদে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বললেন। নারদ পর্বতমুনিকে এনে ব্যাধের হরিভক্তি দেখালেন। তারপর মহাপ্রভু সনাতন-কৃত নিজ স্তব শুনে *শ্রীমদ্ভাগবতের* তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করলেন। অবশেষে সনাতনের ইচ্ছামতো মহাপ্রভু *হরিভক্তিবিলাসের* সূত্রগুলি বলে দিলেন।

শ্লোক ১

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্ ।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥ ১ ॥

আত্মারাম-ইতি—আত্মারাম আদি শব্দের; পদ্য—পদ্য; অর্কস্য—সূর্যের মতো; অর্থ-অংশূন্—বিভিন্ন অর্থরূপ কিরণে; যঃ—যিনি; প্রকাশয়ন্—প্রকাশ করে; জগৎ-তমঃ—জড় জগতের অন্ধকার; জহার—দূর করেছিলেন; অব্যাৎ—রক্ষা করুন; সঃ—তিনি; চৈতন্য-উদয়-অচলঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপ উদয়াচল।

অনুবাদ

যিনি 'আত্মারাম' পদ্য সূর্যের অর্থরূপ কিরণ সকল প্রকাশ করে জগতের তমোহরণ করেছিলেন, সেই উদয়াচলরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগতকে পালন করুন।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক! জয় হোক সমস্ত গৌরভক্তবৃন্দের!

শ্লোক ৩

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম জড়িয়ে ধরে পুনরায় অত্যন্ত বিনয় সহকারে কিছু বললেন।

শ্লোক ৪

'পূর্বে শুনিয়াছোঁ, তুমি সার্বভৌম-স্থানে ।
এক শ্লোকে আঠার অর্থ কৈরাছ ব্যাখ্যানে ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী বললেন, "হে প্রভু, আমি পূর্বে শুনেছি যে আপনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে একটি শ্লোকের আঠারটি অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ৫

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৫ ॥

আত্ম-আরামাঃ—ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দিব্য আনন্দ আস্বাদনকারী; চ—ও; মুনয়ঃ—সব রকমের জড়ভোগ বাসনা, সকাম কর্ম ইত্যাদি সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন যে মহাত্মা; নির্গ্রন্থাঃ—সর্বপ্রকার জড় কামনা-বাসনা রহিত; অপি—অবশ্যই; উরুক্রমে—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত; কুর্বন্তি—করে; অহৈতুকীম্—অহৈতুকী; ভক্তিম্—ভগবদ্ভক্তি; ইত্থম্-ভূত—এতই অদ্ভুত যে তা আত্মারাম বা মুক্ত জীবদেরও আকর্ষণ করে; গুণঃ—যিনি অপ্রাকৃত গুণ সমন্বিত; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

" 'আত্মাতে যাঁরা রমণ করেন, এরূপ বাসনাগ্রন্থিশূন্য মুনিরাও অত্যদ্ভুত কার্য সম্পাদনকারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করেন; কেননা জগতে চিত্তহারী হরির এইরকম একটি গুণ আছে।'

তাৎপর্য

এই বিখ্যাত শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/৭/১০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৬

আশ্চর্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন ।
কৃপা করি' কহ যদি, জুড়ায় শ্রবণ ॥' ৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই আশ্চর্য কাহিনীটি আমি শুনেছি। তাই তা আবার আমি শুনতে উৎকণ্ঠিত। কৃপা করে আপনি যদি তা বলেন তাহলে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থ হবে।"

শ্লোক ৭

প্রভু কহে,—"আমি বাতুল, আমার বচনে ।
সার্বভৌম বাতুল তাহা সত্য করি' মানে ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "আমি পাগল, আর সার্বভৌম আর এক পাগল, তাই সে আমার কথা সত্য বলে মনে করেছে।

শ্লোক ৮

কিবা প্রলাপিলাঙ, কিছু নাহিক স্মরণে ।
তোমার সঙ্গ-বলে যদি কিছু হয় মনে ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যে কি প্রলাপ বলেছিলাম তা আমার মনে নেই, তবে তোমার সঙ্গ প্রভাবে যদি কিছু মনে পড়ে, তাহলে তা বিশ্লেষণ করব।

শ্লোক ৯

সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে ।
তোমা-সবার সঙ্গ-বলে যে কিছু প্রকাশে ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সাধারণত আমি নিজে তার অর্থ বিশ্লেষণ করতে পারি না, কিন্তু তোমাদের সকলের সঙ্গ প্রভাবে কিছু অর্থ প্রকাশ হতেও পারে।

শ্লোক ১০

একাদশ পদ এই শ্লোকে সুনির্মল ।
পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

"এই শ্লোকে এগারটি স্পষ্টপদ রয়েছে, কিন্তু পৃথকভাবে সেগুলি পাঠ করলে প্রতিটি পদের বিভিন্ন অর্থ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

সেই শ্লোকের এগারটি পদ হচ্ছে—(১) *আত্মারামাঃ*, (২) *চ*, (৩) *মুনয়ঃ*, (৪) *নির্গ্রন্থাঃ*,

(৫) *অপি*, (৬) *উরুক্রমে*, (৭) *কুর্বন্তি* (৮) *অহৈতুকীম্*, (৯) *ভক্তিম্*, (১০) *ইত্থম্ভূতগুণঃ* এবং (১১) *হরিঃ* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পদগুলি বিভিন্ন অর্থ এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করবেন।

শ্লোক ১১

'আত্মা'-শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি ।
বুদ্ধি, স্বভাব,—এই সাত অর্থ-প্রাপ্তি ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

"আত্মা শব্দের সাতটি অর্থ—ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি এবং স্বভাব।

শ্লোক ১২

"আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু। প্রযত্নে চ" ইতি ॥ ১২ ॥

আত্মা—আত্মা শব্দটি; দেহ—দেহ; মনঃ—মন; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; স্ব-ভাব—প্রকৃতি; ধৃতি—দৃঢ়তা; বুদ্ধিষু—বুদ্ধি; প্রযত্নে—যত্নে; চ—এবং; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

" 'আত্মা শব্দে দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি ও যত্ন বোঝায়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিশ্ব-প্রকাশ* অভিধান থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩

এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ ।
আত্মারামগণের আগে করিব গণন ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"যিনি এই সাতে রমণ করেন (ব্রহ্ম, দেহ, মন ইত্যাদি), তাকে বলা হয় আত্মারাম। পরে আমি আত্মারামগণের সংখ্যা গণনা করব।

শ্লোক ১৪

'মুনি'-আদি শব্দের অর্থ শুন, সনাতন ।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ পাছে করিব মিলন ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সনাতন, প্রথমে মুনি আদি শব্দের অর্থ শ্রবণ কর। প্রথমে আমি পৃথক পৃথক অর্থ বিশ্লেষণ করব, তারপর সেগুলি একত্রে মিলিত করব।

শ্লোক ১৫

'মুনি'-শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী ।
তপস্বী, ব্রতী, যতি, আর ঋষি, মুনি ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"মুনি শব্দের অর্থ মননশীল, মৌনী, তপস্বী, ব্রতী, সন্ন্যাসী এবং ঋষি।

শ্লোক ১৬

'নির্গ্রন্থ'-শব্দে কহে, অবিদ্যা-গ্রন্থি-হীন ।
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্র-জ্ঞানাদি-বিহীন ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ—অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্ত, বিধিনিষেধ এবং বৈদিক শাস্ত্র-জ্ঞানহীন।

শ্লোক ১৭

মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্ররিক্তগণ ।
ধনসঞ্চয়ী—নির্গ্রন্থ, আর যে নির্ধন ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"নির্গ্রন্থ শব্দের আরও অন্য অর্থ—মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ এবং বৈদিক শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন। নির্গ্রন্থ শব্দে ধনসঞ্চয়ী এবং নির্ধনও বোঝান হয়।

শ্লোক ১৮

নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্নির্মাণ-নিষেধয়োঃ ।
গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রথনেঽপি চ ॥ ১৮ ॥

নিঃ—নিঃ উপসর্গ; নিশ্চয়ে—নিশ্চয়ার্থে; নিঃ—নিঃ উপসর্গ; ক্রম-অর্থে—ক্রম অর্থে; নিঃ—নিঃ উপসর্গ; নির্মাণ—তৈরী করা; নিষেধয়োঃ—নিষেধার্থে; গ্রন্থঃ—গ্রন্থ শব্দটি; ধনে—ধন অর্থে; অথ—ও; সন্দর্ভে—সন্দর্ভে; বর্ণ-সংগ্রথনে—বর্ণযুক্ত করণে; অপি—ও; চ—এবং।

অনুবাদ

" 'নিঃ উপসর্গ—নিশ্চয়ে, ক্রমার্থে, নির্মাণে, নিষেধে ব্যবহৃত হতে পারে। 'গ্রন্থ'-শব্দ—ধনে, সন্দর্ভে, বর্ণ সংগ্রথনে ব্যবহৃত হয়।'

তাৎপর্য

এটিও *বিশ্ব-প্রকাশ* অভিধান থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৯

'উরুক্রম'-শব্দে কহে, বড় যাঁর ক্রম ।
'ক্রম'-শব্দে কহে এই পাদবিক্ষেপণ ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"উরুক্রম শব্দের অর্থ যার ক্রম অত্যন্ত বড় এবং ক্রম শব্দের অর্থ পাদবিক্ষেপণ।

শ্লোক ২০

শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি, শক্ত্যে আক্রমণ ।
চরণ-চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

"ক্রম শব্দের আরও অন্য অর্থ শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি এবং শক্তির দ্বারা আক্রমণ। এইভাবে বামনদেব তাঁর পাদবিক্ষেপণে ত্রিভুবনকে কম্পিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

'উরু' শব্দের অর্থ বড় বড় এবং 'ক্রম' শব্দের অর্থ পাদবিক্ষেপণ। সুতরাং উরুক্রম শব্দে বামনদেবকে বোঝান হয়। বামনদেবকে যখন ত্রিপাদভূমি দান করা হয়, তখন তিনি তাঁর তিনটি পদবিক্ষেপের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছাদিত করেছিলেন।

শ্লোক ২১

বিষ্ণোর্নু বীর্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি ।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্ ॥ ২১ ॥

বিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; নু—অবশ্যই; বীর্য-গণনাম্—বিভিন্ন শক্তির গণনা; কতমঃ—কে; অর্হতি—করতে সক্ষম; ইহ—এই জগতে; যঃ—যিনি; পার্থিবানি—পৃথিবীর; অপি—যদিও; কবিঃ—পণ্ডিত; বিমমে—গণনা করেছে; রজাংসি—পরমাণু সকল; চস্কম্ভ—ধারণ করেছিলেন; যঃ—যিনি; স্ব—তাঁর নিজের; রংহসা—শক্তির দ্বারা; অস্খলতা—প্রতিবন্ধক শূন্য; ত্রি-পৃষ্ঠম্—সর্বোচ্চলোক (সত্যলোক); যস্মাৎ—যে কারণ থেকে; ত্রি-সাম্য—ত্রিগুণের সাম্য অবস্থা; সদনাৎ—আলয় থেকে (জড়া-প্রকৃতির মূল থেকে) উরুকম্পয়ানম্—প্রবলভাবে কম্পিত করে।

অনুবাদ

" 'কোন ব্যক্তি পৃথিবীর পরমাণুসমূহ গণনা করতে সক্ষম হলেও, শ্রীবিষ্ণুর বীর্যসমূহ গণনা করতে পারে না। তিনি বামনরূপে তাঁর অপ্রতিহত পদবিক্ষেপে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির মূল থেকে সত্যলোক পর্যন্ত কম্পিত করে ধারণ করেছিলেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৭/৪০) থেকে উদ্ধৃত। *ঋক বেদেও* (১/২/১৫৪/১) বলা হয়েছে—

ওঁ বিষ্ণোর্নু বীর্যাণি কং প্রাবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি ।
যোঽস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥

অর্থাৎ, পৃথিবীর পরমাণুসমূহ গণনা করতে সক্ষম হলেও বিষ্ণুর বীর্যসমূহ কে গণনা করতে পারে?

শ্লোক ২২

বিভুরূপে ব্যাপে, শক্ত্যে ধারণ-পোষণ ।
মাধুর্যশক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্যে পরব্যোম ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

"বিভুরূপে পরমেশ্বর ভগবান সমগ্র সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি এই জগতকে ধারণ করছেন এবং পোষণ করছেন। তাঁর মাধুর্যশক্তির দ্বারা তিনি গোলোক বৃন্দাবনকে পালন করেন। এবং তাঁর ঐশ্বর্যের দ্বারা তিনি বৈকুণ্ঠলোক পালন করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান বিভুরূপে ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত থাকেন এবং তাঁর শক্তির দ্বারা তাদের ধারণ ও পোষণ করেন। মাধুর্যশক্তির দ্বারা গোলোকের ধারণ ও পোষণ করেন, ঐশ্বর্যশক্তির দ্বারা পরব্যোমের ধারণ ও পোষণ করেন।

শ্লোক ২৩

মায়া-শক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি-পরিপাটী-সৃজন ।
'উরুক্রম'-শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটীরূপে সৃজন করেন। 'উরুক্রম' শব্দের এইটিই অর্থ।

শ্লোক ২৪

"ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ ॥" ২৪ ॥

ক্রমঃ—ক্রম শব্দ; শক্তৌ—শক্তি অর্থে; পরিপাট্যাম্—সুনিয়ন্ত্রিতভাবে; ক্রমঃ—ক্রম শব্দে; চালন—চালন; কম্পয়োঃ—অথবা কম্পন।

অনুবাদ

" 'ক্রমশব্দে শক্তি, পরিপাটী, চালন ও কম্পন বোঝান হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিশ্ব-প্রকাশ* অভিধান থেকে উদ্ধৃত। পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপ্ত। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তিনি কেবল ত্রিজগতকেও ধারণ করেন না, তিনি তাদের পালনও করেন। তিনি তাঁর মাধুর্য প্রেমের দ্বারা গোলোক বৃন্দাবন পালন করেন, এবং তাঁর ঐশ্বর্যের দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক বা পরব্যোম পালন করেন। তিনি তাঁর মায়া শক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডসমূহ পালন করেন। জড় ব্রহ্মাণ্ডসমূহ পরিপাটীরূপে বিরাজমান। কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাদের সৃষ্টি করেছেন।

শ্লোক ২৫

'কুর্বন্তি'-পদ এই পরস্মৈপদ হয় ।
কৃষ্ণসুখনিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য কহয় ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"কুর্বন্তি শব্দটি, যার অর্থ হচ্ছে 'কারোর জন্য কিছু করা', পরস্মৈপদী শব্দ। কৃষ্ণভক্তির ক্ষেত্রে এই শব্দটি কৃষ্ণসুখের কারণের দ্যোতক।

তাৎপর্য

সংস্কৃতে 'করা' ক্রিয়াটির দুটি পদ আছে, যাকে পরিভাষাগতভাবে *পরস্মৈ-পদ* ও *আত্মনে-পদ* বলা হয়। যখন কোনও কিছু কারও ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, সেই পদটিকে বলা হয় *আত্মনে-পদ*। সেই ক্ষেত্রে ইংরেজীর 'করা' শব্দটি সংস্কৃতে *কুর্বতে* হবে। যখন কোনও কিছু অন্যাদের জন্য করা হয়, তখন ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত হয়ে হবে *কুর্বন্তি*। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে জ্ঞাপন করছেন যে, *আত্মারাম* শ্লোকের ক্রিয়া, *কুর্বন্তির* অর্থ হচ্ছে, কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্যই কেবল কোনও কিছু করা উচিত। ব্যাকরণবিদ্ পাণিনি দ্বারাও এই মত সমর্থিত হয়েছে। ক্রিয়াটি *আত্মনে-পদ* রূপে গঠিত হয় যখন কর্মটি কারও নিজের মঙ্গলের জন্য করা হবে এবং যখন তা অন্যাদের জন্য করা হবে, তখন তাকে *পরস্মৈ-পদ* বলা হবে। এভাবেই কারও নিজের সন্তুষ্টির জন্য অথবা অন্য কারও জন্য কিছু করা হচ্ছে কিনা সেই অনুসারে ক্রিয়া গঠিত হয়।

শ্লোক ২৬

"স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে ॥" ২৬ ॥

স্বরিত-ঞিতঃ—স্বরিত স্বর বা 'ঞ' বাচক ধাতু; **কর্ত্র-অভিপ্রায়ে**—কর্তার অভিপ্রেত; **ক্রিয়া-ফলে**—ক্রিয়ার ফল।

অনুবাদ

"উভয় পদী ধাতুর স্বরিত স্বর ও ঞ 'ইৎ' হয়। ক্রিয়ার ফল যদি কর্তার অভিপ্রেত হয়, তাহলে 'আত্মনেপদ' হয়। এখানে তা না হওয়ায় 'পরস্মৈপদ' প্রযুক্ত হয়েছে।'

তাৎপর্য

এটি *পাণিনি-সূত্র* (১/৩/৭২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৭

'হেতু'-শব্দে কহে—ভুক্তি-আদি বাঞ্ছান্তরে ।
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি—মুখ্য এই তিন প্রকারে ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"হেতু শব্দের অর্থ কোন উদ্দেশ্য সহকারে কিছু করা। তার তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে—জড় সুখভোগ, যোগসিদ্ধি এবং মুক্তি।

শ্লোক ২৮

এক ভুক্তি কহে, ভোগ—অনন্ত-প্রকার ।
সিদ্ধি—অষ্টাদশ, মুক্তি—পঞ্চবিধাকার ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ভুক্তি অনন্ত প্রকার, সিদ্ধি আঠার প্রকার, এবং মুক্তি পঞ্চ প্রকার।

শ্লোক ২৯

এই যাঁহা নাহি, তাহা ভক্তি—'অহৈতুকী' ।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই তিনটি যদি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে সেই ভক্তি 'অহৈতুকী'। পরমকৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ এই অহৈতুকী ভক্তির দ্বারা বশীভূত হন।

শ্লোক ৩০

'ভক্তি'-শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার ।
এক—'সাধন', 'প্রেমভক্তি'—নব প্রকার ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তি শব্দের দশ প্রকার অর্থ। সাধন ভক্তি এক প্রকার এবং প্রেমভক্তি নয় প্রকার।

তাৎপর্য

নয় প্রকার প্রেমভক্তি হচ্ছে—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাব। সাধন ভক্তি কেবল এক প্রকার।

শ্লোক ৩১

'রতি'-লক্ষণা, 'প্রেম'-লক্ষণা, ইত্যাদি প্রচার ।
ভাবরূপা, মহাভাব-লক্ষণরূপা আর ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রেমভক্তির নয় প্রকার লক্ষণ, যথা—রতি-লক্ষণা, প্রেম-লক্ষণা, স্নেহ-লক্ষণা, মান-লক্ষণা, প্রণয়-লক্ষণা, রাগ-লক্ষণা, অনুরাগ-লক্ষণা, ভাব-লক্ষণা ও মহাভাব-লক্ষণা।

শ্লোক ৩২

শান্ত-ভক্তের রতি বাড়ে 'প্রেম'-পর্যন্ত ।
দাস্য-ভক্তের রতি হয় 'রাগ'-দশা-অন্ত ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"শান্ত ভক্তের রতি প্রেম পর্যন্ত; এবং দাস্য ভক্তের রতি রাগ পর্যন্ত।

শ্লোক ৩৩

সখাগণের রতি হয় 'অনুরাগ' পর্যন্ত ।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ আদি 'অনুরাগ'-অন্ত ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সখাদের রতি অনুরাগ পর্যন্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা আদির স্নেহও অনুরাগ পর্যন্ত।

শ্লোক ৩৪

কান্তাগণের রতি পায় 'মহাভাব'-সীমা ।
'ভক্তি'-শব্দের এই সব অর্থের মহিমা ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজগোপিকাদের রতি মহাভাব পর্যন্ত। ভক্তি শব্দের অর্থের এইসব মহিমা।

শ্লোক ৩৫

'ইত্থম্ভূতগুণঃ'-শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান ।
'ইত্থং'-শব্দের ভিন্ন অর্থ, 'গুণ'-শব্দের আন ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"ইত্থম্ভূতগুণ শব্দের ব্যাখ্যা এখন শ্রবণ কর, ইত্থম্ভূত শব্দের বিভিন্ন শব্দ রয়েছে এবং গুণ শব্দে অন্য অর্থ রয়েছে।

শ্লোক ৩৬

'ইত্থম্ভূত'-শব্দের অর্থ—পূর্ণানন্দময় ।
যাঁর আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয় ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ইত্থম্ভূত শব্দের অর্থ পূর্ণ আনন্দময়। যে আনন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ তৃণ সদৃশ প্রতীয়মান হয়।

শ্লোক ৩৭

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে ।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ৩৭ ॥

ত্বৎ—আপনার; সাক্ষাৎ—মিলন; করণ—এই ধরনের ক্রিয়া; আহ্লাদ—আনন্দ; বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধ; অব্ধি—সমুদ্র; স্থিতস্য—অবস্থিত হয়ে; মে—আমার দ্বারা; সুখানি—সুখ; গোষ্পদায়ন্তে—বাছুরের খুরের চাপে তৈরি ছোট গর্ত; ব্রাহ্মাণি—নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি জাত আনন্দ; অপি—ও; জগৎ-গুরু—হে জগদ্গুরু।

অনুবাদ

"জগদ্গুরু ভগবান, প্রত্যক্ষভাবে আপনার দর্শন লাভ করে আমি আনন্দের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছি। তার ফলে এখন আমি বুঝতে পারছি যে, এই আনন্দ-সমুদ্রের তুলনা নেই। ব্রহ্মানন্দের তথাকথিত সুখ গো-বাছুরের পায়ের খুরের চাপে তৈরি ছোট গর্তের জলের মতো।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *হরিভক্তিসুধোদয়* (১৪/৩৬) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩৮

সর্বাকর্ষক, সর্বাহ্লাদক, মহারসায়ন ।
আপনার বলে করে সর্ব-বিস্মারণ ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ সর্বাকর্ষক, সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক এবং মহারসের আধার। তিনি তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা অন্য সমস্ত আনন্দের কথা ভুলিয়ে দেন।

শ্লোক ৩৯

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-সুখ ছাড়য় যার গন্ধে ।
অলৌকিক শক্তি-গুণে কৃষ্ণকৃপায় বান্ধে ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শুদ্ধ ভক্তি এমনই মহিমান্বিত যে তার লেশমাত্রার প্রভাবে ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধির সুখের বাসনা আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি-গুণে এবং কৃপার প্রভাবে ভক্ত আবদ্ধ হন।

শ্লোক ৪০

শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহাঁ সিদ্ধান্ত-বিচার ।
এই স্বভাব-গুণে, যাতে মাধুর্যের সার ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত আকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট হন, তখন আর শাস্ত্রযুক্তি অথবা সিদ্ধান্তের বিচার থাকে না। এটি তাঁর অপ্রাকৃত গুণ যা সমস্ত মাধুর্যের সারাতিসার।

শ্লোক ৪১

'গুণ' শব্দের অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সচ্চিদ্রূপ-গুণ সর্ব পূর্ণানন্দ ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"গুণ শব্দের অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত। তাঁর গুণ সৎ, চিৎ এবং পূর্ণ আনন্দময়।

শ্লোক ৪২

ঐশ্বর্য-মাধুর্য-কারুণ্যে স্বরূপ-পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য, আত্মপর্যন্ত বদান্যতা ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"ঐশ্বর্য, মাধুর্য ও কারুণ্য আদি গুণে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বাৎসল্য এতই উদার যে তিনি তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে পর্যন্ত সমর্পণ করেন।

শ্লোক ৪৩

অলৌকিক রূপ, রস, সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত। রূপ, রস, সৌরভ-আদি বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন ভক্তের মন আকর্ষণ করে।

শ্লোক ৪৪

সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে, অর্পিত তুলসীর সৌরভ সনকাদি চতুঃসনের (সনক, সনাতন সনন্দন এবং সনৎ কুমার) মন হরণ করেছিল।

শ্লোক ৪৫

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।

অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৪৫ ॥

তস্য—তাঁর; অরবিন্দ-নয়নস্য—যাঁর নয়ন যুগল পদ্মের মতো সেই পরমেশ্বর ভগবানের; পদ-অরবিন্দ—শ্রীপাদপদ্মে; কিঞ্জল্ক—কেশর সহ; মিশ্র—মিশ্রিত; তুলসী—তুলসীপত্রের; মকরন্দ—সৌরভ সহ; বায়ুঃ—বায়ু; অন্তর্গতঃ—প্রবিষ্ট হয়ে; স্ব-বিবরেণ—নাসারন্ধ্রে; চকার—সৃষ্টি করেছিলেন; তেষাম্—তাদের; সংক্ষোভম্—তীব্র ক্ষোভ; অক্ষর-জুষাম্—নির্বিশেষ ব্রহ্ম-পূরাণ (কুমারদের); অপি—ও; চিত্ত-তন্বোঃ—দেহ এবং মনের।

অনুবাদ

" 'সেই অরবিন্দ নেত্র ভগবানের পদ-কমলের কিঞ্জল্ক মিশ্রিত তুলসীর মধু সৌরভযুক্ত বায়ু নির্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ চতুঃসনের নাসিকার রন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হয়ে তাঁদের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করেছিল।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/১৫/৪৩) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটির বিশেষ বিশ্লেষণ মধ্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ১৪২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৪৬

শুকদেবের মন হরিল লীলা-শ্রবণে ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মন হরণ করেছিল।

শ্লোক ৪৭

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৪৭ ॥

পরিনিষ্ঠিতঃ—অধিষ্ঠিত; অপি—হওয়া সত্ত্বেও; নৈর্গুণ্যে—জড়া-প্রকৃতির গুণের অতীত চিন্ময় স্তরে; উত্তমঃ-শ্লোক-লীলয়া—উত্তমশ্লোক পরমেশ্বর ভগবানের লীলার দ্বারা; গৃহীত-চেতাঃ—আকৃষ্ট চিত্ত; রাজর্ষে—হে রাজর্ষি; আখ্যানম্—বর্ণনা; যৎ—যা; অধীতবান্—অধ্যয়ন করেছিলাম।

অনুবাদ

" 'শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছিলেন, "হে রাজর্ষি, নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলায় আকৃষ্ট হয়ে আমি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেছিলাম।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/১/৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৪৮

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোহ-
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্ ।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাস-সূনুং নতোঽস্মি ॥ ৪৮ ॥

স্ব-সুখ-নিভৃত-চেতাঃ—আত্ম উপলব্ধির আনন্দে যার চেতনা সর্বদা মগ্ন; **তৎ**—তার দ্বারা; **ব্যুদস্ত-অন্য-ভাবঃ**—অন্য সমস্ত আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে; **অপি**—যদিও; **অজিত-রুচির-লীলা**—অজিত, পরমেশ্বর ভগবানের পরম আকর্ষণীয় লীলার দ্বারা; **আকৃষ্ট**—আকৃষ্ট হয়ে; **সারঃ**—যার হৃদয়; **তদীয়ম্**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে; **ব্যতনুত**—বর্ণিত এবং প্রচারিত; **কৃপয়া**—কৃপার প্রভাবে; **যঃ**—যিনি; **তত্ত্ব-দীপম্**—দীপ সদৃশ এই তত্ত্ব জ্ঞান; **পুরাণম্**—ভাগবত পুরাণ; **তম্**—তাকে; **অখিল-বৃজিন-ঘ্নম্**—যিনি সর্ব প্রকার জড় দুঃখ-দুর্দশা বিনাশ করেন; **ব্যাস-সূনুম্**—ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী; **নতঃ অস্মি**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

" 'আত্মানন্দে মগ্ন, সমস্ত জড় কলুষ বিনাশকারী, ব্যাসদেব পুত্র শুকদেব গোস্বামীকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যিনি সমস্ত বাসনা মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানের পরম আকর্ষণীয় লীলার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং সকলের প্রতি কৃপা-পরবশ হয়ে শ্রীমদ্ভাগবত নামক ঐতিহাসিক উপাখ্যান বর্ণনা করেছিলেন, যাকে তত্ত্ব জ্ঞানের প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা যায়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১২/১২/৬৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৪৯

শ্রীঅঙ্গ-রূপে হরে গোপিকার মন ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের রূপ ব্রজগোপিকাদের মন হরণ করে।

শ্লোক ৫০

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্ ।

দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৫০ ॥

বীক্ষ্য—দর্শন করে; **অলক-আবৃত-মুখম্**—কেশের দ্বারা আবৃত মুখ-মণ্ডল; **তব**—আপনার; **কুণ্ডল-শ্রী**—কর্ণ কুণ্ডলের সৌন্দর্য; **গণ্ড-স্থল**—গণ্ডস্থল; **অধর-সুধম্**—অধরের সুধা; **হসিত-অবলোকম্**—ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টি; **দত্ত-অভয়ম্**—যা অভয় দান করে; **চ**—এবং; **ভুজ-দণ্ড-যুগম্**—বাহুদ্বয়; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **বক্ষঃ**—বক্ষস্থল; **শ্রিয়া**—সৌন্দর্যের দ্বারা; **এক-রমণম্**—মুক্তরতির আকর্ষণ; **চ**—এবং; **ভবাম**—আমরা হয়েছি; **দাস্যঃ**—দাসী।

অনুবাদ

" 'হে কৃষ্ণ, তোমার অলকাবৃত মুখ, তোমার কর্ণ কুণ্ডলে সৌন্দর্য-মণ্ডিত গণ্ডস্থল, তোমার অধরের সুধা ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টি, অভয়প্রদানকারী বাহু যুগল এবং একমাত্র শ্রী দ্বারা শোভিত বক্ষ দর্শন করে আমরা তোমার দাসী হয়েছি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২৯/৩৯) থেকে উদ্ধৃত। জ্যোৎস্না-স্নাতা শারদীয়া রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীর রবে আকৃষ্টা গোপবধূরা আত্মহারা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের অনুরাগ আরও বর্ধন করার জন্য তাদের গৃহে ফিরে যেতে বলায় কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপিকারা দুঃখিতা হয়ে রুদ্ধকণ্ঠে গদ্‌গদ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে একথা বলেছিলেন।

শ্লোক ৫১

রূপ-গুণ-শ্রবণে রুক্মিণ্যাদির আকর্ষণ ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"রুক্মিণী আদি দ্বারকার মহিষীরা কেবল শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং গুণ বর্ণনা শ্রবণ করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫২

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্ ।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ৫২ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **গুণান্**—অপ্রাকৃত গুণাবলী; **ভুবন-সুন্দর**—হে ভুবনসুন্দর; **শৃণ্বতাম্**—শ্রুতিবর্গের; **তে**—আপনার; **নির্বিশ্য**—প্রবেশ করে; **কর্ণ-বিবরৈঃ**—কর্ণ বিবরে; **হরতঃ অঙ্গ-তাপম্**—অঙ্গের সমস্ত তাপ হরণ করে; **রূপম্**—সৌন্দর্য; **দৃশাম্**—চক্ষুদ্বয়ের; **দৃশিমতাম্**—যারা দর্শন করতে পারে তাদের; **অখিল-অর্থ-লাভম্**—সর্বসারার্থপ্রদ; **ত্বয়ি**—আপনাকে;

অচ্যুত—হে অচ্যুত; আবিশতি—প্রবেশ করে; চিত্তম্—চেতনা; অপত্রপম্—লজ্জাবিহীন; মে—আমার।

অনুবাদ

" 'হে ভুবনসুন্দর, তোমার গুণসমূহ শ্রবণকারী ব্যক্তিদের কর্ণবিবরের দ্বারা প্রবিষ্ট হয়ে তাদের অঙ্গ তাপ দূর করে। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদের তোমার রূপ দর্শনে অখিলার্থ লাভ হয়। হে অচ্যুত, সেই সমস্ত গুণ শ্রবণ করে আমাদের চিত্ত নির্লজ্জ হয়ে তোমাতে প্রবেশ করছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৫২/৩৭) থেকে উদ্ধৃত। পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব ভীষ্মক-দুহিতা মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী শ্রীমতী রুক্মিণীর পরিণয় বৃত্তান্ত *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করেছেন। লোকমুখে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী শ্রবণ করে রুক্মিণীদেবী মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণবিদ্বেষী রুক্মী চেদিরাজ শিশুপালকে তাঁর বর স্থির করেছে শুনে রুক্মিণীদেবী নির্জনে শ্রীকৃষ্ণকে একখানি প্রেমপত্র লিখে এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে দিয়ে তা শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রেরণ করেন। এই শ্লোকটি সেই প্রেমপত্রটির একটি অংশ।

শ্লোক ৫৩

বংশী-গীতে হরে কৃষ্ণ লক্ষ্ম্যাদির মন ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বংশীধ্বনির দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর মন পর্যন্তও হরণ করেন।

শ্লোক ৫৪

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৫৪ ॥

কস্য—কার; অনুভাবঃ—ফল; অস্য—এই (কালীয়) সর্পের; ন—না; দেব—হে দেব; বিদ্মহে—আমরা জানি; তব-অঙ্ঘ্রি—আপনার শ্রীপাদপদ্ম; রেণু—ধূলিকণা; স্পরশ—স্পর্শ করার জন্য; অধিকারঃ—যোগ্যতা; যৎ—যা; বাঞ্ছয়া—বাসনা করে; শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী; ললনা—সর্বশ্রেষ্ঠ রমণী; অচরৎ—আচরণ করেছিলেন; তপঃ—তপশ্চর্যা; বিহায়—পরিত্যাগ করে; কামান্—সমস্ত কামনা-বাসনা; সুচিরম্—দীর্ঘকাল; ধৃতব্রতা—ব্রতনিষ্ঠা পরায়ণা তপস্বিনী সতী।

অনুবাদ

" 'হে দেব, আপনার চরণ-রেণু লাভ করার বাসনায় লক্ষ্মীদেবী দীর্ঘকাল সমস্ত কাম

পরিত্যাগ করে ধৃতব্রতা হয়ে তপস্যা করেছিলেন, সেই চরণরেণু এই কালীয় সর্প যে কি সুকৃতির দ্বারা লাভ করবার যোগ্যতা অর্জন করল, তা আমরা জানি না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৬/৩৬) কালীয় পত্নীদের উক্তি।

শ্লোক ৫৫

যোগ্যভাবে জগতে যত যুবতীর গণ ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ কেবল ব্রজগোপিকা এবং লক্ষ্মীদেবীরই মন হরণ করেন না, তিনি ত্রিভুবনের সমস্ত যুবতীর মনও হরণ করেন।

শ্লোক ৫৬

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্ ।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৫৬ ॥

কা স্ত্রী—কোন সে রমণী; অঙ্গ—হে কৃষ্ণ; তে—তোমার; কলপদ—ছন্দের দ্বারা; অমৃত-বেণু-গীত—মধুর মুরলীর ধ্বনি; সম্মোহিতা—সম্মোহিত হয়ে; আর্য-চরিতাৎ—সতীত্ব ধর্ম থেকে; ন—না; চলেৎ—বিচলিত হয়; ত্রি-লোক্যাম্—ত্রিজগতে; ত্রৈলোক্য-সৌভগম্—ত্রিভুবনের সৌভাগ্য স্বরূপ; ইদম্—এই; চ—এবং; নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; রূপম্—সৌন্দর্য; যৎ—যা; গো—গাভী; দ্বিজ—পক্ষী সকল; দ্রুম—বৃক্ষ; মৃগাঃ—বন্য পশু সকল যেমন হরিণ; পুলকানি—পুলক; অবিভ্রন্—ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

" 'হে কৃষ্ণ, তোমার অমৃত মধুর বংশীধ্বনির দ্বারা সম্মোহিত হয়ে ত্রিভুবনের মধ্যে কোন স্ত্রী তার সতীত্ব ধর্ম থেকে বিচলিত না হয়? ত্রৈলোক্যের সৌভাগ্য স্বরূপ তোমার এই রূপ দর্শন করে গাভীসকল, পক্ষীসকল, বৃক্ষসকল ও মৃগসকল পুলকিত হয়েছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২৯/৪০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৫৭

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ ।
দাস্য-সখ্যাদি-ভাবে পুরুষাদি গণ ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবনের গুরুতুল্য স্ত্রীলোকেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য রসে আকৃষ্ট হন, এবং পুরুষেরা দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য রসে আকৃষ্ট হন।

শ্লোক ৫৮

পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা, চেতনাচেতন ।
প্রেমে মত্ত করি' আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলী পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা, চেতন ও অচেতন, সকলকে প্রেমে উন্মত্ত করে আকর্ষণ করে।

শ্লোক ৫৯

'হরিঃ'-শব্দে নানার্থ, দুই মুখ্যতম ।
সর্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"হরি শব্দের বহু অর্থ, তার মধ্যে দু'টি অর্থ মুখ্য—সর্ব-অমঙ্গল হরণকারী, এবং প্রেমদান করে মন হরণকারী।

শ্লোক ৬০

যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্ত যখন যে কোন ভাবে, যে কোন স্থানে, পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন, তখন ভগবান শ্রীহরি তার চতুর্বিধ তাপ হরণ করেন।

তাৎপর্য

চার প্রকার পাপ কর্মের ফলে জীব চার প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। সেগুলি—(১) পাতক, (২) উরু পাতক, (৩) মহা পাতক এবং (৪) অতি পাতক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের আশ্বাস দিয়েছেন—*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ*—"আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় পেয়ো না।" *সর্বপাপেভ্যো* বলতে চার প্রকার পাপ বোঝান হয়েছে। ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি সর্বপ্রকার পাপ ও তার ফল থেকে মুক্ত হন। চার প্রকার পাপ কর্ম হচ্ছে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসব পান, দ্যূত ক্রীড়া এবং মাংসাহার।

শ্লোক ৬১

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ৬১ ॥

যথা—যেমন; অগ্নিঃ—অগ্নি; সু-সমৃদ্ধ-অর্চিঃ—পূর্ণ শিখা সম্পন্ন; করোতি—করে; এধাংসি—কাঠকে; ভস্মসাৎ—ভস্মসাৎ; তথা—তেমনই; মৎ-বিষয়া ভক্তিঃ—আমার প্রতি ভক্তি; উদ্ধব—হে উদ্ধব; এনাংসি—সর্ব প্রকার পাপকর্ম; কৃৎস্নশঃ—সম্পূর্ণরূপে।

অনুবাদ

" 'হে উদ্ধব, অগ্নি যেমন কাঠকে ভস্মসাৎ করে, ভগবদ্ভক্তিও তেমন জীবের যাবতীয় পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/১৪/১৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৬২

তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম, অবিদ্যা নাশ ।
শ্রবণাদ্যের ফল 'প্রেমা' করয়ে প্রকাশ ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় যখন সমস্ত পাপ নাশ হয়, তখন ভগবদ্ভক্তির পথে সমস্ত প্রতিবন্ধক ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয় এবং এই প্রতিবন্ধকজনিত সমস্ত অবিদ্যা নাশ হয়। তারপর শ্রবণ, কীর্তন আদি নবধাভক্তির অনুশীলনের ফলে 'প্রেম' প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৬৩

নিজ-গুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয়মন ।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্ত যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর নিজের গুণের দ্বারা সেই ভক্তের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ এমনই কৃপালু এবং এমনই তাঁর গুণ।

শ্লোক ৬৪

চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, গুণে হরে সবার মন ।
'হরি'-শব্দের এই মুখ্য কহিলুঁ লক্ষণ ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থ ছাড়ান বা ত্যাগ করান এবং তাঁর গুণের দ্বারা সকলের মন হরণ করেন, হরি শব্দের এই দু'টি মুখ্য অর্থ আমি বিশ্লেষণ করলাম।

তাৎপর্য

চার পুরুষার্থ হচ্ছে—(১) ধর্ম অনুষ্ঠান, (২) অর্থনৈতিক উন্নতি, (৩) ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সাধন এবং (৪) মুক্তি, বা নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। এগুলি ভগবদ্ভক্তকে প্রলোভিত করে না।

শ্লোক ৬৫

'চ' 'অপি', দুই শব্দ তাতে 'অব্যয়' হয় ।
যেই অর্থ লাগাইয়ে, সেই অর্থ হয় ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"চ (এবং) এবং অপি (যদিও) শব্দ দু'টি এই শ্লোকে যুক্ত হয়েছে। এই শ্লোকে যেই অর্থ লাগানো যায়, সেই অর্থই হয়।

শ্লোক ৬৬

তথাপি চ-কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তবুও চ শব্দটি সাতটি মুখ্য অর্থে বিশ্লেষণ করা যায়।

শ্লোক ৬৭

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোঽর্থেঽন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে ।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে ॥ ৬৭ ॥

চ—চ শব্দটি; অন্বাচয়ে—অন্য শব্দের সম্পর্কে; সমাহারে—সমন্বয়ে; অন্যোঽন্য-অর্থে—বিভিন্ন অর্থে; চ—চ শব্দটি; সমুচ্চয়ে—সম্যক উপলব্ধিতে; যত্ন-অন্তরে—অন্য প্রচেষ্টায়; তথা—তদোপরি; পাদ-পূরণে—শ্লোকের পাদপূরণে; অপি—ও; অবধারণে—নিশ্চয়ার্থে।

অনুবাদ

" 'অন্বাচয়ে অর্থাৎ অনুগম্য সমূহার্থে, সমাহারে, অন্যোন্যার্থে, সমুচ্চয়ে, যত্নান্তরে, পাদপূরণে ও অবধারণে অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে 'চ' শব্দের প্রয়োগ হয়।'

তাৎপর্য

এটি *বিশ্ব-প্রকাশ* অভিধান থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৬৮

অপি-শব্দে মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"অপি শব্দের সাতটি মুখ্য অর্থ। যথা—

শ্লোক ৬৯

অপি সম্ভাবনা-প্রশ্ন-শঙ্কা-গর্হা-সমুচ্চয়ে ।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামচারক্রিয়াসু চ ॥ ৬৯ ॥

অপি—অপি শব্দটি; সম্ভাবনা—সম্ভাবনা; প্রশ্ন—প্রশ্ন; শঙ্কা—দ্বিধা; গর্হা—গর্হণ বা তিরস্কার; সমুচ্চয়ে—সমষ্টি; তথা—তথাপি; যুক্ত-পদ-অর্থেষু—বস্তুর যথাযথ প্রয়োগ; কাম-চার-ক্রিয়াসু—অসংযত; চ—এবং।

অনুবাদ

" 'অপি শব্দটি সম্ভাবনা, প্রশ্ন, সংখ্যা, গর্হা, সমষ্টি, যুক্ত-পদার্থ এবং অসংযত অর্থে ব্যবহৃত হয়।'

তাৎপর্য

এটিও *বিশ্ব-প্রকাশ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭০

এই ত' একাদশ পদের অর্থ-নির্ণয় ।
এবে শ্লোকার্থ করি, যথা যে লাগয় ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে আমি এগারটি পদের অর্থ নির্ণয় করলাম, এখন আমি বিভিন্ন প্রয়োগ অনুসারে শ্লোকটির অর্থ বিশ্লেষণ করব।

শ্লোক ৭১

'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব-বৃহত্তম ।
স্বরূপ ঐশ্বর্য করি' নাহি যাঁর সম ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্ব-বৃহত্তম পরমতত্ত্ব। তাঁর স্বরূপে এবং ঐশ্বর্যে কোন কিছুই তাঁর সমতুল্য নয়।

শ্লোক ৭২

বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ।
তস্মৈ নমস্তে সর্বাত্মন্ যোগিচিন্ত্যাবিকারবৎ ॥ ৭২ ॥

বৃহত্ত্বাৎ—সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে; **বৃংহণত্বাৎ**—অন্তহীনভাবে বর্ধিত হওয়ার ফলে; **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁর; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **পরমম্**—পরম; **বিদুঃ**—জ্ঞাত হয়; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—প্রণতি; **তে**—তোমাকে; **সর্ব-আত্মন্**—সবকিছুর আত্মা; **যোগি-চিন্ত্য**—মহান যোগীদের চিন্তনীয়; **অবিকার-বৎ**—বিকারহীন।

অনুবাদ

" 'আমি পরমতত্ত্ব পরম ব্রহ্মকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি সর্বব্যাপ্ত, অন্তহীনভাবে বর্ধনশীল অধিকারী এবং সকলের আত্মা। তিনি মহান যোগীদের চিন্তনীয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিষ্ণু-পুরাণ* (১/১২/৫৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭৩

সেই ব্রহ্ম-শব্দে কহে স্বয়ং-ভগবান্ ।
অদ্বিতীয়-জ্ঞান, যাঁহা বিনা নাহি আন ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে স্বয়ং ভগবান, যিনি অদ্বিতীয় এবং যাঁকে ছাড়া অন্য আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।

শ্লোক ৭৪

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৭৪ ॥

বদন্তি—বলেন; **তৎ**—তাঁকে; **তত্ত্ব-বিদঃ**—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ; **তত্ত্বম্**—পরম তত্ত্ব; **যৎ**—যা; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **অদ্বয়ম্**—অদ্বয়; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **ইতি**—এই নামে; **পরমাত্মা**—পরমাত্মা; **ইতি**—এই নামে; **ভগবান্**—ভগবান; **ইতি**—এই নামে; **শব্দ্যতে**—কথিত হন।

অনুবাদ

" 'যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাকেই পরমতত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান, এই তিন নামে অভিহিত হন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/২/১১) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটির বিশেষ বিশ্লেষণ আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একাদশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৭৫

সেই অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং-ভগবান্ ।
তিনকালে সত্য তিঁহো—শাস্ত্র-প্রমাণ ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই অদ্বয়-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, এই তিনকালে পরম সত্য। সেটি শাস্ত্রের প্রমাণ।

শ্লোক ৭৬

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ৭৬ ॥

অহম্—আমি পরমেশ্বর ভগবান; **এব**—অবশ্যই; **আসম্**—স্থিত ছিল; **এব**—মাত্র; **অগ্রে**—সৃষ্টির পূর্বে; **ন**—কখনই নয়; **অন্যৎ**—অন্য যা কিছু; **যৎ**—যা; **সৎ**—ক্রিয়া; **অসৎ**—কারণ; **পরম্**—পরম; **পশ্চাৎ**—অন্তে; **অহম্**—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; **যৎ**—যা; **এতৎ**—এই সৃষ্টি; **চ**—ও; **যঃ**—যিনি; **অবশিষ্যেত**—অবশিষ্ট থাকে; **সঃ**—সে; **অস্মি**—হই; **অহম্**—আমি পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

" 'সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম এবং সৎ, অসৎ এবং অনির্বচনীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম পর্যন্ত কোনকিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সৃষ্টির পরে এ সমুদয় স্বরূপে আমিই বিরাজ করি এবং প্রলয়ের পর কেবল আমিই অবশিষ্ট থাকব।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৯/৩৩) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটির বিশেষ বিশ্লেষণ আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৫৩ নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৭৭

'আত্মা'-শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ ।
সর্বব্যাপক, সর্বসাক্ষী, পরমস্বরূপ ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আত্মা শব্দে বৃহত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বোঝান হয়, যিনি সর্বব্যাপক সবকিছুর সাক্ষী এবং পরম স্বরূপ।

শ্লোক ৭৮

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥ ৭৮ ॥

আততত্বাৎ—সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে; চ—এবং; মাতৃত্বাৎ—সবকিছুর প্রসবকারী হওয়ার ফলে; আত্মা—আত্মা; হি—অবশ্যই; পরমঃ—পরম; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

" 'সর্বব্যাপক এবং সবকিছুর আদি উৎস হওয়ার ফলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিই 'পরমাত্মা'।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভাবার্থ-দীপিকা* নামক শ্রীল শ্রীধর স্বামীর *শ্রীমদ্ভাগবত* ভাষ্য থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭৯

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-হেতু ত্রিবিধ 'সাধন'।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিনের পৃথক্ লক্ষণ ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম লাভের তিন প্রকার সাধন প্রণালী রয়েছে—জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি। এই তিনের পৃথক পৃথক লক্ষণ।

শ্লোক ৮০

তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবত্তা,—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমতত্ত্ব যদিও এক এবং অদ্বিতীয়, তবুও তিন প্রকার সাধনার ফলে ভগবান তিন স্বরূপে প্রকাশিত হন, যথা—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান।

শ্লোক ৮১

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৮১ ॥

বদন্তি—বলেন; তৎ—তাঁকে; তত্ত্ব-বিদঃ—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ; তত্ত্বম্—পরম তত্ত্ব; যৎ—যা; জ্ঞানম্—জ্ঞান; অদ্বয়ম্—অদ্বয়; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; ইতি—এই নামে; পরমাত্মা—পরমাত্মা; ইতি—এই নামে; শব্দ্যতে—কথিত হন।

অনুবাদ

" 'যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাকেই পরমার্থ বলেন। এই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান, এই তিন নামে অভিহিত হন।'

শ্লোক ৮২

'ব্রহ্ম-আত্মা'-শব্দে যদি কৃষ্ণেরে কহয়।
'রূঢ়িবৃত্ত্যে' নির্বিশেষ অন্তর্যামী কয় ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্ম এবং আত্মা শব্দের দ্বারা যদিও শ্রীকৃষ্ণকে বোঝান হয়, কিন্তু সাধারণ অর্থে এই শব্দ দু'টির দ্বারা যথাক্রমে নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী পরমাত্মাকে বোঝান যায়।

শ্লোক ৮৩

জ্ঞানমার্গে—নির্বিশেষ-ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে—অন্তর্যামী-স্বরূপেতে ভাসে ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"জ্ঞানমার্গে পরমতত্ত্ব নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হন, এবং যোগমার্গে তিনি অন্তর্যামীরূপে প্রকাশিত হন।

শ্লোক ৮৪

রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
'স্বয়ং-ভগবত্ত্বে', ভগবত্ত্বে—প্রকাশ দ্বিরূপ ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবদ্ভক্তি দুই প্রকার—রাগভক্তি এবং বিধিভক্তি। রাগানুগা ভক্তির দ্বারা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় এবং বৈধী ভক্তির দ্বারা তাঁর প্রকাশ প্রাপ্তি হয়।

শ্লোক ৮৫

রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং-ভগবানে পায় ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"রাগানুগা ভক্তির সিদ্ধিতে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ হয়।

শ্লোক ৮৬

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ৮৬ ॥

ন—না; অয়ম্—এই শ্রীকৃষ্ণ; সুখ-আপঃ—সহজ লভ্য; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; দেহিনাম্—দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন বিষয়াসক্ত মানুষ; গোপিকা-সুতঃ—মা যশোদার পুত্র; জ্ঞানিনাম্—মনোধর্মী জ্ঞানীদের; চ—এবং; আত্ম-ভূতানাম্—তপঃ-ব্রত-পরায়ণ ব্যক্তিগণ; যথা—যেমন; ভক্তি-মতাম্—রাগমার্গের ভজনকারী ভক্তদের; ইহ—এই জগতে।

অনুবাদ

" 'পরমেশ্বর ভগবান, যশোদা-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, রাগানুগাভক্তি-পরায়ণ ভক্তদের কাছেই সুলভ। মনোধর্মী জ্ঞানী, ব্রত ও তপস্যা-পরায়ণ আত্মারামের কাছে তেমন সুলভ নন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৯/২১) শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উক্তি। কৃষ্ণ যে ব্রজগোপিকাদের প্রেমের বশীভূত, সেই কথা উল্লেখ করে এখানে তিনি ব্রজগোপিকাদের মহিমা বর্ণনা করেছেন। এই শ্লোকটির বিশেষ বিশ্লেষণ মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের ৫৩ নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৮৭

বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"বৈধী ভক্তির সিদ্ধিতে বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের পার্ষদত্ব লাভ হয়।

শ্লোক ৮৮

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরে-যমা হ্যপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ ।
ভর্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ৮৮ ॥

যৎ—যা; **চ**—ও; **ব্রজন্তি**—যায়; **অনিমিষাম্**—দেবতাদের; **ঋষভ-অনুবৃত্ত্যা**—সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক পন্থা অনুসরণের ফলে; **দূরে**—দূরে; **যমাঃ**—যম নিয়ম আদি; **হি**—অবশ্যই; **উপরি**—উপরিস্থিত; **নঃ**—আমাদের; **স্পৃহণীয়-শীলাঃ**—স্পৃহণীয় গুণাবলীর দ্বারা বিভূষিত; **ভর্তুঃ**—শ্রীহরির; **মিথঃ**—পরস্পর; **সু-যশসঃ**—যিনি সর্বপ্রকার মঙ্গলময় গুণের দ্বারা বিভূষিত; **কথন-অনুরাগ**—বর্ণনায় অনুরক্ত; **বৈক্লব্য**—বিকার; **বাষ্প-কলয়া**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **পুলকীকৃতা**—রোমাঞ্চিত; **অঙ্গাঃ**—দেহের অঙ্গ।

অনুবাদ

" 'পরস্পর কৃষ্ণকথা বর্ণনা করার ফলে যারা অনুরাগজনিত বিকার অনুভব করেন, আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, এবং পুলকিতাঙ্গ হন, তাঁরা অষ্টাঙ্গযোগের যম, নিয়ম ইত্যাদি দূরে নিক্ষেপ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী ভক্তি সম্পাদন করেন। তাঁরা সর্বপ্রকার দিব্য-গুণাবলীতে বিভূষিত, এবং তাঁরা আমাদের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/১৫/২৫) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকে ব্রহ্মা দিতির গর্ভস্থ

অসুরদের ভয়ে ভীত দেবতাদের নিকট চতুঃসনাদির বৈকুণ্ঠে গমন আখ্যান বর্ণনা করতে গিয়ে বৈকুণ্ঠের মাহাত্ম্য কীর্তন করছেন। ব্যাসদেবের সখা মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের কাছে পুনরায় তা বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ৮৯

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার ।
অকাম, মোক্ষকাম, সর্বকাম আর ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই উপাসকেরা তিন প্রকার—অকাম (নিষ্কাম), মোক্ষকাম (মুক্তিকামী) এবং সর্বকাম (সর্বপ্রকার জড় সিদ্ধির অভিলাষী)।

শ্লোক ৯০

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ৯০ ॥

অকামঃ—জড় সুখভোগ বাসনা রহিত শুদ্ধ ভক্ত; **সর্ব-কামঃ**—অন্তহীন জড় ভোগবাসনা সমন্বিত; **বা**—অথবা; **মোক্ষ-কামঃ**—মুক্তিকামী; **উদার-ধীঃ**—অত্যন্ত বুদ্ধিমান; **তীব্রেণ**—দৃঢ়; **ভক্তি-যোগেন**—ভক্তিযোগের দ্বারা; **যজেত**—আরাধনা করা উচিত; **পুরুষম্**—পুরুষোত্তমকে; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

" 'সর্বপ্রকার কামনাযুক্ত হোন অথবা সম্পূর্ণ নিষ্কাম হোন, অথবা মুক্তিকামীই হোন, উদার বুদ্ধি হওয়া মাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধ ভক্তিযোগে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করবেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৩/১০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৯১

বুদ্ধিমান্-অর্থে—যদি 'বিচারজ্ঞ' হয় ।
নিজ-কাম লাগিহ তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"উপাসক যদি 'উদারধীঃ' অর্থাৎ বুদ্ধিমান ও বিচারজ্ঞ হন, তাহলে কামনা-বাসনা সত্ত্বেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন।

শ্লোক ৯২

ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল ।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তিবিনা কোন সাধনাই ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু, ভক্তি এতই প্রবল এবং স্বতন্ত্র যে তা সমস্ত ইপ্সিত ফল প্রদানে সক্ষম।

শ্লোক ৯৩

অজাগলস্তন-ন্যায় অন্য সাধন ।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য সাধনা অজাগল স্তনের মতো। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, অন্যান্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে, ভগবানের ভজনা করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য প্রকার সাধন নিতান্তই নিষ্ফল। তা কখনই ভাল ফল প্রসব করতে পারে না। যেমন ছাগলের গলদেশস্থ স্তন দুধ দিতে পারে না, কেবল মাত্র অনভিজ্ঞ লোকের মিথ্যা ভ্রমেরই বিষয় হয়, তেমনই ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান ও কর্মের সাধনে কোন ফল হয় না।

শ্লোক ৯৪

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৯৪ ॥

চতুঃ-বিধাঃ—চতুর্বিধ; ভজন্তে—ভজনা করে; মাম্—আমাকে; জনাঃ—ব্যক্তি; সুকৃতিনঃ—বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম-পরায়ণ; অর্জুন—হে অর্জুন; আর্তঃ—আপদ-গ্রস্ত; জিজ্ঞাসুঃ—জিজ্ঞাসু; অর্থ-অর্থী—ধনসম্পদ আকাঙ্ক্ষী; জ্ঞানী—জ্ঞানের পন্থা অনুসরণকারী; চ—ও; ভরত-ঋষভ—হে ভরত বংশের শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

" 'হে ভরতর্ষভ (অর্জুন), আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী, এই চার প্রকার সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি আমাকে ভজন করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* (৭/১৬) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকে *সুকৃতিনঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'সু' মানে 'মঙ্গলজনক', এবং 'কৃতি' মানে 'গুণসম্পন্ন' বা নিয়ন্ত্রিত'। ধর্মের নীতি অনুসরণ না করলে মনুষ্য জীবন পশুজীবন থেকে কোন অংশে ভিন্ন নয়। ধর্মের অর্থ হচ্ছে বর্ণ এবং আশ্রমের নীতি অনুশীলন করা। *বিষ্ণুপুরাণে* বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

ধর্ম নীতি অনুসারে মানব সমাজকে চারটি ভাগে ভাগ হয়েছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এবং মানব জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হতে হলে যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করতে হয়; ঠিক যেমন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার অথবা উকিল হতে হলে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। যারা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁদেরই কেবল মানুষ বলে বিবেচনা করা হয়। যারা সামাজিক এবং পারমার্থিক শিক্ষালাভ করেনি তারা মূর্খ ও অনিয়ন্ত্রিত এবং তাই তাদের জীবন পশুতুল্য। পশুজীবনে পারমার্থিক জীবনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবেই কেবল পারমার্থিক জীবন লাভ করা যায়—বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম অনুশীলন করার ফলে অথবা *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্*—এর পন্থায় সরাসরিভাবেই ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার শিক্ষালাভের মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত সুকৃতিমান হওয়া যায় না। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানীরা তাঁর ভজন করেন। কেউ শুকদেব গোস্বামীর মতো তত্ত্বজ্ঞানের অন্বেষণে ভগবানের ভজন করেন, কেউ আবার গজেন্দ্রর মতো আর্ত হয়ে ভগবানের শরণাগত হন। কেউ আবার শৌনকাদি ঋষির মতো জিজ্ঞাসু হয়ে ভগবানের শরণাগত হন। আবার কেউ ধ্রুব মহারাজের মতো সুখ-সম্পদ লাভের আশায় ভগবানের শরণাগত হন। এই সমস্ত মহাপুরুষেরা এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত হন।

শ্লোক ৯৫

আর্ত, অর্থার্থী,—দুই সকাম-ভিতরে গণি ।
জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী,—দুই মোক্ষকাম মানি ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আর্ত এবং অর্থার্থী—এই দু'জন সকাম ভক্ত; আর জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই দুই জন মোক্ষকামী ভক্ত।

শ্লোক ৯৬

এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্ ।
তত্তৎকামাদি ছাড়ি' হয় শুদ্ধভক্তিমান্ ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এই চার প্রকার সুকৃতিমান মহাভাগ্যবান। তাঁরা তাঁদের কাম পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন।

শ্লোক ৯৭

সাধুসঙ্গ-কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায় ।
কামাদি 'দুঃসঙ্গ' ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায় ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সদ্‌গুরুর কৃপায় অথবা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, জীব সর্বপ্রকার জড় কামনা বাসনা এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ৯৮

সৎসঙ্গান্মুক্ত-দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ ।
কীর্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্ ॥ ৯৮ ॥

সৎ-সঙ্গাৎ—শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ থেকে; **মুক্ত**—মুক্ত; **দুঃসঙ্গঃ**—জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ; **হাতুম্**—ত্যাগ করে; **ন**—না; **উৎসহতে**—সক্ষম হন; **বুধঃ**—পণ্ডিত ব্যক্তি; **কীর্ত্যমানম্**—কীর্তিত হন; **যশঃ**—যশ; **যস্য**—যাঁর (পরমেশ্বর ভগবানের); **সকৃৎ**—একবার; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **রোচনম্**—রুচিকর।

অনুবাদ

" 'সৎসঙ্গের প্রভাবে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করে পণ্ডিত ব্যক্তিরা কেবলমাত্র একবার পরমেশ্বর ভগবানের রুচিকর যশ শ্রবণ করে, আর তাঁর কীর্তন পরিত্যাগ করতে পারে না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/১০/১১) থেকে উদ্ধৃত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন তখন কুরুবংশের সমস্ত সদস্যরা তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের রাজ্যে ফিরে যাচ্ছিলেন, এবং তাঁর আসন্ন বিরহে কুরুবংশের সমস্ত সদস্যরা অত্যন্ত মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। সেই অবস্থা বর্ণনা করে শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিদের কাছে সাধুসঙ্গের মহিমা বর্ণনা করেছেন। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের এইটিই উদ্দেশ্য। আমরা শুদ্ধ ভক্ত তৈরী করতে চাই যাতে অন্য মানুষেরা তাঁদের সঙ্গ লাভ করে লাভবান হতে পারে। এইভাবে শুদ্ধভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পেশাদারী প্রচারকেরা কখনই শুদ্ধ ভক্ত তৈরি করতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহু পেশাদারী পাঠক রয়েছে যারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করে। কিন্তু তারা কখনই বিষয়াসক্ত মানুষদের ভগবদ্ভক্তে পরিণত করতে পারে না। শুদ্ধ ভক্তই কেবল শুদ্ধ ভক্ত তৈরি করতে পারেন। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতিটি প্রচারকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হওয়া এবং বিধিনিষেধ অনুশীলন করে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, দ্যূত ক্রীড়া এবং আসব পান ত্যাগ করা। তাদের নিয়মিত জপ-মালায় 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করা উচিত, ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করা উচিত, খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে মঙ্গল আরতিতে যোগদান করা উচিত এবং নিয়মিতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* পাঠ করা উচিত। এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ হওয়া যায়।

সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥
(নারদ-পঞ্চরাত্র)

লোকদেখানো ভগবদ্ভক্তির অভিনয়ে কোন কাজ হয় না। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করে ভগবদ্ভক্ত হতে হয়; তাহলেই অপরকে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করেছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন (আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার)। প্রচারক যদি যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তির আচরণ করেন, তাহলেই কেবল তিনি অন্যদের ভগবদ্ভক্তে পরিণত করতে সক্ষম হবেন। তা না হলে, তার প্রচার কার্যকরী হবে না।

শ্লোক ৯৯

'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে—'কৈতব', 'আত্মবঞ্চনা' ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"ছলনা বিশিষ্ট আত্ম বঞ্চকই 'দুঃসঙ্গ'। কৃষ্ণকাম ও কৃষ্ণভক্তি কামনা ব্যতীত অপর সমস্ত কামই দুঃসঙ্গ।

শ্লোক ১০০

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ১০০ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; **প্রোজ্ঝিত**—সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে; **কৈতবঃ**—ভুক্তিমুক্তি বাসনাযুক্ত; **অত্র**—এখানে; **পরমঃ**—সর্বোচ্চ; **নির্মৎসরাণাম্**—যার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে নির্মল হয়েছে; **সতাম্**—ভক্ত; **বেদ্যম্**—বোধগম্য; **বাস্তবম্**—বাস্তব; **অত্র**—এখানে; **বস্তু**—বস্তু; **শিব-দম্**—পরম আনন্দদায়ক; **তাপ-ত্রয়**—ত্রিতাপ; **উন্মূলনম্**—সমূলে উৎপাটিত করে; **শ্রীমৎ**—সুন্দর; **ভাগবতে**—ভাগবত পুরাণ; **মহা-মুনি**—মহামুনি (ব্যাসদেব); **কৃতে**—রচিত; **কিম্**—কি; **বা**—প্রয়োজন; **পরৈঃ**—অন্য কিছু; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সদ্যঃ**—অবিলম্বে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **অবরুধ্যতে**—অবরুদ্ধ হয়; **অত্র**—এখানে; **কৃতিভিঃ**—সুকৃতি-সম্পন্ন মানুষদের দ্বারা; **শুশ্রূষুভিঃ**—অনুশীলনের ফলে; **তৎ-ক্ষণাৎ**—অবিলম্বে।

অনুবাদ

" 'জড় বাসনাযুক্ত সবরকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে, যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে

পারেন। পরম সত্য হচ্ছেন পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু। সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ-দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস (উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থা) এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন, এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটিই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/১/২) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকের বিশেষ বিশ্লেষণ আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৯১ নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১০১-১০২

'প্র'-শব্দে—মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান ।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান ॥ ১০১ ॥
সকাম-ভক্তে 'অজ্ঞ' জানি' দয়ালু ভগবান্ ।
স্ব-চরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

" 'প্রোজ্ঝিত' শব্দে 'প্র' উপসর্গটি মুক্তির বাসনা বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা বোঝায়। এই ধরনের বাসনা প্রতারণা করার অভিপ্রায় প্রসূত। শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, "পরম দয়াময় ভগবান সকাম ভক্তকে অজ্ঞ জেনে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় দান করে সেই অবৈধ বাসনা থেকে তাকে মুক্ত করেন।

শ্লোক ১০৩

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ১০৩ ॥

সত্যম্—সত্য; দিশতি—দান করেন; অর্থিতম্—অভীষ্ট বস্তু; অর্থিতঃ—প্রার্থীত; নৃণাম্—মানুষদের দ্বারা; ন—না; এব—অবশ্যই; অর্থ-দঃ—পরমার্থপ্রদ; যৎ—যা; পুনঃ—পুনরায়; অর্থিতা—কাম পূরণ প্রার্থনা; যতঃ—যা থেকে; স্বয়ম্—তিনি নিজে; বিধত্তে—দান করেন; ভজতাম্—সেবকদের; অনিচ্ছতাম্—তারা ইচ্ছা না করলেও; ইচ্ছাপিধানম্—সর্বকাম পরিপূরক; নিজ-পাদ-পল্লবম্—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়।

অনুবাদ

" 'কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে, তখন শ্রীকৃষ্ণ তার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন, সে কথা সত্য; কিন্তু যা থেকে পুনঃপুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই প্রকার বস্তু তিনি দান করেন না। অন্য কামনাযুক্ত হয়ে কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, কৃষ্ণ স্বয়ংই তাদের অন্য কামনা শান্তিকারী তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় দান করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৫/১৯/২৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১০৪

সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব ।
এ তিনে সব ছাড়ায়, করে কৃষ্ণে 'ভাব' ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের কৃপা এবং ভগবদ্ভক্তির স্বভাব, ধীরে ধীরে সমস্ত অসৎ প্রভাব থেকে মুক্ত করে শ্রীকৃষ্ণের ভাব উৎপন্ন করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গপ্রভাব, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব এবং ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফল বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনের প্রভাবে অভক্তদের সঙ্গ, মায়া প্রদত্ত যাবতীয় সৌভাগ্য এবং অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে জীব 'কৃষ্ণভক্তির ভাব' প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ ভক্ত কখনও জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন না, কেননা তিনি জানেন যে জড়ৈশ্বর্য লাভের প্রচেষ্টা কেবল দুর্লভ সময়ের অপচয় মাত্র। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—*শ্রম এব হি কেবলম্*। ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টিতে, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী, দানবীর, দার্শনিক এবং মানবতাবাদীরা কেবল তাদের সময়ের অপচয় করছে, কেননা তাদের কার্যকলাপ এবং প্রচারের ফলে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে উদ্ধার লাভ করে না। তথাকথিত এই সমস্ত দার্শনিক, রাজনীতিবিদ এবং দানবীরদের কোন জ্ঞানই নেই, কেননা তারা জানেনা যে মৃত্যুর পরেও জীবন রয়েছে। মৃত্যুই যে জীবনের সমাপ্তি হয় না তা জানাই পারমার্থিক জ্ঞানের প্রথম সোপান। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* (২/১৩) প্রথম উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে জীব তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহীর দেহে কৌমার, যৌবন, জরা আদি পরিবর্তন হয়, তেমনই দেহত্যাগের পর দেহী আর একটি দেহে দেহান্তরিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ধীর ব্যক্তি কখনও এই ধরনের পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।"

জীবনের যথার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত না হওয়ার ফলে জীব নানা রকম অনিত্য কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে নিমজ্জিত হতে থাকে। এইভাবে সে নিরন্তর জড়ৈশ্বর্য কামনা করে, যা কর্ম, জ্ঞান এবং যোগের মাধ্যমে লাভ করা যায়। কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি এই সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করেন। তাকে বলা হয় 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্য'। তখন তিনি শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন।

শ্লোক ১০৫

আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"ক্রমে ক্রমে আমি এই শ্লোকের যথাযথ অর্থ ব্যাখ্যা করব, ততই কৃষ্ণগুণ আস্বাদনের কারণ জানা যাবে।

শ্লোক ১০৬

শ্লোকব্যাখ্যা লাগি' এই করিলুঁ আভাস।
এবে করি শ্লোকের মূলার্থ প্রকাশ ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্লোকের ব্যাখ্যা করার জন্য আমি এই আভাস দিলাম, এখন আমি শ্লোকের মূল অর্থ প্রকাশ করব।

শ্লোক ১০৭

জ্ঞানমার্গে উপাসক—দুইত' প্রকার।
কেবল ব্রহ্মোপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"জ্ঞানমার্গে দুই প্রকার উপাসক—ব্রহ্মের উপাসক এবং মোক্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষী।

শ্লোক ১০৮

কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্ম উপাসকদের তিনটি অবস্থা—সাধক, ব্রহ্মময়, এবং ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত অর্থাৎ ব্রহ্মভূত।

শ্লোক ১০৯

ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে 'মুক্তি' নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই 'প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়' ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তি বিনা জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না। কিন্তু, যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন, তিনি আপনা হতেই ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ১১০

ভক্তির স্বভাব,—ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তির স্বভাব জীবকে ব্রহ্ম থেকে আকর্ষণ করে দিব্য দেহ দিয়ে কৃষ্ণের ভজন করায়।

শ্লোক ১১১

ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্মল ভজন ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তদেহ লাভ হলে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গুণের স্মরণ হয় এবং সেই গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তিনি নির্মল ভজন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* ১০৭-১১১ শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করে বলেছেন—জ্ঞানমার্গের উপাসক দুই প্রকার—কেবল ব্রহ্ম উপাসক ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। কৈবল্য বাসনায় ব্রহ্মের উপাসনা করলে 'কেবল-ব্রহ্ম উপাসক' হয়। তাদের তিন অবস্থা—সাধক (নিত্যসিদ্ধ), ব্রহ্মময় ও ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত (অর্থাৎ ব্রহ্মভূত)। ভক্তি বিনা জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মলয়প্রাপ্ত (অর্থাৎ ব্রহ্মভূত) হয়েছেন, তিনিই ভক্তিসাধন করতে পারেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) বলা হয়েছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"পরম ব্রহ্মকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার ফলে যিনি ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রসন্ন হয়েছেন। তিনি কখনও কোন কিছুর জন্যই অনুশোচনা করেন না অথবা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি আমার পরাভক্তি লাভ করেন।"

শুদ্ধ ভক্তির স্তর লাভ করতে হলে, নির্মল হতে হয় এবং জড়া-প্রকৃতির অনুশোচনা এবং আকাঙ্ক্ষার দ্বৈত ভাবের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হতে হয়। ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হয়ে কেউ যখন শুদ্ধ ভক্তির মার্গ অবলম্বন করেন, তখন তিনি চিন্ময় ইন্দ্রিয় সমন্বিত দিব্যদেহ লাভ করেন।

সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।
হৃষিকেণ হৃষিকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা হয়, তখন শুদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলী স্মরণ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তিনি তখন নির্মল ভজন করেন।

শ্লোক ১১২

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥" ১১২ ॥

মুক্তাঃ অপি—মুক্তগণও; **লীলয়া**—লীলার দ্বারা; **বিগ্রহম্**—ভগবানের শ্রীবিগ্রহ; **কৃত্বা**—স্থাপন করে; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ভজন্তে**—ভজনা করেন।

অনুবাদ

" ' নির্বিশেষ ব্রহ্ম সাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্তরাও ভগবানের লীলা সমন্বিত বিগ্রহ রচনা করে ভগবানকে ভজন করেন।

তাৎপর্য

নিষ্ঠাবান মায়াবাদী সন্ন্যাসীরাও কখনও কখনও রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের উপাসনা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা আলোচনা করেন, কিন্তু গোলোক বৃন্দাবন প্রাপ্তি তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। এটি শঙ্করাচার্যের *নৃসিংহ-তাপণী উপনিষদের* ভাষ্য থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১১৩

জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি 'ব্রহ্মময়' ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শুকদেব গোস্বামী এবং সনকাদি চতুঃসন যদিও জন্ম থেকেই 'ব্রহ্মময়' ছিলেন কিন্তু তবুও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেছিলেন।

শ্লোক ১১৪

সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন ।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্মল ভজন ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সনকাদি চতুঃসন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের অর্পিত ফুল ও তুলসীর সৌরভে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তারা নির্মল ভজন করেছিলেন।

শ্লোক ১১৫

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১১৫ ॥

তস্য—তাঁর; **অরবিন্দ-নয়নস্য**—যাঁর নয়ন যুগল পদ্মের মতো সেই পরমেশ্বর ভগবানের; **পদ-অরবিন্দ**—শ্রীপাদপদ্মে; **কিঞ্জল্ক**—কেশব; **মিশ্র**—মিশ্রিত; **তুলসী**—তুলসীপত্রের; **মকরন্দ**—সৌরভঃ; **বায়ুঃ**—বায়ু; **অন্তর্গতঃ**—প্রবিষ্ট হয়ে; **স্ব-বিবরেণ**—নাসারন্ধ্রে; **চকার**—সৃষ্টি করেছিলেন; **তেষাম্**—তাঁদের; **সংক্ষোভম্**—তীব্র ক্ষোভ; **অক্ষর-জুষাম্**—নির্বিশেষ ব্রহ্ম-পরায়ণ কুমারদের; **অপি**—ও; **চিত্ত-তন্বোঃ**—দেহ এবং মনের।

অনুবাদ

" 'সেই অরবিন্দ নেত্র ভগবানের পদকমলে কিঞ্জল্ক মিশ্রিত তুলসীর মধু সৌরভ যুক্ত বায়ু নির্বিশেষ ব্রহ্ম-পরায়ণ চতুঃসনের নাসিকার রন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হয়ে তাঁদের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করেছিল।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* (৩/১৫/৪৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১১৬

ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি-স্মরণ ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্যাসদেবের কৃপায় শুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের লীলার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হয়ে তিনিও শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেছিলেন।

শ্লোক ১১৭

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ ১১৭ ॥

হরেঃ—শ্রীকৃষ্ণের; **গুণ-আক্ষিপ্ত-মতিঃ**—গুণের দ্বারা আক্ষিপ্ত চিত্ত; **ভগবান্**—অতি উন্নত পরমার্থবাদী; **বাদরায়ণিঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব; **অধ্যগাৎ**—অধ্যয়ন করেছিলেন; **মহৎ-আখ্যানম্**—শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ; **নিত্যম্**—নিত্য; **বিষ্ণু-জন-প্রিয়ঃ**—বিষ্ণুজন বা বৈষ্ণবদের অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট চিত্ত হয়ে বৈষ্ণবপ্রিয় ভগবান শুকদেব এই মহা পুরাণ অধ্যয়ন করেছিলেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/৭/১১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১১৮

নব-যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী ।
বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি' ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"নবযোগেন্দ্র জন্ম থেকে নির্বিশেষ জ্ঞানের সাধক ছিলেন। কিন্তু, ব্রহ্মা, শিব এবং নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী শ্রবণ করে তাঁরাও কৃষ্ণভক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১৯

গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন ।
একাদশ-স্কন্ধে তাঁর ভক্তি-বিবরণ ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হয়ে কিভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেছেন, তা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১২০

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং
কুর্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতজ্ঞাঃ ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ ॥ ১২০ ॥

অক্লেশাম্—জড়ক্লেশ বর্জিত; কমল-ভুবঃ—পদ্মযোনি শ্রীব্রহ্মার; প্রবিশ্য—প্রবেশ করে; গোষ্ঠীম্—সভায়; কুর্বন্তঃ—নিরন্তর অনুষ্ঠান করে; শ্রুতি-শিরসাম্—সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক জ্ঞান; শ্রুতিম্—শ্রবণ করে; শ্রুত-জ্ঞাঃ—বেদজ্ঞ; উত্তুঙ্গম্—অতি উচ্চ; যদু-পুর-সঙ্গমায়—ভগবানের ধাম দ্বারকায় ফিরে যাওয়ার জন্য; রঙ্গম্—রঙ্গক্ষেত্রে; যোগীন্দ্রাঃ—মহান যোগীগণ; পুলক-ভৃতঃ—অত্যন্ত পুলকিত হয়ে; নব—নয়; অপি—ও; অবাপুঃ—লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

" 'ব্রহ্মার ক্লেশশূন্য গোষ্ঠীতে প্রবেশ করে নবযোগেন্দ্র উপনিষদ শ্রবণ করে বেদজ্ঞ ও পুলকাঙ্গ হয়ে যদুপুরী দ্বারকায় যাওয়ার জন্য রঙ্গক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *মহা-উপনিষদ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১২১

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিনপ্রকার ।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

"মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী তিন প্রকার—মুক্তিকামী, জীবন্মুক্ত এবং স্বরূপ-প্রাপ্ত।

শ্লোক ১২২

'মুমুক্ষু' জগতে অনেক সংসারী জন ।
'মুক্তি' লাগি' ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই জড় জগতে বহু সংসারী ব্যক্তি মুক্তিকামী, এবং তারা মুক্তিলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন।

শ্লোক ১২৩

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ ।
নারায়ণ-কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ১২৩ ॥

মুমুক্ষবঃ—প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত, সর্বোচ্চ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষী এবং অসূয়ারহিত; ঘোর-রূপান্—ভীষণাকৃতি; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; ভূত-পতীন্—পিতৃ, ভূত এবং প্রজাপতিদের; অথ—অতএব; নারায়ণ-কলাঃ—নারায়ণের কলা; শান্তাঃ—অত্যন্ত শান্ত; ভজন্তি—আরাধনা করেন; হি—অবশ্যই; অনসূয়বঃ—অসূয়া-রহিত।

অনুবাদ

" 'মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ভীষণ দর্শন ভূতপতিদের পরিত্যাগ করেন, অথচ তাদের প্রতি অসূয়ারহিত হয়ে, নারায়ণের কলা সমূহকে ভজনা করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/২/২৬) থেকে উদ্ধৃত। যারা যথাযথভাবে সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভে আকাঙ্ক্ষী তারা অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণুর বা তাঁর অবতারদের উপাসনা করেন। যারা জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত, সকাম এবং অশান্ত, তারাই কেবল কালী, কালভৈরব (রুদ্র) আদি দেব-দেবীদের উপাসনা করেন। কৃষ্ণভক্ত কখনও দেবতাদের অথবা দেব উপাসকদের প্রতি অসূয়া পরায়ণ হন না। পক্ষান্তরে তারা শান্তভাবে নারায়ণ এবং তাঁর অবতারদের ভজনা করেন।

শ্লোক ১২৪

সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায় ।
কৃষ্ণভজন করায়, 'মুমুক্ষা' ছাড়ায় ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সে সমস্ত দেব-দেবীর উপাসকেরা যদি সৌভাগ্যক্রমে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করেন, তাহলে তাদের সুপ্ত ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবানের গুণের মহিমা তাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। এইভাবে সাধু সঙ্গের প্রভাবে তারা মুক্তিলাভের বাসনা পরিত্যাগ করে কৃষ্ণভজন করেন।

তাৎপর্য

চার কুমার (চতুঃসন), শুকদেব গোস্বামী এবং নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মানন্দে মগ্ন ছিলেন, এবং কিভাবে তারা ভগবদ্ভক্ত হয়েছিলেন তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। নির্বিশেষবাদী তিন প্রকার—মুমুক্ষু (মুক্তিকামী), জীবন্মুক্ত (জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত) এবং প্রাপ্তস্বরূপ (ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত)। এই তিন প্রকার জ্ঞানীকে বলা হয় মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে এই প্রকার মুমুক্ষু ব্যক্তিরাও ভগবানের ভজন করেন। তাদের এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবরকম মানুষদের ভগবদ্ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট করা, এমনকি অন্যাভিলাষ যুক্ত ব্যক্তিদেরও। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে তারা ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন।

শ্লোক ১২৫

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽ-
প্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন ।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা ॥ ১২৫ ॥

অহো মহাত্মন্—হে মহাত্মা; বহু-দোষ-দুষ্টঃ—বহুপ্রকার জড় দোষ বা আসক্তি যুক্ত; অপি—যদিও; একেন—একের দ্বারা; ভাতি—দিপ্যমান; এষঃ—এই; ভবঃ—সংসার বন্ধন; গুণেন—সদ্গুণের দ্বারা; সৎ-সঙ্গম-আখ্যেন—সৎসঙ্গ নামক; সুখ-আবহেন—নিত্য কল্যাণপ্রদ; কৃতা—করে; অদ্য—এখন; নঃ—আমাদের; যেন—যার দ্বারা; কৃশা—নগণ্য; মুমুক্ষা—মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

অনুবাদ

" 'হে মহাত্মন, এই ভব সংসারে বহু দোষ থাকলেও সাধুসঙ্গরূপ একটি মহাগুণ আছে। সেই এক সুখাবহ গুণের দ্বারা অদ্য আমাদের মুক্তিবাঞ্ছা দুর্বল হয়ে পড়ল।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *হরিভক্তিসুধোদয়* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১২৬

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈলা কৃষ্ণের ভজন ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনির সঙ্গ প্রভাবে শৌনকাদি ঋষিগণ, মুক্তির বাসনা পরিত্যাগ করে কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২৭

কৃষ্ণের দর্শনে, কারো কৃষ্ণের কৃপায় ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পা'য় ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"কেবল শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের প্রভাবে অথবা শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবে, মুক্তির বাসনা পরিত্যাগ করে, তাঁর অপ্রাকৃত গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, জীব কৃষ্ণ সেবায় যুক্ত হয়।

শ্লোক ১২৮

অস্মিন্ সুখঘনমূর্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি ।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ ॥ ১২৮ ॥

অস্মিন্—এই; সুখ-ঘন-মূর্তৌ—চিন্ময় আনন্দঘন মূর্তি; পরম-আত্মনি—পরম পুরুষ; বৃষ্ণি-পত্তনে—দ্বারকাধামে; স্ফুরতি—স্ফুরিত হল; আত্মারামতয়া—ব্রহ্ম উপলব্ধির পন্থা অনুশীলনের দ্বারা; মে—আমার; বৃথা—বৃথা; গতঃ—নষ্ট হল; বত—হায়, আমি কি বলব; চিরম্ কালঃ—দীর্ঘকাল।

অনুবাদ

" 'এই দ্বারকাধামে চিন্ময় আনন্দঘন মূর্তি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে আমার সুখোদয় হল। হায়, নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধির আনন্দ লাভের চেষ্টায় আমার অনেক দিন বৃথা নষ্ট হয়েছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (৩/১/৩৪) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১২৯

'জীবন্মুক্ত' অনেক, সেই দুই ভেদ জানি ।
'ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত', 'জ্ঞানে জীবন্মুক্ত' মানি ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"জীবন্মুক্ত বহু প্রকার। তাদের মধ্যে মুখ্যতঃ দু'টি ভেদ—ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে জীবন্মুক্ত, এবং জ্ঞানের মাধ্যমে জীবন্মুক্ত।

শ্লোক ১৩০

'ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত' গুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তির মাধ্যমে যারা জীবন্মুক্ত, তারা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। কিন্তু যারা শুষ্ক জ্ঞানের মাধ্যমে জীবন্মুক্ত তারা অপরাধের ফলে অধঃপতিত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৩১

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ১৩১ ॥

যে—যারা; অন্যে—অভক্তরা; অরবিন্দ-অক্ষ—হে পদ্মপলাশ লোচন; বিমুক্ত-মানিনঃ—যারা নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে; ত্বয়ি—আপনাকে; অস্ত-ভাবাৎ—ভক্তিহীন; অবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ—যাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ; আরুহ্য—আরোহণ করে; কৃচ্ছ্রেণ—কঠোর তপস্যার দ্বারা; পরম্ পদম্—পরম পদ; ততঃ—সেখান থেকে; পতন্তি—পতিত হয়; অধঃ—নিম্নে; অনাদৃত—অনাদর করে; যুষ্মৎ—আপনার; অঙ্ঘ্রয়ঃ—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

" 'হে অরবিন্দাক্ষ, যারা 'বিমুক্ত হয়েছে' বলে অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়ায় তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। তারা বহু কৃচ্ছ্রসাধন করে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্যন্ত আরোহণ করে, ভগবদ্ভক্তির অনাদর করার ফলে অধঃপতিত হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২/৩২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩২

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১৩২ ॥

ব্রহ্ম-ভূতঃ—জড় ধারণা থেকে মুক্ত নির্বিশেষ অনুভূতি পরায়ণ; প্রসন্ন-আত্মা—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন; ন শোচতি—শোক করেন না; ন কাঙ্ক্ষতি—আকাঙ্ক্ষা করেন না; সমঃ—সমভাবাপন্ন; সর্বেষু ভূতেষু—সমস্ত জীবের; মৎ-ভক্তিম্—আমার ভক্তি; লভতে—লাভ করে; পরাম্—পরম শুদ্ধ।

অনুবাদ

" 'ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন—"যিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং সমস্ত অভাব মুক্ত হয়ে প্রসন্ন হন। তিনি কোন কিছুর জন্য শোক অথবা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন। সেই স্তরে তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* (১৮/৫৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩৩

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥ ১৩৩ ॥

অদ্বৈত-বীথী—অদ্বৈত মার্গ; পথিকৈঃ—পথিকদের দ্বারা; উপাস্যাঃ—উপাসিত; স্বানন্দ—আত্ম উপলব্ধির আনন্দ; সিংহাসন—সিংহাসন; লব্ধদীক্ষাঃ—দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে; শঠেন—একজন প্রতারকের দ্বারা; কেনাপি—কোন একজন; বয়ম্—আমি; হঠেন—বলপূর্বক; দাসী-কৃতা—দাসীরূপে পরিণত হয়েছি; গোপ-বধূ-বিটেন—যে বালকটি সর্বদা গোপবধূদের সঙ্গে পরিহাস করে।

অনুবাদ

" 'ব্রহ্মানন্দ ভারতী বিল্বমঙ্গল ঠাকুর-রচিত একটি শ্লোকের উল্লেখ করে বললেন, "অদ্বৈত-মার্গের পথিকদের দ্বারা উপাস্য, আর আত্মানন্দ-সিংহাসন থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও আমি কোন গোপবধূ-লম্পট শঠ কর্তৃক বলপূর্বক দাসীরূপে পরিণত হয়েছি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত।

শ্লোক ১৩৪

ভক্তিবলে 'প্রাপ্তস্বরূপ' দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণ-পা'য় ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে যিনি 'প্রাপ্তস্বরূপ' তিনি এই জীবনেই চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হন।

শ্লোক ১৩৫

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ১৩৫ ॥

নিরোধঃ—নিরোধ; অস্য—এর; অনু—অনুবর্তী; শয়নম্—শয়ন; আত্মনঃ—জীবের; সহ—সঙ্গে; শক্তিভিঃ—শক্তি (তটস্থা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি); মুক্তিঃ—মুক্তি; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; অন্যথা—অন্য; রূপম্—রূপ; স্বরূপেণ—নিত্য স্বরূপে; ব্যবস্থিতিঃ—অবস্থান করেন।

অনুবাদ

" 'শক্তিগণের সঙ্গে আত্মার অনুশয়নকে জীবের 'নিরোধ' বলা যায়। অন্য প্রকার রূপ পরিত্যাগ করে স্বরূপে অবস্থান করার নামই 'মুক্তি'।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/১০/৬) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩৬

কৃষ্ণ-বহির্মুখ-দোষে মায়া হৈতে ভয় ।
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্ত হয় ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণ-বহির্মুখ হওয়ার ফলেই মায়ার প্রভাবে ভয়ের উদয় হয়। কৃষ্ণ-উন্মুখ হয়ে ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত হলে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হয়।

শ্লোক ১৩৭

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১৩৭ ॥

ভয়ম্—ভয়; দ্বিতীয়-অভিনিবেশতঃ—নিজেকে জড়া-প্রকৃতিজাত বলে মনে করার ভুল ধারণা থেকে; স্যাৎ—উদিত হয়; ঈশাৎ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে; অপেতস্য—ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ জীবের; বিপর্যয়ঃ—বিপরীত অবস্থা; অস্মৃতিঃ—ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হওয়া; তৎ-মায়য়া—পরমেশ্বর ভগবানের মায়া শক্তির প্রভাবে; অতঃ—তাই; বুধঃ—কৃষ্ণোন্মুখ বুদ্ধিমান জীব; আভজেৎ—ভজনা বা সেবা করা; তম্—তাঁকে; ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; একয়া—ঐকান্তিকভাবে; ঈশম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; গুরু—গুরুদেবরূপে; দেবতা—আরাধ্য ভগবান; আত্মা—পরমাত্মা।

অনুবাদ

" 'জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন তার 'ভয়' উপস্থিত হয়। জড়া-প্রকৃতির প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলে তার স্মৃতি বিপর্যস্ত হয়। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস হওয়ার পরিবর্তে সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোগী হয়। এই ভ্রান্তি সংশোধন করার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানকে গুরুদেবরূপে, অর্চা-বিগ্রহরূপে এবং পরমাত্মারূপে ভজনা করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২/৩৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩৮

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৩৮ ॥

দৈবী—পরমেশ্বর ভগবানের; হি—অবশ্যই; এষা—এই; গুণময়ী—সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণ জাত; মম—আমার; মায়া—বহিরঙ্গা শক্তি; দুরত্যয়া—দুরতিক্রম্য; মাম্—আমাতে; এব—অবশ্যই; যে—যারা; প্রপদ্যন্তে—সর্বতোভাবে শরণাগত হয়; মায়াম্—জীব বিমোহিনী শক্তি; এতাম্—এই; তরন্তি—অতিক্রম করে; তে—তারা।

অনুবাদ

" 'আমার এই ত্রিগুণময়ী মায়া শক্তিকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যারা সর্বতোভাবে আমাতে প্রপত্তি করে, তারা অতি সহজেই এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভগবদ্গীতা* (৭/১৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩৯

ভক্তি বিনু মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয় ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না; ভক্তির প্রভাবেই কেবল মুক্তিলাভ হয়।

শ্লোক ১৪০

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে ।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ১৪০ ॥

শ্রেয়ঃ-সৃতিম্—মুক্তির মঙ্গলময় পথ; ভক্তিম্—ভগবদ্ভক্তি; উদস্য—পরিত্যাগ করে; তে—আপনার; বিভো—হে ভগবান; ক্লিশ্যন্তি—অত্যধিক ক্লেশ গ্রহণ; যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; কেবল—কেবল; বোধ-লব্ধয়ে—জ্ঞান লাভের জন্য; তেষাম্—তাদের; অসৌ—ঐ; ক্লেশলঃ—ক্লেশ; এব—কেবল; শিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকে; ন—না; অন্যৎ—অন্য কিছু; যথা—যতটুকু; স্থূল—স্থূল; তুষ—ধানের তুষ; অবঘাতিনাম্—আঘাত করে।

অনুবাদ

" 'হে ভগবান, তোমাকে ভক্তি করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ, তা পরিত্যাগ করে যারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এইটিই জানবার জন্য নানাপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করে, স্থূল তুষকে পেষণ করে যেমন চাল পাওয়া যায় না তেমনই তাদের পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৪/৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪১

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ১৪১ ॥

যে—যারা; অন্যে—অভক্তরা; অরবিন্দ-অক্ষ—হে পদ্মপলাশ লোচন; বিমুক্ত-মানিনঃ—যারা নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে; ত্বয়ি—আপনাকে; অস্ত-ভাবাৎ—ভক্তিহীন; অবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ—যাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ; আরুহ্য—আরোহণ করে; কৃচ্ছ্রেণ—কঠোর তপস্যার দ্বারা; পরম্ পদম্—পরমপদ; ততঃ—সেখান থেকে; পতন্তি—পতিত হয়; অধঃ—নিম্নে; অনাদৃত—অনাদর করে; যুষ্মৎ—আপনার; অঙ্ঘ্রয়ঃ—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

" 'হে অরবিন্দাক্ষ, যারা 'বিমুক্ত হয়েছে' বলে অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়ায় তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। তারা বহু কৃচ্ছ্রসাধন করে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্যন্ত আরোহণ করে, ভগবদ্ভক্তির অনাদর করার ফলে অধঃপতিত হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২/৩২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪২

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১৪২ ॥

যে—যিনি; এষাম্—এই বর্ণ ও আশ্রমের; পুরুষম্—পরমেশ্বর ভগবান; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ; আত্ম-প্রভবম্—সকলের উৎস; ঈশ্বরম্—পরম ঈশ্বর; ন—না; ভজন্তি—ভজন করে; অবজানন্তি—অবজ্ঞা করে; স্থানাৎ—যথাস্থান থেকে; ভ্রষ্টাঃ—ভ্রষ্টা হয়ে; পতন্তি—পতিত হয়; অধঃ—নিম্নাভিমুখে নারকীয় অবস্থায়।

অনুবাদ

" 'এই চার বর্ণাশ্রমের মধ্যে যারা তাদের প্রভু ভগবান বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ভজন না করে, নিজের নিজের বর্ণ এবং আশ্রমের অহঙ্কারে তাঁর ভজনে অবজ্ঞা করে, তারা স্বস্থান-ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৫/৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪৩

ভক্ত্যে মুক্তি পাইলেহ অবশ্য কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

" ভক্তির মাধ্যমে মুক্তিলাভ করলেও ভগবদ্ভক্ত অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন।

শ্লোক ১৪৪

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥" ১৪৪ ॥

মুক্তাঃ অপি—মুক্তগণও; লীলয়া—লীলার দ্বারা; বিগ্রহম্—ভগবানের শ্রীবিগ্রহ; কৃত্বা—স্থাপন করে; ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; ভজন্তে—ভজন করেন।

অনুবাদ

" 'নির্বিশেষ ব্রহ্ম সাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্তরাও ভগবানের লীলা সমন্বিত বিগ্রহ রচনা করে ভগবানকে ভজন করেন।'

তাৎপর্য

এটি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের *নৃসিংহ-তাপনী উপনিষদের* ভাষ্য থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪৫

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয় ।
পৃথক্ পৃথক্ চ-কারে ইহা 'অপি'র অর্থ কয় ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এই ছয় প্রকার আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন। পৃথক পৃথক চ-কারে তা 'অপি' শব্দটির অর্থ বলে।

তাৎপর্য

আত্মারাম ছয় প্রকার—সাধক, ব্রহ্মময়, প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়, মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ।

শ্লোক ১৪৬

"আত্মারামাশ্চ অপি" করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি।
"মুনয়ঃ সন্তঃ" ইতি কৃষ্ণমননে আসক্তি ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ছয় প্রকার আত্মারামগণ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন। 'মুনয়ঃ সন্তঃ' শব্দে বোঝান হয়েছে যে আত্মারামগণ 'মুনি' হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে আসক্ত হন।

শ্লোক ১৪৭

"নির্গ্রন্থাঃ"—অবিদ্যাহীন, কেহ—বিধিহীন।
যাহাঁ যেই যুক্ত, সেই অর্থের অধীন ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'নির্গ্রন্থা' শব্দের অর্থ 'অবিদ্যাহীন' এবং 'বিধিহীন'। যেখানে যে অর্থটি উপযুক্ত হয়, সেই অনুসারে তার প্রয়োগ হয়।

শ্লোক ১৪৮

চ-শব্দে করি যদি 'ইতরেতর' অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"বিভিন্ন স্থানে চ শব্দটি প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়। সেই সমস্ত অর্থের উর্ধ্বে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ রয়েছে।

শ্লোক ১৪৯

"আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ" করি' বার ছয়।
পঞ্চ আত্মারাম ছয় চ-কারে লুপ্ত হয় ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও আত্মারামাশ্চ শব্দটি ছ'বার ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ছয় চ-কারে পাঁচটি আত্মারাম লুপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১৫০

এক 'আত্মারাম'-শব্দ অবশেষ রহে।
এক 'আত্মারাম'-শব্দে ছয় জন কহে ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"সুতরাং আত্মারাম শব্দটি পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন হয় না। এক আত্মারাম শব্দের দ্বারাই ছ'জনকে বোঝান হয়।

শ্লোক ১৫১

"সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ"।
উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ ॥ ১৫১ ॥

স-রূপাণাম্—রূপ বিশিষ্ট শব্দ; এক-শেষঃ—কেবল শেষটি; একবিভক্তৌ—একই বিভক্তিতে; উক্ত-অর্থানাম্—পূর্বোল্লিখিত অর্থটি; অপ্রয়োগঃ—প্রয়োগ না করা; রামঃ চ—এবং রাম; রামঃ চ—এবং রাম; রামঃ চ—এবং রাম; রামা ইতিবৎ—এইভাবে একটি মাত্র রাম শব্দের দ্বারা বহুরামকে বোঝান হয়।

অনুবাদ

" 'সমান রূপবিশিষ্ট বহু শব্দ থাকলে এক শেষে ও এক বিভক্তিতে যাদের অর্থ উক্ত হয়, সেখানে এক রূপ রেখে অন্য সমস্ত রূপের অপ্রয়োগ হয়; যেমন, রামশ্চ, রামশ্চ, রামশ্চ বার বার প্রয়োগ না করে একটি 'রামা' প্রয়োগ হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পাণিনি-সূত্র* (১/২/৬৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৫২

তবে যে চ-কার, সেই 'সমুচ্চয়' কয়।
"আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ" কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"চ-কারের সমূহ প্রয়োগের দ্বারা বোঝান হয়েছে যে সমস্ত আত্মারাম এবং মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন।

শ্লোক ১৫৩

"নির্গ্রন্থা অপি'র এই 'অপি'—সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথমে করিলুঁ ব্যাখ্যানে ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

" 'নির্গ্রন্থা অপি' শব্দের 'অপি' সম্ভাবনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সাতটি অর্থ আমি প্রথমে ব্যাখ্যা করেছি।

শ্লোক ১৫৪

অন্তর্যামি-উপাসক 'আত্মারাম' কয়।
সেই আত্মারাম যোগীর দুই ভেদ হয় ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"অন্তর্যামী উপাসক যোগীকে 'আত্মারাম' বলা যায়। আত্মারাম যোগী দুই প্রকার।

শ্লোক ১৫৫

সগর্ভ, নিগর্ভ,—এই হয় দুই ভেদ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আত্মারাম যোগী দুই প্রকার—সগর্ভ এবং নিগর্ভ। তিন প্রকার যোগীদের ভেদে তাদের আবার ছ'টি বিভেদ।

তাৎপর্য

যারা বিষ্ণুরূপে পরমাত্মার ধ্যান করেন তাদের বলা হয় সগর্ভ যোগী, এবং যারা নিরাকার বা শূন্যের ধ্যান করেন তাদের বলা হয় নিগর্ভ যোগী। সগর্ভ এবং নিগর্ভ যোগীদের পুনরায় ছ'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—১) সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, ২) নিগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, ৩) সগর্ভ-যোগারূঢ়, ৪) নিগর্ভ-যোগারূঢ়, ৫) সগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি এবং ৬) নিগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি।

শ্লোক ১৫৬

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ১৫৬ ॥

কেচিৎ—তাদের কেউ; স্ব-দেহ-অন্তঃ—নিজের শরীরের মধ্যে; হৃদয়-অবকাশে—হৃদয় গহ্বরে; প্রাদেশ-মাত্রম্—প্রাদেশ পরিমিত; পুরুষম্—পরমেশ্বর ভগবান; বসন্তম্—বাস করেন; চতুঃ-ভুজম্—চতুর্ভুজ; কঞ্জ—পদ্মফুল; রথ-অঙ্গ—রথের চাকা; শঙ্খ—শঙ্খ; গদা-ধরম্—গদাধারী; ধারণয়া—ধারণার দ্বারা; স্মরন্তি—স্মরণ করেন।

অনুবাদ

" 'কোন কোন যোগী তাদের দেহস্থিত হৃদয়ের মধ্যে প্রাদেশ পরিমাণ চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করেন। তাদের বলা হয় সগর্ভ যোগী।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/২/৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৫৭

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥ ১৫৭ ॥

এবং—এইভাবে; হরৌ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিতে; ভগবতি—ভগবান; প্রতিলব্ধ-ভাবঃ—যার হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেম জাগরিত হয়েছে; ভক্ত্যা—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; দ্রবৎ—দ্রবীভূত হয়ে; হৃদয়ঃ—হৃদয়; উৎপুলকঃ—আনন্দজনিত রোমাঞ্চিত দেহ; প্রমোদাৎ—আনন্দের ফলে; ঔৎকণ্ঠ—উৎকণ্ঠাবশত; বাষ্প-কলয়া—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; মুহুঃ—সর্বদা; অর্দ্যমানঃ—দিব্য আনন্দে মগ্ন; তৎ চ অপি—তাও; চিত্ত-বড়িশম্—বড়শিরূপ চিত্ত; শনকৈঃ—ধীরে ধীরে; বিযুঙ্‌ক্তে—বিযুক্ত হয়।

অনুবাদ

" 'কেউ যখন ভগবৎ-প্রেম লাভ করেন তখন তার হৃদয় ভক্তির প্রভাবে দ্রবীভূত হয় এবং আনন্দ ভরে পুলকাদির উদয় হয়, এবং উৎকণ্ঠা হেতু চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। এইভাবে হৃদয় অত্যন্ত পীড়িত হওয়ার ফলে ধ্যান যুক্ত চিত্ত, বড়শির কাঁটার মতো, ধীরে ধীরে ধ্যেয় বস্তুর ধারণা থেকে বিযুক্ত হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/২৮/৩৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৫৮

'যোগারুরুক্ষু', 'যোগারূঢ়' 'প্রাপ্তসিদ্ধি' আর।
এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ় এবং প্রাপ্তসিদ্ধি যোগের এই তিনটি অবস্থা ভেদে যোগী ছয় প্রকার।

শ্লোক ১৫৯

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ১৫৯ ॥

আরুরুক্ষোঃ—যোগসিদ্ধি লাভে আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি; মুনেঃ—মুনির; যোগম্—জ্ঞান যোগ; কর্ম—কর্ম; কারণম্—কারণ; উচ্যতে—বলা হয়; যোগ-আরূঢ়স্য—যিনি সেই প্রকার জ্ঞান লাভ করেছেন; তস্য—তার; এব—অবশ্যই; শমঃ—অবিচলিতভাবে মনকে সংযত করা; কারণম্—কারণ; উচ্যতে—বলা হয়।

অনুবাদ

" 'যার যোগে আরোহণ করার ইচ্ছা, তিনি—'আরুরুক্ষু'; সেই আরুরুক্ষু মুনির যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামরূপ কর্মই 'কারণ'। যোগারূঢ় ব্যক্তির ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহাররূপ শমই 'কারণ'।

তাৎপর্য

১৫৯ এবং ১৬০ শ্লোক দুইটি *ভগবদ্‌গীতা* (৬/৩-৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৬০

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে ।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ১৬০ ॥

যদা—যখন; হি—অবশ্যই; ন—না; ইন্দ্রিয়-অর্থেষু—ইন্দ্রিয় সুখভোগে; ন—না; কর্মসু—কর্মে; অনুষজ্জতে—যুক্ত হয়; সর্ব—সর্ব প্রকার; সংকল্প—বাসনা; সন্ন্যাসী—পরিত্যাগ করে; যোগ-আরূঢ়ঃ—যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত; তদা—তখন; উচ্যতে—বলা হয়।

অনুবাদ

" 'যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য কর্ম করার প্রতি আসক্তি থাকে না, তখন সমস্ত সংকল্প পরিত্যাগ করে যোগী 'সমাধি যুক্ত' বা 'যোগারূঢ়' হন।'

শ্লোক ১৬১

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি-হেতু পাঞা ।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হঞা ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"এই ছয় প্রকার যোগী ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে, শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন।

শ্লোক ১৬২

চ-শব্দে 'অপি'র অর্থ ইহাঁও কহয় ।
'মুনি', 'নির্গ্রন্থ'-শব্দের পূর্ববৎ অর্থ হয় ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"চ এবং অপি শব্দের অর্থ এখানে প্রয়োগ হতে পারে। মুনি এবং নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ পূর্বোল্লিখিত অর্থের মতন।

শ্লোক ১৬৩

উরুক্রমে অহৈতুকী কাঁহা কোন অর্থ ।
এই তের অর্থ কহিলুঁ পরম সমর্থ ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"অহৈতুকী শব্দটি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান উরুক্রমে প্রযোজ্য। এইভাবে আমি তেরটি পূর্ণ অর্থ বর্ণনা করলাম।

তাৎপর্য

এই তেরটি অর্থ—১) *সাধক*, কনিষ্ঠ ভক্ত; ২) *ব্রহ্মময়*, নির্বিশেষ ব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন; ৩) *প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়*, যিনি ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন; ৪) *মুমুক্ষু*, মুক্তির আকাঙ্ক্ষী; ৫) *জীবন্মুক্ত*, যিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন; ৬) *প্রাপ্তস্বরূপ*, যিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপ লাভ করেছেন; ৭) *নির্গ্রন্থমুনি*, জড় বন্ধন মুক্ত মুনি; ৮) *সগর্ভ যোগারুরুক্ষু*, সিদ্ধিলাভের আশায় নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান পরায়ণ যোগী; ১০) *সগর্ভ যোগারূঢ়*, ভগবানের সবিশেষ রূপের ধ্যানে সমাধিযুক্ত যোগী; ১১) *নিগর্ভ যোগারূঢ়*, নির্বিশেষ ব্রহ্মে সমাধি যুক্ত যোগী; ১২) *সগর্ভ প্রাপ্তসিদ্ধি*, ভগবানের সবিশেষ রূপের ধ্যানে সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী; এবং ১৩) *নিগর্ভ প্রাপ্তসিদ্ধি*, নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যানে সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী।

শ্লোক ১৬৪

এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্ ।
'শান্ত' ভক্ত করি' তবে কহি তাঁর নাম ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এই তের প্রকার যোগী এবং মুনি যখন ভগবানের ভজন করেন, তখন তাদের শান্ত ভক্ত বলা হয়।

শ্লোক ১৬৫

'আত্মা' শব্দে 'মন' কহে—মনে যেই রমে ।
সাধুসঙ্গে সেহ ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

'আত্মা শব্দে কখনও কখনও মনকে বোঝায়, অতএব আত্মারাম শব্দের অর্থ, মনে যিনি রমণ করেন। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে সেই প্রকার আত্মারামেরাও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন।

শ্লোক ১৬৬

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্ ।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ১৬৬ ॥

উদরম্—উদর*; উপাসতে—ধ্যান করেন; যে—যারা; ঋষি-বর্ত্মসু—ঋষিদের প্রদর্শিত পথ; কূর্প-দৃশঃ—স্থূল দেহাত্ম বুদ্ধি-পরায়ণ দৃষ্টি; পরিসর-পদ্ধতিম্—নাড়ীসমূহের প্রসরণ স্থান; হৃদয়ম্—হৃদয়; আরুণয়ঃ—আরুণ আদি ঋষিগণ; দহরম্—হৃদয়াকাশে, হৃদয়ে সূক্ষ্ম পরমাত্মার উপলব্ধি; ততঃ—তা থেকে; উদগাৎ—উদ্গত; অনন্ত—হে অনন্ত; তব—আপনার; ধাম—ধাম; শিরঃ—মস্তকের উপরিভাগ; পরমম্—পরম; পুনঃ—পুনরায়; ইহ—এই জড় জগতে; যৎ—যা; সমেত্য—লাভ করে; ন—না; পতন্তি—পতিত হয়ে; কৃত-অন্ত-মুখে—জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে।

অনুবাদ

" 'যারা কর্মযোগে উদর অর্থাৎ মণিপুরস্থ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাদের বলা হয় শার্করাক্ষ বা কূর্পদৃক্, অর্থাৎ স্থূল দেহাত্ম বুদ্ধিসম্পন্ন। আরুণ আদি ঋষিগণ, সম্প্রদায়ভুক্ত ঋষিগণ নাড়ীসমূহের প্রসরণ স্থান হৃদয়াকাশে সূক্ষ্ম ব্রহ্মের উপাসনা করেন। হে অনন্ত, তার থেকে উৎকৃষ্ট শিরোগত অর্থাৎ মূলাধার থেকে আরম্ভ করে হৃদয়ের মধ্য থেকে মস্তক পর্যন্ত, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত প্রত্যুদ্গত সহস্রদল পদ্মস্বরূপ তোমার উপলব্ধিক্ষেত্র সুষুম্না নামক পরম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ময় ধামে আরোহণ করে যোগীরা আর জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হন না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮৭/১৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৬৭

এহো কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা ।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হঞা ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এই প্রকার যোগীরা শ্রীকৃষ্ণের গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মহামুনিতে পরিণত হন। তখন তারা যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রতিহত না হয়ে ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

*যোগীদের কাছে উদর মণিপুরস্থ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হয়, অর্থাৎ হৃদয়স্থিত ব্রহ্ম খাদ্য হজম করে দেহকে সুস্থ সবল রাখে

শ্লোক ১৬৮

'আত্মা'-শব্দে 'যত্ন' কহে—যত্ন করিয়া ।
"মুনয়োঽপি" কৃষ্ণ ভজে গুণাকৃষ্ট হঞা ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আত্মা শব্দের আর একটি অর্থ 'যত্ন'। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মুনিরাও যত্ন করে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন।

শ্লোক ১৬৯

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্যধঃ ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্বত্র গভীর-রংহসা ॥ ১৬৯ ॥

তস্য এব—সেই প্রকার; হেতোঃ—কারণে; প্রযতেত—যত্ন করা উচিত; কোবিদঃ—বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি; ন—না; লভ্যতে—লাভ করেন; যৎ—যা; ভ্রমতাম্—ভ্রমণশীল; উপরি অধঃ—উপরে ব্রহ্মলোক থেকে নীচে স্থাবর পর্যন্ত; তৎ—তা; লভ্যতে—লাভ হয়; দুঃখবৎ—দুঃখের মতো; অন্যতঃ—অন্য কারণে (পূর্বকৃত কর্মফলে); সুখম্—সুখ; কালেন—কালের প্রভাবে; সর্বত্র—সর্বত্র; গভীর—অনতিক্রম্য; রংহসা—বেগমান।

অনুবাদ

" 'যা সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উচ্চতর লোকে এবং সুতল ও অতল প্রভৃতি অধঃদেশে ভ্রমণ করলেও পাওয়া যায় না, সেই প্রকার দুর্লভ বস্তুর জন্য পণ্ডিতদের যত্ন করা উচিত; কেননা, চতুর্দশ ভুবনের উপরে এবং অধঃদেশে যে সুখ আছে, সেই সমস্তই গভীর বেগযুক্ত কালের দ্বারা দুঃখের মতো অনায়াসেই লাভ করা যায়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১৮) নারদমুনির উক্তি। শ্রীব্যাসদেব যখন সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র প্রণয়ন করেও আত্ম-প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হয়ে অন্তরে খেদ অনুভব করছিলেন, তখন তাঁর অন্তর্যামী গুরুদেব নারদমুনি তাঁকে এইভাবে ভগবদ্ভক্তির মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

শ্লোক ১৭০

সদ্ধর্মস্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ ।
অচিরাদেব সর্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥ ১৭০ ॥

সৎ-ধর্মস্য—ভাগবত ধর্মের পন্থা; অববোধায়—তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য; যেষাম্—যাদের; নির্বন্ধিনী—অবিচলিত; মতিঃ—বুদ্ধি; অচিরাৎ—অতি শীঘ্র; এব—অবশ্যই; সর্ব-অর্থঃ—জীবনের উদ্দেশ্য; সিদ্ধতি—সফল হয়; এষাম্—এই সমস্ত ব্যক্তিদের; অভীপ্সিতঃ—আকাঙ্ক্ষিত।

অনুবাদ

" 'সদ্ধর্মের উদয় করাবার জন্য যাঁদের মতি অবিচলিত, তাঁদের শীঘ্রই অভীপ্সিত সর্বার্থ সিদ্ধি হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *নারদীয়-পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৭১

চ-শব্দ অপি-অর্থে, 'অপি'—অবধারণে ।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"অপি অর্থে চ শব্দের ব্যবহার করা যেতে পারে, 'অপি' শব্দের অর্থ অবধারণ। অর্থাৎ, যত্ন এবং আগ্রহ সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করলে ভগবৎ-প্রেম লাভ হয় না।

শ্লোক ১৭২

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি ।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্লভা ॥ ১৭২ ॥

সাধন ওঘৈঃ—পুঞ্জীভূত সাধনা; অনাসঙ্গৈঃ—আসক্তি রহিত; অলভ্যা—লাভ করা দুষ্কর; সু-চিরাৎ-অপি—সুদীর্ঘকালেও; হরিণা—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; চ—ও; আশু—অতি শীঘ্র; অদেয়া—দান করেন না; ইতি—এইভাবে; দ্বিধা—দুই প্রকার; সা—সেই; স্যাৎ—হয়; সু-দুর্লভা—অত্যন্ত দুর্লভ।

অনুবাদ

" 'দু'টি কারণে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি লাভ না হলে, দীর্ঘকাল ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে ভক্তিলাভ হয় না। দ্বিতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণ সহজে ভগবদ্ভক্তি দান করেন না।'

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৬/১৮) বলা হয়েছে—*মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্*। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সহজেই মুক্তি দান করেন, কিন্তু সহজে ভক্তি দান করেন না। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ দেখতে চান যে ভক্ত ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিলাভের ইচ্ছুক এবং তার আর অন্য কোন বাসনা নেই। তখন

ভগবদ্ভক্তি সহজ লভ্য হয়; তা না হলে ভগবানের কাছ থেকে ভক্তি লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/১/৩৫) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৭৩

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১৭৩ ॥

তেষাম্—তাদের; সতত-যুক্তানাম্—নিরন্তর যুক্ত আছে; ভজতাম্—ভগবৎ-সেবায়; প্রীতি-পূর্বকম্—প্রীতি সহকারে; দদামি—আমি দান করি; বুদ্ধি-যোগম্—বুদ্ধিযোগ বা যথার্থ বুদ্ধিমত্তা; তম্—সেই; যেন—যার দ্বারা; মাম্—আমার কাছে; উপযান্তি—ফিরে আসে; তে—তারা।

অনুবাদ

" 'যারা প্রীতি সহকারে সর্বদা আমার ভজনা করে, আমি তাদের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান দান করি, যার প্রভাবে তারা আমার কাছে ফিরে আসে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভগবদ্গীতা* (১০/১০) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটির বিশেষ বিশ্লেষণ মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৪৯ নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৭৪

'আত্মা'-শব্দে 'ধৃতি' কহে,—ধৈর্যে যেই রমে ।
ধৈর্যবন্ত এব হঞা করয় ভজনে ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আত্মা শব্দের আর একটি অর্থ 'ধৃতি' বা ধৈর্য। সেই অর্থে যিনি ধৈর্য সহকারে ভগবানের ভজন করেন তিনি আত্মারাম।

শ্লোক ১৭৫

'মুনি'-শব্দে—পক্ষী, ভৃঙ্গ; 'নির্গ্রন্থে'—মূর্খজন ।
কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দোঁহার ভজন ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"মুনির শব্দের অর্থ পক্ষী এবং ভ্রমর; এবং নির্গ্রন্থ শব্দের আর একটি অর্থ মূর্খজন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এবং সদ্‌গুরুর কৃপায় তারাও ভগবানের ভজন করেন।

শ্লোক ১৭৬

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্ ।

আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ১৭৬ ॥

প্রায়ঃ—প্রায়; বত—অবশ্যই; অম্ব—হে মাতঃ; মুনয়ঃ—মুনিগণ; বিহগাঃ—পক্ষীসমূহ; বনে—অরণ্যে; অস্মিন্—এই; কৃষ্ণ-ঈক্ষিতম্—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে; তৎ-উদিতম্—তার দ্বারা প্রকাশিত; কল-বেণু-গীতম্—মধুর মুরলীগীত; আরুহ্য—আরোহণ করে; যে—তারা সকলে; দ্রুম-ভুজান্—গাছের ডালে; রুচির-প্রবালান্—সুন্দর শাখা উপশাখা যুক্ত; শৃণ্বন্তি—শ্রবণ করে; মীলিত-দৃশঃ—নিমীলিত চক্ষু; বিগত-অন্য-বাচঃ—অন্য শব্দ রহিত হয়ে।

অনুবাদ

" 'হে মাতঃ, এই বনে যে সমস্ত পক্ষী এবং ভ্রমর সুন্দর সুন্দর পল্লব শোভিত গাছের ডালপালায় আরোহণ করে চক্ষু নিমীলিত করে নিঃশব্দে শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলী গীত শ্রবণ করে, তারা সকলে মহামুনির মতো।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২১/১৪) থেকে উদ্ধৃত। ব্রজে শরৎকাল উপস্থিত হলে শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে বংশীধ্বনি করে পরিভ্রমণ করতে আরম্ভ করায়, তাঁর সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করে গোপিকারা কৃষ্ণসঙ্গ-কামাতুরা হয়ে এই শ্লোকটি বলেছিলেন।

শ্লোক ১৭৭

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিল-লোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে ।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥ ১৭৭ ॥

এতে—এই সমস্ত; অলিনঃ—ভ্রমরেরা; তব—তোমার; যশঃ—যশ; অখিল—সমস্ত; লোক-তীর্থম্—সমস্ত লোক পবিত্রকারী; গায়ন্তে—গান করছে; আদি-পুরুষ—হে আদি পুরুষ; অনুপথম্—পথে পথে; ভজন্তে—ভজন করছে; প্রায়ঃ—প্রায়; অমী—এই সমস্ত; মুনি-গণাঃ—মুনিগণ; ভবদীয়—তোমার; মুখ্যাঃ—মুখ্য ভক্তগণ; গূঢ়ম্—অজ্ঞাত; বনে—বনে; অপি—যদিও; ন—না; জহতি—ত্যাগ করা; অনঘ—হে শুদ্ধ সত্ত্বাধীশ বিগ্রহ; আত্ম-দৈবম্—তাদের আরাধ্য দেবতা।

অনুবাদ

" 'হে অনঘ! হে আদি পুরুষ! এই ভ্রমরেরা অখিল লোক পবিত্রকারী তোমার যশ সমূহ গান করতে করতে তোমার গমন পথে, তোমার পিছনে পিছনে গমন করে ভজন করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই মহান মুনি ঋষি, কিন্তু এখন তারা ভ্রমরের রূপ

ধারণ করেছে। তুমি যদিও নররূপে লীলা-বিলাস করছ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তোমাকে তাদের পরম আরাধ্য ভগবান বলে চিনতে পেরেছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৫/৬) থেকে উদ্ধৃত। পৌগণ্ড বয়সে পদার্পণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদিন শ্রীবলরামসহ বৃন্দাবনের বনে প্রবেশ করে, বলরামের প্রশংসা করে এই শ্লোকটি বলেছিলেন।

শ্লোক ১৭৮

সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য ।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ১৭৮ ॥

সরসি—সরোবরে; সারস—সারস; হংস—হংস; বিহঙ্গাঃ—পক্ষীগণ; চারু-গীত—শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলী ধ্বনি; হৃত-চেতসঃ—জড় চেতনা হারিয়ে; এত্য—নিকটে এসে; হরিম্—পরমেশ্বর ভগবানের; উপাসত—উপাসনা করে; তে—তারা সকলে; যত-চিত্তাঃ—সংযত চিত্ত; হন্ত—আহা; মীলিত-দৃশঃ—চক্ষু নিমীলিত করে; ধৃত-মৌনাঃ—সম্পূর্ণরূপে মৌন অবলম্বন করে।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলী-ধ্বনির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সারস, হংস প্রভৃতি পাখীরা তাদের চক্ষু মুদ্রিত করে নিঃশব্দে তাঁর উপাসনা করে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩৫/১১) থেকে উদ্ধৃত। দিনের বেলায়, শ্রীকৃষ্ণ বনে গমন করলে, বিরহ-সন্তপ্তা গোপীরা অনুশোচনা করে এই শ্লোকটি বলেছিলেন।

শ্লোক ১৭৯

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ১৭৯ ॥

কিরাত—কিরাত নামক অসভ্য জাতি; হূন—হূন নামক জাতি; আন্ধ্র—আন্ধ্রজাতি; পুলিন্দ—পুলিন্দ জাতি; পুল্কশাঃ—পুল্কশা জাতি; আভীর—আভীর; শুম্ভাঃ—শুম্ভা জাতি; যবনাঃ—শাস্ত্র নির্দেশ অমান্যকারী গোমাংসাহারী মানুষ; খশ-আদয়ঃ—খশ আদি; যে—যারা; অন্যে—অন্যদের মতো; চ—ও; পাপাঃ—পাপীগণ; যৎ—পরমেশ্বর ভগবানের;

উপাশ্রয়—ভক্তের; আশ্রয়াঃ—আশ্রয় গ্রহণ করে; শুধ্যন্তি—বিশুদ্ধ হয়; তস্মৈ—তাঁকে, শ্রীবিষ্ণুকে; প্রভবিষ্ণবে—সর্বশক্তিমান শ্রীবিষ্ণুকে; নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণতি।

অনুবাদ

" 'কিরাত, হূন, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশা, আভীর, শুম্ভা, যবন ও খশ আদি এবং আর যে সমস্ত পাপযোনি জাতি আছে, সেই সমস্ত জাতিই যাঁর আশ্রিত বৈষ্ণবদের আশ্রয়ে পরিশুদ্ধ হয়, সেই প্রভাব বিশিষ্ট বিষ্ণুকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৪/১৮) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীশুকদেবের মুখে হরিকথা শ্রবণ করে পরীক্ষিত মহারাজ শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক মতি বিশিষ্ট হয়ে মায়াধীশ ভগবানের সৃষ্টি আদি লীলা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায়, তার উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রথমে এইভাবে ভগবানকে প্রণাম করে মঙ্গলাচরণ করেছেন।

শ্লোক ১৮০

কিংবা 'ধৃতি'-শব্দে নিজপূর্ণতাদি-জ্ঞান কয় ।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয় ॥ ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যখন পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হন তখন তাঁর বেলায়ও ধৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করার ফলে জড় জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে অতি উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে তিনি মহাপূর্ণ হন।

শ্লোক ১৮১

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞান-দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ ।
অপ্রাপ্তাতীত-নষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥ ১৮১ ॥

ধৃতিঃ—ধৈর্য; স্যাৎ—হতে পারেন; পূর্ণতা—পূর্ণতা; জ্ঞান—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞান; দুঃখ-অভাব—ক্লেশ নিবৃত্তি; উত্তম-আপ্তিভিঃ—সর্বোত্তম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে; অপ্রাপ্ত—প্রাপ্ত না হয়ে; অতীত—বিগত; নষ্ট—বিনাশ; অর্থ—উদ্দেশ্য, লক্ষ্য; অনভিসম্-শোচন—শোক নিবৃত্তি; আদি—ইত্যাদি; কৃৎ—করে।

অনুবাদ

" 'পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞান লাভের ফলে দুঃখ নিবৃত্তি এবং পূর্ণতার অনুভূতিকে 'ধৃতি' বলে। ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে এবং প্রাপ্ত বস্তুর হানিতে যে শোক হয়, তা এই পূর্ণতাকে প্রভাবিত করতে পারে না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (২/৪/১৪৪) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৮২

কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তর-হীন ।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ ॥ ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন, এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত তাঁর অন্য কোন বাসনা নেই। তিনি অভিজ্ঞ এবং প্রবীন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমের দিব্য আনন্দ অনুভব করেন এবং সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

শ্লোক ১৮৩

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্ ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ১৮৩ ॥

মৎ—আমার; সেবয়া—সেবার দ্বারা; প্রতীতম্—প্রাপ্ত; তে—তাঁরা; সালোক্য-আদি—সালোক্য আদি মুক্তি; চতুষ্টয়ম্—চার রকম; ন ইচ্ছন্তি—বাসনা করেন না; সেবয়া—সেবার দ্বারা; পূর্ণাঃ—পূর্ণ; কুতঃ—কোথায়; অন্যৎ—অন্যকিছু; কাল-বিপ্লুতম্—যা কালের প্রভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনুবাদ

" 'আমার সেবার প্রভাবে সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় স্বয়ং আগত হলেও, আমার সেবায় পূর্ণরূপে মগ্ন আমার ভক্ত সেগুলি গ্রহণ করেন না; তখন কালের দ্বারা অচিরেই নষ্ট হয়ে যায় যে সুখ তা তিনি গ্রহণ করবেন কেন?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৯/৪/৬৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৮৪

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্যগতানি হি ।
স এব ধৈর্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ॥ ১৮৪ ॥

হৃষীকেশে—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবানকে; হৃষীকাণি—সমস্ত ইন্দ্রিয়; যস্য—যাঁর; স্থৈর্য-গতানি—স্থিতি হয়েছে; হি—অবশ্যই; সঃ—সেই ব্যক্তি; এব—অবশ্যই; ধৈর্যম্ আপ্নোতি—ধৈর্য লাভ করেন; সংসারে—এই জড় জগতে; জীব-চঞ্চলে—যেখানে সকলেই বিচলিত।

অনুবাদ

"এই ক্ষণভঙ্গুর জড় জগতে সকলেই তাদের অনিশ্চিত অবস্থার প্রভাবে বিচলিত। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবান হৃষীকেশের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় স্থিত হয়েছেন, তাই তিনি ধৈর্য লাভ করেছেন।

শ্লোক ১৮৫

'চ'—অবধারণে, ইহা 'অপি'—সমুচ্চয়ে ।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষি-মূর্খ-চয়ে ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"অবধারণে 'চ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এবং সমুচ্চয়ে (সমষ্টি বোঝাতে) 'অপি' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে, তা থেকে বুঝতে হবে যে, পক্ষী এবং মূর্খ ব্যক্তিরা পর্যন্তও ধৃতিমন্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে।

শ্লোক ১৮৬

'আত্মা'-শব্দে 'বুদ্ধি' কহে বুদ্ধিবিশেষ ।
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অবশেষ ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আত্মা শব্দে বিশেষ প্রকার বুদ্ধিকে বোঝান হয়। যেহেতু সমস্ত জীবেরই কিছু না কিছু বুদ্ধি রয়েছে, তাই তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮৭

বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম—দুই ত' প্রকার ।
'পণ্ডিত' মুনিগণ, নির্গ্রন্থ 'মূর্খ' আর ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সকলেরই কিছু না কিছু বুদ্ধি রয়েছে, এবং যিনি তাঁর বুদ্ধির ব্যবহার করেন তাঁকে বলা হয় আত্মারাম। আত্মারাম দুই প্রকার—পণ্ডিত মুনিগণ এবং অশিক্ষিত মূর্খ।

শ্লোক ১৮৮

কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে রতি-বুদ্ধি পায় ।
সব ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণপায় ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এবং সাধুসঙ্গের প্রভাবে, ভগবদ্ভক্তিতে রতি এবং বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়; তাই ভক্ত তখন সবকিছু পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধভক্তিতে যুক্ত হন।

শ্লোক ১৮৯

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ১৮৯ ॥

অহম্—আমি, শ্রীকৃষ্ণ; সর্বস্য—সকলের; প্রভবঃ—উৎপত্তি স্থান যার উৎস; মত্তঃ—আমার থেকে; সর্বম্—সবকিছু; প্রবর্ততে—প্রকাশিত হয়; ইতি—এইভাবে; মত্বা—জেনে; ভজন্তে—ভজনা করে; মাম্—আমাকে; বুধাঃ—পণ্ডিতগণ; ভাব-সমন্বিতাঃ—ভক্তি এবং প্রেম সহকারে।

অনুবাদ

" 'আমি (কৃষ্ণ) সকলের উৎস এবং আমার থেকেই সবকিছু প্রবর্তিত হয়েছে, এই সত্য উপলব্ধি করে পণ্ডিতেরা ভক্তি এবং প্রেম সহকারে আমার ভজনা করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভগবদ্গীতা* (১০/৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৯০

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীল-শিক্ষা-
স্তির্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ১৯০ ॥

তে—তারা সকলে; বৈ—অবশ্যই; বিদন্তি—জানতে পারে; অতিতরন্তি—অতিক্রম করে; চ—ও; দেব-মায়াম্—বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব; স্ত্রী—স্ত্রী; শূদ্র—শূদ্র; হূন—অসভ্য পার্বত্য জাতি; শবরাঃ—শবর; অপি—এমনকি; পাপ-জীবাঃ—পাপী জীব; যদি—যদি; অদ্ভুত-ক্রম—বিস্ময়কর কার্য সম্পাদনকারী; পরায়ণ—ভক্তদের; শীল-শিক্ষাঃ—বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষা; তির্যক্-জনাঃ—পশুপক্ষী; অপি—এমনকি; কিমু—কি বলার আছে; শ্রুত-ধারণাঃ যে—যারা বেদের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অবগত হয়েছেন।

অনুবাদ

" 'স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর আদি পাপী জীব এবং পক্ষী আদি তির্যক জীবেরা যখন অদ্ভুত পরাক্রমশালী ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের আচরণ অনুসরণ করে ভগবদ্ভক্ত হয়ে দূরতিক্রম্য দৈবী মায়া থেকে উদ্ধার পায়, তখন শ্রৌত পন্থী ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের কি কথা?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৭/৪৬) থেকে উদ্ধৃত। ব্রহ্মা তাঁর শিষ্য নারদের কাছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর লীলা অবতার সমূহের ক্রিয়া, প্রয়োজন এবং বিভূতি সমূহ কীর্তন করে দূরত্যয়া মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত শরণাগত উচ্চ কুলোদ্ভূত ভক্তদের নাম বর্ণনা করে নিম্নকুলোদ্ভূত জীবদেরও শ্রৌত পন্থায় মুক্তি লাভের যোগ্যতার কথা বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৯১

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ-পায় ।
সেই বুদ্ধি দেন তাঁরে, যাতে কৃষ্ণ পায় ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"সবকিছু বিচার করে কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে বুদ্ধি দান করেন, যার ফলে তিনি ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় পূর্ণতা লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ১৯২

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১৯২ ॥

তেষাম্—তাদের; সতত-যুক্তানাম্—নিরন্তর যুক্ত আছে; ভজতাম্—ভগবৎ-সেবায়; প্রীতি-পূর্বকম্—প্রীতি সহকারে; দদামি—আমি দান করি; বুদ্ধি-যোগম্—বুদ্ধিযোগ বা যথার্থ বুদ্ধিমত্তা; তম্—সেই; যেন—যার দ্বারা; মাম্—আমার কাছে; উপযান্তি—ফিরে আসে; তে—তারা।

অনুবাদ

" 'যারা প্রীতি সহকারে সর্বদা আমার ভজনা করে, আমি তাদের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান দান করি, যার প্রভাবে তারা আমার কাছে ফিরে আসে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভগবদ্গীতা* (১০/১০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৯৩

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম ।
ব্রজে বাস,—এই পঞ্চ সাধন প্রধান ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কৃষ্ণনাম কীর্তন এবং কৃষ্ণধাম শ্রীব্রজে বাস—এই পাঁচটি প্রধান সাধন।

শ্লোক ১৯৪

এই পঞ্চ-মধ্যে এক 'স্বল্প' যদি হয় ।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যদি এই পাঁচটি সাধনের মধ্যে কোন একটি স্বল্পমাত্রায়ও সাধন করেন এবং তিনি যদি বুদ্ধিমান হন, তাহলে তাঁর সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম ধীরে ধীরে জাগরিত হয়।

শ্লোক ১৯৫

দুরূহাদ্ভুতবীর্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে ।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ১৯৫ ॥

দুরূহ—দুঃসাধ্য; অদ্ভুত—অপূর্ব; বীর্যে—বীর্য সম্পন্ন; অস্মিন্—এই; শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা; দূরে—দূরে; অস্তু—থাকুক; পঞ্চকে—পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি অঙ্গে; যত্র—যাতে; স্বল্পঃ—অল্প; অপি—এমনকি; সম্বন্ধঃ—যোগাযোগ; সৎ-ধিয়াম্—যারা বুদ্ধিমান এবং অপরাধ শূন্য; ভাব-জন্মনে—শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত করার জন্য।

অনুবাদ

" 'শেষোক্ত এই পাঁচটি অঙ্গের প্রভাব এমনই অদ্ভুত এবং দুরূহ যে তার প্রতি শ্রদ্ধা তো দূরে থাকুক, স্বল্প সম্বন্ধ জন্মালেও, তা নিরপরাধ ব্যক্তির সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত করে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/২৩৮) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১৯৬

উদার মহতী যাঁর সর্বোত্তমা বুদ্ধি ।
নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন ব্যক্তি যদি যথার্থই বুদ্ধিমান এবং উদার হন, তাহলে জড় ভোগ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করলেও শুদ্ধভক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ১৯৭

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ১৯৭ ॥

অকামঃ—জড় সুখভোগ বাসনা রহিত শুদ্ধ ভক্ত; সর্ব-কামঃ—অন্তহীন জড় ভোগবাসনা সমন্বিত; বা—অথবা; মোক্ষ-কামঃ—মুক্তিকামী; উদার-ধীঃ—অত্যন্ত বুদ্ধিমান; তীব্রেণ—দৃঢ়; ভক্তি-যোগেন—ভক্তিযোগের দ্বারা; যজেত—আরাধনা করা উচিত; পুরুষম্—পুরুষোত্তমকে; পরম্—পরম।

অনুবাদ

" 'সর্বপ্রকার কামনাযুক্ত হোন অথবা সম্পূর্ণ নিষ্কাম হোন, অথবা মুক্তিকামীই হোন উদারবুদ্ধি হওয়া মাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধ ভক্তিযোগে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করবেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৩/১০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৯৮

ভক্তি-প্রভাব,—সেই কাম ছাড়াঞা ।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবদ্ভক্তির এমনই প্রভাব যে তা ধীরে ধীরে সমস্ত কামনা বাসনা থেকে মুক্ত করে শ্রীকৃষ্ণের গুণের দ্বারা আকৃষ্ট করে জীবকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি প্রদান করে।

শ্লোক ১৯৯

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছা-পিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ১৯৯ ॥

সত্যম্—সত্য; দিশতি—দান করেন; অর্থিতম্—অভীষ্ট বস্তু; অর্থিতঃ—প্রার্থীত; নৃণাম্—মানুষদের দ্বারা; ন—না; এব—অবশ্যই; অর্থ-দঃ—পরমার্থপ্রদ; যৎ—যা; পুনঃ—পুনরায়; অর্থিতা—কাম পূরণ প্রার্থনা; যতঃ—যা থেকে; স্বয়ম্—তিনি নিজে; বিধত্তে—দান করেন; ভজতাম্—সেবকদের; অনিচ্ছতাম্—তারা ইচ্ছা না করলেও; ইচ্ছা-পিধানম্—সর্বকাম পরিপূরক; নিজ-পাদ-পল্লবম্—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়।

অনুবাদ

" 'কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন, সে কথা সত্য; কিন্তু যা থেকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয় সেই প্রকার বস্তু তিনি দান করেন না। অন্য কামনা যুক্ত হয়ে কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, কৃষ্ণ স্বয়ংই তাদের জন্য কামনা শান্তিকারী তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় দান করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৫/১৯/২৬) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২০০

'আত্মা'-শব্দে 'স্বভাব' কহে, তাতে যেই রমে ।
আত্মারাম জীব যত স্থাবর-জঙ্গমে ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

"আত্মা শব্দের আর একটি অর্থ 'স্বভাব', তাতে যিনি রমণ করেন তাকে বলা হয় আত্মারাম। সেই সূত্রে, স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবই আত্মারাম।

শ্লোক ২০১

জীবের স্বভাব—কৃষ্ণ-'দাস'-অভিমান ।
দেহে আত্ম-জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই 'জ্ঞান' ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

"জীবের স্বভাব নিজেকে কৃষ্ণদাস বলে মনে করা। কিন্তু, মায়ার প্রভাবে, সে যখন তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে তখন তার জ্ঞান আচ্ছাদিত হয়।

শ্লোক ২০২

চ-শব্দে 'এব', 'অপি'-শব্দ সমুচ্চয়ে ।
'আত্মারামা এব' হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

"চ শব্দের দ্বারা 'এব' বোঝান হয়েছে, এবং 'অপি' শব্দের দ্বারা সমুচ্চয় বোঝান হয়েছে। সেই অর্থে 'আত্মারামা এব' শব্দে বোঝান হয়েছে যে, সমস্ত জীব শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে।'

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিটি জীবই আত্মারাম। সাময়িকভাবে মায়ার প্রভাবে আচ্ছাদিত হয়ে জীব তার ইন্দ্রিয় সেবায় যুক্ত হয়, যা কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যরূপে প্রকাশিত হয়। জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় প্রতিটি জীবই ইন্দ্রিয়-তর্পণে মগ্ন, কিন্তু তারা যখন ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ভক্তের সঙ্গ লাভ করে তখন তারা পবিত্র হয় এবং তাদের স্বাভাবিক চেতনা জাগরিত হয়। তখন তারা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের প্রচেষ্টায় তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়।

শ্লোক ২০৩

এই জীব—সনকাদি সব মুনিজন ।
'নির্গ্রন্থ'—মূর্খ, নীচ, স্থাবর-পশুগণ ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এখানে জীব বলতে সনকাদি মুনিগণ, মূর্খ, নীচ, বৃক্ষ, লতা, পশু ও পক্ষী সমস্ত জীবদের বোঝান হয়েছে।

শ্লোক ২০৪

ব্যাস-শুক-সনকাদির প্রসিদ্ধ ভজন ।
'নির্গ্রন্থ' স্থাবরাদির শুন বিবরণ ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্যাসদেব, শুকদেব, সনক আদি চতুঃসন, এদের ভগবদ্ভক্তি প্রসিদ্ধ। এখন আমি বর্ণনা করব বৃক্ষ, লতা আদি স্থাবর জীবেরাও কিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়।

শ্লোক ২০৫

কৃষ্ণকৃপাদি-হেতু হৈতে সবার উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয় ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবে সকলের কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হয়ে তারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়।

তাৎপর্য

সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়ও* (৯/৩২) ভগবান বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র আদি নীচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিরাও আমার আশ্রয় গ্রহণ করলে পরম গতি প্রাপ্ত হতে পারে।"

সকলে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হতে পারেন। প্রয়োজন কেবল যথাযথ পন্থায় অনুশীলন করার শিক্ষা লাভ করা। শ্রীকৃষ্ণের অনুগত ভক্তদের কাজ হচ্ছে যে, সকলকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করা। শ্রীকৃষ্ণের অনুগত ভক্তরা যদি এই দায়িত্বভার গ্রহণ না করেন, তাহলে কে এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে? যারা নিজেদের ভক্ত বলে দাবী করে অথচ কৃষ্ণভক্তির স্তরে জীবকে উন্নীত করার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে না তারা কনিষ্ঠ অধিকারী (সর্ব নিম্নস্তরের ভক্ত)। কেউ যখন মধ্যম অধিকারীর স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন। যারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা যেন কনিষ্ঠ অধিকারীর স্তরে না থেকে ভগবানের বাণী প্রচার করে মধ্যম অধিকারী স্তরে উন্নীত হন। ভগবানের সেবা এমনই মনোমুগ্ধকর যে উত্তম অধিকারী ভক্তরা পর্যন্তও সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য ভগবানের বাণী প্রচার করতে এবং ভগবানের সেবা করতে মধ্যম অধিকারীর স্তরে নেমে আসেন।

শ্লোক ২০৬

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণ-বীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥ ২০৬ ॥

ধন্যা—মহিমান্বিতা; **ইয়ম্**—এই; **অদ্য**—আজ; **ধরণী**—ধরিত্রী; **তৃণ-বীরুধঃ**—তৃণ-গুল্মাদি; **ত্বৎ**—তোমার; **পাদ-স্পৃশঃ**—পাদস্পর্শে; **দ্রুম-লতাঃ**—বৃক্ষ-লতা; **করজ-অভিমৃষ্টাঃ**—নখস্পর্শে; **নদ্যঃ**—নদীসমূহ; **অদ্রয়ঃ**—পর্বতসমূহ; **খগ-মৃগাঃ**—পশু-পক্ষী; **সদয় অবলোকৈঃ**—সকরুণ দৃষ্টিপাতের ফলে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ, ব্রজবালাগণ; **অন্তরেণ**—বক্ষের দ্বারা; **ভুজয়োঃ**—বাহু যুগল; **অপি**—ও; **যৎ**—যেজন্য; **স্পৃহা**—আকাঙ্ক্ষা; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী।

অনুবাদ

" 'এই ভূমি (ব্রজভূমি) আজ ধন্য হয়েছে; তোমার পাদস্পর্শে তৃণগুল্মসকল, তোমার অঙ্গুলিস্পর্শে তরুলতা, তোমার সকরুণ দৃষ্টিপাতে নদী-পর্বত-পশু-পক্ষী-সমূহ, এবং লক্ষ্মীরও স্পৃহনীয় তোমার বাহু যুগলের মধ্যবর্তী বক্ষস্থল প্রাপ্ত হয়ে গোপীগণ সকলে ধন্য হয়েছেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৫/৮) শ্রীবলরামের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্লোক ২০৭

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥ ২০৭ ॥

গাঃ—গাভীগণ; **গোপকৈঃ**—গোপবালকদের সঙ্গে; **অনুবনম্**—প্রতি বনে; **নয়তোঃ**—পরিচালিত করা; **উদার**—মহান; **বেণু-স্বনৈঃ**—বংশীর ধ্বনির দ্বারা; **কল-পদৈঃ**—মধুর সুর; **তনু-ভৃৎসু**—দেহধারী জীবদের মধ্যে; **সখ্যঃ**—হে সখাগণ; **অস্পন্দনম্**—স্পন্দনহীন; **গতিমতাম্**—গতিশীল জীবদের; **পুলকঃ**—পুলক; **তরূণাম্**—জঙ্গম বৃক্ষরাজী; **নির্যোগ-পাশ**—গাভীর পিছনের পা দু'টি বাঁধার রজ্জু; **কৃত-লক্ষণয়োঃ**—তাদের দুজনের (কৃষ্ণ ও বলরামের), যাদের লক্ষণ সমূহের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে; **বিচিত্রম্**—বিচিত্র।

অনুবাদ

" 'হে সখীগণ, কৃষ্ণ-বলরাম তাদের গাভী এবং গোপসখাদের সঙ্গে নিয়ে বনে বনে গমন করছে। তাদের হাতে রজ্জু, যা দিয়ে দুধ দোহন করার সময় গাভীর পিছনে পা দু'টি বাঁধা হয়। তাঁরা যখন তাঁদের বাঁশী বাজান, তখন তাঁদের মধুর গীতে পুলকিত হয়ে স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীব স্তম্ভিত হয়। এই সমস্ত অতি বিচিত্র।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২১/১৯) থেকে উদ্ধৃত। ব্রজে শরৎকাল উপস্থিত হলে, শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে বাঁশী বাজিয়ে গোচারণ ছলে পরিভ্রমণ করতে আরম্ভ করায়, গোপিকারা

বংশীধ্বনি শ্রবণ করে কৃষ্ণসঙ্গ-কামাতুরা হয়ে ইতঃস্তত ভ্রমণ করতে করতে, এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী কীর্তন করেছেন।

শ্লোক ২০৮

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ২০৮ ॥

বন-লতাঃ—বনের লতাগুল্ম; তরবঃ—বৃক্ষরাজি; আত্মনি—পরমাত্মায়; বিষ্ণুম্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ—প্রকাশ করে; ইব—মতন; পুষ্প-ফল-আঢ্যাঃ—ফল, ফুল ইত্যাদিতে পূর্ণ; প্রণত-ভার—ভারাবনত; বিটপাঃ—তরুরাজি; মধু-ধারাঃ—মধুধারা; প্রেম-হৃষ্ট—ভগবৎ-প্রেমে উৎফুল্ল হয়ে; তনবঃ—যাদের দেহ; ববৃষুঃ—নিরন্তর বর্ষণ করেছেন; স্ম—অবশ্যই।

অনুবাদ

" 'কৃষ্ণপ্রেমে হরষিত হয়ে বনের বৃক্ষরাজি এবং লতা ফলে-ফুলে পূর্ণ হয়ে ভারাবনত হয়েছিল। কৃষ্ণপ্রেমে পুলকিত হয়ে তারা মধুধারা বর্ষণ করেছিল।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩৫/৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২০৯

কিরাতহূণান্ধ্র-পুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ২০৯ ॥

কিরাত—কিরাত নামক অসভ্য জাতি; হূন—হূন নামক জাতি; আন্ধ্র—আন্ধ্রজাতি; পুলিন্দ—পুলিন্দ জাতি; পুক্কশাঃ—পুক্কশা জাতি; আভীর—আভীর জাতি; শুম্ভাঃ—শুম্ভা জাতি; যবনাঃ—যে নির্দেশ অমান্যকারী গোমাংসাহারী মানুষ; খশ-আদয়ঃ—খশ আদি; যে—যারা; অন্যে—অন্য আর; চ—ও; পাপাঃ—পাপী; যৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; উপাশ্রয়—ভক্তের; আশ্রয়াঃ—আশ্রয় গ্রহণ করে; শুধ্যন্তি—বিশুদ্ধ হয়; তস্মৈ—তাঁকে, শ্রীবিষ্ণুকে; প্রভবিষ্ণবে—সর্বশক্তিমান শ্রীবিষ্ণুকে; নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণতি।

অনুবাদ

" 'কিরাত, হূন, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন ও খশ আদি এবং আর যে সমস্ত পাপযোনি জাতি আছে, সেই সমস্ত জাতিই যাঁর আশ্রিত বৈষ্ণবদের আশ্রয়ে পরিশুদ্ধ হয়, সেই প্রভাব বিশিষ্ট বিষ্ণুকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।'

শ্লোক ২১০

আগে 'তের' অর্থ করিলুঁ, আর 'ছয়' এই ।
ঊনবিংশতি অর্থ হইল মিলি' এই দুই ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

"আগে আমি তেরটি অর্থ করেছি। এখন আরও ছ'টি অর্থ প্রকাশ করলাম। সব মিলিয়ে মোট উনিশটি অর্থ হল।

তাৎপর্য

ছ'টি অর্থ যথাক্রমে—১। 'মনোরমণশীল' (শ্লোক ১৬৫), ২। যত্নে রমণশীল' (শ্লোক ১৬৮), ৩। 'ধৈর্যশীল' (শ্লোক ১৭৪), ৪। 'বুদ্ধিমান এবং পণ্ডিত মুনি' (শ্লোক ১৮৭), ৫। 'বুদ্ধিমান কিন্তু অশিক্ষিত এবং মূর্খ' (শ্লোক ১৮৭), এবং ৬। 'নিজেকে কৃষ্ণদাস বলে যিনি অভিমান করেন' (শ্লোক ২০১)।

শ্লোক ২১১

এই উনিশ অর্থ করিলু, আগে শুন আর ।
'আত্মা'-শব্দে 'দেহ' কহে,—চারি অর্থ তার ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে আমি উনিশটি অর্থ করলাম। এছাড়া অন্য অর্থ শ্রবণ কর। আত্মা শব্দে দেহকে বোঝান হয়, এবং তার চারটি অর্থ।

তাৎপর্য

তার চারটি অর্থ—১। ঔপাধিক ব্রহ্মদেহ (শ্লোক ২১২), ২। কর্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকের কর্মদেহ (শ্লোক ২১৪), ৩। তপোদেহ (শ্লোক ২১৬) এবং ৪। সর্বকামদেহ (শ্লোক ২১৮)।

শ্লোক ২১২

দেহারামী দেহে ভজে 'দেহোপাধি ব্রহ্ম' ।
সৎসঙ্গে সেহ করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

"দেহাত্ম বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি দেহকে ঔপাধিক ব্রহ্মমূর্তি জেনে নিজ দেহের সেবা করতে করতে সাধুসঙ্গে সে বিবর্ত বুদ্ধি পরিত্যাগ করে কৃষ্ণসেবা করেন।

শ্লোক ২১৩

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্ ।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ২১৩ ॥

উদরম্—উদর, যোগীদের কাছে মণিপুরস্থ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হয় অর্থাৎ হৃদয়স্থিত ব্রহ্ম খাদ্য হজম করে দেহকে সুস্থ সবল রাখে; উপাসতে—ধ্যান করেন; য—যারা; ঋষি-বর্ত্মসু—ঋষিদের প্রদর্শিত পথ; কূর্প-দৃশঃ—স্থূল দেহাত্মবুদ্ধি-পরায়ণ দৃষ্টি; পরিসর-পদ্ধতিম্—নাড়ী সমূহের প্রসরণ স্থান; হৃদয়ম্—হৃদয়; আরুণয়ঃ—আরুণি ঋষিগণ; দহরম্—হৃদয়াকাশে, হৃদয়ে সূক্ষ্ম পরমাত্মার উপলব্ধি; ততঃ—তা থেকে; উদগাৎ—উদ্‌গত; অনন্ত—হে অনন্ত; তব—আপনার; ধাম—ধাম; শিরঃ—মস্তকের উপরিভাগ; পরমম্—পরম; পুনঃ—পুনরায়; ইহ—এই জড় জগতে; যৎ—যা; সমেত্য—লাভ করে; ন—না; পতন্তি—পতিত হয়ে; কৃত-অন্তমুখে—জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে।

শ্লোকার্থ

" 'যারা কর্মযোগে উদর অর্থাৎ মণিপুরস্থ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাদের বলা হয় শার্করাক্ষ, অর্থাৎ স্থূল দেহাত্ম বুদ্ধিসম্পন্ন। আরুণি ঋষিগণ সম্প্রদায়ভুক্ত ঋষিগণ নাড়ী সমূহের প্রসরণ স্থান হৃদয়াকাশে সূক্ষ্ম ব্রহ্মের উপাসনা করেন। হে অনন্ত, তার থেকে উৎকৃষ্ট শিরোগত অর্থাৎ মূলাধার থেকে আরম্ভ করে হৃদয়ের মধ্যে থেকে মস্তক, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত প্রত্যুদ্‌গত সহস্রদল পদ্মস্বরূপ তোমার উপলব্ধি ক্ষেত্র সুষুম্না নামক পরমশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ময় ধামে আরোহণ করে যোগীরা আর জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হন না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮৭/১৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২১৪

দেহারামী কর্মনিষ্ঠ—যাজ্ঞিকাদি জন ।
সৎসঙ্গে 'কর্ম' ত্যজি' করয় ভজন ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"যারা দেহাত্মবুদ্ধি-পরায়ণ তারা সাধারণত কর্মনিষ্ঠ—যাগযজ্ঞ আদি অনুষ্ঠান পরায়ণ। তারাও সুকৃতির ফলে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে কর্মনিষ্ঠারূপ যজ্ঞ ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন।

শ্লোক ২১৫

কর্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্ ।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ২১৫ ॥

কর্মণি—সকাম কর্মে; অস্মিন্—এই; অনাশ্বাসে—তার ফল নিশ্চিত না হলেও; ধূম-ধূম্র-আত্মনাম্—যাদের দেহ ধূমের দ্বারা আবৃত; ভবান্—আপনি; আপায়য়তি—পান করার সুযোগ দেন; গোবিন্দ-পাদ-পদ্ম-আসবম্—গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের আসব; মধু—মধুর।

অনুবাদ

" 'আমরা কর্মমার্গে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার আয়োজন করেছিলাম, কিন্তু তার ফল সম্বন্ধে আমাদের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। কর্মমার্গে যজ্ঞাগ্নির ধূম দ্বারা ধূম্র মলিনীভূত আপনি আমাদের গোবিন্দ পাদপদ্মের মধুময় আসব পান করাচ্ছেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/১৮/১২) থেকে উদ্ধৃত। নৈমিষারণ্যে মহর্ষিদের সভায় শৌনক ঋষি সূত গোস্বামীকে একথা বলেন। সূত গোস্বামী যখন সেই সভায় পরমেশ্বর ভগবানের মহিমান্বিত লীলা বর্ণনা করতে শুরু করেন, তখন সেখানে সমাগত সমস্ত ঋষিরা কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন। কেননা তার ফলের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। যজ্ঞাগ্নি থেকে উদ্‌গত ধূমের দ্বারা সেই সমস্ত ঋষিদের দেহ আবৃত হয়েছিল।

শ্লোক ২১৬

'তপস্বী' প্রভৃতি যত দেহারামী হয় ।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী আছে, তারাও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে তপস্যা ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন।

শ্লোক ২১৭

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ২১৭ ॥

যৎ-পাদ-সেবা-অভিরুচিঃ—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় অভিরুচি; তপস্বিনাম্—তপস্বীদের; অশেষ—অন্তহীন; জন্ম-উপচিতম্—জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত; মলম্—মল; ধিয়ঃ

—বুদ্ধিঃ; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; ক্ষিণোতি—দূর হয়ে যায়; অন্বহম্—প্রতিদিন; এধতী—বর্ধমানা; সতী—সত্ত্বগুণ সমন্বিত; যথা—যেমন; পদ-অঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুলি থেকে উদ্ভূত; সরিৎ—গঙ্গা নদী।

অনুবাদ

" 'ভগবানের সেবা, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভূত গঙ্গা নদীর মতো। তাঁর স্বাদ প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়ে তপস্বীদিগের অশেষ জন্মজন্মান্তরে কলুষ বিনাশ করে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৪/২১/৩১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২১৮

দেহারামী, সর্বকাম—সব আত্মারাম ।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি' সব কাম ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"দেহাত্মবুদ্ধি পরায়ণ সর্বকামনা যুক্ত আত্মারামগণ কামনারূপ অনর্থ পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবে কৃষ্ণভজন করেন।

শ্লোক ২১৯

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্ ।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥ ২১৯ ॥

স্থান-অভিলাষী—জড় জগতে উচ্চপদ অভিলাষী; তপসি—তপস্যায়; স্থিতঃ—স্থিত; অহম্—আমি; ত্বাম্—আপনাকে; প্রাপ্তবান্—প্রাপ্ত হয়েছি; দেব-মুনি-ইন্দ্র-গুহ্যম্—দেবতা এবং মুনীন্দ্রেরও দুর্লভ; কাচম্—কাঁচ; বিচিন্বন্—অন্বেষণ করতে করতে; অপি—যদিও; দিব্য-রত্নম্—দিব্য রত্ন; স্বামিন্—হে প্রভু; কৃত-অর্থঃ অস্মি—আমি সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ হয়েছি; বরম্—বর; ন যাচে—প্রার্থনা করি না।

অনুবাদ

(ধ্রুব মহারাজকে কৃষ্ণ বর দিতে ইচ্ছা করলে ধ্রুব মহারাজ বললেন), " 'হে প্রভু, আমি জড় জগতে উচ্চপদ লাভ করার বাসনায় তোমার তপস্যায় রত হয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেবতা ও মুনীন্দ্রেরও দুর্লভ তোমাকে প্রাপ্ত হয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি—সামান্য কাঁচ অন্বেষণ করতে করতে আমি দিব্যরত্ন পেয়েছি। আমি আর অন্য বর প্রার্থনা করি না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *হরিভক্তিসুধোদয়ে* (৭/২৮) পাওয়া যায়।

শ্লোক ২২০

এই চারি অর্থ সহ হইল 'তেইশ' অর্থ ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্ব কথিত উনিশ প্রকার অর্থের সঙ্গে 'আত্মারাম' শব্দের এই চার প্রকার 'দেহারাম' যোগ করলে তেইশ প্রকার অর্থ হয়। এছাড়া আরও তিনটি উপযুক্ত অর্থ শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

আর তিনটি অর্থ—১) চ শব্দের 'যথাসময়ে' অর্থ, ২) চ শব্দের 'এব' এবং অপি শব্দের 'গর্হণ' অর্থ, এবং ৩) নির্গ্রন্থ শব্দে 'নির্ধন' অর্থ।

শ্লোক ২২১

চ-শব্দে 'সমুচ্চয়ে', আর অর্থ কয় ।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে চ শব্দের অর্থ 'সমুচ্চয়'। এই অর্থ অনুসারে আত্মারাম এবং মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। 'সমুচ্চয়' ব্যতীত চ শব্দের আর একটি অর্থ রয়েছে।

শ্লোক ২২২

'নির্গ্রন্থাঃ' হঞা ইঁহা 'অপি'—নির্ধারণে ।
'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ' যথা বিহরয়ে বনে ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

"নির্গ্রন্থাঃ শব্দটি আত্মারাম ও মুনি উভয়ের বিশেষণ, এবং অপি শব্দ নির্ধারণে প্রযুক্ত হয়েছে। যথা 'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ' বলতে বোঝায় যে রাম এবং কৃষ্ণ উভয়েই বনে বিহার করছেন।

তাৎপর্য

'রাম ও কৃষ্ণ বনে বিহার করেন' বললে উভয়েরই বনবিহার উদ্দিষ্ট হয়।

শ্লোক ২২৩

চ-শব্দে 'অন্বাচয়ে' অর্থ কহে আর ।
'বটো, ভিক্ষামট, গাঞ্চানয়' যৈছে প্রকার ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"চ শব্দে 'অন্বাচয়' অর্থ, অর্থাৎ একের প্রাধান্য ও অন্যের অপ্রাধান্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—'হে ব্রহ্মচারী, ভিক্ষা করতে যাও এবং সেই সঙ্গে গাভীগুলিও নিয়ে এস।'

শ্লোক ২২৪

কৃষ্ণমননে মুনি কৃষ্ণে সর্বদা ভজয় ।
'আত্মারামা অপি' ভজে,—গৌণ অর্থ কয় ॥ ২২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন মুনিরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। আত্মারামেরাও ভগবানের ভজন করেন। এটি গৌণ অর্থ।

তাৎপর্য

'চ' শব্দে অন্বাচয় অর্থ বোঝায় যে, 'চ' শব্দের দ্বারা দু'টি শব্দ যুক্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে একটিকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং অপরটির অপ্রাধান্য ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন—"হে ব্রহ্মচারী, ভিক্ষা সংগ্রহ করতে যাও এবং সেই সঙ্গে গাভীগুলিকে নিয়ে এস"। এখানে ভিক্ষারই প্রাধান্য এবং গাভী আনয়নে অপ্রাধান্য সূচিত হয়েছে। তেমনই যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন, সেই কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ভক্তের প্রাধান্য এবং আত্মারামগণের কৃষ্ণভজনে গৌণভাবে অপ্রাধান্য সূচিত হয়েছে।

শ্লোক ২২৫

'চ' এবার্থে—'মুনয়ঃ এব' কৃষ্ণেরে ভজয় ।
"আত্মারামা অপি"—'অপি' 'গর্হা'-অর্থ কয় ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"চ শব্দ 'এবার্থে' এবং অপি শব্দ 'নিন্দার্থে' প্রযুক্ত হলে এইরূপ অর্থ হয়,—আত্মারাম হয়েও সেই অবস্থার গৌরব পরিত্যাগ করে মুনিগণই কৃষ্ণভজন করেন।'

শ্লোক ২২৬

'নির্গ্রন্থ হঞা'—এই দুঁহার 'বিশেষণ' ।
আর অর্থ শুন, যৈছে সাধুর সঙ্গম ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'নির্গ্রন্থ' শব্দটি আত্মারাম ও মুনি, এই উভয়েরই 'বিশেষণ'। তার আর একটি অর্থ, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে নির্গ্রন্থ (ব্যাধও) ভক্তে পরিণত হয়।

শ্লোক ২২৭

নির্গ্রন্থ-শব্দে কহে তবে 'ব্যাধ', 'নির্ধন' ।
সাধুসঙ্গে সেহ করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥ ২২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"নির্গ্রন্থ শব্দে 'অপি' নির্ধারণার্থে প্রযুক্ত হলে, 'ব্যাধ' ও 'নির্ধন' বোঝায়। নারদমুনির মতো সাধুর সঙ্গের প্রভাবে তারাও শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন।

শ্লোক ২২৮

'কৃষ্ণারামাশ্চ' এব—হয় কৃষ্ণ-মনন ।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ॥ ২২৮ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কৃষ্ণারামাশ্চ' শব্দে বোঝায় যিনি শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করে আনন্দ লাভ করেন। সেই ব্যক্তি ব্যাধ হলেও, উত্তম ভাগবত হয়ে সকলের পূজ্য হন।

শ্লোক ২২৯

এক ভক্ত-ব্যাধের কথা শুন সাবধানে ।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ-মহিমার জ্ঞানে ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি এক ব্যাধের কাহিনী বলব, যে নারদমুনির সঙ্গপ্রভাবে মহাভাগবতে পরিণত হয়েছিল। এই কাহিনীটি থেকে যে কেউ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে।

শ্লোক ২৩০

এক দিন শ্রীনারদ দেখি' নারায়ণ ।
ত্রিবেণী-স্নানে প্রয়াগ করিলা গমন ॥ ২৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"একদিন দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে দর্শন করে, ত্রিবেণীতে স্নান করার জন্য প্রয়াগে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দেবর্ষি নারদ এমনই মুক্ত যে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে নারায়ণকে দর্শন করতে যেতে পারেন এবং তারপরেই এই জড় জগতে, প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করতে যেতে পারেন। ত্রিবেণী শব্দের অর্থ তিনটি নদীর সঙ্গম। আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে স্নান করতে যায়, বিশেষ করে মাঘমেলার সময় (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে)। জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত মহাত্মারা সর্বত্র গমনাগমন করতে পারেন, তাই জীবকে বলা হয় সর্বগ অর্থাৎ সে সর্বত্র গমন করতে পারে। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকেরা অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের জড় দেহের জন্য তারা তাদের ইচ্ছামতো যেখানে-সেখানে ভ্রমণ করতে পারে না। কিন্তু, কেউ যখন তার চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি

অনায়াসে সর্বত্র গমনাগমন করতে পারেন। এই জড় জগতে সিদ্ধলোক বলে একটি গ্রহলোক রয়েছে, যেখানকার অধিবাসীরা যন্ত্র অথবা মহাকাশ যানের সাহায্য ব্যতীতই এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে ভ্রমণ করতে পারেন। এই জড় জগতে প্রতিটি লোকেই কোন কোন বিশেষ সুবিধা রয়েছে (বিভূতি ভিন্ন)। কিন্তু চিজ্জগতে প্রতিটি লোক এবং সেখানকার অধিবাসীরা চিচ্ছক্তির দ্বারা রচিত। যেহেতু সেখানে কোনরকম জড় প্রতিবন্ধক নেই, তাই বলা হয় চিজ্জগতে সবকিছুই দ্বৈতভাবরহিত।

শ্লোক ২৩১

বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি' ।
বাণ-বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়্ফড়ি ॥ ২৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনি দেখলেন যে বনপথে একটি মৃগ বাণবিদ্ধ অবস্থায় ভগ্নপাদ হয়ে পড়ে রয়েছে, এবং সে যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

শ্লোক ২৩২

আর কতদূরে এক দেখেন শূকর ।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়্ফড় ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"আর কিছুদূরে গিয়ে নারদমুনি দেখেন, একটি শূকরও সেইভাবে বাণবিদ্ধ অবস্থায় ভগ্নপাদ হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

শ্লোক ২৩৩

ঐছে এক শশক দেখে আর কতদূরে ।
জীবের দুঃখ দেখি' নারদ ব্যাকুল-অন্তরে ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আর কিছু দূরে গিয়ে নারদমুনি দেখেন যে, একটি শশকও ঐভাবে বাণবিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। জীবের এই দুঃখ দেখে নারদমুনি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

শ্লোক ২৩৪

কতদূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষে ওঁত হঞা ।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কিছু দূরে গিয়ে নারদমুনি দেখেন যে একটি ব্যাধ আরও পশু হত্যা করার জন্য ধনুকে বাণ জুড়ে একটি গাছের আড়ালে ওঁত পেতে রয়েছে।

শ্লোক ২৩৫

শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর ।
ধনুর্বাণ হস্তে,—যেন যম দণ্ডধর ॥ ২৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই ব্যাধের গায়ের রং কালো, তার চোখ দুটি রক্তবর্ণ, এবং তার রূপ মহা ভয়ঙ্কর। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ধনুর্বাণ হাতে দণ্ডধর যমরাজ দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

শ্লোক ২৩৬

পথ ছাড়ি' নারদ তার নিকটে চলিল ।
নারদে দেখি' মৃগ সব পলাঞা গেল ॥ ২৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"বনপথ ছেড়ে নারদমুনি সেই ব্যাধের কাছে এগিয়ে গেলেন, এবং তখন নারদমুনিকে দেখে সমস্ত পশুরা সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

শ্লোক ২৩৭

ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তাঁরে গালি দিতে চায় ।
নারদ-প্রভাবে মুখে গালি নাহি আয় ॥ ২৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"ক্রুদ্ধ হয়ে তখন ব্যাধটি নারদমুনিকে গালি দিতে উদ্যত হল, কিন্তু নারদমুনির প্রভাবে তার মুখে গালি এল না।

শ্লোক ২৩৮

"গোসাঞি, প্রয়াণ-পথ ছাড়ি' কেনে আইলা ।
তোমা দেখি' মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা ॥" ২৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনিকে উদ্দেশ্য করে ব্যাধটি তখন বলল, 'হে গোস্বামী! হে মহাত্মা! আপনি কেন বনপথ ছেড়ে এদিকে এলেন? আপনাকে দেখে আমার লক্ষ্য সমস্ত পশুরা পালিয়ে গেল।'

শ্লোক ২৩৯

নারদ কহে,—"পথ ভুলি' আইলাঙ পুছিতে ।
মনে এক সংশয় হয়, তাহা খণ্ডাইতে ॥ ২৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনি তাঁর উত্তরে বললেন, 'আমার মনের একটি সংশয় দূর করার জন্য, তোমাকে প্রশ্ন করতে, আমি পথ ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি।

শ্লোক ২৪০

পথে যে শূকর-মৃগ, জানি তোমার হয় ।"
ব্যাধ কহে,—"যেই কহ, সেই ত' নিশ্চয়" ॥ ২৪০ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমি জানি যে, পথে যে সমস্ত শূকর এবং পশু বাণবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেগুলি তুমিই শিকার করেছ।' ব্যাধ তখন উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আপনি যা অনুমান করেছেন তা ঠিকই।'

শ্লোক ২৪১

নারদ কহে,—"যদি জীবে মার' তুমি বাণ ।
অর্ধ-মারা কর কেনে, না লও পরাণ?" ২৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি যদি তোমার বাণের আঘাতে পশুদের মার, কেন তবে একবারে তাদের প্রাণ না নিয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় তাদের ফেলে রাখ?'

শ্লোক ২৪২

ব্যাধ কহে,—"শুন, গোসাঞি, 'মৃগারি' মোর নাম ।
পিতার শিক্ষাতে আমি করি ঐছে কাম ॥ ২৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্যাধ তখন বলল, 'হে মহাত্মা, আমার নাম মৃগারি, আমার পিতার শিক্ষাক্রমে আমি ঐ প্রকার কর্ম করি।

শ্লোক ২৪৩

অর্ধ-মারা জীব যদি ধড়্ফড় করে ।
তবে ত' আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে ॥" ২৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

" 'অর্ধমৃত পশুদের যন্ত্রণায় ধড়্ফড় করতে দেখলে আমার মনে খুব আনন্দ হয়।'

শ্লোক ২৪৪

নারদ কহে,—'একবস্তু মাগি তোমার স্থানে' ।
ব্যাধ কহে,—"মৃগাদি লহ, যেই তোমার মনে ॥ ২৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনি তখন ব্যাধকে বললেন, 'তোমার কাছে আমি একটি ভিক্ষা চাই।' ব্যাধ তখন বলল, 'যে পশু আপনি নিতে চান সেটি আপনি নিতে পারেন।

শ্লোক ২৪৫

মৃগছাল চাহ যদি, আইস মোর ঘরে ।
যেই চাহ তাহা দিব মৃগব্যাঘ্রাম্বরে ॥" ২৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আপনি যদি পশুর ছাল চান, তাহলে আপনি আমার ঘরে আসুন, মৃগচর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম যা আপনি চান আমি তা আপনাকে দেব।'

শ্লোক ২৪৬

নারদ কহে,—"ইহা আমি কিছু নাহি চাহি ।
আর একদান আমি মাগি তোমা-ঠাঞি ॥ ২৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনি তখন বললেন, 'সে সব আমি কিছুই চাই না। আমি তোমার কাছে অন্য আর একটি দান ভিক্ষা করতে চাই।

শ্লোক ২৪৭

কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবা ।
প্রথমেই মারিবা, অর্ধ-মারা না করিবা ॥" ২৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমার প্রার্থনাটি হচ্ছে যে, কাল থেকে তুমি যে সমস্ত পশু মারবে, তাদের অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে না রেখে একেবারেই মেরে ফেলবে।'

শ্লোক ২৪৮

ব্যাধ কহে,—"কিবা দান মাগিলা আমারে ।
অর্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোরে ॥" ২৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্যাধ তখন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমার কাছে এ কি দান ভিক্ষা করলেন? পশুদের অর্ধ মারলে কি হয়? আপনি কি আমাকে তা বলবেন?'

শ্লোক ২৪৯

নারদ কহে,—"অর্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা ।
জীবে দুঃখ দিতেছ, তোমার হইবে ঐছে অবস্থা ॥ ২৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনি বললেন, 'অর্ধ মারলে জীব ব্যথা পায়। তুমি যে জীবদের এইভাবে দুঃখ দিচ্ছ তার ফলে তোমারও সেই অবস্থা হবে।'

তাৎপর্য

এইটি নারদমুনির মতো মহাজনের মুখ-নিঃসৃত প্রামাণিক বাক্য। কেউ যদি কোন জীবকে অনর্থক ব্যথা দেয়, তাহলে প্রকৃতির নিয়মে সেও সেইভাবে ব্যথা পাবে। মৃগারি ছিল ব্যাধ এবং অসভ্য, কিন্তু তবুও তার পাপকর্মের ফল ভোগ করতে হত। আর সভ্য মানুষ যদি তার তথাকথিত সভ্যতা বজায় রাখার জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থায় এবং যন্ত্রের সাহায্যে নিয়মিতভাবে কসাইখানায় অগণিত পশুহত্যা করে, তাহলে যে তাকে কি পরিমাণ কষ্টভোগ করতে হবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। আধুনিক যুগে তথাকথিত সভ্য মানুষেরা নিজেদের অতি উচ্চ শিক্ষিত বলে মনে করে, কিন্তু জড়া-প্রকৃতির কঠোর নিয়ম সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। প্রকৃতির নিয়মে যে যেইভাবে আচরণ করে, তাকে সেইভাবে তার ফলভোগ করতে হয়। সুতরাং যারা কসাইখানায় পশুহত্যা করছে তাদের যে কি পরিমাণ দণ্ডভোগ করতে হবে তা কেউ কল্পনা করতে পারে না। তাকে কেবল এই জীবনে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে না, তার পরবর্তী জীবনেও তাকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। কথিত আছে যে, পশুঘাতক ও নরঘাতকের বেঁচে থাকা উচিত নয় অথবা মরে যাওয়াও উচিত নয়। কেননা সে বেঁচে থাকলে আরও পাপকর্ম করবে, যার ফলে তাকে আরও দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। তার মরে যাওয়াও উচিত নয়, কেননা মৃত্যুর পরেও তাকে অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। তাই বলা হয়েছে যে, তার বেঁচে থাকাও উচিত নয় এবং মরে যাওয়াও উচিত নয়।

বৈদিক নীতির অনুগামীরূপে আমরা নাদরমুনির এই উপদেশ গ্রহণ করি। জীব যাতে তার পাপকর্মের ফলে দুঃখকষ্ট ভোগ না করে তা দেখা আমাদের কর্তব্য। *ভগবদ্‌গীতায়* মূর্খ দুষ্কৃতকারীদের *মায়য়াপহৃত-জ্ঞানাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যদিও তারা শিক্ষিত, কিন্তু মায়া তাদের প্রকৃত জ্ঞান হরণ করে নিয়েছে। সেই প্রকার মানুষেরা আজ মানব-সমাজকে পরিচালিত করছে। এই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা অন্ধ, এবং তারা অন্য অন্ধদের পরিচালিত করছে। মানুষ যখন এই ধরনের নেতাদের অনুসরণ করে, তার ফলে তারা ভবিষ্যতে অশেষ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তথাকথিত প্রগতি সত্ত্বেও মানুষ এইভাবে অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশার কবলীভূত হয়। কে নিরাপদ? কে সুখী? কে উদ্বেগহীন?

শ্লোক ২৫০

ব্যাধ তুমি, জীব মার—'অল্প' অপরাধ তোমার ।
কদর্থনা দিয়া মার'—এ পাপ 'অপার' ॥ ২৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনি বললেন, 'ব্যাধ, পশু শিকার করা তোমার বৃত্তি, সুতরাং পশু হত্যা করার ফলে তোমার অধিক পাপ হয় না; কিন্তু তুমি যে তাদের অনর্থক যন্ত্রণা দাও, তার ফলে তোমার অশেষ পাপ হচ্ছে।'

তাৎপর্য

পশুঘাতকদের প্রতি এটি একটি সৎ উপদেশ। মানব-সমাজে সবসময়ই পশুঘাতক এবং পশুমাংসাহারী রয়েছে, কেননা অসভ্য মানুষেরা সাধারণত মাংসাহারী। বৈদিক সমাজে মাংসাহারীদের কালীর কাছে পশুবলি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পশুদের অনর্থক কষ্ট না দেওয়ার জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কসাইখানায় পশুদের অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়। দেব-দেবীদের কাছে যখন পশুবলি দেওয়া হয় তখন এক কোপে পশুর মাথা কাটা হয়। এইভাবে কেবল অমাবস্যার রাত্রে কালীর কাছে পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং এমন জায়গায় সেই পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে কেউ সেই পশুর করুণ আর্তনাদ শুনতে না পায়। এই রকম বহু বিধি-নিষেধ রয়েছে। মাসে একবার কেবল পশুবলির অনুমোদন করা হয়েছে, এবং সেই পশুঘাতককে তার পরবর্তী জীবনে সেইভাবে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। বর্তমানে, তথাকথিত সভ্য মানুষেরা ধর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোন দেবতার কাছে পশুবলি দেয় না। তারা কেবল তাদের রসনা তৃপ্তির জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার পশু হত্যা করছে। তারফলে আজ সারা পৃথিবীর মানুষ নানাভাবে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে। রাজনীতিবিদেরা অনর্থক যুদ্ধ ঘোষণা করছে, এবং প্রকৃতির কঠোর নিয়মে অসংখ্য মানুষদের অকালে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

(*ভঃ গীঃ* ৩/২৭)

"প্রকৃতির পরিচালনায় গুণ এবং কর্মের প্রভাবে সবকিছু সম্পাদিত হয়, কিন্তু অহঙ্কারের প্রভাবে বিশেষভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব নিজেকে কর্তা বলে মনে করে।" প্রকৃতির নিয়ম অত্যন্ত কঠোর। কারোরই মনে করা উচিত নয় যে তার পশুহত্যা করার স্বাধীনতা রয়েছে এবং সেজন্য তাকে কোনরকম ফলভোগ করতে হবে না। সেইভাবে আচরণ করে কেউ নিরাপদ থাকতে পারে না। নারদমুনি এখানে বলেছেন যে পশুহত্যা পাপ, বিশেষ করে যখন পশুকে অনর্থক যন্ত্রণা দেওয়া হয়। মাংসাহারী এবং পশুঘাতকদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন কসাইখানার মাংস খরিদ না করে। তারা মাসে একবার কালীপূজা করে পাঁঠা বা ভেড়া জাতীয় কোন অপ্রয়োজনীয় পশু বলি দিয়ে তার মাংস খেতে পারেন। তবে এই পন্থা অনুসরণ করলেও পাপ হয়।

শ্লোক ২৫১

কদর্থিয়া তুমি যত মারিলা জীবেরে ।
তারা তৈছে তোমা মারিবে জন্ম-জন্মান্তরে ॥" ২৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনি তাকে আরও বললেন, 'অনর্থক, যন্ত্রণা দিয়ে তুমি যে সমস্ত জীবদের হত্যা করেছ, তারা জন্ম-জন্মান্তরে তোমাকে সেইভাবে মারবে।'

তাৎপর্য

এটি দেবর্ষি নারদের আর একটি প্রামাণিক উপদেশ। যারা পশুহত্যা করে এবং পশুদের অনর্থক যন্ত্রণা দেয়—যেমন কসাইখানায় দেওয়া হয়—তারা তাদের পরবর্তী জন্ম-জন্মান্তরে সেইভাবে নিহত হবে। এই ধরনের অপরাধ থেকে কেউ নিস্তার পায় না। কেউ যদি মাংস বিক্রি করার জন্য হাজার হাজার পশু হত্যা করে, তাহলে তাকে তার পরবর্তী জীবনে এবং জন্মজন্মান্তরে সেইভাবে নিহত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বহু মূর্খ-পাষণ্ডী তাদের নিজেদের ধর্মনীতি লঙ্ঘন করে। ইহুদী এবং খ্রিস্টান শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "তুমি কাউকে হত্যা করবে না।" কিন্তু তবুও নানারকম অজুহাত দেখিয়ে, ধর্মনেতারা পর্যন্ত পশুহত্যা করছে অথচ সাধু সাজার চেষ্টা করছে। এই ধরনের ছলনা এবং প্রবঞ্চনা মানব সমাজে অন্তহীন দুঃখ দুর্দশা আনয়ন করে; তাই কয়েক বছর পর পর পৃথিবীর বুকে মহাযুদ্ধ হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পরস্পরকে হত্যা করছে। এখন তারা আণবিক বোমা সৃষ্টি করেছে, যা পরিপূর্ণ ধ্বংসের প্রতীক্ষা করছে। মানুষ যদি জন্মজন্মান্তরে এইভাবে নিহত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করে পাপকর্ম থেকে নিরস্ত হতে হবে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ তাই সকলকে আমিষ আহার, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসব পান এবং দ্যূতক্রীড়া থেকে নিরস্ত হওয়ার পরামর্শ দেয়। কেউ যখন এই সমস্ত পাপকর্ম পরিত্যাগ করেন, তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন এবং এই কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করেন। তাই আমরা সকলকে অনুরোধ করি তারা যেন পাপকর্ম পরিত্যাগ করে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করেন। এইভাবে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ২৫২

নারদ-সঙ্গে ব্যাধের মন পরসন্ন হইল ।
তাঁর বাক্য শুনি' মনে ভয় উপজিল ॥ ২৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে, নারদমুনির সঙ্গ প্রভাবে ব্যাধের হৃদয় নির্মল হল, এবং তাঁর সেই উপদেশ শ্রবণ করে তার মনে ভয় হল।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের এমনই প্রভাব। আমাদের যে সমস্ত প্রচারকেরা সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করছে, তাদের কর্তব্য নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং চারটি বিধি অনুসরণ করে ও 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে পবিত্র হওয়া। তার ফলে তারা বৈষ্ণব হওয়ার উপযুক্ত হবে। তাহলে তারা যখন পাপী মানুষদের কাছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কথা বলবে, তখন তারা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের উপদেশ গ্রহণ করবে। আমরা ভগবদ্ভক্তির উপদেশ প্রাপ্ত হই গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারায়। নারদমুনি আমাদের আদি গুরু, কেননা তিনিই হচ্ছেন ব্যাসদেবের গুরুদেব। ব্যাসদেব আমাদের পরম্পরার গুরু; তাই আমাদের কর্তব্য নারদমুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া। শুদ্ধ বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি যাঁর অন্য কোন অভিলাষ নেই। তিনি ভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর কোন জড় বাসনা নেই, এবং তিনি তথাকথিত জ্ঞানলাভে এবং জনহিতকর কার্যে আগ্রহী নন। তথাকথিত পণ্ডিত এবং সমাজসেবীরা প্রকৃতপক্ষে কর্মী ও জ্ঞানী। তাদের কেউ কেউ প্রকৃতই কৃপণ এবং পাপকর্মে লিপ্ত। তারা সকলেই অপরাধী কেননা তারা ভগবানের ভক্ত নয়।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রভাবে এবং নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে পবিত্র হওয়ার এটি একটি সুযোগ। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, বিশেষ করে পশুহত্যার পাপ থেকে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অনুরোধ করেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও; আমি তাহলে তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় করো না।" (ভগবদ্গীতা ১৮/৬৬)

শ্রীকৃষ্ণের এই নির্দেশ গ্রহণ করে আমাদের পরম্পরার ধারায় নারদমুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। আমরা যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করি এবং ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন গ্রহণ করি তাহলে আমরা সমস্ত পাপকর্ম থেকে মুক্ত হতে পারব। আমরা যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হই, তাহলে আমরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হব। তখন আমাদের জীবন সার্থক হবে এবং আমাদের আর সেই ব্যাধের মতো জন্মজন্মান্তরের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে না। পশুহত্যা করার ফলে আমরা কেবল মনুষ্যজন্ম লাভ করা থেকে বঞ্চিত হই না, তার ফলে পশু-শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং আমরা যেভাবে পশুহত্যা করেছি সেইভাবে আমাদের নিহত হতে হবে। এটি প্রকৃতির নিয়ম। 'মাংস' শব্দের সংস্কৃত অর্থ—*মাং সঃ খাদতি ইতি মাংসঃ*। অর্থাৎ "আমি এখন যে পশুর মাংস আহার করছি, ভবিষ্যতে সেই পশুটি আমার মাংস আহার করবে।"

শ্লোক ২৫৩

ব্যাধ কহে,—"বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম ।
কেমনে তরিমু মুঞি পামর অধম? ২৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্যাধটি তখন বলল, 'আমি বাল্যকাল থেকে এই কর্ম করে আসছি। এখন, আমি অতি অধম এবং পামর, কিভাবে পাপ থেকে রক্ষা পাব?'

তাৎপর্য

যদি কেউ নিজের পাপের কথা বুঝতে পেরে পুনরায় আর পাপকর্মে লিপ্ত না হওয়ার সঙ্কল্প করে এইভাবে স্বীকারোক্তি করে, তাহলে তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। মহাজনেরা প্রতারণা এবং কপটতা বরদাস্ত করেন না। কেউ যখন বুঝতে পারে যে পাপ কি? তখন নিষ্ঠাভরে পাপকর্ম পরিত্যাগ করে, অনুতপ্ত হয়ে ভগবানের প্রতিনিধি শুদ্ধ ভক্তের মাধ্যমে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়া উচিত। এইভাবে পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করা যায়। কিন্তু কেউ যদি প্রায়শ্চিত্ত করার পর পুনরায় পাপকর্ম করে, তাহলে সে নিস্তার পাবে না। শাস্ত্রে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে হস্তীস্নানের তুলনা করা হয়েছে। হস্তী খুব ভালভাবে স্নান করে সুন্দরভাবে তার দেহ পরিষ্কার করে, কিন্তু জল থেকে উঠে এসেই সে তার সারা গায়ে মাটি মাখে। খুব ভালভাবে প্রায়শ্চিত্ত করা যেতে পারে, কিন্তু কেউ যদি পাপ কর্ম করে যেতে থাকে তাহলে তার ফলে তার কোন লাভ হবে না। তাই সে ব্যাধটি প্রথমে নারদমুনির কাছে তার পাপ কর্মের কথা স্বীকার করে কিভাবে সে সেই পাপ কর্ম থেকে উদ্ধার পেতে পারে সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।

শ্লোক ২৫৪

এই পাপ যায় মোর, কেমন উপায়ে?
নিস্তার করহ মোরে, পড়োঁ তোমার পায়ে ॥" ২৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্যাধটি তখন বলতে লাগল—'প্রভু, দয়া করে আপনি বলুন কিভাবে আমি আমার এই পাপকর্ম থেকে উদ্ধার পেতে পারি? আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে আপনার শরণ গ্রহণ করছি, দয়া করে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।'

তাৎপর্য

নারদমুনির কৃপায় সেই ব্যাধটির সুমতি হয়েছিল এবং সে তৎক্ষণাৎ নারদমুনির শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেছিল। এইটিই ভগবানের শরণাগত হওয়ার পন্থা। সাধুসঙ্গের প্রভাবে পাপকর্মের পরিণাম সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কেউ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের

প্রতিনিধি সাধুর শরণাগত হন এবং তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করেন, তখন তিনি তার সমস্ত পাপকর্ম থেকে নিস্তার লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দাবী করেছেন যে পাপীরা যেন তাঁর শরণ গ্রহণ করে, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরাও জীবকে সেই উপদেশই দেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি কখনও তার শিষ্যকে বলেন না—"আমার শরণাগত হও।" পক্ষান্তরে তিনি বলেন, "শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হও।" শিষ্য যদি সেই নির্দেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করেন, তাহলে তিনি উদ্ধার লাভ করেন।

শ্লোক ২৫৫

নারদ কহে,—'যদি ধর আমার বচন ।
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন ॥' ২৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

'নারদমুনি তখন সেই ব্যাধটিকে আশ্বাস দিলেন, 'তুমি যদি আমার কথা শোন, তাহলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপকর্ম থেকে মুক্ত করতে পারি।'

তাৎপর্য

"গৌরাঙ্গের ভক্তগণে জনে জনে শক্তি ধরে"। এই গানটির তাৎপর্য হচ্ছে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং তারা সকলেই সারা জগৎ উদ্ধার করতে পারেন। তাহলে নারদমুনির কি কথা? কেউ যদি নারদমুনির নির্দেশ অনুসরণ করেন, তাহলে তিনি যেকোন পরিমাণ পাপের ফল থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন। এইটিই হচ্ছে পন্থা। সদ্‌গুরুর নির্দেশ পালন করা উচিত, তাহলে সমস্ত পাপ থেকে অবশ্যই উদ্ধার লাভ করা যায়। এইটিই সাফল্য লাভের রহস্য। *যস্য দেবে পরাভক্তির্‌ যথা দেবে তথা গুরৌ*। কেউ যদি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীকৃষ্ণ এবং গুরুদেবের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হন, তাহলে তার ফলে—*তস্যৈতে কথিতা হি অর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ*—সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তার কাছে প্রকাশিত হয়। নারদমুনি এখানে যে আশ্বাস দিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্ত সেই আশ্বাস দিতে পারেন—"তুমি যদি আমার নির্দেশ অনুসারে আচরণ কর, তাহলে তোমাকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব।" নারদমুনির মতো শুদ্ধ ভক্ত যে কেউ এইভাবে আশ্বাস দিতে পারেন, কেননা ভগবানের কৃপার প্রভাবে এই প্রকার ভক্ত পাপীদের উদ্ধার করার শক্তি লাভ করেন, যদি সেই পাপী তাঁর নির্দেশ অনুসারে আচরণ করতে থাকে।

শ্লোক ২৫৬

ব্যাধ কহে,—'যেই কহ, সেই ত' করিব' ।
নারদ কহে,—'ধনুক ভাঙ্গ, তবে সে কহিব' ॥ ২৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্যাধটি বলল,—'আপনি আমাকে যা বলবেন আমি তাই করব।' নারদমুনি তখন তাকে বললেন—'প্রথমে তুমি তোমার ধনুকটি ভাঙ্গ। তারপর আমি তোমাকে বলব, তোমাকে কি করতে হবে।'

তাৎপর্য

এইটিই দীক্ষা দানের পন্থা। শিষ্যকে শপথ করতে হয় যে সে আর কোনরকম পাপকর্ম করবে না—যথা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, দ্যূতক্রীড়া এবং আসব পান। সে গুরুদেবের আদেশ পালন করার শপথ গ্রহণ করে, তখন গুরুদেব তার দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাকে চিন্ময় স্তরে উন্নীত করেন।

শ্লোক ২৫৭

ব্যাধ কহে,—'ধনুক ভাঙ্গিলে বর্তিব কেমনে?'
নারদ কহে,—'আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে ॥ ২৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্যাধটি তখন জিজ্ঞাসা করল, 'আমি যদি আমার ধনুক ভেঙে ফেলি, তাহলে আমি কিভাবে আমার ভরণপোষণ করব?' নারদমুনি তখন উত্তর দিলেন, 'সেই সম্বন্ধে তুমি চিন্তা কর না, আমি প্রতিদিন তোমার অন্নের সংস্থান করব।'

তাৎপর্য

আয়ের উৎসই প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভরণ-পোষণের কারণ নয়। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেরই ভরণ-পোষণ করছেন পরমেশ্বর ভগবান। *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*। এক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের ভরণ-পোষণ করছেন। আমাদের তথাকথিত আয় কেবল আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা মাত্র। আমি যদি ব্রাহ্মণ হয়ে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করি, এবং কোনরকম ব্যবসা বাণিজ্য না করি, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ আমার সমস্ত প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করবেন। ব্যাধটি তার ধনুকটি ভাঙতে ইতঃস্তত করছিল, কেননা সে তার রোজগার সম্বন্ধে বিচলিত হয়েছিল। কিন্তু নারদমুনি সেই ব্যাধটিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন কেননা তিনি জানতেন যে ব্যাধটির ধনুকটি ব্যাধটির ভরণ-পোষণ করছিল না, ব্যাধটির ভরণ-পোষণ করছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে নারদমুনি খুব ভালভাবে জানতেন যে, ধনুকটি ভেঙে ফেললে ব্যাধটির কোন ক্ষতিই হবে না। শ্রীকৃষ্ণ যে তার সমস্ত অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করবেন সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না।

শ্লোক ২৫৮

ধনুক ভাঙ্গি' ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল ।
তারে উঠাঞা নারদ উপদেশ কৈল ॥ ২৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনির কাছ থেকে এইভাবে আশ্বাস লাভ করে, সেই ব্যাধটি তার ধনুকটি ভেঙে নারদমুনির শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করল। তখন নারদমুনি তাকে উঠিয়ে পারমার্থিক মার্গে উন্নতি সাধনের উপদেশ দিলেন।

তাৎপর্য

এইটি দীক্ষার পন্থা। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করা শিষ্যের অবশ্য কর্তব্য। নারদমুনির পরম্পরায় অধিষ্ঠিত সদ্‌গুরু, নারদমুনিরই সমপর্যায়ভুক্ত। নারদমুনির যথার্থ প্রতিনিধির শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করার ফলে জীব তার সমস্ত পাপকর্ম থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে। ব্যাধটি সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করলে, নারদমুনি তাকে উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৫৯

"ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ' যত আছে ধন ।
এক এক বস্ত্র পরি' বাহির হও দুইজন ॥ ২৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনি তখন ব্যাধটিকে উপদেশ দিলেন,—'গৃহে গিয়ে তোমার যা কিছু ধন-সম্পদ রয়েছে তা ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের দান কর। তারপর তুমি এবং তোমার পত্নী এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ কর।'

তাৎপর্য

এইটি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনের পন্থা। কিছুকাল গার্হস্থ সুখ উপভোগের পর, পতি-পত্নীর অবশ্যই কর্তব্য ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের সর্বস্ব দান করে গৃহত্যাগ করা। বানপ্রস্থ আশ্রমে পত্নীকে সহকারীরূপে সঙ্গে রাখা যায়। পারমার্থিক মার্গে উন্নতি লাভ করার জন্যে পত্নী তখন পতিকে সাহায্য করেন। তাই নারদমুনি ব্যাধটিকে উপদেশ করেছিলেন গৃহ পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করতে। মৃত্যু পর্যন্ত গৃহে অবস্থান করা গৃহস্থের কর্তব্য নয়। বানপ্রস্থ আশ্রম সন্ন্যাস আশ্রমের প্রস্তুতি। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে বহু দম্পতি ভগবানের সেবায় যুক্ত। অবশেষে তারা বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করবে, এবং বানপ্রস্থ আশ্রমের পর ভগবানের বাণী প্রচারের জন্য পতি সন্ন্যাস অবলম্বন করতে পারেন। তখন পত্নী কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ভগবানের সেবা করতে পারেন বা অন্যান্য কার্য করতে পারেন।

শ্লোক ২৬০-২৬১

নদী-তীরে একখানি কুটীর করিয়া ।
তার আগে একপিণ্ডি তুলসী রোপিয়া ॥ ২৬০ ॥

তুলসী-পরিক্রমা কর, তুলসী-সেবন ।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিহ কীর্তন ॥ ২৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনি তাকে বললেন, 'গৃহত্যাগ করে নদীর তীরে একটি কুটির নির্মাণ কর, এবং সেই কুটিরটির সম্মুখে একটি উচ্চ স্থানে তুলসী রোপণ কর। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তুলসী পরিক্রমা কর, তুলসী সেবা কর এবং নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন কর।'

তাৎপর্য

এইটিই পারমার্থিক জীবনের প্রথম স্তর। গৃহত্যাগ করার পর, গঙ্গা-যমুনা-আদি পবিত্র স্থানে একটি ছোট কুটির নির্মাণ করে, সেখানে বাস করা উচিত। বিনা অর্থব্যয়ে একটি ছোট কুটির নির্মাণ করা যায়। যে কেউই, চারটি থামের জন্য বন থেকে চারটি গাছ সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারে। গাছের পাতা দিয়ে চাল ছাওয়া যায়, এবং তারপর ভেতরের জায়গাটি পরিষ্কার করে নিতে পারে। এইভাবে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করা যায়। যে কোন অবস্থায় যে কোন মানুষ একটি ছোট্ট কুটিরে বাস করতে পারে, একটি তুলসী বৃক্ষ রোপণ করতে পারে, সকালে তুলসীতে জলদান করতে পারে, প্রার্থনা করতে পারে, এবং নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারে। এইভাবে অতিদ্রুত পারমার্থিক মার্গে উন্নতি লাভ করা যায়। এই পন্থাটি মোটেই দুষ্কর নয়। কেবল সদ্‌গুরুর নির্দেশ নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করতে হয়। তাহলে যথাসময়ে সাফল্য লাভ করা যায়। আহার্য সংগ্রহ করা মোটেই কষ্টকর নয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি সকলের আহার সংস্থান করে থাকেন, তাহলে তিনি কেন তাঁর ভক্তের আহার্য সরবরাহ করবেন না? কখনও কখনও ভক্ত একটি কুটির নির্মাণ করার চেষ্টাও করেন না। তিনি পাহাড়ের গুহায় গিয়ে বাস করেন। কেউ পাহাড়ের গুহায় বাস করতে পারেন, নদীর তীরে কুটির নির্মাণ করে কিংবা একটি প্রাসাদে বাস করতে পারেন, অথবা নিউইয়র্ক বা লণ্ডনের মতো বড় শহরে বাস করতে পারেন। কিন্তু তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, ভক্ত তার গুরুদেবের নির্দেশ অনুসরণ করে, তুলসীতে জল দান করে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং আমাদের পরম আরাধ্য গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গুরুমহারাজের উপদেশ অনুসারে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে গিয়ে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার উপদেশ দেওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে, তুলসীতে জল দান করে এবং নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে যে কেউই ভগবানের ভক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ২৬২

আমি তোমায় বহু অন্ন পাঠাইমু দিনে ।
সেই অন্ন লবে, যত খাও দুইজনে ॥" ২৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনি তাকে বললেন, 'আমি তোমাদের দু'জনকে প্রতিদিন যথেষ্ট খাদ্য সরবরাহ করব, কিন্তু তোমরা দু'জন যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করবে।'

তাৎপর্য

কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন আর তাকে তার জড় জাগতিক প্রয়োজনগুলির জন্য বিচলিত হতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে তাঁর ভক্তের সমস্ত প্রয়োজন তিনি সরবরাহ করেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

"যারা প্রীতি ও ভক্তি সহকারে আমার পূজা করে, আমার অপ্রাকৃত রূপের ধ্যান করে— তাদের যা কিছু প্রয়োজন আমি তা সরবরাহ করি এবং তাদের যা রয়েছে তা আমি রক্ষা করি।" (ভঃ গীঃ ৯/২২) সুতরাং জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে বিচলিত হওয়ার কোন কারণই নেই। যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত। তাই ব্যাধটিকে উপদেশ দিয়েছিলেন তার ও তারপত্নীর যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করতে। ভগবদ্ভক্তের সবসময় সচেতন থাকা উচিত যেন তিনি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু গ্রহণ না করেন।

শ্লোক ২৬৩

তবে সেই মৃগাদি তিনে নারদ সুস্থ কৈল ।
সুস্থ হঞা মৃগাদি তিনে ধাঞা পলাইল ॥ ২৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন নারদমুনি সেই তিনটি অর্ধমৃত পশুকে সুস্থ করলেন; এবং সুস্থ হয়ে সেই পশুগুলি সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

শ্লোক ২৬৪

দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার ।
ঘরে গেল ব্যাধ, গুরুকে করি' নমস্কার ॥ ২৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনির কৃপায়, এইভাবে পশুগুলিকে সুস্থ হয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখে, ব্যাধটি অত্যন্ত চমৎকৃত হল, এবং তার গুরুদেবকে প্রণতি নিবেদন করে সে তার ঘরে ফিরে গেল।

শ্লোক ২৬৫

যথা-স্থানে নারদ গেলা, ব্যাধ ঘরে আইল ।
নারদের উপদেশে সকল করিল ॥ ২৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন নারদমুনি যথাস্থানে গেলেন, এবং ব্যাধটি তার ঘরে ফিরে গিয়ে নারদমুনির উপদেশ অনুসারে সবকিছু করল।

তাৎপর্য

পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে গেলে সদ্‌গুরু গ্রহণ এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা অবশ্যই কর্তব্য।

শ্লোক ২৬৬

গ্রামে ধ্বনি হৈল, ব্যাধ 'বৈষ্ণব' হইল ।
গ্রামের লোক সব অন্ন আনিতে লাগিল ॥ ২৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সারা গ্রামে সেই ব্যাধের বৈষ্ণবে পরিণত হওয়ার কথা ছড়িয়ে পড়ল, এবং তখন গ্রামের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য, অন্ন নিয়ে তার কাছে আসতে লাগল।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সাধু, বৈষ্ণব অথবা ব্রাহ্মণকে দর্শন করতে যাওয়ার সময় তাঁদের দেওয়ার জন্য কোন উপহার নিয়ে যাওয়া। প্রতিটি বৈষ্ণবই শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জীবনের সমস্ত প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করেন, যদি সেই বৈষ্ণব তার গুরুর নির্দেশ আচরণ করেন। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে বহু গৃহস্থ রয়েছে। তারা এই আন্দোলনে যোগদান করে সংস্থার কেন্দ্রে বাস করে, কিন্তু তারা যদি সংস্থার জন্য কোন কাজ না করে কেবল প্রসাদ খেয়ে এবং ঘুমিয়ে সময় কাটায় তাহলে তারা তাদের ভবিষ্যতের সর্বনাশ সাধন করছে। তাই গৃহস্থদের উপদেশ দেওয়া হয় তারা যেন মন্দিরে বাস না করে। তারা যেন মন্দিরের বাইরে থেকে নিজেদের ভরণ-পোষণ করে। অবশ্য গৃহস্থ যদি মন্দিরের কর্মকর্তাদের নির্দেশ অনুসারে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন, তাহলে তাদের পক্ষে মন্দিরে বাস করলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু কোন অবস্থাতেই যেন মন্দিরে খাবার এবং ঘুমাবার জায়গা না হয়। এ সম্পর্কে মন্দিরের পরিচালকদের সচেতন থাকা উচিত।

শ্লোক ২৬৭

একদিন অন্ন আনে দশ-বিশ জনে ।
দিনে তত লয়, যত খায় দুই জনে ॥ ২৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এক একদিন দশ-বিশ জন মানুষ অন্ন নিয়ে আসতেন, কিন্তু সেই ব্যাধটি তাদের দু'জনার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অন্নই গ্রহণ করতেন।

শ্লোক ২৬৮

একদিন নারদ কহে,—"শুনহ, পর্বতে ।
আমার এক শিষ্য আছে, চলহ দেখিতে" ॥ ২৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"একদিন, নারদমুনি তার বন্ধু পর্বতমুনিকে বললেন—'আমার এক শিষ্য আছে, চল তাকে গিয়ে দেখে আসি'।

শ্লোক ২৬৯

তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধ-স্থানে ।
দূর হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দরশনে ॥ ২৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন সেই দুই ঋষি সেই ব্যাধটির কাছে গেলেন, এবং ব্যাধটি দূর থেকে তার গুরুদেবকে আসতে দেখলেন।

শ্লোক ২৭০

আস্তে-ব্যস্তে ধাঞা আসে, পথ নাহি পায় ।
পথের পিপীলিকা ইতি-উতি ধরে পায় ॥ ২৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"আনন্দের আতিশয্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে সেই ব্যাধটি তার গুরুদেবের কাছে ছুটে গেলেন, কিন্তু সর্বত্র পিপীলিকা ঘোরাঘুরি করছিল বলে তিনি এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

শ্লোক ২৭১

দণ্ডবৎ-স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া ।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ২৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্যাধটি যখন দণ্ডবৎ করতে গেলেন, তখন দণ্ডবৎ করার স্থানে পিপীলিকা দেখে তিনি তার কাপড় দিয়ে পিপীলিকাদের সেখান থেকে সরিয়ে, তারপর তার গুরুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

দণ্ডবৎ শব্দটির অর্থ দণ্ডের মতো। দণ্ড যেভাবে লম্বালম্বিভাবে মাটিতে পড়ে, ঠিক সেইভাবে গুরুদেবকে প্রণতি নিবেদন করা উচিত। সেইটিই দণ্ডবৎ শব্দের অর্থ।

শ্লোক ২৭২

নারদ কহে,—"ব্যাধ, এই না হয় আশ্চর্য ।
হরিভক্ত্যে হিংসা-শূন্য হয় সাধুবর্য ॥ ২৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনি তখন বললেন, 'হে ব্যাধ, তোমার এই আচরণ দর্শন করে আমি আশ্চর্য হইনি, কেননা ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে জীব হিংসা-শূন্য হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধুতে পরিণত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সাধুবর্য শব্দটির অর্থ 'সর্বশ্রেষ্ঠ সজ্জন ব্যক্তি'। বর্তমান যুগে তথাকথিত বহু সজ্জন রয়েছে যারা পশুহত্যায় অত্যন্ত পারদর্শী। তথাপি এই সমস্ত তথাকথিত সজ্জন ব্যক্তিরা নিজেদের এমন এক ধর্মের অনুগামী বলে প্রচার করে, যেই ধর্মে পশুহত্যা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। নারদমুনি এবং বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, পশুঘাতকেরা ধার্মিক হওয়া ত দূরের কথা সজ্জন পর্যন্ত নয়। ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তি, ভগবদ্ভক্ত অবশ্যই অহিংসা পরায়ণ। সেইটি ধার্মিক ব্যক্তির স্বভাব। হিংসা পরায়ণ হওয়া এবং সেই সঙ্গে ধর্ম আচরণ করা সম্ভব নয়—তা পরস্পর বিরোধী। এই ধরনের কপটতা নারদমুনি প্রমুখ পূর্বতন আচার্যেরা বরদাস্ত করেননি।

শ্লোক ২৭৩

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥ ২৭৩ ॥

এতে—এই সমস্ত; ন—না; হি—অবশ্যই; অদ্ভুতাঃ—আশ্চর্যজনক; ব্যাধ—হে ব্যাধ; তব—তোমার; অহিংসা-আদয়ঃ—অহিংসা আদি; গুণাঃ—গুণাবলী; হরি-ভক্তৌ—ভগবদ্ভক্তিতে; প্রবৃত্তাঃ—নিযুক্ত হওয়ায়; যে—যারা; ন—না; তে—তারা; স্যুঃ—হয়; পরতাপিনঃ—অন্য জীবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ।

অনুবাদ

" 'হে ব্যাধ, তোমার মধ্যে যে অহিংসা আদি গুণাবলীর বিকাশ হয়েছে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কেননা যারা ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তারা কখনও অন্য জীবকে মাৎসর্যবশে ক্লেশ প্রদান করেন না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *স্কন্দ-পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৭৪

তবে সেই ব্যাধ দোঁহারে অঙ্গনে আনিল ।
কুশাসন আনি' দোঁহারে ভক্ত্যে বসাইল ॥ ২৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই ব্যাধটি তখন সেই দুই মহর্ষিকে তার গৃহের অঙ্গনে নিয়ে এলেন, এবং কুশাসন এনে পরম ভক্তি সহকারে তাঁদের দুইজনকে বসালেন।

শ্লোক ২৭৫

জল আনি' ভক্ত্যে দোঁহার পাদ প্রক্ষালিল ।
সেই জল স্ত্রী-পুরুষে পিয়া শিরে লইল ॥ ২৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তারপর জল নিয়ে এসে তিনি তাঁদের দু'জনের পাদপ্রক্ষালন করালেন, এবং সেই জল পতি-পত্নী পান করে শিরে ধারণ করলেন।

তাৎপর্য

গুরুদেব এবং গুরুদেবের সমকক্ষ ব্যক্তিদের এইভাবে অভ্যর্থনা করতে হয়। গুরুদেব যখন শিষ্যগৃহে আসেন তখন শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে সেই প্রাক্তন ব্যাধের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আচরণ করা। দীক্ষার পূর্বে কে কি ছিল তা দিয়ে কিছু যায় আসে না। দীক্ষার পরে যথাযথভাবে আচরণ করার শিক্ষা লাভ করা অবশ্যই কর্তব্য।

শ্লোক ২৭৬

কম্প-পুলকাশ্রু হৈল কৃষ্ণনাম পাঞা ।
উর্ধ্ববাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াঞা ॥ ২৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্যাধটি যখন তাঁর গুরুদেবের সম্মুখে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে লাগলেন তখন তাঁর দেহ কম্পিত হল, পুলকিত হল এবং তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। তিনি তখন ভগবৎ প্রেমানন্দে উদ্বেল হয়ে, উর্ধ্বে বাহু তুলে, বস্ত্র উড়িয়ে, নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৭৭

দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্বত-মহামুনি ।
নারদেরে কহে,—তুমি হও স্পর্শমণি ॥ ২৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই ব্যাধের ভগবৎ-প্রেম দর্শন করে পর্বতমুনি নারদমুনিকে বললেন,—তুমি স্পর্শমণি'।

তাৎপর্য

স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনায় পরিণত হয়। পর্বত মুনি নারদ মুনিকে স্পর্শমণি বলেছিলেন, কেননা তাঁর স্পর্শে সবচাইতে জঘন্য মানুষ সেই ব্যাধটি অতি উন্নত শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, বৈষ্ণবের স্পর্শমণিত্ব দেখে তাঁর বৈষ্ণবতা চেনা যায়। অর্থাৎ, তিনি ক'জন মানুষকে বৈষ্ণবে পরিণত করেছেন তা দেখে তাঁর বৈষ্ণবতা উপলব্ধি করা যায়। বৈষ্ণবের স্পর্শমণির মতো হওয়া উচিত, যাতে তাঁর প্রচারের মাধ্যমে সেই ব্যাধটির মতো অধঃপতিত মানুষও বৈষ্ণবে পরিণত হয়। তথাকথিত বহু উত্তম ভক্ত রয়েছেন যারা তাদের ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনের জন্য নির্জন স্থানে বসে থাকেন। তারা মানুষকে বৈষ্ণব করার জন্য ভগবানের বাণী প্রচার করতে কোথাও যান না, এবং তারা অবশ্যই স্পর্শমণি বা উত্তম ভক্ত হতে পারেন না। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তরা কাউকে বৈষ্ণবে পরিণত করতে পারে না। কিন্তু মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণব তার প্রচারের মাধ্যমে তা করতে সক্ষম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অনুগামীদের নির্দেশ দিয়েছেন বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে।

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৭/১২৮)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চান যে প্রতিটি মানুষ যেন বৈষ্ণবে পরিণত হন এবং গুরু হওয়ার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ এবং তাঁর পরম্পরার নির্দেশ অনুসারে মানুষ গুরু হতে পারে, কেননা সেই পন্থাটি অত্যন্ত সহজ। যে কেউ শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচার করার জন্য যেকোন স্থানে যেতে পারেন। *ভগবদ্‌গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রতিটি বৈষ্ণবের কর্তব্য স্বদেশে অথবা বিদেশে ভ্রমণ করে *ভগবদ্‌গীতার* বাণী প্রচার করা। নারদমুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্পর্শমণি হওয়ার এইটিই পরীক্ষা।

শ্লোক ২৭৮

"অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ ।
নীচোঽপ্যুৎপলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে ॥" ২৭৮ ॥

অহো—আহা; **ধন্যঃ**—মহিমান্বিত; **অসি**—তুমি হও; **দেব-ঋষে**—হে দেবর্ষি; **কৃপয়া**—কৃপার দ্বারা; **যস্য**—যার; **তৎ-ক্ষণাৎ**—তৎক্ষণাৎ; **নীচঃ অপি**—অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও; **উৎপুলকঃ**—ভগবৎ প্রেমের প্রভাবে পুলকিত হয়ে; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়; **লুব্ধকঃ**—ব্যাধ; **রতিম্**—আসক্তি; **অচ্যুতে**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি।

অনুবাদ

"পর্বতমুনি বললেন, 'হে দেবর্ষি নারদমুনি তুমিই ধন্য; তোমার কৃপায় অত্যন্ত নীচ ব্যাধও উৎপুলক হয়ে কৃষ্ণে রতি লাভ করেছে।'

তাৎপর্য

শুদ্ধ বৈষ্ণব শাস্ত্রের নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই শ্লোকটি *স্কন্দপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৭৯

নারদ কহে,—'বৈষ্ণব, তোমার অন্ন কিছু আয় ?'
ব্যাধ কহে, "যারে পাঠাও, সেই দিয়া যায় ॥ ২৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনি তখন ব্যাধকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে বৈষ্ণব, তুমি কি তোমার জীবন ধারণের জন্য কিছু আয় কর?' ব্যাধ উত্তর দিলেন, 'হে গুরুদেব, আপনি যাকে পাঠান সে আমাকে দর্শন করতে এসে কিছু না কিছু দিয়ে যায়।'

তাৎপর্য

এই উক্তিটি *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২২) শ্লোকের ভক্তের যোগক্ষেম বহনে ভগবানের প্রতিশ্রুতি প্রতিপন্ন হয়েছে। নারদমুনি ব্যাধটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কিভাবে তাঁর অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করেন এবং তাঁর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যে কেউ যখন তাঁকে দর্শন করতে আসে তখন সে তার সঙ্গে করে কিছু নিয়ে আসে। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, বলেছেন, "আমি বৈষ্ণবদের সমস্ত প্রয়োজন নিজে বহন করে নিয়ে আসি।" সেই কার্য তিনি যে কাউকে দিয়ে করাতে পারেন। বৈষ্ণবকে দান করতে সকলে প্রস্তুত, এবং বৈষ্ণব যদি ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হন, তাহলে তাকে তার ভরণ-পোষণের কথা ভাবতে হয় না।

শ্লোক ২৮০

এত অন্ন না পাঠাও, কিছু কার্য নাই ।
সবে দুইজনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই ॥" ২৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রাক্তন ব্যাধ বললেন, "আমাকে এত অন্ন পাঠাবেন না। দু'জনের যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই পাঠাবেন, তার থেকে বেশী আর কিছু পাঠাবেন না।'

তাৎপর্য

প্রাক্তন ব্যাধটি কেবল তাদের দু'জনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই অন্ন পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন, তার অধিক নয়। বৈষ্ণবের পক্ষে পরের দিনের আহার্য সংগ্রহ করতে হয় না। একদিনে তার যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই তার গ্রহণ করা উচিত। তার পরের দিন আবার ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করতে হয়। এইটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ। তাঁর সেবক গোবিন্দ যখন কয়েকটি হরিতকী সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে তিরস্কার করেন, "তুমি কেন আগামীকালের জন্য সঞ্চয় করছ?" শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রমুখ গোস্বামীরা প্রতিদিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেন এবং

তারা কখনও পরের দিনের জন্য সঞ্চয় করার চেষ্টা করেননি। বিষয়ী ভাবাপন্ন হয়ে আমাদের মনে করা উচিত নয়, 'এক সপ্তাহের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে রাখতে পারলে ভাল হয়। প্রতিদিন খাদ্য সরবরাহ করার জন্য ভগবানকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ?' আমাদের সবসময় বিশ্বাস রাখা উচিত যে ভগবান প্রতিদিন আমাদের অন্ন-বস্ত্রের সমাধান করবেন। আগামীকালের জন্যে খাদ্য সংগ্রহের কোন প্রয়োজন নেই।

শ্লোক ২৮১

নারদ কহে,—'ঐছে রহ, তুমি ভাগ্যবান্' ।
এত বলি' দুইজন হইলা অন্তর্ধান ॥ ২৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"নারদমুনি তাঁকে বললেন, 'ঐভাবে জীবন-যাপন কর, তুমি ভাগ্যবান।' এই বলে তাঁরা দু'জন সেখান থেকে অন্তর্ধান হলেন।

শ্লোক ২৮২

এইত' কহিলুঁ তোমায় ব্যাধের আখ্যান ।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাব-জ্ঞান ॥ ২৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে আমি তোমার কাছে ব্যাধের কাহিনী বর্ণনা করলাম। যা শুনলে সাধুসঙ্গ-প্রভাবের জ্ঞান লাভ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বোঝাতে চেয়েছেন যে সবচাইতে নিম্নস্তরের মানুষ, একটি ব্যাধ পর্যন্ত, নারদমুনি অথবা সৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবে পরিণত হতে পারেন।

শ্লোক ২৮৩

এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল ।
এই দুই অর্থ মিলি' 'ছাব্বিশ' অর্থ হৈল ॥ ২৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে আমরা আরও তিনটি অর্থ পেলাম, অন্যান্য অর্থের সঙ্গে এই তিনটি অর্থ মিলিয়ে ছাব্বিশটি অর্থ হল।

শ্লোক ২৮৪

আর অর্থ শুন, যাহা—অর্থের ভাণ্ডার ।
স্থূলে 'দুই' অর্থ, সূক্ষ্মে 'বত্রিশ' প্রকার ॥ ২৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আর একটি অর্থ রয়েছে, যা বিভিন্ন অর্থে পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে তার দু'টি স্থূল অর্থ এবং বত্রিশটি সূক্ষ্ম অর্থ।

তাৎপর্য

স্থূল অর্থ দুটি—১) বৈধভক্ত ও ২) রাগভক্ত। সূক্ষ্ম অর্থ বত্রিশ প্রকার। বৈধভক্ত ষোল প্রকার—১) পারিষদ দাস, ২) পারিষদ সখা, ৩) পারিষদ পিতা আদি গুরুজন, ৪) পারিষদ কান্তা, ৫) সাধনসিদ্ধ দাস, ৬) সাধনসিদ্ধ সখা, ৭) সাধনসিদ্ধ পিতা আদি গুরুজন, ৮) সাধনসিদ্ধ কান্তা, ৯) জাতরতি সাধক দাস, ১০) জাতরতি সাধক সখা, ১১) জাতরতি সাধক পিতা আদি গুরু, ১২) জাতরতি সাধক কান্তা, ১৩) অজাতরতি সাধক দাস, ১৪) অজাতরতি সাধক সখা, ১৫) অজাতরতি সাধক পিতা আদি গুরু, ১৬) অজাতরতি সাধক কান্তা। রাগভক্তও তেমন ষোল প্রকার। অতএব মোট বত্রিশ প্রকার আত্মারাম ভক্ত।

শ্লোক ২৮৫

'আত্মা'শব্দে কহে—সর্ববিধ ভগবান্ ।
এক 'স্বয়ং ভগবান্', আর 'ভগবান'-আখ্যান ॥ ২৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আত্মা শব্দের দ্বারা সর্ববিধ ভগবানকে বোঝান হয়। এক পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, এবং ভগবানের বিভিন্ন অবতার বা প্রকাশ।

তাৎপর্য

আত্মা শব্দের দ্বারা সর্ববিধ ভগবানকে বোঝায়। অর্থাৎ, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য কৃষ্ণ স্বরূপ ভগবানদের বোঝায়। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৪৬) তাঁর বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা ।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

একটি মূল দীপ থেকে যেমন অন্যান্য দীপ জ্বালানো হয়, এবং সবকটি দীপই সমান ধর্ম বিশিষ্ট, তেমনই স্বয়ং ভগবান থেকে সমস্ত অবতারের প্রকাশ হয় এবং তারা সকলে সমশক্তিসম্পন্ন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি বলরাম, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এবং বাসুদেবরূপে প্রকাশিত হন। এইভাবে তাঁর অন্তহীন প্রকাশ রয়েছে এবং তাঁদের সকলকে ভগবান বলা হয়।

শ্লোক ২৮৬

তাঁতে রমে যেই, সেই সব—'আত্মারাম' ।
'বিধিভক্ত', 'রাগভক্ত',—দুইবিধ নাম ॥ ২৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"যারা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত তাদের বলা হয় আত্মারাম। এই আত্মারামগণ দুই প্রকার—বিধিভক্ত এবং রাগভক্ত।

শ্লোক ২৮৭-২৮৮

দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার ।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥ ২৮৭ ॥
জাত-অজাত-রতিভেদে সাধক দুই ভেদ ।
বিধি-রাগ-মার্গে চারি চারি—অষ্ট ভেদ ॥ ২৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এই দুইবিধ ভক্তরা আবার চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত—নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, সাধন সিদ্ধ, জাতরতি সাধক এবং অজাতরতি সাধক। এইভাবে সবশুদ্ধ আট প্রকার ভক্ত।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, এবং তাঁর অবতারদেরও ভগবান বলা হয়। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। জ্ঞানী এবং যোগীরাও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের ধ্যান করেন, কিন্তু সেইরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নয়—ভগবৎ প্রতীতি মাত্র কিন্তু তা হলেও তিনি ভগবানই। এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, বুঝতে হবে যে ব্রজেন্দ্রনন্দন, গোপবালকদের সখা এবং ব্রজগোপিকাদের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। রাগভক্তিমার্গে তাঁকে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের অপর স্বরূপগণ, সকলেই ভগবান নামে অভিহিত, তাঁর থেকে অভিন্ন ভগবৎ বিগ্রহ হলেও বৈধী ভক্তিমার্গে প্রাপ্য।

শ্লোক ২৮৯

বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ—'দাস' ।
'সখা', 'গুরু', 'কান্তাগণ',—চারিবিধ প্রকাশ ॥ ২৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"বিধি ভক্তি অনুশীলন করে, নিত্যসিদ্ধ পার্ষদত্ব লাভ করা যায়। সেই পারিষদ চার প্রকার—দাস, সখা, গুরু এবং কান্তা।

শ্লোক ২৯০

সাধনসিদ্ধ—দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ ।
জাতরতি সাধকভক্ত—চারিবিধ জন ॥ ২৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"সাধনসিদ্ধ চার প্রকার—দাস, সখা, গুরু এবং কান্তাগণ। তেমনই জাতরতি ও সাধকভক্ত চার প্রকার।

শ্লোক ২৯১

অজাতরতি সাধকভক্ত,—এ চারি প্রকার ।
বিধিমার্গে ভক্তে ষোড়শ ভেদ প্রচার ॥ ২৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"অজাতরতি সাধকভক্ত এইরকম চার প্রকার। এইভাবে বিধিমার্গে সবশুদ্ধ ষোল প্রকার ভক্ত।

শ্লোক ২৯২

রাগমার্গে ঐছে ভক্তে ষোড়শ বিভেদ ।
দুই মার্গে আত্মারামের বত্রিশ বিভেদ ॥ ২৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"রাগমার্গেও ঐভাবে ষোল প্রকার ভক্ত রয়েছে। এইভাবে দুইমার্গে আত্মারামের বত্রিশ প্রকার বিভেদ।

শ্লোক ২৯৩

'মুনি', 'নির্গ্রন্থ', 'চ', 'অপি',—চারি শব্দের অর্থ।
যাহাঁ যেই লাগে, তাহা করিয়ে সমর্থ ॥ ২৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"মুনি, নির্গ্রন্থ, চ এবং অপি, এই চারটি শব্দের অর্থ এদের সঙ্গে যথাযথভাবে প্রযোজ্য।

শ্লোক ২৯৪

বত্রিশে ছাব্বিশে মিলি' অষ্টপঞ্চাশ ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ ॥ ২৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্ত পর্যায়ে বত্রিশ প্রকার এবং জ্ঞানী ও যোগীর পর্যায়ে ছাব্বিশ প্রকার, একত্রে আটান্ন প্রকার হল। এখন তুমি তাদের জন্য অর্থ প্রকাশের কথা শ্রবণ কর।

শ্লোক ২৯৫

ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে ।
'আটান্ন'বার আত্মারাম নাম লইয়ে ॥ ২৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এক একটি শব্দকে চ দিয়ে সমাস করলে, আটান্নবার আত্মারাম নাম নেওয়া যায়।

শ্লোক ২৯৬

'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' আটান্নবার ।
শেষে সব লোপ করি' রাখি একবার ॥ ২৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে আত্মারামশ্চ শব্দটি আটান্নবার পুনরাবৃত্তি করা যায়। পূর্বোল্লিখিত নিয়ম অনুসারে, একবার মাত্র শব্দটির প্রয়োগের দ্বারা সমস্ত অর্থ বোঝান হয়।

শ্লোক ২৯৭

সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ, উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি ॥ ২৯৭ ॥

স-রূপাণাম্—রূপবিশিষ্ট শব্দ; এক-শেষঃ—কেবল শেষটি; এক-বিভক্তৌ—একই বিভক্তিতে; উক্ত-অর্থানাম্—পূর্বোল্লিখিত অর্থটি; অপ্রয়োগঃ—প্রয়োগ না করা; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

" 'সমান রূপবিশিষ্ট বহু শব্দ থাকলে এক শেষে ও এক বিভক্তিতে যাদের অর্থ উক্ত হয়, সেখানে এক রূপ রেখে অন্য সমস্ত রূপের অপ্রয়োগ হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পাণিনি-সূত্র* (১/২/৬৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৯৮

আটান্ন চ-কারের সব লোপ হয় ।
এক আত্মারাম-শব্দে আটান্ন অর্থ কয় ॥ ২৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আটান্ন চ-কারের সব লোপ হয়, এবং এক আত্মারাম শব্দে আটান্নটি অর্থ প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ২৯৯

অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ ॥ ২৯৯ ॥

অশ্বত্থ-বৃক্ষাঃ—অশ্বত্থবৃক্ষ সমূহ; চ—এবং; বট-বৃক্ষাঃ—বটবৃক্ষ সমূহ; চ—এবং; কপিত্থ-বৃক্ষাঃ—কপিত্থ নামক বৃক্ষসমূহ; চ—এবং; আম্র-বৃক্ষাঃ—আম্রবৃক্ষ সমূহ; চ—এবং; বৃক্ষাঃ—'বৃক্ষাঃ' শব্দের দ্বারা।

অনুবাদ

" 'বৃক্ষাঃ' শব্দে অশ্বত্থবৃক্ষ, বটবৃক্ষ, কপিত্থবৃক্ষ, আম্রবৃক্ষ ইত্যাদি সমস্ত বৃক্ষকে বোঝান হয়।'

শ্লোক ৩০০

"অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি" যৈছে হয় ।
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণে ভক্তি করয় ॥ ৩০০ ॥

শ্লোকার্থ

" 'এই বনে বিভিন্ন বৃক্ষের ফল ফলে' বললে যেমন সমস্ত বৃক্ষকে বোঝায়, তেমনই সমস্ত আত্মারামেরা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন।

শ্লোক ৩০১

'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে কহিয়ে চ-কার ।
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে,—এই অর্থ তার ॥ ৩০১ ॥

শ্লোকার্থ

"আত্মারাম শব্দটি আটান্নবার উচ্চারণ করে এবং তাদের সমুচ্চয়ে চ-কারের প্রয়োগ করে, তার সঙ্গে মুনয়ঃ শব্দের প্রয়োগ করলে এই অর্থ হয় যে, মুনিরা আত্মারাম হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি করেন।

শ্লোক ৩০২

'নির্গ্রন্থা এব' হঞা, 'অপি'—নির্ধারণে ।
এই 'ঊনষষ্টি' প্রকার অর্থ করিলুঁ ব্যাখ্যানে ॥ ৩০২ ॥

শ্লোকার্থ

" 'নির্গ্রন্থা এব' হয়ে, নির্ধারণে অপি শব্দের ব্যবহার করে আর একটি অর্থ হয়, এবং এইভাবে আমি ঊনষাট প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করলাম।

শ্লোক ৩০৩

সর্বসমুচ্চয়ে আর এক অর্থ হয় ।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ' ভজয় ॥ ৩০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সবকটি শব্দ একত্রে করলে তার আর একটি অর্থ হয়—আত্মারামেরা, মুনিরা এবং মূর্খেরা শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন।

তাৎপর্য

এখানে সর্বসমুচ্চয়ে শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দে আত্মারাম, মুনি এবং নির্গ্রন্থ, সকলেই কৃষ্ণভজন করেন বলে বোঝান হয়েছে। অপি শব্দের অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থ গ্রহণ করে ষাট প্রকার অর্থ হয়েছে।

শ্লোক ৩০৪

'অপি'-শব্দ—অবধারণে, সেহ চারি বার ।
চারিশব্দ-সঙ্গে 'এব' করিব উচ্চার ॥ ৩০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"নিশ্চয়ার্থে অপি শব্দের ব্যবহার হয়েছে, এবং তারপর চারটি শব্দের সঙ্গে এব শব্দের উচ্চারণ হয়েছে।

শ্লোক ৩০৫

"উরুক্রমে এব ভক্তিমেব অহৈতুকীমেব কুর্বন্ত্যেব" ॥ ৩০৫ ॥

উরুক্রমে—সর্বশক্তিমানকে; এব—কেবল; ভক্তিম্—ভগবদ্ভক্তি; এব—কেবল; অহৈতুকীম্—অহৈতুকী; এব—কেবল; কুর্বন্তি—করেন; এব—কেবল।

অনুবাদ

"উরুক্রম, ভক্তি, অহৈতুকী এবং কুর্বন্তি এই চারটি শব্দের সঙ্গে এব যোগ করে আর একটি অর্থ হয়।

শ্লোক ৩০৬

এই ত' কহিলুঁ শ্লোকের 'ষষ্টি' সংখ্যক অর্থ ।
আর এক অর্থ শুন প্রমাণে সমর্থ ॥ ৩০৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে আমি এই শ্লোকটির ষাট প্রকার অর্থ করলাম, আর একটি অর্থ শ্রবণ কর যা প্রমাণে সমর্থ।

শ্লোক ৩০৭

'আত্মা'-শব্দে কহে 'ক্ষেত্রজ্ঞ জীব'-লক্ষণ ।
ব্রহ্মাদি কীটপর্যন্ত—তাঁর শক্তিতে গণন ॥ ৩০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আত্মা শব্দে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে বোঝান হয়েছে। সেটি আর একটি লক্ষণ। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত, সকলকে ভগবানের তটস্থা শক্তিরূপে গণনা করা হয়।

শ্লোক ৩০৮

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা-কর্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৩০৮ ॥

বিষ্ণু-শক্তিঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তি; পরা—চিন্ময়; প্রোক্তা—উক্ত হয়; ক্ষেত্র-জ্ঞ-আখ্যা—ক্ষেত্রজ্ঞ নামক শক্তি; তথা—তেমনিও; পরা—চিন্ময়; অবিদ্যা—অজ্ঞান; কর্ম—সকাম কর্ম; সংজ্ঞা—পরিচিত; অন্যা—অন্য; তৃতীয়া—তৃতীয়; শক্তিঃ—শক্তি; ইষ্যতে—এইভাবে পরিচিত।

অনুবাদ

" 'বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা। পরা শক্তি হচ্ছে 'চিচ্ছক্তি', ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি হচ্ছে জীবশক্তি, যা পরা শক্তি সম্ভূত হলেও অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে; এবং তৃতীয় শক্তিটি হচ্ছে কর্ম সংজ্ঞারূপা অবিদ্যাশক্তি অর্থাৎ, 'মায়াশক্তি'।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিষ্ণুপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত। এর বিশদ বিশ্লেষণ আদি লীলায় (৭/১১৯) দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৩০৯

"ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াম্ ॥" ৩০৯ ॥

ক্ষেত্র-জ্ঞঃ—ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দটি, আত্মা—জীব; পুরুষঃ—ভোক্তা; প্রধানম্—প্রধান; প্রকৃতিঃ—জড়া-প্রকৃতি; স্ত্রিয়াম্—স্ত্রীলিঙ্গ।

অনুবাদ

" 'ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে—আত্মা, পুরুষ, প্রধান ও প্রকৃতিকে বোঝায়।'

তাৎপর্য

এটি *অমর-কোষ* অভিধানে *স্বর্গবর্গ* (৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩১০

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায় ।
সব ত্যজি' তবে তিঁহো কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৩১০ ॥

শ্লোকার্থ

"বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন শরীরে ভ্রমণ করতে করতে, কোন জীব যদি শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ করে, তবে সে সবকিছু ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়।

শ্লোক ৩১১

যাটি অর্থ কহিলুঁ, সব—কৃষ্ণের ভজনে।
সেই অর্থ হয় এই সব উদাহরণে ॥ ৩১১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যাটটি অর্থ বিশ্লেষণ করেছি, এবং তারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। এই সমস্ত উদাহরণে সেইটিই কেবল একমাত্র অর্থ।

শ্লোক ৩১২

'একষষ্টি' অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা-সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে ॥ ৩১২ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন, তোমার সঙ্গের প্রভাবে আর একটি অর্থের উদয় হল। তোমার ভক্তির বলে অর্থের তরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

আত্মা শব্দের অর্থ জীব। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সকল জীবই ভগবানের তটস্থা শক্তি। তারা সকলেই ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তারা যখন নির্গ্রন্থ বা মুক্ত হয়ে সাধু হয়, তখন তারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়। এইটি এই শ্লোকে একষষ্টিতম অর্থ।

শ্লোক ৩১৩

অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥ ৩১৩ ॥

অহম্—আমি (শিব); বেদ্মি—জানি; শুকঃ—শুকদেব গোস্বামী; বেত্তি—জানেন; ব্যাসঃ—ব্যাসদেব; বেত্তি—জানেন; ন বেত্তি বা—অথবা না জানতেও পারেন; ভক্ত্যা—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা (নববিধা ভক্তির সম্পাদনের দ্বারা); ভাগবতম্—ভাগবত পুরাণ (পরমহংস-সংহিতা বা পরমহংসদের আস্বাদনীয় শাস্ত্র); গ্রাহ্যম্—গ্রহণীয়; ন—না; বুদ্ধ্যা—তথাকথিত বুদ্ধি বা জ্ঞানের দ্বারা; ন—না; চ—ও; টীকয়া—কল্পনা প্রসূত ভাষ্যের দ্বারা।

অনুবাদ

'(মহাদেব বললেন), 'আমি জানি, শুকদেব গোস্বামী জানেন, ব্যাস জানেন বা নাও

জানেন। ভক্তির দ্বারাই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত হৃদয়ঙ্গম করা যায়, বুদ্ধি বা টীকার দ্বারা কখনই তা জানা যায় না।"

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণুস্মরণ আদি ন'টি পন্থা। যিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন তিনিই *পরমহংস-সংহিতা অমল-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত* হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তথাকথিত টীকার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।* সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে *শ্রীমদ্ভাগবত* শিখতে হয় ভক্ত ভাগবতের কাছে, এবং তা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত হতে হয়। তথাকথিত পণ্ডিত বা ব্যাকরণবিদেরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। যিনি শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তি লাভ করেছেন এবং শুদ্ধ ভক্ত শ্রীগুরুদেবের সেবা করেছেন, তিনিই কেবল *শ্রীমদ্ভাগবত* হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। অন্য কেউ পারেন না।

শ্লোক ৩১৪

অর্থ শুনি' সনাতন বিস্মিত হঞা।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া ॥ ৩১৪ ॥

শ্লোকার্থ

আত্মারাম শ্লোকের সেই সমস্ত অর্থ শুনে, বিস্মিত হয়ে সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম ধরে স্তুতি করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩১৫

"সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার, নিশ্বাসে সর্ববেদ-প্রবর্তন ॥ ৩১৫ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী বললেন, "তুমি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তোমার নিশ্বাসে সমস্ত বেদের প্রবর্তন হয়েছে।

শ্লোক ৩১৬

তুমি—বক্তা ভাগবতের, তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ ॥" ৩১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, তুমি ভাগবতের আদি বক্তা। তুমি ভাগবতের প্রকৃত অর্থ জান। তুমি ছাড়া শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় অর্থ জানতে আর কেউ সমর্থ নয়।"

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর এই উক্তি অনুসারে আমরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভূমিকা রচনা করেছি (*শ্রীমদ্ভাগবত* প্রথম স্কন্ধ, প্রথম ভাগ, ৭-৪১ পৃষ্ঠা)।

শ্লোক ৩১৭

প্রভু কহে,—"কেনে কর আমার স্তবন ।
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ? ৩১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "তুমি কেন আমার স্তব করছ? তুমি কেন শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ বিচার করছ না?

শ্লোক ৩১৮

কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত—বিভু, সর্বাশ্রয় ।
প্রতি-শ্লোকে প্রতি-অক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥ ৩১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণেরই মতো বিভু এবং সবকিছুর আশ্রয় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিটি শ্লোকে এবং প্রতিটি অক্ষরে নানা অর্থ প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৩১৯

প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্ধার ।
যাঁহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ ৩১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রশ্নোত্তরের আকারে শ্রীমদ্ভাগবতে পরমতত্ত্ব নির্ধারিত হয়েছে, যা শ্রবণ করলে লোকেরা অত্যন্ত চমৎকৃত হয়।

শ্লোক ৩২০

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্মবর্মণি ।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্মঃ কং শরণং গতঃ ॥ ৩২০ ॥

ব্রূহি—দয়া করে বলুন; **যোগ-ঈশ্বরে**—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণ; **ব্রহ্মণ্যে**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির রক্ষক; **ধর্ম-বর্মণি**—সনাতন ধর্মরূপ বর্ম বা কবচ; **স্বাম্**—তাঁর নিজের; **কাষ্ঠম্**—তাঁর নিজ ধামে; **অধুনা**—বর্তমানে; **উপেতে**—ফিরে যাওয়ায়; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **কম্**—কার; **শরণম্**—আশ্রয়; **গতঃ**—গ্রহণ করেছে।

অনুবাদ

" 'যোগেশ্বর ব্রহ্মণ্যদেব, ধর্মবর্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্যধামে ফিরে যাওয়ায়, ধর্ম এখন কার শরণাপন্ন হয়েছেন। দয়া করে তা আপনি আমাদের বলুন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/১/২৩) থেকে উদ্ধৃত। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিরা মহাভাগবত শ্রীসূত গোস্বামীর কাছে যে ছ'টি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার মধ্যে এইটি সর্বশেষ ষষ্ঠ প্রশ্ন; এবং পরবর্তী শ্লোকে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৩/৪৩) শ্রীসূত গোস্বামী এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৩২১

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ৩২১ ॥

কৃষ্ণে—শ্রীকৃষ্ণ; **স্ব-ধাম**—তাঁর ধামে; **উপগতে**—ফিরে গেলে; **ধর্ম-জ্ঞান-আদিভিঃ সহ**—ধর্ম, জ্ঞান আদি সহ; **কলৌ**—এই কলিযুগে; **নষ্ট-দৃশাম্**—পারমার্থিক জ্ঞান রহিত জীবদের; **এষঃ**—এই; **পুরাণ-অর্কঃ**—পুরাণরূপ সূর্য; **অধুনা**—এখন; **উদিতঃ**—উদিত হয়েছে।

অনুবাদ

" 'ধর্ম, জ্ঞান আদি সহ কৃষ্ণ স্বধামে গমন করলে, পারমার্থিক দৃষ্টিরহিত কলিযুগের জীবদের হিত সাধনের জন্য এই পুরাণরূপ সূর্য এখন উদিত হয়েছে।'

শ্লোক ৩২২

এই মত কহিলুঁ এক শ্লোকের ব্যাখ্যান ।
বাতুলের প্রলাপ করি' কে করে প্রমাণ? ৩২২ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে পাগলের মতো, আমি একটি শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করেছি। আমি জানিনা যে কে এটি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করবে।

শ্লোক ৩২৩

আমা-হেন যেবা কেহ 'বাতুল' হয় ।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয় ॥" ৩২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যদি আমার মতো পাগল হয়, তাহলে সেও এইমতো শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ জানতে পারে।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে, যারা জড় বিষয়ে আসক্ত তারা *শ্রীমদ্ভাগবতের* অর্থ বুঝতে পারে না। অর্থাৎ, যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হয়েছেন তিনিই কেবল *শ্রীমদ্ভাগবতের* অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবান হওয়া সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আচার্যের ভূমিকা অবলম্বন করে, ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। তাঁর স্বরচিত শ্লোকে তিনি লিখেছেন—*যুগায়িতং নিমেষেণ*। অর্থাৎ, "এক নিমেষকে এক যুগ বলে মনে হচ্ছে।" *চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্*—"আমার চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছে।" *শূন্যায়িতং জগৎ সর্বম্*—"সমস্ত জগৎ শূন্য বলে মনে হচ্ছে।" কেন? *গোবিন্দবিরহেণ মে*—"গোবিন্দের বিরহে।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই কেবল *শ্রীমদ্ভাগবতের* অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়েছিলেন। আমরা অবশ্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুকরণ করতে পারি না। তা সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে জানতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী না হলে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলার পূর্ণ বিবরণ প্রদান করেছে। প্রথম ন'টি স্কন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলাবিলাস দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং কার্যকলাপ দিব্য বা অপ্রাকৃত, প্রাকৃত নয়। কেউ যদি পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, এবং তাঁর আবির্ভাব ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানতে পারেন, তাহলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*।

তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে *শ্রীমদ্ভাগবত* ও *ভগবদ্গীতা* পাঠ করে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হয়। যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে না, তারা *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ৩২৪-৩২৫

পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি' দুই করে ।
"প্রভু আজ্ঞা দিলা 'বৈষ্ণবস্মৃতি' করিবারে ॥ ৩২৪ ॥
মুঞি—নীচ-জাতি, কিছু না জানোঁ আচার ।
মো-হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার ॥ ৩২৫ ॥

শ্লোকার্থ

হাত জোড় করে সনাতন গোস্বামী পুনরায় বললেন, "হে প্রভু, তুমি আমাকে 'বৈষ্ণবস্মৃতি' রচনা করার আদেশ দিয়েছ। কিন্তু আমি নীচ জাতি, সদাচার সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই নেই। আমার পক্ষে বৈষ্ণব আচার সম্বন্ধে প্রামাণিক শাস্ত্র রচনা করা কিভাবে সম্ভব?"

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে সনাতন গোস্বামী ছিলেন অতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে অত্যন্ত অধঃপতিত এবং নীচকুলোদ্ভূত বলে প্রচার করেছেন, কেননা তিনি মুসলমান নবাবের অধীনে চাকরী করেছিলেন। ব্রাহ্মণ কখনও কারোর চাকরী করেন না। জীবিকা নির্বাহের জন্য চাকরী করা *(পরিচর্যাত্মকং কর্ম)* শূদ্রের বৃত্তি। ব্রাহ্মণ সর্বদা স্বাধীন, তিনি শাস্ত্র পাঠ করেন এবং সমাজের নিম্নস্তরের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের কাছে শাস্ত্রের বাণী প্রচার করেন। সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবস্মৃতি রচনা কার্যে নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন, কেননা তিনি ব্রাহ্মণের স্তর থেকে অধঃপতিত হয়েছিলেন। এইভাবে সনাতন গোস্বামী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি যেন যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান ভারতবর্ষে, তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা নানারকম জড়-জাগতিক কার্যে লিপ্ত, এবং তারা বৈদিক শাস্ত্রের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু তবুও জন্মসূত্রে তারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করে। এই সম্পর্কে সনাতন গোস্বামী স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণ যদি সমাজের নেতৃত্ব করতে চান, তাহলে তিনি যেন কারোর দাসত্বের বৃত্তি গ্রহণ না করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* নারদমুনি উল্লেখ করেছেন যে, ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়লেও যেন কখনও শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন না করেন। অর্থাৎ তিনি যেন কখনও অন্যের দাসত্ব গ্রহণ না করেন, কেননা সেটি হচ্ছে কুকুরের বৃত্তি। এই পরিস্থিতিতে সনাতন গোস্বামী নিজেকে অত্যন্ত নীচ বলে অনুভব করেছিলেন, কেননা তিনি মুসলমান সরকারের কর্মচারীর বৃত্তি স্বীকার করেছিলেন। এর সিদ্ধান্তে বলা যায় যে অন্যের দাসত্বে যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কেবল ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবী করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩২৬

সূত্র করি' দিশা যদি করহ উপদেশ ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥ ৩২৬ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করলেন, "দয়া করে তুমি যদি সূত্রের আকারে বৈষ্ণবস্মৃতি রচনা করার প্রণালী প্রদর্শন কর, এবং স্বয়ং আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়ে আমাকে পরিচালিত কর, তাহলে আমার পক্ষে সেই শাস্ত্র রচনা করা সম্ভব হবে।

তাৎপর্য

বৈষ্ণব শাস্ত্র রচনা করা সাধারণ মানুষের কার্য নয়। বৈষ্ণব শাস্ত্র কোন মনগড়া রচনা নয়। তা বৈষ্ণব হওয়ার অভিলাষী ব্যক্তিদের পথ প্রদর্শনকারী প্রামাণিক শাস্ত্র। তাই সেই সম্পর্কে কোন সাধারণ মানুষ তার মতামত দিতে পারে না। কোন মত যদি বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের অনুগামী না হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা যায় না। সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণব আচার সম্বন্ধে পারদর্শী না হলে এবং মহাজন (পরমেশ্বর ভগবান) কর্তৃক অনুমোদিত না হলে বৈষ্ণব শাস্ত্র রচনা করা যায় না, অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* ও *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য এবং তাৎপর্য রচনা করা যায় না।

শ্লোক ৩২৭

তবে তার দিশা স্ফুরে মো-নীচের হৃদয় ।
ঈশ্বর তুমি,—যে করাহ, সেই সিদ্ধ হয় ॥" ৩২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি যদি আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও এবং স্বয়ং আমাকে সেই গ্রন্থ রচনা কার্যে পরিচালিত কর, তাহলে, আমার মতো নীচ ব্যক্তিও সেই কার্যসাধনে সক্ষম হতে পারে। তুমি তা করতে পার কেননা তুমি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, এবং তুমি যা করাও, তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল।"

শ্লোক ৩২৮

প্রভু কহে,—"যে করিতে করিবা তুমি মন ।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ ॥ ৩২৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার উত্তরে বললেন, "তুমি যা করতে চাইবে তারই প্রকৃত তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণ তোমার কাছে প্রকাশিত করবেন।

তাৎপর্য

সনাতন গোস্বামী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত। শুদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া আর কোন কিছু করেন না; তাই শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বৈষ্ণবস্মৃতি রচনা করার নির্দেশ দিয়ে এই আশীর্বাদ করেছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদে যথাযথভাবে সেই গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২৯

তথাপি এই সূত্রের শুন দিগ্‌দরশন ।
সকারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ ॥ ৩২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তবুও যেহেতু তুমি আমাকে সূত্র নির্দেশ করতে বলেছ, তাই আমি তোমাকে কিছু ইঙ্গিত দিচ্ছি। বৈষ্ণবের সর্বপ্রথম কর্তব্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা।

শ্লোক ৩৩০

গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ ।
সেব্য—ভগবান্, সর্বমন্ত্র-বিচারণ ॥ ৩৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই গ্রন্থে তুমি গুরুর লক্ষণ, শিষ্যের লক্ষণ, শিষ্যের গুরুকে পরীক্ষা, গুরুর শিষ্যকে পরীক্ষা, পরম আরাধ্যরূপে ভগবানের বর্ণনা এবং সমস্ত বীজমন্ত্রের বিচার তুমি বিশদভাবে বর্ণনা কর।

তাৎপর্য

পদ্মপুরাণে সদ্‌গুরুর লক্ষণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্ ।
সর্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥

গুরুকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হবে। তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন, এবং তাদের মধ্যে উত্তম অধিকারীকে গুরুরূপে বরণ করা কর্তব্য। উত্তম অধিকারী ভক্ত সর্বপ্রকার মানুষের গুরু হওয়ার যোগ্য। কথিত আছে—*গুরুর্নৃণাম্*। অর্থাৎ 'সমস্ত মানুষের গুরু'। গুরু কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। *শ্রীউপদেশামৃত* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, গুরু হচ্ছেন গোস্বামী অর্থাৎ তিনি তাঁর ইন্দ্রিয় ও মনের বেগ দমন করতে সক্ষম। এই প্রকার গুরু সারা পৃথিবী জুড়ে শিষ্য গ্রহণ করতে পারে। *পৃথিবীং স শিষ্যাৎ*। এইটি গুরুর পরীক্ষা।

ভারতবর্ষে বহু তথাকথিত গুরু রয়েছে, যারা কোন জেলা প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা ভারতবর্ষের বাহিরে পর্যন্ত কখনও যায়নি, অথচ তারা নিজেদের জগদ্‌গুরু বলে ঘোষণা করে। এই ধরনের প্রতারক গুরুদেব কখনও গ্রহণ করা উচিত নয়। সদ্‌গুরু কিভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে শিষ্য গ্রহণ করেন তা যে কোন ব্যক্তি বিচার করে দেখতে পারেন। গুরুদেব হচ্ছেন যোগ্য ব্রাহ্মণ; অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম সম্বন্ধে জানেন। তাই তিনি পরব্রহ্মের সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। যে সদ্‌গুরু সারা পৃথিবী জুড়ে শিষ্য গ্রহণ করেন, তিনি যোগ্যতার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে পূজিত হন। *লোকানাম্ অসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ*। গুরুদেব পরমেশ্বর ভগবানের মতো সকলের পূজ্য। তাঁকে এইভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় কেননা তিনি নিষ্ঠা সহকারে ব্রাহ্মণোচিত আচার অনুষ্ঠান

করেন এবং সেই নীতি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেন। সেই প্রকার ব্যক্তিকে বলা হয় আচার্য, কেননা ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত হয়ে, স্বয়ং আচরণে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেন। তাই তিনি আচার্য বা জগদ্‌গুরু। ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব না হন, তাহলে গুরু বলে স্বীকার করা যায় না। গুরুদেব যোগ্যতা অনুসারে ব্রাহ্মণ, তিনি শাস্ত্র এবং ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অনুসারে অন্যদের ব্রাহ্মণে পরিণত করতে পারেন। ব্রাহ্মণত্ব বংশ পরম্পরাক্রমে লাভ হয় না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/১১/৩৫) শ্রীনারদমুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন ব্রাহ্মণ কে? তিনি উল্লেখ করেছেন ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এমনকি শূদ্রের মধ্যেও দেখা যায়, তাহলে তাদের ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে। এই সম্পর্কে শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় লিখেছেন—*শমাধিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতি-মাত্রাদিত্যাহ—যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দিশেৎ, ন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ।* কেউ ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোনও বর্ণের সদস্য কি না তা ঠিক করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে, তার মধ্যে আত্ম-সংযম ও অনুরূপ ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি রয়েছে কি না। জন্মের মতো ভাসা-ভাসা বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রাথমিকভাবে আমাদের বিচার করা উচিত নয়। এ কথাটি *ভাগবত* (৭/১১/৩৫) শ্লোকের শুরুতে *যস্য* শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি কোনও বর্ণে জন্মগ্রহণকারীর মধ্যে অন্য আর এক বর্ণের গুণাবলী লক্ষ করা যায়, তা হলে তার গুণাবলী অনুসারে সেই জন্মগ্রহণকারীর বর্ণ নির্দিষ্ট হবে, তার জন্ম দ্বারা নয়।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও এইরকম নির্দেশ দিয়েছেন—

শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব ।
ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব ॥

"শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও, কেউ যদি শম (মন সংযম) আদি গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হন, তাহলে তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে। আর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেও, কেউ যদি কাম আদি গুণ সমন্বিত হন, তাহলে তাকে শূদ্র বলে বিবেচনা করতে হবে।" ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় না। শাস্ত্র লিখিত ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্যই কর্তব্য। ব্রাহ্মণের গুণাবলী বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪২) বলা হয়েছে—

শমো দমস্তপঃ শৌচঃ ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥

"শম, দম, তপশ্চর্যা, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্য, এগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক গুণ।"

এই সমস্ত গুণ না থাকলে, কাউকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যায় না। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং শ্রীল শ্যামানন্দ গোস্বামী ব্রাহ্মণ

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলেই গঙ্গানারায়ণ, রামকৃষ্ণ আদি ব্রাহ্মণেরা তাঁদের গুরুরূপে বরণ করেছিলেন।

মহাভাগবত হচ্ছেন তিনি যিনি তিলকের দ্বারা তাঁর অঙ্গ বিভূষিত করেন এবং যাঁর নাম কৃষ্ণদাস্যপর। তিনি সদ্‌গুরুর দ্বারা দীক্ষিত এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনায় পারদর্শী। তিনি শুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, ভগবানের বন্দনা করেন এবং ভগবানের নাম সংকীর্তন করেন। তিনি জানেন কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে হয় এবং বৈষ্ণবদের সেবা করতে হয়। কেউ যখন মহাভাগবতের সর্বোত্তম স্তরে উন্নীত হন, তখন তাঁকে গুরুরূপে বরণ করে, সাক্ষাৎ হরির মত পূজা করতে হয়। এই প্রকার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিই কেবল গুরুপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু কেউ যদি গুণ সম্পন্ন হলেও বৈষ্ণব না হন তাহলে তিনি গুরু হতে পারেন না। যেখানে বৈষ্ণবতা থেকে ব্রাহ্মণতা—'ভিন্ন' অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণ—বৈষ্ণবের আনুগত্য বিহীন, সেখানে সেই প্রকার ব্রাহ্মণের গুরু যোগ্য ব্রাহ্মণ্য নেই। আবার যেখানে বৈষ্ণবতা আছে, সেখানে লৌকিক দৃষ্টিতে শৌক্র বর্ণান্তর দৃষ্ট হলেও যথার্থ শুদ্ধ ব্রাহ্মণতার অভাব নেই। গুরু যদি যোগ্যতা অনুসারে বৈষ্ণব হন, তাহলে ব্রাহ্মণেতর পরিবারে জন্ম হলেও তিনি ব্রাহ্মণ। জন্ম অনুসারে ব্রাহ্মণত্ব বিচার করার পন্থা সদ্‌গুরুর বেলায় প্রযোজ্য নয়। সদ্‌গুরু যোগ্যতা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং আচার্য। কেউ যদি ব্রাহ্মণোচিত যোগ্যতা সম্পন্ন না হন, তাহলে তিনি বৈদিক শাস্ত্র পাঠে পারদর্শী হতে পারেন না। *নানা-শাস্ত্র-বিচারৈক-নিপুণৌ।* প্রত্যেক বৈষ্ণবই গুরু এবং গুরু স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণোচিত আচারে পারদর্শী। তিনি বৈদিক শাস্ত্র সমূহের যথাযথ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

তেমনই, গুরুদেব শিষ্য গ্রহণ করার পূর্বে তার যোগ্যতা বিচার করে দেখবেন। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে দীক্ষিত হতে হলে পাপ জীবনের চারটি স্তম্ভস্বরূপ চারটি পাপকর্ম সর্বতোভাবে বর্জন করতে হয়—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মাংসাহার, আসব পান এবং দ্যূত-ক্রীড়া। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে প্রথমে দেখা হয় দীক্ষালাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি ধর্মের বিধিনিষেধগুলি পালন করতে প্রস্তুত কিনা। তারপর দাসরূপে তার নামকরণ করা হয় এবং প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে ষোল মালা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করার নির্দেশ দিয়ে দীক্ষা দেওয়া হয়। এইভাবে সদ্‌গুরু অথবা তাঁর প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে অন্ততপক্ষে ছ'মাস থেকে এক বছর ভগবানের সেবা করার পর শিষ্যকে যোগ্যতা অনুসারে যজ্ঞোপবীত দান করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করা হয়। উপযুক্ত বৈষ্ণবকে এইভাবে যজ্ঞোপবীত দান করার প্রথা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রচলন করেছেন এবং আমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। শিষ্যের যোগ্যতা বর্ণনা করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১০/৬) বলা হয়েছে—

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥

"প্রাকৃত অভিমানের বশবর্তী না হয়ে যিনি কাম, ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য পরিত্যাগ করে অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ব বিচার গ্রহণে নিপুণ এবং প্রাকৃতিক বস্তুতে 'আমি' 'আমার' বুদ্ধিশূন্য এবং অপ্রাকৃত গুরু পাদপদ্মে অবিনাশী প্রণয়যুক্ত, ধৈর্যশীলতাক্রমে অচঞ্চল, পরমার্থ-

জিজ্ঞাসাপর, গুণসমূহে দোষ দিতে যিনি প্রস্তুত নন এবং অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞানাদি-সম্বন্ধিনী বৃথা কথায় প্রমত্ত না হয়ে হরিকথায় স্থির বুদ্ধি তিনিই 'শিষ্য' হওয়ার যোগ্য।"

'দোঁহার পরীক্ষণ' সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, একজন প্রকৃত শিষ্যের দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য জিজ্ঞাসু হতে হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৩/২১) বর্ণনা করা হয়েছে—*তস্মাদ্ গুরু প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*। "যে অপ্রাকৃত বস্তু শিষ্যের আবশ্যক, তার ভিক্ষু অর্থাৎ প্রার্থী হয়ে যখন তিনি গুরুপাদ আশ্রয় করতে গমন করেন, তখন সেই বস্তু গুরুযোগ্য ব্যক্তিতে আছে কিনা এবং কি পরিমাণে আছে, তা শিষ্যের এক বর্ষকাল দেখা উচিত। শিষ্যের অপ্রাকৃত উপলব্ধির যোগ্যতা কেমন, তা গুরুও বিশেষভাবে দেখবেন, কেননা বিষয়ী শিষ্যের সঙ্গক্রমে গুরুদেবের লঘুত্ব অবশ্যম্ভাবী।" শিষ্যের ধন-সম্পদে লোলুপ হয়ে শিষ্য গ্রহণ করা গুরুর কর্তব্য নয়। কখনও ধনী ব্যবসায়ী বা জমিদার দীক্ষা লাভের জন্য গুরুর অনুবর্তী হতে পারেন, কিন্তু দীক্ষাদানের পূর্বে সেই ব্যক্তিদের ঐকান্তিকতা কতখানি তা বিচার করে দেখা গুরুর কর্তব্য। যারা জড় বিষয়ে আসক্ত তাদের বলা হয় বিষয়ী (কর্মী), এবং তারা ইন্দ্রিয়-তর্পণে অত্যন্ত আসক্ত। এই ধরনের বিষয়ীরা কখনও কখনও ঝোঁকের বসে দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য কোন বিখ্যাত গুরুর অনুবর্তী হয়। কখনও বিষয়ীরা তাদের অসৎ কার্যকলাপ ঢাকা দিতে নিজেদের সাধু বলে প্রচার করার জন্য কোন বিখ্যাত গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার অভিনয় করে। অর্থাৎ তারা প্রাকৃত সাফল্যের অভিলাষী। এ বিষয়ে গুরুদেবের সচেতন থাকা অবশ্য কর্তব্য। আজকাল সারা পৃথিবী জুড়ে এই ব্যবসা চলছে। সদ্‌গুরু কখনও নিজের খ্যাতি প্রচার করার জন্য জড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিষ্যত্বে বরণ করেন না। তিনি জানেন যে এই প্রকার বিষয়ী শিষ্যের সঙ্গ প্রভাবে তাঁর অধঃপতন হতে পারে। যিনি বিষয়ী শিষ্য গ্রহণ করেন তিনি সদ্‌গুরু নন। যদি তিনি সদ্‌গুরু হনও, এই প্রকার অসৎ বিষয়ীর সঙ্গের প্রভাবে তাঁর পারমার্থিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তথাকথিত গুরু যদি ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা জড় বিষয় লাভের জন্য শিষ্য গ্রহণ করেন, তাহলে সেই গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক একটি ব্যবসায় পরিণত হয়, এবং সেই গুরু স্মার্তগুরুতে পরিণত হন। বহু জাতি গোস্বামী রয়েছেন যারা পেশাদারীভাবে দীক্ষা দেন এবং তাদের শিষ্যরা তাদের নির্দেশের ধার ধারে না। এই ধরনের গুরুরা তাদের শিষ্যদের কাছ থেকে কিছু জড় সুযোগ সুবিধা লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই প্রকার গুরু শিষ্য সম্পর্কের তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন যে এই প্রকার গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে প্রতারক-প্রতারিতের সম্পর্ক। তাদের বাউল অথবা প্রাকৃত সহজিয়া বলা হয়। তাদের কাছে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক একটি অতি ক্ষীণ সম্পর্ক। তারা পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী নয়।

এই শ্লোকে সেব্য ভগবান কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভগবান বিষ্ণুই একমাত্র সেব্য। বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন দেবতার উপাসনার আবশ্যকতা নেই। সে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) বলা হয়েছে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"কামনা বাসনার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে তারাই কেবল অন্য দেবদেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের প্রকৃতি অনুসারে তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে।"

স্কন্দপুরাণেও বলা হয়েছে—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে ।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ ॥

"যে ব্যক্তি বাসুদেবকে পরিত্যাগ করে অন্য দেব-দেবীর উপাসনা করেন, সেই ব্যক্তি নিজের মাকে পরিত্যাগ করে পিশাচীর আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তির মতো।"

ভগবদ্গীতায়ও (৯/২৩) বলা হয়েছে—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, কেউ যখন শ্রদ্ধা সহকারে অন্যান্য দেবতাদের পূজা করে, সে তখন প্রকৃতপক্ষে আমারই পূজা করে, কিন্তু সেই পূজা অবিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়।"

দেব-দেবীরাও ভগবানের বিভিন্ন অংশ। তাই কেউ যখন দেব-দেবীর পূজা করেন, তখন তিনি পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই পূজা করেন, কিন্তু এই পূজা বিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হয় না। গাছে জল দেওয়ার একটি যথাযথ বিধি রয়েছে। জল গাছের গোড়ায় দেওয়া উচিত, কিন্তু তা না করে কেউ যদি গাছের পাতায় এবং ডালপালায় জল দেয়, তাহলে সে কেবল তার সময়ের অপচয় করছে। কেউ যদি শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা না করে দেব-দেবীদের পূজা করেন, তাহলে তিনি কেবল জড় বিষয়ী লাভ করবেন। সে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৩) বলা হয়েছে—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥

"যারা অল্প বুদ্ধিমান তারা দেব-দেবীদের পূজা করেন, এবং তাদের সেই পূজার ফল অনিত্য। যারা দেব-দেবীদের উপাসক তারা সেই দেব-দেবীদের লোকে গমন করেন, কিন্তু আমার ভক্তরা আমার পরমধামে ফিরে আসে।"

যারা দেবতার পূজক তারা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন কেননা দেব-দেবীদের পূজার মাধ্যমে তারা যে ফল লাভ করেন তা সবই জড় এবং অনিত্য। সেই সম্বন্ধে *হরিভক্তিবিলাসে* বলা হয়েছে—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

"যারা মনে করেন যে, শ্রীবিষ্ণু এবং ব্রহ্মা-রুদ্র-আদি দেবতারা সমপর্যায়ভুক্ত, তারা নিঃসন্দেহে পাষণ্ডী।"

জড় জগতে তিনটি গুণ রয়েছে, কিন্তু কেউ যখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি সমস্ত গুণ অতিক্রম করেন। এমনকি এই জড় জগতে অবস্থান করলেও জড়

জগতের গুণগুলি তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবায় যুক্ত, এবং কোন অবস্থাতেই যার অধঃপতন হয় না, তিনি সমস্ত গুণের অতীত হয়ে ব্রহ্মভূত অবস্থায় অধিষ্ঠিত।" যিনি ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনি অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত। জড় জগতের সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হলেও রজো এবং তমোগুণের প্রভাবে কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সত্ত্বগুণে রজোগুণ সংযুক্ত হলে জীব সূর্যের উপাসনা করেন, সত্ত্বগুণে তমোগুণ মিলিত হলে গণপতির উপাসনা করেন, রজোগুণে তমোগুণ মিলিত হলে জীব মায়াশক্তি বা দুর্গা, কালী ইত্যাদির উপাসনা করে। কেবল তমোগুণের জীব শিবের উপাসনা করেন, কেননা শিব হচ্ছেন জড় জগতের তমোগুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। কিন্তু, কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে জড়া-প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি শুদ্ধ ভক্তির স্তরে শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্তর হচ্ছে নিষ্কলুষ সত্ত্বগুণের স্তর। সেই স্তরে জীব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, *আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্*—"পরমেশ্বর ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য এবং তাঁর ধাম বৃন্দাবনও তাঁরই মতো আরাধ্য।"

'সর্বমন্ত্র-বিচারণ' কথাটির অর্থ হচ্ছে—"দ্বাদশ, অষ্টাদশ অক্ষর, নরসিংহ, রাম, গোপাল প্রভৃতি মন্ত্রের শক্তির তারতম্য বিচার।" প্রত্যেক মন্ত্রেরই পারমার্থিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গুরুদেব শিষ্যের যোগ্যতা অনুসারে তাকে উপযুক্ত মন্ত্র দান করেন।

শ্লোক ৩৩১

মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্র-সিদ্ধ্যাদি-শোধন ।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি-কৃত্য, শৌচ, আচমন ॥ ৩৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"মন্ত্র গ্রহণের যোগ্যতা, মন্ত্র সিদ্ধি, মন্ত্রের শোধন, দীক্ষা, প্রাতঃকৃত্য, ভগবৎ-স্মরণ, শৌচ, আচমন ইত্যাদি বিষয়ে সেই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

তাৎপর্য

হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে (১/১৯৪) নিম্নলিখিত নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে—

তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি ।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে নিষ্ঠা-পরায়ণ সাধ্বী স্ত্রী ও সদ্বুদ্ধি বিশিষ্ট শূদ্রেরও পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র দীক্ষায় অধিকার আছে। *ভগবদ্গীতায়ও* (৯/৩২) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, পাপকর্মের ফলে নিকৃষ্ট যোনিসম্ভূত স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রও আমার শরণ গ্রহণ করার ফলে পরা গতি লাভ করে।"

কেউ যদি প্রকৃতই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চান, তাহলে তিনি শূদ্র, বৈশ্য অথবা স্ত্রী হন না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' বা দীক্ষামন্ত্র জপ করতে চান, তাহলে তিনি পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে দীক্ষা লাভের যোগ্য। বৈদিক প্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী সমন্বিত ব্রাহ্মণেরই কেবল দীক্ষার অধিকার রয়েছে। অযোগ্য শূদ্র বা স্ত্রীদের বৈদিকী দীক্ষার অধিকার নেই। যোগ্যতা প্রাপ্ত ব্যক্তিরই ভাগবত বৈদিক অধিকার এবং যোগ্যতা প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরই পাঞ্চরাত্রিক তান্ত্রিক অধিকার, উভয় মার্গেরই ফল এক।

মন্ত্রের সিদ্ধি আদি সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *হরিভক্তিবিলাস* (১/২০৪) অনুসারে ষোলটি বিভাগের উল্লেখ করেছেন—

সিদ্ধসাধ্য-সুসিদ্ধারিক্রমাজ্জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥

যথা—১) সিদ্ধ, ২) সাধ্য, ৩) সুসিদ্ধ, এবং ৪) অরি। সেগুলি পুনরায় বিভক্ত হয়েছে—১) সিদ্ধ-সিদ্ধ, ২) সিদ্ধ-সাধ্য ৩) সিদ্ধ-সুসিদ্ধ, ৪) সিদ্ধ-অরি, ৫) সাধ্য-সিদ্ধ, ৬) সাধ্য-সাধ্য, ৭) সাধ্য-সুসিদ্ধ, ৮) সাধ্য-অরি, ৯) সুসিদ্ধ-সিদ্ধ, ১০) সুসিদ্ধ-সাধ্য, ১১) সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধ, ১২) সুসিদ্ধ-অরি, ১৩) অরি-সিদ্ধ, ১৪) অরি-সাধ্য, ১৫) অরি-সুসিদ্ধ, ১৬) অরি-অরি।

যারা অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন তাদের উপরোক্ত ষোলটি বিচার বিবেচনা করতে হয় না। সে সম্বন্ধে *হরিভক্তিবিলাস* (১/২১৫, ২১৯, ২২০) গ্রন্থে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

ন চাত্র শাত্রবা দোষা নর্ণস্বাদিবিচারণা ।
ঋক্ষরাশিবিচারো বা ন কর্তব্যো মনৌ প্রিয়ে ।

নাত্র চিন্ত্যোঽরিশুদ্ধ্যাদির্নারিমিত্রাদিলক্ষণম্ ।
সিদ্ধ-সাধ্যসুসিদ্ধারিরূপা নাত্র বিচারণা ॥

মন্ত্রের শোধন বা পবিত্রীকরণের প্রক্রিয়া রয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণমন্ত্রের সেরকম কোন শোধন প্রক্রিয়া নেই। *বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং ন হি*—"কৃষ্ণমন্ত্র এতই শক্তিশালী যে তার শোধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। (*হরিভক্তিবিলাস* ১/২৩৫)।

দীক্ষা সম্বন্ধে মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের ১০৮শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ যখন পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে দীক্ষিত হন তখন তিনি 'ব্রাহ্মণতা' লাভ

করেন। সেই সম্বন্ধে *হরিভক্তিবিলাসে* (২/১২) বলা হয়েছে—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

"পারদের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁসা যেমন সোনায় পরিণত হয়, তেমনই সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষালাভ করার ফলে শিষ্য তৎক্ষণাৎ দ্বিজত্ব লাভ করেন।"

দীক্ষাকাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সবকিছুই নির্ভর করে সদ্‌গুরুর উপর। ঘটনাক্রমেই হোক আর পরিকল্পনা অনুসারেই হোক, সদ্‌গুরু পাওয়া মাত্রই তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সেই সম্বন্ধে *তত্ত্বসাগরে* বর্ণনা করা হয়েছে—

দুর্লভে সদ্‌গুরূণাঞ্চ সকৃৎ-সঙ্গ উপস্থিতে ।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্ ॥
গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি ।
আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাদ্ যথা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া ॥
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হেমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া ।
দীক্ষায়াঃ কারণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্‌গুরৌ ॥

"যদি দৈবাৎ সদ্‌গুরু পাওয়া যায়, তা মন্দিরে হোক বা অরণ্যে হোক, দিনের বেলা হোক অথবা রাত্রির বেলায় হোক, সদ্‌গুরু যদি সম্মত হন, তাহলে, স্থানকালের কথা বিচার না করে তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করা উচিত।"

প্রাতঃস্মৃতি—ব্রহ্ম মুহূর্তে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' উচ্চারণ করতে করতে অথবা "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করতে করতে গাত্রোত্থান করা উচিত। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা উচিত। সেই সময় কোন শ্লোক বা প্রার্থনাও উচ্চারণ করা উচিত। ভগবানের নাম উচ্চারণ করার ফলে এবং তাঁর প্রার্থনা করার ফলে জড়া-প্রকৃতির গুণের প্রভাব অতিক্রম করে পবিত্র হওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই, অথবা যতদূর সম্ভব শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা উচিত।

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণই আদি বিষ্ণু। সর্বদা তাঁকে স্মরণ করা উচিত এবং কখনও তাঁকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রোল্লিখিত সমস্ত বিধি-নিষেধ এই দুটি নির্দেশের অনুগত ভৃত্য।" এই শ্লোকটি *পদ্মপুরাণের* বৃহৎ-সহস্র-নাম-স্তোত্র থেকে উদ্ধৃত।

প্রাতঃকৃত্য শব্দটির অর্থ সকালে উঠে নিয়মিতভাবে মলত্যাগ করা এবং তারপর স্নান করে পরিষ্কার হওয়া। আচমন মন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে নির্মল এবং পবিত্র জল হাতে নিয়ে তিনবার আচমন করতে হয়। দন্তধাবন—গাছের ডাল অথবা ট্যুথ ব্রাস দিয়ে প্রতিদিন দাঁত মাজা কর্তব্য। তার ফলে মুখ শুদ্ধ হয়। স্নান—সন্ন্যাসীদের দিনে তিন বার স্নান

করা উচিত, গৃহস্থদের এবং বানপ্রস্থদের দিনে দু'বার স্নান করা উচিত *(প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ)*, এবং ব্রহ্মচারী দিনে একবার স্নান করতে পারেন। জল দিয়ে স্নান করা সম্ভব না হলে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' উচ্চারণ করে স্নান করা যেতে পারে। *সন্ধ্যাদি বন্দনা*—প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে, দিনে তিনবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হয়।

শ্লোক ৩৩২

দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি বন্দন ।
গুরুসেবা, ঊর্ধ্বপুণ্ড্রচক্রাদি-ধারণ ॥ ৩৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"সকালে দন্তধাবন করা উচিত, স্নান করা উচিত এবং পরমেশ্বর ভগবান ও গুরুদেবকে প্রণতি নিবেদন করে বন্দনা করা উচিত। গুরুদেবের সেবা করা উচিত এবং শরীরের দ্বাদশ অঙ্গে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র বা তিলক আঁকা উচিত। দেহে ভগবানের নাম এবং শঙ্খ-চক্র আদি ভগবানের দিব্য অস্ত্র ধারণ করা উচিত।

শ্লোক ৩৩৩

গোপীচন্দন-মাল্য-ধৃতি, তুলসী-আহরণ ।
বস্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন ॥ ৩৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তারপর তুমি বর্ণনা কর, কিভাবে গোপীচন্দন দিয়ে দেহ অলঙ্কৃত করতে হয়, তুলসী মালা ধারণ করতে হয়, তুলসী পত্র আহরণ করতে হয়, বস্ত্র-পীঠ-গৃহ পরিষ্কার করতে হয় এবং মন্দিরে প্রবেশ করার সময় ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ঘণ্টা বাজাতে হয়।

শ্লোক ৩৩৪

পঞ্চ, ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চন ।
পঞ্চকাল পূজা আরতি, কৃষ্ণের ভোজন-শয়ন ॥ ৩৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"পঞ্চোপচারে, ষোড়শোপচারে ও পঞ্চাশৎ উপচারে শ্রীকৃষ্ণের অর্চন করার পদ্ধতি বর্ণনা কর। দিনে পাঁচবার অন্ততঃ ভগবানের পূজা এবং আরতি করার পদ্ধতি বর্ণনা কর, শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন এবং শয়ন দেওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

তাৎপর্য

পঞ্চোপচার হচ্ছে—১) গন্ধ, ২) পুষ্প, ৩) ধূপ, ৪) দীপ ও ৫) নৈবেদ্য। ষোড়শোপচার—১) আসন, ২) স্বাগত, (কুশল প্রশ্ন), ৩) অর্ঘ, ৪) পাদ্য, ৫) আচমনীয়,

৬) মধুপর্ক, ৭) আচমন, ৮) স্নান, ৯) বস্ত্র, ১০) অলঙ্কার, ১১) সুগন্ধ, ১২) সুপুষ্প, ১৩) ধূপ, ১৪) দীপ, ১৫) নৈবেদ্য ও ১৬) বন্দনা।

হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে (একাদশ বিলাস শ্লোক ১২৭-১৪০) ভগবানের পূজার জন্য কি কি সামগ্রীর প্রয়োজন তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে চৌষট্টি উপচারের বর্ণনা করা হয়েছে। মন্দিরে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য চৌষট্টি উপচারে মহাসমারোহে ভগবানের পূজা করা উচিত। কখনও চৌষট্টি উপচারের সবকটি সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে; তাই আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে অন্ততঃ ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠার দিন যেন চৌষট্টি উপচারে ভগবানের সেবা করা হয়। ভগবানের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর, চৌষট্টি উপচারের যতগুলি সম্ভব ততগুলি দিয়ে ভগবানের পূজা করা উচিত। চৌষট্টি উপচার হচ্ছে—১) মন্দিরের সম্মুখে একটি বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা উচিত, যাতে মন্দিরে প্রবেশ করার সময় দর্শনার্থী সেটি বাজাতে পারেন। একে বলা হয় প্রবোধন বা বাদ্য স্তব দ্বারা ভগবানের কাছে নিজেকে নিবেদন করা। ২) ঘণ্টাটি বাজাবার সময় জয় শব্দ উচ্চারণ করা। অর্থাৎ, জয় শ্রীরাধাগোবিন্দ বা জয় শ্রীরাধামাধব উচ্চারণ করা। ৩) ভগবানকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন, ৪) সূর্যোদয়ের দেড় ঘণ্টা পূর্বে, নিয়মিতভাবে ভগবানের মঙ্গল আরতি করা, ৫) ভগবানের পূজা বেদীর সম্মুখে একটি আসন। এই আসনটি গুরুদেবের জন্য। শিষ্য সবকিছু গুরুদেবের কাছে নিয়ে আসে, এবং গুরুদেব তা ভগবানকে নিবেদন করেন, ৬) মঙ্গল আরতির পর ভগবান মুখ ধোন তাই তাঁর দন্ত ধাবনের জন্য একটি দাঁতন নিবেদন করা হয়, ৭) ভগবানের পা ধোওয়ার জন্য জল নিবেদন করা হয়, ৮) অর্ঘ, ৯) আচমন, ১০) মধুপর্ক, ভগবানের আচমনের জন্য একটি ছোট পাত্রে মধু, অল্প একটু ঘি, একটু জল, একটু চিনি, দই এবং দুধ নিবেদন করা, ১১) ভগবানের কাষ্ঠ পাদুকা সমর্পণ, ১২) অঙ্গ মার্জন, ১৩) তেল দিয়ে ভগবানের দেহ মর্দন, ১৪) তেল মাখার পর নরম কাপড় বা স্পঞ্জ দিয়ে তেল মুছে দেওয়া, ১৫) সুগন্ধি পুষ্প জলে স্নান, ১৬) জল দিয়ে স্নান করার পর ভগবানকে দুধ দিয়ে স্নান করানো, ১৭) তারপর দই দিয়ে স্নান করানো, ১৮) তারপর ঘি দিয়ে স্নান করানো, ১৯) তারপর মধু দিয়ে স্নান করানো, ২০) তারপর চিনির জল দিয়ে স্নান করানো, ২১) তারপর মন্ত্রজলে স্নান করানো, অর্থাৎ নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করে ভগবানের স্নান করানো—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

২২) গামছা দিয়ে ভগবানের পা মুছিয়ে দেওয়া, ২৩) ভগবানকে নতুন পোষাক পরানো, ২৪) ভগবানের শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র পরিয়ে দেওয়া, ২৫) পুনরায় আচমন করার জন্য জল দেওয়া, ২৬) চন্দন আদি সুগন্ধি তেল ভগবানের শ্রীঅঙ্গে লেপন করা, ২৭) ভগবানের

শ্রীঅঙ্গে মুকুট আদি অলঙ্কার পরিয়ে দেওয়া, ২৮) পুষ্পমাল্য এবং পুষ্প অলঙ্কার পরিয়ে দেওয়া, ২৯) ধূপ জ্বালানো, ৩০) দীপ জ্বালানো, ৩১) সবসময় সচেতন থাকা উচিত যাতে নাস্তিক এবং আসুরিক ব্যক্তিরা ভগবানের বিগ্রহের কোন ক্ষতি করতে না পারে, ৩২) ভগবানকে খাদ্যদ্রব্য নিবেদন, ৩৩) মুখবাস (চর্বণ করার জন্য মসলা) নিবেদন, ৩৪) তাম্বুল নিবেদন, ৩৫) ভগবানের বিশ্রামের জন্য উত্তম শয্যা, ৩৬) কেশ প্রসাধন, ৩৭) উত্তম বস্ত্র, ৩৮) উত্তম মুকুট, ৩৯) উত্তম গন্ধ লেপন, ৪০) কৌস্তুভমণি আদি ভূষণ নিবেদন, ৪১) বিচিত্র দিব্য পুষ্প নিবেদন, ৪২) পুনরায় মঙ্গল আরতি, ৪৩) দর্পণ, ৪৪) উত্তম যানে মণ্ডপ যাত্রা, ৪৫) সিংহাসনে উপবেশন, ৪৬) পুনরায় পা ধোওয়ার জল নিবেদন, ৪৭) পুনরায় নৈবেদ্য নিবেদন, ৪৮) মহানিরাজন, ৪৯) চামরব্যজন এবং ভগবানের মাথার উপর ছত্রধারণ, ৫০) হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র এবং মহাজন অনুমোদিত গান গাওয়া, ৫১) বাদ্য বাজানো, ৫২) ভগবানের বিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য করা, ৫৩) ভগবানকে প্রদক্ষিণ করা, ৫৪) পুনরায় প্রণতি নিবেদন করা, ৫৫) ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্তুতি, ৫৬) ভগবানের শ্রীচরণে মস্তক স্থাপন (এটি সকলের পক্ষে সম্ভব না হতেও পারে, কিন্তু পূজারীর অন্তত তা করা উচিত), ৫৭) ভগবানের প্রসাদী ফুল এবং মালা মস্তকে ধারণ, ৫৮) ভগবানের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ, ৫৯) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে বসে মনে মনে ভগবানের পাদসম্বাহন, ৬০) ফুল দিয়ে ভগবানের শয্যা সাজান, ৬১) ভগবানকে হস্ত প্রদান, ৬২) ভগবানকে শয্যায় নিয়ে আসা, ৬৩) ভগবানের পাদপ্রক্ষালন করে তাঁকে শয্যায় বসানো এবং ৬৪) সবশেষে তাঁকে শয্যায় শুইয়ে তাঁর পাদসম্বাহন।

দিনে পাঁচবার ভগবানের আরতি নিবেদন করা উচিত—খুব সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে, প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যাবেলায় এবং রাত্রে। অর্থাৎ, সেইসময় ভগবানের পূজা, বসন পরিবর্তন এবং মাল্য পরিবর্তন করা উচিত। ভগবানকে নিবেদিত ভোগ যেন যথাসাধ্য উত্তমভাবে তৈরি করা হয়। খুব ভাল চালের অন্ন, ডাল, ফল, মিষ্টান্ন, শাক-সবজি এবং বিবিধ প্রকার চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্যদ্রব্য যেন নিবেদন করা হয়। ভগবানকে নিবেদিত সমস্ত খাদ্যদ্রব্য যেন খুব ভালভাবে তৈরি করা হয়। ইউরোপ এবং আমেরিকার দেশগুলিতে অর্থের কোন অভাব নেই। সেখানকার মানুষ দরিদ্র নয়, এবং তারা যদি ভগবানের আরাধনায় এই নিয়ম অনুসরণ করে, তাহলে তারা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করবে। বিগ্রহ যদি খুব ভারী হয় তাহলে প্রতিদিন তাঁদের শয্যায় শয়ন দেওয়া উচিত নয়। সেই ক্ষেত্রে একটি ছোট বিগ্রহ, যিনিও প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পূজিত হবেন, তাঁকে শয্যায় শয়ন দেওয়া যেতে পারে। শয়ন দেওয়ার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করা উচিত—*আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব*—"হে কেশব, শ্রীমতী রাধারাণীসহ তুমি দয়া করে শয্যায় এস" (*হরিভক্তিবিলাস* ১১/৪০)।

শ্রীমতী রাধারাণীসহ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ শয্যায় স্থাপন করা উচিত, এবং তা করা হয় পূজাবেদী থেকে কাষ্ঠপাদুকা শয্যার পার্শ্বে নিয়ে আসার মাধ্যমে। ভগবানকে শয্যায়

শয়ন করানোর পর তাঁর পাদসম্বাহন করা উচিত। ভগবানকে শয়ন দেওয়ার পূর্বে তাঁকে একপাত্র মিষ্টি দুধ নিবেদন করা উচিত। দুধ পান করিয়ে শয্যায় শয়ন করানোর পর তাঁকে পান, সুপারী এবং মশলা নিবেদন করা উচিত।

শ্লোক ৩৩৫

শ্রীমূর্তিলক্ষণ, আর শালগ্রামলক্ষণ ।
কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা, কৃষ্ণমূর্তি-দরশন ॥ ৩৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমূর্তির লক্ষণ; শালগ্রাম শিলার লক্ষণ, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা আদি শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র যাত্রা এবং শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন করার বিধি বর্ণনা কর।

শ্লোক ৩৩৬

নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জন ।
বৈষ্ণবলক্ষণ, সেবাপরাধ-খণ্ডন ॥ ৩৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের নামের মহিমা কীর্তন এবং নাম-অপরাধ সাবধানে বর্জন করার কথা বর্ণনা করবে এবং বৈষ্ণবের লক্ষণ ও সেবা-অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা বর্ণনা করবে।

তাৎপর্য

'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ বা কীর্তন করার সময় দশটি নামাপরাধ যাতে না হয় সেই সম্বন্ধে সর্বদা খুব সাবধান থাকতে হয়। ভক্ত যদি অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনার পন্থা অনুসরণ করেন, তাহলে তিনি অচিরেই শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হবেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি পরায়ণ এবং তিনি কখনই ভক্তিমার্গ থেকে বিচলিত হন না। তিনি সর্বদাই ভগবানের আরাধনায় যুক্ত।

শ্রীবিগ্রহের সেবা-অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। *স্কন্দপুরাণের* অবন্তীখণ্ডে শ্রীল ব্যাসদেব স্বয়ং সেবাপরাধের উল্লেখ করেছেন। সমস্ত সেবাপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।

তুলসী পত্র দিয়ে শালগ্রাম শিলার পূজা করা উচিত। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিটি মন্দিরে শালগ্রাম শিলা পূজা করার প্রথা প্রবর্তন করা উচিত। শালগ্রাম শিলা ভগবানের কৃপার মূর্ত প্রকাশ। চৌষট্টি উপচারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করার যে পন্থা পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে তা করা খুবই কঠিন, কিন্তু ভগবান কৃপা করে শালগ্রাম শিলারূপে অবতীর্ণ হয়ে জীবকে অনায়াসে তাঁর পূজা করার সুযোগ দিয়েছেন।

সেবাপরাধ বত্রিশ প্রকার—১) যানবাহনে চড়ে বা জুতা পরে ভগবানের মন্দিরে গমন,

২) মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে প্রণাম না করা, ৩) অপবিত্র বা অশৌচ অবস্থায় ভগবানের বন্দনা করা, ৪) এক হস্তের দ্বারা প্রণাম, ৫) ভগবানের সম্মুখে অন্য দেব-দেবীর প্রদক্ষিণ, ৬) তাঁর সামনে পা ছড়িয়ে বসা, ৭) হাত দিয়ে জানুদ্বয় বেষ্টন করে বসা, ৮) শয়ন, ৯) ভোজন, ১০) শ্রীবিগ্রহের সামনে মিথ্যা কথা বলা, ১১) শ্রীবিগ্রহের সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, ১২) শ্রীবিগ্রহের সামনে প্রজল্প করা, ১৩) শ্রীবিগ্রহের সামনে ক্রন্দন, ১৪) শ্রীবিগ্রহের সামনে অপর ব্যক্তির অনুগ্রহ, ১৫) শ্রীবিগ্রহের সামনে কারো প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা, ১৬) শ্রীবিগ্রহের সামনে কম্বল দ্বারা দেহ আবৃত করা, ১৭) শ্রীবিগ্রহের সামনে পরনিন্দা করা, ১৮) শ্রীবিগ্রহের সামনে অন্যের প্রশংসা করা, ১৯) শ্রীবিগ্রহের সামনে অশ্লীল ভাষায় কথা বলা, ২০) শ্রীবিগ্রহের সামনে বায়ুত্যাগ করা, ২১) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উপচার বিনা পূজা করা, ২২) ভগবানকে অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ করা, ২৩) যে যে সময়ে যে সমস্ত ফল উৎপন্ন হয়, সেগুলি ভগবানকে নিবেদন না করা, ২৪) ভগবানকে নিবেদিত ভোগের অবশিষ্ট অংশ পুনরায় নিবেদন, ২৫) ভগবানের শ্রীবিগ্রহ পশ্চাতে রেখে উপবেশন, ২৬) শ্রীবিগ্রহের সামনে অন্য কাউকে প্রণতি নিবেদন করা, ২৭) গুরুদেবকে স্তব না করে উপবেশন, ২৮) শ্রীবিগ্রহের সামনে আত্ম-প্রশংসা, ২৯) দেব-দেবীদের নিন্দা, ৩০) শ্রীবিগ্রহের সামনে অপর ব্যক্তির প্রতি নির্দয় হওয়া, ৩১) মন্দিরে উৎসব অনুষ্ঠান না করা, এবং ৩২) শ্রীবিগ্রহের সামনে কলহ করা। এই বত্রিশটি সেবাপরাধ যাতে না হয় সেই সম্বন্ধে সব সময় সতর্ক থাকা উচিত।

শ্লোক ৩৩৭

শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি-লক্ষণ ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ বন্দন ॥ ৩৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"পূজার বিভিন্ন সামগ্রী—শঙ্খ, জল, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, ধূপ আদির লক্ষণ বর্ণনা করে, এবং ভগবানের নাম জপ, ভগবানের স্তুতি, পরিক্রমা, এবং দণ্ডবৎ করে ভগবানের বন্দনা করার প্রথা বর্ণনা কর।

তাৎপর্য

হরিভক্তিবিলাসে এসবের বর্ণনা করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব সেই গ্রন্থের অষ্টম বিলাস আলোচনা করা উচিত।

শ্লোক ৩৩৮

পুরশ্চরণ-বিধি, কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন ।
অনিবেদিত-ত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদি-বর্জন ॥ ৩৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"পুরশ্চরণের বিধি, কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন, শ্রীকৃষ্ণকে অনিবেদিত বস্তু ত্যাগ এবং বৈষ্ণবনিন্দাদি বর্জন সম্বন্ধে বর্ণনা কর।

তাৎপর্য

বৈষ্ণবনিন্দা বর্জন—মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের ২৬১ শ্লোকের অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৩৩৯

সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবন ।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ॥ ৩৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সাধুর লক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, অসৎসঙ্গ ত্যাগ, শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়মিতভাবে পাঠ করার নির্দেশ দিও।

শ্লোক ৩৪০

দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি-বিবরণ ।
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি-বিধি-বিচারণ ॥ ৩৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রতিদিনের আলোচিত কৃত্যসমূহ, বিভিন্ন পক্ষ ও তিথিতে অনুষ্ঠানযজ্ঞ কৃত্যসমূহ, একাদশী আদির বিবরণ, প্রতিমাসের কৃত্যসমূহ, জন্মাষ্টম্যাদি অনুষ্ঠানে বিধি বিচার বর্ণনা কর।

শ্লোক ৩৪১

একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী ।
শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহচতুর্দশী ॥ ৩৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী, রামনবমী এবং নৃসিংহচতুর্দশীব্রত পালন করার নির্দেশ দিও।

শ্লোক ৩৪২

এই সবে বিদ্ধা-ত্যাগ, অবিদ্ধা-করণ ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন ॥ ৩৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"একাদশীতে অরুণোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ এবং অন্যব্রতে সূর্যোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ করে অবিদ্ধ ব্রতই পালনীয়। বিদ্ধব্রত পালনে 'দোষ' হয় এবং অবিদ্ধ ব্রত পালনেই 'ভক্তি' হয়।

শ্লোক ৩৪৩

সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন ।
শ্রীমূর্তি-বিষ্ণুমন্দিরকরণ-লক্ষণ ॥ ৩৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সর্বদা পুরাণের বাণী উল্লেখ করে প্রমাণ দেবে এবং ভগবানের শ্রীমূর্তি ও বিষ্ণু মন্দির তৈরি করার লক্ষণ বর্ণনা কর।

শ্লোক ৩৪৪

'সামান্য' সদাচার, আর 'বৈষ্ণব'-আচার ।
কর্তব্যাকর্তব্য সব 'স্মার্ত' ব্যবহার ॥ ৩৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সাধারণ সদাচার এবং বৈষ্ণব আচার সম্বন্ধে বর্ণনা কর। স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য এবং অকর্তব্য অনুষ্ঠান করার বর্ণনা কর।

শ্লোক ৩৪৫

এই সংক্ষেপে সূত্র কহিলুঁ দিগ্‌দরশন ।
যবে তুমি লিখিবা, কৃষ্ণ করাবে স্ফুরণ ॥ ৩৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে আমি সংক্ষেপে সূত্র করে দিগ্‌দরশন করলাম। তুমি যখন লিখবে তখন শ্রীকৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে সমস্ত তত্ত্ব স্ফুরণ করবেন।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এবং গুরুপরম্পরার আশীর্বাদ ব্যতীত পারমার্থিক বিষয়ে লেখা যায় না। মহাজনদের আশীর্বাদের প্রভাবেই সেই কার্য সম্পাদন করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। উত্তম অধিকারী বৈষ্ণবদের অনুমোদন ব্যতীত বৈষ্ণব আচার সম্বন্ধে কোন কিছু লেখার চেষ্টা করা উচিত নয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে—*এবং পরম্পরা-প্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।*

শ্লোক ৩৪৬

এই ত' কহিলু প্রভুর সনাতনে প্রসাদ ।
যাহার শ্রবণে চিত্তের খণ্ডে অবসাদ ॥ ৩৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার কথা বর্ণনা করলাম, সেই বিষয়ে শ্রবণ করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ দূর হয়।

শ্লোক ৩৪৭

নিজ-গ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া ।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া ॥ ৩৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

কবিকর্ণপূর তাঁর চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৪৮

গৌড়েন্দ্রস্য সভা-বিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে ।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহা-সর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥ ৩৪৮ ॥

গৌড়-ইন্দ্রস্য—গৌড় বঙ্গের অধীশ্বর; সভা—রাজসভা; বিভূষণ—অলঙ্কার; মণিঃ—রত্ন; ত্যক্ত্বা—পরিত্যাগ করে; যঃ—যিনি; ঋদ্ধাম্—সমৃদ্ধি; শ্রিয়ম্—রাজসম্পদ; রূপস্য অগ্রজঃ—শ্রীল রূপ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; এষঃ—এই; এব—অবশ্যই; তরুণীম্—তরুণী; বৈরাগ্য-লক্ষ্মীম্—বৈরাগ্য সম্পদ; দধে—স্বীকার করেছেন; অন্তঃ-ভক্তি-রসেন—অন্তরের ভক্তিরসের দ্বারা; পূর্ণ-হৃদয়ঃ—সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত; বাহ্যে—বাহিরে; অবধূত-আকৃতিঃ—যার আকৃতি অবধূত বা পরমহংসের মত; শৈবালৈঃ—শৈবালের দ্বারা; পিহিতম্—আচ্ছাদিত; মহা-সরঃ—গভীর সরোবর; ইব—মতন; প্রীতিপ্রদঃ—অত্যন্ত আনন্দদায়ক; তৎ-বিদাম্—ভগবদ্ভক্তি তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

" 'শ্রীল রূপ গোস্বামীর অগ্রজ, শ্রীল সনাতন গোস্বামী ছিলেন বাংলার নবাব হুসেন শাহের সভায় বিভূষণ মণি স্বরূপ। তিনি সমৃদ্ধ রাজ্যশ্রী পরিত্যাগ করে নবীন বৈরাগ্য লক্ষ্মীকে স্বীকার করেছিলেন। বাহিরে যদিও তিনি ছিলেন অবধূত আকৃতি, কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন ভক্তিরসে পূর্ণ, ঠিক যেমন গভীর সরোবর অনেক সময় শৈবাল দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সেই সনাতন গোস্বামী ছিলেন ভক্তিতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিদের অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী শ্লোক দু'টি *শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক* (৯/৩৪, ৩৫, ৩৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩৪৯

তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণো-
র্দৃষ্টমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ ।

আলিলিঙ্গ পরিঘায়ত-দোর্ভ্যাং
সানুকম্পমথ চম্পক-গৌরঃ ॥ ৩৪৯ ॥

তম্—তাঁকে; সনাতনম্—শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে; উপাগতম্—উপস্থিত হলেন; অক্ষ্ণোঃ—চক্ষুর দ্বারা; দৃষ্ট-মাত্রম্—দর্শন করা মাত্রই; অতিমাত্র—অত্যন্ত; দয়ার্দ্রঃ—কৃপাময়; আলিলিঙ্গ—আলিঙ্গন করেছিলেন; পরিঘায়ত-দোর্ভ্যাম্—তাঁর বাহুযুগল দ্বারা; স-অনুকম্পম্—গভীর অনুকম্পা সহকারে; অথ—এইভাবে; চম্পক-গৌরঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যাঁর অঙ্গকান্তি চাঁপা ফুলের মতো স্বর্ণাভ।

অনুবাদ

"সনাতন গোস্বামী উপস্থিত হলেন, দেখামাত্র সেই চম্পক বর্ণ গৌরসুন্দর অত্যন্ত দয়ার্দ্র হয়ে দু'হাত প্রসারিত করে অনুকম্পা প্রকাশ করে তাকে আলিঙ্গন করলেন।"

শ্লোক ৩৫০

কালেন বৃন্দাবনকেলি-বার্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য ।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ৩৫০ ॥

কালেন—কালের প্রভাবে; বৃন্দাবন-কেলি-বার্তা—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসের কথা; লুপ্তা—প্রায় অবলুপ্ত হয়েছিল; ইতি—এইভাবে; তাম্—সে সমস্ত; খ্যাপয়িতুম্—প্রকাশ করার জন্য; বিশিষ্য—বিশেষভাবে; কৃপা-অমৃতেন—কৃপারূপ অমৃতের দ্বারা; অভিষিষেচ—অভিষিক্ত করেছিলেন; দেবঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; তত্র—সেখানে; এব—যথার্থই; রূপম্—শ্রীল রূপ গোস্বামীকে; চ—এবং; সনাতনম্—শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে; চ—ও।

অনুবাদ

"কালের প্রভাবে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসের কথা প্রায় লুপ্ত হয়েছিল। সেই লীলা বিশেষ করে বিস্তার করার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপারূপ অমৃতের দ্বারা শ্রীরূপ এবং শ্রীসনাতনকে অভিষিক্ত করেছিলেন।'

শ্লোক ৩৫১

এই ত' কহিলুঁ সনাতনে প্রভুর প্রসাদ ।
যাহার শ্রবণে চিত্তের খণ্ডে অবসাদ ॥ ৩৫১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বর্ণনা করলাম, যা শ্রবণ করলে হৃদয়ের সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে যায়।

শ্লোক ৩৫২

কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় 'জ্ঞান'।
বিধি-রাগ-মার্গে 'সাধনভক্তি'র বিধান ॥ ৩৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর রচনা পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় এবং বিধিমার্গে ও রাগমার্গে সাধন ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। এইভাবে সবকিছু পূর্ণরূপে জানা যায়।

শ্লোক ৩৫৩

'কৃষ্ণপ্রেম', 'ভক্তিরস', 'ভক্তির সিদ্ধান্ত'।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত ॥ ৩৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই অধ্যায়টি পাঠ করে, শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিরস এবং ভক্তির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হতে পারেন।

শ্লোক ৩৫৪

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ।
যাঁর প্রাণধন, সেই পায় এই ধন ॥ ৩৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে যার প্রাণধন তিনি এই মহাসম্পদ লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৩৫৫

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং সনাতনকে কৃপা' নামক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কাশীবাসীকে বৈষ্ণবকরণ ও পুনরায় নীলাচল গমন

নিম্নের বিবরণটি পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসার। বারাণসীর অধিবাসী এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ভক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা শুনলে তার মহা আনন্দ হত, এবং তারই আয়োজনের ফলে বারাণসীর সমস্ত সন্ন্যাসীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবার জন্য তিনি সমস্ত সন্ন্যাসীদের তার গৃহে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে ঘটনা আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। সেদিন থেকে বারাণসী নগরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছিল এবং নগরীর বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর অনুগত হয়েছিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কোন শিষ্য মহাপ্রভুর অনুগত ছিলেন। তিনি মায়াবাদের নিন্দা ও মহাপ্রভু কর্তৃক উপদিষ্ট শুদ্ধ ভক্তিবাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলে, প্রকাশানন্দ সরস্বতী নানা যুক্তি দিয়ে তার নিজের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন।

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করার পর ভক্তবৃন্দসহ বিন্দুমাধবের মন্দিরে কীর্তন আরম্ভ করলে, শিষ্যসহ প্রকাশানন্দ সরস্বতী সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে মহাপ্রভুর প্রতি তার পূর্ব আচরণের জন্য ধিক্কার করলেন, এবং বেদান্ত-সঙ্গত ভক্তিতত্ত্বের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে ব্রহ্মসম্প্রদায়-সিদ্ধ অপূর্ব ভক্তিবাদ শিখিয়ে, *শ্রীমদ্ভাগবত* যে ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য, তা দেখিয়ে দিলেন এবং চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যায় সমস্ত তত্ত্ব বললেন।

সেদিন থেকে বারাণসীর সমস্ত সন্ন্যাসীরা 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত' হলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দিয়ে, তাকে বৃন্দাবন যাওয়ার আদেশ দিয়ে, জগন্নাথপুরীতে যাত্রা করলেন। তারপর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও সুবুদ্ধি রায়ের ইতিহাস কিছু কিছু বর্ণনা করেছেন। ঝারিখণ্ডের বনপথ দিয়ে মহাপ্রভু বলভদ্রের সঙ্গে যাত্রা করে জগন্নাথপুরীতে ফিরে এলেন। এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে মধ্যলীলায় প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়গুলি বলে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সমস্ত জীবকে এই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* পাঠ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ১

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসীনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥ ১ ॥

বৈষ্ণবী-কৃত্য—বৈষ্ণবে পরিণত করে; সন্ন্যাসি-মুখান্—সন্ন্যাসী-প্রমুখ; কাশী-নিবাসিনঃ—বারাণসীর অধিবাসীদের; সনাতনম্—শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে; সু-সংস্কৃত্য—সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করে; প্রভুঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; নীলাদ্রিম্—জগন্নাথপুরীতে; আগমৎ—ফিরে এসেছিলেন।

অনুবাদ

সন্ন্যাসীপ্রমুখ কাশীবাসীদের বৈষ্ণবে পরিণত করে, এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে উত্তমরূপে সংস্কার করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে ফিরে এসেছিলেন।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

জয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! জয় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্যন্ত।
শিখাইলা তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দুইমাস ধরে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শিক্ষা দান করেছিলেন।

শ্লোক ৪

'পরমানন্দ কীর্তনীয়া'—শেখরের সঙ্গী।
প্রভুরে কীর্তন শুনায়, অতি বড় রঙ্গী ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যতদিন বারাণসীতে ছিলেন, চন্দ্রশেখরের সঙ্গী পরমানন্দ কীর্তনীয়া, তাঁকে কীর্তন শোনাতেন।

শ্লোক ৫

সন্ন্যাসীর গণ প্রভুরে যদি উপেক্ষিল।
ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

বারাণসীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে উপেক্ষা করলেন, তখন মহাপ্রভুর ভক্তরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। তাদের সেই দুঃখ দূর করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসীদের কৃপা করেছিলেন।

শ্লোক ৬

সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্বে লিখিয়াছোঁ বিস্তারিয়া।
উদ্দেশে কহিয়ে ইহাঁ সংক্ষেপ করিয়া ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিভাবে সন্ন্যাসীদের কৃপা করেছিলেন, তা আমি আদি লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু এই পরিচ্ছেদে আমি সংক্ষেপে তা বর্ণনা করব।

শ্লোক ৭-৯

যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ।
শুনি' দুঃখে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র করয়ে চিন্তন ॥ ৭ ॥
"প্রভুর স্বভাব,—যেবা দেখে সন্নিধানে।
'স্বরূপ' অনুভবি' তাঁরে 'ঈশ্বর' করি' মানে ॥ ৮ ॥
কোন প্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে।
ইহা দেখি' সন্ন্যাসিগণ হবে ইহাঁর ভক্তে ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা যেখানে সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিন্দা করছিলেন, তা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র চিন্তা করতে লাগলেন—"কাছে এসে কেউ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বভাব নিরীক্ষণ করে, তখন সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বভাব অনুভব করে তাঁকে ঈশ্বর বলে মানে। কোন মতে আমি যদি তাদের একত্র করতে পারি, তাহলে এই সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরাও তাঁর ভক্তে পরিণত হবে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচার-আচরণ এবং কার্যকলাপ যিনিই দেখেছেন তিনিই অনুভব করেছেন যে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শাস্ত্র নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তা নির্ধারণ করা যায়। তেমনিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের বেলায়ও তা প্রযোজ্য। যেমন *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (অন্ত্যলীলা ৭/১১) উল্লেখ করা হয়েছে—

কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনাম সংকীর্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন ॥

হরিনাম সংকীর্তনই কলিযুগের যুগধর্ম শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ শক্তির দ্বারা আবিষ্ট ভক্তই কেবল তা প্রচার করতে পারেন। কৃষ্ণ শক্তি বিনা তা প্রচার করা সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্যে *নারায়ণ-সংহিতা* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

দ্বাপরৈর্জ্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ ।
কলৌ তু নাম-মাত্রেন পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥

"দ্বাপর যুগে পাঞ্চরাত্রিক বিধান অনুসারে ভক্তগণ বিষ্ণু বা কৃষ্ণের ভক্তি সম্পাদন করতেন। কিন্তু কলিযুগে কেবল ভগবানের নাম কীর্তন করার মাধ্যমে তাঁর আরাধনা করা যায়।" তারপর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—"ভগবানের বিশেষ কৃপালাভ না করলে এবং ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট না হলে কোন মানুষ ভগবানের এই বাসনা পূর্ণ করার মাধ্যমে সারা জগতের গুরু হতে পারেন না। মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কোন কিছু করা ভগবদ্ভক্ত এবং ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তিদের অনুচিত, তা কখনই সফল হওয়া যায় না। ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট ব্যক্তিই কেবল ভগবানের দিব্যনাম বিতরণ করে অধঃপতিত জীবদের কৃষ্ণভক্তে পরিণত করতে পারেন। ভগবানের দিব্যনাম বিতরণ করার মাধ্যমে তিনি অধঃপতিত জীবদের হৃদয় নির্মল করেন; সুতরাং তিনি তাদের *ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত* করেন। কেবল তাই নয়, তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল জ্যোতি—কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করেন। এই প্রকার আচার্য বা গুরুকে শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন অর্থাৎ, তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশ অবতার বলে চিনতে হবে। এই প্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণালিঙ্গিত বিগ্রহ অর্থাৎ, তিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আলিঙ্গিত। সেই প্রকার ব্যক্তি বর্ণাশ্রম ধর্মের অতীত। তিনি সারা জগতের গুরু, সর্বোত্তম স্তরের ভক্ত—মহাভাগবত, এবং পরমহংস ঠাকুর। কৃষ্ণভক্তির এই প্রকার মূর্ত বিগ্রহকেই কেবল পরমহংস বা ঠাকুর বলে সম্বোধন করা যায়।"

কিন্তু তবুও বহু মানুষ রয়েছে যারা পেঁচার মতো সূর্যকে দর্শন করতে পারে না। উলুকের মতো এই প্রকার ব্যক্তিরা মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের থেকে অধঃপতিত, এবং তারা কৃষ্ণকৃপার উজ্জ্বল-কিরণ দর্শন করতে পারে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা অনুসারে যারা নগরে ও গ্রামে ভগবানের দিব্যনাম প্রচার করছেন, তারা তাদের সমালোচনা করতে ইতঃস্তত করে না।

শ্লোক ১০

বারাণসী-বাস আমার হয় সর্বকালে ।
সর্বকাল দুঃখ পাব, ইহা না করিলে ॥" ১০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমাকে আজীবন বারাণসীতে বাস করতে হবে। আমি যদি এই পরিকল্পনা সফল করার চেষ্টা না করি, তাহলে আমাকে চিরকাল দুঃখ পেতে হবে।"

শ্লোক ১১

এত চিন্তি' নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে ।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

এই কথা চিন্তা করে, সেই মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র বারাণসীর সমস্ত সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করলেন, এবং তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গেলেন।

শ্লোক ১২

হেনকালে নিন্দা শুনি' শেখর, তপন ।
দুঃখ পাঞা প্রভু-পদে কৈলা নিবেদন ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় মায়াবাদীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিন্দা করছে দেখে চন্দ্রশেখর এবং তপন মিশ্র অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে এসে নিবেদন করলেন।

শ্লোক ১৩

ভক্ত-দুঃখ দেখি' প্রভু মনেতে চিন্তিল ।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হইল ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তদের দুঃখ দেখে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মনোভাব পরিবর্তন করবার কথা চিন্তা করলেন।

শ্লোক ১৪

হেনকালে বিপ্র আসি' করিল নিমন্ত্রণ ।
অনেক দৈন্যাদি করি' ধরিল চরণ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় সেই মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রটি এসে, অনেক দৈন্য করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ ধরে, তাঁকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

শ্লোক ১৫

তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা ।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি' তাঁর ঘরে গেলা ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন, এবং পরের দিন মধ্যাহ্নকালীন কার্য শেষ করে ব্রাহ্মণের গৃহে গেলেন।

শ্লোক ১৬

তাঁহা যৈছে কৈলা প্রভু সন্ন্যাসীর নিস্তার ।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে কিভাবে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করেছিলেন তা আমি আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ১৭

গ্রন্থ বাড়ে, পুনরুক্তি হয় ত' কথন ।
তাঁহা যে না লিখিলুঁ, তাহা করিয়ে লিখন ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

যেহেতু আমি আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করেছি, তাই তার পুনরুক্তি করে এই গ্রন্থ আমি বড় করতে চাই না। তবে, সেখানে যা লিখিনি তা আমি এই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

শ্লোক ১৮

যে দিবস প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল ।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

যেদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের কৃপা করেছিলেন, সেইদিন থেকে সেই স্থানে এই ঘটনার আলোচনায় কোলাহল সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্লোক ১৯

লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে ।
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করবার জন্য বহুলোক সেখানে এসে ভীড় করতে লাগলেন, এবং নানাশাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে শাস্ত্র বিচার করবার জন্য সেখানে আসতে লাগলেন।

শ্লোক ২০

সর্বশাস্ত্র খণ্ডি' প্রভু 'ভক্তি' করে সার ।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

তারা যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে আলোচনা করতে এলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যুক্তি এবং প্রমাণের মাধ্যমে সমস্ত শাস্ত্রের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে, সমস্ত সিদ্ধান্তের সারাতিসার ভগবদ্ভক্তিকে প্রতিষ্ঠা করলেন।

তাৎপর্য

আমরা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করছি, এবং রোম, জেনেভা, প্যারিস, ফ্রাঙ্কফুর্ট আদি ইয়োরোপের বিভিন্ন শহরে বহু প্রতিষ্ঠান, পণ্ডিত, ধর্মযাজক, দার্শনিক ও যোগীরা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, এবং কৃষ্ণের কৃপায় তারা বুঝতে পেরেছেন যে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বা ভগবদ্ভক্তির পন্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করছি যে, ভগবদ্ভক্তি সমস্ত শাস্ত্রের সারাতিসার। কেউ যদি ধর্মপরায়ণ হন, তাহলে তাকে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করতেই হবে, ভগবানের ভক্ত হতে হবে এবং ভগবানকে ভালবাসতে চেষ্টা করতে হবে। এইটিই ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব। কেউ খ্রিস্টান হোন, কিংবা মুসলমান হোন অথবা অন্য যেকোন ধর্মাবলম্বী হোন না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। তাকে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অকারণ শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তার সেবা করতে হবে। এখানে হিন্দু, মুসলমান অথবা খ্রিষ্টান হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শুদ্ধভাবে ধর্মপরায়ণ হয়ে সমস্ত জড় উপাধি থেকে মুক্ত হতে হবে। তার ফলে ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। এই যুক্তি সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষের মনে সাড়া জাগায়, এবং তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন স্বীকৃতি লাভ করছে। আমাদের দৃঢ়যুক্তি এবং বিজ্ঞান সম্মত উপস্থাপনের ফলে, সারা পৃথিবীর বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করছেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিটি নগরে ও গ্রামে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রসার লাভ করছে।

শ্লোক ২১

উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণ-সংকীর্তন ।
সর্বলোক হাসে, গায়, করয়ে নর্তন ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে সমস্ত লোকেরা কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন, হাসতে লাগলেন, গাইতে লাগলেন এবং নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ২২

প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি' অধ্যয়ন ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করলেন এবং বেদান্ত ও মায়াবাদ দর্শন অধ্যয়ন ত্যাগ করে, নিজেদের মধ্যে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন ।

শ্লোক ২৩

প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান ।
সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর এক শিষ্য, যিনি ছিলেন তার গুরুরই মতো পণ্ডিত। একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সভামধ্যে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২৪

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় 'সাক্ষাৎ নারায়ণ' ।
'ব্যাসসূত্রের' অর্থ করেন অতি-মনোরম ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি বললেন, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনি যে ব্যাসসূত্র বিশ্লেষণ করেছেন তা অতি মনোরম।

শ্লোক ২৫

উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ বাখ্যান ।
শুনিয়া পণ্ডিত-লোকের জুড়ায় মন-কাণ ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি যে উপনিষদের মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন, তা শুনে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মন এবং কান পরম পরিতৃপ্ত হয়।

শ্লোক ২৬

সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া ।
আচার্য 'কল্পনা' করে আগ্রহ করিয়া ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদান্ত-সূত্রে এবং উপনিষদের মুখ্য অর্থ ত্যাগ করে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য কল্পিত অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২৭

আচার্য-কল্পিত অর্থ যে পণ্ডিত শুনে ।
মুখে 'হয়' 'হয়' করে, হৃদয় না মানে ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শঙ্করাচার্যের কল্পিত অর্থ শুনে পণ্ডিতেরা মুখে তা স্বীকার করলেও অন্তরে তা গ্রহণ করতে পারেন না।

শ্লোক ২৮

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি ।
কলিকালে সন্ন্যাসে 'সংসার' নাহি জিনি ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী আমি ধ্রুবসত্য বলে স্বীকার করি। কলিযুগে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ২৯

হরের্নাম-শ্লোকের যেই করিলা ব্যাখ্যান ।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে 'হরের্নাম হরের্নাম' শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন তা কেবল কর্মেন্দ্রিয়ের সুখপ্রদই নয়, তা পরম প্রমাণ।

শ্লোক ৩০

ভক্তি বিনা মুক্তি নহে, ভাগবতে কয় ।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত মুক্তিলাভ করা যায় না। কলিকালে কেবল নামাভাসের ফলেই অনায়াসে মুক্তিলাভ হয়।

শ্লোক ৩১

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রেয়ঃ-সৃতিম্—মুক্তির মঙ্গলময় পথ; **ভক্তিম্**—ভগবদ্ভক্তি; **উদস্য**—পরিত্যাগ করে; **তে**—আপনার; **বিভো**—হে ভগবান; **ক্লিশ্যন্তি**—অত্যধিক ক্লেশ গ্রহণ; **যে**—যে সমস্ত ব্যক্তি; **কেবল**—কেবল; **বোধ-লব্ধয়ে**—জ্ঞান লাভের জন্য; **তেষাম্**—তাদের; **অসৌ**—ঐ; **ক্লেশলঃ**—ক্লেশ; **এব**—কেবল; **শিষ্যতে**—অবশিষ্ট থাকে; **ন**—না; **অন্যাৎ**—অন্যকিছু; **যথা**—যতটুকু; **স্থূল**—স্থূল; **তুষ**—ধানের তুষ; **অবঘাতিনাম্**—আঘাত করে।

অনুবাদ

" 'হে ভগবান, তোমাকে ভক্তি করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ, তা পরিত্যাগ করে যারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য অর্থাৎ 'আমি-ব্রহ্ম' এইটিই জানবার জন্য নানা-প্রকার ক্লেশ স্বীকার করে, স্থূল তুষকে পেষণ করে যেমন চাল পাওয়া যায় না, তেমনি তাদের পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৪/৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩২

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৩২ ॥

যে—যারা; **অন্যে**—অভক্তরা; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে পদ্মপলাশলোচন; **বিমুক্ত-মানিনঃ**—যারা নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **অস্ত-ভাবাৎ**—ভক্তিহীন; **অবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ**—যাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **কৃচ্ছ্রেণ**—কঠোর তপস্যার দ্বারা; **পরম্ পদম্**—পরম পদ; **ততঃ**—সেখান থেকে; **পতন্তি**—পতিত হয়; **অধঃ**—নিম্নে; **অনাদৃত**—অনাদর করে; **যুষ্মৎ**—আপনার; **অঙ্ঘ্রয়ঃ**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

" 'হে অরবিন্দাক্ষ, যারা 'বিমুক্ত হয়েছে' বলে অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি বিহীন

হওয়ায় তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। তারা বহু কৃচ্ছ্রসাধন করে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্যন্ত আরোহণ করে। ভগবদ্ভক্তির অনাদর করার ফলে তারা আবার অধঃপতিত হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২/৩২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩৩

'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে 'ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্' ।
তাঁরে 'নির্বিশেষ' স্থাপি, 'পূর্ণতা' হয় হান ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। তাঁকে নির্বিশেষ বলে প্রতিপন্ন করা হলে তার পূর্ণতার হানি হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ। ভগবান স্বয়ং *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"আমার অব্যক্ত রূপের দ্বারা আমি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত। সমস্ত জীব আমার মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই।"

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি সর্বব্যাপ্ত তা নির্বিশেষ। সূর্যকিরণ হচ্ছে সূর্য-মণ্ডল এবং সূর্যদেবের নির্বিশেষ প্রকাশ। আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের শুধুমাত্র একটি প্রকাশ—তাঁর নির্বিশেষ জ্যোতি গ্রহণ করি, তাহলে তাকে পূর্ণ রূপে জানা যায় না। পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ প্রকাশ আংশিক এবং অপূর্ণ। তাঁর সবিশেষ প্রকাশ ভগবান রূপটিও স্বীকার করতে হবে। *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান* ইতি শব্দ্যতে। পরম তত্ত্বের ব্রহ্মরূপ হৃদয়ঙ্গম করেই কেবল তৃপ্ত থাকা উচিত নয়। ভগবানের সবিশেষ রূপ সম্বন্ধেও অবগত হতে হবে। সেটি পরমতত্ত্বের পূর্ণ উপলব্ধি।

শ্লোক ৩৪

শ্রুতি-পুরাণ কহে—কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-বিলাস ।
তাহা নাহি মানি, পণ্ডিত করে উপহাস ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"বৈদিক শাস্ত্র সমূহ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং সমস্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বিলাসের বর্ণনা করা হয়েছে, তা না জেনে তথাকথিত সমস্ত পণ্ডিতেরা মূর্খের মতো উপহাস করে তাঁর নির্বিশেষ রূপের বর্ণনা করে।

তাৎপর্য

পুরাণাদি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বিলাসের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের সমস্ত লীলা বিলাসই তাঁর শ্রীবিগ্রহের মতো সচ্চিদানন্দময়। মূর্খ মানুষেরা অজ্ঞানতাবশত তাদের অনিত্য জড় দেহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহের তুলনা করে, এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাদেরই মতো একজন বলে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।* (*ভগবদ্গীতা*—৯/১১) শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে মূর্খেরা আমার পরম ভাব শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অজ্ঞ। সেজন্য মূর্খ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণকে তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাকে অবজ্ঞা করে এবং মূর্খের মতো মনে করে যে তারা হচ্ছে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ জ্ঞানী। তারা জানে না যে, ভগবানের জড় শক্তির যেমন বিচিত্র প্রকাশ রয়েছে তেমনি তাঁর চিচ্ছক্তিরও বৈচিত্র্য রয়েছে। তারা মনে করে যে ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপ তাদের জড় কার্যকলাপেরই মতো। এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণার বশে তারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপেক্ষা করতে সাহস করে।

শ্লোক ৩৫

চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ 'মায়িক' করি' মানি ।
এই বড় 'পাপ',—সত্য চৈতন্যের বাণী ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমরা মায়াবাদীরা, শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দ বিগ্রহকে মায়িক বলে মনে করি। এই একটি মস্ত বড় পাপ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী সত্য।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে মায়াবাদ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা। মায়াবাদীরা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তাই ভ্রান্তিবশত তারা মনে করে যে ভগবানের রূপও মায়িক। তারা মনে করে যে তিনিও সাধারণ জীবের মতো জড় শরীরের দ্বারা আচ্ছাদিত। এই অপরাধমূলক ধারণার ফলে, তারা বুঝতে পারে না যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জড় নয়, তা সচ্চিদানন্দময়। তাদের এই সিদ্ধান্ত অপরাধমূলক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়, এবং সমস্ত বৈষ্ণব আচার্যেরা সেই তত্ত্ব স্বীকার করেন; সেইটিই পরমতত্ত্বের যথাযথ উপলব্ধি।

শ্লোক ৩৬

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৩৬ ॥

ন—না; **অতঃ**—এই থেকে; **পরম্**—পরতর; **পরম**—হে পরমেশ; **যৎ**—যা; **ভবতঃ**—আপনার; **স্ব-রূপম্**—স্বরূপ; **আনন্দ**—দিব্য-আনন্দ; **মাত্রম্**—কেবল; **অবিকল্পম্**—বৈচিত্র্যহীন; **অবিদ্ধ**—নিষ্কলুষ; **বর্চঃ**—জ্যোতির্ময়; **পশ্যামি**—আমি দেখি; **বিশ্ব-সৃজম্ একম্**—যিনি একা বিশ্বের সৃজনকারী; **অবিশ্বম্**—নশ্বর জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত নন; **আত্মন্**—হে পরমাত্মা; **ভূত-ইন্দ্রিয়-আত্মকম্**—সমস্ত জীবের এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আদি কারণ; **অদঃ**—প্রাকৃত; **তে**—আপনাকে; **উপাশ্রিত অস্মি**—সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় গ্রহণ করি।

অনুবাদ

" 'হে পরমেশ, তোমার যে আনন্দময় নিষ্কলুষ এবং তেজস্বরূপ—যে স্বরূপ এখন আমি দেখছি, তা থেকে স্বরূপ আর নেই। তুমি পরমাত্মার এবং সমগ্র জগতের সৃজনকারী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি এই জড় জগতের মধ্যে যুক্ত নও। তুমি সৃষ্টির সমস্ত রূপ থেকে এবং বৈচিত্র্য থেকে সম্পূর্ণ রূপে অন্য। তোমার এই যে রূপ আমি দর্শন করছি—আমি সম্পূর্ণভাবে তার আশ্রয় গ্রহণ করছি। এই রূপ সর্বভূতের এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আদি উৎস।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/৯/৩) থেকে উদ্ধৃত। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েও সেই পুরুষকে জানতে না পারায় জলে প্রবিষ্ট হয়ে তপস্যার দ্বারা ভগবানকে স্তব করতে করতে এইভাবে তাঁর নির্বিশেষ রূপ থেকে সবিশেষ চিদ্বিলাসময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছেন।

শ্লোক ৩৭

দৃষ্টং শ্রুতং ভূত-ভবদ্ভবিষ্যৎ স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং বা ।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তু তরাং ন বাচ্যং স এব সর্বং পরমাত্মভূতঃ ॥ ৩৭ ॥

দৃষ্টম্—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা; **শ্রুতম্**—শ্রবণ দ্বারা; **ভূত**—অতীত; **ভবৎ**—বর্তমান; **ভবিষ্যৎ**—ভবিষ্যৎ; **স্থাস্নুঃ**—স্থাবর; **চরিষ্ণুঃ**—জঙ্গম; **মহৎ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **অল্পকম্**—ক্ষুদ্রতম; **বা**—অথবা; **বিনা**—ব্যতীত; **অচ্যুতাৎ**—অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান থেকে; **বস্তু-তরাম্**—অন্যকিছু; **ন বাচ্যম্**—বলা উচিত নয়; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **এব**—অবশ্যই; **সর্বম্**—সবকিছু; **পরমাত্ম-ভূতঃ**—সর্ব কারণের উৎস।

অনুবাদ

" 'পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব কারণের কারণ। তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। তিনি স্থাবর এবং জঙ্গম। তিনি বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম। তাঁকে দর্শন করা যায় এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর বর্ণনা করা হয়েছে। সবকিছুই কৃষ্ণময়, এবং তাঁকে ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। তিনি সমস্ত জ্ঞানের উৎস, এবং সমস্ত বাক্যের দ্বারা তিনিই কেবল উপলব্ধ হন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৪৬/৪৩) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর ব্রজগোপিকাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এই শ্লোকটি বলেন।

শ্লোক ৩৮

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দরশিতং ত উপাসকানাম্ ।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৩৮ ॥

তৎ—তা; **বা**—অথবা; **ইদম্**—এই; **ভুবন-মঙ্গল**—সমগ্র জগতের পরের মঙ্গল সাধনকারী; **মঙ্গলায়**—মঙ্গল সাধনের জন্য; **ধ্যানে**—ধ্যানে; **স্ম**—অবশ্যই; **নঃ**—আমাদের; **দরশিতম্**—প্রকাশিত; **তে**—আপনার দ্বারা; **উপাসকানাম্**—ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ ভক্তদের; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—প্রণাম; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনুবিধেম**—মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা প্রণতি নিবেদন করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **যঃ**—যিনি; **অনাদৃতঃ**—অস্বীকৃত; **নরক-ভাগ্‌ভিঃ**—নরকগামী ব্যক্তিদের দ্বারা; **অসৎ-প্রসঙ্গৈঃ**—অনিত্য বিষয়ের দ্বারা।

অনুবাদ

" 'হে ভুবন মঙ্গল! আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের উপাসনার যোগ্য তোমার এই স্বরূপ যা তুমি ধ্যানে দেখালে, সেই ভগবৎ-স্বরূপকে আমরা প্রণতি নিবেদন করি এবং পরিচর্যা করি। অনিত্য বিষয়ের দ্বারা দূষিত নরকগামী ব্যক্তিরা এই নিত্য মূর্তির সমাদর করে না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/৯/৪) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৯

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৩৯ ॥

অবজানন্তি—অবজ্ঞা করে; **মাম্**—আমাকে; **মূঢ়াঃ**—মূর্খ লোকেরা; **মানুষীম্**—মানুষের মতো; **তনুম্**—দেহ; **আশ্রিতম্**—ধারণ করে; **পরম্**—পরম; **ভাবম্**—তত্ত্ব; **অজানন্তঃ**—না জেনে; **মম**—আমার; **ভূত-মহেশ্বরম্**—সমগ্র জগতের সৃষ্টি কর্তা এবং অধীশ্বর।

অনুবাদ

" 'মানুষের আকার ধারণকারী আমাকে মূর্খ মানুষেরা অবজ্ঞা করে; কেননা, তারা সর্বভূতের মহেশ্বর স্বরূপ আমার সর্বোত্তম চিন্ময় স্বভাবকে জানে না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভগবদ্গীতা* (৯/১১) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৪০

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ৪০ ॥

তান্—তাদের সকলকে; **অহম্**—আমি; **দ্বিষতঃ**—বিদ্বেষ-পরায়ণ; **ক্রূরান্**—হিংস্র; **সংসারেষু**—এই জড় জগতের; **নর-অধমান্**—নরাধম ব্যক্তি যে; **ক্ষিপামি**—নিক্ষেপ করি; **অজস্রম্**—বারবার; **অশুভান্**—নিষিদ্ধ আচার রত ব্যক্তিদের; **আসুরীষু**—আসুরিক; **এব**—অবশ্যই; **যোনিষু**—যোনিতে।

অনুবাদ

" 'আমার শ্রীমূর্তি বিদ্বেষী ক্রূর নরাধমদের আমি মুহুর্মুহুঃ এই সংসারে আসুরিক যোনিতে নিক্ষেপ করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* (১৬/১৯) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৪১

সূত্রের পরিণাম-বাদ, তাহা না মানিয়া ।
'বিবর্তবাদ' স্থাপে, 'ব্যাস ভ্রান্ত' বলিয়া ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদান্ত-সূত্রের পরিণামবাদ না মেনে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলে 'বিবর্তবাদ' স্থাপন করেছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির বিশদ বিশ্লেষণ আদি-লীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে (শ্লোক ১২১-১২৬) উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪২

এই ত' কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায় ।
শাস্ত্র ছাড়ি' কুকল্পনা পাষণ্ডে বুঝায় ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

" 'শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য যে বেদান্ত-সূত্রের কল্পিত অর্থ প্রদান করেছেন, তা কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির অন্তরে আলোড়নের সৃষ্টি করে না। আসুরিক ভাবাপন্ন পাষণ্ডীদের মোহাচ্ছন্ন করার জন্য তিনি এইভাবে কদর্থ করেছেন।

তাৎপর্য

বৌদ্ধবাদকে নিরশন করার জন্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ প্রচার করেছেন। বেদ বিধির অজুহাতে নাস্তিকদের পশুবলি বন্ধ করার জন্য ভগবান বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নাস্তিকেরা ভগবানকে বুঝতে পারে না। তাই বুদ্ধদেব অহিংসার বাণী প্রচার করে নাস্তিকদের পশুহত্যা বন্ধ করেছিলেন। পশুহত্যার পাপ থেকে মুক্ত না হলে, ধর্ম এবং ভগবান সম্বন্ধে জানা যায় না। ভগবান বুদ্ধ যদিও শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তবুও তিনি ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলেননি, কেননা মানুষদের তা বোঝার ক্ষমতা ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন কেবল পশুহত্যা বন্ধ করতে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য চেয়েছিলেন জীবের চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে জীবকে সচেতন করে দেওয়া, তাই তিনি বৈদিক শাস্ত্রের কল্পিত অর্থের দ্বারা নাস্তিকদের পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেছিলেন। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আচার্যেরা কখনও কখনও বেদের মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিত করে কল্পিত অর্থ প্রচার করতে পারেন। কখনও কখনও তাঁরা নাস্তিকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভিন্ন মতবাদ প্রবর্তন করেন। তাই বলা হয়েছে যে শঙ্করাচার্যের মতবাদ পাষণ্ডীদের জন্য।

শ্লোক ৪৩

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র 'বাদ' ।
কাঁহা মুক্তি পাব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"মায়াবাদী প্রমুখ নাস্তিকেরা মুক্তি অথবা কৃষ্ণের কৃপার অপেক্ষা করে না। তারা পরমার্থ বিচার না করে কেবল নাস্তিক্যবাদের কুতর্ক করে।

শ্লোক ৪৪

ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য করিয়াছে আচ্ছাদন ।
এই হয় সত্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শঙ্করাচার্য বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করে তার কল্পিত মতবাদ প্রচার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যা বলেছেন তাই হচ্ছে প্রকৃত সত্য।

শ্লোক ৪৫

চৈতন্য-গোসাঞি যেই কহে, সেই মত সার ।
আর যত মত, সেই সব ছারখার ॥" ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে অর্থ প্রচার করেছেন সেইটি যথার্থ অর্থ, আর অন্য যে সমস্ত মতবাদ, তা বিকৃত।"

শ্লোক ৪৬

এত কহি' সেই করে কৃষ্ণসংকীর্তন ।
শুনি' প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সেই শিষ্যটি কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে লাগলেন। তা শুনে প্রকাশানন্দ সরস্বতী কিছু বলতে আরম্ভ করলেন।

শ্লোক ৪৭

"আচার্যের আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে ।
তাতে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকাশানন্দ সরস্বতী বললেন, "অদ্বৈতবাদ স্থাপন করতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বেদান্ত-সূত্রের ভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৪৮

'ভগবত্তা' মানিলে 'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন ।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবানের ভগবত্তা স্বীকার করলে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করা যায় না। তাই শঙ্করাচার্য সমস্ত শাস্ত্রের মত খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন।

শ্লোক ৪৯

যেই গ্রন্থকর্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে ।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহে হৈতে ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সে যখন তার নিজের মত স্থাপন করতে চান, তখন তিনি শাস্ত্রের সহজ অর্থ পরিত্যাগ করেন।

শ্লোক ৫০

'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্মের অঙ্গ' ।
'সাংখ্য' কহে,—'জগতের প্রকৃতি কারণ-প্রসঙ্গ' ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"মীমাংসকেরা সিদ্ধান্ত করেন যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি কর্মের অঙ্গ। তেমনি, সাংখ্য দার্শনিকেরা বলেন যে, জগতের কারণ হচ্ছে প্রকৃতি।

শ্লোক ৫১

'ন্যায়' কহে,—'পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়' ।
'মায়াবাদী' নির্বিশেষ-ব্রহ্মে 'হেতু' কয় ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"ন্যায় দর্শনের অনুগামীরা বলেন যে, পরমাণু হচ্ছে জড় জগতের কারণ, এবং মায়াবাদী দার্শনিকেরা বলেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে জগতের কারণ।

শ্লোক ৫২

'পাতঞ্জল' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ-জ্ঞান' ।
বেদমতে কহে তাঁরে 'স্বয়ং ভগবান্' ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"পাতঞ্জল দার্শনিকেরা বলেন যে, স্বরূপ উপলব্ধি হলে ঈশ্বরকে জানা যায়। তেমনি, বেদে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সৃষ্টির আদি কারণ।

শ্লোক ৫৩

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আর্বতন ।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ষড়দর্শনের ছয় মত উত্তম রূপে আলোচনা করে, সেই সমস্ত সূত্র নিয়ে ব্যাসদেব 'বেদান্ত' বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৫৪

'বেদান্ত'-মতে,—ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ ।
'নির্গুণ' ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' 'সগুণ' ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদান্ত দর্শন অনুসারে ব্রহ্ম সাকার। যেখানে তাঁকে নির্গুণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে বোঝানো হয়েছে যে, ভগবানের গুণাবলী জড়াতীত এবং সম্পূর্ণরূপেই চিন্ময়।

শ্লোক ৫৫

পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে ।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত দার্শনিকেরা পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বকারণের পরম কারণ রূপে স্বীকার করে না। তারা কেবল অন্য মত খণ্ডন করে নিজেদের মত স্থাপন করতেই ব্যস্ত।

শ্লোক ৫৬

তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি ।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ছয় দর্শন অধ্যয়ন করে পরমতত্ত্ব জানা যায় না। তাই সকলের কর্তব্য মহাজনদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা। মহাজনেরা যা বলেন তাই সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* বলেছেন—'অন্য সন্ন্যাসীর ভক্তিসাপেক্ষ বচন শ্রবণ করে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলেছেন যে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ স্থাপনে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে *বেদান্ত-সূত্রের* অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেছেন। ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করলে 'অদ্বৈতবাদ' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সেই জন্য শঙ্করাচার্য ভগবত্তত্ত্ব প্রতিপাদক অন্য সমস্ত শাস্ত্রের খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীর শতকরা ৯৯ ভাগ দার্শনিকেরাই শঙ্করাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরমেশ্বর ভগবানকে মানতে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে তারা তাদের স্ব-স্ব মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। অন্য মত খণ্ডন করে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করা জড়বাদী দার্শনিকদের স্বভাব। তাই ১) জৈমিনি আদি মীমাংসকেরা বেদের মূল তাৎপর্য যে ভক্তি, তা ত্যাগ করে ঈশ্বরকে 'কর্মের অঙ্গ' করে ফেলেছেন; অর্থাৎ, কেউ যদি এই জড় জগতে খুব ভালভাবে তার কর্তব্য সম্পাদন করেন, তাহলে ভগবান তাকে ঈপ্সিত ফল প্রদান করতে বাধ্য। এই দার্শনিকদের মতে, ভগবানের ভক্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই। কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে সৎ-কর্ম করে যায়, তাহলে ঈশ্বর তার কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তার ঈপ্সিত বাসনা চরিতার্থ করবেন। এই ধরনের দার্শনিকেরা ভক্তিযোগের পন্থা স্বীকার না করে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। ২) কপিল আদি নিরীশ্বর সাংখ্য দার্শনিকেরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জড়া-প্রকৃতির উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রকৃতিই হচ্ছে জগতের কারণ। তারা পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বকারণের পরম কারণ বলে স্বীকার করেন না। ৩) গৌতম ও কণাদ আদির ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রে পরমাণুকেই জগতের কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ৪) অষ্টাবক্র আদি মায়াবাদীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলে দেখিয়েছেন। ৫) পতঞ্জলি প্রভৃতি রাজযোগী তাঁদের যোগ-শাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে 'স্বরূপ তত্ত্ব' বলে স্থাপন করেছেন।

এই পঞ্চ মতবাদ পরায়ণ দার্শনিকগণ বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবানকে পরিত্যাগ করে তাদের

নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, শ্রীল ব্যাসদেব ভগবৎ প্রতিপাদক বেদ-প্রসূ সমূহ অবলম্বন করে *বেদান্ত-সূত্র* রচনা করেছেন। পূর্ব উল্লেখিত পাঁচটি মতবাদের দার্শনিকেরাই মনে করেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম নির্গুণ, এবং তারা মনে করেন যে, ভগবান যখন অবতরণ করেন তখন তিনি জড় গুণের দ্বারা কলুষিত এবং আচ্ছাদিত হন। তারা ব্রহ্মাকে নির্গুণ এবং বিশেষ স্থলে ভগবানকে সগুণ (ত্রিগুণময়) বলে প্রতিপাদন করেন। বস্তুত তত্ত্ববস্তু কেবল নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত নন, পরন্তু তিনি—অনন্ত চিদ্‌গুণ রাশির আধার 'সগুণ' বিগ্রহ। কিন্তু এই সমস্ত মতবাদীদের মতে, পরম কারণ ঈশ্বর (বিষ্ণুকে) পাওয়া যায় না, অর্থাৎ কেউই সর্বেশ্বরেশ্বর সর্বকারণের কারণ বিষ্ণুকে মানেন না, (অথচ পরমত খণ্ডন করে নিজেদের মতবাদ স্থাপন করতে তারা অত্যন্ত ব্যস্ত)। ভারতবর্ষে ছয়টি দার্শনিক মতবাদ রয়েছে। যেহেতু ব্যাসদেব বেদবেত্তা মহাজন, তাই তিনি বেদব্যাস নামে পরিচিত। তিনি যে *বেদান্ত-সূত্রের* দার্শনিক বিশ্লেষণ করেছেন তা ভক্তরা স্বীকার করেন। যে সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥

"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, আমিই স্মৃতি এবং জ্ঞান প্রদান করি এবং তা অপহরণ করি। সমস্ত বেদে আমি কেবল জ্ঞাতব্য; আমিই বেদান্তের প্রণেতা এবং বেদবেত্তা।"

বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের চরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে স্বীকার করা। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্কাচার্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রমুখ সমস্ত মহান আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীল ব্যাসদেবের দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রচার করছে।

শ্লোক ৫৭

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ ৫৭ ॥

তর্কঃ—শুষ্ক তর্ক; **অপ্রতিষ্ঠঃ**—প্রতিষ্ঠিত হয় না; **শ্রুতয়ঃ**—বেদ; **বিভিন্নাঃ**—ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; **ন**—না; **অসৌ**—ওই; **ঋষিঃ**—ঋষি; **যস্য**—যার; **মতম্**—মত; **ন**—না; **ভিন্নম্**—ভিন্ন; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **নিহিতম্**—লুক্কায়িত; **গুহায়াম্**—সাধারণ লোকের দৃষ্টির অগোচর শুদ্ধভক্তের হৃদয় গহ্বরে; **মহা-জনঃ**—পূর্বতন ভগবদ্ভক্ত মহাজন; **যেন**—সেই পথে; **গতঃ**—আচরণ করেছেন; **সঃ**—তা; **পন্থাঃ**—শুদ্ধ মার্গ।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, " 'তর্কের দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পক্ষান্তরে, তার ফলে শ্রুতি সমূহ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ও যার মত ভিন্ন নয়, তিনি ঋষি হতে পারেন না। তাই ধর্ম-তত্ত্ব গূঢ় রূপে আচ্ছাদিত হয়ে আছে; অর্থাৎ শাস্ত্র আদি পাঠ করে ধর্ম-তত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাকে মহাজন বলে সাধুরা স্থির করেছেন, তিনি যে পন্থাকে 'শাস্ত্র পন্থা' বলেছেন, সেই পথেই সকলের অনুগমন করা উচিত।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *মহাভারতে* (বন-পর্ব ৩১৩/১১৭) যুধিষ্ঠির মহারাজের উক্তি।

শ্লোক ৫৮

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার ।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'—সার ॥" ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী অমৃতের ধারার মতো। তিনি যা পরমতত্ত্ব বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, সেইটিই হচ্ছে সমস্ত পারমার্থিক তত্ত্বের সারাতিসার।"

শ্লোক ৫৯

এ সব বৃত্তান্ত শুনি' মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ।
প্রভুরে কহিতে সুখে করিলা গমন ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে, অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তা বলতে গেলেন।

শ্লোক ৬০

হেনকালে মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করি' ।
দেখিতে চলিয়াছেন 'বিন্দুমাধব হরি' ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করে বিন্দুমাধব হরিকে দর্শন করতে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৬১

পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল ।
শুনি' মহাপ্রভু সুখে ঈষৎ হাসিল ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

পথে সেই বিপ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সেই বৃত্তান্ত খুলে বললেন, এবং তা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আনন্দিত হয়ে ঈষৎ হাসলেন।

শ্লোক ৬২

মাধব-সৌন্দর্য দেখি' আবিষ্ট হইলা ।
অঙ্গনেতে আসি' প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

বিন্দুমাধবের সৌন্দর্য দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন, এবং অঙ্গনে এসে নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ৬৩

শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন ।
চারিজন মিলি' করে নাম-সংকীর্তন ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ পুরী, তপন মিশ্র এবং সনাতন গোস্বামী, এই চারজনে মিলে তখন নাম-সংকীর্তন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৬৪

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥" ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা গাইতে লাগলেন—"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।"

তাৎপর্য

এটি আর একভাবে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন। এর অর্থ হচ্ছে—"আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি যদুকুলে আবির্ভূত হয়েছেন বলে তাঁর নাম যাদব। তাঁর নাম গোপাল, গোবিন্দ, রাম এবং শ্রীমধুসূদন। তাঁকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্লোক ৬৫

চৌদিকেতে লক্ষ লোক বলে 'হরি' 'হরি' ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ-মর্ত্য ভরি' ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ লোক তখন হরি ধ্বনি দিতে লাগলেন, এবং সেই মঙ্গলধ্বনিতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হল।

শ্লোক ৬৬

নিকটে হরিধ্বনি শুনি' প্রকাশানন্দ ।
দেখিতে কৌতুকে আইলা লঞা শিষ্যবৃন্দ ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন কাছেই ছিলেন, সেই হরিধ্বনি শুনে তিনি কৌতূহল ভরে শিষ্যদের নিয়ে তা দেখতে এলেন।

শ্লোক ৬৭

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য, প্রেম, দেহের মাধুরী ।
শিষ্যগণ-সঙ্গে সেই বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য, ভগবৎ-প্রেম এবং দেহের মাধুরী দর্শন করে প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁর শিষ্যদের নিয়ে হরি হরি বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৬৮

কম্প, স্বরভঙ্গ, স্বেদ, বৈবর্ণ, স্তম্ভ ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক, পুলক-কদম্ব ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরীরে কম্প, স্বরভঙ্গ, স্বেদ, বৈবর্ণ, স্তম্ভ আদি সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হল, তাঁর অশ্রু ধারায় উপস্থিত মানুষেরা সিক্ত হলেন এবং তাঁর অঙ্গ কদম্ব ফুলের মতো পুলকিত হল।

শ্লোক ৬৯

হর্ষ, দৈন্য, চাপল্যাদি 'সঞ্চারী' বিকার ।
দেখি' কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

হর্ষ, দৈন্য, চাপল্য আদি সঞ্চারী বিকার দর্শন করে বারাণসীর অধিবাসীরা চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ৭০

লোকসংঘট্ট দেখি' প্রভুর 'বাহ্য' যবে হৈল ।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি' নৃত্য সম্বরিল ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

বহু লোকের ভীড় দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যখন বাহ্য জ্ঞান হল, তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের দেখে তিনি তাঁর নৃত্য সম্বরণ করলেন।

শ্লোক ৭১

প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দিলা চরণ ।
প্রকাশানন্দ আসি' তাঁর ধরিল চরণ ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন প্রকাশানন্দ সরস্বতীর চরণ বন্দনা করলেন, এবং প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ জড়িয়ে ধরলেন।

শ্লোক ৭২

প্রভু কহে,—'তুমি জগদ্গুরু পূজ্যতম ।
আমি তোমার না হই 'শিষ্যের শিষ্য' সম ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন,—"আপনি সারা জগতের গুরু, তাই আপনি পূজ্যতম। আমি আপনার শিষ্যের শিষ্য সমান নই।"

তাৎপর্য

মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সাধারণত নিজেদের জগদ্গুরু বলে ঘোষণা করেন। তাদের অনেকে নিজেদের সকলের পূজ্য বলে মনে করেন, যদিও তারা ভারতবর্ষের বাহিরে অথবা তাদের প্রদেশের বাহিরে পর্যন্ত যান না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বিনয় ও উদারতার বশে নিজেকে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর শিষ্যেরও শিষ্যের সমতুল্য নন বলে দৈন্য প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৭৩

শ্রেষ্ঠ হঞা কেনে কর হীনের বন্দন ।
আমার সর্বনাশ হয়, তুমি ব্রহ্ম-সম ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "শ্রেষ্ঠ হয়ে কেন আপনি আমার মতো হীন ব্যক্তির বন্দনা করছেন? তাতে আমার সর্বনাশ হবে, কেননা আপনি ব্রহ্ম সদৃশ।

শ্লোক ৭৪

যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্ম-সম ভাসে ।
লোকশিক্ষা লাগি' ঐছে করিতে না আইসে ॥" ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রিয় মহাশয়, যদিও সকলে আপনাকে ব্রহ্মসম মনে করে, তথাপি লোক-শিক্ষার জন্য আপনি নিজে সেইভাবে আচরণ করেন না।"

শ্লোক ৭৫

তেঁহো কহে,—'তোমার পূর্বে নিন্দা-অপরাধ যে করিল ।
তোমার চরণ-স্পর্শে, সব ক্ষয় গেল ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকাশানন্দ সরস্বতী বললেন, "পূর্বে আমি আপনার চরণে নিন্দা-অপরাধ করেছি, কিন্তু এখন আপনার চরণ স্পর্শ লাভ করার ফলে আমার সকল অপরাধ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ৭৬

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্ ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥ ৭৬ ॥

জীবৎ-মুক্তাঃ—যারা এই জীবনে মুক্ত; অপি—ও; পুনঃ—পুনরায়; যান্তি—যায়; সংসার-বাসনাম্—জড়-সুখের বাসনা করা; যদি—যদি; অচিন্ত্য-মহা-শক্তৌ—অচিন্ত্য চিন্ময়-শক্তি ধারণকারীর প্রতি; ভগবতি—পরম পুরুষ ভগবান; অপরাধিনঃ—অপরাধীগণ।

অনুবাদ

" 'যদি কেউ অচিন্ত্য-শক্তি সকলের উৎস পরম পুরুষ ভগবানের প্রতি অপরাধ করে এই জীবনে নিজেকে মুক্ত বলে মনে করে, সে পুনরায় পতিত হয় এবং সংসার বাসনার জন্য কামনা করে।'

শ্লোক ৭৭

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চিতম্ ॥" ৭৭ ॥

সঃ—সে (সর্পটি); বৈ—বাস্তবিক; ভগবতঃ—পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; শ্রীমৎ-পাদ-স্পর্শ—পাদপদ্মের স্পর্শের দ্বারা; হত-অশুভঃ—পাপ-জীবনের সমস্ত ফল থেকে মুক্ত; ভেজে—লাভ করল; সর্প-বপুঃ—সাপের শরীর; হিত্বা—ত্যাগ করে; রূপম্—সৌন্দর্য; বিদ্যাধর-অর্চিতম্—বিদ্যাধর লোকের অধিবাসীর জন্য উপযুক্ত।

অনুবাদ

"সেই সর্প শ্রীকৃষ্ণের পাদ-স্পর্শে, তৎক্ষণাৎ তার জীবনের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হল। এইভাবে সেই সর্পটি তার দেহ ত্যাগ করে, সুন্দর বিদ্যাধর দেবতার দেহ প্রাপ্ত হল।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩৪/৯) থেকে উদ্ধৃত। নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে একবার বৃন্দাবন-বাসীগণ তীর্থ-যাত্রা উপলক্ষ্যে নদীর তীরে গমন করলেন। নন্দ মহারাজ উপবাস-ব্রত পালন করে স্বয়ং বনমধ্যে শয়ন করলেন। তৎকালে অঙ্গিরস ঋষি কর্তৃক অভিশপ্ত একটি সর্প সেখানে উপস্থিত হল। এই সর্পটির পূর্বের নাম ছিল সুদর্শন, এবং সে গন্ধর্ব-লোকের বাসিন্দা ছিল। সে যা হোক, যেহেতু সে ঋষিকে উপহাস করেছিল, সুতরাং সে অপরাধী এবং সে একটি সুবৃহৎ সর্পদেহ ধারণ করেছিল। এই সর্পটি যখন নন্দ মহারাজকে আক্রমণ করল, তখন নন্দ মহারাজ উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে আরম্ভ করল, "কৃষ্ণ! সাহায্য কর!" কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উপস্থাপিত হয়ে তাঁর পাদপদ্মের দ্বারা সেই সর্পটিকে লাথি মারতে শুরু করলেন। শুধুমাত্র ভগবানের পাদস্পর্শে সেই সর্পটি তৎক্ষণাৎ তার পাপ জীবনের সমস্ত কর্মফল থেকে মুক্ত হল। এইভাবে মুক্ত হয়ে, সে পুনরায় পূর্বেকার সুদর্শন গন্ধর্ব দেহ ধারণ করল।

শ্লোক ৭৮

প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', আমি ক্ষুদ্র জীবহীন ।
জীবে 'বিষ্ণু' মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

যখন প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমদ্ভাগবত থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে নিজেকে সমর্থন করছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ ভগবান বিষ্ণুর পবিত্র নাম উচ্চারণ করে আপত্তি জানিয়েছিলেন। নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও পতিত জীব মনে করে, তিনি বললেন, "যদি কেউ একজন বদ্ধ জীবকে বিষ্ণু, ভগবান অথবা একজন অবতার হিসাবে গ্রহণ করে, তবে তিনি অপরাধ করছেন।"

তাৎপর্য

যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরম পুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণু ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য নিজেকে বিষ্ণু-তত্ত্ব বলে অস্বীকার করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, অধুনা কলিযুগে এখানে সেখানে অসংখ্য বিষ্ণু অবতারের ছড়াছড়ি। নিজেকে একজন অবতার বলে মনে করা যে কি পরিমাণে অপরাধ, সাধারণ লোক তা জানে না। একজন সাধারণ ব্যক্তিকে ভগবানের অবতার হিসাবে গ্রহণ করা জনসাধারণের উচিত নয়। যদি সেভাবে গ্রহণ করে, তবে সেটি একটি মস্তবড় অপরাধ।

শ্লোক ৭৯

জীবে 'বিষ্ণু' বুদ্ধি দূরে—যেই ব্রহ্ম-রুদ্র-সম ।
নারায়ণে মানে তারে 'পাষণ্ডীতে' গণন ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরো বললেন, "সাধারণ জীব ত দূরের কথা, এমনকি প্রভু ব্রহ্মা ও প্রভু শিব পর্যন্ত বিষ্ণু বা নারায়ণের সমতুল্য নয়। যদি কেউ তা মনে করে, সে তৎক্ষণাৎ একজন অপরাধী ও পাষণ্ডী বলে বিবেচিত হয়।

শ্লোক ৮০

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥" ৮০ ॥

যঃ—যিনি; তু—সে যা হোক; নারায়ণম্—পরম পুরুষ ভগবান; যিনি ব্রহ্মা ও শিবের প্রভু; দেবম্—ভগবান; ব্রহ্ম—প্রভু ব্রহ্মা; রুদ্র—প্রভু শিব; আদি—এবং অন্যান্যরা; দৈবতৈঃ—সে ধরনের দেবতাগণ সহ; সমত্বেন—সমপর্যায়ে; এব—অবশ্যই; বীক্ষেত—পর্যবেক্ষণ করা; সঃ—সে ধরনের ব্যক্তি; পাষণ্ডী—পাষণ্ডী; ভবেৎ—অবশ্যই হন; ধ্রুবম্—অবশ্যই।

অনুবাদ

" 'যে ব্যক্তি প্রভু ব্রহ্মা এবং শিবকে ভগবান নারায়ণের সমতুল্য বলে মনে করে, সে একজন অপরাধী ও পাষণ্ডী।' "

শ্লোক ৮১

প্রকাশানন্দ কহে,—"তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্ ।
তবু যদি কর তাঁর 'দাস'-অভিমান ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকাশানন্দ সরস্বতী বললেন, "আপনি নিজে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তা সত্ত্বেও, আপনি নিজেকে তাঁর নিত্য দাস বলে মনে করেন।

শ্লোক ৮২

তবু পূজ্য হও, তুমি আমা সবা-হৈতে ।
সর্বনাশ হয় মোর তোমার নিন্দাতে ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার প্রিয় প্রভু, আপনি পরম পুরুষ ভগবান, এবং যদিও আপনি নিজেকে ভগবানের

দাস বলে মনে করেন, তা সত্ত্বেও আপনি পূজনীয়। আপনার স্থান সকলের থেকে অনেক উর্ধ্বে; সুতরাং আমার সমস্ত অধ্যাত্মিক বিকাশ বিনষ্ট প্রাপ্ত হয়েছে, কারণ আমি আপনাকে নিন্দা করেছি।

শ্লোক ৮৩

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ৮৩ ॥

মুক্তানাম্—মুক্ত ব্যক্তিগণের অথবা অজ্ঞতার বন্ধন থেকে মুক্ত; অপি—এমনকি; সিদ্ধানাম্—সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের; নারায়ণ—পরম পুরুষ ভগবানের; পরায়ণঃ—ভক্ত; সু-দুর্লভঃ—অত্যন্ত দুর্লভ; প্রশান্ত-আত্মা—পরিপূর্ণরূপে সন্তুষ্ট, কামনাহীন; কোটিষু—কোটি কোটিগণের মধ্যে; অপি—অবশ্যই; মহা-মুনে—হে মহামুনি।

অনুবাদ

" 'হে মহামুনি, যারা অজ্ঞতার থেকে মুক্ত, এই রকম লক্ষ লক্ষ জড় জগৎ থেকে মুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে, এবং যারা প্রায়ই সিদ্ধি প্রাপ্ত, এই রকম লক্ষ লক্ষ সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণের মধ্যে কদাচিৎ একজন নারায়ণের শুদ্ধভক্ত হয়। কেবলমাত্র এই প্রকারের ভক্তই সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত এবং শান্ত।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৬/১৪/৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৮৪

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৮৪ ॥

আয়ুঃ—আয়ুষ্কাল; শ্রিয়ম্—ঐশ্বর্য; যশঃ—যশ; ধর্মম্—ধর্ম; লোকান্—অধিকৃত বস্তু সকল; আশিষঃ—আশীর্বাদ; এব—অবশ্যই; চ—এবং; হন্তি—বিনাশ করে; শ্রেয়াংসি—সৌভাগ্য; সর্বাণি—সকল; পুংসঃ—একজন ব্যক্তির; মহৎ—মহাত্মাদিগের; অতিক্রমঃ—অতিক্রম।

অনুবাদ

" 'যখন একজন ব্যক্তি মহাত্মাগণের প্রতি অসদাচরণ করে, তার আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম, অধিকার ও আশীর্বাদ নাশ প্রাপ্ত হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৪/৪৬) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৮৫

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ৮৫ ॥

ন—না; এষাম্—মানুষদের; মতিঃ—আগ্রহ; তাবৎ—সে পর্যন্ত; উরুক্রম-অঙ্ঘ্রিম্—পরম পুরুষ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম, যিনি অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করেন; স্পৃশতি—স্পর্শ করেন; অনর্থ—অবাঞ্ছিত জিনিষের; অপগমঃ—বিনাশ করে; যৎ—যার; অর্থঃ—ফল; মহীয়সাম্—মহাত্মাদের, ভক্তগণের; পাদ-রজঃ—পাদপদ্মের রজর দ্বারা; অভিষেকম্—মস্তকে ছিটিয়ে; নিষ্কিঞ্চনানাম্—যাঁরা সম্পূর্ণরূপে জড় বিষয় থেকে আসক্তিহীন; ন বৃণীত—করে না; যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত।

অনুবাদ

" 'যতক্ষণ পর্যন্ত মানবদিগের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদিগের পদরজদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অনর্থ নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করতে পারে না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৭/৫/৩২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৮৬

এবে তোমার পাদাব্জে উপজিবে ভক্তি ।
তথি লাগি' করি তোমার চরণে প্রণতি ॥" ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন থেকে আমি অবশ্যই আপনার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করব। এই কারণে আপনার শ্রীচরণে আমি প্রণত হই।"

শ্লোক ৮৭

এত বলি' প্রভুরে লঞা তথায় বসিল ।
প্রভুরে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিল ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সঙ্গে করে সেখানে বসলেন এবং মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮৮

মায়াবাদে করিলা যত দোষের আখ্যান ।
সবে এই জানি' আচার্যের কল্পিত ব্যাখ্যান ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকাশানন্দ সরস্বতী বললেন, "আপনি মায়াবাদ দর্শনে যত রকমের দোষ দেখিয়েছেন, আমরা জানি এই সমস্ত শঙ্করাচার্যের কল্পিত ব্যাখ্যা।

শ্লোক ৮৯

সূত্রের করিলা তুমি মুখ্যার্থ-বিবরণ ।
তাহা শুনি' সবার হৈল চমৎকার মন ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার প্রিয় প্রভু, ব্রহ্ম-সূত্রের ব্যাখ্যায় আপনি যে সকল মুখ্য অর্থ প্রকাশ করেছেন, তা শুনে সকলের মন চমৎকৃত হল।

শ্লোক ৯০

তুমি ত' ঈশ্বর, তোমার আছে সর্বশক্তি ।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি, শুনিতে হয় মতি ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি হলেন পরম পুরুষ ভগবান, সুতরাং আপনি অচিন্ত্য শক্তির অধিকারী। আপনার নিকট সংক্ষেপে ব্রহ্ম-সূত্রের ব্যাখ্যা আমি শুনতে ইচ্ছা করি।"

তাৎপর্য

প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুকে *ব্রহ্ম-সূত্রের* উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বর্ণনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যদিও তাঁর ব্যাখ্যা তিনি পূর্বে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ৯১

প্রভু কহে,—"আমি 'জীব', অতি তুচ্ছ-জ্ঞান ।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীর অর্থ, ব্যাস—ভগবান্ ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আমি একজন সাধারণ জীব, সুতরাং আমার জ্ঞান অত্যন্ত তুচ্ছ। সে যা হোক, ব্রহ্ম-সূত্রের অর্থ অত্যন্ত গম্ভীর, কারণ তার রচয়িতা হলেন ব্যাসদেব, যিনি হলেন পরম পুরুষ ভগবান নিজে।

তাৎপর্য

একজন সাধারণ ব্যক্তি *বেদান্ত-সূত্রের* তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। কেউ *বেদান্ত-সূত্রের* তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, যদি সে ব্যাসদেব বা তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধির কাছ থেকে তা শ্রবণ করে। এই কারণে ব্যাসদেব *শ্রীমদ্ভাগবতের* মাধ্যমে *ব্রহ্ম-সূত্রের* ভাষ্য প্রদান করলেন। এই *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করতে তিনি তাঁর গুরুদেব নারদমুনি কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, শঙ্করাচার্য *ব্রহ্ম-সূত্রের* উদ্দেশ্য বিকৃত করেছিলেন, কারণ তাঁর একটি বিশেষ অভিপ্রায় ছিল। বুদ্ধদেব প্রদর্শিত নাস্তিক্য-বাদের পরিবর্তে তিনি বৈদিক জ্ঞান স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন। সময় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সবের প্রয়োজন ছিল; সুতরাং ভগবান বুদ্ধ কিংবা শঙ্করাচার্য কাউকেও দোষারোপ করা উচিত নয়। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন নাস্তিকদের প্রয়োজনে এই ধরনের ভাষ্য আবশ্যক হয়। সিদ্ধান্ত হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ ও ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত *বেদান্ত-সূত্রের* উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। সুতরাং, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরবর্তী শ্লোকগুলির মাধ্যমে পুনরায় এই বিষয়ের উপর ব্যাখ্যা করছেন।

শ্লোক ৯২

তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে ।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদান্ত-সূত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য, কিন্তু শ্রীল ব্যাসদেব অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমে, নিজেই তাঁর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৯৩

যেই সূত্রকর্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান ।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"যদি বেদান্ত-সূত্রের প্রণেতা ব্যাসদেব স্বয়ং তার ব্যাখ্যা করেন, তবেই সূত্রের মূল অর্থ সাধারণ লোকের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।

শ্লোক ৯৪

প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয় ।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রণবের অর্থ গায়ত্রী মন্ত্রে বর্তমান। সেই একই অর্থ চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯৫

ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা ।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"পরম পুরুষ ভগবান যে চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, ব্রহ্মা তা নারদের নিকট ব্যাখ্যা করেছিলেন।

শ্লোক ৯৬

নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা ।
শুনি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রভু ব্রহ্মা যা নারদমুনিকে বলেছিলেন, তা নারদমুনি ব্যাসদেবকে বলেছিলেন। সেই ব্যাখ্যা শুনে, ব্যাসদেব মনে মনে বিচার করতে লাগলেন।

শ্লোক ৯৭

"এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ ।
'ভাগবত' করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥" ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীল ব্যাসদেব বিবেচনা করলেন, ওঁ কারের অর্থ যা তিনি নারদ মুনির কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, তিনি তা দিয়ে ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য হিসাবে বিশদভাবে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করবেন।

তাৎপর্য

ওঁ কার শব্দটি হল বৈদিক জ্ঞানের মূল। ওঁকারই সকল বেদের মহাবাক্য বা মূল শব্দ। মূল শব্দ ওঁকারে যে সকল অর্থ নিহিত রয়েছে, সেই একই অর্থ গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পুনরায় *শ্রীমদ্ভাগবত* চতুঃশ্লোকীর মধ্যে, যা *অহং এবাসম্ এবাগ্রে* দিয়ে আরম্ভ, সেই একই অর্থ নিহিত রয়েছে। ভগবান বলেন, "সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমিই বর্তমান ছিলাম।" এই শ্লোক থেকে চতুঃশ্লোকী রচিত হয়েছে এবং ইহা চতুঃশ্লোকী নামে পরিজ্ঞাত। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান চতুঃশ্লোকীর উদ্দেশ্য প্রভু ব্রহ্মাকে জ্ঞাত করালেন। পুনরায় প্রভু ব্রহ্মা নারদমুনির সমীপে ব্যাখ্যা করলেন এবং নারদমুনি তা শ্রীল ব্যাসদেবের সমীপে বর্ণনা করলেন। ইহাকে বলা হয় পরম্পরা পদ্ধতি। বৈদিক জ্ঞানের তাৎপর্য যা মূল শব্দ 'প্রণব' *শ্রীমদ্ভাগবতে* ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্রহ্ম-সূত্র *শ্রীমদ্ভাগবতে* ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ৯৮

চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয় ।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয় ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীল ব্যাসদেব চতুর্বেদ ও উপনিষদের সিদ্ধান্ত সকল সংগ্রহ করে, বেদান্ত-সূত্রে লিপিবদ্ধ করলেন।

শ্লোক ৯৯

যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন ।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদান্ত-সূত্রে, বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং আঠারো হাজার শ্লোকের মাধ্যমে, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই একই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ১০০

অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত ।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক' মত ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

"অতএব ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য হল শ্রীমদ্ভাগবত। ভাগবত-শ্লোক ও উপনিষদের উদ্দেশ্য একই।

শ্লোক ১০১

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ ১০১ ॥

আত্ম-আবাস্যম্—পরমাত্মার শক্তির প্রসারণ, যিনি পরম পুরুষ ভগবান; ইদম্—এই; বিশ্বম্—ব্রহ্মাণ্ড; যৎ—সে যা হোক; কিঞ্চিৎ—কিছু; জগত্যাম্—বিশ্ব মাঝারে; জগৎ—চেতন ও অচেতন সমূহ; তেন—তাঁর দ্বারা; ত্যক্তেন—প্রত্যেকের নির্ধারিত জিনিষের দ্বারা; ভুঞ্জীথা—আপনার জীবন ধারনের জন্য গ্রহণ করা উচিত; মা—কখনও না; গৃধঃ—অনধিকার পূর্বক দখল করা; কস্যস্বিৎ—কারোর; ধনম্—সম্পদ।

অনুবাদ

" 'এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত চেতন ও অচেতন সমস্ত কিছুরই নিয়ন্তা ও মালিক হলেন ভগবান। সুতরাং যা একজনের জন্য পৃথকভাবে নির্ধারিত করা হয়েছে, শুধু তাই তার গ্রহণ করা উচিত, এবং অন্যের জন্য নির্ধারিত জিনিষ তার গ্রহণ করা উচিত নয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৮/১/১০) থেকে উদ্ধৃত। সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীরা তাদের দর্শনের মাধ্যমে প্রচার করে থাকেন যে—এই জগতের সমস্ত কিছুর মালিক হলেন জনসাধারণ বা রাষ্ট্র। এই ধরনের মতবাদ যথার্থ নয়। যখন এই মতবাদকে আরও বিস্তৃত করা হয়, তখন আমরা দেখতে পাই, সমস্ত কিছুর যথার্থ মালিক হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। সেইটিই হবে সাম্যবাদী মতবাদের যথার্থ সাফল্য। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রকৃত উদ্দেশ্য এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরম পুরুষ ভগবান আমাদের জন্য যা নির্ধারিত করে রেখেছেন, তার দ্বারাই প্রত্যেকের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অন্যের নির্ধারিত জিনিষ আমাদের বলপূর্বক অধিকার করা উচিত নয়। এই সহজ ধারণাটি আমরা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে কার্যকরী করতে পারি। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু জমি রয়েছে, এবং প্রত্যেকে কয়েকটি গাভী পালন করতে পারেন। এই উভয় পন্থার মাধ্যমে একজন তার প্রতিদিনকার আহার যোগাড় করতে পারেন। উপরন্তু, কারখানায় যদি কিছু উৎপাদিত হয়, একজনের জেনে রাখা উচিত, সেই দ্রব্যের মালিক হলেন পরমেশ্বর ভগবান, যেহেতু সেই দ্রব্যের উপাদানগুলির স্রষ্টা হলেন পরমেশ্বর ভগবান। প্রকৃতপক্ষে, কৃত্রিম উপায়ে এই ধরনের জিনিষ উৎপাদনের আবশ্যকতা নেই, কিন্তু কেউ যদি তা উৎপাদন করে, তাহলে একজনকে বুঝতে হবে সেই উৎপাদিত দ্রব্যের মালিক হলেন পরমেশ্বর ভগবান। পরমেশ্বর ভগবানের পরম মালিকানার স্বীকৃতিই হল যথার্থ আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"জ্ঞানী ব্যক্তিরা, আমাকে সমস্ত যজ্ঞ তপস্যার অন্তিম উদ্দেশ্য, সমগ্র লোক ও দেবতাদের অধীশ্বর এবং সমস্ত শ্রেণীর জীবের পরম সুহৃদ ও হিতৈষী জেনে, এই জড় জগতের ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে পরম শান্তি লাভ করেন।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে—কোন কিছু নিজের সম্পত্তি বলে কারও দাবী করা উচিত নয়। যা কিছু সে তার নিজের বলে দাবী করে, তার প্রকৃত মালিক হলেন কৃষ্ণ। পরমেশ্বর ভগবান যে পরিমাণ নির্ধারিত করে রেখেছেন, তার দ্বারাই একজনের সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং অপরের অধিকৃত সম্পত্তি বলপূর্বক দখল করা উচিত নয়। এই পন্থাই সমগ্র জগতে শান্তি আনয়নে সমর্থ।

শ্লোক ১০২

ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমদ্ভাগবতের নির্যাস হল—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন—যা চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ শ্লোকগুলোতে সমস্ত কিছুই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ১০৩

"আমি—'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান ।
আমা পাইতে সাধন-ভক্তি 'অভিধেয়'-নাম ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবান কৃষ্ণ বলেন, 'সমস্ত রকম সম্বন্ধের আমিই কেন্দ্র। আমাকে জানবার জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগই হল প্রকৃত বিজ্ঞান। সাধন-ভক্তির মাধ্যমে আমাকে লাভ করাকে অভিধেয় বলা হয়।

তাৎপর্য

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অর্থ হল পরম তত্ত্বকে তিনভাবে, যথা—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও সর্বশক্তিমান পুরুষোত্তম ভগবানরূপে জানা। সর্বশেষে, যখন একজন পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সেবায় রত হয়, সেই ফলপ্রসূ জ্ঞানই হল বিজ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য "প্রয়োজন" লাভ করতে হলে, তাকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকতে হবে। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে প্রয়োজন লাভের অনুশীলনকে অভিধেয় বলা হয়।

শ্লোক ১০৪

সাধনের ফল—'প্রেম' মূল-প্রয়োজন ।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার 'সেবন' ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে, একজন ধীরে ধীরে প্রেম-ভক্তির স্তরে উন্নীত হয়। সেটিই মূল প্রয়োজন। ভগবানের প্রেম-ভক্তি স্তরে একজন ভগবানের নিত্য সেবায় যুক্ত হয়।

শ্লোক ১০৫

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্ ।
স-রহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ১০৫ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **পরম**—পরম; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **মে**—আমার; **যৎ**—যা; **বিজ্ঞান**—উপলব্ধি; **সমন্বিতম্**—সমন্বিত; **স-রহস্যম্**—রহস্যযুক্ত; **তৎ**—তার; **অঙ্গম্**—অনুপূরক অংশ; **চ**—এবং; **গৃহাণ**—গ্রহণ কর; **গদিতম্**—বলা হয়েছে; **ময়া**—আমা কর্তৃক।

অনুবাদ

" 'যা আমি তোমাকে বলব, অনুগ্রহপূর্বক তা শ্রবণ কর, কারণ আমার সম্বন্ধে দিব্য জ্ঞান শুধুমাত্র বিজ্ঞান সম্মত নয়, উপরন্তু রহস্যপূর্ণ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৯/৩১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১০৬

এই 'তিন' তত্ত্ব আমি কহিনু তোমারে ।
'জীব' তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হে ব্রহ্মা, আমি এই সকল তত্ত্বপূর্ণ কথা তোমার নিকট বর্ণনা করব। তুমি একজন জীব, আমার ব্যাখ্যা ছাড়া, আমার সঙ্গে তোমার যে সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য—প্রয়োজন তা তুমি হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবে না।

শ্লোক ১০৭

যৈছে আমার 'স্বরূপ', যৈছে আমার 'স্থিতি' ।
যৈছে আমার গুণ, কর্ম, ষড়ৈশ্বর্য-শক্তি ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমার স্বরূপ এবং স্থিতি, আমার গুণ, কর্ম এবং ষড়ৈশ্বর্য-শক্তি আমি তোমার নিকট ব্যাখ্যা করব।'

শ্লোক ১০৮

আমার কৃপায় এই সব স্ফুরুক তোমারে ।"
এত বলি' তিন তত্ত্ব কহিলা তাঁহারে ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবান কৃষ্ণ প্রভু ব্রহ্মাকে নিশ্চয় করে বললেন, 'আমার কৃপার প্রভাবে এই সকল তত্ত্ব তোমার নিকট স্ফুরণ হবে।' এই বলে, ভগবান প্রভু ব্রহ্মার নিকট এই তিন তত্ত্ব বলতে আরম্ভ করলেন।

শ্লোক ১০৯

যাবানহং যথা-ভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ১০৯ ॥

যাবান্—আমার নিত্য রূপের মতো; অহম্—আমি; যথা—যেভাবে; ভাবঃ—দিব্য অস্তিত্ব; যৎ—যা কিছু; রূপ—বিবিধ রূপ এবং বর্ণ; গুণ—গুণাবলী; কর্মকঃ—ক্রিয়াকলাপ; তথা এব—ঠিক সেভাবে; তত্ত্ব-বিজ্ঞানম্—তত্ত্ব-বিজ্ঞান; অস্তু—হোক; তে—তোমার; মৎ—আমার; অনুগ্রহাৎ—অহৈতুকী কৃপার দ্বারা।

অনুবাদ

" 'আমার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, আমার স্বরূপ, আমার লক্ষণ, আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে প্রকার, সে সকল তত্ত্ব-বিজ্ঞান তুমি প্রাপ্ত হও।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৯/৩২) থেকে উদ্ধৃত। বিশেষ বিশ্লেষণ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৫২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১১০

সৃষ্টির পূর্বে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ আমি ত' হইয়ে ।
'প্রপঞ্চ', 'প্রকৃতি', 'পুরুষ' আমাতেই লয়ে ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবান বললেন, "সৃষ্টির পূর্বে আমি ছিলাম, এবং প্রপঞ্চ, প্রকৃতি ও জীব সকল আমাতে বর্তমান ছিল।

শ্লোক ১১১

সৃষ্টি করি' তার মধ্যে আমি প্রবেশিয়ে ।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'এই প্রপঞ্চময় জগৎ সৃষ্টি করার পর, আমি নিজে তার মধ্যে প্রবেশ করি। এই যে প্রপঞ্চময় জগৎ দেখতে পাচ্ছ, তা আমার শক্তিরই প্রসারণ।

শ্লোক ১১২

প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি 'পূর্ণ' হইয়ে ।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

"যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় হয়, তখনও আমি পূর্ণরূপে বর্তমান থাকি, এবং তখন এই প্রাকৃত প্রপঞ্চ সকল আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১১৩

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্‌ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্‌ ॥ ১১৩ ॥

অহম্‌—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; এব—অবশ্যই; আসম্‌—স্থিত ছিল; এব—কেবলমাত্র; অগ্রে—সৃষ্টির পূর্বে; ন—কখনই নয়; অন্যৎ—অন্য যা কিছু; যৎ—যা; সৎ—ক্রিয়া; অসৎ—কারণ; পরম—পরম; পশ্চাৎ—অন্তে; অহম্‌—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; যৎ—যা; এতৎ—এই সৃষ্টি; চ—ও; যঃ—যিনি; অবশিষ্যেত—অবশিষ্ট থাকে; সঃ—সে; অস্মি—হই; অহম্‌—আমি পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

" 'সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমি ছিলাম এবং সৎ, অসৎ অনির্বচনীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম পর্যন্ত কোনকিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সৃষ্টির পরে এ সমুদয় স্বরূপে আমিই বিরাজ করি এবং প্রলয়ের পর কেবল আমিই অবশিষ্ট থাকব।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৯/৩৩) থেকে উদ্ধৃত। চতুঃশ্লোকীর এটি প্রথম শ্লোক। বিশেষ বিশ্লেষণ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৫৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১১৪

"অহমেব"-শ্লোকে 'অহম্‌'—তিনবার ।
পূর্ণৈশ্বর্য শ্রীবিগ্রহ-স্থিতির নির্ধার ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'শ্লোকটির প্রারম্ভে রয়েছে "অহম্‌ এব", এখানে "অহম্‌" শব্দটির উপর তিনবার জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমে রয়েছে "অহম্‌ এব" শব্দ সকল। দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে "পশ্চাদ্‌ অহম্‌" শব্দ সকল। সর্বশেষে রয়েছে "সোঽস্মি অহম্‌" শব্দ সকল। দিব্য পুরুষ তিনি যে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ তা এখানে নির্ধারিত হয়েছে।

শ্লোক ১১৫

যে 'বিগ্রহ' নাহি মানে, 'নিরাকার' মানে ।
তারে তিরস্করিবারে করিলা নির্ধারণে ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'মায়াবাদীরা পুরুষোত্তম ভগবানের স্বরূপকে স্বীকার করে না। এই শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা প্রভাবিত হয়ে ভগবানকে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে। সেই কারণে "অহম্‌" শব্দটি তিনবার উল্লেখ

করা হয়েছে। কোন কিছুকে গুরুত্ব আরোপ করার জন্য, একজন তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করে।

শ্লোক ১১৬

এই সব শব্দে হয়—'জ্ঞান'-'বিজ্ঞান'-বিবেক ।
মায়া-কার্য, মায়া হৈতে আমি—ব্যতিরেক ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই সকল শব্দের মাধ্যমে বিচার করা হয়। যদিও মায়া শক্তি আমা হতে উদ্ভূত, তথাপি আমি তার থেকে পৃথক।

শ্লোক ১১৭

যৈছে সূর্যের স্থানে ভাসয়ে 'আভাস' ।
সূর্য বিনা স্বতন্ত্র তার না হয় প্রকাশ ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কখনও সূর্যের প্রতিবিম্ব সূর্যের স্থানে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সূর্য বিনা তার প্রকাশ স্বতন্ত্র নহে।

শ্লোক ১১৮

মায়াতীত হৈলে হয় আমার 'অনুভব' ।
এই 'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব কহিলুঁ, শুন আর সব ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

" 'যখন কেউ মায়াতীত হয়, তখন সে আমাকে অনুভব করতে পারে। এই উপলব্ধি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে একজনের সম্পর্কের মূল সূত্র। এখন এই বিষয়ের উপর আরও বর্ণনা করছি, তা শুন।

তাৎপর্য

প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুমোদিত শাস্ত্র থেকে লাভ করতে হয়। এই জ্ঞান লাভের পর, একজন তার প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন উপলব্ধি করতে শুরু করে। মনোধর্ম-প্রসূত যে কোন জ্ঞানই অসম্পূর্ণ। একজনকে অবশ্যই পরম্পরার মাধ্যমে এবং গুরুর কাছ থেকে এই দিব্য-জ্ঞান অবশ্যই লাভ করতে হবে। তা না হলে সে বিভ্রান্ত হয়ে পরিশেষে একজন মায়াবাদীতে পরিণত হবে। যখন কেউ অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গভীর চিন্তা করে, তখনই সে একমাত্র পরম-তত্ত্বের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। পুরুষোত্তম ভগবান এই প্রপঞ্চময় জগতের ঊর্ধ্বে। *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—পুরুষোত্তম ভগবান নারায়ণ হলেন অপ্রাকৃত। তিনি এই জড় জগতের সৃষ্ট নন। যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছাড়া, ভগবানের

দিব্য রূপ সৃজনী শক্তির অতীত, তা কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ যেমন সূর্য ও সূর্যের কিরণ। সূর্যের কিরণ সূর্য নয়, কিন্তু তথাপি সূর্যের কিরণ সূর্য থেকে ভিন্ন নয়। যে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের বহিরঙ্গা মায়া শক্তির দ্বারা প্রভাবিত, সে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের দর্শন (যুগপৎভাবে এক এবং ভিন্ন) হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ফলে, সে মায়া শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে, পরমতত্ত্বের ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি ও স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ১১৯

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ১১৯ ॥

ঋতে—ব্যতীত; **অর্থম্**—অর্থ; **যৎ**—যা; **প্রতীয়েত**—প্রতীয়মান হয়; **ন**—না; **প্রতীয়েত**—প্রতীয়মান হয়; **চ**—অবশ্যই; **আত্মনি**—আমার সম্পর্কে সম্পর্কিত; **তৎ**—সেই; **বিদ্যাৎ**—তোমার অবশ্যই জানা উচিত; **আত্মনঃ**—আমার; **মায়াম্**—মায়াশক্তি; **যথা**—ঠিক যেমন; **আভাসঃ**—আভাস; **যথা**—ঠিক যেমন; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

" 'আমি ব্যতীত যা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, তা হচ্ছে আমার মায়াশক্তি; কেননা আমি ব্যতীত কোনকিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এটি ঠিক প্রতীয়মান প্রকৃত আলোকের প্রতিফলনের মতো, কেননা আলোকে ছায়াও নেই, প্রতিবিম্বও নেই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৯/৩৪) থেকে উদ্ধৃত। এটি চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় শ্লোক। বিশেষ বিশ্লেষণ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদের ৫৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১২০

'অভিধেয়' সাধনভক্তির শুনহ বিচার ।
সর্ব-জন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

" 'এখন অনুগ্রহ করে, আমার নিকট 'অভিধেয়' সাধনভক্তির কথা শ্রবণ কর, যা সকল পাত্র, দেশ, কাল এবং অবস্থায় ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

তাৎপর্য

সমগ্র দেশের সমগ্র জনসাধারণের নিকট সর্ব অবস্থায় এই ভাগবত ধর্ম প্রচার হতে পারে। তথাকথিত হিন্দুধর্মের কঠোরতা বিনষ্ট করছে, এই মনে করে অনেক ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উপর দোষারোপ করে থাকে। তা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জোর দিয়ে বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম, যা হরেকৃষ্ণ

সংগঠনের মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে—তা প্রতি দেশে, প্রতি জনের নিকট এবং জীবনের যে কোন অবস্থায় প্রচার হতে পারে। ভাগবত-ধর্ম শুধুমাত্র হিন্দু সমাজের শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শুদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্মণের থেকেও উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত; তাই ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কানাডা ইত্যাদি দেশের ভক্তদের যজ্ঞ-উপবীত প্রদান করা অসঙ্গত নয়। কখনও কখনও এই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের, যাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীকার করেছেন, তাদের ভারতের কোন কোন মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। কোন কোন বর্ণাভিমানী ব্রাহ্মণ এবং গোস্বামীরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের মন্দিরের প্রসাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে এই আচরণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার অনুকূল নয়। পৃথিবীর যে কোন দেশের, যে কোন জাতির এবং যে কোন বর্ণের মানুষ ভগবানের ভক্ত হতে পারেন। এই শ্লোকের ভিত্তিতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তকে, তা তিনি পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে আসুন না কেন, শুদ্ধ বৈষ্ণব বলে স্বীকার করা কর্তব্য। তাদের কৃত্রিমভাবে স্বীকার না করে যথাযথভাবে স্বীকার করা কর্তব্য। সকলেরই বিচার করে দেখা উচিত তারা কৃষ্ণভক্তির মার্গে কত উন্নতি সাধন করেছেন, কত নিষ্ঠাভরে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করছেন, সংকীর্তন করছেন এবং রথযাত্রা আদি মহোৎসব উদ্‌যাপন করছেন তা বিচার করে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের বর্বর দুষ্কার্য থেকে বিরত হওয়া উচিত।

শ্লোক ১২১

'ধর্মাদি' বিষয়ে যৈছে এ 'চারি' বিচার ।
সাধন-ভক্তি—এই চারি বিচারের পার ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'ধর্ম-আদি বিষয়ে যেমন এই চারটি (দেশ, কাল, পাত্র এবং পরিস্থিতি) বিষয়ের বিচার রয়েছে, ভগবদ্ভক্তিতে তেমন বিচারের অবকাশ নেই। ভগবদ্ভক্তি এই সমস্ত বিচারের অতীত।

তাৎপর্য

জড় স্তরে বিভিন্ন প্রকার ধর্ম রয়েছে—হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইত্যাদি। এই সমস্ত ধর্ম কোন বিশেষ দেশে, বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল। তার ফলে এই সমস্ত ধর্মের মধ্যে বিভেদ রয়েছে। খ্রিস্টান ধর্ম হিন্দু ধর্ম থেকে ভিন্ন; হিন্দু ধর্ম মুসলমান ধর্ম থেকে ভিন্ন, মুসলমান ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ভিন্ন। এই সমস্ত বিচার জড় স্তরের বিচার, কিন্তু কেউ যখন চিন্ময় ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হন, তখন এই ধরনের কোন বিচারের অবকাশ থাকে না। ভগবানের অপ্রাকৃত ভক্তি (সাধন ভক্তি) এই সমস্ত বিচারের অতীত। সারা পৃথিবী আজ ধর্মের ঐক্য সাধনে উদ্‌গ্রীব। অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তা সম্ভব। সেটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

মত। কেউ যখন বৈষ্ণব হন, তখন তিনি সমস্ত সংকীর্ণতার অতীত হন। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) তা প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"কেউ যখন পূর্ণ ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন; তখন তিনি জড়া-প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত হয়ে ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হন।"

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তিমূলক কার্যকলাপ সমস্ত জড় বিচারের অতীত। বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাস অনুসারে ধর্মের পন্থা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু চিন্ময় স্তরে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার। সেইটিই প্রকৃত সাম্যবাদ এবং বর্ণ বিহীন সমাজের যথার্থ ভিত্তি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে* বলেছেন—একজনকে গুরুর কাছ থেকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি তত্ত্ব শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই এই চারটি বিভাগ, কিন্তু এগুলি জড় স্তরের অধীন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদঙ্গ ও তদ্রহস্য এই চারটি বিষয় চিন্ময় স্তরের। কিন্তু এই স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, ধর্মাদি চারটি বিষয়—সামান্য সংসার-নীতির অন্তর্গত। এই তাত্ত্বিক চারটির (জ্ঞানাদি) বিচার তেমন নয়; তাত্ত্বিক চারটির মধ্যে প্রাথমিক যে সাধন ভক্তি, তাও ধর্মাদি চারটি তত্ত্বের উপর বা শ্রেষ্ঠ। জড় ধর্ম অনুষ্ঠানকে বলা হয় স্মার্ত-বিধি, কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তিকে বলা হয় গোস্বামী বিধি। দুর্ভাগ্যবশত তথাকথিত সমস্ত গোস্বামীরা স্মার্ত-বিধির অনুগামী, অথচ তাদের নিজেদের গোস্বামী বলে প্রচার করার চেষ্টা করে। এইভাবে তারা মানুষকে প্রতারণা করছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে গোস্বামী বিধি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে—

যথা কাঞ্চনতাং জাতি কাংস্যং রস-বিধানতঃ ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানে জাতি, ধর্ম, স্থান, কাল নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার রয়েছে। সেই বিচারের ভিত্তিতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সম্পাদিত হচ্ছে।

শ্লোক ১২২

সর্ব-দেশ-কাল-দশায় জনের কর্তব্য ।
গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

" 'তাই সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের, সমস্ত অবস্থায় প্রতিটি মানুষের কর্তব্য সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে সেই ভক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা এবং নিষ্ঠা সহকারে শ্রবণ করা।

শ্লোক ১২৩

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥ ১২৩ ॥

এতাবৎ—এই পর্যন্ত; এব—অবশ্যই; জিজ্ঞাস্যম্—জিজ্ঞাস্য; তত্ত্ব—পরম তত্ত্বের; জিজ্ঞাসুনা—জিজ্ঞাসুর দ্বারা; আত্মনঃ—আত্মার; অন্বয়—প্রত্যক্ষভাবে; ব্যতিরেকাভ্যাম্—এবং পরোক্ষভাবে; যৎ—যা; স্যাৎ—বিদ্যমান থাকে; সর্বত্র—সর্বত্র; সর্বদা—সর্বদা।

অনুবাদ

" 'তত্ত্বজ্ঞান লাভে আগ্রহী ব্যক্তিকে তাই সর্বব্যাপ্ত সত্যকে জানার জন্য সর্বদা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অনুসন্ধান করতে হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৯/৩৬) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটি চতুঃশ্লোকীর চতুর্থ শ্লোক। এই শ্লোকটির বিশদ বিশ্লেষণ আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৫৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১২৪

আমাতে যে 'প্রীতি', সেই 'প্রেম'—'প্রয়োজন' ।
কার্যদ্বারে কহি তার 'স্বরূপ'-লক্ষণ ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমার প্রতি যে প্রীতি, সেই প্রেম জীবনের চরম প্রয়োজন। ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের দ্বারা আমি তার স্বরূপ লক্ষণ বিশ্লেষণ করছি।

শ্লোক ১২৫

পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে-বাহিরে ।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে-অন্তরে ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'পঞ্চভূত যেমন প্রাণীদের ভিতরে এবং বাহিরে অবস্থিত, তেমনই আমি ভক্তদের ভিতরে ও বাহিরে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হই।

তাৎপর্য

শুদ্ধভক্ত জানেন যে তিনি কৃষ্ণের নিত্যদাস। তিনি জানেন যে সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্যবহার করা যায়।

শ্লোক ১২৬

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ১২৬ ॥

যথা—যেমন; মহান্তি—মহা; ভূতানি—উপাদান সমূহ; ভূতেষু—প্রাণী সমূহে; উচ্চ-অবচেষু—মহৎ এবং ক্ষুদ্র উভয়; অনু—পরবর্তী; প্রবিষ্টানি—ভিতরে প্রবিষ্ট বা অন্তঃস্থিত; অপ্রবিষ্টানি—বাইরে প্রবিষ্ট বা বহিঃস্থিত; তথা—তেমন; তেষু—তাদের মধ্যে; ন—না; তেষু—তাদের মধ্যে; অহম্—আমি।

অনুবাদ

"জড় জগতের উপাদান বা মহাভূতসমূহ যেমন সমস্ত প্রাণীর ভিতরে প্রবিষ্ট হয়েও বাইরে অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্তমান থাকে, তেমনি আমিও সমস্ত জড় সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েও তার মধ্যে অবস্থিত নই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৯/৩৫) থেকে উদ্ধৃত। এটি চতুঃশ্লোকীর তৃতীয় শ্লোক। এই শ্লোকটির বিশদ বিশ্লেষণ আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৫৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১২৭

ভক্ত আমা প্রেমে বান্ধিয়াছে হৃদয়-ভিতরে ।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'ভক্ত আমাকে তার হৃদয়ে প্রেমের বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। যেখানেই তার নেত্র পড়ে সেখানেই সে আমাকে দর্শন করে।

শ্লোক ১২৮

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ১২৮ ॥

বিসৃজতি—পরিত্যাগ করা; হৃদয়ম্—হৃদয়; ন—না; যস্য—যার; সাক্ষাৎ—সরাসরিভাবে; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; অবশ-অভিহিতঃ—যিনি স্বাভাবিকভাবে মহিমান্বিত; অপি—যদিও; অঘৌঘ-নাশঃ—ভক্তের সমস্ত অমঙ্গল বিনাশকারী; প্রণয়-রসনয়া—প্রণয়রূপ রজ্জুর দ্বারা; ধৃত-অঙ্ঘ্রি-পদ্মঃ—যাঁর পাদপদ্ম বন্ধনে আবদ্ধ; সঃ—সেই ভক্ত; ভবতি—হন; ভাগবত প্রধানঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত; উক্তঃ—বলা হয়।

অনুবাদ

"সর্বপাপ বিনাশক হরি, যিনি তাঁর ভক্তের সমস্ত অমঙ্গল বিনাশ করেন, তাঁর ভক্ত যদি অবশ হয়েও তাঁকে স্মরণ করেন, তাহলেও তিনি ভক্তের হৃদয় পরিত্যাগ করেন না। কেননা সেই ভক্ত প্রণয় রজ্জুর দ্বারা তার হৃদয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম বেঁধে রেখেছেন। সেই ভক্তই ভাগবত প্রধান।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২/৫৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১২৯

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১২৯ ॥

সর্ব-ভূতেষু—চেতন এবং অচেতন সমস্ত বস্তুতে; যঃ—যিনি; পশ্যেৎ—দর্শন করেন; ভগবৎ-ভাবম্—ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার যোগ্যতা; আত্মনঃ—জড়াতীত অপ্রাকৃত তত্ত্ব; ভূতানি—সমস্ত জীব; ভগবতি—পুরুষোত্তম ভগবানেতে; আত্মনি—সমস্ত অস্তিত্বের মূলতত্ত্ব; এষঃ—এই; ভাগবত-উত্তমঃ—উত্তম ভাগবত।

অনুবাদ

" 'যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্বভূতে আত্মারও আত্মাস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই দেখেন এবং আত্মার আত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত জীবকে দেখেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২/৪৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩০

গায়ন্ত উচ্চৈরমুমেব সংহতাঃ
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্ ।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥ ১৩০ ॥

গায়ন্তঃ—গান করতে করতে; উচ্চৈঃ—উচ্চৈঃস্বরে; অমুম্—সেই শ্রীকৃষ্ণ; এব—অবশ্যই; সংহতাঃ—সমবেত হয়ে; বিচিক্যুঃ—খুঁজেছিলেন; উন্মত্তক-বৎ—উন্মত্তের মতো; বনাৎ বনম্—বন থেকে বনান্তরে; পপ্রচ্ছুঃ—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; আকাশ-বৎ—আকাশের মতো; অন্তরম্—অন্তরে; বহিঃ—বাইরে; ভূতেষু—সমস্ত জীবের; সন্তম্—বর্তমান; পুরুষম্—পরম পুরুষ; বনস্পতীন্—সমস্ত বৃক্ষ-লতাদের।

অনুবাদ

"গোপীরা একত্রে মিলিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-গান করতে করতে উন্মত্তের মতো এক বন থেকে অন্য বনে অন্বেষণ করতে লাগলেন এবং আকাশের মতো সর্বভূতের বাইরে ও অন্তরে অবস্থিত সেই পরম পুরুষ কৃষ্ণের বিষয়ে বনস্পতিদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩০/৪) থেকে উদ্ধৃত। রাসস্থলী থেকে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ শ্রীরাধার সঙ্গে অন্তর্হিত হওয়ায় কৃষ্ণগত চিত্তা কৃষ্ণময়ীগোপীগণ কৃষ্ণের বিবিধ মহিমা অনুকরণ করতে করতে বিরহ সন্তপ্তা হয়ে ইতস্তত তাঁর অন্বেষণ করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তা পরীক্ষিত মহারাজের কাছে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৩১

অতএব ভাগবতে এই 'তিন' কয় ।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-ময় ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরও বললেন, "ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ, এই সম্পর্ক স্থাপনের উপায় ভগবদ্ভক্তির পন্থা (অভিধেয়) এবং জীবনের পরম উদ্দেশ্য (প্রয়োজন), ভগবৎ-প্রেম, এই তিনটি বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৩২

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১৩২ ॥

বদন্তি—তাঁরা বলেন; তৎ—তাকে; তত্ত্ব-বিদঃ—তত্ত্বজ্ঞানীরা; তত্ত্বম্—পরম তত্ত্ব; যৎ—যা; জ্ঞানম্—জ্ঞান; অদ্বয়ম্—অদ্বিতীয়; ব্রহ্ম ইতি—ব্রহ্ম নামে অভিহিত; পরমাত্মা ইতি—পরমাত্মা নামে অভিহিত; ভগবান্ ইতি—ভগবান নামে অভিহিত; শব্দ্যতে—শব্দিত হয় অর্থাৎ কথিত হয়।

অনুবাদ

" 'যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/২/১১) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটির বিশদ বিশ্লেষণ আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৩৩

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মানাং বিভুঃ ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা অনানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ১৩৩ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; একঃ—একমাত্র; আস—ছিলেন; ইদম্—এই ব্রহ্মাণ্ড; অগ্রে—পূর্বে (এই জড় সৃষ্টির পূর্বে); আত্মা—জীবনী শক্তি; আত্মানাম্—সমস্ত জীবদের; বিভুঃ—পরমেশ্বর ভগবান; আত্ম—ভগবানের; ইচ্ছা—ইচ্ছা; অনুগতৌ—অনুসারে; আত্মা—পরমাত্মা; অনানামতি-উপলক্ষণঃ—বিচ্ছিন্ন মতি ব্যক্তিরা যাঁকে জানতে পারেন না।

অনুবাদ

" 'সৃষ্টির পূর্বে, সৃষ্টির প্রবণতা তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল। তখন সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত সৃষ্টি পরমেশ্বর ভগবানের সত্তায় সংরক্ষিত ছিল। ভগবান সর্ব কারণের পরম কারণ। তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং স্বয়ং-সম্পন্ন। সৃষ্টির পূর্বে তিনি অনন্ত বৈকুণ্ঠ সমন্বিত চিচ্ছগতে তাঁর চিচ্ছক্তি সহ বর্তমান ছিলেন। বিচ্ছিন্ন মতি ব্যক্তিরা তাকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/৫/২৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩৪

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৩৪ ॥

এতে—এই সমস্ত; চ—এবং; অংশ—অংশ; কলাঃ—অংশের অংশ; পুংসঃ—পুরুষাবতারদের; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; তু—কিন্তু; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; স্বয়ম্—স্বয়ং; ইন্দ্র-অরি—দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু, অসুরেরা; ব্যাকুলম্—পূর্ণ; লোকম্—লোক; মৃড়য়ন্তি—সুখী করে; যুগে যুগে—প্রতি যুগে।

অনুবাদ

" 'ভগবানের এই সমস্ত অবতারেরা পুরুষাবতারদের অংশ অথবা কলা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। যুগে যুগে তিনি অসুরদের অত্যাচার থেকে জগতকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/৩/২৮) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটির বিশদ বিশ্লেষণ আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৬৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৩৫

এইত' 'সম্বন্ধ', শুন 'অভিধেয়' ভক্তি ।
ভাগবতে প্রতি-শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এইটি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্বন্ধের তত্ত্ব। এখন অভিধেয় তত্ত্বের ভগবদ্ভক্তি শ্রবণ কর। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিটি শ্লোকে এই নীতি পরিব্যাপ্ত।

শ্লোক ১৩৬

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ১৩৬ ॥

ভক্ত্যা—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; অহম্—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; একয়া—ঐকান্তিক; গ্রাহ্যঃ—সাধ্য; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধাপূর্বক; আত্মা—সবচাইতে প্রিয়; প্রিয়ঃ—সেবা; সতাম্—ভক্তদের দ্বারা; ভক্তিঃ—ভক্তি; পুনাতি—পবিত্র করে; মৎ-নিষ্ঠা—কেবল আমার প্রতি নিষ্ঠা-পরায়ণ; শ্ব-পাকান্—অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত (কুকুর ভক্ষণকারী মানুষদের); অপি—অবশ্যই; সম্ভবাৎ—জন্ম এবং অন্যান্য অবস্থাজনিত সমস্ত দোষ থেকে।

অনুবাদ

" 'সাধু এবং ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় আমি, ঐকান্তিক শ্রদ্ধাজনিত ভক্তির দ্বারাই আমি প্রাপ্ত হই। আমার প্রতি জীবের নিষ্ঠা বর্ধনকারী ভক্তি নীচ-কুলোদ্ভূত মানুষদেরও জন্মাদি দোষ থেকে পরিত্রাণ করে। অর্থাৎ, ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে প্রত্যেকেই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/১৪/২১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩৭

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥ ১৩৭ ॥

ন—কখনই না; সাধয়তি—সন্তুষ্ট করার উপায়; মাম্—আমাকে; যোগঃ—ইন্দ্রিয় সংযমের পন্থা; ন—না; সাংখ্যম্—পরম তত্ত্বকে জানার দার্শনিক-পন্থা; ধর্মঃ—বর্ণাশ্রম-ধর্ম; উদ্ধব—হে উদ্ধব; ন—না; স্বাধ্যায়ঃ—বেদ অধ্যয়ন; তপঃ—তপশ্চর্যা; ত্যাগঃ—সন্ন্যাস; যথা—যেমন; ভক্তিঃ—প্রেমপূর্ণ সেবা; মম—আমাকে; উর্জিতা—বর্ধিত।

অনুবাদ

[পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন] " 'হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবল ভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করতে পারে, অষ্টাঙ্গ যোগ, অভেদ ব্রহ্মবাদ রূপ সাংখ্য-জ্ঞান, বেদ অধ্যয়ন, সবরকম তপস্যা ও ত্যাগ রূপ সন্ন্যাসাদির দ্বারা আমি সেরকম বশীভূত হই না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/১৪/২০) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটির বিশদ বিশ্লেষণ আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৭৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৩৮

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ ।

তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১৩৮ ॥

ভয়ম্—ভয়; দ্বিতীয়-অভিনিবেশতঃ—নিজেকে জড়া-প্রকৃতিজাত বলে মনে করার ভুল ধারণা থেকে; স্যাৎ—উদিত হয়; ঈশাৎ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে; অপেতস্য—ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ জীবের; বিপর্যয়ঃ—বিপরীত অবস্থা; অস্মৃতিঃ—ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হওয়া; তৎ-মায়য়া—পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবে; অতঃ—তাই; বুধঃ—কৃষ্ণোন্মুখ বুদ্ধিমান জীব; আভজেৎ—ভজনা বা সেবা করা কর্তব্য; তম্—তাঁকে; ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; একয়া—ঐকান্তিকভাবে; ঈশম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; গুরু—গুরুদেবরূপে; দেবতা—আরাধ্য ভগবান; আত্মা—পরমাত্মা।

অনুবাদ

" 'জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন তার 'ভয়' উপস্থিত হয়। জড়া-প্রকৃতির প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলে তার স্মৃতি বিপর্যস্ত হয়। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস হওয়ার পরিবর্তে সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোগী হয়। এই ভ্রান্তি সংশোধন করার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানকে গুরুদেবরূপে, অর্চা-বিগ্রহরূপে এবং পরমাত্মারূপে ভজনা করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২/৩৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩৯

এবে শুন, প্রেম, যেই—মূল 'প্রয়োজন' ।
পুলকাশ্রু-নৃত্য-গীত—যাহার লক্ষণ ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন, মূল প্রয়োজন যে ভগবৎ-প্রেম সেই সম্বন্ধে শ্রবণ কর। পুলক, অশ্রু, নৃত্য ও গীত এই সকল প্রেমের লক্ষণ।

শ্লোক ১৪০

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্ ।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥ ১৪০ ॥

স্মরন্তঃ—স্মরণ করে; স্মারয়ন্ত্যঃ চ—এবং মনে করিয়ে দিয়ে; মিথঃ—পরস্পরকে; অঘৌঘ-হরম্—পাপসমূহ হরণকারী; হরিম্—পরমেশ্বর ভগবান; ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; সংজাতয়া—জাগরিত করে; ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; বিভ্রতি—ধারণ করে; উৎপুলকাম্—রোমাঞ্চিত হয়ে; তনুম্—দেহ।

অনুবাদ

" 'শুদ্ধ ভক্তরা সমস্ত পাপ হরণকারী হরিকে পরস্পর স্মরণ করতে করতে এবং স্মরণ করাতে করাতে সাধনভক্তি সংজাত প্রেমভক্তির দ্বারা উৎপুলকিত তনু ধারণ করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৩/৩১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪১

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ১৪১ ॥

এবম্‌ব্রতঃ—এইভাবে যখন কেউ নৃত্য-কীর্তনে ব্রতপরায়ণ হয়; **স্ব**—নিজে; **প্রিয়**—অত্যন্ত প্রিয়; **নাম**—ভগবানের দিব্যনাম; **কীর্ত্যা**—কীর্তন করে; **জাত**—এইভাবে বিকশিত হয়; **অনুরাগঃ**—অনুরাগ; **দ্রুতচিত্তঃ**—অত্যন্ত আগ্রহভরে; **উচ্চৈঃ**—জোরে জোরে; **হসতি**—হাসে; **অথো**—ও; **রোদিতি**—ক্রন্দন করে; **রৌতি**—উত্তেজিত হয়; **গায়তি**—গান করে; **উন্মাদ-বৎ**—উন্মাদের মতো; **নৃত্যতি**—নৃত্য করে; **লোক-বাহ্যঃ**—কে কি বলে তার অপেক্ষা না করে।

অনুবাদ

" 'কেউ যখন ভক্তিমার্গে যথার্থ উন্নতি সাধন করো এবং তার অতিপ্রিয় ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করে আনন্দমগ্ন হন তখন তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করেন। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন এবং কখনও উন্মাদের মতো নৃত্য করেন। বাইরের লোকেরা কে কি বলে সেই সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান থাকে না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২/৪০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪২

অতএব ভাগবত—সূত্রের 'অর্থ'-রূপ।
নিজ-কৃত সূত্রের নিজ-'ভাষ্য'-স্বরূপ ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"অতএব, শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করে। বেদান্ত-সূত্রের প্রণেতা ব্যাসদেব স্বয়ং সেই সূত্র সমূহের ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৪৩-১৪৪

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥ ১৪৩ ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্‌ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥ ১৪৪ ॥

অর্থঃ অয়ম্—এই অর্থ; **ব্রহ্ম-সূত্রাণাম্**—বেদান্ত-সূত্রের; **ভারত-অর্থ-বিনির্ণয়ঃ**—মহাভারতের অর্থ নির্ণয়; **গায়ত্রী-ভাষ্য-রূপঃ**—গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ; **অসৌ**—এই; **বেদ-অর্থ-পরিবৃংহিতঃ**—সমস্ত বেদের অর্থের দ্বারা সংবর্ধিত; **পুরাণানাম্**—পুরাণ সমূহের; **সাম-রূপঃ**—সাম যেমন সমস্ত বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎভাবে; **ভগবতা উদিতঃ**—ভগবানের অবতার ব্যাসদেব কর্তৃক কথিত; **দ্বাদশ-স্কন্ধ-যুক্তঃ**—বারটি স্কন্ধ সমন্বিত; **অয়ম্**—এই; **শত-বিচ্ছেদ-সংযুতঃ**—৩৩৫ টি অধ্যায় সমন্বিত; **গ্রন্থঃ**—এই মহা গ্রন্থ; **অষ্টাদশ-সহস্রঃ**—১৮,০০০ শ্লোক সমন্বিত; **শ্রীমদ্-ভাগবত-অভিধঃ**—শ্রীমদ্ভাগবত নামক।

অনুবাদ

" 'এই শ্রীমদ্ভাগবত—ব্রহ্ম-সূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য দ্বারা সংবর্ধিত। শ্রীমদ্ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ, এবং ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব এটি রচনা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বারটি স্কন্ধ, ৩৩৫ অধ্যায় এবং ১৮,০০০ শ্লোক সমন্বিত।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গরুড়-পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪৫

সর্ব-বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ১৪৫ ॥

সর্ব-বেদ—সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র; **ইতিহাসানাম্**—ইতিহাসের; **সারম্ সারম্**—সারাতিসার; **সমুদ্ধৃতম্**—সংগৃহীত (শ্রীমদ্ভাগবতে)।

অনুবাদ

" 'সমগ্র বেদ ও ইতিহাসের সারাতিসার সংগ্রহ করে শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হয়েছে।'

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত সংকলন করেন ভগবানের অবতার ব্যাসদেব, এবং পরে তিনি তা তাঁর পুত্র শুকদেব গোস্বামীকে শিক্ষা দান করেন। এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/৩/৪১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪৬

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে ।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ১৪৬ ॥

সর্ব-বেদান্ত-সারম্—সমস্ত বেদান্তের সার; হি—অবশ্যই; শ্রীমদ্-ভাগবতম্—মহা পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত; ইষ্যতে—স্বীকার করা হয়; তৎ-রস-অমৃত—সেই মহান গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত অপ্রাকৃত রসের দ্বারা; তৃপ্তস্য—যিনি তৃপ্ত হয়েছেন; ন—না; অন্যত্র—অন্য কোথাও; স্যাৎ—হয়; রতিঃ—আকর্ষণ; ক্বচিৎ—কখনও।

অনুবাদ

" 'শ্রীমদ্ভাগবতকে সমগ্র বৈদিক সাহিত্য ও বেদান্তের সার স্বরূপ বলা যায়। ভাগবতের রসামৃতের দ্বারা তৃপ্ত ব্যক্তির অন্য কোন শাস্ত্রের প্রতি রতি হয় না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১২/১৩/১৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪৭

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন ।
"সত্যং পরং"—সম্বন্ধ, "ধীমহি"—সাধন-প্রয়োজন ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই ব্রহ্ম-গায়ত্রী মন্ত্রের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরম সত্যই সম্বন্ধ, ধ্যান চেষ্টা বা সাধন ভক্তিই 'অভিধেয়' এবং প্রাপ্ত ফল ধ্যান বা প্রেমভক্তিই অভিধেয়ের প্রাপ্য 'প্রয়োজন'—ফল।

শ্লোক ১৪৮

জন্মাদ্যস্য যতোহন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১৪৮ ॥

জন্ম-আদি—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়; অস্য—প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের; যতঃ—যাঁর থেকে; অন্বয়াৎ—সরাসরিভাবে; ইতরতঃ—ব্যতিরেকভাবে; চ—এবং; অর্থেষু—অর্থ সমূহ; অভিজ্ঞঃ—সম্পূর্ণরূপে অবগত; স্ব-রাট্—সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; তেনে—প্রকাশ করেছিলেন; ব্রহ্ম—বৈদিক জ্ঞান; হৃদা—হৃদয়ের অভ্যন্তরে; যঃ—যিনি; আদি-কবয়ে—ব্রহ্মাকে; মুহ্যন্তি—মোহাচ্ছন্ন; যৎ—যাঁর সম্বন্ধে; সূরয়ঃ—মহান ঋষিরা এবং দেবতারা; তেজঃ—অগ্নি; বারি—জল; মৃদাম্—মাটি; যথা—যেভাবে; বিনিময়ঃ—পরস্পর মিশ্রণ; যত্র—যার ফলে; ত্রি-সর্গঃ—প্রকৃতির তিনটি গুণ; অমৃষা—সত্যবৎ; ধাম্না—ধাম সহ; স্বেন—স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে; সদা—সবসময়; নিরস্ত—নিবৃত্ত; কুহকম্—কুহক; সত্যম্—সত্য; পরম্—পরম; ধীমহি—আমি ধ্যান করি।

অনুবাদ

" 'আমি পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি কেননা তিনি হচ্ছেন প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ। তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবকিছু সম্বন্ধে অবগত এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, কেননা তাঁর অতীত আর কোনও কারণ নেই। তিনিই আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাঁর দ্বারা মহান ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারাও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ঠিক যেভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আগুনে জল দর্শন হয়, অথবা জলে মাটি দর্শন হয়। তাঁরই প্রভাবে জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণের মাধ্যমে এই জড় জগৎ সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয়, এবং তা অলীক হলেও সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, যিনি জড় জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থেকে তাঁর ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন। আমি তাঁর ধ্যান করি, কেননা তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/১/১) প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ।

শ্লোক ১৪৯

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ১৪৯ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; প্রোজ্ঝিত—সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে; কৈতবঃ—ভুক্তি-মুক্তি বাসনাযুক্ত; অত্র—এখানে; পরমঃ—সর্বোচ্চ; নির্মৎসরাণাম্—যার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে নির্মল হয়েছে; সতাম্—ভক্তগণ; বেদ্যম্—বোধগম্য; বাস্তবম্—বাস্তব; অত্র—এখানে; বস্তু—বস্তু; শিব-দম্—পরম আনন্দ-দায়ক; তাপ-ত্রয়—ত্রিতাপের; উন্মূলনম্—সমূলে উৎপাটিত করে; শ্রীমৎ—সুন্দর; ভাগবতে—ভাগবত পুরাণে; মহা-মুনি—মহামুনি (ব্যাসদেব) দ্বারা; কৃতে—রচিত; কিম্—কি; বা—প্রয়োজন; পরৈঃ—অন্য কিছু; ঈশ্বরঃ—পরমেশ্বর ভগবান; সদ্যঃ—অবিলম্বে; হৃদি—হৃদয়ে; অবরুধ্যতে—অবরুদ্ধ হয়; অত্র—এখানে; কৃতিভিঃ—সুকৃতিসম্পন্ন মানুষদের দ্বারা; শুশ্রূষুভিঃ—শ্রবণ করে; তৎ-ক্ষণাৎ—অবিলম্বে।

অনুবাদ

" 'জড় বাসনাযুক্ত সবরকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে, যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছেন পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু। সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ-দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস (উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায়) এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন, এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটিই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/১/২) থেকে উদ্ধৃত। আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৯১ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৫০

'কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ' শ্রীভাগবত ।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমদ্ভাগবত—কৃষ্ণভক্তি-রস স্বরূপ। তাই শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ১৫১

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ১৫১ ॥

নিগম—বৈদিক শাস্ত্রসমূহ; কল্প-তরোঃ—কল্পবৃক্ষ; গলিতম্—অত্যন্ত সুপক্ব; ফলম্—ফল; শুক—শ্রীমদ্ভাগবতের আদি বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; মুখাৎ—মুখ থেকে; অমৃত—অমৃত; দ্রব—ঈষৎ কঠিন এবং কোমল হওয়ার ফলে যা সহজে গেলা যায়; সংযুতম্—সর্বতোভাবে পূর্ণ; পিবত—আস্বাদন করেন; ভাগবতম্—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ; রসম্—রস (যা আস্বাদন করা যায়) আলয়ম্—মুক্তি পর্যন্ত, অথবা মুক্ত অবস্থাতে; মুহুঃ—নিরন্তর; অহো—হে; রসিকাঃ—যারা সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-প্রীতিরস সম্পর্কে অবগত; ভুবি—এই পৃথিবীতে; ভাবুকাঃ—বিচক্ষণ এবং চিন্তাশীল।

অনুবাদ

" 'হে বিচক্ষণ এবং চিন্তাশীল মানুষ, কল্পবৃক্ষরূপী বৈদিক শাস্ত্রের অত্যন্ত সুপক্ব ফল শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন করুন। তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। তাই ফলটি আরও অধিক উপাদেয় হয়েছে। এই অমৃতময় রস মুক্ত পুরুষেরা পর্যন্ত আস্বাদন করে থাকেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/১/৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৫২

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোক বিক্রমে ।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ১৫২ ॥

বয়ম্—আমরা; তু—কিন্তু; ন—না; বিতৃপ্যামঃ—তৃপ্ত হওয়া; উত্তমঃ-শ্লোক—পরমেশ্বর ভগবান, উত্তম শ্লোক বা অপ্রাকৃত প্রার্থনার দ্বারা যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়; বিক্রমে—বিক্রমপূর্ণ লীলাবিলাস; যৎ—যাহা; শৃণ্বতাম্—নিরন্তর শ্রবণ করার ফলে; রস-জ্ঞানাম্—রসিকদের; স্বাদু—আস্বাদন করনে; স্বাদু—সুস্বাদু; পদে পদে—প্রতি মুহূর্তে।

অনুবাদ

" 'উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত হন যে পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত লীলাকথা যতই আমরা শ্রবণ করি না কেন, আমাদের তৃপ্তি হবে না। যাঁরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করেছেন, তাঁরা নিরন্তর তাঁর লীলাবিলাসের রস আস্বাদন করেন।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/১/১৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৫৩

অতএব ভাগবত করহ বিচার ।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ-সার ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উপদেশ দিলেন, "তাই, শ্রীমদ্ভাগবত বিচার করুন, তাহলে বেদান্ত-সূত্রের সারার্থ বুঝতে পারবেন।"

শ্লোক ১৫৪

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন ।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "সর্বদা শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করুন এবং কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করুন, তাহলে অনায়াসে মুক্তি লাভ করবেন, এবং মুক্তিরও অতীত কৃষ্ণপ্রেমরূপ সম্পদ লাভ করবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্যে লিখেছেন, "ভাগবত বিচার করলে ব্রহ্ম-সূত্র এবং উপনিষদগুলির প্রকৃত সারার্থ জানতে পারবে। ভাগবত বিচার না করে যে বেদান্ত পড়তে এবং উপনিষদের অর্থ জানতে চায়, তার অসার অর্থ লাভই অবশ্যম্ভাবী।"

শ্লোক ১৫৫

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১৫৫ ॥

ব্রহ্ম-ভূতঃ—জড় ধারণা থেকে মুক্ত, কিন্তু নির্বিশেষ অনুভূতি পরায়ণ; **প্রসন্ন-আত্মা**—অভাব, ধর্ম রহিত; **ন শোচতি**—শোক করেন না; **ন কাঙ্ক্ষতি**—আকাঙ্ক্ষা করেন না; **সমঃ**—সমভাবাপন্ন; **সর্বেষু-ভূতেষু**—সমস্ত জীবের প্রতি; **মৎ-ভক্তিম্**—আমার ভক্তি; **লভতে**—লাভ করে; **পরাম্**—পরম শুদ্ধ।

অনুবাদ

" 'যিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং সমস্ত অভাব মুক্ত হয়ে প্রসন্ন হন। তিনি কোন কিছুর জন্য শোক অথবা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন। সেই স্তরে তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভগবদ্গীতা* (১৮/৫৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৫৬

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥" ১৫৬ ॥

মুক্তাঃ অপি—মুক্তগণও; **লীলয়া**—লীলার দ্বারা; **বিগ্রহম্**—ভগবানের শ্রীবিগ্রহ; **কৃত্বা**—স্থাপন করে; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ভজন্তে**—ভজনা করেন।

অনুবাদ

" 'নির্বিশেষ ব্রহ্ম সাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্তরাও ভগবানের লীলা সমন্বিত বিগ্রহ রচনা করে ভগবানকে ভজন করেন।'

তাৎপর্য

নিষ্ঠাবান মায়াবাদী সন্ন্যাসীরাও কখনও কখনও রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের উপাসনা করেন এবং

শ্রীকৃষ্ণের লীলা আলোচনা করেন, কিন্তু গোলোক বৃন্দাবন প্রাপ্তি তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। এটি শঙ্করাচার্যের *নৃসিংহ-তাপনী উপনিষদের* ভাষ্য থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৫৭

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া ।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ১৫৭ ॥

পরিনিষ্ঠিতঃ—অধিষ্ঠিত; **অপি**—হওয়া সত্ত্বেও; **নৈর্গুণ্যে**—জড়া-প্রকৃতির গুণের অতীত চিন্ময় স্তরে; **উত্তমঃ-শ্লোক-লীলয়া**—উত্তমশ্লোক পরমেশ্বর ভগবানের লীলার দ্বারা; **গৃহীত-চেতা**—আকৃষ্ট চিত্ত; **রাজর্ষে**—হে রাজর্ষি; **আখ্যানম্**—বর্ণনা; **যৎ**—যা; **অধীতবান্**—অধ্যয়ন করেছিলাম।

অনুবাদ

" 'শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছিলেন, হে রাজর্ষি, নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলায় আকৃষ্ট হয়ে আমি আমার পিতার নিকট হতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেছিলাম।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/১/৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৫৮

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১৫৮ ॥

তস্য—তাঁর; **অরবিন্দ-নয়নস্য**—যাঁর নয়ন যুগল পদ্মের মতো, সেই পরমেশ্বর ভগবানের; **পদ-অরবিন্দ**—শ্রীপাদপদ্মের; **কিঞ্জল্ক**—কেশর; **মিশ্র**—মিশ্রিত; **তুলসী**—তুলসীপত্রের; **মকরন্দ**—সৌরভ যুক্ত; **বায়ুঃ**—বায়ু; **অন্তর্গতঃ**—প্রবিষ্ট হয়ে; **স্ব-বিবরেণ**—নাসারন্ধ্রে; **চকার**—সৃষ্টি করেছিলেন; **তেষাম্**—তাঁদের; **সংক্ষোভম্**—তীব্র ক্ষোভ; **অক্ষর-জুষাম্**—নির্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ (কুমারদের); **অপি**—ও; **চিত্ত-তন্বোঃ**—দেহ এবং মনের।

অনুবাদ

" 'সেই অরবিন্দ-নেত্র ভগবানের পদকমলের কিঞ্জল্ক মিশ্রিত তুলসীর মধুর সৌরভযুক্ত বায়ু, নির্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ চতুঃসনের নাসিকার রন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হয়ে, তাঁদের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করেছিল।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/১৫/৪৩) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটির বিশদ বিশ্লেষণ মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৫৯

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১৫৯ ॥

আত্ম-আরামাঃ—ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দিব্য আনন্দ আস্বাদনকারী; চ—ও; মুনয়ঃ—সবরকমের জড়-ভোগ বাসনা, সকাম কর্ম ইত্যাদি সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন যে মহাত্মা; নির্গ্রন্থাঃ—সর্ব প্রকার জড় কামনা-বাসনা হীন; অপি—অবশ্যই; উরুক্রমে—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত; কুর্বন্তি—করে; অহৈতুকীম্—অহৈতুকী; ভক্তিম্—ভগবদ্ভক্তি; ইত্থম্-ভূত—এত অদ্ভুত যে তা আত্মারাম মুক্ত জীবদেরও আকর্ষণ করে; গুণঃ—যিনি অপ্রাকৃত গুণ সমন্বিত; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

" 'আত্মাতে যারা রমণ করেন, এরূপ বাসনা-গ্রন্থিশূন্য মুনিরাও অত্যদ্ভুত কার্য সম্পাদনকারী শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন; কেননা জগতে চিত্তহারী হরির এরকম একটি গুণ আছে।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/৭/১০) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটির বিশদ বিশ্লেষণ মধ্যলীলার চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৬০

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল সেই শ্লোক-বিবরণ ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণটি সেই সভায় সমবেত সকলকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক আত্মারাম শ্লোকের অর্থ উল্লেখ করলেন।

শ্লোক ১৬১

এই শ্লোকের অর্থ প্রভু 'একষষ্টি' প্রকার।
করিয়াছেন, যাহা শুনি' লোকে চমৎকার ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণটি বললেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই শ্লোকটির একষষ্টি প্রকার অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। তা শুনে সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ১৬২

তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল।
'একষষ্টি' অর্থ প্রভু বিবরি' কহিল ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

সভায় উপস্থিত সকলে যখন আত্মারাম শ্লোকের অর্থ শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিস্তারিতভাবে সেই শ্লোকটির একষট্টিটি অর্থ বিশ্লেষণ করলেন।

শ্লোক ১৬৩

শুনিয়া লোকের বড় চমৎকার হৈল।
চৈতন্যগোসাঞি—'শ্রীকৃষ্ণ', নির্ধারিল ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনে সকলে অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন, এবং তারা সিদ্ধান্ত করলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ১৬৪

এত কহি' উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

আত্মারাম শ্লোকের বিশ্লেষণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন, এবং সেখান সমবেত সমস্ত লোকেরা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে হরিধ্বনি করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৬৫

সব কাশীবাসী করে নামসংকীর্তন।
প্রেমে হাসে, কাঁদে, গায়, করয়ে নর্তন ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

কাশীর সমস্ত অধিবাসীরা কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন এবং ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন হয়ে তারা হাসতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন, গাইতে লাগলেন এবং নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৬৬

সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসীপুর প্রভু করিলা নিস্তার ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

ইহার পর, বারাণসীর সমস্ত সন্ন্যাসীরা ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা তখন শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করতে লাগলেন, এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বারাণসী নগরী উদ্ধার করলেন।

শ্লোক ১৬৭

নিজ-লোক লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর ।
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া-নগর ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁর নিজজনদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাসস্থানে ফিরে গেলেন, এবং বারাণসী নগরী দ্বিতীয় নদীয়ায় পরিণত হল।

তাৎপর্য

নবদ্বীপ এবং বারাণসী, উভয় স্থানই পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও এই দুটি নগরীতে বহু পণ্ডিত বাস করেন, তবে বারাণসী বিশেষ করে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের স্থান। নবদ্বীপের মতো সেখানে কৃষ্ণভক্ত নেই। তাই বারাণসীতে সচরাচর *শ্রীমদ্ভাগবতের* আলোচনা হত না। কিন্তু, নবদ্বীপ নগরী ছিল *শ্রীমদ্ভাগবতের* আলোচনায় মুখর। বারাণসীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর শিষ্যদের বৈষ্ণবে পরিণত করার পর, বারাণসীও নবদ্বীপের মতো হয়ে উঠেছিল; কেননা বহু কৃষ্ণভক্ত সেখানে *শ্রীমদ্ভাগবত* আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন। এখনও বারণসীতে গঙ্গার তীরে বহু স্থানে *শ্রীমদ্ভাগবতের* আলোচনা হতে দেখা যায়। বহু পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী সেখানে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করতে সমবেত হন এবং সংকীর্তন করেন।

শ্লোক ১৬৮-১৬৯

নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি' ।
"কাশীতে আমি আইলাঙ বেচিতে ভাবকালি ॥ ১৬৮ ॥
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায় ।
পুনরপি দেশে বহি' লওয়া নাহি যায় ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হাসতে হাসতে তাঁর নিজজনদের বললেন, "আমি কাশীতে এসেছি ভাবকালি বিক্রয় করার জন্য। কিন্তু কাশীতে গ্রাহক নেই, তাই আমার পসরা বিক্রি হচ্ছে না, অথচ তা বহন করে দেশেও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি না।

শ্লোক ১৭০

আমি বোঝা বহিমু, তোমা-সবার দুঃখ হৈল ।
তোমা-সবার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিলাইল ॥" ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি বোঝা বহন করব দেখে তোমাদের সকলের দুঃখ হল, তাই তোমাদের ইচ্ছায় আমি বিনামূল্যে আমার সেই পসরা বিলিয়ে দিলাম।"

তাৎপর্য

আমরা যখন পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী বিতরণ করতে শুরু করেছিলাম, তখন এমনটিই হয়েছিল। প্রথমে আমরা অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম, কেননা প্রায় একবছর কেউ এই আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেননি, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় ১৯৬৬ সালে কয়েকটি যুবক এই আন্দোলনে যোগদান করেন। আমরা অবশ্য কোন রকম দর কষাকষি না করে বিনামূল্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী—'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' বিতরণ করেছিলাম। তার ফলে ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান ছেলেমেয়েদের সহায়তায় এই আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা তাই প্রার্থনা করি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেন এই আন্দোলন প্রচারকারী পাশ্চাত্যের সমস্ত ভক্তদের আশীর্বাদ করেন।

শ্লোক ১৭১-১৭২

সবে কহে,—"লোক তারিতে তোমার অবতার ।
'পূর্ব' 'দক্ষিণ' 'পশ্চিম' করিলা নিস্তার ॥ ১৭১ ॥
'এক' বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলা আমা-সবার সুখ ॥" ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তরা তখন বললেন, "জগৎ উদ্ধার করার জন্য তুমি অবতীর্ণ হয়েছে। তুমি পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দেশের লোকদের উদ্ধার করেছ। এক বারাণসীই কেবল তোমার প্রতি বিমুখ ছিল। এখন তুমি তাও উদ্ধার করলে, তার ফলে আমরা সকলে মহা আনন্দ অনুভব করছি।"

শ্লোক ১৭৩

বারাণসী-গ্রামে যদি কোলাহল হৈল ।
শুনি' গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়ল, তখন পার্শ্ববর্তী দেশ ও গ্রামের লোকেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য সেখানে আসতে লাগলেন।

শ্লোক ১৭৪

লক্ষ কোটি লোক আইসে, নাহিক গণন ।
সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রভুর না পায় দরশন ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করবার জন্য আসতে লাগলেন। তাদের সংখ্যা গণনা করা সম্ভব ছিল না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেস্থানে বাস করছিলেন সেই স্থানটি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ, তাই অধিকাংশ মানুষই মহাপ্রভুর দর্শন লাভে বঞ্চিত হচ্ছিলেন।

শ্লোক ১৭৫

প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে ।
দুইদিকে লোক করে প্রভু-বিলোকনে ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন গঙ্গা স্নান করে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যেতেন, তখন পথের দুপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মানুষেরা তাঁকে দর্শন করতেন।

শ্লোক ১৭৬

বাহু তুলি' প্রভু কহে—বল 'কৃষ্ণ' 'হরি' ।
দণ্ডবৎ করে লোকে হরিধ্বনি করি' ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন দু'হাত তুলে তাদের বললেন,—"বল কৃষ্ণ, হরি!" তখন তারা হরিধ্বনি করে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করতেন।

শ্লোক ১৭৭

এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া ।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হঞা ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে পাঁচদিন ধরে বারাণসীতে অগণিত মানুষকে উদ্ধার করে, পরবর্তী দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে থেকে বিদায় নিতে উদ্বিগ্ন হলেন।

শ্লোক ১৭৮

রাত্রে উঠি' প্রভু যদি করিলা গমন ।
পাছে লাগ্ লইলা তবে ভক্ত পঞ্চ জন ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভোর রাত্রে উঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন যাত্রা করলেন, তখন পাঁচজন ভক্ত তাঁর পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন।

শ্লোক ১৭৯

তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ।
চন্দ্রশেখর, কীর্তনীয়া-পরমানন্দ,—পঞ্চ জন ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পাঁচজন ভক্ত তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, চন্দ্রশেখর এবং পরমানন্দ কীর্তনীয়া।

শ্লোক ১৮০

সবে চাহে প্রভু-সঙ্গে নীলাচল যাইতে ।
সবারে বিদায় দিলা প্রভু যত্ন-সহিতে ॥ ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পাঁচজনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে জগন্নাথপুরীতে যেতে চাইলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের প্রবোধ দিয়ে বিদায় দিলেন।

শ্লোক ১৮১

"যাঁর ইচ্ছা, পাছে আইস আমারে দেখিতে ।
এবে আমি একা যামু ঝারিখণ্ড-পথে" ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "তোমরা যদি চাও তাহলে পরে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পার, কিন্তু এখন আমি একা ঝারিখণ্ডের বনপথ দিয়ে যাব।"

শ্লোক ১৮২-১৮৩

সনাতনে কহিলা,—তুমি যাহ' বৃন্দাবন ।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥ ১৮২ ॥
কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ ।
বৃন্দাবনে আইলে তাঁদের করিহ পালন ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন,—"তুমি বৃন্দাবনে যাও। তোমার দুই ভাই ইতিমধ্যে সেখানে গিয়েছে। আমার ভক্তরা অত্যন্ত দরিদ্র, তাদের সম্বল কেবল কাঁথা আর করঙ্গিয়া। তারা যখন বৃন্দাবনে যাবে তখন তুমি তাদের পালন কর।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে আমরা শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীমায়াপুর উভয় স্থানেই ভক্তদের আশ্রয় দেবার জন্য মন্দির নির্মাণ করেছি। হরেকৃষ্ণ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর, বহু ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ভক্ত বৃন্দাবনে গিয়েছেন। কিন্তু সেখানে কোন মন্দির বা আশ্রমে তারা স্থান পাননি। তাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের আশ্রয় দান করে ভগবদ্ভক্তির পন্থা শিক্ষা দান করা। বহু পর্যটকও ভারতবর্ষের পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করার জন্য ভারতবর্ষে আসতে চান, আমাদের বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপের মন্দিরের ভক্তরা যেন তাদের আশ্রয় দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

শ্লোক ১৮৪

এত বলি' চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া ।
সবেই পড়িলা তথা মূর্চ্ছিত হঞা ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে আলিঙ্গন করে সেখান থেকে চললেন এবং সকলেই তখন সেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

শ্লোক ১৮৫

কতক্ষণে উঠি' সবে দুঃখে ঘরে আইলা ।
সনাতন-গোসাঞি বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

কিছুক্ষণ পরে, সমস্ত ভক্তরা উঠে দুঃখিত অন্তরে তাদের ঘরে ফিরে গেলেন, এবং সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১৮৬

এথা রূপ-গোসাঞি যবে মথুরা আইলা ।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধিরায় মিলিলা ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

এদিকে রূপ গোস্বামী যখন মথুরায় এসে পৌঁছলেন, তখন যমুনার তীরে ধ্রুবঘাটে সুবুদ্ধি রায়ের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল।

শ্লোক ১৮৭

পূর্বে যবে সুবুদ্ধি-রায় ছিলা গৌড়ে 'অধিকারী' ।
হুসেন-খাঁ 'সৈয়দ' করে তাহার চাকরী ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের বিখ্যাত জমিদার, এবং সৈয়দ হুসেন খাঁ ছিল তার কর্মচারী।

শ্লোক ১৮৮

দীঘি খোদাইতে তারে 'মুন্সীফ' কৈলা ।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিলা ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

সুবুদ্ধি রায় হুসেন খাঁকে একটি দীঘি খনন করার কার্যে 'মুন্সীফ' বা তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু একসময় তার কাজে ত্রুটি হওয়ায় তিনি তাকে চাবুক মেরেছিলেন।

শ্লোক ১৮৯

পাছে যবে হুসেন-খাঁ গৌড়ে 'রাজা' হইল ।
সুবুদ্ধি-রায়েরে তিঁহো বহু বাড়াইল ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

পরে হুসেন খাঁ যখন গৌড়ের নবাব হলেন, তখন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি সুবুদ্ধি রায়ের মর্যাদা এবং ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছিলেন।

শ্লোক ১৯০

তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্ন ।
সুবুদ্ধি-রায়েরে মারিতে কহে রাজা-স্থানে ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

পরে, নবাব সৈয়দ হুসেন খাঁর স্ত্রী যখন তার দেহে চাবুকের আঘাতের চিহ্ন দেখে, তখন সে সুবুদ্ধি রায়কে হত্যা করার জন্য অনুরোধ করে।

শ্লোক ১৯১

রাজা কহে,—আমার পোষ্টা রায় হয় 'পিতা' ।
তাহারে মারিমু আমি,—ভাল নহে কথা ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

নবাব হুসেন খাঁ তার উত্তরে বলেন, "সুবুদ্ধি রায় আমাকে পালন করেছেন, সেই সূত্রে তিনি আমার পিতার মতো, তুমি আমাকে বলছ তাঁকে হত্যা করতে। এটি খুব ভাল প্রস্তাব নয়।"

শ্লোক ১৯২

স্ত্রী কহে,—জাতি লহ', যদি প্রাণে না মারিবে ।
রাজা কহে,—জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

তার স্ত্রী তখন তাকে বলল, "যদি তুমি তাকে প্রাণে মারতে না চাও, তাহলে অন্তত তার জাত নাও।" কিন্তু নবাব হুসেন খাঁ তাকে বললেন, "তার জাত নিলে তিনি বাঁচবেন না।"

শ্লোক ১৯৩

স্ত্রী মরিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িল ।
করোঁয়ার পানি তার মুখে দেওয়াইল ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

নবাবের স্ত্রী বারবার সুবুদ্ধি রায়কে হত্যা করার জন্য নবাবকে অনুরোধ করতে লাগল, তার ফলে নবাব মহা সঙ্কটে পড়লেন, এবং অবশেষে সুবুদ্ধি রায়ের মুখে করোঁয়ার (মুসলমানদের ব্যবহৃত জল পাত্র থেকে) জল ছেটালেন।

তাৎপর্য

পাঁচশ বছর আগে ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজ এত গোঁড়া ছিল যে, কোন মুসলমান যদি তার জলপাত্র থেকে একটু জল কোন হিন্দুর গায়ে ছেটাত, তাহলে সেই হিন্দুটির জাত যেত। সম্প্রতি ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময়, হিন্দু-মুসলমানের প্রবল দাঙ্গা হয়, বিশেষ করে বাংলাদেশে হিন্দুদের জোর করে গোমাংস খাওয়ান হয়, এবং তার ফলে তারা মুসলমান হয়ে গেছে বলে মনে করে কাঁদতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা মধ্য প্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলি থেকে আসেনি। তারা মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত ভারতবাসী। হিন্দুরা এক প্রথার প্রচলন করেছিল যে কেউ যদি কোন না কোন মতে মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে, তাহলেই সে মুসলমান হয়ে যায়। রূপ এবং সনাতন গোস্বামী উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মুসলমান সরকারের চাকরি গ্রহণ করার ফলে, হিন্দু সমাজের দৃষ্টিতে তাঁরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। সুবুদ্ধি রায়ের গায়ে মুসলমানের করোঁয়ার পানি ছেটান হয়েছিল বলে হিন্দু সমাজের দৃষ্টিতে তার জাত গিয়েছিল। পরে, মুসলমান সম্রাট ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর নামক এক প্রকার কর নির্ধারণ করেছিলেন। হিন্দুসমাজের উৎপীড়নে বহু নিম্ন বর্ণের হিন্দুগণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরে বৃটিশ সরকার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার নীতি প্রবর্তন করে এবং তার ফলে তাদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়; এবং অবশেষে ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে বিভক্ত হয়।

প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে পূর্বে সারা পৃথিবী জুড়ে কেবল একটি সংস্কৃতি ছিল এবং তা হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃতি। কিন্তু ধীরে ধীরে, ধর্মীয় এবং সংস্কৃতিক বৈষম্যের ফলে, পৃথিবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং সমাজে বিভক্ত হয়। বর্তমানে পৃথিবী বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ, ধর্ম এবং রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়েছে। এই সমস্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভেদ সত্ত্বেও আমরা প্রচার করছি যে সকলেই যেন পুনরায় একটিই সংস্কৃতি—কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে ঐক্যবদ্ধ হন। মানুষের উচিত এক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করা; এক শাস্ত্র *ভগবদ্‌গীতা* এবং এক কার্য ভগবদ্ভক্তি স্বীকার করা। তার ফলে এই পৃথিবীতে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে, যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য শষ্য উৎপাদন করে সুখ ও শান্তি লাভ করতে পারবে। সেই সমাজে কোন রকম অভাব, দুর্ভিক্ষ অথবা ধর্মীয় অবনতি থাকবে না। তথাকথিত জাতিভেদ এবং রাষ্ট্রভেদ কৃত্রিম। আমাদের বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে, এগুলি কেবল বাহ্যিক দেহগত উপাধি মাত্র। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন দেহগত উপাধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভিত্তিতে এক পারমার্থিক আন্দোলন। পৃথিবীর মানুষ যদি বুঝতে পারে যে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবের চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করা, তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে আত্মার নিত্যবৃত্তি হচ্ছে পরম-আত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। যে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/৭) বলেছেন, *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*—"এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই আমার নিত্য ক্ষুদ্র অংশ।" জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় অধিষ্ঠিত প্রতিটি জীবই শ্রীকৃষ্ণের সন্তান। তাই তাদের সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে, পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। এই দর্শন যদি স্বীকার করা হয়, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের (ইউনাইটেড ন্যাশন্) যে ব্যর্থতা, তা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে সফল হতে পারে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিশপ প্রমুখ খ্রিস্টান নেতাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে এবং তারা সকলে এই ধর্ম চেতনার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দর্শন সাদরে গ্রহণ করেছেন।

শ্লোক ১৯৪

তবে সুবুদ্ধি-রায় সেই 'ছদ্ম' পাঞা ।
বারাণসী আইলা, সব বিষয় ছাড়িয়া ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

নবাবের করোঁয়ার জল ছেটানোর ফলে ধর্মচ্যুত হওয়ার অজুহাতে সুবুদ্ধি রায় তার পরিবার পরিজন এবং বিষয় ত্যাগ করে বারাণসীতে এলেন।

তাৎপর্য

সুবুদ্ধি রায় যদিও ছিলেন অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী জমিদার এবং অত্যন্ত দায়িত্বশীল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তবুও তিনি মুসলমানের করোঁয়ার জল ছিটানোর ফলে মুসলমান হয়ে যাওয়ার ভ্রান্ত ধারণাটি এড়াতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি তার পরিবার পরিজন এবং জড়

জাগতিক জীবন পরিত্যাগ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। হিন্দু সমাজে চারটি আশ্রম রয়েছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সুবুদ্ধি রায় সন্ন্যাস গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করছিলেন, এবং কৃপা করে শ্রীকৃষ্ণ তাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাই তিনি তার পরিবার পরিজন এবং ধন-সম্পদ ত্যাগ করে বারাণসীতে গিয়েছিলেন। এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসরণ করা হলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই জীবনের শেষভাগে সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার কথা চিন্তা করেন। তাই পঞ্চাশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করার বিধি রয়েছে।

শ্লোক ১৯৫

প্রায়শ্চিত্ত পুছিলা তিঁহো পণ্ডিতের গণে ।
তাঁরা কহে,—তপ্ত-ঘৃত খাঞা ছাড়' প্রাণে ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

সুবুদ্ধি রায় যখন বারাণসীর পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্ত করার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তারা বললেন তিনি যেন তপ্ত ঘি খেয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন।

শ্লোক ১৯৬

কেহ কহে,—এই নহে, 'অল্প' দোষ হয় ।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

অন্য কেউ কেউ আবার বললেন,—এটি তেমন কোন গর্হিত অপরাধ নয়, সুতরাং তপ্ত ঘি খেয়ে প্রাণ ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। ফলে সুবুদ্ধি রায় স্থির করতে পারলেন না তার কি করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

এইটি হিন্দু প্রথার আর একটি দৃষ্টান্ত। এক ব্রাহ্মণ কোন পাপের এক প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলবেন, আর এক ব্রাহ্মণ আবার তার বিপরীত উপদেশ দেবেন। উকিল এবং ডাক্তারদের মধ্যেও এরকম মতভেদ হতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণদের এই মতভেদের ফলে সুবুদ্ধি রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। তিনি স্থির করতে পারলেন না তার কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৯৭

তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা ।
তাঁরে মিলি' রায় আপন-বৃত্তান্ত কহিলা ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বারাণসীতে এলেন, এবং সুবুদ্ধি রায় তাঁর কাছে গিয়ে তার সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন।

শ্লোক ১৯৮

প্রভু কহে,—ইহাঁ হৈতে যাহ' বৃন্দাবন ।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্তন ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বললেন, "এখান থেকে তুমি বৃন্দাবনে যাও, এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন কর।"

তাৎপর্য

এইটিই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কলিযুগে প্রতিটি মানুষই সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে নানাভাবে বিচলিত এবং তারফলে কেউই সুখী নয়। এই যুগের কলুষিত প্রভাবের ফলে প্রতিটি মানুষই স্বল্পায়ু। বহু মূর্খ এবং প্রপঞ্চকেরা মানুষকে বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করার উপদেশ দেয়, কিন্তু পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতির ফলেই কেবল জীবনের প্রকৃত সংশয় থেকে মুক্ত হওয়া যায়। *তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।* প্রতিটি মানুষের কর্তব্য, চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। তার সব চাইতে সরল পন্থা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে উপদেশ দিয়েছেন। আমাদের কর্তব্য, সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই নির্দেশ অনুসারে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে এই পন্থা প্রচার করছে। আমরা বলছি, "হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুন, এবং তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানার মাধ্যমে জীবনের সমস্ত জটিলতা থেকে মুক্ত হন। ভগবানকে ভক্তি করার মাধ্যমে আপনার জীবনকে সর্বতোভাবে সফল করে তুলুন, যাতে আপনি আপনার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।"

শ্লোক ১৯৯

এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে ।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুবুদ্ধি রায়কে বললেন, "হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন কর, তাহলে নামের আভাসের প্রভাবে তোমার সমস্ত পাপ মোচন হবে, এবং শুদ্ধ নাম কীর্তনের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করবে।

তাৎপর্য

দশটি নাম অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। ভগবানের নাম গ্রহণ করার প্রাথমিক স্তরে স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রকার অপরাধ হয়। কিন্তু, খুব সাবধানে এই সমস্ত অপরাধ মুক্ত হয়ে শুদ্ধনাম গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত। তার অর্থ এই নয় যে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কখনও শুদ্ধ এবং কখনও অশুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, নাম গ্রহণকারী তার জড় কলুষের প্রভাবে অশুদ্ধ থাকেন। তাকে শুদ্ধ হতে হয় যাতে ভগবানের দিব্যনাম পূর্ণরূপে কার্যকরী হতে পারে। নিরপরাধে নাম গ্রহণ করার ফলে অচিরেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করা যায়। অর্থাৎ, শুদ্ধনাম গ্রহণ করার ফলে তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে নির্দেশ দিয়েছেন যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার পূর্বে আমাদের পবিত্র হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে না। আমরা যে অবস্থাতে রয়েছি সেই অবস্থাতেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন শুরু করতে পারি। মহামন্ত্রের প্রভাবে আমরা ধীরে ধীরে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করতে পারব।

শ্লোক ২০০

আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি ।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

"শুদ্ধ কৃষ্ণনামের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ হয়। সমস্ত পাপের এইটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত।"

শ্লোক ২০১

পাঞা আজ্ঞা রায় বৃন্দাবনেরে চলিলা ।
প্রয়াগ, অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সুবুদ্ধি রায় বারাণসী থেকে প্রয়াগ, অযোধ্যা এবং নৈমিষারণ্য হয়ে বৃন্দাবনে এলেন।

শ্লোক ২০২

কতক দিবস রায় নৈমিষারণ্যে রহিলা ।
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগ যাইলা ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

পথে সুবুদ্ধি রায় কিছুদিন নৈমিষারণ্যে ছিলেন। এদিকে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে প্রয়াগে গেলেন।

শ্লোক ২০৩

মথুরা আসিয়া রায় প্রভুবার্তা পাইল ।
প্রভুর লাগ না পাঞা মনে বড় দুঃখ হৈল ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

মথুরায় এসে সুবুদ্ধি রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রমণের বৃত্তান্ত জানতে পারলেন; এবং এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনে বঞ্চিত হওয়ায় অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন।

শ্লোক ২০৪

শুষ্ককাষ্ঠ আনি' রায় বেচে মথুরাতে ।
পাঁচ ছয় পৈসা হয় এক এক বোঝাতে ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

বন থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে এনে সুবুদ্ধি রায় মথুরায় তা বিক্রি করতেন এবং এক এক বোঝা থেকে তার পাঁচ-ছয় পয়সা রোজগার হত।

শ্লোক ২০৫

আপনে রহে এক পৈসার চানা চাবাইয়া ।
আর পৈসা বাণিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে কাঠ বিক্রি করে, সুবুদ্ধি রায় এক পয়সার চানা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন, এবং বাকি পয়সা তিনি এক বণিকের কাছে সঞ্চয় করে রাখতেন।

তাৎপর্য

তখনকার দিনে ব্যাঙ্ক ছিল না। মানুষ কোন বণিকের কাছে, সাধারণত মুদির কাছে, উদ্বৃত্ত ধন সঞ্চয় করে রাখতেন। সেইটিই ছিল তাদের ব্যাঙ্ক। সুবুদ্ধি রায় এক বণিকের কাছে তার উদ্বৃত্ত ধন গচ্ছিত রেখেছিলেন এবং প্রয়োজন অনুসারে তা খরচ করতেন। সন্ন্যাসীদের ধন সঞ্চয় করা নিষিদ্ধ। কিন্তু, ভগবানের সেবার জন্য বা বৈষ্ণবদের সেবার জন্য ধন সঞ্চয় করা যেতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ সুবুদ্ধি রায় সেই পন্থা প্রদর্শন করে গেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীও ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য তার সম্পত্তির অর্ধাংশ দান করেছিলেন, তার আত্মীয়-স্বজনদের এক-চতুর্থাংশ দান করেছিলেন, এবং বাকি এক-চতুর্থাংশ এক বণিকের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃততে* এই পন্থা অনুমোদিত হয়েছে। সন্ন্যাসী আশ্রমেই হোক অথবা গৃহস্থ আশ্রমেই হোক, বৈষ্ণবদের পক্ষে পূর্বতন আচার্যদের প্রবর্তিত এই পন্থা অনুসরণ করা উচিত।

শ্লোক ২০৬

দুঃখী বৈষ্ণব দেখি' তাঁরে করান ভোজন ।
গৌড়ীয়া আইলে দধি, ভাত, তৈল-মর্দন ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

দরিদ্র বৈষ্ণব দেখলে সুবুদ্ধি রায় তাঁকে ভোজন করাতেন, এবং বঙ্গদেশ থেকে কোন বৈষ্ণব মথুরায় এলে তিনি তাঁদের দই, ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেন এবং তৈল মর্দনের ব্যবস্থা করতেন।

তাৎপর্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সুবুদ্ধি রায় বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান করতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মানে বঙ্গদেশের বৈষ্ণব। সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অধিকাংশ ভক্তই ছিলেন গৌড়ীয় এবং উড়িয়া। এখন পর্যন্ত বঙ্গদেশে এবং উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শত সহস্র ভক্ত রয়েছেন। বাঙালীদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত। তারা যখন উত্তর ভারতের মথুরায় যেতেন, সেখানে মানুষ সাধারণত রুটি খায়, তখন তারা ভাতের অভাব খুব গভীরভাবে অনুভব করতেন। বাঙালীরা ভাত খাওয়ায় অভ্যস্ত বলে রুটি হজম করতে পারতেন না। তাই কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মথুরায় এলেই সুবুদ্ধি রায় তাঁর জন্য ভাতের ব্যবস্থা করতেন। বাঙালীরা গায়ে সরষের তেল মাখতে অভ্যস্ত। তাই সুবুদ্ধি রায় তাদের প্রয়োজন অনুসারে তাদের সেবা করার চেষ্টা করতেন। আটার রুটি হজম করার জন্য মথুরায় আগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জন্য তিনি দইয়ের ব্যবস্থা করতেন।

শ্লোক ২০৭

রূপ-গোসাঞি, আইলে তাঁরে বহু প্রীতি কৈলা ।
আপন-সঙ্গে লঞা 'দ্বাদশ বন' দেখাইলা ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

রূপ গোস্বামী যখন মথুরায় এলেন, তখন সুবুদ্ধি রায় তাঁকে বহু স্নেহ ও প্রীতি করলেন। তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বাদশ বন দেখালেন।

তাৎপর্য

রূপ গোস্বামী ছিলেন, নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী এবং সুবুদ্ধি রায়ও হুসেন শাহের পরিচিত ছিলেন, কেননা পূর্বে হুসেন শাহ ছিলেন সুবুদ্ধি রায়ের ভৃত্য। মনে হয় সুবুদ্ধি রায়ের তখন বেশ বয়স হয়েছিল, তথাপি তিনি রূপ গোস্বামীকে বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন দেখিয়েছিলেন।

শ্লোক ২০৮

মাসমাত্র রূপ-গোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে ।
শীঘ্র চলি' আইলা সনাতনানুসন্ধানে ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

রূপ গোস্বামী মাত্র একমাস বৃন্দাবনে ছিলেন, তারপর সনাতন গোস্বামীর খোঁজে বৃন্দাবন ত্যাগ করেন।

শ্লোক ২০৯

গঙ্গাতীর-পথে প্রভু প্রয়াগেরে আইলা ।
তাহা শুনি' দুইভাই সে পথে চলিলা ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

রূপ গোস্বামী যখন শুনলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গঙ্গাতীরের পথে প্রয়াগে গেছেন, তখন তিনি এবং তার ভাই অনুপম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনের আশায় সেই পথ দিয়ে চললেন।

শ্লোক ২১০

এথা সনাতন গোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া ।
মথুরা আইলা সোজা রাজপথ দিয়া ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

এদিকে সনাতন গোস্বামী, প্রয়াগ থেকে রাজপথ ধরে সোজা মথুরায় এলেন।

তাৎপর্য

সনাতন গোস্বামী যখন বঙ্গদেশ থেকে বারাণসীতে গিয়েছিলেন, তখন রাজনৈতিক অবস্থার জন্য তিনি রাজপথ দিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু বারাণসীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর, মহাপ্রভু যখন তাকে বৃন্দাবনে যাবার আদেশ দেন, তখন তিনি রাজপথ ধরে মথুরায় গিয়েছিলেন। অর্থাৎ, তখন আর তার রাজনীতি-পরিস্থিতির ভয় ছিল না।

শ্লোক ২১১

মথুরাতে সুবুদ্ধি-রায় তাহারে মিলিলা ।
রূপ-অনুপম-কথা সকলি কহিলা ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

মথুরায় সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে সুবুদ্ধি রায়ের মিলন হল, এবং সুবুদ্ধি রায় তাকে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপ গোস্বামী এবং অনুপমের সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন।

শ্লোক ২১২

গঙ্গাপথে দুইভাই রাজপথে সনাতন ।
অতএব তাঁহা সনে না হৈল মিলন ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী যেহেতু রাজপথ দিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর দু'ভাই গঙ্গাতীর ধরে গিয়েছিলেন, তাই তাদের সাক্ষাৎ হয়নি।

শ্লোক ২১৩

সুবুদ্ধি-রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে ।
ব্যবহার-স্নেহ সনাতন নাহি মানে ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

সুবুদ্ধি রায় এবং সনাতন গোস্বামী পূর্বাশ্রমে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই সুবুদ্ধি রায় সনাতন গোস্বামীর প্রতি পূর্বাশ্রমোচিত বহু স্নেহ প্রদর্শন করতেন, কিন্তু সনাতন গোস্বামী সেই স্নেহ ব্যবহারে অপ্রীতি ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করতেন।

শ্লোক ২১৪

মহা-বিরক্ত সনাতন ভ্রমেণ বনে বনে ।
প্রতিবৃক্ষে, প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রি-দিনে ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত জাগতিক বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে বিরক্ত সনাতন গোস্বামী, বনে বনে ভ্রমণ করতেন। কোন গৃহে অবস্থান না করে তিনি এক একটি গাছের তলায় অথবা এক একটি কুঞ্জে দিবা-রাত্রি যাপন করতেন।

শ্লোক ২১৫

মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈলা বনেতে ভ্রমিয়া ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

মথুরার মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী শাস্ত্র সংগ্রহ করে, বনে বনে ভ্রমণ করে সনাতন গোস্বামী লুপ্ততীর্থ সমূহ প্রকট করলেন।

শ্লোক ২১৬

এইমত সনাতন বৃন্দাবনেতে রহিলা ।
রূপ-গোসাঞি দুইভাই কাশীতে আইলা ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামী এইভাবে বৃন্দাবনে রইলেন, এবং রূপ গোস্বামী ও তাঁর ভাই অনুপম কাশীতে এলেন।

শ্লোক ২১৭

মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজ, শেখর, মিশ্র-তপন ।
তিনজন সহ রূপ করিলা মিলন ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

বারাণসীতে পৌঁছে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, চন্দ্রশেখর এবং তপন মিশ্রের সাক্ষাৎ হল।

শ্লোক ২১৮

শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্র-ঘরে ভিক্ষা ।
মিশ্রমুখে শুনে—সনাতনে প্রভুর 'শিক্ষা' ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

বারাণসীতে অবস্থানকালে রূপ গোস্বামী চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করতেন, তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করতেন এবং তপন মিশ্রের মুখে সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার কথা শুনতেন।

শ্লোক ২১৯

কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি' তিনের মুখে ।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি' পাইলা বড় সুখে ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

কাশীতে অবস্থানকালে সেই তিনজনের মুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কার্যকলাপের কথা শুনে, এবং কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মহাপ্রভু কিভাবে কৃপা করেছেন সেই কথা শুনে রূপ গোস্বামী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ২২০

মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া ।
সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্তন শুনিয়া ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি বারাণসীর অধিবাসীদের শ্রদ্ধা, এবং তাদের মুখে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন শুনে তিনি অত্যন্ত সুখী হলেন।

শ্লোক ২২১

দিন দশ রহি' রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল ।
সনাতন-রূপের এই চরিত্র কহিল ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

বারাণসীতে প্রায় দশ দিন থাকার পর, শ্রীল রূপ গোস্বামী বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন। এইভাবে আমি রূপ এবং সনাতনের কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ২২২

এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা ।
নির্জন বনপথে যাইতে মহা সুখ পাইলা ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

এদিকে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্জন বনপথ দিয়ে জগন্নাথপুরী অভিমুখে যাত্রার সময় মহা আনন্দ অনুভব করলেন।

শ্লোক ২২৩

সুখে চলি' আইসে প্রভু বলভদ্র-সঙ্গে ।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি-সঙ্গে কৈলা নানারঙ্গে ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

বলভদ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহা আনন্দে বনপথ দিয়ে জগন্নাথপুরী অভিমুখে চললেন, এবং পথে পূর্ববৎ বনের পশুদের সাথে নানা লীলাবিলাস করলেন।

শ্লোক ২২৪

আঠারনালাতে আসি' ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণে ।
পাঠাঞা বোলাইলা নিজ-ভক্তগণে ॥ ২২৪ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীর সন্নিকটে আঠারনালা নামক স্থানে পৌঁছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলভদ্র ভট্টাচার্যকে পাঠালেন তাঁর ভক্তদের ডেকে আনার জন্য।

শ্লোক ২২৫

শুনিয়া ভক্তের গণ যেন পুনরপি জীলা ।
দেহে প্রাণ আইলে, যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

বলভদ্র ভট্টাচার্যের মুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের বার্তা শুনে সমস্ত ভক্তরা যেন পুনরুজ্জীবিত হলেন, তাদের দেহে যেন প্রাণ ফিরে এল, তাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যেন জেগে উঠল।

শ্লোক ২২৬

আনন্দে বিহ্বল ভক্তগণ ধাঞা আইলা ।
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

আনন্দে বিহ্বল হয়ে সমস্ত ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ছুটে এলেন, এবং নরেন্দ্র সরোবরে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাদের মিলন হল।

শ্লোক ২২৭

পুরী-ভারতীর প্রভু বন্দিলেন চরণ ।
দোঁহে মহাপ্রভুরে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ২২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরমানন্দপুরী এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতীর চরণ বন্দনা করলেন, এবং তারা দুজনে প্রেমভরে মহাপ্রভুকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ২২৮-২৩০

দামোদর-স্বরূপ, পণ্ডিত-গদাধর ।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর ॥ ২২৮ ॥
কাশী-মিশ্র, প্রদ্যুম্ন-মিশ্র, পণ্ডিত-দামোদর ।
হরিদাস-ঠাকুর, আর পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ ২২৯ ॥
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা ।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ২৩০ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, কাশী মিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, দামোদর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, শঙ্কর পণ্ডিত আদি সমস্ত ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হলেন; এবং তাদের সকলকে আলিঙ্গন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন।

শ্লোক ২৩১

আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে ।
সবা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ-দরশনে ॥ ২৩১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সমস্ত ভক্তরা আনন্দের সমুদ্রে নিমজ্জিত হলেন, এবং তাদের সকলকে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চললেন।

শ্লোক ২৩২

জগন্নাথ দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
ভক্ত-সঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য-গীত কৈলা ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন, এবং ভক্তদের সঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য-গীত করলেন।

শ্লোক ২৩৩

জগন্নাথ-সেবক আনি' মালা-প্রসাদ দিলা ।
তুলসী পড়িছা আসি' চরণ বন্দিলা ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকেরা শ্রীজগন্নাথদেবের মালা ও প্রসাদ এনে দিলেন, এবং তুলসী পড়িছা এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করলেন।

শ্লোক ২৩৪

'মহাপ্রভু আইলা'—গ্রামে কোলাহল হৈল ।
সার্বভৌম, রামানন্দ, বাণীনাথ মিলিল ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে সকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের কথা বলাবলি করতে লাগলেন, তার ফলে সারা এলাকা আনন্দ কলরবে মুখরিত হল। তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রামানন্দ রায় এবং বাণীনাথ রায় এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ২৩৫

সবা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্র-বাসা আইলা ।
সার্বভৌম, পণ্ডিত-গোসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সকলকে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশী মিশ্রের গৃহে এলেন; এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও গদাধর পণ্ডিত তাঁকে তাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্লোক ২৩৬

প্রভু কহে,—"মহাপ্রসাদ আন' এই স্থানে ।
সবা-সঙ্গে ইহাঁ আজি করিমু ভোজনে ॥" ২৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "এখানে মহাপ্রসাদ নিয়ে এসো, সকলের সঙ্গে আজ আমি এখানে ভোজন করব।"

শ্লোক ২৩৭

তবে দুঁহে জগন্নাথপ্রসাদ আনিল ।
সবা-সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল ॥ ২৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং গদাধর পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ নিয়ে এলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলের সঙ্গে একত্রে ভোজন করলেন।

শ্লোক ২৩৮

এই ত' কহিলুঁ,—প্রভু দেখি' বৃন্দাবন ।
পুনঃ করিলেন যৈছে নীলাদ্রি গমন ॥ ২৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবন দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জগন্নাথপুরীতে পুনঃ আগমনের বর্ণনা আমি এইভাবে করলাম।

শ্লোক ২৩৯

ইহা যেই শ্রদ্ধা করি' করয়ে শ্রবণ ।
অচিরাৎ পায় সেই চৈতন্য-চরণ ॥ ২৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই লীলা শ্রবণ করেন, অচিরেই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন।

শ্লোক ২৪০

মধ্যলীলার করিলুঁ এই দিগ্‌দরশন ।
ছয় বৎসর কৈলা যৈছে গমনাগমন ॥ ২৪০ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাস গ্রহণের পর যে ছয় বছর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরী থেকে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করেছিলেন, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আমি এইভাবে মধ্যলীলার দিগ্‌দরশন করলাম।

শ্লোক ২৪১

শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস ।
ভক্তগণ-সঙ্গে করে কীর্তন-বিলাস ॥ ২৪১ ॥

শ্লোকার্থ

চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরও চব্বিশ বছর প্রকট ছিলেন। তার মধ্যে প্রথম ছয় বছর জগন্নাথপুরীকে কেন্দ্র করে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। পরবর্তী আঠার বছর তিনি নীলাচলে বাস করে ভক্তদের সঙ্গে কীর্তন বিলাস করেন।

শ্লোক ২৪২

মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ ॥ ২৪২ ॥

শ্লোকার্থ

এখন আমি ক্রম অনুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যলীলার পরিচ্ছেদ সমূহের বর্ণনা করে লীলা সমূহের পুনঃ আলোচনা করব। এইভাবে আলোচনা করার মাধ্যমে তাঁর লীলার আস্বাদন করা যায়।

শ্লোক ২৪৩

প্রথম পরিচ্ছেদে—শেষলীলার সূত্রগণ ।
তথি-মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন ॥ ২৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথম পরিচ্ছেদে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা সূত্রের আকারে বর্ণনা করেছি। তার মধ্যে কোন কোন অংশ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৪৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—প্রভুর প্রলাপ-বর্ণন ।
তথি-মধ্যে নানা-ভাবের দিগ্‌দরশন ॥ ২৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণনা করেছি এবং তারমধ্যে নানাভাবের দিগ্‌দর্শন করেছি।

শ্লোক ২৪৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদে—প্রভুর কহিলুঁ সন্ন্যাস ।
আচার্যের ঘরে যৈছে করিলা বিলাস ॥ ২৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস লীলা বর্ণনা করেছি, এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের গৃহে তাঁর লীলা বিলাসের বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৪৬

চতুর্থে—মাধব পুরীর চরিত্র-আস্বাদন ।
গোপাল স্থাপন, ক্ষীর-চুরির বর্ণন ॥ ২৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমি মাধবেন্দ্রপুরীর চরিত্র, গোপাল বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা এবং গোপীনাথের ক্ষীর চুরির বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৪৭

পঞ্চমে—সাক্ষিগোপাল-চরিত্র-বর্ণন ।
নিত্যানন্দ কহে, প্রভু করেন আস্বাদন ॥ ২৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমি সাক্ষিগোপালের কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিত্যানন্দ প্রভু সেই কাহিনী শুনিয়েছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা আস্বাদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৪৮

ষষ্ঠে—সার্বভৌমের করিলা উদ্ধার ।
সপ্তমে—তীর্থযাত্রা, বাসুদেব-নিস্তার ॥ ২৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উদ্ধারের কাহিনী, এবং সপ্তম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তীর্থযাত্রা এবং বাসুদেব বিপ্রের উদ্ধারের কাহিনী বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৪৯

অষ্টমে—রামানন্দ-সংবাদ বিস্তার ।
আপনে শুনিলা 'সর্ব-সিদ্ধান্তের সার' ॥ ২৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

অষ্টম পরিচ্ছেদে আমি বিস্তারিতভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রামানন্দ রায়ের আলোচনা বর্ণনা করেছি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং রামানন্দ রায়ের মুখে সমস্ত সিদ্ধান্তের সার তিনি শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৫০

নবমে—কহিলুঁ দক্ষিণ-তীর্থ-ভ্রমণ ।
দশমে—কহিলুঁ সর্ব বৈষ্ণব-মিলন ॥ ২৫০ ॥

শ্লোকার্থ

নবম পরিচ্ছেদে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ, এবং দশম পরিচ্ছেদে সমস্ত বৈষ্ণবদের মিলনের কাহিনী বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৫১

একাদশে—শ্রীমন্দিরে 'বেড়া-সংকীর্তন' ।
দ্বাদশে—গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জন-ক্ষালন ॥ ২৫১ ॥

শ্লোকার্থ

একাদশ পরিচ্ছেদে আমি শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে বেড়া-সংকীর্তনের বর্ণনা করেছি এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আমি গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন এবং প্রক্ষালন বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৫২

ত্রয়োদশে—রথ-আগে প্রভুর নর্তন ।
চতুর্দশে—'হেরাপঞ্চমী'-যাত্রা-দরশন ॥ ২৫২ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আমি শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সম্মুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য বর্ণনা করেছি, এবং চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আমি হেরা-পঞ্চমী উৎসব দর্শনের বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৫৩

তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ ।
স্বরূপ কহিলা, প্রভু কৈলা আস্বাদন ॥ ২৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পরিচ্ছেদে স্বরূপ দামোদর ব্রজগোপিকাদের ভাব বর্ণনা করেছেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা আস্বাদন করেছেন।

শ্লোক ২৫৪

পঞ্চদশে—ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল ।
সার্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা, অমোঘ তারিল ॥ ২৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁর ভক্তদের গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন, এবং সেই পরিচ্ছেদে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ লীলা এবং অমোঘকে উদ্ধার করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৫৫

ষোড়শে—বৃন্দাবনযাত্রা গৌড়দেশ-পথে ।
পুনঃ নীলাচলে আইলা, নাটশালা হৈতে ॥ ২৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

ষোড়শ পরিচ্ছেদে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গৌড় দেশ হয়ে বৃন্দাবন যাত্রার কথা এবং কানাইয়ের নাটশালা থেকে জগন্নাথপুরীতে ফিরে যাবার কাহিনী বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৫৬

সপ্তদশে—বনপথে মথুরা-গমন ।
অষ্টাদশে—বৃন্দাবন-বিহার-বর্ণন ॥ ২৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আমি ঝারিখণ্ডের বনপথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মথুরা গমন বর্ণনা করেছি এবং অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন বিহার বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৫৭

ঊনবিংশে—মথুরা হৈতে প্রয়াগ-গমন ।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তি-সঞ্চারণ ॥ ২৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মথুরা থেকে প্রয়াগে যাবার কথা, এবং ভগবদ্ভক্তি প্রচারে শ্রীল রূপ গোস্বামীর মধ্যে শক্তি সঞ্চারের কথা বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৫৮

বিংশতি পরিচ্ছেদে—সনাতনের মিলন ।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ-বর্ণন ॥ ২৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

বিংশ পরিচ্ছেদে সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মিলনের কথা আমি বর্ণনা করেছি এবং তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৫৯

একবিংশে—কৃষ্ণৈশ্বর্য-মাধুর্য বর্ণন ।
দ্বাবিংশে—দ্বিবিধ সাধনভক্তির বিবরণ ॥ ২৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

একবিংশ পরিচ্ছেদে আমি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য বর্ণনা করেছি এবং দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে দুই প্রকার সাধনভক্তির বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৬০

ত্রয়োবিংশে—প্রেমভক্তিরসের কথন ।
চতুর্বিংশে—'আত্মারামাঃ'-শ্লোকার্থ বর্ণন ॥ ২৬০ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে আমি প্রেমভক্তিরসের কথা বর্ণনা করেছি এবং চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'আত্মারামাঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যা করার কথা বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৬১

পঞ্চবিংশে—কাশীবাসীরে বৈষ্ণবকরণ ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন ॥ ২৬১ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে কাশীবাসীদের বৈষ্ণবে পরিণত করার কথা বর্ণনা করেছি, এবং কাশী থেকে পুনরায় নীলাচলে ফিরে যাওয়ার কথা বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৬২

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে এই কৈলুঁ অনুবাদ ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ-আস্বাদ ॥ ২৬২ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে আমি এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করেছি, যা শ্রবণ করার ফলে এই গ্রন্থের প্রকৃত অর্থ আস্বাদন করা যায়।

শ্লোক ২৬৩

সংক্ষেপে কহিলুঁ এই মধ্যলীলার সার ।
কোটিগ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার ॥ ২৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

সংক্ষেপে আমি মধ্যলীলার সারাতিসার বর্ণনা করলাম। কোটি গ্রন্থেও এই লীলা সকল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ২৬৪

জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে-দেশে ।
আপনে আস্বাদি' ভক্তি করিলা প্রকাশে ॥ ২৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেশে দেশে ভ্রমণ করলেন, এবং তিনি নিজে আস্বাদন করে সর্বত্র ভগবদ্ভক্তি প্রচার করলেন।

তাৎপর্য

সারা ভারত জুড়ে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেছিলেন; এবং সেই অপ্রাকৃত কার্যকলাপ তিনি স্বয়ং আস্বাদনও করেছিলেন। তিনি স্বয়ং আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছিলেন ভগবদ্ভক্তদের কিভাবে আচরণ করা কর্তব্য। অর্থাৎ, তিনি স্বয়ং প্রচার করে ভগবানের বাণী প্রচার করার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর ভক্তদের বিশেষ করে শিক্ষা দিয়েছেন সমস্ত ভারতবাসীদের যেন সারা পৃথিবী জুড়ে এই বাণী প্রচার করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়, কেননা তিনি স্বয়ং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করতে পারেননি। এ সম্পর্কে তিনি দুটি নির্দেশ দিয়ে গেছেন—

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৯/৪১)

"বৈষ্ণব বিশেষভাবে পর-উপকারী। প্রহ্লাদ মহারাজ প্রমুখ ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবদের মাঝে এই বিশেষ গুণটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর নিজের উদ্ধারের বাসনা করেননি; পক্ষান্তরে, দেহাত্মবুদ্ধিতে আসক্ত ভক্তিবিহীন সমস্ত অধঃপতিত জীবদের তিনি উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন তাঁর শিক্ষা যেন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়।

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম ।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য-৪/১২৬)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমরা তাঁর বাণী সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করার চেষ্টা করছি। তাঁর কৃপায় বহু মানুষ অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে এই বাণী গ্রহণ করেছে। আমাদের গ্রন্থাবলী পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়েছে, বিশেষ

করে আমেরিকায় এবং ইউরোপে। এমন কি বিভিন্ন দেশের ধর্ম যাজকেরাও এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করে মানব সমাজের সার্বোত্তম কল্যাণ সাধনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে প্রস্তুত হয়েছে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের কর্তব্য হচ্ছে খুব নিষ্ঠা সহকারে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে সারা পৃথিবীর প্রতিটি নগরে এবং গ্রামে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বাণী প্রচার করা।

শ্লোক ২৬৫

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব সার।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব আর ॥ ২৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ হচ্ছে, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, ভগবৎ-প্রেমতত্ত্ব, ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব এবং ভগবানের লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া।

শ্লোক ২৬৬

শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস করিলা প্রচারে।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত, জানাইলা সংসারে ॥ ২৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্বরস স্বয়ং প্রচার করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন, কেননা শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শব্দরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতার।

শ্লোক ২৬৭

ভক্ত লাগি' বিস্তারিলা আপন-বদনে।
কাঁহা ভক্ত-মুখে কহাই শুনিলা আপনে ॥ ২৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তদের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব প্রচার করেছেন এবং কখনও বা ভক্তের মুখ দিয়ে ভাগবতের তত্ত্ব বলিয়ে স্বয়ং শ্রবণ করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন আদর্শ শিক্ষক বা আচার্য। তিনি স্বয়ং *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন এবং কখনও তিনি তাঁর ভক্তদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে তাদের মুখ দিয়ে ভাগবতের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে স্বয়ং তা শ্রবণ করেছেন। আচার্যের কর্তব্য এইভাবে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়া। তিনি স্বয়ং ভাগবতের বাণী প্রচার করবেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর শিষ্যদেরও সেই বাণী প্রচার করার শিক্ষা দেবেন।

শ্লোক ২৬৮

শ্রীচৈতন্য-সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য ॥ ২৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রিজগতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো কৃপালু, বদান্য এবং ভক্তবৎসল আর কেউ নেই।

শ্লোক ২৬৯

শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুন, ভক্তগণ।
ইহার প্রসাদে পাইবা চৈতন্য-চরণ ॥ ২৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তগণ, শ্রদ্ধাসহকারে এই লীলা শ্রবণ কর, তাহলে তাঁর কৃপায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ২৭০

ইহার প্রসাদে পাইবা কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইহাঁ পাইবা পার ॥ ২৭০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা হৃদয়ঙ্গম করার ফলে, সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত স্বরূপ কৃষ্ণতত্ত্বের সার গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৩) বলা হয়েছে—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধি লাভের জন্য প্রয়াস করে এবং সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন তত্ত্বত আমাকে (কৃষ্ণকে) জানতে পারে।"

শ্রীকৃষ্ণকে জানা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে ভক্তির মাধ্যমে *শ্রীমদ্ভাগবত* বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, তখন তার জীবন সার্থক হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) ভগবান আরও বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"কেউ যখন তত্ত্বতভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য, তাকে দেহত্যাগ করার পর পুনরায় এই জগতে আর ফিরে আসতে হয় না। হে অর্জুন, সে আমার নিত্যধামে ফিরে আসে।"

শ্লোক ২৭১

কৃষ্ণলীলা অমৃত-সার, তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে ।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনো-হংস চরাহ' তাহাতে ॥ ২৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমস্ত অমৃতের সারাতিসার। তা শত শত ধারায় দশদিকে প্রবাহিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা এক অক্ষয় সরোবর স্বরূপ, তোমার মনরূপ হংসকে সেই সরোবরে বিচরণ করাও।

তাৎপর্য

পারমার্থিক জ্ঞানের সারাতিসার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় পাওয়া যায়, যা শ্রীকৃষ্ণের লীলা থেকে অভিন্ন। সেটি সমস্ত জ্ঞানের সারাতিসার। জ্ঞান যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় না হয়, তাহলে সেই জ্ঞান সম্পূর্ণ অর্থহীন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপ অমৃতের শত সহস্র ধারা দশদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। কখনই মনে করা উচিত নয় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা শ্রীকৃষ্ণের লীলা থেকে ভিন্ন। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন রাধাকৃষ্ণের মিলিত প্রকাশ, এবং তাঁর লীলা হৃদয়ঙ্গম না করে রাধাকৃষ্ণকে জানা যায় না। তাই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—"রূপ-রঘুনাথপদে হইবে আকুতি / কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, অপর ষড়গোস্বামীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁদের বাণী হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জানতে হয় পরম্পরার ধারায় গোস্বামীদের মাধ্যমে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যতদূর সম্ভব নিষ্ঠা সহকারে গোস্বামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, এই ছয় গোসাঞি যাঁর, মুঞি তাঁর দাস—"আমি এই ছয় গোস্বামীদের দাসানুদাস।" কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শন হচ্ছে ভগবানের দাসের অনুদাসের দাস হওয়া। কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির এই নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে চান, তাহলে তাকে গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারায় এই ছয় গোস্বামী প্রদত্ত তত্ত্ব গ্রহণ করতে হবে। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন, তাহলে তার জীবন সার্থক

হয়। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।* আদর্শ ভক্ত গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারায় শ্রীকৃষ্ণকে জানতে সক্ষম হন, এবং তার ফলে তিনি ভগবানের ধামে প্রবেশ করতে পারেন। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তার পক্ষে চিজ্জগতে ফিরে যাওয়া অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়।

শ্লোক ২৭২

ভক্তগণ, শুন মোর দৈন্য-বচন ।
তোমা-সবার পদধূলি, অঙ্গে বিভূষণ করি',
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন ॥ ২৭২ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

হে ভক্তগণ, দয়া করে আপনারা আমার দৈন্য বচন শ্রবণ করুন। আপনাদের সকলের পদধূলি আমার অঙ্গের ভূষণ করে আমি কিছু নিবেদন করছি।

শ্লোক ২৭৩

কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু করি' আস্বাদন ।
প্রেমরস-কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রি-দিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ ॥ ২৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণভক্তির সিদ্ধান্তগুলি চৈতন্যলীলারূপ অক্ষয় সরোবরে প্রফুল্লিত পদ্মফুলের বনের মতো। আমি সকলকে অনুরোধ করি, তারা যেন সেই পদ্মফুলের মধু আস্বাদন করেন। সকলে যেন সেই প্রেমরসরূপ কুমুদবনে, উৎফুল্ল হয়ে দিনরাত তাদের মনরূপ ভ্রমরদের বিচরণ করান।

শ্লোক ২৭৪

নানা-ভাবের ভক্তজন, হংস-চক্রবাকগণ,
যাতে সবে' করেন বিহার ।
কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল, যাহা পাই সর্বকাল,
ভক্ত-হংস করয়ে আহার ॥ ২৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

নানাভাবের ভক্তরা, হংস এবং চক্রবাক পাখির মতো, সেই পদ্মবনে বিহার করেন। কৃষ্ণকেলিরূপ সুমৃণাল ভক্তরূপ হংসরা আহার করেন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য লীলাময়, তাই

তাঁর ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সর্বদা তাঁর সেই লীলাবিলাস আস্বাদন করতে পারেন।

শ্লোক ২৭৫

সেই সরোবরে গিয়া, হংস-চক্রবাক হঞা,
সদা তাঁহা করহ বিলাস ।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবা পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস ॥ ২৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

হে ভক্তগণ, তোমরা সকলে চৈতন্য লীলারূপ সরোবরে অবগাহন করে নিত্যকাল শ্রীগৌর-পদাশ্রিত হংস-চক্রবাক রূপে কৃষ্ণের ভজন করতে করতে সেই চিন্ময় সরোবরে বিরাজ কর। তাহলে তোমাদের সমস্ত দুঃখ দূর হবে, তোমরা পরম সুখ আস্বাদন করবে এবং অনায়াসে ভগবৎ-প্রেমজনিত আনন্দ আস্বাদন করতে পারবে।

শ্লোক ২৭৬

এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত-মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ ।
তাতে ফলে অমৃত-ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার প্রেমে জীয়ে জগজন ॥ ২৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাশ্রিত সাধু মহান্ত-মেঘসমূহ, সর্বদা জগত-রূপ উদ্যানে কৃষ্ণ লীলামৃত বর্ষণ করেন। এই বারিধারা সেচনের প্রভাবে প্রেমামৃত ফল ফললে ভক্তগণ নিরন্তর তা ভক্ষণ করেন, এবং তাঁর প্রেমে বিশ্ববাসী জীবন ধারণ করেন।

শ্লোক ২৭৭

চৈতন্যলীলা—অমৃতপূর, কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর,
দুহে মিলি' হয় সুমাধুর্য ।
সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য-প্রাচুর্য ॥ ২৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অমৃতময় এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা কর্পূরের মতো। যখন এই দুয়ের মিলন হয়, তখন তার স্বাদ হয় অত্যন্ত মধুর। সাধু-গুরু-প্রসাদে তা যিনি আস্বাদন করেন, তিনিই সেই মাধুর্যের প্রাচুর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্লোক ২৭৮

যে লীলা-অমৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে,
তবে ভক্তের দুর্বল জীবন ।
যার একবিন্দু-পানে, উৎফুল্লিত তনুমনে,
হাসে, গায়, করয়ে নর্তন ॥ ২৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

অন্ন খেয়ে মানুষ পুষ্ট হয়, কিন্তু ভক্ত যদি সাধারণ মানুষের মতো কেবল অন্ন খায় কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলামৃত আস্বাদন না করে, তাহলে সে দুর্বল হয়ে চিন্ময় স্তর থেকে অধঃপতিত হয়। কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণলীলামৃতের একবিন্দুও পান করেন, তাহলে তাঁর দেহ ও মন উৎফুল্লিত হয়, এবং তিনি প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে হাসেন, গান করেন এবং নৃত্য করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যুক্ত প্রতিটি ভক্তের অবশ্য কর্তব্য *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, *শ্রীমদ্ভাগবত* ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করা, তা না হলে, কিছুদিন পরেই তারা কেবল আহার-নিদ্রায় মগ্ন হয়ে অধঃপতিত হবে। তার ফলে তারা নিত্য আনন্দময় ভগবদ্ভক্তি লাভ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে।

শ্লোক ২৭৯

এ অমৃত কর পান, যার সম নাহি আন,
চিত্তে করি' সুদৃঢ় বিশ্বাস ।
না পড়' কুতর্ক-গর্তে, অমেধ্য কর্কশ আবর্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্বনাশ ॥ ২৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

হৃদয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে এই অতুলনীয় অমৃত পান কর। কুর্তকরূপ গর্তে অথবা অপবিত্র কর্কশ আবর্তে পতিত হয়ো না—তাতে পড়লে তোমার সর্বনাশ হবে।

শ্লোক ২৮০

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ ।
তোমা-সবার শ্রীচরণ, করি শিরে বিভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট-পূরণ ॥ ২৮০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু এবং সমস্ত শ্রোতাভক্তবৃন্দের শ্রীচরণ আমার মস্তকের ভূষণ। তা থেকে আমার সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হবে।

শ্লোক ২৮১

শ্রীরূপ-সনাতন- রঘুনাথ-জীব-চরণ,
শিরে ধরি,—যার করোঁ আশ ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥ ২৮১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী এবং শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্ম আমার শিরে ধারণ করে আমি সর্বদা তাঁদের কৃপা ভিক্ষা করি। এইভাবে আমি কৃষ্ণদাস বিনীতভাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমন্বিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অমৃতময় লীলা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

শ্লোক ২৮২

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে ।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ২৮২ ॥

শ্রীমন্-মদন-গোপাল—শ্রীমন্ মদনগোপালদেব; গোবিন্দদেব—শ্রীগোবিন্দদেব; তুষ্টয়ে—সন্তুষ্টি বিধানের জন্য; চৈতন্য-অর্পিতম্—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অর্পিত; অস্তু—হোক্; এতৎ—এই; চৈতন্য-চরিতামৃতম্—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত নামক গ্রন্থ।

অনুবাদ

শ্রীমন্ মদনগোপাল এবং গোবিন্দদেবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এই চৈতন্য-চরিতামৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে অর্পিত হোক।

শ্লোক ২৮৩

তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ
খল-সমুদয়-কোলৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যম্ ।
ক্ষতিরিয়মিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ
সহৃদয়-সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি ॥ ২৮৩ ॥

তৎ—তা (চৈতন্য-চরিতামৃত); ইদম্—এই; অতি-রহস্যম্—অতি রহস্যময়; গৌর-লীলা-অমৃতম্—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা রূপ অমৃত; যৎ—যা; খল-সমুদয়—কপট ব্যক্তিগণ;

কোলৈঃ—শূকরদের দ্বারা; ন—কখনও না; আদৃতম্—আদৃত; তৈঃ—তাদের দ্বারা; অলভ্যম্—লাভ করতে অক্ষম; ক্ষতিঃ ইয়ম্ ইহ কা—তাতে ক্ষতি কি; মে—আমার; স্বাদিতম্—আস্বাদিত; যৎ—যা; সমন্তাৎ—সম্পূর্ণরূপে; সহৃদয়-সুমনোভিঃ—সহৃদয় এবং সুন্দর চিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা; মোদম্—আনন্দ; এষাম্—তাঁদের; তনোতি—বিস্তার করুক।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এই অতি রহস্যময় গৌর-লীলামৃত ভক্তের প্রাণধন হলেও, শূকর সদৃশ কপট ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই এর আদর করবে না। তাতে আমার ক্ষতি নেই, কিন্তু এই লীলামৃত যে সমস্ত সহৃদয় সাধু কর্তৃক সম্যকরূপে আস্বাদিত হয়েছে, এই গ্রন্থ সেই মহাত্মাদের আনন্দ বিস্তার করুক।

ইতি—'কাশীবাসীকে বৈষ্ণবকরণ ও পুনরায় নীলাচল গমন' নামক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

বিশেষ বক্তব্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শত্রুদের ঈর্ষাপরায়ণ শূকরদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন আজ সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে, এবং যে সমস্ত নিষ্ঠাবান মানুষ, পূর্বে কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করেননি তাঁরা এই আন্দোলনকে সাদরে গ্রহণ করছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে এই আন্দোলন অত্যন্ত মঙ্গলময় এবং এর থেকে তাঁদের অনেক-কিছু জানবার আছে। কিন্তু তবুও, ভারতবর্ষে কিছু মানুষ যারা নিজেদের এই আন্দোলনের অনুগামী বলে প্রচার করে, অথচ মহাপ্রভুর বাণী প্রচারকারী আচার্যদের প্রতি হিংসাপরায়ণ, তারা নানাভাবে এই আন্দোলনকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমরা এই সমস্ত ঈর্ষা-পরায়ণ মানুষদের অপপ্রচারের পরোয়া করি না। আমরা কেবল শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা আমাদের সাধ্য অনুসারে প্রচার করার চেষ্টা করি, যাতে যথার্থ সৎ ব্যক্তিরা সেই সমস্ত লীলা হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে তাঁদের হৃদয় নির্মল করতে পারেন। আমরা আশা করি যে তাঁরা এই গ্রন্থ আস্বাদন করবেন এবং আমাদের উপর তাঁদের আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন। এখানে আমরা দেখতে পাই যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মতো মহান ব্যক্তিকেও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল; সুতরাং আমাদের মতো নগণ্য জীবদের কি কথা। আমরা কেবল আমাদের সাধ্য অনুসারে আমাদের গুরুমহারাজের আদেশ পালন করার চেষ্টা করছি।

মধ্যলীলা সমাপ্ত।

অনুক্রমণিকা

(সংস্কৃত শ্লোক)

[শ্লোকের পার্শ্বস্থিত প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাদ্বয় যথাক্রমে পরিচ্ছেদ ও শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক এবং তৃতীয় সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশক।]

অ

অকামঃ সর্বকামো বা ২২-৩৬ ৫৯৬
অক্লেশাং কমলভুবঃ ২৪-১২০ ৭৩৬
অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ ২০-৬১ ৪১৮
অগত্যেকগতিং নত্বা ২১-১ ৫৩৫
অচিরাদেব সর্বার্থঃ ২০-১০৬ ৪৩০
অটতি যদ্ভবানহ্নি ২১-১২৪ ৫৭২
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ১৭-১৩৬ ২০৭
অত আত্যন্তিকং ২২-৮৫ ৬১৬
অথ পঞ্চগুণা যে ২৩-৭৮ ৬৮০
অথবা বহুনৈতেন কিং ২০-১৬৩ ৪৫৫
অথ বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ ২৩-৮৭ ৬৮২
অথাসক্তিস্ততো ২৩-১৫ ৬৫৫
অথোচ্যন্তে গুণাঃ ২৩-৮০ ৬৮০
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং ২৩-১০৬ ৬৮৯
অদ্বৈতবীথীপথিকৈ ২৪-১৩৩ ৭৪১
অনন্যমমতা বিষ্ণৌ ২৩-৮ ৬৫৩
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ ২৩-১০৯ ৬৯০
অনারুরুক্ষবে শৈলং ১৮-২৫ ২৪৭
অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং ১৯-১৬৭ ৩৬৯
অন্যে চ সংস্কৃতা ২০-১৭৩ ৪৫৮
অপরিকলিতপূর্বঃ ২০-১৮২ ৪৬২
অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনু ১৯-১৪৩ ৩৪৯
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং ২০-১১৬ ৪৩৪
অপি সম্ভাবনা-প্রশ্ন ২৪-৬৯ ৭১৯
অবজানন্তি মাং মূঢ়া ২৫-৩৯ ৮৪২
অবতারাবলীবীজং ২৩-৮১ ৬৮০
অবতারা হ্যসংখ্যেয়া ২০-২৪৯ ৪৮০
অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ ২৩-৭০ ৬৭৬
অর্চায়ামেব হরয়ে ২২-৭৪ ৬১২
অর্থোঽয়ং ব্রহ্ম ২৫-১৪৩ ৮৭৯
অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বট ২৪-২৯৯ ৮০০
অস্মিন্ সুখঘনমূর্তৌ ২৪-১২৮ ৭৩৯
অহং বেদ্মি শুকো ২৪-৩১৩ ৮০৪
অহং সর্বস্য প্রভবো ২৪-১৮৯ ৭৬০
অহমেবাসমেবাগ্রে ২৫-১১৩ ৮৬৬
"অহো ধন্যোঽসি ২৪-২৭৮ ৭৯৪
অহো বকী যং ২২-৯৮ ৬২০
অহো বত শ্বপচোঽতো ১৯-৭২ ৩২৬
অহো মহাত্মন্ বহু ২৪-১২৫ ৭৩৮

আ

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং ১৫-১১০ ৩২
আততত্বাচ্চ মাতৃত্বা- ২৪-৭৮ ৭২১
"আত্মা দেহমনো ২৪-১২ ৭০২
আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং ২৫-১০১ ৮৬১
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো ১৭-১৪০ ২১০
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো ২৫-১৫৯ ৮৮৬
আত্মারামেতি পদ্যার্ক ২৪-১ ৬৯৯
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ ২৩-১৪ ৬৫৫
আদ্যোঽবতারঃ ২০-২৬৭ ৪৮৫
আনুকূল্যস্য সঙ্কল্প ২২-১০০ ৬২১
আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ১৫-২৭০ ৭৫
আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ২৫-৮৪ ৮৫৬
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং ২৪-১৫৯ ৭৪৯
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে ২৩-১৯ ৬৫৭
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য ২০-৩৩১ ৫০৮

ই

ইতীদৃক্ স্বলীলাভি ১৯-২৩০ ৩৯৬
ইষ্টে স্বারসিকী ২২-১৫০ ৬৪৪

ঈ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ ২০-১৫৪ ৪৫১
ঈশ্বরে তদধীনেষু ২২-৭৩ ৬১১

উ

উদ্‌গীর্ণাদ্ভুত-মাধুরী ২০-১৮০ ৪৬১
উদরমুপাসতে য ঋষি ২৪-১৬৬ ৭৫২
উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ ১৯-২০৬ ৩৮৭
"উরুক্রমে এব ২৪-৩০৫ ৮০২

ঋ

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ২৫-১১৯ ৮৬৮
ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজ ১৯-১৬৫ ৩৬৭

এ

একদেশস্থিতস্যাগ্নে ২০-১১০ ৪৩১
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং ২৫-১২৩ ৮৭১
এতেঽলিনস্তব যশো ২৪-১৭৭ ৭৫৬
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ ২০-১৫৬ ৪৫২
এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ ২২-১৪৭ ৬৪৩
এতৌ হি বিশ্বস্য ২০-২৬২ ৪৮৪
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চ ২৩-৮৫ ৬৮২
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম ২৩-৪১ ৬৬৪
এবং হরৌ ভগবতি ২৪-১৫৭ ৭৪৯
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ ১৯-২০৯ ৩৮৮

ক

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং ২২-৯৬ ৬২০
কদাহং যমুনাতীরে ২৩-৩৭ ৬৬৩
কম্প্রতি কথয়ি ১৯-৯৮ ৩৩৩
করুণানিকুরম্ব ২১-৪৫ ৫৪৮
কর্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ২৪-২১৫ ৭৭১
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা ২০-৩৪৭ ৫১৪
কলের্দোষনিধে রাজ ২০-৩৪৪ ৫১৩
কস্যানুভাবোঽস্য ন ২৪-৫৪ ৭১৪
কামাদীনাং কতি ন ২২-১৬ ৫৮৬
কালবৃত্ত্যা তু মায়া ২০-২৭৫ ৪৯১
কালেন বৃন্দাবনকেলি ২৪-৩৫০ ৮২৭
কালেন বৃন্দাবনকেলি ১৯-১১৯ ৩৩৯
কান্ত্যঙ্গ তে কলপদা ২৪-৫৬ ৭১৫
কিং বিধত্তে কিমা ২০-১৪৭ ৪৪৮
কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দ ২৪-১৭৯ ৭৫৭
কুররি বিলপসি ত্বং ২৩-৬৫ ৬৭৫
কৃতিসাধ্যা ভবেৎ ২২-১০৫ ৬২৪
কৃতে যদ্ধ্যায়তো ২০-৩৪৫ ৫১৩
কৃতে শুক্লশ্চতুর্বা ২০-৩৩২ ৫০৮
কৃষ্ণং স্মরণ্ জন ২২-১৬০ ৬৪৭
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং ২০-৩৪২ ৫১২
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমা ২০-১৬২ ৪৫৪
কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্যৈশ্বর্য ২০-৯৭ ৪২৭
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ২০-৪০১ ৫৩২
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈ ২৩-৯৮ ৬৮৪
কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ২৪-৩২১ ৮০৭
কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃ ২৪-১৫৬ ৭৪৮
কেশাগ্রশতভাগস্য ১৯-১৪০ ৩৪৮
কো বেত্তি ভূমন্ ২১-৯ ৫৩৭
"ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ২৪-২৪ ৭০৫
ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং ২৩-১৮ ৬৫৭
ক্ষীরং যথা দধি ২০-৩১০ ৫০১
"ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা ২৪-৩০৯ ৮০৩

গ

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং ১৭-১ ১৬৭
গা গোপকৈরনুবনং ২৪-২০৭ ৭৬৭
গায়ন্ত উচ্চৈরমুমেব ২৫-১৩০ ৮৭৬
গুণাত্মনস্তেঽপি গুনান্ ২১-১১ ৫৩৭
গুর্বার্পিত গুরুস্নেহ ২৩-৯১ ৬৮৩
গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ ২১-১১২ ৫৬৭
গোলোকনাম্নি ২১-৪৯ ৫৪৯
গৌড়েন্দ্রস্য সভা ২৪-৩৪৮ ৮২৬
গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ ১৬-১ ৮৫

চ

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং ২৪-৯৪ ৭২৬
চত্বারো বাসুদেবাদ্যা ২০-২৪২ ৪৭৭
চাম্বাচয়ে সমাহারে ২৪-৬৭ ৭১৮

চারু-সৌভাগ্য ২৩-৮৮ ৬৮২
চিত্রং বতৈতদেকেন ২০-১৭০ ৪৫৮
চিরাদদত্তং নিজ-গুপ্ত ২৩-১ ৬৫১
চীরাণি কিং পথি ২৩-১১৪ ৬৯২

জ

জগৃহে পৌরুষং রূপং ২০-২৬৬ ৪৮৫
জন্মাদ্যস্য যতো ২০-৩৫৯ ৫১৯
জয় জয় জয়্যজামজিত ১৫-১৮০ ৫০
জানন্ত এব জানন্তু ২১-২৭ ৫৪৩
জীবনীভূত-গোবিন্দ ২৩-৯৬ ৬৮৪
জীবন্মুক্তা অপি পুন ২৫-৭৬ ৮৫৩
জীবেষ্বেতে বসন্তো ২৩-৭৭ ৬৭৯
জ্ঞানং পরম গুহ্যং ২৫-১০৫ ৮৬৩
জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া ২০-৩৭৩ ৫২৪

ত

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং ১৯-২০৫ ৩৮৭
তং মোপযাতং ২৩-২১ ৬৫৭
তং সনাতনমুপা ২৪-৩৪৯ ৮২৬
ততো গত্বা বনোদ্দেশং ১৯-২০৮ ৩৮৮
তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্যে ২২-১৫৫ ৬৪৬
তদিদমতিরহস্যং ২৫-২৮৩ ৯২০
তন্ত্রা ইদং ভুবনমঙ্গল ২৫-৩৮ ৮৪২
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ ২০-১১৫ ৪৩৩
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো ১৭-১৮৬ ২২৮
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো ২৫-৫৭ ৮৪৮
তপস্বিনো দানপরা ২২-২০ ৫৮৯
তবাস্মীতি বদন্ ২২-১০১ ৬২৩
তস্মাত্ত্বোরত সর্বাত্মা ২২-১১০ ৬২৬
তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য ২২-১৪৬ ৬৪২
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ২১-৫১ ৫৫০
তস্যাঃ সুদুঃখভয় ১৯-২০২ ৩৮৫
তস্যারবিন্দনয়নস্য ১৭-১৪২ ২১০
তস্যারবিন্দনয়নস্য ২৫-১৫৮ ৮৮৫
তস্যৈব হেতোঃ ২৪-১৬৯ ৭৫৩
তানহং দ্বিষতঃ ২৫-৪০ ৮৪৩
তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ২২-৬১ ৬০৭
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ ২২-৮১ ৬১৪
তুলয়াম লবেনাপি ২২-৫৫ ৬০৫
তুল্যনিন্দাস্তুতর্মৌনী ২৩-১১২ ৬৯১
তে বৈ বিদন্ত্যতিত ২৪-১৯০ ৭৬১
তেষাং সততযুক্তানাং ২৪-১৭৩ ৭৫৫
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু ২২-৮৯ ৬১৭
ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনা ২৩-৩১ ৬৬১
ত্বৎসাক্ষাৎকরণা ২৪-৩৭ ৭০৯
ত্বয়োপযুক্তস্রগ্ গন্ধবা ১৫-২৩৭ ৬৩
ত্রয্যা চোপনিষদ্ভি ১৯-২০৪ ৩৮৬
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি ১৩-৮৩ ৬৮১
ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ২১-৫৬ ৫৫২
ত্রেতায়াং রক্তবর্ণো ২০-৩৩৩ ৫০৯

দ

দক্ষিণো বিনয়ী ২৩-৭৪ ৬৭৮
দশমে দশমং লক্ষ্য ২০-১৫১ ৪৫০
দীপার্চিরেব হি ২০-৩১৬ ৫০৪
দুরূহাদ্ভুতবীর্যেঽস্মিন্ ২২-১৩৩ ৬৩৫
দৃষ্টং শ্রুতং ভূত ২৫-৩৭ ৮৪১
দেবকী বসুদেবশ্চ ১৯-১৯৭ ৩৮৪
দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং ২২-১৪১ ৬৩৯
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা ২৩-৬৮ ৬৭৬
দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্মিন্যা ২০-২৭৪ ৪৯০
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী ২০-১২১ ৪৩৭
দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ ২০-৩৩৭ ৫১০
দ্যুপতয় এব তে ন ২১-১৫ ৫৩৯

ধ

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা ২৩-৪০ ৬৬৪
ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মত- ১৭-৩৬ ১৭৭
ধন্যেয়মদ্য ধরণী ২৪-২০৬ ৭৬৬
ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত ২৪-১০০ ৭২৯
ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা ২৪-১৮১ ৭৫৮
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ ২০-৩৪৬ ৫১৪

ন

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ ২২-১৬২ ৬৪৮

न तथास्य ভবেন্মোহো ২২-৯০ ৬১৭
ন প্রেমা শ্রবণাদি ২৩-২৯ ৬৬০
নমস্তে বাসুদেবায় ২০-৩৩৮ ৫১০
ন মেহভক্তশ্চতুর্বেদী ১৯-৫০ ৩১৯
ন মেহভক্তশ্চতুর্বেদী ২০-৫৮ ৪১৬
নমো মহাবদান্যায় ১৯-৫৩ ৩২০
ন সাধয়তি মাং ২০-১৩৭ ৪৪৫
নাতঃ পরং পরম ২৫-৩৬ ৮৪০
নান্তং বিদাম্য ২১-১৩ ৫৩৮
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ ১৭-১৩৩ ২০৬
নামসংকীর্তনং শ্রীমন্ন ২২-১৩২ ৬৩৫
নায়ং সুখাপো ভগবান্ ২৪-৮৬ ৭২৩
নায়কানাং শিরোরত্নং ২৩-৬৭ ৬৭৫
নারায়ণপরাঃ সর্বে ১৯-২১৬ ৩৯২
নিগমকল্পতরোগলিতং ২৫-১৫১ ৮৮২
নিরোধোহস্যানুশয়ন ২৪-১৩৫ ৭৪২
নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে ২৪-১৮ ৭০৩
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং ২২-৪৮ ৬০১
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমে ২৫-৮৫ ৮৫৭
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমে ২২-৫৩ ৬০৪
নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাব ২২-১৯ ৫৮৮

প

পতিষ্ণ পতিতং ১৫-২৬৫ ৭৩
পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃ ২২-১৬৩ ৬৪৮
পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃ ১৯-২১০ ৩৮৯
পরিনিষ্ঠিতোহপি ২৪-৪৭ ৭১১
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র ২২-১৩৯ ৬৩৭
পুরাণানাং সামরূপঃ ২৫-১৪৪ ৮৭৯
প্রকাশিতাখিলগুণঃ ২০-৪০০ ৫৩১
প্রতাপী কীর্তিমান্ ২৩-৭৫ ৬৭৮
প্রধান-পরমব্যোম্নো ২১-৫০ ৫৫০
প্রবর্ততে যত্র রজ- ২০-২৭০ ৪৮৬
প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো ২৪-১৭৬ ৭৫৫
প্রিয়স্বরূপে দয়িত ১৯-১২১ ৩৪০

ব

বংশীধারী জগন্নারী ১৭-২১৪
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং ২৪-৭৪ ৭২০
বনলতাস্তরব আত্মনি ২৪-২০৮ ৭৬৮
বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্যং ২০-১ ৪০৩
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ২২-১ ৫৮১
বয়স্ত ন বিতৃপ্যাম ২৫-১৫২ ৮৮৩
বয়সো বিবিধত্বেহপি ২০-৩৮০ ৫২৫
বরংহুতবহজ্বালা ২২-৯১ ৬১৮
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি ২৩-৭৬ ৬৭৮
বাগভিস্তবতো ২৩-২৩ ৬৫৮
বামস্তামরসাক্ষস্য ১৮-৩৮ ২৫২
বালাগ্রশতভাগস্য শতধা ১৯-১৪১ ৩৪৮
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ ২৩-৭২ ৬৭৭
বিনীতাঃ করুণা-পূর্ণা ২৩-৮৯ ৬৮২
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণ ২০-৫৯ ৪১৭
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ ২৩-৭১ ৬৭৭
বিরাজন্তীমভিব্যক্তাং ২২-১৫৪ ৬৪৫
বিলজ্জমানয়া যস্য ২২-৩২ ৫৯৪
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা ২৪-৩০৮ ৮০৩
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা ২০-১১২ ৪৩২
বিষ্ণোর্নু বীর্যগণনাং ২৪-২১ ৭০৪
বিষ্ণোস্তুত্রীণি রূপাণি ২০-২৫১ ৪৮১
বিসৃজতি হৃদয়ং ন ২৫-১২৮ ৮৭২
বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং ২৪-৫০ ৭১২
বৃন্দাবনীয়াং রসকেলি ১৯-১ ৩০৫
বৃন্দাবনে স্থির- ১৮-১ ২৪১
বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ ২৪-৭২ ৭২০
বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসী ২৫-১ ৮২৯
ব্যামোহায় চরাচরস্য ২০-১৪৫ ৪৪৭
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ২৫-১৫৫ ৮৮৪
ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ২৪-৩২০ ৮০৬

ভ

ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী ২৩-৯৭ ৬৮৪
ভক্তিনির্ধূত-দোষাণাং ২৩-৯৫ ৬৮৪
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ ২০-১৩৮ ৪৪৫
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য ১৯-৭৫ ৩২৮
ভগবানেক আসে ২৫-১৩৩ ৮৭৪
ভবদ্বিধা ভাগ ২০-৫৭ ৪১৬

ভবাপবর্গো ভ্রমতো ২২-৪৬ ৬০০
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনি ২৪-১৩৭ ৭৪২
ভয়ং দ্বিতীয়াভি ২০-১১৯ ৪৩৫
ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু ২০-৩০৪ ৪৯৯
ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা ১৯-১৭৬ ৩৭৩

ম

মৎসেবয়া প্রতীতং ২৪-১৮৩ ৭৫৯
মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহ- ২০-২৯৯ ৪৯৭
মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি ১৯-১৭১ ৩৭১
মধুরং মধুরং বপুরস্য ২৩-৩৫ ৬৬২
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো ২২-৫৮ ৬০৬
মর্ত্যো যদা ত্যক্ত ২২-১০৩ ৬২৩
মহৎসেবাং দ্বারমাহু ২২-৮২ ৬১৪
মহতা হি প্রযত্নেন ১৫-২৬৯ ৭৪
মাং বিধত্তেহভিধত্তে ২০-১৪৮ ৪৪৮
মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ২২-৯২ ৬১৮
মুকুন্দলিঙ্গালয় ২২-১৩৮ ৬৩৭
"মুক্তা অপি লীলয়া ২৪-১৪৪ ৭৪৫
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং ১৯-১৫০ ৩৫৫
মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ ২২-২৭ ৫৯২
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ ২৪-১২৩ ৭৩৭
মূকং করোতি বাচালং ১৭-৮০ ১৮৮
মৈবং মমাধমস্যাপি ২২-৪৪ ৫৯৯

য

য এষাং পুরুষং ২২-১১২ ৬২৭
যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণ ১৯-১২০ ৩৪০
যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ ২২-৬৮ ৬০৯
যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষা ২৪-৮৮ ৭২৪
যচ্চাবহাসার্থমসৎ ১৯-২০০ ৩৮৫
যৎপাদসেবাভিরু ২৪-২১৭ ৭৭১
যত্তে সুজাতচরণা- ১৮-৬৫ ২৬০
যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ ১৭-৩৯ ১৭৮
যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ ২৪-৬১ ৭১৭
যথা তরোর্মূল ২২-৬৩ ৬০৮
যথা মহান্তি ভূতানি ২৫-১২৬ ৮৭১
যথা রাধা প্রিয়া ১৮-৮ ২৪৩
যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ ২০-৩৭৫ ৫২৪
যদ্‌যদাচরতি ১৭-১৭৮ ২২০
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ২৪-১৬০ ৭৫০
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ ২২-৫০ ৬০২
যন্নামধেয়শ্রবণানু ১৬-১৮৬ ১৩২
যন্নামধেয়শ্রবণানু ১৮-১২৫ ২৭৭
যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং ২১-১০০ ৫৬৩
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ ২০-১১৪ ৪৩৩
যস্তু নারায়ণং দেবং ২৫-৮০ ৮৫৫
যস্তু নারায়ণং দেবং ১৮-১১৬ ২৭৫
যস্মিন্দ্রগোপমথবেন্দ্র ১৫-১৭০ ৪৭
যস্মান্মোদ্বিজতে ২৩-১০৮ ৬৯০
যস্য প্রভা প্রভবতো ২০-১৬০ ৪৫৩
যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজ ২০-৩০৬ ৫০০
যস্যাননং মকরকুণ্ডল ২১-১২৩ ৫৭১
যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে ২০-৩৫৫ ৫১৮
যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য ২২-৭৬ ৬১৩
যস্যৈক-নিশ্বসিত ২০-২৮১ ৪৯৩
যাবানহং যথা-ভাবো ২৫-১০৯ ৮৬৪
যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ ২২-৩০ ৫৯৩
যে তু ধর্মমৃতমিদং ২৩-১১৩ ৬৯২
যোহজ্ঞানমত্তং ভুবনং ১৯-৫৪ ৩২১
যো দুস্ত্যজান্ দার ২৩-২৫ ৬৫৯
যো ন হৃষ্যতি ন ২৩-১১০ ৬৯১
যো ভবেৎ কোমল ২২-৭০ ৬১০

র

রহূগণৈতত্তপসা ন ২২-৫২ ৬০৩
রাধা-সঙ্গে যদাভাতি ১৭-২১৬ ২৩৬
রোদনবিন্দুমরন্দ ২৩-৩৩ ৬৬২

ল

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য ১৯-১৭২ ৩৭২
লীলা প্রেম্‌ণা ২৩-৮৪ ৬৮২

শ

শক্তয়ঃ সর্বভাবনা- ২০-১১৩ ৪৩২
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি ১৯-২১২ ৩৯০

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ১৯-২১৩ ৩৯১
শামমেব পরং রূপং ১৯-১০৬ ৩৩৫
শাস্ত্রে যুক্তৌ চ ২২-৬৬ ৬০৯
শিবঃ শক্তিযুক্তঃ শশ্বৎ ২০-৩১২ ৫০২
শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তা ১৯-৭৪ ৩২৭
শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা ২৩-৫ ৬৫২
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ ২২-১৩০ ৬৩৪
শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে ২২-১৩৬ ৬৩৬
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামা ২২-১৩১ ৬৩৪
শ্রীমন্মদনগোপাল ২৫-২৮২ ৯২০
শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা ১৭-২১২ ২৩৫
শ্রীরাধেব হরেস্তদীয় ১৮-১২ ২৪৪
শ্রুতিমপরে ১৯-৯৬ ৩৩২
শ্রুতির্মাতা-পৃষ্টা ২২-৬ ৫৮২
শ্রুত্বা গুণান্ ভুবন ২৪-৫২ ৭১৩
শ্রেয়ঃসৃতিং ২২-২২ ৫৯০

স

স এব ভক্তিযোগাখ্য ১৯-১৭৪ ৩৭২
সকৃদেব প্রপন্নো ২২-৩৪ ৫৯৬
সখেতি মত্বা প্রসভং ১৯-১৯৯ ৩৮৪
সৎসঙ্গান্মুক্ত-দুঃসঙ্গো ২৪-৯৮ ৭২৮
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য ২২-৮৬ ৬১৬
সত্যং দিশত্যর্থিত ২২-৪০ ৫৯৮
সত্যং শৌচং দয়া ২২-৮৮ ৬১৭
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ ২৩-৭৯ ৬৮০
সদ্ধর্মস্যাববোধায় ২৪-১৭০ ৭৫৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী ২৩-১০৭ ৬৮৯
স বৈ ভগবতঃ ২৫-৭৭ ৮৫৩
স বৈ মনঃ কৃষ্ণ- ২২-১৩৭ ৬৩৭
সমঃ শত্রৌ চ ২৩-১১১ ৬৯১
সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো· ২৩-৭ ৬৫৩
সরসি সারসহংস ২৪-১৭৮ ৭৫৭
"সরূপাণামেকশেষ ২৪-২৯৭ ৮০০
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ ২২-৫৭ ৬০৬
সর্বথৈব দুরূহোঽয় ২৩-১০০ ৬৮৫
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য ২২-৯৪ ৬১৯
সর্ববেদান্তসারং হি ২৫-১৪৬ ৮৮০
সর্ব-বেদেতিহাসানাং ২৫-১৪৫ ৮৭৯
সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভ ২২-৭২ ৬১১
সর্বাদ্ভুতচমৎকার ২৩-৮২ ৬৮১
সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং ১৯-১৭০ ৩৭১
সহস্রপত্রং কমলং ২০-২৫৮ ৪৮৩
সা চ মেনে তদাত্মানং ১৯-২০৭ ৩৮৮
সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈর ২৪-১৭২ ৭৫৪
সার্বভৌম গৃহে ভুঞ্জন্ ১৫-১ ১
সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্য ১৯-১৭৩ ৩৭২
সুবিলাসা মহাভাব ২৩-৯০ ৬৮২
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ১৯-১৪২ ৩৪৯
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং ২০-৩১৮ ৫০৫
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং ২১-৩৭ ৫৪৬
সেবা সাধকরূপেণ ২২-১৫৮ ৬৪৭
সৌন্দর্যং ললনালিধৈর্য ১৭-২১০ ২৩৪
স্থানাভিলাষী তপসী ২২-৪২ ৫৯৯
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমা ২৩-৭৩ ৬৭৭
স্বনিগমমাপহায় ১৬-১৪৫ ১২২
স্বপাদমূলং ভজতঃ ২২-১৪৪ ৬৪১
স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয় ২১-৩৩ ৫৪৫
"স্বরিতত্রিতঃ কর্ত্রাভি- ২৪-২৬ ৭০৬
স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ ১৭-১৩৮ ২০৯
স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ ২৪-৪৮ ৭১২
স্মরন্তঃ স্মারয়শ্চ ২৫-১৪০ ৮৭৭
স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণু ২২-১১৩ ৬২৮

হ

হন্তায়মদ্রির বলা ১৮-৩৪ ২৫০
হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ ২০-৩৯৯ ৫৩১
হরির্হি নির্গুণঃ ২০-৩১৩ ৫০৩
হরের্গুণাক্ষিপ্তমতি ২৪-১১৭ ৭৩৫
হরৌ রতিং বহন্নেষ ২৩-২৭ ৬৬০
হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা ১৯-১৮৬ ৩৭৯
হৃদি যস্য প্রেরণয়া ১৯-১৩৪ ৩৪৪
হৃষীকেশে হৃষীকাণি ২৪-১৮৪ ৭৫৯
হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ ১৮-১১৪ ২৭৪

অনুক্রমণিকা

(বাংলা শ্লোক)

[শ্লোকের পার্শ্বস্থিত প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাদ্বয় যথাক্রমে 'পরিচ্ছেদ' ও শ্লোক সংখ্যা' জ্ঞাপক এবং তৃতীয় সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশক।]

অ

অক্রূরের লোক আইসে ১৮-৭৯ ২৬৪
অগ্রে নৃত্য, গীত ২২-১২২ ৬৩১
অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি ১৬-৬৭ ১০২
অচেতন হঞা প্রভু ১৮-১৬২ ২৮৭
অজাগলস্তন-ন্যায় ২৪-৯৩ ৭২৬
অজাতরতি সাধকভক্ত ২৪-২৯১ ৭৯৯
অজ্ঞানে বা হয় যদি ২২-১৪৩ ৬৪০
অতএব ইহাঁ তার ১৬-২১৩ ১৪৪
অতএব 'কৃষ্ণনাম' না ১৭-১৪৩ ২১১
অতএব কৃষ্ণের 'নাম' ১৭-১৩৪ ২০৬
অতএব গোলকস্থানে ২০-৩৯৭ ৫৩০
অতএব তার মুখে না ১৭-১৩০ ২০৪
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ২৫-১০০ ৮৬১
অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণ ২০-১৩৯ ৪৪৬
অতএব ভাগবত করহ ২৫-১৫৩ ৮৮৩
অতএব ভাগবত—সূত্রের ২৫-১৪২ ৮৭৮
অতএব ভাগবতে এই ২৫-১৩১ ৮৭৪
অতএব যাঁর মুখে ১৫-১১১ ৩৩
'অতি ক্ষুদ্র জীব ২০-৩৫১ ৫১৫
অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ ২২-৭ ৫৮৩
অদ্বৈত কহে,—সত্য ১৫-২২ ৬
'অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ' সেই ১৮-১৮৭ ২৯৩
অধম কাকেরে কৈলা ১৭-৭৯ ১৮৮
অধম যবন কুলে ১৬-১৮১ ১৩১
অধিকারি ভেদে রতি ২৩-৪৫ ৬৬৫
অধিরূঢ়-মহাভাব ২৩-৫৮ ৬৭২
অধোক্ষজ—পদ্মগদাশঙ্খ ২০-২৩৬ ৪৭৬
অনন্ত অবতার কৃষ্ণের ২০-২৪৮ ৪৭৯
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের ১৫-১৭৫ ৪৮
অনন্ত কৃষ্ণের গুণ ২৩-৬৯ ৬৭৬
অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার ২৩-৮৬ ৬৮২
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের ২০-১৭২ ৪৫৮
অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক ২১-৬ ৫৩৬
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম ২১-৭ ৫৩৬
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা ২১-৪৮ ৫৪৯
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার ২০-৩৮২ ৫২৬
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে ২০-৩২৩ ৫০৬
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ২১-৫৮ ৫৫৩
অনন্তশক্তি-মধ্যে ২০-২৫২ ৪৮১
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের ২০-৪০৪ ৫৩২
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ২৩-১১ ৬৫৪
"অনিকেত দুঁহে, ১৯-১২৭ ৩৪২
অনুপম মল্লিক, তাঁর ১৯-৩৬ ৩১৬
'অনুভাব'—স্মিত ২৩-৫১ ৬৬৮
অনুসঙ্গ-ফলে করে ১৫-১০৯ ৩২
অনেক দেখিনু মুক্তি ১৮-২০২ ২৯৬
অনেক দেখিল, তার ২০-১২ ৪০৭
'অন্তঃপুর'—গোলোক ২১-৪৩ ৫৪৮
অন্তরঙ্গ-পূর্ণৈশ্বর্য ২১-৯২ ৫৬১
অন্তরে গর গর প্রেম, ১৯-৬৪ ৩২৪
অন্তরে নিষ্ঠা কর ১৬-২৩৯ ১৫২
অন্তর্যামি-উপাসক ২৪-১৫৪ ৭৪৮
'অন্নকূট'-নামে গ্রামে ১৮-২৬ ২৪৮
অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ দেখি' ১৫-৬২ ১৫
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু ১৫-২২৪ ৬০
অন্নের সৌরভ্য, বর্ণ ১৫-২২৯ ৬১
অন্যকামী যদি করে ২২-৩৭ ৫৯৭
অন্য-দেশ প্রেম উছলে ১৭-২২৮ ২৩৯
অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ১০-১৬৮ ৩৭০
"'অপরাধ' নাহি, সদা ১৫-২৮৫ ৮০
অপার ঐশ্বর্য কৃষ্ণের ২১-৩০ ৫৪৪
অপি'-শব্দ—অবধারণে ২৪-৩০৪ ৮০২
অপি-শব্দে মুখ্য ২৪-৬৮ ৭১৯
অবতার-কালে হয় ২০-৩৬৩ ৫২১
অবতার নাহি কহে ২০-৩৫৪ ৫১৮
অবতার হয় কৃষ্ণের ২০-২৪৫ ৪৭৮

অবশ্য চলিব, দুঁহে ১৬-৮৯ ১১০
অবসর না পায় লোক ১৮-১৩২ ২৮০
অবসর নাহি হয় ১৫-৮০ ১৮
অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ ২২-১১৮ ৬৩০
অভিধেয়-নাম 'ভক্তি,' ২০-১২৫ ৪৪০
অভিধেয়, সাধন-ভক্তি এবে ২২-১৬৭ ৬৫০
'অভিধেয়' সাধনভক্তির ২৫-১২০ ৮৬৮
অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে ২২-১৬৮ ৬৫০
অমৃত-গুটিকা, পিঠা ১৫-২২১ ৫৯
অমোঘ মরেন ১৫-২৬৭ ৭৪
অর্থ শুনি' সনাতন ২৪-৩১৪ ৮০৫
অর্ধ-মারা জীব যদি ২০-২৪৩ ৭৭৮
অলাতচক্রপ্রায় ২০-৩৯৩ ৫২৯
অলাত-চক্রের প্রায় ১৫-২৫ ৭
অলৌকিক এই সব ১৫-২২৫ ৬০
অলৌকিক 'প্রকৃতি' ১৮-১২০ ২৭৬
অলৌকিক রূপ, রস ২৪-৪৩ ৭১০
অলৌকিক লীলা করে ১৬-২০১ ১৩৮
অলৌকিক-লীলাপ্রভুর ১৮-২২৫ ৩০২
অল্প বয়স তাঁর ১৮-২০৮ ২৯৮
অশ্রু,-কম্প,-পুলক ১৭-২০৫ ২৩৩
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন ১৯-১৩০ ৩৪২
অষ্টমে—রামানন্দ ২৫-২৪৯ ৯০৯
অসৎসঙ্গত্যাগ,— এই ২২-৮৭ ৬১৭
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ১৫-১৬৮ ৪৫
অস্ত্রধৃতি-ভেদ-নাম ২০-২২১ ৪৭৩
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি' ১৯-১৫ ৩০৯
"অস্মিন বনে ২৪-৩০০ ৮০১
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা ২০-২৫৬ ৪৮২
'অহমেব' শ্লোকে ২৫-১১৪ ৮৬৬

আ

আই' কে দেখিতে ১৬-১৩৫ ১২০
আকাশাদি গুণ যেন ১৯-২৩৩ ৩৯৭
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ' ২০-৩৫৭ ৫১৯
আকৃত্যে' তোমারে ১৮-১১৮ ২৭৬
'আগে কহ'—প্রভু ১৯-৯৭ ৩৩৩
আগে 'তের' অর্থ ২৪-২১০ ৭৬৯
আগে যত যত ২৪-১০৫ ৭৩২
আচমন করাএল ১৫-২৫৪ ৬৮
আচম্বিতে এক গোপ ১৮-১৬১ ২৮৭
আচম্বিতে প্রভু দেখি' ১৯-২৪৬ ৪০০
আচার্য-কল্পিত অর্থ ২৫-২৭ ৮৩৭
আচার্য কহে,—উপবাস ১৫-২৭২ ৭৬
আচার্য-গোসাঞি প্রভুকে ১৬-৬০ ৯৮
আচার্য-গোসাঞি প্রভুর ১৬-৫৫ ৯৬
আচার্য প্রসাদে পাইল ১৬-২২৬ ১৪৭
আচার্যরত্ন—আদি ১৬-৫৮ ৯৭
আচার্যরত্ন, বিদ্যানিধি, ১৬-১৬ ৮৮
আচার্যরত্ন—সঙ্গে ১৬-২৪ ৯০
আচার্যের নিমন্ত্রণ ১৫-১৩ ৪
আচার্যের আগ্রহ ২৫-৪৭ ৮৪৫
আচার্যেরে আজ্ঞা দিল ১৫-৪১ ১০
আজানুলম্বিত ভুজ, ১৭-১০৮ ১৯৯
আজি আমি আছিলাঙ ১৮-১৪০ ২৮২
আজি-কালি করি' ১৬-১০ ৮৭
আজি রাত্র্যে পলাহ, না ১৮-২৮ ২৪৯
আজ্ঞা দেহ', যাএল ১৬-২৩২ ১৪৮
'আজ্ঞা হয়, আসি ১৯-২৩৯ ৩৯৮
আটান্ন চ-কারের ২৪-২৯৮ ৮০০
আঠারনালাকে আইলা ১৬-৩৮ ৯৩
আঠারনালাতে আমি ২৫-২২৪ ৯০৪
'আত্মারামাশ্চ অপি' ২৪-১৪৬ ৭৪৬
'আত্মারামাশ্চ'...আটান্নবার ২৪-২৯৬ ৮০০
'আত্মারামাশ্চ'...বার ছয় ২৪-১৪৯ ৭৪৬
'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে ২৪-৩০১ ৮০১
'আত্মা'-শব্দে কহে কৃষ্ণ ২৪-৭৭ ৭২১
'আত্মা'-শব্দে কহে ক্ষেত্রজ্ঞ ২৪-৩০৭ ৮০২
'আত্মা'-শব্দে কহে সর্ব ২৪-২৮৫ ৭৯৭
'আত্মা'-শব্দে 'ধৃতি' ২৪-১৭৪ ৭৫৫
'আত্মা'-শব্দে বুদ্ধি ২৪-১৮৬ ৭৬০
'আত্মা'-শব্দে ব্রহ্ম ২৪-১১ ৭০২
'আত্মা'-শব্দে 'মন' ২৪-১৬৫ ৭৫১
'আত্মা'-শব্দে 'যত্নে' ২৪-১৬৮ ৭৫৩
'আত্মা'-শব্দে স্বভাব ২৪-২০০ ৭৬৪
আদি-চতুর্ব্যূহ ২০-১৮৯ ৪৬৪
আদৌ প্রকট করায় ২০-৩৭৯ ৫২৫
আদ্যোপান্ত চৈতন্য ১৮-২২৬ ৩০২
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে ২৫-২৩১ ৯০৫
আনন্দিত ভক্তগণ ১৬-২৫৩ ১৫৫
আনন্দিত হএল ভট্ট ১৯-৮৫ ৩৩০
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ২৫-২২৬ ৯০৫

আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা ১৬-৯৪ ১১১
আপন-প্রারব্ধে বসি' ১৭-৯৫ ১৯২
আপনার দুঃখ কিছু ১৮-১৪৬ ২৮৪
আপনার হিতাহিত ২০-১০০ ৪২৯
আপনারে 'পালক' ১৯-২৮৮ ৩৯৫
আপনি প্রভুকে লএল ১৬-১১২ ১১৫
আপনি ভট্টাচার্য করে ১৫-২০৩ ৫৬
আপনে প্রতাপরুদ্র, আর ১৫-২০ ৬
আপনে মহাপ্রভু তাঁর ১৬-১৭৫ ১২৯
আপনে রহে এক ২৫-২০৫ ৮৯৯
আমাতে যে 'প্রীতি', ২৫-১২৪ ৮৭১
আমা-দুঁহার মনে তবে ১৭-১০ ১৬৯
আমার কৃপায় এই ২৫-১০৮ ৮৬৪
আমার যে কিছু ১৯-২১ ৩১২
আমার সঙ্গে রহিতে ১৬-১৪০ ১২১
আমারে কহেন,—'আমি ১৫-১৪৪ ৪০
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি ১৫-১১৬ ৩৪
আমা-হেন যেবা ২৪-৩২৩ ৮০৭
আমি ত' বাউল ২১-১৪৬ ৫৮০
আমি তোমায় ২৪-২৬২ ৭৮৮
আমি-দুইভাই ১৯-৩৩ ৩১৬
আমি—বিজ্ঞ, এই ২২-৩৯ ৫৯৭
আমি বোঝা বহিমু ২৫-১৭০ ৮৮৮
"আমি—'সম্বন্ধ-তত্ত্ব ২৫-১০৩ ৮৬৩
আর অর্থ শুন ২৪-২৮৪ ৭৯৬
আর অষ্ট সন্ন্যাসীর ১৫-১৯৬ ৫৪
আর কত দূরে ২৪-২৩২ ৭৭৬
আর কৃষ্ণনাম ২৫-২০০ ৮৯৮
আর ঘর মহাপ্রভুর ১৫-২০৫ ৫৬
আর তিনযুগে ২০-৩৪৩ ৫১২
আর দিন আইলা প্রভু ১৮-৭১ ২৬২
আর দিন গৌড়েশ্বর ১৯-১৮ ৩১১
আর দিনে মহাপ্রভু ১৭-৩০ ১৭৪
আর দুই বৎসর চাহে ১৬-৮৫ ১০৯
আর দ্রব্য রহ ১৫-৭০ ১৭
আর সব ভক্ত ২৫-২৩০ ৯০৫
আরাত্রিক-মহোৎসব ২২-১২৪ ৬৩২
আরিটে রাধাকুণ্ড-বার্তা ১৮-৪ ২৪২
আর্ত, অর্থার্থী, দুই ২৪-৯৫ ৭২৭
'আর্য, সরল, তুমি ১৭-১৬৫ ২১৮
আশ্চর্য শুনিয়া ২৪-৬ ৭০০
আশ্বিনে—পদ্মনাভ' ২০-২০১ ৪৬৭
আসি' তেঁহো কৈল ১৯-৯৩ ৩৩১
আসি' প্রভু-পদে ১৭-৯৩ ১৯২
আসি' সব ব্রহ্মা ২১-৭০ ৫৫৬
আস্তে-ব্যস্তে ধাএল ২৪-২৭০ ৭৯১
আস্তে ব্যস্তে মহাপ্রভুর ১৭-২২০ ২৩৭
আস্তে-ব্যস্তে সবে ১৯-৮০ ৩২৯

ই

ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া ২০-২৫৪ ৪৮২
ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ ২০-২৫৩ ৪৮২
ইতরেতর—'চ' দিয়া ২৪-২৯৫ ৮০০
'ইত্থম্ভূতগুণঃ'—শব্দের ২৪-৩৫ ৭০৮
'ইত্থম্ভূত'-শব্দের অর্থ ২৪-৩৬ ৭০৮
ইন্দ্রসাবর্ণ্যে 'বৃহদ্ভানু' ২০-৩২৮ ৫০৭
ইষ্টে 'গাঢ়-তৃষ্ণা' ২২-১৫১ ৬৪৪
ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে ২০-১২৭ ৪৪১
ইহা দেখি' ব্রহ্মা ২১-২৪ ৫৪২
ইহাঁ প্রভু একত্র করি' ১৬-২৪৫ ১৫৪
ইহা প্রভুর শক্ত্যে ২০-৯৬ ৪২৭
ইহা যেই শুনে, ২০-৪০৫ ৫৩৩
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি' ২৫-২৩৯ ৯০৭
ইহা যৈছে ক্রমে ২৩-৪৪ ৬৬৫
ইহার কারণ মোরে ১৭-১২৮ ২০৪
ইঁহার কৃষ্ণ সেবার কথা ১৫-৬৯ ১৭
ইহার ঘরের আয়-ব্যয় ১৫-৯৬ ২২
ইঁহার ঠাঞি সুবর্ণের ২০-১৯ ৪০৮
ইহার প্রসাদে পাইবা ২৫-২৭০ ৯১৫
ইঁহার মধ্যে কারো ২০-২২০ ৪৭২
ইঁহার মধ্যে যাহার ২০-২০৮ ৪৬৯
ইঁহার যে এই গতি ১৬-১৮৫ ১৩২
ইঁহার সঙ্গে আছে ১৭-১৭ ১৭২
ইঁহারে সঙ্গে লহ ১৭-১৮ ১৭২
ইঁহা-সবার পৃথক্ ২০-২১১ ৪৬৯
ইহাঁ-সবা লএল ১৫-২১ ৬
ইঁহো না স্পর্শিহ ১৯-৬৯ ৩২৫
ইঁহো মহৎস্রষ্টা ২০-২৭৮ ৪৯২

ঈ

ঈশান কহে,—"এক ২০-৩৫ ৪১১
ঈশানে বোলাএল পুনঃ ১৫-৬৩ ১৫

ঈশ্বরজ্ঞান, সম্ভ্রম ১৯-২২০ ৩৯৪
ঈশ্বরে ত' অপরাধ ১৫-২৬৮ ৭৪
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি ২০-২৬১ ৪৮৩

উ

উঠ, স্নান কর, দেখ ১৫-২৮৮ ৮১
উঠহ, অমোঘ, তুমি ১৫-২৭৭ ৭৭
উড়িয়া-ভক্তগণে প্রভু ১৬-৯৭ ১১২
'উত্তম ব্রাহ্মণ' এক ১৭-১১ ১৬৯
"উত্তম হঞা হীন করি' ১৬-২৬৪ ১৫৭
'উত্তরে' খুদিলে ২০-১৩৪ ৪৪৩
উদার মহতী যাঁর ২৪-১৯৬ ৭৬৩
উদ্‌ঘূর্ণা, বিবশ-চেষ্টা ২৩-৬১ ৬৭৩
উদ্যোগ না ছিল মোর ১৫-২৩৩ ৬২
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ ১৮-১৫১ ২৮৫
উপজিয়া বাড়ে লতা ১৯-১৫৩ ৩৫৯
উপদেশ লঞা করে ২৫-২১ ৮৩৫
উপনিষদের করেন ২৫-২৫ ৮৩৬
'উপলভোগ' লাগিলে ১৫-৬ ৩
'উরুক্রম'-শব্দে ২৪-১৯ ৭০৪
উরুক্রমে অহৈতুকী ২৪-১৬৩ ৭৫১

ঊ

ঊনবিংশে-মথুরা ২৫-২৫৭ ৯১১

এ

এ অমৃত কর পান ২৫-২৭৯ ৯১৯
এই অন্নে তৃপ্ত হয় ১৫-২৪৮ ৬৭
এই অমৃত অনুক্ষণ ২৫-২৭৬ ৯১৮
"এই অর্থ—আমার ২৫-৯৭ ৮৬০
এই অর্থ—মধ্যম ২১-৪২ ৫৪৮
এই আগে আইলা ১৬-২৮২ ১৬৩
এই আজ্ঞাবলে ২২-৬০ ৬০৭
এই আর তিন ২৪-২৮৩ ৭৯৬
এই ঊনিশ অর্থ ২৪-২১১ ৭৬৯
এই কথা শুনি' ১৯-১৩২ ৩৪৩
এই কৃষ্ণ—ব্রজে ২০-৪০২ ৫৩২
এই ঘাটে অক্রূর ১৮-১৩৬ ২৮১
এই চব্বিশ মূর্তি ২০-২০৭ ৪৬৮
এই চান্দের বড় ২১-১৩০ ৫৭৪
এই চারি অর্থ ২৪-২২০ ৭৭৩
এই চারিজনের ২০-২০৩ ৪৬৮
এই চারি বাটোয়ার ১৮-১৬৫ ২৮৮
এই চারি মিলি' তোমায় ১৮-১৮২ ২৯২
এই চারি সুকৃতি ২৪-৯৬ ৭২৭
এই চারি হৈতে ২০-১৯১ ৪৬৪
এই ছয় আত্মারাম ২০-১৪৫ ৭৪৫
এই ছয় যোগী সাধু ২৪-১৬১ ৭৫০
এই ছার মুখে ১৫-২৮১ ৭৯
এই জীব—সনকাদি ২৪-২০৩ ৭৬৫
এই ত' আসনে বসি' ১৫-২৩৪ ৬২
এই ত' একাদশ ১৪-৭০ ৭১৯
এই ত' কল্পিত অর্থ ২৫-৪২ ৮৪৩
এইত' কহিলুঁ তোমায় ২৪-২৮২ ৭৯৬
এইত কহিলুঁ প্রথম ২০-২৮৩ ৪৯৪
এই ত' কহিলু—প্রভু দেখি ২৫-২৩৮ ৯০৭
এই ত' কহিলু প্রভুর ২৪-৩৪৬ ৮২৫
এই ত কহিলুঁ শক্ত্যা ২০-৩৭৭ ৫২৫
এই ত' কহিলুঁ শ্লোকের ২৪-৩০৬ ৮০২
এই ত' কহিলু সনাতনে ২৪-৩৫১ ৮২৭
এইত কহিলুঁ সম্বন্ধ ২২-৩ ৫৮২
এই ত' দ্বিতীয়-পুরুষ ২০-২৯৩ ৪৯৬
এইত পরম-ফল ১৯-১৬৪ ৩৬৭
এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' ১৯-১৩৮ ৩৪৬
এইত' মহিমা—তোমার ১৮-১২৬ ২৭৯
এইত' 'সম্বন্ধ' শুন ২৫-১৩৫ ৮৭৫
এই ত সাধনভক্তি ২২-১০৮ ৬২৫
এই 'তিন' তত্ত্ব ২৫-১০৬ ৮৬৪
এই তিন ধামের ২১-৫৪ ৫৫১
এই তিন—সর্বাশ্রয় ২১-৪০ ৫৪৭
এই দুই গুণ ১৯-২১৭ ৩৯৩
এই দুই,—ভাবের ২৩-৬ ৬৫৩
এই নব প্রীত্যঙ্কুর ২৩-২০ ৬৫৭
এই পঞ্চ-মধ্যে ২৪-১৯৪ ৭৬২
এই পঞ্চ স্থায়ী ২৩-৪৬ ৬৬৬
এই পাপ যায় ২৪-২৫৪ ৭৮৪
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ' ১৫-৪৭ ১৩
এই বিজয়া-দশমীতে ১৫-৬৬ ১৬
এই ভক্তি রসের ১৯-২৩৫ ৩৯৮
'এই ভুঞা কেনে ২০-২৩ ৪০৯
এই মত অন্যোন্যে ১৫-১২ ৪
এইমত কতদিন ১৮-১২৮ ২৭৯
এই মত করে যেবা ২২-১৬৪ ৬৪৯
এইমত কর্ণপুর ১৯-১২২ ৩৪১
এই মত কলা ১৫-৮৬ ২০
এই মত কহি' তারে ১৬-১৪৭ ১২৩
এই মত কহিলুঁ ২৪-৩২২ ৮০৭
এইমত কৃষ্ণের ২১-১০ ৫৩৭
এইমত গোপালের ১৮-৪২ ২৫৩
এই মত গৌরলীলা ১৬-২৮৮ ১৬৫
এই মত চলি' চলি' ১৬-৩৫ ৯২
এইমত চলি' প্রভু প্রয়াগ ১৮-২২২ ৩০১
এই মত চলি' প্রভু রেমুণা ১৬-১৫৩ ১২৫
এইমত তিনদিন গোপালে ১৮-৩৯ ২৫২
এইমত তিনদিন প্রয়াগে ১৭-১৫১ ২১৪
এইমত তিন-রাত্রি ১৮-৯৬ ২৬৮
এইমত তোমার নিষ্ঠা ১৫-১৫৫ ৪২
এই মত দশদিন ১৯-১৩৫ ৩৪৪
এইমত দাস্যে দাস ২৩-৯৩ ৬৮৪
এইমত দিন পঞ্চ ২৫-১৭৭ ৮৯০
এইমত নানা সুখে ১৭-৮২ ১৮৮
এই মত নিত্যানন্দ ১৫-২৬ ৭
এই মত পিঠা-পানা ১৫-৮৯ ২১
এইমত প্রতিদিন ১৭-১০৩ ১৯৬
এই মত প্রত্যব্দ আইসে ১৬-৮২ ১০৯
এইমত প্রভু তোমার ১৬-১৪৬ ১২৩
এইমত প্রেম—যাবৎ ১৭-২৩০ ২৩৯
এইমত প্রেমের সেবা ১৫-৯১ ২১
এইমত বলভদ্র করেন ১৭-৮১ ১৮৮
এইমত বারবার ১৫-১৪৩ ৩৯
এইমত ব্যঞ্জনের ১৫-৮৮ ২১
এইমত ব্রহ্মাণ্ড ২০-২১৮ ৪৭১
এইমত ভক্তগণ ১৬-৪৭ ৯৫
এইমত মধুরে ১৯-২৩৪ ৩৯৭
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের ১৭-১০০ ১৯৫
এইমত মহাপ্রভু দুই মাস ২৫-৩ ৮৩০
এই মত মহাপ্রভু নাচিতে ১৮-৩ ২৪২
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ ১৫-৪ ২
এইমত মহাপ্রভুর চারি ১৬-৮৪ ১০৯
এই মত যবে করেন ১৫-৬৪ ১৬
এইমত রাসযাত্রা ১৫-৩৬ ৯
এইমত ষড়ৈশ্বর্য ২১-৮ ৫৩৬
এইমত সনাতন ২৫-২১৬ ৯০২
এই মত সব বৈষ্ণব ১৬-৭৬ ১০৭
এইমত সব লীলা ২০-৩৮৩ ৫২৬
এইমত সর্বভক্তের ১৫-১৮১ ৫১
এই মত সর্ব-রাত্রি ১৫-১৪৭ ৪০
এই মত সেবকের ১৫-১৫৪ ৪১
এইমত স্তুতি করে ১৮-১৩ ২৪৫
এই মন্ত্রে দ্বাপরে ২০-৩৩৯ ৫১১
এই যতি—আমার গুরু ১৮-১৬৯ ২৮৯
এই যতি ব্যাধিতে ১৮-১৭০ ২৮৯
এই যাঁহা নাহি, ২৪-২৯ ৭০৭
এই যে তোমার ২১-২৬ ৫৪৩
এইরঙ্গে সেইদিন ১৮-৭৪ ২৬৩
এই রস অনুভবে ২২-৯৪ ৬৮৪
এই রস-আস্বাদ ২৩-৯৯ ৬৮৫
এই 'শুদ্ধভক্তি' ১৯-১৬৯ ৩৭০
এই শ্লোক পড়ি' ১৯-৫১ ৩২০
এই শ্লোকে 'পরং' ২০-৩৬০ ৫২০
এই শ্লোকের অর্থ ২৫-১৬১ ৮৮৬
এই সংক্ষেপে সূত্র ২৪-৩৪৫ ৮২৫
এই সব কার্য—তাঁর ২০-৩৬২ ৫২১
এই সব কৃষ্ণভক্তি ১৯-১৮০ ৩৭৫
এই সব নামের ইঁহ ২০-১৭১ ৭৩১
এই সব মুখ্যভক্ত লঞা ১৮-৫৩ ২৫৭
এই সব রহ ১৭-১৪১ ২১০
এই সব শব্দে হয় ২৫-১১৬ ৮৬৭
এই সব শান্ত যবে ২৪-১৬৪ ৭৫১
এইসব সঙ্গে প্রভু ১৫-১৮৫ ৫২
এই সব সাধনের ২২-১৮ ৫৮৭
এই সবে বিদ্ধা ২৪-৩৪২ ৮২৪
"এই সাত সুবর্ণ ২০-২৭ ৪০৯
এই সাথে রমে ২৪-১৩ ৭০২
'এই স্থানে আছে ২০-১৩২ ৪৪৩
'এক' অঙ্গ সাধে, ২২-১৩৪ ৬৩৩
এক অঙ্গে সিদ্ধি ২২-১৩৫ ৬৩৩
এক 'আত্মারাম'-শব্দ ২৪-১৫০ ৭৪৭
এক উডুম্বর ১৫-১৭২ ৪৭
এক এক গোপ ২১-২০ ৫৪১
এক এক দিন এক ১৫-১৫ ৫
এক এক ফলের মূল্য ১৫-৭২ ১৭
এক কৃষ্ণদেহ হৈতে ২১-২৩ ৫৪২
"এক কৃষ্ণ নামে করে ১৫-১০৭ ২৭

এক 'কৃষ্ণলোক' হয়	২০-২১৪	৪৭০
একজন আসি' রাত্রে	১৮-২৭	২৪৮
একদিন অক্রূরেতে	১৮-৯২	২৬৭
একদিন অন্ন আনে	২৪-২৬৭	৭৯০
একদিন 'দশ বিশ'	১৮-১৩১	২৮০
একদিন দ্বারকাতে	২১-৫৯	৫৫৩
একদিন নারদ কহে	২৪-২৬৮	৭৯১
একদিন পথে ব্যাঘ্র	১৭-২৮	১৭৪
একদিন প্রভু তথা	১৬-২০৫	১৩৮
এক দিন ফলদশ	১৫-৭৯	১৮
একদিন মহাপ্রভু	১৫-৩৭	৯
এক দিন ম্লেচ্ছ-রাজার	১৫-১২১	৩৫
একদিন শাল্যন্ন, ব্যঞ্জন	১৫-৫৪	১৪
একদিন শ্রীনারদ দেখি'	২৪-২৩০	৭৭৫
একদিন সেই অক্রূর	১৮-১৩৫	২৮১
এক-দুই-তিন	২০-৩৯০	৫২৮
এক নবীন নৌকা	১৬-১৯৬	১৩৬
এক নব্য-নৌকা আনি'	১৬-১১৪	১১৫
এক 'নামাভাসে'	২৫-১৯৯	৮৯৭
'একপাদ বিভূতি'	২১-৮৭	৫৬০
এক বন্দী ছাড়ে	২০-৬	৪০৫
'এক' বারাণসী ছিল	২৫-১৭২	৮৮৯
একবিংশে—কৃষ্ণৈশ্বর্য	২৫-২৫৯	৯১২
এক বিপ্র দেখি' আইলা	১৭-১০৫	১৯৮
একবিপ্র পড়ে প্রভুর	১৭-১৫৮	২১৬
এক ভক্ত-ব্যাধের	২৪-২২৯	৭৭৫
এক ভুক্তি কহে	২৪-২৮	৭০৭
একমাস রহি' গোপাল	১৮-৫৪	২৫৭
'একযষ্টি' অর্থ এবে	২৪-৩১২	৮০৪
এক সন্ন্যাসী আইল	১৬-১৬৩	১২৭
এক সন্ন্যাসী আইলা	১৭-১০৬	১৯৮
একাদশ জন তাঁরে	১৬-২৩০	১৪৮
একাদশ পদ এই	২৪-১০	৭০১
একাদশী, জন্মাষ্টমী	২৪-৩৪১	৮২৪
একাদশে—শ্রীমন্দির	২৫-২৫১	৯১০
একা যাইব	১৬-২৭৩	১৫৯
এখনি আসিবে সব	১৮-১৭৪	২৯০
এত অন্ন না পাঠাও	২৪-২৮০	৭৯৫
এত কহি' আমি	১৬-২৬৫	১৫৮
এত কহি' উঠিয়া	২৫-১৬৪	৮৮৭
এত কহি কহে	২০-৬২	৪১৯
এত কহি' মহাপ্রভু	১৬-২৪২	১৫৩
এত কহি' সেই করে	২৫-৪৬	৮৪৫
এত কহি' সেই চর	১৬-১৬৮	১২৮
এত চিন্তি' গেলা	২০-৮৪	৪২৫
এত চিন্তি' নিমন্ত্রিল	২৫-১১	৮৩৩
এত জানি' তাঁর ভিক্ষা	১৯-২৫২	৪০১
এত বলি' অন্ন দিল	২০-২১	৪০৯
এত বলি' কাঁথা	২০-৮৮	৪২৬
এত বলি' ঘরে গেল	১৫-১৪৫	৪০
এত বলি' চলিলা	২৫-১৮৪	৮৯২
এত বলি' ঝাঁপ দিলা	১৮-১৩৭	২৮২
এত বলি' পণ্ডিত	১৬-১৩৬	১২০
এত বলি' প্রভু গেলা	১৫-২৯৫	৮২
এত বলি' প্রভু তাঁরে	১৯-২৩৭	৩৯৮
এত বলি' প্রভুরে	২৫-৮৭	৮৫৭
এত বলি' ফল ফেলে	১৫-৮৪	২০
এত বলি' বিশ্বাসেরে	১৬-১৭৬	১৩০
এত বলি' মহাপ্রভু চলিলা	১৫-২৫৮	৬৯
এত বলি' মহাপ্রভু নৌকাতে	১৬-১৪২	১২১
এত বলি' মহাপ্রভুর	১৮-১৫৭	২৮৬
এত বলি' রাঘবেরে	১৫-৯২	২১
এত বলি' সেই	১৭-১৪৬	২১৩
এত ভাবি' গৌর দেশে	১৭-৭২	১৮৬
এত মতে করি'	১৬-২৫৭	১৫৬
এত মনে করি'	১৮-২৪	২৪৭
এত শুনি' আমি বড়	১৫-১৫২	৪১
এত শুনি' গৌড়েশ্বর	১৯-২৭	৩১৪
এত শুনি' মহাপাত্র	১৬-১৮৩	১৩২
এত শুনি' মহাপ্রভুর	১৫-১৬৪	৪৫
এত শুনি' যবনের	১৬-১৬৯	১২৮
এত শুনি' সেই বিপ্র	১৭-১২২	২০২
এত শুনি' হাসি প্রভু	১৫-২৪৪	৬৬
এত সব ছাড়ি' আর	২২-৯৩	৬১৯
এত সম্পত্তি ছাড়ি,	১৮-২০৬	৯৮০
এতেক কহিতে	১৫-৬৭	১৬
এথা গৌরে সনাতন	২০-৩	৪০৪
এথা মহাপ্রভু যদি	২৫-২২২	৯০৪
এথা রূপ-গোসাঞি	২৫-১৮৬	৮৯২
এথা সনাতন গোসাঞি প্রয়াগে	২৫-২১০	৯০১
এথা সনাতন-গোসাঞি ভাবে	১৯-১৩	৩০৮
এবে কহি' শুন'	২২-৪	৫৮২

এবে তোমার পাদাজে	২৫-৮৬	৮৫৭
এবে 'বৈষ্ণব' হৈল	১৫-২৯২	৮১
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা	১৫-১৮৮	৫২
এবে যদি মহাপ্রভু	১৬-২৩১	১৪৮
এবে শুন, প্রেম	২৫-১৩৯	৮৭৭
এবে শুন ভক্তিফল	২৩-৩	৬৫২
এবে সব বৈষ্ণব	১৫-১৮৭	৫২
এবে সাধনভক্তি-	২২-১০৪	৬২৪
এমত অন্যত্র নাহি	২১-১৮	৫৪০
এমন কৃপালু নাহি	১৬-১২১	১১৭
এ সব বৃত্তান্ত শুনি	২৫-৫৯	৮৪৯
এ সামান্য' ত্র্যধীশ্বরের	২১-৩৮	৫৪৬
এহো কৃষ্ণগুণা	২৪-১৬৭	৭৫২

ঐ

ঐছে এক শশক	২৪-২৩৩	৭৭৬
ঐছে কৃষ্ণের লীলা	২০-৩৯১	৫২৮
ঐছে চিত্র-লীলা	১৫-২৯৭	৮২
ঐছে তাঁহারে কৃপা	১৬-১০৮	১১৪
ঐছে ভট্ট-গৃহে	১৫-২৯৮	৮৩
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে	১৮-৩১	২৪৯
ঐছে লীলা করে প্রভু	১৮-২১৩	২৯৯
ঐছে শাস্ত্র কহে'	২০-১৩৬	৪৪৪
ঐশ্বর্য কহিতে প্রভুর	২১-৯৯	৫৬৩
ঐশ্বর্য কহিতে স্ফুরিল	২১-৩১	৫৪৪
ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রাধান্যে	১৯-১৯৪	৩৮৩
ঐশ্বর্য-মাধুর্য-কারুণ্যে	২৪-৪২	৭১০

ক

'কটকে' আসিয়া কৈল	১৬-১০০	১১৩
কণ্টক-দুর্গম বনে	১৭-২২২	২৩৭
কতক দিবস রায়	২৫-২০২	৮৯৮
কতক্ষণে উঠি' সবে	২৫-১৮৫	৮৯২
কতদূরে দেখে ব্যাধ	২৪-২৩৪	৭৭৬
কদম্বের এক বৃক্ষে	১৫-১২৯	৩৭
কদর্থিয়া তুমি যত	২৪-২৫১	৭৮২
কভু কুঞ্জে রহে, কভু	১৮-৪৪	২৫৩
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র	১৯-১৩১	৩৪৩
কভু শস্য খাঞা	১৫-৭৮	১৮
কভু স্বর্গে উঠায়,	২০-১১৮	৪৩৫
কম্প, অশ্রু, পুলক	১৫-২৭৯	৭৯
কম্প-পুলকাশ্রু হৈল	২৪-২৭৬	৭৯৩
কম্প, স্বরভঙ্গ, স্বেদ	২৫-৬৮	৮৫১
করনখ-চান্দের হাট	২১-১১৮	৫৭৩
করিতে সমর্থ তুমি	১৫-১৬১	৪৩
করোঁয়া—মাত্র হাতে,	১৯-১২৯	৩৪২
'কর্ম', 'জ্ঞান' 'যোগ'	১৮-১৯৬	২৯৫
কর্ম, তপ, যোগ	২১-১১৯	৫৭০
কলিকালে যেই	২০-৩৬৫	৫২২
কষ্টে-সৃষ্টে করি'	১৬-২৬০	১৫৬
কষ্টে-সৃষ্টে ধেনু	১৭-১৯৭	২৩১
"কহ,—তাঁহা কৈছে	১৯-১২৫	৩৪১
কহিতে কৃষ্ণের রসে	২১-১১১	৫৬৭
কহিবার কথা নহে	১৬-১৬৭	১২৮
কাঁজিবড়া, দুগ্ধ-চিড়া	১৫-২১৬	৫৯
কাণের ভিতর বাসা	২১-১৪৪	৫৭৮
কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর	২৫-১৮৩	৮৯১
কানাঞি খুটিয়া আছে	১৫-১৯	৫
কানাঞি খুটিয়া জগন্নাথ	১৫-২৯	৭
কান্তভাবে নিজাঙ্গ	১৯-২০২	৩৯৭
কান্তাগণের রতি পায়	২৪-৩৪	৭০৮
কান্ধে চড়ে, কান্ধে	১৯-২২৩	৩৯৪
কান্যকুব্জ-দাক্ষিণাত্যের	১৮-১৩৩	২৮০
কাম-ক্রোধের দাস	২২-১৪	৫৮৫
কামগায়ত্রী-মন্ত্ররূপ	২১-১২৫	৫৭২
কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে	২২-১৪০	৬৩৮
কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে	২২-৪১	৫৯৮
কারণাব্ধি-পারে	২০-২৬৯	৪৮৬
কার্তিক আইলে কহে	১৬-৯	৮৭
কালি হৈতে তুমি	২৪-২৪৭	৭৭৯
কাশমূনি, আচার আদি	১৫-৯০	২১
কাশীতে গ্রাহক নাহি,	২৫-১৬৯	৮৮৮
কাশীতে প্রভুর চরিত্র	২৫-২১৯	৯০৩
কাশী-মিশ্র প্রদ্যুম্ন	২৫-২২৯	৯০৫
কাশীমিশ্র, রামানন্দ	১৬-২৫৪	১৫৫
'কাঁহারে রাবণা' প্রভু	১৫-৩৪	৮
কিংবা 'ধৃতি'-শব্দে	২৪-১৮০	৭৫৮
কি কাজ সন্ন্যাসে	১৫-৫১	১৩
কিছু দেবমূর্তি হয়	১৮-৫৯	২৫৯
কিছু ভয় নাহি,	২০-১৩	৪০৭
কিন্তু আজি এক মুঞি	১৮-৮৭	২৬৬

কিন্তু আমা-দুহাঁর ১৭-৯ ১৬৯
কিন্তু কাহোঁ 'কৃষ্ণ' ১৮-১০৮ ২৭১
কিন্তু তোমার প্রেম ১৭-১৭২ ২১৯
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে ১৯-১৫৮ ৩৬৪
কিবা আমি অন্নপাত্রে ১৫-৬১ ১৫
কিবা প্রলাপিলাঙ ২৪-৮ ৭০১
কিবা প্রার্থনা, কিবা ১৬-৬২ ৯৮
কিবা মোর কথায় ১৫-৬০ ১৫
কিবা যুক্তি কৈল ১৫-৩৮ ৯
কিবা রঘুনন্দন-পিতা ১৫-১১৪ ৩৪
কিম্বা নিজপ্রাণ ১৫-২৬২ ৭১
কিশোরশেখর-ধর্মী ২০-৩৭৮ ৫২৫
কুণ্ডের 'মাধুরী'—যেন, ১৮-১১ ২৪৪
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা ১৮-১৪ ২৪৫
'কুবর্ত্তি'-পদ এই ২৪-২৫ ৭০৬
কুলীনগ্রামী পট্টডোরী ১৬-৪৯ ৯৫
কুলীনগ্রামী পূর্ববৎ ১৬-৬৯ ১০৩
কুলীন গ্রামীরে কহে ১৫-৯৮ ২২
কৃপা করি' তেঁহো ১৭-১৬৭ ২১৮
কৃপা করি' বল মোরে ১৮-২০৪ ২৯৭
কৃপা করি' যদি ২০-১০১ ৪২৯
কৃপার সমুদ্র, দীন- ১৭-৭৫ ১৮৭
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, ২২-৭৮ ৬১৩
কৃষ্ণকথায় প্রভুর ১৯-৬৩ ৩২৪
'কৃষ্ণ' কহ, 'কৃষ্ণ' কহ ১৮-২০৬ ২৯৭
কৃষ্ণ কহে, আমা ২২-৩৮ ৫৯৭
কৃষ্ণ কহে "এই ২১-৮৪ ৫৫৯
কৃষ্ণ কহে,—"তোমা ২১-৭৫ ৫৫৭
কৃষ্ণ কহেন—'কোন্ ২১-৬০ ৫৫৩
'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন' ২৩-২৮ ৬৬০
কৃষ্ণ কৃপাদি-হেতু ২৪-২০৫ ৭৬৬
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে ২৪-১৮৮ ৭৬০
কৃষ্ণ কৃপালু অর্জুনেরে ২২-৫৬ ৬০৬
কৃষ্ণ—কৃপালু, আমায় ১৭-৬৯ ১৮৬
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ' করি' ১৭-৪০ ১৭৮
কৃষ্ণ কেনে দরশন ১৮-১০১ ২৬৯
কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় ২৩-৩৪ ৬৬২
কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিনে ১৫-১৭ ৫
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ২৫-২৬৫ ৯১৪
কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব-রসতত্ত্ব ১৯-১১৫ ৩৩৮
কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত ২৪-৩১৮ ৮০৬
'কৃষ্ণ, তোমার হঙ্ ২২-৩৩ ৫৯৫
'কৃষ্ণদাস কহে,—আমার ১৮-১৭৩ ২৯০
কৃষ্ণদাস—রাজপুত ১৮-১৬৭ ২৮৮
কৃষ্ণ দেখি' নানা জন ২১-১২২ ৫৭১
কৃষ্ণ—'ধ্যান' করে ২০-৩৩৫ ৫০৯
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ১৭-১৩৫ ২০৭
"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার ১৬-৭২ ১০৩
কৃষ্ণনাম লয়, নাচে ১৮-১২২ ২৭৭
'কৃষ্ণ-নিত্যদাস'—জীব ২২-২৪ ৫৯১
'কৃষ্ণপদার্চন' হয় ২০-৩৩৬ ৫১০
কৃষ্ণ প্রীত্যে ভোগত্যাগ ২২-১১৬ ৬২৯
'কৃষ্ণপ্রেম', 'ভক্তিরস', ২৪-৩৫৩ ৮২৮
'কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ' ২১-১৯ ৫৪১
'কৃষ্ণ' বলি' পড়ে সেই ১৮-২০৯ ২৯৮
কৃষ্ণ-বহির্মুখ-দোষে ২৪-১৩৬ ৭৪২
কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা-ত্যাগ ১৯-২১৪ ৩৯২
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা ১৭-১৭৩ ২১৯
কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন ২৪-১৮২ ৭৫৯
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, ১৯-১৪৯ ৩৫৩
কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয় ২২-৫ ৫৮২
কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল ২২-৮৩ ৬১৫
'কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ' ২৫-১৫০ ৮৮২
কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তগণ ২৫-২৭৩ ৯১৭
কৃষ্ণভক্তি হয় ২২-১৭ ৫৮৭
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব ২০-১১৭ ৪৩৪
কৃষ্ণমননে মুনি কৃষ্ণে ২৪-২২৪ ৭৭৪
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইলা ১৯-৫ ৩০৬
কৃষ্ণমাধুর্য-সেবানন্দ ২০-১২৬ ৪৪০
কৃষ্ণ মান্য-পূজ্য ২১-৬৩ ৫৫৪
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে ২২-৪৭ ৬০১
কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে ১৯-২০১ ৩৮৫
কৃষ্ণলীলা অমৃত ২৫-২৭১ ৯১৬
কৃষ্ণলীলা-কালের সেই ১৮-৭৬ ২৬৪
কৃষ্ণলীলা স্থানে ২৩-৩৬ ৬৬৩
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, ২০-১০৫ ৪৩০
কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা ২৩-২২ ৬৫৮
কৃষ্ণ-সহ দ্বারকা ২১-৭৯ ৫৫৭
কৃষ্ণ—সূর্যসম; মায়া ২২-৩১ ৫৯৪
কৃষ্ণ সেই নারিকেল ১৫-৭৫ ১৭
কৃষ্ণ সেই সত্য করে ১৫-১৬৬ ৪৫
কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য—সিন্ধু ২১-১৩৫ ৫৭৫

কৃষ্ণাঙ্গ—লাবণ্যপুর ২১-১৩৮ ৫৭৭
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে ১৭-২২৩ ২৩৮
'কৃষ্ণারামাশ্চ' এব- ২৪-২২৮ ৭৭৫
কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা ২১-১২৬ ৬৩২
কৃষ্ণে জানাঞা দ্বারী ২১-৬২ ৫৫৪
কৃষ্ণের অচিন্ত্য- ২১-৭১ ৫৫৬
কৃষ্ণের আসন-পীঠ ১৫-২৩১ ৬২
কৃষ্ণের এই চারি ২০-১৯০ ৪৬৪
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য—অপার ২১-৯৮ ৫৬২
কৃষ্ণের করুণা কিছু ১৯-৪৯ ৩১৯
কৃষ্ণে রতি গাঢ় ২৩-৪ ৬৫২
কৃষ্ণে 'রতির' চিহ্ন ২৩-৩৮ ৬৬৩
কৃষ্ণের দর্শনে, কারো ২৪-১২৭ ৭৩৯
কৃষ্ণের প্রাভববিলাস ২০-২১০ ৪৬৯
কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি, ১৯-১৯৮ ৩৮৪
কৃষ্ণের ভোগ লাগাঞাছ ১৫-২২৭ ৬১
কৃষ্ণের মধুর রূপ ২১-১০২ ৫৬৪
কৃষ্ণের মহিমা রহু ২১-২৮ ৫৪৩
কৃষ্ণের মাধুরী আর ২১-১৪৮ ৫৮০
কৃষ্ণের যতেক খেলা ২১-১০১ ৫৬৩
কৃষ্ণের স্বরূপ—অনন্ত, ২০-১৪৯ ৪৪৯
কৃষ্ণের স্বরূপগণের ২৪-৩৫২ ৮২৮
কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার ২০-১৫২ ৪৫১
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন ২০-১১১ ৪৩২
'কে অন্ন-ব্যঞ্জন ১৫-৫৯ ১৫
'কে আমি', 'কেনে ২০-১০২ ৪২৯
কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' ২২-২১ ৫৮৯
কেবল ব্রহ্মোপাসক ২৪-১০৮ ৭৩২
কেবল 'স্বরূপ-জ্ঞান' ১৯-২১৯ ৩৯৩
'কেবলা'র শুদ্ধপ্রেম ১৯-২০৩ ৩৮৬
কেমনে ছাড়িব ১৫-১৪৬ ৪০
'কেমনে ছুটিলা' বলি ২০-৬৫ ৪২০
কেয়াপত্র-কলাখোলা ১৫-২০৯ ৫৭
কেশব ভেদে পদ্মশঙ্খ ২০-২৩৮ ৪৭৬
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ ১৯-১৩৯ ৩৪৮
'কেশী' স্নান করি' সেই ১৮-৮৩ ২৬৫
কেহ অন্ন আনি' ১৭-৫৯ ১৮৩
কেহ কহে,—এই ২৫-১৯৬ ৮৯৬
কেহ কান্দে, কেহ ১৯-৩৯ ৩১৭
কেহ ভূমে পড়ে, ১৭-৩৩ ১৭৬
কেহ যদি তাঁর মুখে ১৭-৪৮ ১৮০
কেহ যদি দেশে ১৯-১২৪ ৩৪১
কেহ যদি সঙ্গ লইতে ১৭-৬ ১৬৮
কৈছে অষ্টপ্রহর ১৯-১২৬ ৩৪২
কোটি-কামধেনু পতির ১৫-১৭৯ ৪৯
কোটিজ্ঞানি-মধ্যে হয় ১৯-১৪৮ ৩৫৩
কোন কল্পে যদি ২০-৩০৫ ৪৯৯
কোন প্রকারে পারোঁ ২৫-৯ ৮৩১
কোন ব্রহ্মাণ্ড ২১-৮৫ ৫৫৯
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন ২০-৩৯৫ ৫২৯
'কোন্ ব্রহ্মা' পুছিলে ২১-৬৫ ৫৫৪
কোন ভাগ্যে কারো ২২-৪৫ ৬০০
কোন ভাগ্যে কোন ২৩-৯ ৬৫৪
কোন মতে রাজা ১৯-১৪ ৩০৯
কৌতুক দেখিয়া প্রভু ১৭-৪৩ ১৭৯
ক্রম করি' কহে প্রভু ১৬-৭৫ ১০৭
ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড ২০-৩৮৪ ৫২৬
ক্রিয়াশক্তিপ্রধান ২০-২২৫ ৪৮২
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ ২৪-২৩৭ ৭৭৭
ক্ষণেক ইহাঁ বৈস ১৮-১৭১ ২৮৯
ক্ষণে নাচে, হাসে, ১৭-১১২ ১৯৯
ক্ষীর বাঁটি' সবারে ১৬-৩১ ৯১

খ

খণ্ডবাসী নরহরি ১৬-১৮ ৮৯
খণ্ডের মুকুন্দদাস, ১৫-১১২ ৩৩

গ

গঙ্গাতীর-পথে প্রভু ২৫-২০৯ ৯০১
গঙ্গাতীর-পথে সুখ ১৮-১৪৭ ২৮৪
গঙ্গাপথে দুইভাই ২৫-২১২ ৯০১
গঙ্গা-পথে মহাপ্রভুরে ১৯-১১৩ ৩৩৭
গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ ১৯-৪০ ৩১৭
গড়দ্বার-পথ ছাড়িলা ২০-১৬ ৪০৮
গদাধর-পণ্ডিত আসি' ১৬-২৫৫ ১৫৫
গদাধর-পণ্ডিত যবে ১৬-১৩০ ১১৮
গদাধর পণ্ডিত রহিল ১৫-১৮৩ ৫১
গদাধর-পণ্ডিতে তেঁহো ১৬-৭৮ ১০৮
গদাধরে ছাড়ি' গেনু ১৬-২৭৮ ১৬০
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ ১৯-৮৭ ৩৩০
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে ২০-২৭৯ ৪৯৩
গর্ভোদকশায়ি দ্বারা ২০-৩০৩ ৪৯৮

গলে মালা দেন ১৫-৯ ৩
গাভী দেখি' স্তব্ধ ১৭-১৯৫ ২৩১
গায়ত্রীর অর্থে এই ২৫-১৪৭ ৮৮০
গাল ফুলিল, আচার্য ১৬-৮১ ১০৯
গুণরাজ-খাঁন কৈল ১৫-৯৯ ২৩
'গুণ' শব্দের অর্থ ২৪-৪১ ৭১০
গুণাকৃষ্ট হঞা করে ২৪-১১৯ ৭৩৬
গুণাবতার, আর ২০-২৪৬ ৪৭৯
গুরুতুল্য স্ত্রীগণের ২৪-৫৭ ৭১৫
গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা ২২-১১৫ ৬২৯
গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ ২৪-৩৩০ ৮১১
গৃহস্থ বিষয়ী আমি ১৫-১০৩ ২৫
'গৃহস্থ' হয়েন ইঁহো ১৫-৯৫ ২২
'গোকুল' দেখিয়া ১৮-৬৯ ২৬২
গোকুলে 'কেবলা' রতি ১৯-১৯৩ ৩৮৩
গোপাল প্রকট করি' ১৭-১৬৮ ২১৮
গোপাল মন্দিরে গেলা ১৮-৪১ ২৫৩
গোপাল সঙ্গে চলি' ১৮-৪০ ২৫৩
গোপালের সৌন্দর্য দেখি' ১৮-৩৭ ২৫১
গোপীচন্দন-মালা ২৪-৩৩৩ ৮১৯
গোপীনাথাচার্য গেলা ১৫-২৭১ ৭৬
গোপীভাব-দরপণ, ২১-১১৮ ৫৬৯
'গোবর্ধন-উপরে আমি ১৮-২৩ ২৪৭
গোবর্ধন দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট ১৮-৩৩ ২৫০
গোবর্ধন দেখি' প্রভু হইলা ১৮-১৬ ২৪৬
গোবর্ধন-যজ্ঞে অন্ন ১৫-২৪২ ৬৫
'গোবিন্দ কুণ্ডাদি' তীর্থে ১৮-৩৫ ২৫১
'গোবিন্দ' ভক্ত, আর বাণী ১৮-৫২ ২৫৬
গোবিন্দের মাধুরী দেখি' ২০-১৭৯ ৪৬১
গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে ১৬-১৮৯ ১৩৫
গোলোক, গোকুল-ধাম ২০-৩৯৬ ৫২৯
গোলোকাখ্য গোকুল ২১-৯১ ৫৬১
গোসাঞি কহে,—এক ২০-৪৩ ৪১৩
গোসাঞি কহে,—কেহ' ২০-৩২ ৪১০
গোসাঞি কহে,—'যে ২০-৯৩ ৪২৭
'গোসাঞি, প্রয়াণ পথ ২৪-২৩৮ ৭৭৭
গোসাঞির আবেশ ১৫-৩৫ ৯
গৌড়িয়া—'বাটপাড়'- ১৮-১৭৫ ২৯০
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা ১৯-৯ ৩০৮
গৌর-দেশ দিয়া যাব ১৬-৯১ ১১১
গৌর দেশে হয় মোর ১৬-৯০ ১১০
গৌর, বঙ্গ, উৎকল ১৭-৫২ ১৮২
গ্রন্থ বাড়ে, পুনরুক্তি ২৫-১৭ ৮৩৪
'গ্রামে গ্রামে' নূতন ১৬-১১১ ১১৫
গ্রামে ধ্বনি হৈল ২৪-২৬৬ ৭৯০

ঘ

ঘট ভরি' প্রভুর তেঁহো ১৬-৫২ ৯৬
ঘরে আসি' ভট্টাচার্য তাঁরে ১৫-২০১ ৫৫
ঘরে আসি' ভট্টাচার্য যাঠীর ১৫-২৬০ ৬৯
"ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে ২৪-২৫৯ ৭৮৭
ঘরে লঞা আইলা ১৭-৮৭ ১৯০
ঘরে বসি' করে ১৫-৭ ৩
ঘৃত-সিক্ত পরমান্ন ১৫-২১৭ ৫৯

চ

'চ' 'অপি, দুই শব্দ ২৪-৬৫ ৭১৮
'চ'—অবধারণে, ইহা ২৪-১৮৫ ৭৬০
'চ' এবার্থে—'মুনয়ঃ ২৪-২২৫ ৭৭৪
চক্রাদি-ধারণ-ভেদে ২০-১৯৫ ৪৬৫
চড়াইতে চড়াইতে গায় ১৫-২৮২ ৭৯
চড়ি' গোপী-মনোরথে ২১-১০৭ ৫৬৬
চণ্ডাল—পবিত্র যাঁর ১৬-১৮৪ ১৩২
চতুর্থে—মাধব পুরীর ২৫-২৪৬ ৯০৯
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম ১৬-১১৬ ১১৬
চন্দ্রশেখর কহে,—"প্রভু ১৭-৯৪ ১৯২
চন্দ্রশেখরের ঘরে ২০-৪৬ ৪১৩
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু ২০-৬৯ ৪২১
চলি' চলি' গোসাঞি ২০-৩৭ ৪১২
চ শব্দ অপি অর্থে ২৪-১৭১ ৭৫৪
'চ'—শব্দে 'অন্বাচয়ে' ২৪-২২৩ ৭৭৩
চ-শব্দে 'অপি'র ২৪-১৬২ ৭৫০
চ-শব্দে 'এব' ২৪-২০২ ৭৬৫
চ-শব্দে করি ২৪-১৪৮ ৭৪৬
চ—শব্দে 'সমুচ্চয়ে' ২৪-২২১ ৭৭৩
চাতুর্মাস্য-অন্তে পুনঃ ১৬-৫৯ ৯৭
চারিজনের পুনঃ ২০-১৯৪ ৪৬৫
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় ২৪-৬৪ ৭১৭
চারি বর্ণাশ্রমী যদি ২২-২৬ ৫৯২
চারিবেদ-উপনিষদে ২৫-৯৮ ৮৬১
চারিমাস রহিলা ১৫-১৬ ৫
চারিযুগাবতারে এই ২০-৩৪৯ ৫১৫

চিচ্ছক্তিবিভূতি-ধাম ২১-৫৫ ৫৫২
চিত্ত আর্দ্র হৈল ১৮-১৮৬ ২৯২
চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ ২৩-৬০ ৬৭২
'চিত্রোৎপলা নদী' ১৬-১১৯ ১১৬
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ ২৫-৩৫ ৮৪০
চেতন পাঞা পুনঃ ১৮-৭৩ ২৬৩
চৈতন্য-গোসাঞি যেই ২৫-৪৫ ৮৪৪
চৈতন্য-গোসাঞির ১৫-২৬১ ৬৯
চৈতন্য-চরিত্র এই ১৮-২২৮ ৩০৩
'চৈতন্য'-নাম তাঁর ১৭-১১৭ ২০১
চৈতন্যলীলা—অমৃতপুর ২৫-২৭৭ ৯১৮
চৈতন্যের কৃপা রূপ ১৯-১৩৩ ৩৪৪
চৌদিকেতে লক্ষ লোক ২৫-৬৫ ৮৫০
চৌদ্দ এক দিনে, ২০-৩২১ ৫০৬

ছ

ছয়ের ছয় মত ২৫-৫৩ ৮৪৬

জ

জগৎ তারিতে প্রভু ১৫-১৬০ ৪৩
জগৎ ভাসিল চৈতন্য ১৭-২৩৩ ২৪০
জগৎমঙ্গল তাঁর ১৭-১১৩ ২০০
জগন্নাথ দেখি' প্রভু ২৫-২৩২ ৯০৬
জগন্নাথ পরেন তথা ১৬-৭৯ ১০৮
জগন্নাথ-সেবক ২৫-২৩৩ ৯০৬
জগন্নাথে আজ্ঞা মাগি' ১৬-৯৬ ১১২
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু ১৬-৯৫ ১১১
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ২০-২৬০ ৪৮৩
জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড ২০-৩৯৪ ৫২৯
জন্ম হৈতে শুক ২৪-১১৩ ৭৩৪
জয় জয় গৌরচন্দ্র ১৬-২ ৮৬
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ২২-২ ৫৮২
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় ১৫-২ ২
জয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ১৫-৩ ২
জল আনি' ভক্তে ২৪-২৭৫ ৭৯৩
জলদস্যুভয়ে সেই ১৬-১৯৮ ১৩৭
জলশূন্য ফল দেখি' ১৫-৭৬ ১৮
জাত-অজাত রতিভেদে ২৪-২৮৮ ৭৯৮
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু ১৮-১১৩ ২৭৩
জীব নিস্তারিতে প্রভু ২৫-২৬৪ ৯১৩
জীব-বহু মারি' ১৯-২৫ ৩১৩
'জীবন্মুক্ত' অনেক, ২৪-১২৯ ৭৩৯
জীবে 'বিষ্ণু' বুদ্ধি ২৫-৭৯ ৮৫৫
জীবের দুঃখ দেখি' ১৫-১৬২ ৪৩
জীবের পাপ লঞা ১৫-১৬৩ ৪৩
জীবের স্বভাব-কৃষ্ণ ২৪-২০১ ৭৬৫
জীবের 'স্বরূপ' হয় ২০-১০৮ ৪৩১
জ্যৈষ্ঠে—ত্রিবিক্রম, ২০-২০০ ৪৬৬
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য যেন ২০-৩৮৭ ৫২৭
জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ২২-১৪৫ ৬৪১
জ্ঞানমার্গে উপাসক ২৪-১০৭ ৭৩২
জ্ঞানমার্গে—নির্বিশেষ ২৪-৮৩ ৭২৩
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, ২০-১৫৭ ৪৫২
জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা ২২-২৯ ৫৯৩

ঝ

'ঝারিখণ্ডে' স্থাবর-জঙ্গম ১৭-৪৬ ১৮০

ট

টুঙ্গি উপর বসি ২০-৪০ ৪১২

ড

ডাহিনে-বামে ধ্বনি শুনি' ১৭-৩৫ ১৭৬

ত

তথা এক ভৌমিক ২০-১৭ ৪০৮
তথাপি এই সূত্রের ২৪-৩২৯ ৮১০
তথাপি এতেক অন্ন ১৫-২৩৮ ৬৪
তথাপি চ-কারের ২৪-৬৬ ৭১৮
তথাপি চলিলা ১৬-১৫ ৮৮
তথাপি তাঁর দর্শন ১৭-৫১ ১৮১
তথাপি পুরী দেখি' ১৭-১৮০ ২২২
তথাপি যবন-মন ২০-১৪ ৪০৭
'তদীয়'—তুলসী, বৈষ্ণব ২২-১২৫ ৬৩২
তদেকাত্মরূপে ২০-১৮৪ ৪৬৩
তপন মিশ্র তবে ২০-৬৮ ৪২১
তপন মিশ্র, রঘুনাথ ২৫-১৭৯ ৮৯১
তপনমিশ্র শুনি' ১৯-২৪৭ ৪০০
তপনমিশ্রেরে আর ২০-৬৭ ৪২০
'তপস্বী' প্রভৃতি যত ২৪-২১৬ ৭৭১
তবু আমি শুনিলুঁ ১৬-২৬৭ ১৫৮
তবু পূজ্য হও, তুমি ২৫-৮২ ৮৫৫

তবু বৃন্দাবন যাহ' ১৬-২৮১ ১৬১
তবু লিখিবারে নারে ১৭-২৩২ ২৩৯
তবে আর নারিকেল ১৫-৮৫ ২০
তবে 'ওড্র দেশসীমা' ১৬-১৫৬ ১২৬
তবে করে ভক্তিবাধক ২৪-৬২ ৭১৭
তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে ২১-৮৯ ৫৬০
তবে কৃষ্ণ সর্ব ২১-৮০ ৫৫৮
তবে ক্রুদ্ধ হঞা ১৯-২৪ ৩১৩
তবে 'খেলা-তীর্থ' দেখি ১৮-৬৬ ২৬১
তবে গদাধর-পণ্ডিত ১৬-২৭৯ ১৬১
তবে গালি, শাপ ১৫-২৫১ ৬৭
তবে চলি' আইলা ১৮-১৫ ২৪৫
তবে তার দিশা ২৪-৩২৭ ৮১০
তবে তাঁরে কহে প্রভু ১৮-১০০ ২৬৯
তবে তাঁরে বান্ধি' ১৯-৩০ ৩১৫
তবে দুই ঋষি ২৪-২৬৯ ৭৯১
তবে দুঁহে জগন্নাথ ২৫-২৩৭ ৯০৭
তবে নবদ্বীপে ১৬-২৫০ ১৫৪
তবে পার হঞা ২০-৩৪ ৪১১
তবে প্রভু তাঁর হাত ২০-৫৪ ৪১৫
তবে প্রভু সার্বভৌম ১৬-৮৭ ১১০
তবে বারাণসী ২০-৪৫ ৪১৩
তবে বাসুদেবে প্রভু ১৫-১৫৮ ৪৩
তবে বিপ্র প্রভুরে ১৭-১৭৫ ২২০
তবে ভট্ট মহাপ্রভুরে ১৯-৬৫ ৩২৪
তবে ভট্টাচার্য তারে ১৭-১৭৪ ২২০
তবে ভট্টাচার্য সেই ১৮-১৩৯ ২৮২
তবে ভুঞা গোসাঞির ২০-৩৩ ৪১১
তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ২০-২৭৬ ৪৯২
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক ২১-১৪৭ ৫৮০
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ ২৫-১৫ ৮৩৩
তবে মহাপ্রভু তাঁর শিরে ২৩-১২৪ ৬৯৭
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা ১৬-১৮৭ ১৩৪
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে ১৯-৫৫ ৩২১
তবে মহাপ্রভু সব ১৫-৩৯ ১০
তবে মহাপ্রভু সেই ১৭-১৬৪ ২১৮
তবে মিশ্র পুরাতন ২০-৭৮ ৪২৩
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে ১৬-১৯০ ১৩৫
তবে যদি মহাপ্রভুর ২৫-১৯৭ ৮৯৬
তবে যায় তদুপরি ১৯-১৫৪ ৩৬০
তবে যে চ-কার, ২৪-১৫২ ৭৪৭
তবে 'রামকেলি' ১৬-২১১ ১৪৩
তবে রামানন্দ আর ১৫-১০২ ২৫
তবে রূপ গোসাঞি ১৮-৪৮ ২৫৪
তবে লগুড় লঞা ১৫-২৩ ৬
তবে সনাতন প্রভুর...ধরিয়া ২৪-৩ ৭০০
তবে সনাতন প্রভুর...ধরিয়া ২৩-১১৯ ৬৯৬
তবে সনাতন প্রভুর...পড়িয়া ২০-৯৮ ৪২৮
তবে সনাতন সব ২৩-১১৫ ৬৯৩
তবে সব লোক ২৫-১৬২ ৮৮৭
তবে সার্বভৌম করে ১৫-১৯৩ ৫৩
তবে সার্বভৌম প্রভুর ১৫-১৯১ ৫৩
তবে সুখ হয় যবে ১৮-১৫০ ২৮৫
তবে সুবুদ্ধি-রায় ২৫-১৯৪ ৮৯৫
তবে সেই দুই ১৯-৩১ ৩১৫
তবে সেই পাঠান চারি ১৮-১৬৬ ২৮৮
তবে সেই বিপ্র ১৭-১৮৭ ২২৯
তবে সেই ব্যাধ ২৪-২৭৪ ৭৯৩
তবে সেই মহাপ্রভুর ১৬-১৯২ ১৩৫
তবে সেই মৃগাদি ২৪-২৬৩ ৭৮৯
তবে সেই যবন ২০-৯ ৪০৬
তবে সেই সাত ২০-২৬ ৪০৯
তাতে কৃষ্ণ ভজে ২২-২৫ ৫৯১
তাতে ছয় দর্শন ২৫-৫৬ ৮৪৭
তাতে ভাসে মায়া ১৫-১৭৬ ৪৮
তাতে মালী যত্ন ১৯-১৫৭ ৩৬৩
তাতে মোরে এই ১৫-১৫১ ৪১
তাঁতে রমে যেই, ২৪-২৮৬ ৭৯৮
তাতে সাক্ষী সেই ২১-১১৬ ৫৬৯
তাবৎ রহিব আমি ১৫-২৮৯ ৮১
"তার আগে যবে ১৭-১২৫ ২০৩
তার উপদেশ মন্ত্রে ২২-১৫ ৫৮৬
তার এক ফল পড়ি' ১৫-১৭৩ ৪৮
তার এক রাই ১৫-১৭৭ ৪৯
তার তলে পরব্যোম ২১-৪৬ ৫৪৯
তার তলে 'বাহ্যাবাস' ২১-৫২ ৫৫১
তাঁর দৈন্য দেখি' ১৬-২৬৩ ১৫৭
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে ২০-২৮৭ ৪৯৫
তাঁর পিতা সদা ১৬-২২৫ ১৪৭
তাঁর প্রেমবশ আমি ১৫-৪৯ ১৩
তাঁর প্রেমে আনি' ১৫-৬৫ ১৬
তাঁর ভক্তি দেখি' প্রভুর ১৬-১০৫ ১১৪

তার মধ্যে ব্রজদেবীর ২৫-২৫৩ ৯১০
তার মধ্যে মনুষ্য- ১৯-১৪৫ ৩৫১
তার মধ্যে মিলিলা ১৬-২১৪ ১৪৪
তার মধ্যে যে যে বর্ষে ১৬-৮৩ ১০৯
তার মধ্যে 'স্থাবর' ১৯-১৪৪ ৩৫০
তাঁর মুখ দেখি' ১৬-৬১ ৯৮
তার লাগি' গোপীনাথ ১৬-৩৩ ৯২
তাঁর সঙ্গে অন্যোন্যে ১৮-২২০ ৩০১
তাঁর সূত্রের অর্থ ২৫-৯২ ৮৫৯
তাঁর সেবা ছাড়ি' ১৫-৪৮ ১৩
তাঁর সেবা বিনা ১৮-১৯৪ ২৯৪
তার স্ত্রী তার ২৫-১৯০ ৮৯৩
তারুণ্যামৃত—পারাবার ২১-১১৩ ৫৬৮
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু ১৯-১৪২ ৩৯৯
তারে কহে,—'ওরে ২০-৮৫ ৪২৫
তারে বিদায় দিয়া ২০-৩৬ ৪১১
তাঁরে বিদায় দিল ১৬-২০০ ১৩৭
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু ১৬-৬৮ ১০২
তা-সবার প্রীতি ১৭-২০৩ ২৩২
তাঁ-সবার মুকুট ২১-৯৪ ৫৬২
তাঁ-সবারে কৃপা করি' ১৮-২১০ ২৯৮
তাহা কে কহিতে পারে ১৮-২২৪ ৩০২
তাহাঞি আরম্ভ কৈল ১৬-৪০ ৯৩
তাহা দেখি' জ্ঞান ১৭-১০৯ ১৯৯
তাঁহা বিনা ১৬-৬ ৮৬
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ১৯-১৫৫ ৩৬১
তাহাঁ যাইতে কর তুমি ১৬-১৯১ ১৩৫
তাঁহা যৈছে কৈলা ২৫-১৬ ৮৬৪
তাঁহার চরিত্রে ১৬-১৩৮ ১২১
তাহার বচন প্রভু ১৭-২০ ১৭২
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি' ২০-৫১ ৪১৪
তাহারে কহিও—সেই ২০-১১ ৪০৭
তাঁহা লঞা রূপ ১৯-৩৭ ৩১৭
তাহাঁ লীলাস্থলী দেখি' ১৮-৫৭ ২৫৮
তাহাঁ সিদ্ধি করে ১৬-৬৫ ১০০
তাঁহা সেই অন্ন ১৭-৬৩ ১৮৪
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের ১৯-১৬৩ ৩৬৭
তাহাঁ স্তম্ভ রোপণ ১৬-১১৫ ১১৬
তাহাঁ হৈতে অবশ্য ১৬-২৪৮ ১৫৪
তাহাঁ হৈতে আগে ১৬-২০৬ ১৩৯
তাঁহা হৈতে পুনঃ ২০-১৯৩ ৪৬৫
তিনবারে 'কৃষ্ণনাম' না ১৭-১২৭ ২০৩
তিন মুদ্রার ভোট ২০-৯২ ৪২৬
তিন লক্ষ মুদ্রা ২০-৩৯ ৪১২
তিন সাধনে ভগবান্— ২৪-৮০ ৭২২
তীর্থ 'লুপ্ত' জানি ১৮-৫ ২৪৩
'তুমি আমায় আনি' ১৮-১৫৩ ২৮৫
"তুমি এক জিন্দাপীর ২০-৫ ৪০৫
'তুমি কেনে দুঃখী, ২০-১২৮ ৪৪১
তুমি জান, কৃষ্ণ নিজ ১৬-১৪৪ ১২২
তুমি ত' ঈশ্বর, তোমার ২৫-৯০ ৮৫৮
তুমি ত' ঈশ্বর, মুঞি ১৫-২৪৩ ৬৬
তুমি—বক্তা ভাগবতের ২৪-৩১৬ ৮০৫
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ' ১৬-১৭২ ১২৯
তুমি যাঁর হিত ১৫-১৬৯ ৪৬
তুমি যাঁহা-যাঁহা রহ ১৬-২৮০ ১৬১
তুমি যে কহিলা ২৩-১২১ ৬৯৭
তুমিহ করিহ ভক্তি ২৩-১০৩ ৬৮৬
তুমিহ নিজ-ছায়ে ১৫-১৯৮ ৫৫
তুলসী-পরিক্রমা ২৪-২৬১ ৭৮৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২৫-২৪৫ ৯০৮
তৃতীয়-পুরুষ বিষ্ণু ২০-২৯৪ ৪৯৬
তৃতীয়-প্রহরে লোক ১৮-৮১ ২৬৫
তৃতীয় বৎসরে ১৬-১২ ৮৮
তেঁতুল-তলে বসি' ১৮-৭৮ ২৬৪
তেঁহো কহে,—এক ২০-৪৯ ৪১৪
তেঁহো কহে,—"কে ১৬-৭১ ১০৩
তেঁহো কহে,—তোমার ২৫-৭৫ ৮৫৩
তেঁহো কহে,—"দিন ২০-৪২ ৪১৩
তেঁহো কহেন,—"তুমি ১৭-৭৭ ১৮৭
তেঁহো কহে,—যাবে ১৯-২৯ ৩১৫
তেঁহো কহে,—"রহস্য ২০-৮৭ ৪২৫
তেঁহো দণ্ডবৎ কৈল' ১৯-৬২ ৩২৩
তেঁহো যদি প্রসাদ ১৫-২৪৭ ৬৭
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড ১৫-১৭৪ ৪৮
তৈছে ভক্তি-ফলে ২০-১৪১ ৪৪৬
তোমা দেখি জিহ্বা ১৮-২০৩ ২৯৬
তোমা দেখি, তোমা ২০-৬০ ৪১৮
তোমা মারি, মোহর ২০-৩০ ৪১০
তোমার ইচ্ছা-মাত্রে ১৫-১৭১ ৪৭
তোমার কি কথা ১৫-১০১ ২৪
তোমার ঘরে কীর্তনে ১৫-৪৬ ১৩

'তোমার ঠাঞি জানি ২০-২৪ ৪০৯
তোমার 'দোষ' কহিতে ১৭-১২৬ ২০৩
তোমার নাম শুনি' হয় ১৮-১২৪ ২৭৭
তোমার পণ্ডিত-সবার ১৮-১৯৭ ২৯৫
তোমার বহুত ভাগ্য ১৫-২৩০ ৬১
'তোমার বিচিত্র নহে ১৫-১৬৫ ৪৫
তোমার শাস্ত্রে কহে ১৮-১৯০ ২৯৩
তোমারে 'ভিক্ষা' দিব ১৭-১৮২ ২২২
ত্রয়োদশে—রথ ২৫-২৫২ ৯১০
ত্রয়োবিংশে— ২৫-২৬০ ৯১২
ত্রিপাদবিভূতি কৃষ্ণের ২১-৫৭ ৫৫২
ত্রিবিক্রম পদ্মগদাচক্র ২০-২৩০ ৪৭৫
ত্রিবেণী-উপর প্রভুর ১৯-৬০ ৩২২
'ত্র্যধীশ্বর'—শব্দের ২১-৯০ ৫৬০

দ

দক্ষিণ যাইতে যৈছে ১৮-২২১ ৩০১
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে ২০-২২২ ৪৭৩
দণ্ডবৎ-স্থানে ২৪-২৭১ ৭৯১
দণ্ডবন্ধ লাগি' চৌঠি ১৯-৮ ৩০৭
দধিদুগ্ধ-ভার সবে ১৫-১৮ ৫
দধি যেন খণ্ড ২৩-৪৯ ৬৬৭
দন্তধাবণ, স্নান ২৪-৩৩২ ৮১৯
দশপ্রকার শাক, নিম্ব ১৫-২১০ ৫৭
দশ-বিশ-শত ২১-৬৭ ৫৫৫
দশসহস্র মুদ্রা তথা ১৯-৩৪ ৩১৬
দর্শনের কার্য আছুক ১৮-১২৩ ২৭৭
দাক্ষিণাত্য-বিপ্র তাঁরে ১৯-২৪৩ ৩৯৯
দাক্ষিণাত্য-বিপ্র-সনে ১৯-৪৪ ৩১৮
দামোদর স্বরূপ, এই ১৫-১৯৫ ৫৪
দামোদর-স্বরূপ, পণ্ডিত ২৫-২২৮ ৯০৫
দারিদ্র-নাশ, ভবক্ষয় ২০-১৪২ ৪৪৭
'দারু'-'জল'-রূপে ১৫-১৩৪ ৩৮
'দারুব্রহ্ম'-রূপে—সাক্ষাৎ ১৫-১৩৫ ৩৮
দাস-সখা পিত্রাদি ২২-১৬১ ৬৪৮
দিন কত রহ, সন্ধি ১৬-১৬০ ১২৭
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য ২৪-৩৪০ ৮২৪
দিন দশ রহি' ২৫-২২১ ৯০৩
দিন দুই-চারি তেঁহো ১৬-১৫৭ ১২৬
দীক্ষা-পুরশ্চর্যা-বিধি ১৫-১০৮ ২৮
দীঘি খোদাইতে ২৫-১৮৮ ৮৯৩
দুই উপবাসে কৈলা ২০-২২ ৪০৯
দুই গণ্ড সুচিক্কণ ২১-১২৭ ৫৭৩
দুইগুচ্ছ তৃণ দুঁহে ১৯-৪৬ ৩১৮
দুই-চারি দিনের ১৭-৬২ ১৮৪
দুই জন কহে, তুমি ১৭-৮ ১৬৯
দুইজন মিলি' তথা ২০-৪১ ৪১২
দুইজনে গলাগলি ২০-৫৩ ৪১৫
দুইদিকে মাতা-পিতা ১৮-৬০ ২৫৯
দুই পাশে সুগন্ধি ১৫-২২০ ৫৯
দুইবিধ ভক্ত হয় ২৪-২৮৭ ৭৯৮
দুইভাই দূর হৈতে ১৯-৬৬ ৩২৪
দুইভাই বিষয়- ১৯-৪ ৩০৬
দুই ভাই—ভক্তরাজ ১৬-২৬১ ১৫৭
দুই মহাপাত্র,—হরিচন্দন ১৬-১১৩ ১১৫
দুই মালা গোবিন্দ ১৬-৩৯ ৯৩
দুই রাজপাত্র যেই ১৬-১৫০ ১২৪
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি ২৫-২০৬ ৯০০
'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে— ২৪-৯৯ ৭২৯
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড ১৬-২১১ ৫৮
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে ২০-৩০৯ ৫০১
দুর্লভ' 'দুর্গম' সেই ১৬-২৭০ ১৫৯
'দুঁহার দুঃখ দেখি' ১৫-২৫৩ ৬৮
'দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম ১৯-৭১ ৩২৬
দুঁহার মুখে নিরন্তর ১৯-৭০ ৩২৬
দুঁহে কহে,—এবে ১৬-৯৩ ১১১
দুঁহে কহে,—রথযাত্রা ১৬-৮ ৮৭
দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি' ১৭-১৫৯ ২১৭
দূর হৈতে তাহা দেখি' ১৮-১০৫ ২৭০
দূর হৈতে প্রভু দেখি' ১৬-১৭৯ ১৩১
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি ২০-৩৮৬ ৫২৭
দেখি' কৃষ্ণদাস কান্দি' ১৮-১৩৮ ২৮২
দেখি' চতুর্মুখ ব্রহ্মা ২১-৬৯ ৫৫৫
দেখি' চতুর্মুখ ব্রহ্মার ২১-৮১ ৫৫৮
দেখি' তার পিতা ১৬-২৪৪ ১৫৩
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় ১৮-৪৩ ২৫৩
দেখি' বল্লভ-ভট্ট ১৯-১০৮ ৩৩৬
দেখি' ভট্টাচার্যের মনে ১৭-২৭ ১৭৪
দেখি' মহাপ্রভু বড় ১৫-৩০ ৮
দেখি' মহাপ্রভুর 'বৃন্দাবন' ১৭-৩৮ ১৭৭
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য, ২৫-৬৭ ৮৫১

দেখিয়া ব্যাধের প্রেম ২৪-২৭৭ ৭৯৩
দেখিয়া ব্যাধের মনে ২৪-২৬৪ ৭৮৯
দেখিলে সে জানি ১৭-১১৪ ২০০
দেখি' সব গ্রাম্য-লোকের ১৮-৬ ২৪৩
'দেবীধাম' নাম তার ২১-৫৩ ৫৫১
দেশ-পাত্র দেখি' ১৯-৩৮ ৩২৯
দেহ-দেহীর, নাম ১৭-১৩২ ২০৫
দেহারামী কর্মনিষ্ঠ ২৪-২১৪ ৭৭০
দেহারামী দেহে ভজে ২৪-২১২ ৭৬৯
দেহারামী, সর্বকাম ২৪-২১৮ ৭৭২
'দ্বাদশ-আদিত্য' হৈতে ১৮-৭২ ২৬৩
দ্বাদশ-তিলক-মন্ত্র ২০-২০২ ৪৬৭
দ্বাদশ-মাসের দেবতা ২০-১৯৮ ৪৬৬
দ্বারকাতে ষোল-সহস্র ১৫-২৪০ ৬৫
দ্বারকাদি—বিভু ২১-৭৮ ৫৫৭
দ্বারে এক 'বৈষ্ণব' ২০-৪৭ ৪১৪
'দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি' ২০-৪৮ ৪১৪
দ্বারের উপর ভিতে ১৫-৮১ ১৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে— ২৫-২৪৪ ৯০৮
দ্বিবিধ 'বিভাব',— ২৩-৫০ ৬৬৭

ধ

ধন পাইলে যৈছে ২০-১৪০ ৪৪৬
ধনুক ভাঙ্গি' ব্যাধ ২৪-২৫৮ ৭৮৬
ধর্ম প্রবর্তন করে ২০-৩৪১ ৫১২
ধর্ম স্থাপন হেতু ১৭-১৮৫ ২২৪
ধর্মাচারি-মধ্যে বহুত ১৯-১৪৭ ৩৫২
'ধর্মাদি' বিষয়ে ২৫-১২১ ৮৬৯
ধাত্রাশ্বত্থগোবিপ্র ২২-১১৭ ৬২৯
ধিক্ ধিক্ আপনাকে ১৬-২৭৫ ১৬০
ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে ১৬-১৭১ ১২৯
ধ্বনি—বড় উদ্ধত ২১-১৪২ ৫৭৮

ন

নদী-তীরে একখানি ২৪-২৬০ ৭৮৭
নদীয়া-বাসী ব্রাহ্মণের ১৬-২১৯ ১৪৬
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর ১৫-১০০ ২৪
নব-নিম্বপত্র-সহ ১৫-২১৩ ৫৮
নবমে—কহিলুঁ দক্ষিণ ২৫-২৫০ ৯১০
নব-যোগীশ্বর জন্ম ২৪-১১৮ ৭৩৬
নরহরি রহু আমার ১৫-১৩২ ৩৭
নাচে, কুন্দে ব্যাঘ্রগণ ১৭-৪১ ১৭৮
নাচে মকর-কুণ্ডল ২১-১২৯ ৫৭৩
না দিলেক লক্ষ-কোটি ২১-১৩৩ ৫৭৫
নানা-ভাবের ভক্তজন ২৫-২৭৪ ৯১৭
নানা শ্লোক পড়ি' ১৯-৪৭ ৩১৯
নাম-গানে সদা রুচি ২৩-৩২ ৬৬২
নাম-প্রেম দিয়া কৈল ১৭-৫৪ ১৮২
'নাম' 'বিগ্রহ' 'স্বরূপ' ১৭-১৩১ ২০৪
নাম-মহিমা, নামাপরাধ ২৪-৩৩৬ ৮২২
নায়ক, নায়িকা-দুই ২৩-৯২ ৬৮৩
নারদ কহে,—"অর্থ ২৪-২৪৯ ৭৭৯
নারদ কহে,—"ইহা ২৪-২৪৬ ৭৭৯
নারদ কহে,—'একবস্ত্র ২৪-২৪৪ ৭৭৮
নারদ কহে,—ঐছে ২৪-২৮১ ৭৯৬
নারদ কহে,—"পথ ২৪-২৩৯ ৭৭৭
নারদ কহে,—'বৈষ্ণব' ২৪-২৭৯ ৭৯৫
নারদ কহে,—"ব্যাধ ২৪-২৭২ ৭৯২
নারদ কহে,—"যদি জীবে ২৪-২৪১ ৭৭৮
নারদ কহে,—'যদি ধর ২৪-২৫৫ ৭৮৫
নারদ-সঙ্গে ব্যাধের ২৪-২৫২ ৭৮২
নারদ সেই অর্থ ২৫-৯৬ ৮৬০
নারদের সঙ্গে শৌন- ২৪-১২৬ ৭৩৯
নারায়ণ ভেদে নানা ২০-২৩৯ ৪৭৭
নিকটে যমুনা বহে ১৮-৭৭ ২৬৪
নিকটে হরিধ্বনি শুনি' ২৫-৬৬ ৮৫১
নিজ-কৃত কৃষ্ণলীলা ১৯-৯৫ ৩৩২
নিজগণ লঞা প্রভু ২৫-১৬৮ ৮৮৮
নিজগুণ শুনি' ১৫-১৫৯ ৪৩
নিজ-গুণে তবে হরে ২৪-৬৩ ৭১৭
নিজ-গ্রন্থে কর্ণপূর ২৪-৩৪৭ ৮২৬
নিজ ঘরে লঞা ১৯-২৪৮ ৪০০
নিজ-চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ ২১-৯৬ ৫৬২
নিজ-লোক লঞা প্রভু ২৫-১৬৭ ৮৮৮
নিজ-শাস্ত্র দেখি' ১৮-১৯৮ ২৯৫
নিজ-সম সখা-সঙ্গে ২১-১০৮ ৫৬৬
নিজাংশ-কলায় কৃষ্ণ ২০-৩০৭ ৫০০
নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ২০-২৮৬ ৪৯৪
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ২২-১৫৯ ৬৪৭
'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে ২২-১২ ৫৮৫
'নিত্যমুক্ত'-নিত্য কৃষ্ণ ২২-১১ ৫৮৫
নিত্য যাই' দেখি ১৫-৫৩ ১৪

'নিত্যলীলা' কৃষ্ণের	২০-৩৮৫	৫২৭
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম	২২-১০৭	৬২৫
নিত্যানন্দ কহে,—আমি	১৬-৬৬	১০১
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল	১৫-৪২	১১
নিত্যানন্দে কহে প্রভু	১৬-৬৩	৯৮
নিত্যানন্দের পরিচয়	১৬-২৯	৯১
নিন্দা করাইতে তোমা	১৫-২৫৬	৬৮
নিমাঞি নাহিক এথা	১৫-৫৭	১৪
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম	২৫-১৫৪	৮৮৩
নিরন্তর করে সবে	১৬-১৬৪	১২৭
'নিরন্তর কৃষ্ণনাম' জিহ্বা	১৭-১১১	১৯৯
নিরন্তর দুঁহে চিন্তি	১৭-৯৭	১৯৪
নিরন্তর প্রেমাবেশে	১৭-৬৭	১৮৫
'নির্গ্রন্থ'-শব্দে কহে	২৪-১৬	৭০৩
'নির্গ্রন্থ হঞা'	২৪-২২৬	৭৭৪
"নির্গ্রন্থা অপি"র এই	২৪-১৫৩	৭৪৭
'নির্গ্রন্থা এব' হঞা,	২৪-৩০২	৮০১
'নির্গ্রন্থাঃ'—অবিদ্যা	২৪-১৪৭	৭৪৬
'নির্গ্রন্থাঃ' হঞা ইঁহা	২৪-২২২	৭৭৩
নির্গ্রন্থা-শব্দে	২৪-২২৭	৭৭৪
নির্জন-বনে চলে	১৭-২৫	১৭৩
নির্ঝরেতে উষ্ণোদকে	১৭-৬৬	১৮৫
নির্বিঘ্নে এবে কৈছে	১৬-২৭৭	১৬০
'নির্বিশেষ-গোসাঞি'	১৮-২০০	২৯৬
নির্বেদ-হর্ষাদি—	২৩-৫২	৬৬৯
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটী—	১৯-১৫৯	৩৬৪
"নীচ জাতি, নীচ-সঙ্গী	২০-৯৯	৪২৮
নীচজাতি, নীচসেবী	২৩-১২০	৬৯৭
নীবি খসায় পতি	২১-১৪৩	৫৭৮
নীলাচলে আছোঁ মুঞি	১৫-৫২	১৩
নীলাচলে ছিলা যৈছে	১৭-২২৬	২৩৮
নীলাচলে ভোজন তুমি	১৫-২৩৯	৬৪
নীলাদ্রি ছাড়ি' প্রভুর	১৬-৫	৮৬
নীলাম্বর চক্রবর্তী	১৬-২২০	১৪৬
নূতন সঙ্গী হইবেক	১৭-১৪	১৭০
নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান	১৮-১০৬	২৭১
নৌকাতে চড়িয়া প্রভু	১৬-১২২	১১৭
'ন্যায়' কহে—পরমাণু	২৫-৫১	৮৪৬

প

পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা	২৪-৫৮	৭১৬
পঙ্গু নাচাইতে যদি	২৩-১২২	৬৯৭
পঞ্চদশে—ভক্তের গুণ	২৫-২৫৪	৯১০
পঞ্চ পাইক	১৬-২২৯	১৪৮
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে	২৫-২৬২	৯১২
পঞ্চবিংশে—কাশী	২৫-২৬১	৯১২
পঞ্চবিধ রস—শান্ত	২৩-৫৩	৬৭০
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের	২৫-১২৫	৮৭১
পঞ্চম বৎসরে	১৬-৮৬	১১০
পঞ্চমে-সাক্ষিগোপাল	২৫-২৪৭	৯০৯
পঞ্চরস 'স্থায়ী'	১৯-১৮৮	৩৮২
পঞ্চ, ষোড়শ,	২৪-৩৩৪	৮১৯
পণ্ডিত কহে, দ্বারে	১৫-৮২	১৯
পণ্ডিত কহে, 'যাঁহা	১৬-১৩১	১১৯
পণ্ডিত কহে "সব	১৬-১৩৪	১২০
পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ	১৬-১৩৭	১২০
পণ্ডিতে লঞা	১৬-১৪৩	১২২
পত্রী পাঞা সনাতন	২০-৪	৪০৪
পথ ছাড়ি' নারদ	২৪-২৩৬	৭৭৭
পথে গাভীঘটা চরে	১৭-১৯৪	২২৩
পথে যাইতে করে	১৭-৩৪	১৭৬
পথে যাইতে ভট্টাচার্য	১৭-৫৭	১৮৩
পথে যাহাঁ যাহাঁ হয়	১৭-১৫৪	২১৫
পথে যে শূকর-মৃগ	২৪-২৪০	৭৭৮
পথে সেই বিপ্র	২৫-৬১	৮৪৯
পদ্মনাভ' ত্রিবিক্রম'	২০-২০৯	৪৬৯
পদ্মনাভ—শঙ্খপদ্ম	২০-২৩২	৪৭৫
পরব্যোম-মধ্যে	২০-২১৩	৪৭০
পরব্যোমে বাসুদেবাদি	২০-২২৬	৪৭৪
পরম আবেশে প্রভু	১৫-৩১	৮
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ	২১-৩৪	৫৪৫
পরম উদার ইঁহো	১৫-৯৪	২১
পরম কারণ ঈশ্বর	২৫-৫২	৮৪৬
পরম সন্তোষ প্রভুর	১৭-৬৪	১৮৫
পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো	২০-১৬১	৪৫৪
'পরমানন্দ কীর্তনীয়া'	২৫-৪	৮৩০
পরমার্থ-বিচার গেল	২৫-৪৩	৮৪৪
পরিক্রমা, স্তবপাঠ	২২-১২৩	৬৩২
পর্বতে না চড়ে দুই—	১৮-৪৫	২৫৪
'পশ্চিমে' খুদিবে	২০-১৩৩	৪৪৩
পাকশালার দক্ষিণে	১৫-২০৪	৫৬
পাঁচ-সহস্র মুদ্রা	২০-৮	৪০৬

পাছে যবে হুসেন-খাঁ	২৫-১৮৯	৮৯৩
পাছে সেই	১৬-২৮৩	১৬৪
পাঞা আজ্ঞা রায়	২৫-২০১	৮৯৮
পাঠান কহে,—তুমি	১৮-১৭২	২৯০
'পাঠান বৈষ্ণব' বলি	১৮-২১১	২৯৯
পাৎসাহ দেখিয়া সবে	১৯-১৯	৩১২
'পাতঞ্জল' কহে	২৫-৫২	৮৪৬
পাদপীঠ-মুকুটাগ্র	২১-৭২	৫৫৬
পাদপ্রক্ষালন করি'	২০-৭৩	৪২২
পাবনাদি' সব কুণ্ডে	১৮-৫৮	২৫৮
পারাপার-শূন্য গভীর	১৯-১৩৭	৩৪৬
পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণু	২০-৩১৪	৫০৩
পালে পালে ব্যাঘ্র	১৭-২৬	১৭৪
পিছলদা পর্যন্ত	১৬-১৫৯	১২৬
পীত-সুগন্ধি-ঘৃতে	১৫-২০৮	৫৭
পুনঃ উঠে, পুনঃ	১৬-১০৪	১১৩
পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে	২১-১৪৫	৫৭৯
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ	২০-১৯২	৪৬৫
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয়	১৯-১৯২	৩৮৩
পুনঃ মালা দিয়া	১৬-৪১	৯৪
পুনঃ শারী কহে	১৭-২১৫	২৩৬
পুনঃ শুক কহে	১৭-২১৩	২৩৫
পুনঃ সনাতন কহে	২৪-৩২৪	৮০৮
পুনঃ সেই	১৫-২৬৩	৭১
পুনঃ স্তুতি করি'	১৬-১০৬	১১৪
পুনরপি নিশ্বাস-সহ	২০-২৮০	৪৯৩
পুনরপি প্রভু	১৬-২১৬	১৪৪
পুনরুক্তি হয়	১৫-১৪	৪
পুরশ্চরণ-বিধি,	২৪-৩৩৮	৮২৩
পুরী-গোসাঞি, জগদানন্দ	১৫-১৮৪	৫২
"পুরী-গোসাঞি তোমার	১৭-১৭৭	২২০
পুরী-গোসাঞি ভিক্ষা	১৫-১৯৪	৫৪
পুরী-ভারতীর প্রভু	২৫-২২৭	৯০৫
পুরীর আবরণরূপে	২০-২৪১	৪৭৭
পুরুষাবতারের এই	২০-২৯৬	৪৯৭
পুরুষোত্তম, অচ্যুত,	২০-২০৪	৪৬৮
পুরুষোত্তম—চক্রপদ্ম	২০-২৩৩	৪৭৫
পূজা-পাত্রে	১৫-১০	৪
পূতনা-বধাদি যত	২০-৩৮১	৫২৬
পূর্ব আজ্ঞা,—বেদ	২২-৫৯	৬০৬
পূর্ব-উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের	২১-৯৩	৫৬১
পূর্বদিকে তাতে	২০-১৩৫	৪৪৩
পূর্ববৎ রথযাত্রা-কাল	১৬-৪৮	৯৫
পূর্ববৎ রথযাত্রা কৈল	১৬-৫৪	৯৬
পূর্ববৎ লিখি যবে	২০-৩৪৮	৫১৫
পূর্ব বৎসরে যাঁর	১৬-৪৬	৯৫
পূর্ব-রাত্রে	১৭-২১	১৭২
পূর্বে আমি ইহারে	১৫-১৩৮	৩৯
পূর্বে আমি তোমারে	২০-৭	৪০৬
পূর্বে প্রয়াগে আমি	২৩-১০২	৬৮৬
পূর্বে বৃন্দাবন	১৭-৭০	১৮৬
পূর্বে যবে সুবুদ্ধি	২৫-১৮৭	৮৯২
পূর্বে যেন 'দক্ষিণ'	১৭-১৫৩	২১৫
পূর্বে যৈছে রায়	২০-৯৫	৪২৭
'পূর্বে শুনিয়াছি প্রভু	১৭-৮৪	১৮৯
'পূর্বে শুনিয়াছোঁ,	২৪-৪	৭০০
'পীত'-বর্ণ ধরি' তবে	২০-৩৪০	৫১১
প্রকাশ-বিলাসের	২০-২৪৩	৪৭৮
প্রকাশানন্দ কহে,—	২৫-৮১	৮৫৫
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ	১৭-১০৪	১৯৬
প্রকাশানন্দের প্রভু	২৫-৭১	৮৫২
প্রকাশানন্দের শিষ্য	২৫-২৩	৮৩৬
প্রণবের যেই অর্থ	২৫-৯৪	৮৫৯
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায়	১৫-২৭	৭
প্রতিগ্রামে	১৬-১৫২	১২৫
'প্রতিজ্ঞা', 'সেবা'	১৬-১৩৯	১২১
প্রতিদিন পাঁচ-সাত	১৫-৭৩	১৭
প্রতিবর্ষে আমার	১৫-৯৭	২২
প্রতি বৃক্ষলতা প্রভু	১৭-২০৪	২৩৩
প্রতীত করিয়ে	১৬-১৭৭	১৩১
প্রথম পরিচ্ছেদে	২৫-২৪৩	৯০৮
প্রথমাবসরে জগন্নাথ	১৫-৫	২
প্রথমেই উপশাখার	১৯-১৬১	৩৬৬
প্রথমেই করে কৃষ্ণ	২০-২৫০	৪৮১
প্রথমেই তোমা সঙ্গে	১৭-১৬	১৭১
প্রদ্যুম্ন—চক্রশঙ্খগদা	২০-২২৫	৪৭৪
প্রদ্যুম্নের বিলাস	২০-২০৬	৪৬৮
প্রদ্যুম্নের—মূর্তি	২০-১৯৭	৪৬৬
প্রবেশ করিয়া দেখে	২০-২৮৫	৪৯৪
প্রভাতে উঠিয়া যবে	১৯-২৩৮	৩৯৮
প্রভু আইলা' বলি'	১৬-২০৩	১৩৮
প্রভু-আগে কহে	১৮-৯৭	২৬৮

প্রভু আশ্বাসন	১৫-২৮৩	৮০
প্রভু আসি'	১৬-২৫২	১৫৫
প্রভু-কর্ণে কৃষ্ণনাম	১৭-২২১	২২৭
প্রভু কহে,—"অন্যাবতার	২০-৩৫২	৫১৬
প্রভু কহে,—অমোঘ...দোষ	১৫-২৮৭	৮০
প্রভু কহে,—অমোঘ...বালক	১৫-২৯১	৮১
প্রভু কহে, আমি 'জীব',	২৫-৯১	৮৫৮
প্রভু কহে,—"আমি বাতুল	২৪-৭	৭০১
প্রভু কহে,—'ইহা আমি	২০-৯০	৪২৬
প্রভু কহে,—'ইহাঁ কর	১৬-১৩২	১১৯
প্রভু কহে—ইহা হৈতে	২৫-১৯৮	৮৯৭
প্রভু কহে,—উঠ	১৮-২০৫	২৯৭
প্রভু কহে,—উপাধ্যায়,	১৯-১০১	৩৩৪
প্রভু কহে,—কহ 'কৃষ্ণ'	১৭-২৯	১৭৪
প্রভু কহে,—কাহাঁ	১৮-১০৯	২৭২
প্রভু কহে,—কে তুমি	১৮-৮৫	২৬৫
প্রভু কহে—"কেনে	২৪-৩১৭	৮০৬
প্রভু কহে,—"কৃষ্ণঃ	২০-১০৪	৪৩০
প্রভু কহে,—গোপীনাথ	১৫-২৯৮	৮২
প্রভু কহে,—চতুরালি	২০-৩৬৬	৫২২
প্রভু কহে,—তুমি জগদ্	২৫-৭২	৮৫২
প্রভু কহে,—'তুমি 'গুরু'	১৭-১৭০	২১৯
প্রভু কহে,—তোমার কর্তব্য	১৯-২৪০	৩৯৯
প্রভু কহে,—"তোমার দুই	২০-৬৬	৪২০
প্রভু কহে,—'তোমার ভেটি	২০-৮৯	৪২৬
প্রভু কহে,—তোমার শাস্ত্র	১৮-১৮৯	২৯৩
প্রভু কহেন,—কহ, তেঁহো	১৯-৯৯	৩৩৩
প্রভু কহেন—কৃষ্ণসেবা	১৫-১০৪	২৫
প্রভু কহেন,—ঠক্ নহে,	১৮-১৮৩	২৯২
প্রভু কহে—নিন্দা নহে	১৫-২৫৭	৬৯
প্রভু কহে—'বিষ্ণু'...হীন	২৫-৭৮	৮৫৪
প্রভু কহে,—'বিষ্ণু'...কহিবা	১৮-১১১	২৭৩
প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-সেবা	১৬-৭০	১০৩
প্রভু কহে,—ভক্ত-সঙ্গী,	১৭-১৩	১৭০
প্রভু কহে,—ভাল কৈলে	১৫-২৩৬	৬৩
প্রভু কহে,—ভাল তত্ত্ব	১৯-১০৫	৩৩৫
প্রভু কহে,—"মহাপ্রসাদ	২৫-২৩৬	৯০৬
প্রভু কহে,— মায়াবাদী	১৭-১২৯	২০৪
প্রভু কহে,—যাঁর	১৫-১০৬	২৫
প্রভু কহে,—"যে করিতা	২৪-৩২৮	৮১০
প্রভু কহে,—শুন	১৯-১৩৬	৩৪৬
প্রভু কহে,—সনাতনে	১৯-৫৭	৩২১
প্রভু কহে,—"সেবা	১৬-১৩৩	১১৯
প্রভু-কৃপা পাঞা	১৯-৫২	৩২০
প্রভুকে মিলিতে	১৬-৩৭	৯৬
প্রভু ক্রমে ক্রমে	১৫-১৯২	৫৩
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দু	১৯-৩৮	৩১৭
প্রভু জল-কৃত্য করে	১৭-৩১	১৭৫
প্রভু জানেন—দিন	১৯-২৫১	৪০১
প্রভু তাঁরে কৃপা	১৮-৮৮	২৬৬
প্রভু তাঁরে বিদায়	১৬-২২৭	১৪৮
'প্রভু তোমায় বোলায়,	২০-৫০	৪১৪
প্রভু দেখি' করিল	১৮-৯৩	২৬৭
প্রভু দেখিবারে গ্রামের	১৯-১০৯	৩৩৬
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের বৃক্ষ	১৭-২০০	২৩২
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের স্থাবর	১৭-২০২	২৩২
প্রভু দেখি' সার্বভৌম	১৫-২৮৬	৮০
প্রভু-পদ ধরি'	১৫-২৯০	৮১
প্রভু-পদে পড়ি'	১৫-২৫৯	৬৯
প্রভু পাঠাইল তাঁরে	১৯-৯১	৩৩১
প্রভু-পাশ আসি'	১৫-১৮৬	৫২
প্রভু-প্রেম-সৌন্দর্য দেখি'	১৮-২০	২৪৬
প্রভু যবে স্থানে	২৪-১৭৫	৮৯০
প্রভুর আগে পুরী,	১২-২০৮	৮৬৩
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা	১৫-১৯৯	৫৫
প্রভুর উপদেশামৃত	২৩-১২৬	৬৯৮
প্রভুর গমন-রীতি পূর্বে	১৮-৫৬	২৫৮
প্রভুর চরণ ধরি'	১৭-৮৫	১৮৯
প্রভুর চরণে ধরি'	১৫-২৮০	৭৯
প্রভুর চরণে পড়ে	১৬-২২৪	১৪৭
প্রভুর চরণোদক	১৭-৮৮	১৯০
প্রভুর চলিবার	১৬-১১৮	১১৬
প্রভুর দরশনে শুদ্ধ	১৭-১২৩	২০২
প্রভুর দরশনে সবে	১৬-১২০	১১৭
প্রভুর প্রিয়-ব্যঞ্জন	১৬-৫৭	৯৭
প্রভুর প্রেমাবেশ, আর	১৯-৭৬	৩২৮
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি'	১৭-২২৫	২৩৮
প্রভুর বিচ্ছেদে	১৫-১৮২	৫১
প্রভুর বিরহে তিনে	১৭-১৪৮	২১৩
প্রভুর মহিমা দেখি	১৯-৪৩	৩১৮
প্রভুর রূপ-প্রেম	১৮-৮৪	২৬৫
প্রভুর 'শেখায়' মিশ্র	১৭-৯	১৯২

প্রভুর সেই	১৬-১৬২	১২৭
"প্রভুর স্বভাব,—যেবা	২৫-৮	৮৩১
প্রভুর হইল	১৬-৩	৮৬
প্রভুরে দেখিয়া ম্লেচ্ছ	১৮-১৬৪	২৮৮
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি'	১৭-৮৯	১৯১
প্রভুরে প্রণত হৈল	২৫-২২	৮৩৬
প্রভুরে মূর্ছিত দেখি'	১৭-২১৯	২৩৭
প্রভু লঞা গেলা	১৭-৮৬	১৯৫
প্রভু লাগি'	১৬-১৪৪	১২৩
প্রভু-সঙ্গে পুরী-	১৬-১২৭	১১৮
প্রভু-সঙ্গে মধ্যাহ্নে	১৮-৮৯	২৬৬
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট	২০-৫২	৪১৫
প্রয়াগ পর্যন্ত দুঁহে	১৮-২১৬	৩০০
'প্রয়াগে' আসিয়া প্রভু	১৭-১৪৯	২১৪
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে	২০-২১৬	৪৭০
প্রলয়ে অবশিষ্ট	২৫-১১২	৮৬৫
'প্র'-শব্দে—মোক্ষবাঞ্ছা	২৪-১০১	৭৩০
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে	২৪-৩১৯	৮০৬
প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা	১৭-৭	১৬৯
প্রসন্ন হঞা প্রভু	২০-৯৪	৪২৭
প্রসাদ লঞা	১৫-৫৬	১৪
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি'	১৭-২৪	১৭৩
প্রস্তাবে কহিলুঁ গোপাল	১৮-৫৫	২৫৭
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি	২১-১৭	৫৪০
প্রাতঃকালে অক্রূরে	১৮-১৩৪	২৮১
প্রাতঃকালে আইসে	১৮-১৪৯	২৮৬
প্রাতঃকালে আসি'	১৫-১৪৮	৪০
প্রাতঃকালে প্রভু মানস গঙ্গায়	১৮-৩২	২৫০
প্রাতঃকালে ভক্তগণ	১৭-২২	১৭৩
প্রাতঃকালে ভব্য-লোক	১৮-১০৩	২৭০
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু	১৮-১৫৫	২৮৬
প্রাতঃকালে সেই	১৬-১৯৮	১৩৬
প্রাতে প্রভু-সঙ্গে	১৮-৯০	২৬৬
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈলা	১৮-৭৫	২৬৩
প্রাভববিলাস—	২০-১৮৬	৪৬৩
প্রাভব-বৈভব—ভেদে	২০-১৮৫	৪৬৩
প্রাভব-বৈভব' রূপে	২০-১৬৭	৪৫৭
প্রায়শ্চিত্ত পুছিলা	২৫-১৯৫	৮৯৬
প্রীত্যঙ্কুরে 'রতি'	২২-১৬৫	৬৪৯
প্রেম দেখি' উপাধ্যায়ে	১৯-১০০	৩৩৩
'প্রেমফল' পাকি পড়ে	১৯-১৬২	৩৬৬
প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম	১৯-১৭৮	৩৭৪
প্রেমা ক্রমে বাড়ি	২৩-৪২	৬৬৫
প্রেমাদিক স্থায়িভাব	২৩-৪৭	৬৬৬
প্রেমানন্দে নাচে, গায়,	১৭-১৫৭	২১৬
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু	১৯-৪২	৩১৮
প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে	১৯-১০৭	৩৩৬
প্রেমাবেশে প্রভু যবে	১৮-১৭৮	২৯১
প্রেমী কৃষ্ণদাস, আর	১৮-১৫৮	২৮৬
প্রেমে গরগর মন	১৭-২২৯	২২৯
প্রেমে মত্ত চলি'	১৮-১৭	২৪৬
'প্রেমের বিবর্ত'	১৬-১৪৯	১২৩
'প্রেমোন্মাদে পড়ে	১৯-১১১	৩৩৭

ফ

ফুল-ফল ভরি	১৭-২০১	২৩২

ব

বংশী-গীতে হরে কৃষ্ণ	২৪-৫৩	৭১৪
বংশীধারী জগন্নাথী	১৭-২১৪	২৩৫
বত্তিশা-আঠিয়া কলার	১৫-২০৭	৫৭
বত্রিশে ছাব্বিশে	২৪-২৯৪	৭৯৯
'বন' দেখিবারে যদি	১৭-১৯২	২৩০
বন দেখি' ভ্রম হয়	১৭-৫৫	১৮৩
বনপথে দেখে	২৪-২৩১	৭৭৬
বনপথে যাইতে নাহি	১৭-১২	১৬৯
বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা	১৬-৭৩	১০৬
বল্লভ-ভোগের	১৬-৫৩	৯৬
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ	১৯-১৯৬	৩৮৩
বহুত উৎকণ্ঠা তাঁর	১৬-১৭৩	১২৯
বহুত উৎকণ্ঠা মোর	১৬-৮৮	১১০
বহুত সন্ন্যাসী যদি	১৫-১৯৭	৫৪
বহু নৃত্য করি' পুনঃ	১৬-৫০	৯৫
বহুমূল্য দিয়া আনি'	১৫-৮৭	২০
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভু	১৫-২৮	৭
'বাচস্পতি গৃহে' প্রভু	১৬-২০৭	১৩৯
বাটিতে কত শত বৃক্ষে	১৫-৭১	১৭
বাণীনাথ, কাশীমিশ্র	১৬-৪৫	৯৪
বাৎসল্যরতি, মধুর-	১৯-১৮৪	৩৭৬
বাৎসল্যে শান্তের গুণ'	১৯-২২৬	৩৯৫
'বাতুল' না হইও, ঘরে	১৮-১০২	২৭০
বাতুল বালকের মাতা	১৫-৫০	১৩

বাদিয়ার বাজি পাতি' ১৬-২৭২ ১৫৯
'বাপের ধন আছে' ২০-১৩১ ৪৪২
বার বার পলায় ১৬-২২৮ ১৪৮
বারাণসী-গ্রামে যদি ২৫-১৭৩ ৮৮৯
বারাণসী-বাস আমার ২৫-১০ ৮৩২
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরে, ১৯-১০৩ ৩৩৫
বাল্য, পৌগণ্ড হয় ২০-২৪৭ ৪৭৯
বাসুদেব-গদাশঙ্খচক্র ২০-২২৪ ৪৭৩
বাসুদেবের বিলাস দুই ২০-২০৫ ৪৬৮
বাহিরে আসি' রাজা ১৬-১১০ ১১৫
বাহু তুলি' প্রভু ২৫-১৭৬ ৮৯০
বাহু তুলি' বলে ১৭-১৮৯ ২২৯
বাহ্য, অভ্যন্তর—ইহার ২২-১৫৬ ৬৪৬
বাহ্য বিকার নাহি ১৮-১৫৬ ২৮৬
বাহ্য বৈরাগ্য, বাতুলতা ১৬-২৪৩ ১৫৩
বাহ্যে এক দ্বার ১৫-২০৬ ৫৬
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইহোঁ ১৫-১২০ ৩৫
বিংশতি পরিচ্ছেদে ২৫-২৫৮ ৯১১
বিচার করিয়া যবে ২৪-১৯১ ৭৬১
বিজয়া-দশমী—লঙ্কা ১৫-৩২ ৮
বিজ্ঞ-জনের হয় ২২-৯৭ ৬২০
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি ১৬-২৬২ ১৫৭
বিধি-ধর্ম ছাড়ি' ২২-১৪২ ৬৪০
বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ ২৪-২৮৯ ৭৯৮
বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহ ২৪-৮৭ ৭২৪
বিপুলায়তারুণ, মদন ২১-১৩১ ৫৭৪
বিপ্র কহে,—পাঠান ১৮-১৬৮ ২৮৯
বিপ্র কহে,—প্রয়াগে ১৮-১৪৩ ২৮৩
বিপ্র কহে,—'শ্রীপাদ ১৭-১৬৬ ২১৮
বিপ্র-গৃহে আসি' ১৯-৪৫ ৩১৮
বিপ্রগৃহে গোপালের ১৮-৩০ ২৪৯
'বিপ্রগৃহে' স্থূলভিক্ষা ১৯-২২৮ ৩৪২
'বিপ্রলম্ভ' চতুর্বিধ ২৩-৬৩ ৬৭৪
বিপ্র সব নিমন্ত্রয় ১৭-১০২ ১৯৬
বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তির ২২-১১৪ ৬২৯
বিভাব, অনুভাব, ২৩-৪৮ ৬৬৭
বিভুরূপে ব্যাপে ২৪-২২ ৭০৫
'বিভূতি' কহিয়ে ২০-৩৭৪ ৫২৪
বিরাট ব্যষ্টি-জীবের ২০-২৯৫ ৪৯৬
বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল, ২০-৩৬১ ৫২১
'বিশ্বাস' আসিয়া প্রভুর ১৬-১৭০ ১২৮
'বিশ্বাস' যাঞা তাহাঁরে ১৬-১৭৮ ১৩১
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য ১৯-২২৪ ৩৯৫
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু ২০-২১৭ ৪৭০
বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা, ২২-১২০ ৬৩১
বিষ্ণুমূর্তি—গদাপদ্মশঙ্খ ২০-২২৯ ৪৭৪
বিষ্ণুরূপ-হঞা ২০-২৮৯ ৪৯৫
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন ১৬-৫৬ ৯৭
বিস্মিত হঞা ব্রহ্মা ২১-৬১ ৫৫৪
বীজ, ইক্ষু, রস, ২৩-৪৩ ৬৬৫
বুদ্ধিমান্-অর্থে ২৪-৯১ ৭২৫
বুদ্ধো রমে আত্মারাম ২৪-১৮৭ ৭৬০
বৃক্ষডালে শুক-শারী ১৭-২০৮ ২৩৩
বৃদ্ধকালে রূপ-গোসাঞি ১৮-৪৬ ২৫৪
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ীর ১৫-২১২ ৫৮
বৃন্দাবন-গমন, প্রভু ১৮-২২৩ ৩০২
বৃন্দাবন দেখি' যবে ১৬-২৪০ ১৫২
'বৃন্দাবন যাব আমি ১৬-২৫৬ ১৫৬
বৃন্দাবন যাব কাহাঁ ১৬-২৭৪ ১৬০
বৃন্দাবন হৈতে তুমি ১৯-২৪১ ৩৯৯
বৃন্দাবন হৈতে যদি ১৮-১৪২ ২৮৩
বৃন্দাবনে আসি' প্রভু ১৮-৮০ ২৬৪
বৃন্দাবনে 'কৃষ্ণ' আইলা ১৮-১০৭ ২৭১
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা ২৩-১০৪ ৬৮৬
বৃন্দাবনে পুনঃ 'কৃষ্ণ' ১৮-৯১ ২৬৭
বৃন্দাবনে হইলা তুমি ১৮-১১০ ২৩৭
বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর ১৭-২৩১ ২৩৯
বেত্র, বেণু, দল ২১-২১ ৫৪২
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্ধেক ১৯-১৪৬ ৩৫১
বেদশাস্ত্র কহে-'সম্বন্ধ', ২০-১২৪ ৪৩৯
বেদশাস্ত্রে কহে-সম্বন্ধ, ২০-১৪৩ ৪৪৭
বেদাদি সকল শাস্ত্রে ২০-১৪৪ ৪৪৭
'বেদান্ত'-মতে,—ব্রহ্ম ২৫-৫৪ ৮৪৬
'বেদান্ত' শ্রবণ কর, না ১৭-১২১ ২০২
বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডগণ ২০-১৫০ ৪৫০
বৈকুণ্ঠে 'শেষ'-ধরা ২০-৩৭০ ৫২৩
বৈধীভক্তি-সাধনের ২২-১৪৮ ৬৪৩
বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের ২০-১৭৪ ৪৫৯
বৈভবপ্রকাশ যৈছে ২০-১৭৫ ৪৬০
বৈভবপ্রকাশে আর ২০-১৮৮ ৪৬৪
বৈরজে 'বৈকুণ্ঠ', ২০-৩২৬ ৫০৭
ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে ১৭-৪২ ১৭৯

ব্যাধ কহে,—"কিবা ২৪-২৪৮ ৭৭৯
ব্যাধ কহে,—'ধনুক ২৪-২৫৭ ৭৮৬
ব্যাধ কহে,—"বাল্য ২৪-২৫৩ ৭৮৪
ব্যাধ কহে,—'যেই ২৪-২৫৬ ৭৮৫
ব্যাধ কহে,—"শুন ২৪-২৪২ ৭৭৮
ব্যাধ তুমি, জীব ২৪-২৫০ ৭৮০
ব্যাসকৃপায় শুকদেবের ২৪-১১৬ ৭৩৫
ব্যাস-শুক-সনকাদির ২৪-২০৪ ৭৬৫
ব্যাসসূত্রের—অর্থ ২৫-৪৪ ৮৪৪
ব্রজে কৃষ্ণ-সর্বৈশ্বর্য ২০-৩৯৮ ৫৩১
ব্রজে গোপভাব রামের ২০-১৮৭ ৪৬৪
ব্রজে জ্যেঠা, খুড়া, ১৫-২৪১ ৬৫
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ২৩-৬৬ ৬৭৫
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর ১৮-৬২ ২৫৯
ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর, ২০-১৫৯ ৪৫৩
'ব্রহ্ম-আত্মা'-শব্দে ২৪-৯২ ৭২৩
'ব্রহ্ম'—শব্দে কহে ২৫-৩৩ ৮৩৯
'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ ২৪-৭১ ৭১৯
ব্রহ্মসাবর্ণ্যে 'বিষ্বক্- ২০-৩২৭ ৫০৭
ব্রহ্মা কহে,—তাহা ২১-৬৪ ৫৫৪
ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি ১৫-১৬৭ ৪৫
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ১৯-১৫১ ৩৫৬
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার ২১-৮৬ ৫৫৯
ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম ২১-১০৬ ৫৬৫
ব্রহ্মাদি রহু—সহস্রবদনে ২১-১২ ৫৩৮
ব্রহ্মানন্দ হৈতে...কৃষ্ণগুণ ১৭-১৩৯ ২০৯
ব্রহ্মানন্দ হৈতে...লীলারস ১৭-১৩৭ ২০৮
ব্রহ্মা বলে,—পূর্বে ২১-৮২ ৫৫৮
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব-তাঁর ২০-২৯১ ৪৯৬
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব'-তিন ২০-৩০১ ৪৯৮
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর ২১-৩৬ ৫৪৬
ব্রহ্মার একদিনে হয় ২০-৩২০ ৫০৫
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃ ২৫-৯৫ ৮৬০
ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞা ২০-৩১৭ ৫০৪
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিলা ১৯-৭ ৩০৭
ব্রাহ্মণসকল করেন ১৯-১১০ ৩৩৭

ভ

ভক্ত আমা প্রেমে ২৫-১২৭ ৮৭২
ভক্তগণ, শুন মোর ২৫-২৭২ ৯১৭
ভক্তগণ-সঙ্গে অবশ্য ১৭-৭১ ১৮৬
ভক্তগণে কহে,—শুন ১৫-১১৯ ৩৫
ভক্তগণে রাখিয়া ১৬-২৭৬ ১৬০
ভক্তগণে-লঞা তবে ১৭-৭৩ ১৮৬
ভক্ত-দুঃখে দেখি, ২৫-১৩ ৮৩৩
ভক্তদেহ পাইলে হয় ২৪-১১১ ৭৩৩
ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ ২২-৯৫ ৬১৯
ভক্তভেদে রতি-ভেদ ১৯-১৮৩ ৩৭৬
ভক্ত লাগি' বিস্তারিলা ২৫-২৬৭ ৯১৪
ভক্তি-প্রভাব, সেই ২৪-১৯৮ ৭৬৪
ভক্তিবলে 'প্রাপ্ত ২৪-১৩৪ ৭৪১
ভক্তি বিনা কেবল ২৪-১০৯ ৭৩২
ভক্তি বিনা মুক্তি ২৫-৩০ ৮৩৭
ভক্তি বিনু কোন ২৪-৯২ ৭২৫
ভক্তি বিনু মুক্তি ২৪-১৩৯ ৭৪৩
ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে ২০-৩০২ ৪৯৮
ভক্তির স্বভাব, ২৪-১১০ ৭৩৩
'ভক্তি'—শব্দের অর্থ ২৪-৩০ ৭০৭
ভক্তের মহিমা প্রভু ১৫-১১৮ ৩৪
'ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত' ২৪-১৩০ ৭৪০
'ভক্ত্যে' ভগবানের ২০-১৬৪ ৪৫৬
ভক্ত্যে মুক্তি পাইলেহ ২৪-১৪৩ ৭৪৫
ভক্ষ্য দিয়া করেন ১৬-২৭ ৯০
'ভগবত্তা' মানিলে ২৫-৪৮ ৮৪৫
ভট্ট কহে,—অম, ১৫-২৩৫ ৬৩
ভট্ট কহে,—চল, প্রভু ১৫-২৯৩ ৮২
ভট্ট মিলিবারে যায়, ১৯-৬৭ ৩২৪
ভট্টাচার্য আসি' প্রভুরে ১৮-১৮০ ২৯১
ভট্টাচার্য কৈল তবে ১৫-২২৩ ৬০
ভট্টাচার্য তবে কহে ১৮-৯৯ ২৬৮
ভট্টাচার্য দুই ভাইয়ে ১৯-৫৯ ৩২২
ভট্টাচার্য পণ্ডিত বিশ ১৯-১৭ ৩১০
ভট্টাচার্য পাক করে ১৭-৬১ ১৮৪
ভট্টাচার্য বলে,—প্রভু ১৫-২৩২ ৬২
ভট্টাচার্য 'ব্রহ্মকুণ্ডে' ১৮-২১ ২৪৭
ভট্টাচার্য লাঠি লঞা ১৫-২৫০ ৬৭
ভট্টাচার্য শ্রীরূপে ১৯-৮৯ ৩৩১
ভট্টাচার্য, সেই বিপ্র ১৭-২২৪ ২৩৮
ভট্টাচার্য সেবা করে ১৭-৬৫ ১৮৫
ভট্টাচার্যে আলিঙ্গিয়া ১৭-৭৬ ১৮৭
ভট্টাচার্যের গৃহে সব ১৫-২০২ ৫৫
ভট্টের বিস্ময় ১৯-৬৮ ৩২৫

ভদ্র করাঞা তাঁরে	২০-৭০	৪২১
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ	১৮-১৭৯	২৯১
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহে,	১৯-৮৪	৩৩০
ভাগবতারম্ভে ব্যাস	২০-৩৫৮	৫১৯
ভাগবতের এই শ্লোক	২১-৩২	৫৪৪
ভাগবতের সম্বন্ধ,	২৫-১০২	৮৬২
ভাগ্যবান্ তুমি, সফল	১৫-২২৮	৬১
ভাগ্য, মোরে	২১-৭৪	৫৫৬
ভাবকালি বেচিতে	১৭-১৪৪	২১২
ভাবিতে ভাবিতে	১৯-২৩৬	৩৯৮
ভারী বোঝা লঞা	১৭-১৪৫	২১২
ভালত' কহিল,—মোর	১৬-২৬৯	১৫৮
ভিক্ষা করাইল প্রভুরে	১৯-৮৮	৩৩০
ভিক্ষা করাঞা মিশ্র	১৯-২৪৯	৪০০
ভিক্ষা করি' বকুল	১৬-১০২	১১৩
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিলা	১৭-৯০	১৯১
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু বিশ্রাম	২০-৭৫	৪২২
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের	১৬-২৮৭	১৬৪
ভিক্ষা লাগি' ভট্টাচার্যে	১৭-১৭৬	২২০
ভিড় দেখি' দুই ভাই	১৯-৪১	৩১৭
ভুক্তি-মুক্তি আদি	১৯-১৭৫	৩৭৩
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী	২২-৩৫	৫৯৬
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-সুখ	২৪-৩৯	৭০৯
ভুক্তি, সিদ্ধি,	২৩-২৪	৬৫৯
ভূগর্ভ গোসাঞি, আর	১৮-৫০	২৫৬
ভূঞা হাসি' কহে,	২০-২৯	৪১০
ভূমেতে পড়িলা রায়	১৬-১৫৪	১২৫
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ	২১-১০৫	৫৬৫
ভৃষ্ট-মাষ-মুদ্গ-সূপ	১৫-২১৪	৫৮
ভোগের সময় পুনঃ	১৫-৭৪	১৭
ভোজন দেখিতে চাহে	১৫-২৪৬	৬৬
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি	২৪-৩১০	৮০৩

ম

মণি-পীঠে ঠেকাঠেকি	২১-৯৫	৫৬২
মৎস্য, কূর্ম, রঘুনাথ	২০-২৯৮	৪৯৭
মথুরা আসিয়া কৈলা	১৭-১৫৬	২১৬
মথুরা আসিয়া রায়	২৫-২০৩	৮৯৯
'মথুরা' চলিতে পথে	১৭-১৫২	২১৫
মথুরাতে কেশবের	২০-২১৫	৪৭০
মথুরাতে সুবুদ্ধি-রায়	২৫-২১১	৯১০
মথুরা-নিকটে আইলা	১৭-১৫৫	২১৫
'মথুরা'-পদ্মের পশ্চিম	১৮-১৮	২৪৬
মথুরা-মাহাত্ম্য	২৫-২১৫	৯০২
মথুরা যাইবার ছলে	১৭-৫৩	১৮২
মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব	২০-১৮১	৪৬২
মথুরার যত লোক	১৮-১৩০	২৮০
মদ্যপ যবন—রাজার	১৬-১৫৮	১২৬
মধুবন, তাল, কুমুদ	১৭-১৯৩	২৩০
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের	১৫-১৪১	৩৯
মধুর রসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা,	১৯-২৩১	৩৯৭
মধুর-রসে ভক্তমুখ্য	১৯-১৯১	৩৮২
মধুর হৈতে সুমধুর	২১-১৩৯	৫৭৭
মধুরৈশ্বর্য-মাধুর্য	২১-৪৪	৫৪৮
'মধ্যম-আবাস' কৃষ্ণের	২১-৪৭	৫৪৯
মধ্যলীলার কৈরিলু	২৫-২৪০	৯০৭
মধ্যলীলার ক্রম এবে	২৫-২৪২	৯০৮
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র	১৯-৫৮	৩২২
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু	২০-৭২	৪২২
মধ্যে মধ্যে আমি	১৫-৪৪	১২
'মনে' নিজ—সিদ্ধদেহ	২২-১৫৭	৬৪৬
মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্র	২৪-৩৩১	৮১৬
'মন্ত্রেশ্বর'-দুষ্টনদে	১৬-১৯৯	১৩৭
মন্বন্তরাবতার এবে	২০-৩১৯	৫০৫
'মমতা' অধিক, কৃষ্ণে	১৯-২২৫	৩৯৫
ময়ূরাদি পক্ষিগণ	১৭-৪৪	১৭৯
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি	১৭-২১৮	২৩৭
মর্কট-বৈরাগ্য না কর	১৬-২৩৮	১৫০
মহৎ-কৃপা বিনা	২২-৫১	৬০২
মহাপাত্র আনিল তাঁরে	১৬-১৮০	১৩১
মহাপাত্র চলি' আইলা	১৬-১৯৫	১৩৬
মহাপাত্র তাঁর সনে	১৬-১৯৩	১৩৬
মহাপাত্রে মহাপ্রভু	১৬-১৯৭	১৩৬
'মহাপ্রভু আইলা'—গ্রামে	২৫-২৩৪	৯০৬
মহাপ্রভু আইলা শুনি'	১৯-২৫৪	৪০২
মহাপ্রভু চলি' চলি,	১৯-২৪৪	৩৯৯
মহাপ্রভু তাঁরে যদি	১৭-১৮১	২২২
মহাপ্রভু দেখি' 'সত্য' কৃষ্ণ	১৮-৯৮	২৬৮
মহাপ্রভুর উপর	২৫-২২০	৯০৩
মহাপ্রভুর ভরে	১৯-৮১	৩২৯
মহাপ্রভুর যত বড়	১৯-১২৩	৩৪১
মহাবিদগ্ধ রাজা, সেই	১৫-১২৭	৩৭

মহা-বিরক্ত সনাতন	২৫-২১৪	৯০২
মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ	২১-৩৯	৫৪৭
মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের	২০-৩২৪	৫০৬
'মহাভাগবত'-লক্ষণ	১৭-১১০	১৯৯
মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজ	২৫-২১৭	৯০৩
মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজে	২০-৭৯	৪২৩
মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আইসে	১৭-১০১	১৯৫
মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আসি'	১৯-২৫৩	৪০১
মহা-রৌরব হৈতে	২০-৬৩	৪১৯
মহিষী-বিবাহে হৈল	২০-১৬৮	৪৫৭
মহিষী-হরণ আদি	২৩-১১৮	৬৯৫
মহৈশ্বর্যযুক্ত দুহেঁ	১৬-২১৮	১৪৫
মাঘ-মাস লাগিল	১৮-১৪৫	২৮৩
মাঘের দেবতা—মাধব	২০-১৯৯	৪৬৬
'মাৎসর্য'-চণ্ডাল কেনে	১৫-২৭৫	৭৬
মাতার চরণে ধরি'	১৬-২৪৯	১৫৪
'মাদনে'-চুম্বনাদি	২৩-৫৯	৬৭২
মাধবদাস-গৃহে তথা	১৬-২০৮	১৪৩
মাধবপুরীর কথা	১৬-৩২	৯২
মাধবপুরীর শিষ্য	১৮-১২৯	২৮০
মাধব-সৌন্দর্য দেখি	২৫-৬২	৮৫০
মাধবেন্দ্রপুরী তথা	১৬-২৭১	১৫৯
মাধুর্য ভগবত্ত সার	২১-১১০	৫৬৭
মায়াতীত পরব্যোম	২০-২৬৪	৪৮৪
মায়াতীত হৈলে হয়	২৫-১১৮	৮৬৭
মায়া-দ্বারে সৃজে	২০-২৫৯	৪৮৩
মায়াবাদ করিলা যত	২৫-৮৮	৮৫৮
মায়ামুগ্ধ জীবের	২০-১২২	৪৩৮
মায়ার যে দুই বৃত্তি	২০-২৭১	৪৮৭
মায়া-শক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি	২৪-২৩	৭০৫
মায়াসঙ্গ-বিকারী	২০-৩০৮	৫০১
মালী হঞা করে	১৯-১৫২	৩৫৮
মাসমাত্র রূপ	২৫-২০৮	৯০০
মিতভুক্ অপ্রমত্ত	২২-৮০	৬১৩
মিশ্র কহে,—'প্রভু	১৭-৯৯	১৯৫
মিশ্র কহে,—'সনাতনের	২০-৭৪	৪২২
মিশ্র-পুরন্দরের পূর্বে	১৬-২২১	১৪৬
মিশ্র সনাতনে দিলা	২০-৭৬	৪২২
মিশ্রের সখা তেঁহো	১৭-৯২	১৯২
'মীমাংসক' কহে,	২৫-৫০	৮৪৫
মুকুন্দ কহে,—রঘুনন্দন	১৫-১১৫	৩৪
মুকুন্দ দাসেরে পুঁছে	১৫-১১৩	৩৩
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ	১৫-১৩০	৩৭
মুক্তাহার—বকপাঁতি	২১-১০৯	৫৬৬
মুখবাস দিয়া প্রভুরে	১৯-৯০	৩৩১
মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি,	২০-১৪৬	৪৪৮
মুঞি ছার, মোরে	১৭-৭৮	১৮৭
মুঞি—নীচ-জাতি	২৪-৩২৫	৮০৮
'মুঞি যে শিখালুঁ	২৩-১২৩	৬৯৭
মুদ্গবড়া, মাষবড়া,	১৫-২১৫	৫৮
'মুনি'-আদি শব্দের	২৪-১৪	৭০২
'মুনি,' 'নির্গ্রন্থ'	২৪-২৯৩	৭৯৯
'মুনি'-শব্দে—পক্ষী	২৪-১৭৫	৭৫৫
'মুনি' শব্দে মনন	২৪-১৫	৭০৩
'মুমুক্ষু' জগতে	২৪-১২২	৭৩৭
মুরারী-গুপ্তেরে প্রভু	১৫-১৩৭	৩৯
মুর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ	২৪-১৭	৭০৩
'মূর্খ'-লোক করিবেক	১৭-১৮৩	২২২
মৃগছাল চাহ যদি	২৪-২৪৫	৭৭৯
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধে	১৮-১১৯	২৭৬
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি'	১৭-১৯৮	২৩১
মৃগী-ব্যাধিতে আমি	১৮-১৮৪	২৯২
মৃগের গলা ধরি'	১৭-২০৭	২৩৩
মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী	২৪-১২১	৭৩৭
মোক্ষাদি আনন্দ যার	১৮-১৯৫	২৯৫
মোর যত কার্য	১৯-২২	৩১৩
"মোর সহায় কর	১৭-৪	১৬৮
মোর সুখ চাহ যদি	১৬-১৪১	১২১
"মোরে বস্ত্র দিতে	২০-৭৭	৪২৩
মৌষল-লীলা, আর	২৩-২১৭	৬৯৫
ম্লেচ্ছ কহে,—যেই	১৮-১৯৯	২৯৫
ম্লেচ্ছগণ আসি' প্রভুর	১৮-১৮১	২৯১
ম্লেচ্ছদেশ, কেহ	১৮-২১৭	৩০০
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা	১৮-৪৭	২৫৪

য

যত্ন করি' তেঁহো	২০-৪৪	৪১৩
যথা রহি, তথা ঘর	১৬-২৫৯	১৫৬
যথা-স্থানে নারদ	২৪-২৬৫	৭৯০
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ	১৯-১৫৬	৩৬২
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য	২০-২৫৭	৪৮২
যদ্যপি তোমারে সব	২৫-৭৪	৮৫৩

যদ্যপি পরব্যোম ২০-২১২ ৪৬৯
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা ১৬-১৪ ৮৮
যদ্যপি প্রভু লোক ১৭-৫০ ১৮১
যদ্যপি বৃন্দাবন-ত্যাগে ১৮-১৫২ ২৮৫
যদ্যপি ভট্টের আগে ১৯-৮২ ৩২৯
যদ্যপি 'সনোড়িয়া' ১৭-১৭৯ ২২১
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু ১৬-১১ ৮৭
যমলার্জুনভঙ্গাদি ১৮-৬৮ ২৬২
যমুনা দেখিয়া প্রেমে ১৭-১৫০ ২১৪
যমুনার 'চব্বিশ ঘাটে' ১৭-১৯০ ২২৯
যমুনার জল দেখি' ১৯-৭৮ ৩২৮
যাইতে এক বৃক্ষতলে ১৮-১৫৯ ২৮৭
যাবৎ তোমার হয় ১৯-২৫০ ৪০১
যাঁর ইচ্ছা, পাছে ২০-১৮১ ৮৯১
যাঁর ইচ্ছা, প্রয়াগে ১৯-১১২ ৩৩৭
যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা ২৩-৩৯ ৬৬৪
যাঁর পুণ্যপুঞ্জফলে ২১-১৩২ ৫৭৪
'যাঁর সঙ্গে হয় ১৬-২৬৬ ১৫৮
যাঁহা তাঁহা প্রভুর ২৫-৭ ৮৩১
যাঁহা নদী দেখে ১৭-৫৬ ১৮৩
যাঁহা বিপ্র নাহি ১৭-৬০ ১৮৪
যাহার কোমল শ্রদ্ধা ২২-৬৯ ৬১০
যাঁহার দর্শনে মুখে ১৬-৭৪ ১০৬
যাঁহার দর্শনে লোকে ১৭-১৬২ ২১৭
যাঁহার হৃদয়ে এই ২৩-১৭ ৬৫৬
যাহা হৈতে পাই ২২-১৬৬ ৬৪৯
যুক্তবৈরাগ্য-স্থিতি ২৩-১০৫ ৬৮৭
যুগাবতার এবে শুন ২০-৩২৯ ৫০৮
যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ ১৮-৯ ২৪৪
যেই গ্রন্থকর্তা চাহে ২৫-৪৯ ৮৪৫
যেই গ্রাম দিয়া যান ১৭-৪৭ ১৮০
যেই তর্ক করে ইহাঁ ১৮-২২৭ ৩০২
যেই তাঁরে দেখে ১৭-১১৮ ২০১
যেই মূঢ় কহে ১৮-১১৫ ২৭৫
যেই যেই কহিল, প্রভু ১৮-১৮৮ ২৯৩
যেই যেই জন প্রভুর ১৮-২১৯ ৩০০
যেই সূত্রকর্তা, সে যদি ২৫-৯৩ ৮৫৯
যেই সূত্রে যেই ঋক্ ২৫-৯৯ ৮৬১
"যে কহে—'কৃষ্ণের ২১-২৫ ৫৪৩
যে-কালে দ্বিভুজ ২০-১৭৬ ৪৬০
যে কালে সন্ন্যাস ১৫-৫১ ৯৩
যে-গ্রামে রহেন ১৭-৫৮ ১৮৩
যে তোমার ইচ্ছা ১৮-১৫৪ ২৮৬
যে দিবস প্রভু ২৫-১৮ ৮৩৪
যে দেখিবে কৃষ্ণানন ২১-১৩৪ ৫৭৫
যে 'বিগ্রহ' নাহি ২৫-১১৫ ৮৬৬
যে মাধুরীর ঊর্ধ্ব ২১-১১৫ ৫৬৮
যে লীলা-অমৃত বিনে ২৫-২৭৮ ৯১৯
যৈছে আমার 'স্বরূপ' ২৫-১০৭ ৮৬৪
যৈছে তৈছে ছুটি' ১৯-৩৫ ৩১৬
যৈছে তৈছে যোহি ২৪-৬০ ৭১৬
যৈছে দধি, সিতা, ১৯-১৮২ ৩৭৬
যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস ১৯-১৭৯ ৩৭৫
যৈছে সূর্যের স্থানে ২৫-১১৭ ৮৬৭
যোঽসি সোঽসি ১৫-১১ ৪
যোগমায়া চিচ্ছক্তি ২১-১০৩ ৫৬৪
'যোগারুরুক্ষু' ২৪-১৫৮ ৭৪৯
যোগ্যপাত্র হও ২০-১০৭ ৪৩১
যোগ্যভাবে জগতে ২৪-৫৫ ৭১৫
যোড়-হাতে ব্রহ্মা ২১-৭৩ ৫৫৬

র

'রক্ষকের হাতে মুক্রি ১৬-২৩৫ ১৪৯
রঘুনন্দন সেবা ১৫-১২৮ ৩৭
রঘুনন্দনের কার্য— ১৫-১৩১ ৩৭
রঘুনাথের পায় মুক্রি ১৫-১৪৯ ৪০
রতি-প্রেম-তারতম্যে ২২-৭১ ৬১০
'রতি'-লক্ষণা, 'প্রেম' ২৪-৩১ ৭০৭
রসগণ-মধ্যে তুমি ১৯-১০৪ ৩৩৫
রসালা-মথিত দধি ১৫-২১৮ ৫৯
রাগভক্তি, বিধিভক্তি ২৪-৮৪ ৭২৩
রাগভক্ত্যে ব্রজে ২৪-৮৫ ৭২৩
রাগময়ী-ভক্তির হয় ২২-১৫২ ৬৪৪
রাগমার্গে ঐছে ২৪-২৯২ ৭৯৯
রাগহীন জন ভজে ২২-১০৯ ৬২৫
রাগাত্মিকা-ভক্তি ২২-১৪৯ ৬৪৩
রাঘব পণ্ডিত আসি' ১৬-২০৪ ১৩৮
রাঘব পণ্ডিত নিজ ১৬-১৭ ৮৮
রাঘব-পণ্ডিতে কহেন ১৫-৬৮ ১৬
রাজ-পাত্রগণ কৈল ১৬-১০৯ ১১৪
রাজপুত-জাতি মুক্রি ১৮-৮৬ ২৬৬
রাজবন্দী আমি, ২০-২৮ ৪১০

রাজমন্ত্রী সনাতন ২০-৩৫০ ৫১৫
রাজা কহে,—আমার ২৫-১৯১ ৮৯৩
রাজা কহে,—তোমার ১৯-২০ ৩১২
রাজা কহে,—মুকুন্দ ১৫-১২৬ ৩৬
রাজা বলে—ব্যথা ১৫-১২৫ ৩৬
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা ১৬-১২৪ ১১৭
রাজার জ্ঞান, রাজ ১৫-১২৪ ৩৬
রাঢ়ী এক বিপ্র, তেঁহো ১৬-৫১ ৯৬
রাত্রিকালে মনে আমি ১৬-২৬৮ ১৫৮
রাত্রি-দিনে হয় ২০-৩৮৮ ৫২৮
রাত্রে উঠি' প্রভু ২৫-১৭৮ ৮৯০
রাত্রে উঠি' বনপথে ১৭-৫ ১৬৮
রাত্রে তথা রহি ১৬-১২৩ ১১৭
রাত্রে তেঁহো স্বপ্ন ১৯-২৪৫ ৪০০
রাত্রে পর্বত পার ২০-২০ ৪০৮
রাধিকাদ্যে 'পূর্বরাগ' ২৩-৬৪ ৬৭৪
রামদাস, গদাধর ১৫-৪৩ ১২
'রামদাস' বলি' প্রভু ১৮-২০৭ ২৯৭
রামাই, নন্দাই, আর ১৬-১২৯ ১১৮
রামানন্দ আইলা পাছে ১৬-৯৮ ১১২
রামানন্দ-পাশে যত ১৯-১১৬ ৩৩৮
রামানন্দ, মর্দরাজ ১৬-১২৬ ১১৮
রামানন্দ রায় সব- ১৬-১০১ ১১৩
রামানন্দ সার্বভৌম ১৬-৭ ৮৭
রায় কহে চরণ ১৬-৩৭ ?
রায়ের বিদায় ভাব ১৬-১৫৫ ১২৫
রুচি হৈতে ভক্ত্যে ২৩-১২ ৬৫৪
রুদ্রগণ আইলা ২১-৬৮ ৫৫৫
'রুদ্র'রূপ ধরি ২০-২৯০ ৪৯৫
'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' ২৩-৫৭ ৬৭১
রূপ কহেন,—তেঁহো ১৯-৫৬ ৩২১
রূপ-গুণ-শ্রবণে ২৪-৫১ ৭১৩
রূপ-গোসাঞি, আইলে ২৫-২০৭ ৯০০
রূপ-গোসাঞি নীলাচলে ১৯-১১ ৩০৮
রূপ দেখি, আপনার ২১-১০৪ ৫৬৪
রেমুণায় আসিয়া কৈল ১৬-২৮ ৯১

ল

লক্ষ কোটি লোক ২৫-১৭৪ ৮৯০
লক্ষ লক্ষ লোক...দেখিতে ১৬-২৫৮ ১৫৬
লক্ষ লক্ষ লোক...দেখিবারে ১৬-১৬৫ ১২৭
'লক্ষ সংখ্য লোক ১৭-১৮৮ ২২৯
লীলাবতার কৃষ্ণের ২০-২৯৭ ৪৯৭
লীলাবতারের কৈলু ২০-৩০০ ৪৯৮
লীলাস্থল দেখি' তাহাঁ ১৮-৬৪ ২৬০
লেম্বু-আদাখণ্ড ১৫-৫৫ ১৪
লোক কহে, তোমাতে ১৮-১১৭ ২৭৬
লোক কহে,—রাত্রে ১৮-১০৪ ২৭০
লোক-ভিড়-ভয়ে ১৯-১১৪ ৩৩৭
লোকসংঘট্ট দেখি' প্রভুর ২৫-৭০ ৮৫২
লোক 'হরি' 'হরি' ১৭-১৬০ ২১৭
লোকে কহে,—কৃষ্ণ ১৮-৯৪ ২৬৭
লোকে কহে প্রভু দেখি' ১৭-১৬১ ২১৭
লোকের সংঘট্ট আইসে ২৫-১৯ ৮৩৪
লোকের সংঘট্ট, আর ১৮-১৪১ ২৮২
লোকের সংঘট্ট দেখি ১৮-৭০ ২৬২
লোভ হইল ২০-১৫ ৪০৮
লোভী কায়স্থ ১৯-১৬ ৩০৯
লোভে ব্রজবাসী ২২-১৫৩ ৬৪৪

শ

শক্তি, কম্প, ২৪-২০ ৭০৪
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ ২০-৩৬৮ ৫২৩
শক্ত্যাবেশাবতার ২০-৩৬৭ ৫২২
শঙ্খ-জল-গন্ধ ২৪-৩৩৭ ৮২৩
শত চুলায় শত ১৫-২২৬ ৬১
শত, সহস্র, অযুত ২১-৪ ৫৩৬
শতেক বৎসর ২০-৩২২ ৫০৬
শরণ লঞা করে ২২-১০২ ৬২৩
শরণাগতের, ২২-৯৯ ৬২১
শরৎকাল হৈল, প্রভুর ১৭-৩ ১৬৮
শস্য-সমর্পণ করি' ১৫-৭৭ ১৮
শান্ত, দাস্য, সখ্য ১৯-১৮৫ ৩৭৮
শান্তভক্ত—ভক্ত নব ১৯-১৮৯ ৩৮২
শান্ত-ভক্তের-রতি ২৪-৩২ ৭০৮
শান্তরসে শান্তি ২৩-৫৪ ৬৭০
শান্তরসে—'স্বরূপ ১৯-২১১ ৩৯০
শান্তাদি রসের ২৩-৫৬ ৬৭০
'শান্তিপুরাচার্য' গৃহে ১৬-২১০ ১৪৩
শান্তিপুরে পুনঃ কৈল ১৬-২১২ ১৪৪
শান্তের গুণ দাস্যে আছে ১৯-২২১ ৩৯৪

শান্তের গুণ, দাস্যের	১৯-২২২	৩৯৪
শান্তের স্বভাব	১৯-২১৮	৩৯৩
'শাস্ত্র-গুরু-আত্ম'-	২০-১২৩	৩৩৮
শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহাঁ	২৪-৪০	৭০৯
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে	২২-৬৭	৬০৯
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ	২২-৬৫	৬০৮
শিখিপিচ্ছ দেখি'	১৫-১২৩	৩৬
'শিব'-মায়াশক্তিসঙ্গী	২০-৩১১	৫০২
শিবানন্দ-সেন করে ঘাটি	১৬-১৯	৮৯
শিবানন্দ-সেন করে সব	১৬-২৬	৯০
শিবানন্দ সেন কহে	১৫-৯৩	২১
শিবানন্দ-সেনের পুত্র	১৯-১১৮	৩৩৯
শিবানন্দের বালক	১৬-২৩	৯০
শিরের উপরে, পৃষ্ঠে	১৫-২৪	৬
শীঘ্র আসি' মোরে	১৯-১২	৩০৮
শীঘ্র যাই' মুক্রি	১৫-৫৮	১৫
শুকদেব মন	২৪-৪৬	৭১১
শুক, পিক, ভৃঙ্গ	১৭-১৯৯	২৩২
শুক-মুখে শুনি' তবে	১৭-২১১	২৩৪
শুক-শারিকা প্রভুর	১৭-২০৯	২৩৪
শুক-শারী উড়ি' পুনঃ	১৭-২১৭	২৩৬
শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ-পীত	২০-৩৩০	৫০৮
'শুদ্ধভক্তি' হৈতে	১৯-২৬৬	৩৬৮
"শুন, ভট্টাচার্য-আমি	১৭-৬৮	১৮৫
শুনি' আনন্দিত রাজা	১৬-১০৩	১১৩
শুনি' আনন্দিত হৈল	১৯-৯৪	৩৩২
শুনি' কৃপাময় প্রভু	১৫-২৭৩	৭৬
শুনি' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি	১৫-২৭৮	৭৯
শুনি' তাঁর পিতা	১৬-২৩৩	১৪৯
শুনিতেই ভট্টাচার্য	১৫-২৪৯	৬৭
শুনি' প্রভু কৈল	১৭-১৬৯	২১৮
শুনি' মহাপাত্র কহে	১৬-১৭৪	১২৯
শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ	১৮-২১৮	৩০০
শুনি' মহাপ্রভু তবে	১৭-১২৪	২০৩
শুনি' মহাপ্রভু তাঁরে	১৯-৭৩	৩২৭
শুনি' মহাপ্রভু মনে	১৮-৬১	২৫৯
শুনি, 'মহাপ্রভু' যাবেন	১৭-৯৮	১৯৫
শুনিয়া গ্রামের লোক	১৮-২৯	২৪৯
শুনিয়াছি গৌড়দেশের	১৭-১১৬	২০০
শুনিয়া পাঠান মনে	১৮-১৭৬	২৯০
শুনিয়া প্রকাশানন্দ	১৭-১১৫	২০০
শুনিয়া প্রভুর বাণী	১৬-৯২	১১১
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র	১৭-১৭১	২১৯
শুনিয়া ভক্তের	২৫-২২৫	৯০৪
শুনিয়া লোকের	২৫-১৬৩	৮৮৭
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল	১৯-৩২	৩১৫
শুনি' যাঠীর মাতা	১৫-২৫২	৬৮
শুনি' সনাতন তারে	২০-২৫	৪০৯
শুনি' সব ভক্ত	১৬-২৮৪	১৬৪
শুনি' হর্ষে কহে প্রভু	১৫-১১৭	৩৪
শুনি' হাসি' কৃষ্ণ	২১-৬৬	৫৫৫
শুষ্ককাষ্ঠ আনি'	২৫-২০৪	৮৯৯
শেখর, পরমানন্দ,	২৫-৬৩	৮৫০
শেখরের ঘরে বাসা	২৫-২১৮	৯০৩
শেষ অষ্টাদশ বৎসর	২৫-২৪১	৯০৮
শেষে 'স্ব-সেবন'-শক্তি	২০-৩৭২	৫২৩
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র	২৪-২৩৫	৭৭৭
শ্যাম-রূপের বাসস্থান	১৯-১০২	৩৩৪
শ্রদ্ধা করি' এই কথা শুনে	১৯-২৫৬	৪০২
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুন	২৫-২৬৯	৯১৫
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুনে	১৫-৩০১	৮৪
শ্রদ্ধা করি' ভট্টাচার্য	১৫-২১৯	৫৯
শ্রদ্ধাবান্ জন হয়	২২-৬৪	৬০৮
'শ্রদ্ধা'-শব্দে—বিশ্বাস	২২-৬২	৬০৭
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ	২২-৯২১	৬৩১
শ্রবণাদি-ক্রিয়া	২২-১০৬	৬২৫
শ্রীঅঙ্গ-রূপে হরে	২৪-৪৯	৭১২
শ্রীউদ্ধব-দাস, আর	১৮-৫১	২৫৬
শ্রীকেশব-পদ্মশঙ্খচক্র	২০-২২৭	৪৭৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য	২৫-২৮	৮৩৭
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী	২৫-৫৮	৮৪৯
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়	২৫-২৪	৮৩৬
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত	২৪-৩৫৪	৮২৮
শ্রীচৈতন্য,নিত্যানন্দ,অদ্বৈতাদি	২৫-২৮০	৯১৯
শ্রীচৈতন্য-সম আর	২৫-২৬৮	৯১৫
শ্রীধর-পদ্মচক্রগদা	২০-২৩১	৪৭৫
শ্রীনৃসিংহ-চক্রপদ্মগদা	২০-২৩৪	৪৭৫
'শ্রীবন' দেখি' পুনঃ গেলা	১৮-৬৭	২৬১
শ্রীবাস পণ্ডিত-সঙ্গে	১৬-২২	৯১
শ্রীবাস-পণ্ডিতে প্রভু	১৫-৪৫	১৩
শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস	২৫-২৬৬	৯১৪

শ্রীমাধব—গদাচক্রশঙ্খ	২০-২২৮	৪৭৪
শ্রীমূর্তিলক্ষণ, আর	২৪-৩৩৫	৮২২
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান	১৫-১৫০	৪১
শ্রীরূপ—উপরে প্রভুর	১৯-২৫৫	৪০২
শ্রীরূপ-গোসাঞি	১৯-৬	৩০৭
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে	১৫-৩০২	৮৪
শ্রীরূপ শুনিল	১৯-১০	৩০৮
শ্রীরূপ-সনাতন রঘুনাথ	২৫-২৮১	৯২০
শ্রীরূপ-সনাতন রহে	১৯-৩	৩০৬
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু	১৯-১১৭	৩৩৯
শ্রীরূপে দেখিয়া প্রভুর	১৯-৪৮	৩১৯
শ্রী, লজ্জা, দয়া,	২১-১২১	৫৭০
শ্রীহরি—শঙ্খচক্রপদ্ম	২০-২৩৫	৪৭৬
শ্রীহস্তে করেন তাঁর	২০-৫৫	৪১৫
শ্রুতি-পুরাণ কহে	২৫-৩৪	৮৩৯
শ্রেষ্ঠ হওয়া কেনে কর	২৫-৭৩	৮৫২
শ্লোকব্যাখ্যা লাগি'	২৪-১০৬	৭৩২

ষ

ষড় দর্শন-ব্যাখ্যা বিনা	১৭-৯৬	১৯৪
ষষ্ঠে—সার্বভৌমের	২৫-২৪৮	৯০৯
ষাটি অর্থ কহিলুঁ,	২৪-৩১১	৮০৪
ষাঠিরে মাতার প্রেম	১৫-৩০০	৮৩
'ষাঠীর মাতা' নাম	১৫-২০০	৫৫
ষাঠীরে কহ—তারে	১৫-২৬৪	৭১
ষোড়শে—বৃন্দাবন যাত্রা	২৫-২৫৫	৯১১
ষোলক্রোশ বৃন্দাবন	২১-২৯	৫৪৪

স

সওয়াশত বৎসর	২০-৩৯২	৫২৯
সংক্ষেপেকহিলুঁ এই 'প্রয়োজন	২৩-১০১	৬৮৬
সংক্ষেপে কহিলুঁ এই মধ্য	২৫-২৬৩	৯১২
সংক্ষেপে কহিলুঁ কৃষ্ণের	২০-৪০৩	৫৩২
সংক্ষেপে কহিলুঁ—প্রেম	২৩-১২৫	৬৯৮
সংসার ভ্রমিতে কোন	২২-৪৩	৫৯৯
সকল দেখিয়ে তাঁতে	১৭-১০৭	১৯৮
সকল-সদ্গুণ-বৃন্দ	১৫-১৪০	৩৯
সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ	২২-১২৯	৬৩৩
সকাম-ভক্তে 'অজ্ঞ'	২৪-১০২	৭৩০
সখাগণের রতি হয়	২৪-৩৩	৭০৮
সখি হে, কৃষ্ণমুখ	২১-১২৬	৫৭২
সখি হে, কোন্ তপ	২১-১১৪	৫৬৮
সখ্য-বাৎসল্য-রতি	২৩-৫৫	৬৭০
সখ্য-ভক্ত—শ্রীদামাদি	১৯-১৯০	৩৮৪
সখ্যের গুণ—	১৯-২২৭	৩৯৫
সগণে প্রভুরে ভট্ট	১৯-৭৭	৩২৮
সগর্ভ, নিগর্ভ,—এই	২৪-১৫৫	৭৪৮
সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক	২০-২৪৪	৪৭৮
সঙ্কর্ষণের মূর্তি	২০-১৯৬	৪৬৬
সঙ্গে গোপাল-ভট্ট	১৮-৪৯	২৫৫
সচ্চিদানন্দ-দেহ,	১৮-১৯১	২৯৪
সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা,	২৪-১৯৩	৭৬২
সত্যযুগে ধর্ম-ধ্যান	২০-৩৩৪	৫০৯
সত্যরাজ বলে,—	১৫-১০৫	২৫
'সনকাদি,' 'নারদ',	২০-৩৬৯	৫২৩
সনকাদির মন হরিল	২৪-৪৪	৭১০
সনকাদ্যে 'জ্ঞান'-শক্তি	২০-৩৭১	৫২৩
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায়	২৪-১১৪	৭৩৪
সনাতন কহে,—আমি	২০-৮১	৪২৩
সনাতন কহে,—'কৃষ্ণ	২০-৬৪	৪২০
সনাতন কহে,—'তুমি না	২০-১০	৪০৭
সনাতন কহে,—তুমি স্বতন্ত্র	১৯-২৬	৩১৩
সনাতন কহে,—নহে আমা	১৯-২৩	৩১৩
সনাতন কহে,—যাতে	২০-৩৬৪	৫২১
সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য	২১-১৩৭	৫৭৬
সনাতন জানিল	২০-৮৩	৪২৫
'সনাতন, তুমি যাবৎ	২০-৮০	৪২৩
সনাতন-মুখে কৃষ্ণ	১৭-৭৪	১৮৭
সনাতনে কহিলা,—	২৫-১৮২	৮৯১
সনাতনের বৈরাগ্যে	২০-৮২	৪২৪
সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি	২০-৩১	৪১০
সন্ন্যাস করি' প্রভু	১৬-২২৩	১৪৭
সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব	১৮-১১২	২৭৩
সন্ন্যাসী,—নাম-মাত্র	১৭-১২০	২০২
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে	২৫-১৬৬	৮৮৭
সন্ন্যাসীর কৃপা পূর্বে	২৫-৯	৮৩১
সন্ন্যাসীর গণ প্রভুরে	২০-৫	৮৩০
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু	১৬-১১৭	১১৬
সপ্তদশে—বনপথে	২৫-২৫৬	৯১১
সবংশে সেই জল	১৯-৮৬	৩৩০
সব কাশীবাসী করে	২৫-১৬৫	৮৮৭
সব গোপী হৈতে	১৮-৭	২৪৩

সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ১৬-২৫ ৯০
সব দিন প্রেমাবেশে ১৮-৬৩ ২৬০
সব বৈকুণ্ঠ—ব্যাপক ২১-৫ ৫৩৬
সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি ১৫-১৭৮ ৪৯
সবার ইচ্ছায় প্রভু ১৬-২৮৫ ১৬৪
সবার সর্বকার্য করেন ১৬-২০ ৮৯
সবার সহিত ইহা ১৬-২৪৭ ১৫৪
সবারে কহিল প্রভু ১৫-৪০ ১০
সবা লঞা কৈল ১৬-৪৪ ৯৪
সবা সঙ্গে লঞা প্রভু ২৫-২৩৫ ৯০৬
সবে কহে,—"লোকে ২৫-১৭১ ৮৮৯
সবে 'কৃষ্ণ', 'হরি' বলি' ১৭-৪৯ ১৮০
সবে চাহে প্রভু ২৫-১৮০ ৮৯১
সবে মেলি' ১৬-১৩ ৮৮
সবে হৈলা চতুর্ভুজ ২১-২২ ৫৪২
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ২০-২৮২ ৪৯৩
সমুৎকণ্ঠা হয় ২৩-৩০ ৬৬১
সম্প্রতি পৃথিবীতে ২১-৭৭ ৫৫৭
'সম্ভোগ'-'বিপ্রলম্ভ' ২৩-৬২ ৬৭৩
সর্ব-আদি, সর্ব-অংশী ২০-১৫৩ ৪৫১
সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গপ্রভু ১৬-২৩৬ ১৪৯
সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য ২০-৩৫৩ ৫১৭
সর্বজ্ঞের বাক্যে করে ২০-১২০ ৪৪১
সর্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন ২০-১৩০ ৪৪২
সর্ব তত্ত্ব মিলি ২০-২৭৭ ৪৯২
সর্বত্র প্রকাশ তাঁর ২০-২১৯ ৪৭২
সর্বত্র প্রমাণ দিবে ২৪-৩৪৩ ৮২৫
সর্বথা-নিশ্চিত—ইঁহো ১৭-১৬৩ ২১৭
সর্বথা শরণাপত্তি ২২-১২৭ ৬৩৩
সর্ব দেশ-কাল-দশায় ২৫-১২২ ৮৭০
সর্ব মহা—গুণগণ ২২-৭৫ ৬১২
সর্বশাস্ত্র খণ্ডি ২৫-২০ ৮৩৫
সর্ব-শ্রেষ্ঠ সর্বারাধ্য ১৮-১৯৩ ২৯৪
সর্বসমুচ্চয়ে আর ২৪-৩০৩ ৮০১
সর্ব স্বরূপের ধাম ২১-৩ ৫৩৫
সর্বাকর্ষক, সর্বা ২৪-৩৮ ৭০৯
সর্বাঙ্গে পরাইল প্রভুর ১৫-২৫৫ ৬৮
'সর্বোত্তম' আপনাকে ২৩-২৬ ৬৬০
সর্বোপকারক, শান্ত ২২-৭৯ ৬১৩
সহজে আমার কিছু ২৪-৯ ৭০১
সহজে নির্মল এই ১৫-২৭৪ ৭৬
সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে ১৭-২২৭ ২৩৮
সহস্র-বদনে কহে ১৬-২৮৯ ১৬৫
"সহিতে না পারি ১৮-১৪৮ ২৮৪
"সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ২৪-৩১৫ ৮০৫
সাক্ষাৎ দেখিল লোক ১৮-৯৫ ২৬৭
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি ১৫-১৫৬ ৪২
সাক্ষিগোপালের কথা ১৬-৩৬ ৯৩
সাত দিন রহি' তথা ১৬-২০৯ ১৪৩
সাত দিন শান্তিপুরে ১৬-২৩৪ ১৪৯
সাত্ত্বিক-ব্যভিচারি ১৯-১৮১ ৩৭৫
সাধনভক্তি হৈতে ১৯-১৭৭ ৩৭৪
সাধনসিদ্ধ—দাস ২৪-২৯০ ৭৯৯
সাধনের ফল—'প্রেম' ২৫-১০৪ ৮৬৩
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ ২৪-৩৩৯ ৮২৪
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় ২০-১২০ ৪৩৬
সাধুসঙ্গ-কৃপা কিম্বা ২৪-৯৭ ৭২৭
সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা ২৪-১০৪ ৭৩১
সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন ২২-১২৮ ৬৩৩
'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ' ২২-৫৪ ৬০৫
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় ২৩-১০ ৬৫৪
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে ২২-৪৯ ৬০২
সাধু সাধু, গুপ্ত ১৫-১৫৩ ৪১
'সাধ্য'-'সাধন-তত্ত্ব ২০-১০৩ ৪৩০
'সামান্য' সদাচার ২৪-৩৪৪ ৮২৫
সার্বভৌম, কর দারু ১৫-১৩৬ ৩৯
সার্বভৌম কহে পুনঃ, ১৫-১৯০ ৫৩
সার্বভৌম কহে,—ভিক্ষা ১৫-১৮৯ ৫২
সার্বভৌম-গৃহে দাস ১৫-২৮৪ ৮০
সার্বভৌম ঘরে এই ১৫-২৯৯ ৮৩
সার্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি ১৫-১৩৩ ৩৮
সার্বভৌম ভট্টাচার্য ১৭-১১৯ ২০১
সার্বভৌম রামানন্দ ১৬-৪ ৮৬
সার্বভৌম সঙ্গে তোমার ১৫-২৭৬ ৭৭
সিংহদ্বার-নিকটে ১৬-৪৩ ৯৪
সিদ্ধার্থ-সংহিতা করে ২০-২২৩ ৪৭৩
সুখী হও সবে ২১-৭৬ ৫৫৭
সুখে চলি' আইসে ২৫-২২৩ ৯০৪
সুগন্ধি-সলিলে ১৫-৮ ৩
সুবুদ্ধি-রায় বহু স্নেহ ২৫-২১৩ ৯০২
সুস্থ করি, রামানন্দ ১৬-১০৭ ১১৪
সুস্থ হঞা প্রভু ১৭-১৯৬ ২৩১

সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ২৫-২৬ ৮৩৬
সূত্র করি' দিশা ২৪-৩২৬ ৮০৯
সূত্রমধ্যে সেই ১৬-২১৫ ১৪৪
সূত্রের করিলা তুমি ২৫-৮৯ ৮৫৮
সূত্রের পরিণাম-বাদ ২৫-৪১ ৮৪৩
সূর্যাংশ-কিরণ, যৈছে ২০-১০৯ ৪৩১
সূর্যোদয় হৈতে ষষ্টি ২০-৩৮৯ ৫২৮
সৃষ্টি করি' তার ২৫-১১১ ৮৬৫
সৃষ্টির পূর্বে ২৫-১১০ ৮৬৫
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাঁহা ১৮-১৯২ ২৯৪
সৃষ্টি-হেতু যেই ২০-২৬৩ ৪৮৪
সে অমৃতানন্দে ১৯-২২৯ ৩৯৬
সেই অদ্বয়—তত্ত্ব ২৪-৭৫ ৭২১
সেই অমোঘ ১৫-২৯৬ ৮২
সেই উপাসক হয় ২৪-৮৯ ৭২৫
সেই কথা সবার ১৬-৩৪ ৯২
সেই কহে, মোরে ১৬-১৮৮ ১৩৪
সেই কহে,—"রহস্য ২০-৮৬ ৪২৫
সেই কালে তপনমিশ্র ১৭-৮৩ ১৮৯
সেই কালে সে ১৬-১৬১ ১২৭
সেই কুণ্ডে যেই ১৮-১০ ২৪৪
সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ২৪-৭৯ ৭২২
সেই কৃষ্ণ ভজ ১৫-১৪২ ৩৯
সেই গোবর্ধনের ১৬-২২২ ১৪৬
সেই গ্রামে গিয়া ১৮-৩৬ ২৫১
সেই ঘর আমাকে ১৯-১৭৬ ৭৮৯
সেই জল-বিন্দু-কণা ১৭-৩২ ১৭৬
সেইত 'গোসাঞি' ১৮-২০১ ২৯৬
সেই ত' মাধুর্য-সার ২১-১১৭ ৫৬৯
সেই তিন সঙ্গে চলে ১৭-১৪৭ ২১৩
সেই দিন গদাধর ১৬-২৮৬ ১৬৪
সেই দোষে মায়া ২২-১৩ ৫৮৫
সেই নৌকা ১৬-২০২ ১৩৮
সেই পদ্মনালে ২০-২৮৮ ৪৯৫
সেই পুরুষ অনন্ত ২০-২৮৪ ৪৯৪
সেই পুরুষ বিরজাতে ২০-২৬৮ ৪৮৬
সেই পুরুষ মায়া ২০-২৭২ ৪৮৭
সেই বপু ভিন্নাভাসে ২০-১৮৩ ৪৬৩
সেই বপু, সেই ২০-১৭১ ৪৫৮
সেই বস্ত্র সনাতন ২০-৭১ ৪২১
সেই বিজুলী খাঁন ১৮-২১২ ২৯৯
সেই বিপ্র বহি' ১৭-১৯ ১৭২
সেই বিপ্রে, কৃষ্ণদাসে ১৮-২১৫ ৩০০
সেই বিভিন্নাংশ জীব ২২-১০ ৫৮৫
সেই বৃক্ষ নিকটে ১৮-১৬০ ২৮৭
সেই ব্রহ্ম—শব্দে ২৪-৭৩ ৭২০
সেই 'ভাব' গাঢ় ২৩-১৩ ৬৫৫
সেই ভিতে হাত ১৫-৮৩ ১৯
সেই ভৃত্যের সঙ্গে ২০-১৮ ৪০৮
সেই মায়া ২০-২৬৫ ৪৮৫
সেই মুরারি-গুপ্ত ১৫-১৫৭ ৪২
সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে ১৮-১৮৫ ২৯২
সেই রাত্রি সব ১৬-৩০ ৯১
সেই রাত্রে অমোঘ ১৫-২৬৬ ৭৩
সেই রাত্রে জগন্নাথ ১৬-৮০ ১০৮
সেইরূপ ব্রজাশ্রয় ২১-১২০ ৫৭০
সেই সব গুণ হয় ২২-৭৭ ৬১৩
সেই সব লোক পথে ১৬-২৫১ ১৫৫
সেই সব লোক হয় ১৬-১৬৬ ১২৮
সেই সব লোকে প্রভু ১৮-১২৭ ২৭৯
সেই সবের সাধুসঙ্গে ২৪-১২৪ ৭৩৮
সেই সরোবরে গিয়া ২৫-২৭৫ ৯১৮
সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী ২১-৯৭ ৫৬২
সেই হাজিপুরে রহে ২০-৩৮ ৪১২
সেকজল পাঞা ১৯-১৬০ ৩৬৫
সে-কালে বল্লভ ১৯-৬১ ৩২২
সে কেনে রাখিবে ২০-৯১ ৪২৬
সে ছল সেকালে ১৬-২৪১ ১৫২
সে ধ্বনি চৌদিকে ২১-১৪১ ৫৭৭
সে বৎসর প্রভু ১৬-২১ ৮৯
সে-রাত্রি রহিলা ১৮-২২ ২৪৭
সেহ রহু—ব্রজে যবে ২১-১৬ ৫৪০
সেহো রহু—সর্বজ্ঞ ২১-১৪ ৫৩৯
'সোরোক্ষেত্রে' আগে ১৮-১৪৪ ২৮৩
সোরোক্ষেত্রে আসি' ১৮-২১৪ ২৯৯
সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, ২০-১৭৮ ৪৬১
সৌভর্যাদি-প্রায় সেই ২০-১৬৯ ৪৫৭
স্ত্রী কহে,—জাতি ২৫-১৯২ ৮৯৪
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ, আর ১৮-১২১ ২৭৭
স্ত্রী মরিতে চাহে ২৫-১৯৩ ৮৯৪
স্থাবর-জঙ্গম মিলি' ১৭-২০৬ ২৩৩
"স্থির হঞা ঘরে যাও ১৬-২৩৭ ১৪৯

স্বগণ সহিতে প্রভু	১৬-১২৫	১১৮
স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত	১৯-২১৫	৩৯২
'স্বয়ং ভগবান্', আর	২০-২৪০	৪৭৭
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ 'গোবিন্দ'	২০-১৫৫	৪৫২
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্বাংশী	১৫-১৩৯	৩৯
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্ম	২০-১৬৫	৪৫৬
'স্বয়ংরূপ' স্বয়ংপ্রকাশ	২০-১৬৬	৪৫৭
স্বয়ংরূপের গোপবেশ,	২০-১৭৭	৪৬০
স্বস্থ, বিশ্রাম, দীর্ঘ	১৭-১৯১	২৩০
স্বরূপ-ঐশ্বর্যপূর্ণ	২০-৩১৫	৫০৩
স্বরূপ কহে,—এই	১৭-১৫	১৭১
স্বরূপ-গোসাঞি সবায়	১৭-২৩	১৭৩
'স্বরূপ'—লক্ষণ, আর	২০-৩৫৬	৫১৮
স্বরূপ-সহিত তাঁর	১৬-৭৭	১০৮
স্বাংশ—বিভিন্নাংশ	২২-৮	৫৮৩
স্বাংশ—বিস্তার	২২-৯	৫৮৪
স্বাঙ্গ—বিশেষাভাস	২০-২৭৩	৪৮৮
স্বায়ম্ভুবে 'যজ্ঞ'	২০-৩২৫	৫০৬
স্মিত-কিরণ	২১-১৪০	৫৭৭

হ

হনুমান্-আবেশে প্রভু	১৫-৩৩	৮
হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে	২০-২৩৭	৪৭৬
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ	২৫-৬৪	৮৫০
'হরিঃ'-শব্দে নানার্থ,	২৪-৫৯	৭১৬
হরিদাস-ঠাকুর, আর	১৬-১২৮	১১৮
হরিদেব-আগে নাচে	১৮-১৯	২৪৬
হরিবংশে কহিয়াছে	২৩-১১৬	৬৯৩
'হরিবোল' বলি' প্রভু	১৭-৪৫	১৭৯
হরের্নাম-শ্লোকের	২৫-২৯	৮৩৭
হর্ষ, দৈন্য, চাপল্যাদি	২৫-৬৯	৮৫১
হানি-লাভে সম,	২২-১১৯	৬৩০
হাস্য, অদ্ভুত, বীর	১৯-১৮৭	৩৭৯
'হিন্দু' হৈলে পাইতাম	১৬-১৮২	১৩১
হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী	২০-২৯২	৪৯৬
'হিরণ্য', 'গোবর্ধন'—দুই	১৬-২১৭	১৪৫
হুঙ্কার করি' যমুনার	১৯-৭৯	৩২৯
হুঙ্কার করিয়া উঠে	১৮-১৭৭	১৯১
'হেতু'-শব্দে কহে	১৪-২৭	৭০৬
হেনকালে 'অমোঘ'	১৫-২৪৫	৬৬
হেনকালে আইল বৈষ্ণব	১৮-৮২	২৬৫
হেনকালে আইলা	১৯-৯২	৩৩১
হেনকালে এক ময়ূর	১৫-১২২	৩৬
হেনকালে গেল রাজা	১৯-২৮	৩১৪
হেনকালে তাহাঁ	১৮-১৬৩	২৮৭
হেনকালে নিন্দা শুনি	২৫-১২	৮৩৩
হেনকালে বিপ্র	২৫-১৪	৮৩৩
হেনকালে ব্যাঘ্র তথা	১৭-৩৭	১৭৭
হেনকালে মহাপ্রভু পঞ্চনদে	২৫-৬০	৮৪৯
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন	১৫-২২২	৬০
হেনকালে সেই	২৫-১৬০	৮৮৬

শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গৌরমোহন দে এবং মাতার নাম ছিল রজনী দেবী। ১৯২২ সালে কলকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘ) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগারো বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজ হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ-রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্যসহ আঠারো হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং *অন্য লোকে সুগম যাত্রা* নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্কন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হচ্ছে তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত

এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্য সহ ইংরেজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় উনিশ শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানেই বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গিয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালের ১৪ই নভেম্বর এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচারসূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।